সহীহ
আল বুখারী
৫ম খণ্ড
صحيح البخاري
مجلد رقم ٥

সহীহ আল বুখারী

৫ম খণ্ড

অনুবাদে
অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মাদ মোজাম্মেল হক এম, এম ; এম, এ,
অধ্যাপক মাওলানা রুহুল আমীন এম, এম ; এম, এ,
মাওলানা মুহাম্মদ মূসা এম, এম ; এম, এ,
অধ্যাপক মাওলানা এ. এম. মোঃ মোসলেম এম, এম ; এম, এ,
মাওলানা সাঈদ আহ্মদ এম, এম ; এম, এ,

সম্পাদনায়
মাওলানা মুহাম্মদ মূসা
অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মাদ মোজাম্মেল হক

صحيح البخارى
مجلد رقم ٥

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

কিছু কথা

আমাদের এই হিমালয়ান উপমহাদেশে কুরআন চর্চা সুদীর্ঘকাল থেকে চলে আসছে এবং ইসলামী বিশ্বে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। তাই এখানে অনেক আন্তরজাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কুরআনের ভাষ্যকারের নাম শোনা যায়। কিন্তু হাদীস চর্চা সেই তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে। আঠারো শতকের দিল্লীর মুহাদ্দিস শাহ ওয়ালিউল্লাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহির পূর্বে হাদীসের নাম বড় একটা শোনা যেতো না। মুসলিম জনগণের মধ্যে তো হাদীসের চর্চাই ছিল না। উলামায়ে কেরামের মধ্যেও বড় বড় মাদরাসার গুটিকয় মুহাদ্দিসের মধ্যে এর চর্চা সীমাবদ্ধ ছিল। এখনো আমাদের দেশের মাদরাসার দরসে নিযামীর সিলেবাসে মূলত শেষ বর্ষে হাদীস অধ্যয়নকে সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। অথচ কুরআন বুঝার জন্য হাদীসের প্রয়োজন। জীবন গঠনের জন্য হাদীসের প্রয়োজন। দৈনন্দিন ইবাদত-বন্দেগী, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন ইত্যাদি ক্ষেত্রে হাদীসে রসূল একটি অপরিহার্য বিষয়। শুধু মাদরাসার অংগনে নয়, জনগণের মধ্যেও হাদীসের চর্চা ইসলামী সমাজের একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে বিবেচিত। সাহাবা ও তাবেঈগণের যুগে আমরা এটাই দেখেছি। পরবর্তীকালেও মুসলিম জনতার মধ্যে এ ধারা অব্যাহত ছিল দীর্ঘকাল।

আমাদের দেশে হাদীসের চর্চা সাম্প্রতিক মাত্র কয়েক শ' বছরের। এটাও গুটিকয় উলামায়ে কেরামের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। দেশ স্বাধীন হবার পর বাংলা ভাষায় ইসলাম চর্চা অত্যধিক গুরুত্ব লাভ করেছে। ইসলামের মর্মবাণী জনগণের মনের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছিয়ে দেবার জন্য বিভিন্ন ইসলামী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিত্ব এগিয়ে এসেছেন। উলামায়ে কেরামও বাংলা ভাষাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। হাদীসের চর্চা উলামায়ে কেরামের মজলিসে আবদ্ধ না থেকে জনগণের মধ্যেও স্থানান্তরিত হচ্ছে। বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে হাদীস গ্রন্থগুলো অনূদিত ও প্রকাশিত হচ্ছে। হাদীস গ্রন্থগুলোর মধ্যে বুখারীর গুরুত্ব আমাদের দেশে সমস্ত খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে ভাতের মতো। এটিই কেন্দ্রীয় ও প্রধান হাদীস গ্রন্থ। তাই এদিকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও গোষ্ঠীর নজর পড়েছে। বিভিন্ন স্থান থেকে বুখারীর অনুবাদ হচ্ছে। একদিক দিয়ে এর গুরুত্ব ও প্রয়োজন অস্বীকার করা যাবে না। বিভিন্ন রুচির পাঠক বিভিন্ন অনুবাদে মনোসংযোগ করতে পারবেন। তাছাড়া এর ফলে হাদীসের চর্চা ব্যাপকতর হবে। তবে অনুবাদ ও উপস্থাপনা যাতে ত্রুটিপূর্ণ না হয় এদিকে সংশ্লিষ্ট প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ও পাঠক সমাজকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। হাদীস অনুবাদের ক্ষেত্রে ত্রুটি একটি অমার্জনীয় অপরাধ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই এ ব্যাপারে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন ঃ

مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ -

"যে ব্যক্তি জেনেবুঝে আমার সম্পর্কে মিথ্যা বললো সে যেন জাহান্নামে তার আবাস ঠিক করে নেয়।"

কাজেই হাদীসের শব্দের মধ্যে হেরফের হওয়া বা হেরফের করা একটি অতি বড় গুনাহর কাজ। এ ব্যাপারে অতি যত্নবান, সতর্ক ও আন্তরিক হতে হবে।

হাদীসের ব্যাপারে এ সতর্কতাকে সামনে রেখেই বুখারী শরীফের পঞ্চম খণ্ডের এ নতুন সংস্করণটি প্রকাশিত হচ্ছে। আল্লাহর অসীম মেহেরবানীতে এ খণ্ডটিকে নতুন করে সম্পাদনা করে সকল প্রকার ত্রুটিমুক্ত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। এরপরও এর মধ্যে কোথাও ভুল থেকে যেতে পারে। এ ব্যাপারে সচেতন পাঠক সমাজের কোন বিকল্প নেই। কোনো ভুল তাঁদের নজরে পড়লে সংগে সংগেই কর্তৃপক্ষকে তাঁরা অবহিত করবেন বলে আমরা বিশ্বাস করি।

পাঠকের ওপর অতিরিক্ত কিছু চাপিয়ে না দিয়ে হাদীসকে হাদীসের মাধ্যমে জানার ওপর নির্ভর করে আমরা অনুবাদটিকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ফুটনোটে ভারাক্রান্ত করতে চাইনি। মনে হয় সচেতন পাঠক সমাজ এ বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করবেন এবং হাদীসকে অন্যের মাধ্যমে বুঝার পরিবর্তে নিজের জীবনকে হাদীসের মাধ্যমে উপলব্ধি করার চেষ্টা করবেন। আমাদের জীবনকে যদি হাদীসের সাথে খাপ খাওয়াতে পারি, তাহলে আমাদের জীবনে ও সামাজিক কাঠামোয় আমূল পরিবর্তন সূচিত হবে এবং তাহলেই হাদীস চর্চা আমাদের জীবনে সার্থকতার বার্তা বহন করে আনবে। হাদীস চর্চা আমাদের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করুক। আমীন।

আবদুল মান্নান তালিব
২৭ যিলকদ ১৪১৭ / ৬ই এপ্রিল ১৯৯৭

সূচীপত্র

অধ্যায়-৩৯

কিতাবুন নিকাহ ২৫

(বিবাহের বর্ণনা)

অধ্যায়-৪০

কিতাবুত তালাক ১০৯

(তালাকের বর্ণনা)

অধ্যায়-৪১

কিতাবুন নাফাকাত ১৫৯

(ভরণ-পোষণ)

অধ্যায়-৪২

কিতাবুল আত'য়েমা ১৭২

(খাদ্য দ্রব্য ও খাদ্য গ্রহণ)

অধ্যায়-৪৩

কিতাবুল আকীকা ২০৭

(আকীকার বর্ণনা)

অধ্যায়-৪৪

কিতাবুয যাবায়েহ ওয়াছছয়দে ২১১

(যবেহ ও শিকারের বর্ণনা) ২১১

অধ্যায়-৪৫
কিতাবুল আযাহী ২৪১
(কুরবানীর বর্ণনা)

অধ্যায়-৪৬
কিতাবুল আশরিবাহ ২৫২
(পানীয়ের বর্ণনা)

অধ্যায়-৪৭

কিতাবুল মারযা ২৭৩

(রোগ, রোগী ও চিকিৎসা)

অধ্যায়-৪৮
কিতাবুত তিব্ ২৯০
(চিকিৎসার বর্ণনা)

অধ্যায়-৪৯

কিতাবুল লিবাস ৩২৯

(পোশাক)

অধ্যায়-৫০

কিতাবুল আদাব ৩৮৮

(আদব-আখলাকের বর্ণনা)

অধ্যায়-৫১

কিতাবুল ইসতিযান ৪৯১

(প্রবেশানুমতি প্রার্থনা)

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা

অধ্যায়-৫২
কিতাবুদ দাওয়াত ৫২৫
(দোয়ার বর্ণনা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অধ্যায়—৩৯

كِتَابُ النِّكَاحِ

(বিবাহের বর্ণনা)

১-অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহ করার জন্য উৎসাহ প্রদান। যেমন ঃ মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ۔

"নারীদের মধ্যে যাদেরকে তোমাদের পছন্দ হয় তাদেরকে তোমরা বিবাহ কর।"
–(সূরা আন নিসা ঃ ৩)

٤٦٩٠ ـ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ جَاءَ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ اِلَى بُيُوْتِ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْئَلُوْنَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا اُخْبِرُوْا كَاَنَّهُمْ تَقَالُّوْهَا فَقَالُوْا وَاَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَاَخَّرَ قَالَ اَحَدُهُمْ اَمَّا اَنَا فَاِنِّىْ اُصَلِّى اللَّيْلَ اَبَدًا وَقَالَ اٰخَرُ اَنَا اَصُوْمُ الدَّهْرَ وَلاَ اُفْطِرُ وَقَالَ اٰخَرُوْا اَنَا اَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلاَ اَتَزَوَّجُ اَبَدًا فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَنْتُمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا اَمَا وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ وَاَتْقَاكُمْ لَهُ لٰكِنِّىْ اَصُوْمُ وَاُفْطِرُ وَاُصَلِّىْ وَاَرْقُدُ وَاَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِىْ فَلَيْسَ مِنِّىْ .

৪৬৯০. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিন ব্যক্তির একটি দল নবী (স)-এর স্ত্রীগণের কাছে তাঁর এবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য আগমন করে। তাদেরকে এ সম্পর্কে অবহিত করা হলে তাদের কাছে এ এবাদতের পরিমাণ কম মনে হল এবং তারা বলল ঃ আমরা নবীর সমকক্ষ হই কি করে, যাঁর আগের ও পরের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে! তাদের মধ্যকার একজন বলল ঃ আমি হামেশা রাতভর নামায পড়ব। অপরজন বলল ঃ আমি সারা বছর রোযা রাখব এবং কখনও রোযাহীন থাকব না (বিরতি দেব না)। তৃতীয়জন বলল, আমি সর্বদা নারীদের ত্যাগ করব এবং কখনও বিবাহ করব না। অতপর নবী (স) তাদের কাছে আসলেন এবং বললেন ঃ তোমরাই কি এই এই কথা বলেছ? আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহর প্রতি তোমাদের চেয়ে বেশী অনুগত এবং তাঁকে তোমাদের চেয়ে বেশী ভয় করি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি রোযা রাখি আবার বিরতিও দেই, রাতে নামাযও পড়ি, ঘুমও যাই এবং মহিলাদের বিবাহও করি। সুতরাং যারা আমার সুন্নাতের প্রতি বিরাগ হবে, তারা আমার অনুসারী নয়।

٤٦٩١ ـ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ اَنَّهُ سَاَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَاِنْ

خِفْتُمْ اَلاَّ تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَلاَّ تَعُوْلُوْا قَالَتْ يَاابْنَ اُخْتِى الْيَتِيْمَةُ تَكُوْنُ فِىْ حَجْرِ وَلِيِّهَا فَيَرْغَبُ فِىْ مَالِهَا وَجَمَالِهَا يُرِيْدُ اَنْ يَّتَزَوَّجَهَا بِاَدْنٰى مِنْ سُنَّةِ صَدَاقِهَا فَنُهُوْا اَنْ يَّنْكِحُوْهُنَّ اِلاَّ اَنْ يُّقْسِطُوْا لَهُنَّ فَيُكَمِّلُوا الصِّدَاقَ وَاُمِرُوْا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ .

৪৬৯১. যুহরীয়্যী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে উরওয়া (র) অবহিত করেছেন যে, তিনি আয়েশা (রা)-কে আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "যদি তোমরা আশংকা কর যে, তোমরা ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি ইনসাফ করতে পারবে না, তাহলে যেসব স্ত্রীলোক তোমাদের পসন্দ হয়, তাদের দুই-দুই, তিন-তিন বা চার-চারজনকে বিবাহ করো। কিন্তু তোমাদের যদি আশংকা হয় যে, তোমরা ইনসাফ করতে পারবে না, তাহলে একজন স্ত্রীই গ্রহণ করো কিংবা তোমাদের মালিকানাভুক্ত দাসীকে। অবিচার থেকে বাঁচার ইহাই অধিকতর সঠিক পন্থা" (সূরা আন নিসা ঃ ৩)। আয়েশা (রা) বলেন, হে আমার ভাগ্নে ! (এ আয়াত নাযিলের প্রসঙ্গ হচ্ছে) কোন ইয়াতীম বালিকা তার অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে আছে। সে তার সম্পদ ও রূপ-লাবণ্যে আকৃষ্ট, কিন্তু তাকে তার প্রাপ্যের তুলনায় কম মোহরে বিবাহ করতে চায়। সুতরাং তাদেরকে (অভিভাবকদেরকে) এ ইয়াতীম বালিকাদের তাদের পূর্ণ মোহর প্রদান করে এবং তাদের প্রতি ইনসাফ করে বিবাহ করতে বলা হয়েছে। অন্যথায় তাদেরকে এদের ছাড়া অন্য মহিলাদের বিবাহ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

২-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর বাণী ঃ "যার বিবাহ করার সামর্থ আছে সে যেন বিবাহ করে। কেননা বিবাহ তাকে দৃষ্টি অবনত রাখতে এবং যৌন অনাচার থেকে রক্ষা পেতে সাহায্য করবে।" আর যে ব্যক্তির বিবাহের দরকার নেই, সে বিবাহ করবে কিনা ?

٤٦٩٢ - عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمِنًا فَقَالَ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اِنَّ لِىْ اِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلَيَا فَقَالَ عُثْمَانُ هَلْ لَكَ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فِىْ اَنْ نُزَوِّجَكَ بِكْرًا تُذَكِّرُكَ مَاكُنْتَ تَعْهَدُ فَلَمَّا رَاٰى عَبْدُ اللّٰهِ اَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ اِلٰى هٰذَا اَشَارَ اِلَىَّ فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ فَانْتَهَيْتُ اِلَيْهِ وَهُوَ يَقُوْلُ اَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذٰلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِىُّ ﷺ يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ .

৪৬৯২. আলকামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা)-এর সঙ্গে ছিলাম। উসমান (রা) তাঁর সাথে মিনাতে সাক্ষাত করে বলেন ঃ ও আবু

আবদুর রহমান ! আপনার কাছে আমার কিছু প্রয়োজন আছে। তাঁরা উভয়ে এক পাশে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। অতপর উসমান (রা) বললেন ঃ ও আবু আবদুর রহমান ! আমি কি আপনার সাথে একটি কুমারী মেয়ের বিবাহ দিব, যে আপনাকে আপনার অতীত স্মরণ করিয়ে দিবে ? যখন আবদুল্লাহ (রা) দেখল যে, তাঁর এ ব্যাপারে কোন প্রয়োজন নেই, তখন তিনি আমাকে ইশারায় ডেকে বললেন, হে আলকামা ! আমি তাঁর নিকট পৌঁছলে তিনি বলতে লাগলেন ঃ তখন আমি তাকে (উসমানের প্রস্তাবের ব্যাপারে) বলতে শুনলাম, যেহেতু তুমি আমাকে সে কথা বলেছ, সুতরাং শুনে রাখ, নবী (স) আমাদেরকে বললেন ঃ হে যুব সম্প্রদায় ! তোমাদের মধ্যে যে বিবাহের সামর্থ রাখে সে যেন বিবাহ করে এবং যে বিবাহের সামর্থ রাখে না সে যেন রোযা রাখে। কেননা রোযা তার যৌন ক্ষমতাকে হ্রাস করে।

৩-অনুচ্ছেদ ঃ যে বিবাহ করার সামর্থ রাখে না, সে যেন রোযা রাখে।

٤٦٩٣ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ شَبَابًا لاَنَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَانَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَانَّهُ لَهُ وِجَاءٌ .

৪৬৯৩. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, যুবক বয়সে আমরা নবী (স)-এর সাথে ছিলাম, আমাদের কোন সম্পদ ছিল না। রসূলুল্লাহ (স) আমাদের বললেন ঃ হে যুবসমাজ! যে বিবাহের সামর্থ রাখে, সে যেন বিবাহ করে। কেননা বিবাহ (পর স্ত্রী দর্শন থেকে) দৃষ্টিকে অবনমিত রাখে এবং যৌন জীবনকে সংযমী করে। আর যার সামর্থ নেই সে যেন রোযা রাখে, কেননা রোযা তার যৌন কামনা কমিয়ে দেয়।"

৪-অনুচ্ছেদ ঃ একাধিক স্ত্রী গ্রহণ।

٤٦٩٤ - عَنْ عَطَاءٍ قَالَ حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَنَازَةَ مَيْمُوْنَةَ بِسَرِفَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هٰذِهِ زَوْجَةُ النَّبِيِّ ﷺ فَاِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلاَ تُزَعْزِعُوْهَا وَلاَ تُزَلْزِلُوْهَا وَارْفُقُوْا فَانَّهُ كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ تِسْعٌ كَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ وَلاَ يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ .

৪৬৯৪. আতা (র) বলেছেন, আমরা ইবনে আব্বাস (রা)-এর সাথে 'সারিফ' নামক স্থানে মায়মূনা (রা)-এর জানাযায় উপস্থিত হলাম। ইবনে আব্বাস (রা) বললেন ঃ 'ইনি হচ্ছেন রসূলুল্লাহ (স)-এর স্ত্রী। সুতরাং তোমরা যখন তাঁর লাশ উঠাবে তখন যেন জোরে ধাক্কা না দাও এবং নাড়াচাড়া না করো, বরং আস্তে আস্তে নিয়ে চলবে। নবী (স)-এর নয়জন (স্ত্রী) ছিলেন এবং তিনি তাদের মধ্যে আটজনের সাথে পালাক্রমে রাত যাপন করতেন। (তাদের মধ্যে মায়মূনাও ছিলেন) কিন্তু একজনের ওখানে রাত্রি যাপনের পালা ছিল না।[১]

---

১. হযরত সাওদা (রা) বার্ধক্যের কারণে নিজের ভাগের পালা স্বেচ্ছায় হযরত আয়েশা (রা)-কে দিয়েছিলেন। সুতরাং তাঁর প্রাপ্য পালার দিন নবী (স) আয়েশার সঙ্গে কাটাতেন।

٤٦٩٥ - عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَطُوْفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ وَّاحِدَةٍ وَلَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ .

৪৬৯৫. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) এক রাতে তাঁর সকল স্ত্রীর নিকট গমন করতেন। তাঁর ন'জন স্ত্রী ছিল।

٤٦٩٦ - عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ لِيْ اِبْنُ عَبَّاسٍ هَلْ تَزَوَّجْتَ قُلْتُ لاَ قَالَ فَتَزَوَّجْ فَاِنَّ خَيْرَ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اَكْثَرُهَا نِسَاءً .

৪৬৯৬. সাঈদ ইবনে জুবায়ের (র) বলেছেন, ইবনে আব্বাস (রা) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি বিবাহ্ করেছ কি ? আমি জবাব দিলাম, না। তিনি বললেন, তুমি বিবাহ্ করো। কেননা যিনি এ উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি [মুহাম্মদ (স)] ছিলেন তাঁর অধিক সংখ্যক স্ত্রী ছিল।

৫-অনুচ্ছেদ ঃ যদি কেউ কোন মহিলাকে বিবাহ্ করার উদ্দেশ্যে হিজরত করে অথবা কোন সৎকাজ করে, তবে সে তার নিয়াত অনুসারে সওয়াব পাবে।

٤٦٩٧ - عَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلْعَمَلُ بِالنِّيَّةِ وَاِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلٰى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوْ اِمْرَاَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلٰى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ .

৪৬৯৭. উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী (স) বলেছেন ঃ কাজের ফলাফল নিয়াতের ওপরে নির্ভরশীল। প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিয়াত অনুসারে প্রতিফল পাবে। সুতরাং যে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (স)-এর সন্তুষ্টির জন্য হিজরত করবে, তার হিজরত হবে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের জন্য। আর যে পার্থিব স্বার্থের জন্য হিজরত করবে অথবা কোন মহিলাকে বিবাহ্ করার উদ্দেশ্যে হিজরত করবে, সে ঐ প্রতিফলই পাবে যে উদ্দেশ্যে সে হিজরত করেছে।[২]

৬-অনুচ্ছেদ ঃ দরিদ্র ব্যক্তিকে বিবাহ্, যার সাথে কুরআন ও ইসলাম আছে। (এ প্রসংগে) সাহ্ল ইবনে সাদ (রা) নবী (স) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٤٦٩٨ - عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كُنَّا نَغْزُوْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ نَسْتَخْصِيْ فَنَهَانَا عَنْ ذٰلِكَ .

৪৬৯৮. ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমরা নবী (স)-এর সাথে জিহাদ করতাম এবং আমাদের সাথে আমাদের স্ত্রীগণ থাকত না। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রসূল ! আমরা কি খাসী (ছিন্নমুষ্ক) হয়ে যাব ? নবী (স) আমাদেরকে ছিন্নমুষ্ক হতে নিষেধ করেন।

২. ফলাফল কাজ দেখে সে অনুসারে হবে না, বরং কাজ করার পেছনে যে নিয়াত ছিল তদনুযায়ী ফল পাওয়া যাবে। কেননা একই কাজ বিভিন্ন লোক বিভিন্ন নিয়াতে করে থাকে।

৭-অনুচ্ছেদ ঃ যদি কেউ তার মুসলিম ভাইকে বলে, তুমি আমার স্ত্রীগণকে দেখে যাকে পসন্দ করো, আমি তাকে তোমার জন্য তালাক দিয়ে দেব (তবে এ ব্যাপারে কি নির্দেশ রয়েছে ?) আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٤٦٩٩ - عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ فَاٰخَى النَّبِىُّ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ ابْنِ الرَّبِيْعِ الْاَنْصَارِىِّ وَعِنْدَ الْاَنْصَارِىِّ امْرَأَتَانِ فَعَرَضَ عَلَيْهِ اَنْ يُّنَاصِفَهُ اَهْلَهُ وَمَالَهُ فَقَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِىْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ دُلُّوْنِىْ عَلَى السُّوْقِ فَاَتَى السُّوْقَ فَرَبِحَ شَيْئًا مِّنْ اَقِطٍ وَشَيْئًا مِّنْ سَمْنٍ فَرَاٰهُ النَّبِىُّ ﷺ بَعْدَ اَيَّامٍ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِّنْ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَهْيَمْ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ تَزَوَّجْتُ اَنْصَارِيَّةً قَالَ فَمَا سُقْتَ قَالَ وَزْنَ نَوَاةٍ مِّنْ ذَهَبٍ قَالَ اَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ .

৪৬৯৯. আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) (হিজরত করে মদীনা) আসলে নবী (স) তাঁর এবং সাদ ইবনে রাবী আল-আনসারী (রা)-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন করে দিলেন। এই আনসারীর দু'জন স্ত্রী ছিল। সাদ (রা) আবদুর রহমানকে বললেন, আমার স্ত্রী এবং সম্পদ এতদুভয়ের অর্ধেক তুমি নিয়ে নাও। তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহ আপনার স্ত্রী ও সম্পদে বরকত দান করুন। আপনি দয়া করে আমাকে বাজার দেখিয়ে দিন। অতপর আবদুর রহমান (রা) বাজারে গেলেন এবং পনির ও মাখনের ব্যবসা করে মুনাফা করলেন। কিছু দিন পরে নবী (স) তাঁর শরীরে (পোশাকে) হলুদের রং দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার হে আবদুর রহমান ! তিনি জবাব দিলেন ঃ আমি এক আনসারী রমণীকে বিবাহ করেছি। নবী (স) জিজ্ঞেস করলেন, কত মোহর দিয়েছ ? তিনি বললেন, এক উকিয়া (আনুমানিক তিন তোলা) স্বর্ণ দিয়েছি। নবী (স) বললেন ঃ বিবাহভোজের ব্যবস্থা করো, একটা বকরী দিয়ে হলেও।

৮-অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহ না করা এবং খাসী হওয়া নিন্দনীয়।

٤٧٠٠- عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ يَقُوْلُ رَدَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ التَّبَتُّلَ وَلَو اَذِنَ لَهُ لَاَخْتَصَيْنَا.

৪৭০০. সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) বলেছেন ঃ নবী (স) উসমান ইবনে মাযউন (রা)-কে বিবাহ করা থেকে বিরত থাকতে নিষেধ করেছেন। যদি নবী (স) তাকে অনুমতি দিতেন তবে আমরা খাসী হয়ে যেতাম।[৩]

৩. সাদের মন্তব্য 'আমরা খোজা বা খাসী হয়ে যেতাম' দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, সত্যিই তিনি খাসী হয়ে যেতেন। কেননা তা ইসলামে হারাম। এর দ্বারা তিনি অতিরিক্ত মাত্রায় আনন্দস্ফূর্তি থেকে বিরত থাকার দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

٤٧٠١- عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ يَقُوْلُ لَقَدْ رَدَّ ذٰلِكَ يَعْنِى النَّبِىَّ ﷺ عَلٰى عُثْمَانَ وَلَوْ اَجَازَ لَهُ التَّبَتُّلَ لَاَخْتَصَيْنَا.

৪৭০১. সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) উসমান ইবনে মাযউন (রা)-কে তা (বিবাহ না করা) থেকে বারণ করেছেন। তিনি তাকে বিবাহ থেকে বিরত থাকার অনুমতি দিলে আমরা খাসী হয়ে যেতাম।

٤٧٠٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا نَغْزُوْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَيْسَ لَنَا شَيْءٌ فَقُلْنَا اَلاَ نَسْتَخْصِى فَنَهَانَا عَنْ ذٰلِكَ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا اَنْ تَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تُحَرِّمُوْا طَيِّبَاتِ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوْا اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ.

৪৭০২. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন ঃ আমরা নবী (স)-এর সাথে জিহাদ করতাম এবং আমাদের সাথে কিছুই (স্ত্রী) থাকত না। আমরা আরয করলাম ঃ আমরা কি খাসী হয়ে যাব ? তিনি আমাদের তা থেকে নিষেধ করলেন এবং আমাদেরকে কোন মহিলার সাথে একখানা কাপড়ের বিনিময় মুতআ[৪] বিবাহ করার অনুমতি দিলেন এবং আমাদের নিম্নোক্ত আয়াত শুনালেন ঃ "হে ঈমানদারগণ ! যে পবিত্র জিনিসগুলো আল্লাহ তোমাদের জন্য হালাল করেছেন, তোমরা সেগুলোকে হারাম করো না এবং সীমালংঘন করো না। আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের পসন্দ করেন না।"–(সূরা আল মায়েদা ঃ ৮৭)

٤٧٠٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ رَجُلٌ شَابٌّ وَاَنَا اَخَافُ عَلٰى نَفْسِى الْعَنَتَ وَلاَ اَجِدُ مَااَتَزَوَّجُ بِهِ النِّسَاءَ فَسَكَتَ عَنِّىْ ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذٰلِكَ فَسَكَتَ عَنِّىْ ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذٰلِكَ فَسَكَتَ عَنِّىْ ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذٰلِكَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَااَبَا هُرَيْرَةَ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا اَنْتَ لاَقٍ فَاخْتَصِ عَلٰى ذٰلِكَ اَوْ ذَرْ.

৪৭০৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমি একজন যুবামানুষ এবং আমি অবৈধ যৌন সংযোগের আশংকা করি। আমার বিবাহ করার সামর্থও নেই। নবী (স) আমার কথায় নিরুত্তর থাকলেন। তাই আমি আমার কথার পুনরাবৃত্তি করলাম। এবারও তিনি চুপ থাকলেন। অতপর (তৃতীয়বারও) আমি আবারও আমার কথার অবতারণা করলাম ; এবারও তিনি নিরুত্তর থাকলেন। অতপর (চতুর্থবারে) এ কথার পুনরাবৃত্তি করলে তিনি মুখ খুললেন এবং বললেন ঃ হে আবু হুরাইরা ! তোমার

৪. মুতা বিবাহ জাহেলী যুগের একটি প্রথা, যা প্রথম দিকে জায়েয ছিল। কিন্তু খায়বার যুদ্ধকালে এটা চিরদিনের জন্য হারাম করা হয়েছে।

ভাগ্যলিপি বদ্ধ হয়ে কলমের কালি শুকিয়ে গেছে। সুতরাং চাই তুমি খাসী হও বা না হও[৫] (তাতে কিছু যায় আসে না)।

৯-অনুচ্ছেদ ঃ কুমারী মেয়ের পাণি গ্রহণ। ইবনে আবু মুলাইকা বলেছেন, ইবনে আব্বাস (রা) হযরত আয়েশা (রা)-কে বললেন ঃ আপনি ছাড়া আর কোন কুমারী রমণীকে নবী (সা) বিবাহ করেননি।

٤٧٠٤۔ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ لَوْ نَزَلْتَ وَادِيًا وَفِيْهِ شَجَرَةٌ قَدْ اُكِلَ مِنْهَا وَوَجَدْتَ شَجَرَةً لَمْ يُؤْكَلْ مِنْهَا فِيْ اَيِّهَا كُنْتَ تُرْتِعُ بَعِيْرَكَ قَالَ فِى الَّتِىْ لَمْ يُرْتَعْ مِنْهَا تَعْنِىْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَتَزَوَّجْ بِكْرًا غَيْرَهَا .

৪৭০৪. আয়েশা (রা) বলেন ঃ আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! মনে করুন, আপনি এমন একটি উপত্যকায় গিয়ে অবতরণ করলেন, যেখানে এমন একটি গাছ আছে যার অংশবিশেষ পূর্বেই খাওয়া হয়ে গেছে। অতপর আপনি এমন বৃক্ষ পেলেন যার কিছুই খাওয়া হয়নি, এর মধ্যে কোন্ বৃক্ষের তলে আপনার উট চরাবেন ? নবী (স) বললেন, যে বৃক্ষের কিছুই খাওয়া হয়নি সেখানেই আমার উট চরাবো। আয়েশা (রা) বুঝাতে চাইলেন যে, নবী (স) তিনি ছাড়া আর কোন কুমারী রমণীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হননি।

٤٧٠٥۔ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُرِيْتُكِ فِى الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ اِذَا رَجُلٌ يَحْمِلُكِ فِىْ سَرَقَةِ حَرِيْرٍ فَيَقُوْلُ هٰذِهِ امْرَاَتُكَ فَاكْشِفُهَا فَاِذَا هِىَ اَنْتِ فَاَقُوْلُ اِنْ يَّكُنْ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ يُمْضِهِ .

৪৭০৫. আয়েশা (রা) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন, দু'বার আমাকে স্বপ্নযোগে তোমাকে দেখানো হয়েছে। এক ব্যক্তি তোমাকে রেশমী বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় নিয়ে যাচ্ছিল এবং আমাকে লক্ষ্য করে বলছিল ঃ এ হচ্ছে আপনার স্ত্রী। আমি তখন কাপড়ের পর্দা খুললাম এবং দেখলাম যে, তুমি (রয়েছ)। তখন আমি বললাম, এ স্বপ্ন যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়, তবে তিনি তা অবশ্যই সত্যে পরিণত করবেন।

১০-অনুচ্ছেদ ঃ পরিণত বয়স্কা (তালাকপ্রাপ্তা অথবা বিধবা) রমণীকে বিবাহ করা। উম্মে হাবীবা (রা) বলেন ঃ নবী (স) আমাকে বললেন, আমার সাথে তোমাদের কন্যা অথবা বোন বিবাহ দেয়ার প্রস্তাব করো না।

٤٧٠٦۔ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَفَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَزْوَةٍ فَتَعَجَّلْتُ عَلٰى بَعِيْرٍ لِّىْ قَطُوْفٍ فَلَحِقَنِىْ رَاكِبٌ مِنْ خَلْفِىْ فَنَخَسَ

---

৫. অর্থাৎ তাকদীরে যা লেখা আছে, তা ঘটা অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং ছিন্নমুষ্ক হওয়া বা না হওয়ায় কিছুই যায় আসে না বলে এটা করা অর্থহীন।

بَعِيْرِىْ بِعَنَزَةٍ كَانَتْ مَعَهُ فَانْطَلَقَ بَعِيْرِىْ كَاَجْوَدِ مَا اَنْتَ رَاءٍ مِنَ الْاِبِلِ فَاِذَا النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ مَا يُعَجِّلُكَ قُلْتُ كُنْتُ حَدِيْثَ عَهْدٍ بِعُرْسٍ قَالَ بِكْرٌ اَمْ ثَيِّبٌ قُلْتُ ثَيِّبٌ قَالَ فَهَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ قَالَ فَلَمَّا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ قَالَ اَمْهِلُوْا حَتّٰى تَدْخُلُوْا لَيْلاً اَىْ عِشَاءً لِكَىْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيْبَةُ ـ

৪৭০৬. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা নবী (স)-এর সঙ্গে এক জিহাদ থেকে ফিরে আসছিলাম। আমি আমার ধীরগতি উটটিকে দ্রুত চালাতে চেষ্টা করছিলাম। এমন সময় আমার পেছন থেকে একজন আরোহী এসে আমার উটটির পেছনে তার বর্শা দ্বারা খোঁচা দিলে এটা এত দ্রুত গতিতে চলতে আরম্ভ করল, যেমন সকল ভাল ভাল উটকে তুমি চলতে দেখেছ। (তাকিয়ে দেখি) তিনি নবী (স)। তিনি বললেন ঃ তোমার এত তাড়া কিসের ? আমি উত্তর দিলাম ঃ আমি সদ্য বিবাহিত। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি কুমারী বিয়ে করেছ না বয়স্কা বিধবা ? আমি উত্তর দিলাম ঃ বয়স্কা বিধবা। তিনি পুনরায় বললেন ঃ তুমি কোন কুমারী মেয়েকে কেন বিবাহ করলে না, যাতে তুমি তার সাথে ক্রীড়া-কৌতুক করতে পারতে, আর সেও তোমার সাথে ? বর্ণনাকারী বলেন, আমরা (মদীনায়) প্রবেশোদ্যত হলে নবী (স) বললেন ঃ তোমরা অপেক্ষা কর এবং রাতে (মদীনা) প্রবেশ কর। যাতে স্বামীর অনুপস্থিতির কারণে কেশ বিন্যাসহীনা মহিলা তার অবিন্যস্ত কেশবিন্যাস করে নিতে পারে এবং (নাভীর নীচের) লোম পরিষ্কার করে নিতে পারে।

٤٧٠٧ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ تَزَوَّجْتُ فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا تَزَوَّجْتَ فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا فَقَالَ مَالَكَ وَلِلْعَذَارٰى وَلِعَابِهَا فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِعَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ فَقَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ .

৪৭০৭. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ আমি বিবাহ করলে রসূলুল্লাহ (স) আমাকে বললেন, তুমি কি ধরনের মেয়ে বিয়ে করেছ ? আমি নিবেদন করলাম, বয়স্কা (সায়্যিবা) নারী বিয়ে করেছি। তিনি বললেন, কুমারী মেয়ে এবং তাদের ক্রীড়ার প্রতি কি তোমার আকর্ষণ নেই ? আমি (অধঃস্তন রাবী) এ ঘটনা আমর ইবনে দীনারকে জানালে তিনি বলেন, আমি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী (সা) আমাকে বলেছেন ঃ তুমি কেন কোন কুমারী মেয়ের পাণি গ্রহণ করলে না, যাতে তুমি তার সাথে খেলা রং-তামাশা করতে পারতে এবং সেও তোমার সাথে খেলা করতে পারত ?

১১-অনুচ্ছেদ ঃ বয়স্ক পুরুষের সাথে নাবালেগ মেয়ের বিবাহ।

٤٧٠٨- عَنْ عُرْوَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ اِلَى اَبِيْ بَكْرٍ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اِنَّمَا اَنَا اَخُوْكَ فَقَالَ اَنْتَ اَخِيْ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ وَكِتَابِهِ وَهِيَ لِيْ حَلَالٌ .

৪৭০৮. উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। নবী (স) আবু বাক্‌র (রা)-এর কাছে [আয়েশা (রা)-এর বিবাহের] প্রস্তাব করলেন। আবু বাকর (রা) বললেন, কিন্তু আমি তো আপনার ভাই। নবী (স) বললেন, আপনি আমার আল্লাহ্‌র দীনের ও কিতাবের ভাই, তাই সে (আয়েশা) আমার জন্য হালাল।[৬]

১২-অনুচ্ছেদ ঃ কোন্ ধরনের নারী বিবাহ করা উচিত এবং কোন্ ধরনের নারী উত্তম। নিজের সন্তান ধারণের জন্য কোন্ ধরনের নারী বেছে নেয়া মুস্তাহাব, তবে তা বাধ্যকর নয়।

٤٧٠٩- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْاِبِلَ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ اَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِيْ صِغَرِهِ وَاَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِيْ ذَاتِ يَدِهِ .

৪৭০৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন ঃ সর্বোত্তম মহিলা হচ্ছে উষ্ট্রারোহিণী এবং সতী-সাধ্বী হচ্ছে কুরাইশ মহিলারা। তারা সন্তানের প্রতি তাদের বাল্যকালে খুবই স্নেহবৎসল এবং তাদের স্বামীদের সম্পত্তির যত্নবান রক্ষক।

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ ক্রীতদাসীদের গ্রহণ (তাদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন) এবং যে ব্যক্তি দাসীকে আযাদ করে বিবাহ করে।

٤٧١٠- عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ وَلِيدَةٌ فَعَلَّمَهَا فَاَحْسَنَ تَعْلِيْمَهَا وَاَدَّبَهَا فَاَحْسَنَ تَادِيْبَهَا ثُمَّ اَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ اَجْرَانِ وَاَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اٰمَنَ بِنَبِيِّهِ وَاٰمَنَ بِيْ فَلَهُ اَجْرَانِ وَاَيُّمَا مَمْلُوْكٍ اَدَّى حَقَّ مَوَالِيْهِ وَحَقَّ رَبِّهِ فَلَهُ اَجْرَانِ .

৪৭১০. আবু বুরদা (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি [আবু মূসা আশয়ারী (রা)] বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যার কাছে ক্রীতদাসী আছে এবং সে তাকে প্রয়োজনীয় বিষয় এবং ভাল আচার-ব্যবহার ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়, অতপর তাকে আযাদ করে বিবাহ করে, তার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব রয়েছে। আহলে কিতাব-এর যে ব্যক্তি নিজের নবী এবং আমার ওপর ঈমান আনে তার জন্যও দ্বিগুণ সওয়াব রয়েছে। আর যে গোলাম স্বীয় মনিব এবং তার মহান প্রতিপালকের হক যথাযথভাবে আদায় করে, তার জন্যও দ্বিগুণ সওয়াব রয়েছে।

---

৬. হযরত আবু বাকর (রা) মনে করেছিলেন যে, ভ্রাতুষ্পুত্রীর সাথে কি করে বিবাহ হতে পারে? দীনি ভাইর ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয়। সুতরাং হযরত আবু বাকর (রা) এ প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। এ সময় হযরত আয়েশার বয়স ছিল মাত্র ছ' বছর। এ হাদীসের মূল লক্ষ্য হচ্ছে বাল্য বিবাহ বৈধ প্রমাণ করা।

٤٧١١ـ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَمْ يَكْذِبْ اِبْرَاهِيْمُ الاَّ ثَلٰثَ كَذِبَاتٍ بَيْنَمَا اِبْرَاهِيْمُ مَرَّ بِجَبَّارٍ وَمَعَهُ سَارَةُ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ فَاَعْطَاهَا هَاجَرَ قَالَتْ كَفَّ اللّٰهُ يَدَ الْكَافِرِ وَاَخْدَ مَنِىْ اٰجرَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَتِلْكَ اُمُّكُمْ يَابَنِىْ مَاءِ السَّمَاءِ .

৪৭১১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ ইবরাহীম (আ) তিনবার ছাড়া কখনও মিথ্যা বলেননি।[৭] একদা তিনি তাঁর স্ত্রী সারা (রা)-সহ এক অত্যাচারী শাসকের দেশ অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। অতপর রাবী পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন। সে (বাদশাহ) সারাকে তার সেবার জন্য হাজারকে দান করে। তিনি বললেন, আল্লাহ্ কাফের থেকে আমাকে নিরাপদ রেখেছেন, বরং সে আমার খেদমতের জন্য আজার (হাজেরা)-কে দিয়েছে। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, হে আকাশের পানির সন্তানেরা (আরবের লোক) ! এ হাজারই তোমাদের মা।

٤٧١٢ـ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِيْنَةِ ثَلاَثًا يُبْنٰى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَىٍّ فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِيْنَ اِلٰى وَلِيْمَتِهِ فَمَا كَانَ فِيْهَا مِنْ خُبْزٍ وَّلاَ لَحْمٍ اُمِرَ بِالْاَنْطَاعِ فَاُلْقِىَ فِيْهَا مِنَ التَّمْرِ وَالْاَقِطِ وَالسَّمْنِ فَكَانَتْ وَلِيْمَتَهُ فَقَالَ الْمُسْلِمُوْنَ اِحْدٰى اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِيْنُهُ فَقَالُوْا اِنْ حَجَبَهَا فَهِىَ مِنْ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِىَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِيْنُهُ فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّاَ لَهَا خَلْفَهُ وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ .

৪৭১২. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) খায়বার ও মদীনড়র মাঝখানে তিন দিন অবস্থান করেন এবং সেখানে হুয়াইয়ের কন্যা সাফিয়্যার সাথে বাসর রাত্রি যাপন করেন। (আনাস বলেন) আমি মুসলমানদের তাঁর বিবাহ ভোজের দাওয়াত দেই। সেই ভোজে না রুটি ছিল, না গোশত। নবী (স) দস্তরখান বিছাবার নির্দেশ দিলেন। অতপর তাতে খেজুর, পনির ও ঘি ঢেলে দেয়া হল। এটাই ছিল তাঁর বিবাহভোজ। মুসলিমরা বলাবলি করল, তিনি (সাফিয়্যা) কি উম্মুহাতুল মু'মিনীন-এর মধ্যে গণ্য হবেন, না তাঁর দাসী হিসেবে ? অতপর তারা বললেন, যদি তিনি সাফিয়্যার পর্দার ব্যবস্থা করেন তাহলে তিনি মু'মিন জননীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন, আর পর্দার ব্যবস্থা না করা হলে তাঁর ক্রীতদাসী হিসেবে গণ্য হবেন। যখন নবী (স) সেখান থেকে রওয়ানা করলেন, সাফিয়্যার জন্য উটের পেছনে জায়গা করলেন এবং তার ও লোকদের মাঝে পর্দার ব্যবস্থা করলেন।

৭. এই হাদীস সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আম্বিয়া, ৬০নং টীকা এবং রাসায়েল ও মাসায়েল, ২য় খণ্ড ও ৩য় খণ্ড।—সম্পাদক

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি দাসীর দাসত্বমুক্তিকে তার মোহর হিসেবে গণ্য করে।

٤٧١٣- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا.

৪৭১৩. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) সাফিয়্যাকে আযাদ করলেন এবং তাঁর দাসত্বমুক্তিকে তার মোহর হিসেবে গণ্য করলেন।

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির বিবাহ (জায়েয)। কেননা আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন ঃ "যদি তারা দরিদ্র হয়, তবে আল্লাহ্ আপন অনুগ্রহে তাদেরকে ধনী করে দেবেন।"–(সূরা আন নূর ঃ ৩২)

٤٧١٤- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ جِئْتُ اَهَبُ لَكَ نَفْسِىْ قَالَ فَنَظَرَ اِلَيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْاَةُ اَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيْهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِّنْ اَصْحَابِهِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيْهَا فَقَالَ وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لاَ وَاللّٰهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اذْهَبْ اِلٰى اَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لاَ وَاللّٰهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُنْظُرْ وَلَوْ خَاتِمًا مِّنْ حَدِيْدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لاَ وَاللّٰهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَلاَ خَاتِمًا مِّنْ حَدِيْدٍ وَلٰكِنْ هٰذَا اِزَارِىْ قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاتَصْنَعُ بِاِزَارِكَ اِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَاِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتّٰى اِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَاٰهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُوَلِّيًا فَاَمَرَبِهِ فَدُعِىَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ قَالَ مَعِىْ سُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةُ كَذَا عَدَّدَهَا فَقَالَ تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اِذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ .

৪৭১৪. সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা নবী (স)-এর কাছে এসে বলল ঃ হে আল্লাহর রসূল ! আমি নিজেকে আপনার কাছে হেবা (দান) করার

জন্য এসেছি (অর্থাৎ মোহর ছাড়াই আপনার সাথে বিবাহ বসতে চাই)। নবী (স) তার দিকে চোখ তুলে তাকালেন। তিনি মহিলার দিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন এবং তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন, অতপর দৃষ্টি নীচু করলেন। মহিলা যখন দেখতে পেল, নবী (স) কিছু বলছেন না, তখন সে বসে পড়ল। নবী (স)-এর সাহাবীদের মধ্যে একজন দাঁড়িয়ে বলেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আপনার যদি এ মহিলার কোন প্রয়োজন না থাকে, তবে তাকে আমার সাথে বিবাহ দিন। নবী (স) তাকে সুধালেন ঃ তোমার কাছে (তাকে দেয়ার মত) কিছু আছে কি ? তিনি উত্তর দিলেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম ! হে আল্লাহ্‌র রসূল ! না (কিছুই নেই)। নবী (স) তাকে বললেন ঃ তুমি তোমার পরিবারে ফিরে যাও এবং দেখ, কোন কিছু পাও কি না। তিনি গেলেন এবং ফিরে এসে বললেন ঃ আল্লাহ্‌র শপথ ! না আমি কিছুই পেলাম না। নবী (স) বললেন, দেখ অন্তত একটি লোহার আংটি পাওয়া যায় কি না। তিনি পুনরায় গেলেন এবং ফিরে এসে বললেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আল্লাহ্‌র শপথ একটি লোহার আংটিও পেলাম না, কিন্তু আমার এ তহবন্দটি আছে। সাহল (রা) বলেন, তার কাছে কোন চাদর ছিল না। লোকটি বললেন, অর্ধেক কাপড় তার। আল্লাহ্‌র নবী (স) বললেন, সে তোমার তহবন্দ দিয়ে কি করবে ? যদি তুমি তা পরিধান করো তবে সে উলঙ্গ থাকবে। আর সে তা পরিধান করলে তুমি উলঙ্গ থাকবে। অতপর লোকটি দীর্ঘক্ষণ বসে থাকলেন, তারপর উঠে যেতে লাগলেন। নবী (স) তাকে ফিরে যেতে দেখে ডাকার নির্দেশ দিলেন এবং তাকে ডাকা হল। তিনি ফিরে এলে রসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কি পরিমাণ কুরআন মুখস্থ আছে ? তিনি বললেন, অমুক অমুক সূরা আমার মুখস্থ আছে এবং তা গণনা করলেন। নবী (স) বললেন, এগুলো কি তোমার ভালো করে মুখস্থ আছে ? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ। নবী (স) বললেন ঃ যে পরিমাণ কুরআন তোমার মুখস্থ আছে, তা শিখিয়ে দেয়ার বিনিময়ে এ মহিলাকে তোমার কাছে বিবাহ দিলাম।

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ পাত্র-পাত্রীর একই ধর্মাবলম্বী হওয়া এবং আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "এবং তিনিই পানি থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন ; অতপর তিনি তার বংশগত ও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছেন, তোমাদের প্রতিপালক সর্বশক্তিমান।"–(সূরা আল ফোরকান ঃ ৫৪)

٤٧١٥ـ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اَبَا حُذَيْفَةَ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ وَكَانَ مِمَّن شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ تَبَنَّى سَالِمًا فَاَنْكَحَهُ بِنْتَ اَخِيْهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيْدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَهُوَ مَوْلًى لاِمْرَأَةٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ كَمَا تَبَنَّى النَّبِيُّ ﷺ زَيْدً وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلاً فِى الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ اِلَيْهِ وَوَرِثَ مِنْ مِيْرَاثِهِ حَتّٰى اَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَائِهِمْ اِلٰى قَوْلِهِ وَمَوَالِيْكُمْ فَرُدُّوْا اِلٰى اٰبَائِهِمْ فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ اَبٌ كَانَ مَوْلًى وَّاَخًا فِى الدِّيْنِ فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيِّ ثُمَّ الْعَامِرِيِّ وَهِىَ امْرَأَةُ اَبِىْ

حُذَيْفَةَ بْنِ عُتْبَةَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا كُنَّا نَرٰى سَالِمًا وَلَدًا وَقَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ مَا قَدْ عَلِمْتَ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ .

৪৭১৫. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। আবু হুযাইফা ইবনে উতবা ইবনে রবীয়া ইবনে আবদে শামস—যিনি নবী (স)-এর সঙ্গে বদর যুদ্ধে শরীক ছিলেন—সালেমকে পালক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি তার সাথে স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রী ওলীদ ইবনে উতবা ইবনে রবীয়ার কন্যা হিন্দকে বিবাহ দেন। সে (সালেম) ছিল জনৈকা আনসারী মহিলার মুক্তদাস। যেমন নবী (স) যায়েদ (রা)-কে পালকপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। জাহিলী যুগের প্রথা ছিল যে, কেউ যদি কাউকে পালকপুত্র হিসেবে গ্রহণ করত, তবে লোকেরা তাকে ঐ ব্যক্তির পুত্র হিসেবে ডাকত এবং সে ঐ ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির ওয়ারিসও হতো। অবশেষে আল্লাহ্ তাআলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করলেন ঃ "তাদেরকে (পালক-পুত্রদেরকে) তাদের (জন্মদাতা) পিতার নামে ডাকো .... তোমাদের আযাদ করা গোলাম"-(৩৩ ঃ ৫)। এরপর থেকে তাদেরকে (জন্মদাতা) পিতার নামেই ডাকা হয়। যদি তার পিতার সন্ধান না পাওয়া যেত তবে তাকে মাওলা এবং দীনি ভাই বলে ডাকা হতো। পরবর্তীতে আবু হুযাইফা (রা) ইবনে উতবার স্ত্রী সাহলা বিনতে সুহাইল ইবনে আমর আল কুরাশী আল আমেরী নবী (স)-এর নিকট এসে আরয করলেন ঃ হে আল্লাহর রসূল ! আমরা সালেমকে আমাদের পুত্র মনে করতাম। এখন আল্লাহ্ যা কিছু নাযিল করেছেন, তাতো আপনিই জানে। অতপর (অধঃস্তন রাবী) হাদীসের অবশিষ্টাংশ বর্ণনা করেন।

٤٧١٦ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ لَهَا لَعَلَّكِ اَرَدْتِ الْحَجَّ قَالَتْ وَاللّٰهِ لاَ اَجِدُنِيْ اِلاَّ وَجِعَةً فَقَالَ لَهَا حُجِّيْ وَاشْتَرِطِيْ وَقُوْلِيْ اَللّٰهُمَّ مَحِلِّى حَيْثُ حَبَسْتَنِيْ وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ بْنِ الْاَسْوَدِ .

৪৭১৬. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (স) দুবায়া বিনতে যুবায়ের-এর বাড়িতে গিয়ে তাকে বললেন ঃ সম্ভবত তুমি হজ্জে যাওয়ার ইচ্ছা করেছ। তিনি বলেন, (হাঁ), তবে আল্লাহর কসম ! আমি খুবই অসুস্থবোধ করছি। তিনি (স) বললেন ঃ তুমি হজ্জ কর এবং এই শর্ত করে বল, হে আল্লাহ ! আমি ইহরাম ঐখানে খুলব, যেখানে তুমি আমাকে আটক করবে। তিনি (দুবায়া) ছিলেন মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রা)-এর স্ত্রী।[৮]

٤٧١٧ـ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْاَةُ لاَرْبَعٍ لِمَالِهَا

---

৮. অনুচ্ছেদের সাথে এ হাদীসের সম্পর্ক এই যে, মিকদাদ (রা) দুবায়া (রা) থেকে বংশ মর্যাদায় সমকক্ষ ছিলেন না। যদি বিবাহে বংশ মর্যাদা সমান হওয়া শর্ত হতো তবে এ বিবাহ জায়েয হতো না। অতএব 'কুফু' দ্বারা পাত্র-পাত্রীর একই দীনভুক্ত হওয়া বুঝানো হয়েছে।

وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ .

৪৭১৭. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ কোন মহিলাকে বিবাহ করার সময় চারটি বিষয় বিবেচ্য ঃ তার ধন-সম্পদ, তার বংশমর্যাদা, তার রূপ-সৌন্দর্য এবং তার দীনদারী। সুতরাং তোমার দীনদার মহিলাই বিবাহ করা উচিত (অন্যথায়) তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[৯]

٤٧١٨- عَنْ سَهْلٍ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَا تَقُوْلُوْنَ فِىْ هٰذَا قَالُوْا حَرِىٌّ اِنْ خَطَبَ اَنْ يُّنْكَحَ وَاِنْ شَفَعَ اَنْ يُّشَفَّعَ وَاِنْ قَالَ اَنْ يُّسْتَمَعَ قَالَ ثُمَّ سَكَتَ فَمَرَّ رَجُلٌ مِّنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ مَا تَقُوْلُوْنَ فِىْ هٰذَا قَالُوْا حَرِىٌّ اِنْ خَطَبَ اَنْ لاَ يُنْكَحَ وَاِنْ شَفَعَ اَنْ لاَ يُشَفَّعَ وَاِنْ قَالَ اَنْ لاَّ يُسْتَمَعَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا خَيْرٌ مِّنْ مِلْءِ الْاَرْضِ مِثْلَ هٰذَا.

৪৭১৮. সাহল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করল। তিনি বললেন, তোমরা এ লোকটি সম্পর্কে কি বল ? তারা বলেন ঃ যদি সে বিবাহের প্রস্তাব করে তবে তা গ্রহণ করা হয়, যদি সে (কারো জন্য) সুপারিশ করে তবে তা মঞ্জুর করা হয় এবং সে যদি কথা বলে তবে তা শোনা হয়। রাবী বলেন, অতপর নবী (স) চুপ করে থাকলেন, ইত্যবসরে একজন গরীব মুসলমান সেখান দিয়ে অতিক্রম করল। নবী (স) বললেন ঃ এ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমরা কি বল ? তারা বললেন ঃ সে যদি কোথাও বিবাহের প্রস্তাব করে, তবে তার সাথে বিবাহ দেয়া হয় না যদি সে কোন সুপারিশ করে তবে তা মঞ্জুর করা হয় না এবং সে যদি কোন কথা বলে তবে তা শোনা হয় না। নবী (স) বললেন ঃ পৃথিবী ভর্তি ঐসব ধনীর চেয়ে এ গরীব মুসলমান অধিক শ্রেয়।

১৭-অনুচ্ছেদ ঃ (বিবাহের ক্ষেত্রে) সম্পদের সমতা (জরুরী নয়) এবং ধনী মহিলার সাথে দরিদ্র ব্যক্তির বিবাহ (জায়েয)।

٤٧١٩- عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ اَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ وَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى قَالَتْ يَاابْنَ اُخْتِىْ هٰذِهِ الْيَتِيْمَةُ تَكُوْنُ فِىْ حَجْرِ وَلِيِّهَا فَيَرْغَبُ فِىْ جَمَالِهَا وَمَالِهَا وَيُرِيْدُ اَنْ يَّنْتَقِصَ صَدَاقَهَا فَنُهُوْا عَنْ نِكَاحِهِنَّ اِلاَّ اَنْ يُّقْسِطُوْا فِىْ اِكْمَالِ الصَّدَاقِ وَاُمِرُوْا بِنَكَاحِ

৯. হাদীসের শেষাংশের বিভিন্ন রূপ ব্যাখ্যা আছে। তারিবাত ইয়াদাকা—তোমার হাত ধূলিমলিন হোক অর্থাৎ বরকতে পূর্ণ হোক। অথবা প্রাণান্তকর চেষ্টা করে হলেও দীনদার স্ত্রী গ্রহণ কর।—সম্পাদক

مَنْ سِوَاهُنَّ قَالَتْ وَاسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ يَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَاءِ اِلٰى وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ لَهُمْ اَنَّ الْيَتِيْمَةَ اِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ وَمَالٍ رَغِبُوْا فِىْ نِكَاحِهَا وَنَسَبِهَا فِىْ اِكْمَالِ الصَّدَاقِ وَاِذَا كَانَتْ مَرْغُوْبَةً عَنْهَا فِىْ قِلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ تَرَكُوْهَا وَاَخَذُوْا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ فَكَمَا يَتْرُكُوْنَهَا حِيْنَ يَرْغَبُوْنَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهُمْ اَنْ يَّنْكِحُوْهَا اِذَا رَغِبُوْا فِيْهَا اِلاَّ اَنْ يُّقْسِطُوْا لَهَا وَيُعْطُوْهَا حَقَّهَا الْاَوْفٰى فِى الصَّدَاقِ .

৪৭১৯. ইবনে শিহাব (র) বলেন, উরওয়া (র) আমাকে অবহিত করেছেন। তিনি আয়েশা (রা)-এর কাছে নিম্নোক্ত আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন ঃ “তোমরা যদি আশংকা করো যে, ইয়াতীমদের প্রতি ইনসাফ করতে পারবে না .... ।” আয়েশা (রা) বলেন, হে ভাগ্নে ! এ আয়াত ঐ ইয়াতীম বালিকা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যে তার অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে আছে এবং সে তার রূপ-সৌন্দর্য ও সম্পদের প্রতি আগ্রহী। সে তাকে কম মোহর প্রদানে (বিবাহ করতে) ইচ্ছুক। ঐ ইয়াতীম বালিকাদের বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে, যতক্ষণ না তারা ন্যায়ানুগভাবে তাদের পূর্ণ মোহর দেয়। অন্যথায় তাদেরকে এদের ছাড়া অন্য মেয়েদের বিবাহ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আয়েশা (রা) বলেন, পরবর্তীকালে লোকেরা রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে ফতোয়া চাইলে আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করেন ঃ “লোকে তোমার নিকট স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে ব্যবস্থা জানতে চায়। বল, আল্লাহ তাদের সম্পর্কে তোমাদেরকে ব্যবস্থা দিচ্ছেন .... অথচ তোমরা তাদের বিবাহ করার আগ্রহ পোষণ করো”–৪ ঃ ১২৭)। (যার অর্থ হচ্ছে) ইয়াতীম বালিকা বংশীয়, সুন্দরী ও ধনবতী হলে অভিভাবকগণ তাকে বিবাহ করতে উদগ্রীব হতো। তারা এদের পূর্ণ মোহর দিয়ে বিবাহ করতো। আর তারা এদের ধন-সম্পদ ও সৌন্দর্যের কমতির কারণে বিবাহ করতে আগ্রহী হতো না। তখন তারা তাদের বাদ দিয়ে অন্য মহিলাদের বিবাহ করত। আয়েশা (রা) বলেন, তারা যখন এদের মধ্যে স্বার্থ পেত না, তখন এদের ত্যাগ করত। এ কারণে তাদেরকে স্বার্থের বেলায় পূর্ণ ইনসাফ কায়েম করা এবং পুরাপুরি মোহর আদায় করা ছাড়া তাদেরকে বিবাহ করতে নিষেধ করা হয়। আয়েশা (রা) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় একথা বলেন।

১৮-অনুচ্ছেদ ঃ কুলক্ষণা মেয়েলোক থেকে সতর্ক থাকা এবং আল্লাহর বাণী ঃ তোমাদের স্ত্রীগণ এবং সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু।”–(সূরা আত তাগাবুন ঃ ১৪)।

٤٧٢٠ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الشُّؤْمُ فِى الْمَرْأَةِ وَالدَّارِ وَالْفَرَسِ .

৪৭২০. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ স্ত্রীলোক, ঘর এবং ঘোড়ার মধ্যে কুলক্ষণ আছে।"[১০]

٤٧٢١ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ذَكَرُوْا الشُّوْمَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنْ كَانَ الشُّوْمُ فِيْ شَيْءٍ فَفِيْ الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ .

৪৭২১. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স)-এর কাছে কুলক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করা হলে তিনি বলেন ঃ যদি কোন কিছুর মধ্যে কুলক্ষণ থাকত তবে তা ঘরের মধ্যে, স্ত্রীলোকের মধ্যে এবং ঘোড়ার মধ্যে থাকত।

٤٧٢٢ـ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنْ كَانَ فِيْ شَيْءٍ فَفِيْ الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالْمَسْكَنِ .

৪৭২২. সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ যদি কোন কিছুর মধ্যে (খারাপ লক্ষণ) কিছু থাকত তবে তা ঘোড়া, স্ত্রীলোক ও বাসস্থানে থাকত।

٤٧٢٣ـ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَاتَرَكْتُ بَعْدِيْ فِتْنَةً اَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ .

৪৭২৩. উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ আমার পরে পুরুষদের জন্য মহিলাদের চেয়ে ক্ষতিকর আর কিছু ফিতনা রেখে যাইনি।

১৯-অনুচ্ছেদ ঃ ক্রীতদাসের আযাদ স্ত্রী।

٤٧٢٤ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ فِيْ بَرِيْرَةَ ثَلٰثُ سُنَنٍ عَتَقَتْ فَخُيِّرَتْ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْوَلَاءُ لِمَنْ اَعْتَقَ وَدَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَبُرْمَةٌ عَلَى النَّارِ فَقُرِّبَ اِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِّنْ أُدْمِ الْبَيْتِ فَقَالَ لَمْ اَرَ الْبُرْمَةَ فَقِيْلَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ عَلٰى بَرِيْرَةَ وَاَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ قَالَ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ .

৪৭২৪. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারীরার ঘটনা থেকে তিনটি নীতি বা শরীয়াতের মাসয়ালা নির্গত হয়েছে। (এক) যখন তাকে আযাদ করা হয় তখন তাকে (এই) এখতিয়ার দেয়া হয় (সে তার ক্রীতদাস স্বামীর সাথে থাকবে কি না) ; (দুই) রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, ক্রীতদাসের ওলায়ার[১১] (পরিত্যক্ত সম্পত্তির) অধিকার তার আযাদকারী ব্যক্তির ; (তিন) রসূলুল্লাহ (স) (বারীরার ঘরে) প্রবেশ করে উনুনের ওপরে

---

১০. মহিলাদের কুলক্ষণ হচ্ছে তার দুশ্চরিত্রা হওয়া, বন্ধ্যা হওয়া, অবাধ্য হওয়া ইত্যাদি। ঘরের কুলক্ষণ—খারাপ প্রতিবেশী হওয়া, সংকীর্ণ হওয়া এবং ঘোড়ার কুলক্ষণ—আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে ব্যবহৃত না হওয়া।

১১. ওয়ালা ঐ মালকে বলা হয়, যা কোন ক্রীতদাস মৃত্যুর সময় রেখে যায়। যদি সে আযাদ হয়ে যায় এবং তার উত্তরাধিকারী না থাকে তবে যে আযাদ করবে, সে তা পাবে।

হাঁড়ি দেখতে পেলেন। কিন্তু তাঁকে রুটি এবং ঘরে রক্ষিত তরকারী দেয়া হলো। নবী (স) বললেন ঃ হাঁড়ির তরকারী দেখতে পাচ্ছি না যে ? বলা হলো, এতে সদাকার গোশত যা বারীরাকে দেয়া হয়েছে। তিনি বললেন ঃ এটা বারীরার জন্য সদাকা, কিন্তু আমার জন্য হাদিয়া (উপহার)।

২০-অনুচ্ছেদ ঃ চার-এর অধিক স্ত্রী বিবাহ করা যাবে না। যেমন আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "দুই দুই, তিন তিন, চার চার।" আলী ইবনে হুসাইন (রা) বলেন ঃ "এর অর্থ হচ্ছে "দু'জন অথবা তিনজন অথবা চারজন।" এবং আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "(ফেরেশতারা) দুই দুই অথবা তিন তিন অথবা চার চারখানা পাখা বিশিষ্ট।"–(সূরা আল ফাতির ঃ ১) এর অর্থ দুই, তিন অথবা চারখানা পাখা।

٤٧٢٥ـ عَنْ عَائِشَةَ وَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تُقْسِطُوْا فِي الْيَتْمٰى قَالَتْ اَلْيَتِيْمَةُ تَكُوْنُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَهُوَ وَلِيُّهَا فَيَتَزَوَّجُهَا عَلٰى مَالِهَا وَيُسِيْئُ صُحْبَتَهَا وَلاَ يَعْدِلُ فِيْ مَالِهَا فَلْيَتَزَوَّجْ مَنْ طَابَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهَا مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبَاعَ .

৪৭২৫. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। "ওয়াইন খিফতুম আল্লা তুকসিতু ফিল ইয়াতামা" —এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ কোন ইয়াতীম বালিকা তার কোন অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে রয়েছে। সে তার সম্পদের লোভে তাকে বিয়ে করে, কিন্তু তার সংসর্গ অপছন্দ করে এবং তার সম্পত্তি ইনসাফের সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করে না। (অবস্থা এরূপ হলে) সে যেন তার পসন্দসই অন্য মহিলাদের মধ্য থেকে দুই অথবা তিন অথবা চারজনকে বিবাহ করে।

২১-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ "তোমাদের দুধমাতা (বিবাহ করা হারাম)" –(সূরা আন নিসা ঃ ২৩)। রক্ত সম্পর্কের কারণে যাদের বিবাহ করা হারাম, দুধ পানের কারণেও তাদের বিবাহ করা হারাম।

٤٧٢٦ـ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَخْبَرَتْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا وَاَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَاذِنُ فِيْ بَيْتِ حَفْصَةَ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا رَجُلٌ يَسْتَاذِنُ فِيْ بَيْتِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اُرَاهُ فُلاَنًا لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ لَوْ كَانَ فُلاَنٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ فَقَالَ نَعَمْ اَلرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلاَدَةُ .

৪৭২৬. নবী (স)-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) তার ঘরে অবস্থানকালে তিনি জনৈক ব্যক্তিকে হাফসা (রা)-এর ঘরে প্রবেশের জন্য অনুমতি চাওয়ার শব্দ শুনলেন। তিনি বলেন, আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রসূল ! লোকটি আপনার ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাচ্ছে। নবী (স) বললেন ঃ আমি জানি সে অমুক ব্যক্তি, যে হাফসার

দুধচাচা। আয়েশা (রা) বলেন ঃ যদি অমুক ব্যক্তি জীবিত থাকতো যিনি আমার দুধচাচা ছিলেন তিনি কি আমার ঘরে প্রবেশ করতে পারতেন ? নবী (স) বলেন ঃ হাঁ, রক্ত সম্পর্কের কারণে যাদের সাথে বিবাহ হারাম, দুধ সম্পর্কের কারণেও তাদের সাথে বিবাহ হারাম।

٤٧٢٧ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ الاَ تَزَوَّجُ ابْنَةَ حَمْزَةَ قَالَ اِنَّهَا ابْنَةُ اَخِيْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَقَالَ بِشْرُ ابْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ مِثْلَهُ .

৪৭২৭. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ নবী (স)-কে বলা হলো, আপনি হামযা (রা)-এর মেয়েকে বিবাহ করেন না কেন ? তিনি বললেন ঃ সে আমার দুধ সম্পর্কের ভ্রাতুষ্পুত্রী। জাবের ইবনে যায়েদ (রা) থেকেও আরেক সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٤٧٢٨ـ عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ بِنْتِ اَبِيْ سُفْيَانَ اَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْكِحْ اُخْتِيْ بِنْتَ اَبِيْ سُفْيَانَ فَقَالَ اَوَ تُحِبِّيْنَ ذٰلِكَ فَقُلْتُ نَعَمْ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَاَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِيْ فِيْ خَيْرٍ اُخْتِيْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ ذٰلِكَ لاَ يَحِلُّ لِيْ قُلْتُ فَاِنَّا نُحَدَّثُ اَنَّكَ تُرِيْدُ اَنْ تَنْكِحَ بِنْتَ اَبِيْ سَلَمَةَ قَالَ بِنْتَ اُمِّ سَلَمَةَ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَوْ اَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيْبَتِيْ فِيْ حَجْرِيْ مَا حَلَّتْ لِيْ اِنَّهَا لاَبْنَةُ اَخِيْ مِنَ الرَّضَاعَةِ اَرْضَعَتْنِي وَاَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ فَلاَ تَعْرِضْنَّ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ اَخَوَاتِكُنَّ قَالَ عُرْوَةُ وَثُوَيْبَةُ مَوْلاَةٌ لاَبِيْ لَهَبٍ كَانَ اَبُوْ لَهَبٍ اَعْتَقَهَا فَاَرْضَعَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمَّا مَاتَ اَبُوْ لَهَبٍ اُرِيَهُ بَعْضُ اَهْلِهِ بِشَرِّ حِيْبَةٍ قَالَ لَهُ مَاذَا لَقِيْتَ قَالَ اَبُوْ لَهَبٍ لَمْ اَلْقَ بَعْدَكُمْ خَيْرًا غَيْرَ اَنِّيْ سُقِيْتُ فِيْ هٰذِهِ بِعَتَاقَتِيْ ثُوَيْبَةَ

৪৭২৮. আবু সুফিয়ান কন্যা উম্মু হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল ! আপনি আমার বোন আবু সুফিয়ানের কন্যাকে বিবাহ করুন। নবী (স) বললেন ঃ এটা কি তুমি পসন্দ করো ?' আমি বললাম ঃ এখনও তো আমি আপনার একমাত্র স্ত্রী নই এবং আমি চাই যে, আমার বোনও আমার সাথে কল্যাণে অংশীদার হোক। নবী (স) বললেন ঃ তা আমার জন্য হালাল নয়। আমি বললাম, আমরা শুনতে পেয়েছি যে, আপনি আবু সালামার কন্যার পাণি গ্রহণ করতে চান ? তিনি বললেন ঃ উম্মু সালামার মেয়ে ? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, সে আমার স্ত্রীর (পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত) কন্যা না হলেও তাকে বিবাহ করা আমার জন্য হালাল হতো না। কারণ সে আমার দুধ সম্পর্কের

ভ্রাতুষ্পুত্রী। আমাকে ও আবু সালামাকে সুয়াইবা দুধ পান করিয়েছে। সুতরাং তোমরা আমার নিকট তোমাদের কন্যা ও ভগ্নীর বিবাহের প্রস্তাব করো না।

উরওয়া (র) বললেন ঃ সুয়াইবা ছিল আবু লাহাবের দাসী এবং সে তাকে আযাদ করে দিয়েছিল। অতপর সে নবী (স)-কে দুধ পান করিয়েছিল। আবু লাহাব মারা গেলে তার জনৈক আত্মীয় তাকে স্বপ্নে ভীষণ দুরবস্থার মধ্যে দেখতে পায় এবং জিজ্ঞেস করে ঃ তোমার সাথে কিরূপ আচরণ করা হচ্ছে ? আবু লাহাব বলল, তোমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর থেকে ভীষণ আযাবে লিপ্ত আছি, কিন্তু সুয়াইবাকে আযাদ করার কারণে পানীয় পান করানো হয়।

২২-অনুচ্ছেদ ঃ যিনি বলেন, দুই বছরের পর দুধ পান করানোর (কারণে দুধ পান জনিত বৈবাহিক নিষিদ্ধতা স্থাপিত হবে না) তাদের দলীল আল্লাহর বাণী ঃ "যে দুধপান কাল পূর্ণ করাতে চায় তার জন্য পূর্ণ দুই বছর"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৩৩) এবং কম-বেশী যে পরিমাণ দুধ পান করলে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম হয়।

٤٧٢٩ـ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ فَكَاَنَّهُ تَغَيَّرَ وَجْهُهُ كَاَنَّهُ كَرِهَ ذٰلِكَ فَقَالَتْ اِنَّهُ اَخِيْ فَقَالَ اُنْظُرْنَ مَنْ اِخْوَانُكُنَّ فَاِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ .

৪৭২৯. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) তাঁর কাছে আসলেন। তখন একটি লোক সেখানে (বসা) ছিল। নবী (স)-এর মুখমণ্ডলে অসন্তোষের ভাব পরিস্ফুটিত হলো, যেন এটা তিনি অপছন্দ করলেন। আয়েশা (রা) বললেন, এ হচ্ছে আমার (দুধ) ভাই। নবী (স) বললেন ঃ দেখ, কে কে তোমার দুধ ভাই। কেননা দুধ সম্পর্ক শুধু তখনই প্রতিষ্ঠিত হবে, যখন দুধই শিশুর প্রধান আহার্য।[১২]

২৩-অনুচ্ছেদ ঃ শিশু যে মহিলার দুধপান করবে তার স্বামীও এ শিশুর দুধপিতা।

٤٧٣٠ـ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اَفْلَحَ اَخَا اَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَاذِنُ عَلَيْهَا وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ بَعْدَ اَنْ نَزَلَ الْحِجَابُ فَاَبَيْتُ اَنْ اٰذَنَ لَهُ فَلَمَّا جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَخْبَرْتُهُ بِالَّذِيْ صَنَعْتُ فَاَمَرَنِيْ اَنْ اٰذَنَ لَهُ .

৪৭৩০. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। আবুল কুয়াইসের ভাই আফলাহ্ তাঁর নিকট পর্দার আয়াত নাযিল হবার পরে এসে তার ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইল। সে ছিল তার দুধ চাচা। আমি তাকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানালাম। রসূলুল্লাহ (স) আসলে আমি তার সাথে যে আচরণ করেছি, তা তাকে অবহিত করলাম। তিনি তাকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দিতে আমাকে নির্দেশ দিলেন।

---

১২. শিশুকে তার দুই বছর বয়সের মধ্যেই দুধ পান করানো হলে তাতে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম হবে এবং দেখা-সাক্ষাত বৈধ হবে। এরপরে হলে তার কারণে বিবাহ হারাম হবে না এবং দেখা-সাক্ষাত বৈধ হবে না। আবু হানীফা (র)-এর মতে এই সময়সীমা আড়াই বছর।

২৪-অনুচ্ছেদ ঃ দুধ মাতার সাক্ষ্য।

٤٧٣١ـ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ لٰكِنِّيْ لِحَدِيْثِ عُبَيْدٍ اَحْفَظُ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ اَرْضَعْتُكُمَا فَاَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ لِيْ اِنِّيْ قَدْ اَرْضَعْتُكُمَا وَهِيَ كَاذِبَةٌ فَاَعْرَضَ عَنِّيْ فَاَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ قُلْتُ اِنَّهَا كَاذِبَةٌ قَالَ كَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ اَنَّهَا قَدْ اَرْضَعَتْكُمَا دَعْهَا عَنْكَ وَاَشَارَ اِسْمٰعِيْلُ بِاِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى يَحْكِيْ اَيُّوْبَ .

৪৭৩১. উকবা ইবনুল হারিস (রা) বলেন, আমি এক মহিলাকে বিবাহ করলাম। এক কৃষ্ণাঙ্গী মহিলা আমাদের কাছে এসে বলল ঃ আমি তোমাদের উভয়কে দুধ পান করিয়েছি। সুতরাং আমি নবী (স)-এর কাছে এসে বললাম ঃ আমি অমুকের কন্যা অমুককে বিবাহ করেছি। জনৈকা কৃষ্ণাঙ্গী মহিলা আমাদের কাছে এসে আমাকে বলল ঃ আমি তোমাদের উভয়কে স্তন্য দান করেছি। অথচ সে মিথ্যাবাদিনী। নবী (স) আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং আমি তাঁর সামনে গিয়ে বললাম, সে মিথ্যাবাদিনী। নবী (স) বললেন, তা কেমন করে (তাকে স্ত্রী হিসেবে রাখবে ?) অথচ সে মহিলা দাবি করছে যে, সে তোমাদের উভয়কে দুধপান করিয়েছে ? সুতরাং তাকে (তোমার স্ত্রীকে) ত্যাগ করো। (রাবী) ইসমাঈল তর্জনী ও মধ্যমা আংগুল উত্তোলন করে ইংগিত করেন যে, তার ঊর্ধতন রাবী আইউবও এভাবে দেখিয়েছেন।

২৫-অনুচ্ছেদ ঃ যেসব মহিলাকে বিবাহ করা হালাল এবং যেসব মহিলাকে বিবাহ করা হারাম। আল্লাহর বাণী ঃ তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মা, কন্যা, বোন, ফুফু, খালা, ভ্রাতুষ্পুত্রী, ভাগ্নী, দুধ-মা, দুধবোন, তোমাদের স্ত্রীদের মা এবং তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যার সাথে সহবাস করেছ তার পূর্ব-স্বামীর ঔরসে তার গর্ভজাত কন্যা যারা তোমাদের তত্ত্বাবধানে আছে .... নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়"–(সূরা আন নিসা ঃ ২৩-২৪)। আনাস (রা) বলেন, "ওয়াল মুহসানাতু মিনান নিসা"–দ্বারা স্বাধীন-সধবা মহিলাদের বুঝানো হয়েছে, এদেরকে বিবাহ করাও হারাম। "তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ছাড়া।" আনাস (রা)-এর মতে যদি কোন ব্যক্তি তার দাসীকে তার দাস স্বামী থেকে তালাক নিয়ে নেয় তাতে কোন দোষ নেই। আল্লাহর বাণী ঃ "তোমরা মুশরিক মহিলাদের বিবাহ করো না যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২২১)। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ চারজনের অধিক স্ত্রী গ্রহণ হারাম, যেরূপ তার মা, মেয়ে অথবা বোনকে বিবাহ করা হারাম। ইবনে আব্বাস (রা) আরো বলেন ঃ রক্ত সম্পর্কের কারণে সাত ধরনের নারীকে বিবাহ হারাম এবং বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে অনুরূপ সাতজনকে বিবাহ করা হারাম। অতপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ "হুররিমাত আলাইকুম

উম্মাহাতুকুম .....।" আবদুল্লাহ্ ইবনে জাফর (র) এক সাথে আলী (রা)-র স্ত্রী ও কন্যাকে বিবাহ্ করেন (তারা উভয়ে ছিল সৎ মা ও সৎ কন্যা)। ইবনে সীরীন বলেন ঃ এতে দোষের কিছু নেই। হাসান বসরী প্রথমত তা অবৈধ মনে করেন কিন্তু পরে বলেন, এতে কোন দোষ নেই। হাসান ইবনুল হাসান ইবনে আলী (ইবনে আবু তালিব) একই রাতে দুই চাচাতো বোনকে বিবাহ্ করেন। জাবের ইবনে যায়েদ (র) (উভয়ের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টির আশংকায়) এটাকে মাকরূহ্ মনে করেছেন ; কিন্তু এটা হারাম নয়। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন ঃ "উল্লেখিত নারীরা ছাড়া অন্য মেয়েলোক তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে"।

ইকরিমা (র) ইবনে আব্বাস (রা)-এর বরাতে বলেন, কেউ তার শালীর সাথে যেনা করলে তার স্ত্রী তার জন্য হারাম হয় না। ইয়াহ্ইয়া আল কিনদী, শাবী ও আবু জাফর থেকে বর্ণিত আছে যে, যে কোন ব্যক্তি কোন বালকের সাথে সমকামিতায় লিপ্ত হলে ঐ বালকের মা তার জন্য (বিবাহ্ করা) হারাম হয়ে যায়। ইয়াহ্ইয়া অখ্যাত ব্যক্তি, অন্য কেউ তার এই রিওয়ায়াত অনুসরণ করেননি। ইকরিমা (র) ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ কেউ যদি নিজ শাশুড়ীর সাথে যেনা করে তাতে তার স্ত্রী হারাম হয় না। কিন্তু আবু নাসর (র) থেকে ইবনে আব্বাস (রা)-এর এই মত বর্ণিত আছে যে, তিনি উপরোল্লিখিত ক্ষেত্রে স্ত্রী হারাম হওয়ার মত পোষণ করেন। কিন্তু আবু নাসর (র) ইবনে আব্বাস (রা) থেকে হাদীস শুনছেন বলে জানা যায়নি। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা), জাবের ইবনে যায়েদ (রা), আল হাসান ও কতিপয় ইরাকী আলেমের মতে তার স্ত্রী তার জন্য হারাম হয়ে যাবে। উপরোক্ত ব্যাপারে আবু হুরাইরা (রা) বলেন ঃ স্ত্রীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক ততক্ষণ হারাম হয় না, যতক্ষণ কেউ তার স্ত্রীর মাতার সাথে যেনায় লিপ্ত না হয়। ইবনুল মুসাইয়াব, উরওয়া ও যুহরীর মতে স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক রাখা বৈধ (বৈবাহিক সম্পর্ক নাজায়েয হয় না)। যুহরী বলেন, আলী (রা) বলেছেন ঃ দাম্পত্য বন্ধন এমতাবস্থায় হারাম হয় না। যুহরীর এই বর্ণনা মুরসাল।

২৬-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ "এবং তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যার সাথে সহবাস করেছ তার পূর্ব-স্বামীর ঔরসে তার গর্ভজাত কন্যা (রাবীবা) যারা তোমাদের তত্ত্বাবধানে আছে।" ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ দুখুল, মাসীস এবং লিমাস শব্দত্রয়ের অর্থ 'সঙ্গম'। যে ব্যক্তি বলে, স্ত্রীর পৌত্রী (নাতনী)-কে বিবাহ্ করা স্বীয় কন্যাকে বিবাহ্ করার মতই হারাম। এ প্রসঙ্গে নবী (স) উম্মু হাবীবা (রা)-কে বলেছেন ঃ "আমার সাথে তোমাদের কন্যাদের এবং বোনদের বিবাহের প্রস্তাব পেশ করো না।" অদ্রূপ নাত-বৌ পুত্র-বধুর অনুরূপ (হারাম)। যদি কোন সৎ কন্যা কারো অভিভাবকত্বে না থাকে, তবে তাকে কি সৎ কন্যা বলা যাবে ? নবী (স) তাঁর এক সৎ কন্যাকে কারো অভিভাবকত্বে দিয়েছিলেন। নবী (স) স্বীয় দৌহিত্রকে (হাসানকে) পুত্র বলে সম্বোধন করেছেন।

٤٧٣٢ـ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ لَكَ فِيْ بِنْتِ اَبِيْ سُفْيَانَ قَالَ فَاَفْعَلُ مَاذَا قُلْتُ تَنْكِحُ قَالَ اَتُحِبِّيْنَ قُلْتُ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَاَحَبُّ مَنْ

شَرَكَنِيْ فِيْكَ اُخْتِيْ قَالَ اِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِيْ قُلْتُ بَلَغَنِيْ اَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ بِنْتَ اَبِيْ سَلَمَةَ قَالَ ابْنَةَ اُمِّ سَلَمَةَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيْبَتِيْ مَا حَلَّتْ لِيْ اَرْضَعَتْنِيْ وَاَبَاهَا ثُوَيْبَةُ فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ اَخَوَاتِكُنَّ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ دُرَّةُ بِنْتُ اُمِّ سَلَمَةَ .

৪৭৩২. উম্মু হাবীবা (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি কি (আমার বোন) আবু সুফিয়ানের কন্যার ব্যাপারে আগ্রহী ?-নবী (স) বললেন, আমি (তাকে দিয়ে) কি করব ? আমি বললাম, তাকে বিবাহ করবেন। তিনি বললেন, তুমি কি তা পসন্দ করবে ? আমি বললাম, এখনো তো আমি আপনার একমাত্র স্ত্রী নই। সুতরাং আমি চাই আমার বোনও আমার সাথে আপনার অংশীদার হোক। তিনি বললেন ঃ সে আমার জন্য হালাল নয়।[১৩] আমি বললাম, আমি শুনেছি যে, আপনি উম্মু সালামার কন্যা দুররার নিকট বিবাহের পয়গাম পাঠিয়েছেন। তিনি বললেন, উম্মু সালামার কন্যা ? আমি বললাম ঃ হ্যাঁ। তিনি বললেন, সে আমার সৎ কন্যা না হলেও তাকে বিবাহ করা আমার জন্য হালাল হতো না। কেননা সুয়াইবা আমাকে ও তার পিতা (আবু সালামা)-কে দুধ পান করিয়েছে। সুতরাং তোমরা বিবাহের জন্য আমার নিকট তোমাদের কন্যা ও ভগ্নি কারও প্রস্তাব পেশ করো না।

২৭-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ "দুই বোনকে একই সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ কর না, তবে অতীতে যা ঘটে গেছে।"

٤٧٣٣ـ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْكَحْ اُخْتِيْ بِنْتَ اَبِيْ سُفْيَانَ قَالَ وَتُحِبِّيْنَ قُلْتُ نَعَمْ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَاَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِيْ فِيْ خَيْرٍ اُخْتِيْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ ذٰلِكَ لاَ يَحِلُّ لِيْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَوَاللّٰهِ اِنَّا لَنَتَحَدَّثُ اَنَّكَ تُرِيْدُ اَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ اَبِيْ سَلَمَةَ قَالَ بِنْتَ اُمِّ سَلَمَةَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَوَاللّٰهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ فِيْ حَجْرِيْ مَا حَلَّتْ لِيْ اِنَّهَا لاَبْنَةُ اَخِيْ مِنَ الرَّضَاعَةِ اَرْضَعَتْنِيْ وَاَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ اَخَوَاتِكُنَّ .

৪৭৩৩. উম্মু হাবীবা (রা) বলেন ঃ আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি আমার বোন আবু সুফিয়ানের কন্যাকে বিবাহ করুন। তিনি বললেন ঃ তুমি কি তা পসন্দ করবে ? আমি বললাম ঃ হ্যাঁ। এখনও আমি আপনার একমাত্র স্ত্রী নই এবং আমি কল্যাণে আমার বোনকেও অংশীদার বানাতে চাই। নবী (স) বললেন ঃ এটা আমার জন্য হালাল নয়। আমি বললাম ঃ আল্লাহর কসম ! আমরা বলাবলি করছি যে, আপনি আবু সালামার কন্যা দুররাকে বিবাহ করতে চান। তিনি বললেন ঃ উম্মু সালামার কন্যাকে ? আমি বললাম, হ্যাঁ।

১৩. স্ত্রীর জীবদ্দশায় তার বোনকে বিবাহ করা হারাম (দ্রষ্টব্য আল কুরআন, ৪ ঃ ২৩)।

তিনি বললেন, আল্লাহর কসম ! যদি সে আমার তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত নাও হত তবুও সে আমার জন্য হালাল হতো না। সে আমার (দুধ) ভাইর কন্যা। সুয়াইবা আমাকে ও তার পিতা আবু সালামাকে স্তন্যদান করেছে। সুতরাং তোমাদের কন্যা ও বোনদেরকে আমার সাথে বিবাহের জন্য প্রস্তাব দিও না।

২৮-অনুচ্ছেদ ঃ ফুফু ও ভাইঝিকে একত্রে বিবাহ করা নিষিদ্ধ।

٤٧٣٤ـ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلٰى عَمَّتِهَا اَوْ خَالَتِهَا وَقَالَ دَاوُدُ وَابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ .

৪৭৩৪. জাবের (রা) বলেন, নবী (স) যে কোন ব্যক্তিকে নিজ স্ত্রীর ভ্রাতুষ্পুত্রী এবং ভাগ্নীকে (তার ফুফু ও খালার সাথে একত্রে) বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন।[১৪] এ হাদীস অন্য সূত্রে আবু হুরাইরা (রা) থেকেও বর্ণিত আছে।

٤٧٣٥ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.

৪৭৩৫. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, ভ্রাতুষ্পুত্রী ও তার ফুফুকে এক সাথে এবং বোনঝিও তার খালাকে এক সাথে বিবাহাধীনে জমা রাখা যাবে না।

٤٧٣٦ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ نَهٰى النَّبِىُّ ﷺ اَنْ تُنْكَحَ اَلْمَرْأَةُ عَلٰى عَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةُ وَخَالَتُهَا فَنُرٰى خَالَةُ اَبِيْهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ لاَنَّ عُرْوَةُ حَدَّثَنِىْ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ حَرِّمُوْا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ .

৪৭৩৬. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, নবী (স) এক সাথে ফুফু ও তার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে এবং খালা ও তার বোনের মেয়েকে বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন। অধঃস্তন রাবী যুহরী বলেন, আমরা স্ত্রীর পিতার খালার ব্যাপারেও এ নির্দেশ জানি। কেননা উরওয়া আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আয়েশা (রা) বলেছেন, যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন বংশগত কারণে হারাম, দুধ পানজনিত কারণেও তোমরা তাকে হারাম মান।

২৯-অনুচ্ছেদ ঃ শিগার বা বদলী বিবাহ।

٤٧٣٧ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ اَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلٰى اَن يُزَوِّجَهُ الاٰخَرُ ابْنَتَهُ لَيْس بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ .

---

১৪. অর্থাৎ ফুফু-ভাইঝি বা খালা-বোনঝিকে একই সাথে কোন ব্যক্তির জন্য বিবাহ করা জায়েয নয়। ইসলামী আইনের মূলনীতি হল ঃ "আত্মীয় সম্পর্কিয়া দুই মহিলার একজনকে পুরুষ কল্পনা করলে তাদের উভয়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কস্থাপন নিষিদ্ধ হলে তাদের দু'জনকে কোন পুরুষের বিবাহাধীনে একত্র করা নিষিদ্ধ।"–সম্পাদক

৪৭৩৭. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) শিগার নিষিদ্ধ করেছেন। শিগার বিবাহ হল ঃ কোন ব্যক্তি নিজ কন্যাকে অন্য ব্যক্তির কাছে বিবাহ দিবে এবং এই শেষোক্ত ব্যক্তি তার কন্যাকে প্রথোমক্ত ব্যক্তির সাথে বিবাহ দিবে এবং এ ক্ষেত্রে কারো কোন মোহর প্রাপ্য হবে না।

৩০-অনুচ্ছেদ ঃ কোন নারী বিবাহের জন্য নিজেকে কোন পুরুষের কাছে হেবা করতে পারে কি ?

٤٧٣٨ـ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيْمٍ مِنَ اللاَّئِى وَهَبْنَ اَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ عَائِشَةُ اَمَا تَسْتَحِى الْمَرْاَةُ اَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ فَلَمَّا نَزَلَتْ تُرْجِى مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَااَرٰى رَبَّكَ الاَّ يُسَارِعُ فِىْ هَوَاكَ .

৪৭৩৮. হিশাম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, খাওলা বিনতে হাকীম (রা) ঐ মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যারা নিজেদেরকে নবী (স)-এর সামনে বিবাহের জন্য হেবা করেছিলেন। আয়েশা (রা) বলেন, পুরুষের কাছে নিজেকে হেবা করতে কোন মহিলার কি লজ্জা হয় না ? যখন কুরআনের আয়াত "তুরজী মান তাশাউ মিনহুন্না" নাযিল হলো, তখন আয়েশা (রা) বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল ! আমি দেখতে পাচ্ছি যে, আপনার রব আপনাকে খুশী করার জন্য আপনার মর্জি মাফিক (হুকুম নাযিল করার ক্ষেত্রে) জল্‌দি করেছেন।

এ হাদীসটি আবু সাঈদ আল মুয়াদ্দিব, মুহাম্মদ ইবনে বিশর ও আবদা (র) হিশাম থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি হযরত আয়েশা (রা) থেকে কিছু বেশীকমসহ বর্ণনা করেছেন।

৩১-অনুচ্ছেদ ঃ ইহ্‌রামধারী ব্যক্তির বিবাহ।

٤٧٣٩ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ اَنْبَاَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ تَزَوَّجَ النَّبِىُّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

৪৭৩৯. জাবের ইবনে যায়েদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, নবী (স) ইহরাম অবস্থায় বিবাহ করেছেন।

৩২-অনুচ্ছেদ ঃ শেষ দিকে নবী (স) মুতআ বিবাহ নিষিদ্ধ করেছেন।

٤٧٤٠ـ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الاَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ .

৪৭৪০. আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে আব্বাস (রা)-কে বলেন, নবী (স) খায়বারের যুদ্ধকালে মুতআ (বিবাহ) এবং গৃহপালিত গাধার গোশত নিষিদ্ধ করেছেন।[১৫]

٤٧٤١ـ عَنْ اَبِىْ جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَرَخَّصَ فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ اِنَّمَا ذٰلِكَ فِى الْحَالِ الشَّدِيْدِ وَفِى النِّسَاءِ قِلَّةٌ اَوْ نَحْوَهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ .

৪৭৪১. আবু জামরা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-র নিকট মহিলাদের সাথে মুতআ বিবাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে শুনেছি। তিনি এর অনুমতি দিয়েছেন। তাঁর জনৈক মুক্তদাস তাঁকে বলল, এটা তো মহিলাদের স্বল্পতা এবং কঠোর পরিস্থিতিতে বা অনুরূপ অবস্থায় ছিল। ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, হাঁ।

٤٧٤٢ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ قَالاَ كُنَّا فِىْ جَيْشٍ فَاَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّهُ قَدْ اُذِنَ لَكُمْ اَنْ تَسْتَمْتِعُوْا فَاسْتَمْتِعُوْا وَقَالَ ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ حَدَّثَنِىْ اِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَاَةٍ تَوَافَقَا فَعِشْرَةُ مَا بَيْنَهُمَا ثَلٰثُ لَيَالٍ فَاِنْ اَحَبَّا اَنْ يَّتَزَايَدَ اَوْ يَتَتَارَكَا تَتَارَكَا فَمَا اَدْرِى اَشَىْءٌ كَانَ لَنَا خَاصَّةً اَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَقَدْ بَيَّنَهُ عَلِىٌّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ مَنْسُوْخٌ .

৪৭৪২. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ এবং সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, আমরা এক সৈন্যবাহিনীতে ছিলাম (হুনাইন যুদ্ধের সময়)। রসূলুল্লাহ (স) আমাদের কাছে আসলেন এবং বললেন ঃ তোমাদেরকে মুতআ বিবাহ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা তা করতে পার। অপর সনদে বর্ণিত যে, নবী (স) বলেছেন ঃ কোন পুরুষ ও নারী উভয়ে অস্থায়ী বিবাহের জন্য একমত হলে এ বিবাহ তিন রাতের জন্য স্থায়ী হবে। অতপর তারা যদি এর চেয়ে বেশী দিন স্থায়ী করতে চায়, তবে তাও করতে পারে এবং এর চেয়ে কমাতে চাইলে তাও করতে পারে। (রাবী বলেন) জানি না এ ব্যবস্থা কি শুধু আমাদের জন্য ছিল না সর্বসাধারণের জন্যও ছিল ? আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) বলেন ঃ আলী (রা) এটা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, নবী (স) মুতআ বিবাহ চিরদিনের জন্য মনসুখ (বাতিল) করে দিয়েছেন।

৩৩-অনুচ্ছেদ ঃ সৎ কর্মপরায়ণ পুরুষের কাছে নিজের বিবাহের জন্য নারীর প্রস্তাব পেশ।

---

১৫. কোন নারীকে কিছু মাল(প্রদানের বিনিময়ে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য বিবাহ বন্ধনকে মুতআ বলে। এ ধরনের বিবাহের প্রচলন জাহিলী যুগে ছিল। ইসলামের পরেও খায়বার যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত এটা জায়েয ছিল। কিন্তু খায়বার যুদ্ধের সময় তা চিরতরে হারাম ঘোষণা করা হয়।

٤٧٤٣ـ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ اَنَسٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ قَالَ اَنَسٌ جَاءَتِ امْرَأَةٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَكَ بِيْ حَاجَةٌ فَقَالَتْ بِنْتُ اَنَسٍ مَا اَقَلَّ حَيَاءَهَا وَاسَوْءَتَاهُ وَاسَوْأَتَاهُ قَالَ هِيَ خَيْرٌ مِنْكَ رَغِبَتْ فِى النَّبِيِّ ﷺ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا.

৪৭৪৩. সাবেত আল বুনানী (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তার কন্যাও তাঁর নিকট ছিল। আনাস (রা) বলেন, জনৈকা মহিলা নবী (স)-এর কাছে এসে নিজকে পেশ করে বলল ঃ হে আল্লাহর রসূল ! আপনার কি আমার প্রয়োজন আছে ? আনাসের কন্যা বললো, সেই মহিলা কতই না নির্লজ্জ ছিল, ছিঃ লজ্জা ! আনাস (রা) বলেন, সে তোমার চেয়ে উত্তম। নবী (স)-এর প্রতি তার আকর্ষণ ছিল, তাই সে নিজকে (বিবাহের জন্য) তাঁর কাছে পেশ করেছে।

٤٧٤٤ـ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ امْرَأَةً عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ زَوِّجْنِيْهَا فَقَالَ مَاعِنْدَكَ قَالَ مَا عِنْدِىْ شَىْءٌ قَالَ اِذْهَبْ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لاَ وَاللّٰهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلاَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ وَلٰكِنْ هٰذَا اِزَارِىْ وَلَهَا نِصْفُهُ قَالَ سَهْلٌ وَمَا لَهُ رِدَاءٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَا تَصْنَعُ بِاِزَارِكَ اِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَىْءٌ وَاِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَىْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتّٰى اِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَاٰهُ النَّبِيُّ ﷺ فَدَعَاهُ اَوْ دُعِىَ لَهُ فَقَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ فَقَالَ مَعِىْ سُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةُ كَذَا لِسُوَرٍ يُعَدِّدُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَمْلَكْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ.

৪৭৪৪. সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈকা মহিলা নিজেকে নবী (স)-এর কাছে (বিয়ের জন্য) পেশ করলেন। এক ব্যক্তি তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! তাকে আমার সাথে বিবাহ দিন। নবী (স) বললেন ঃ তোমার কাছে (সহায়-সম্পদ) কি আছে ? লোকটি জবাব দিল, আমার কাছে কিছুই নেই। নবী (স) বললেন ঃ যাও এবং তালাশ করে দেখ, একটি লোহার আংটিও যদি পাওয়া যায়। লোকটি গেল এবং ফিরে এসে বলল, না আল্লাহর শপথ ! আমি কিছুই পেলাম না, এমনকি একটি লোহার আংটিও না। তবে আমার এ তহবন্দখানা আছে এবং এর অর্ধেক তার জন্য। সাহল (রা) বলেন, কিন্তু তার দেহে কোন চাদর ছিল না। নবী (স) বললেন ঃ তোমার তহবন্দ দিয়ে সে কি করবে ? যদি এটা তুমি পরিধান কর, তবে তার শরীরে কিছুই থাকবে না, আর সে যদি এটা পরে তবে

তোমার শরীরে কিছুই থাকবে না। লোকটি দীর্ঘক্ষণ ধরে বসে রইলো, এরপর সে (যাওয়ার জন্য) উঠলো। নবী (স) তা দেখে তাকে ডেকে (ফিরিয়ে) আনলেন, অথবা তাকে ডেকে আনা হলো। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি পরিমাণ 'কুরআন' (মুখস্থ) জান ? সে বলল, আমি অমুক সূরা, অমুক সূরা মুখস্থ জানি এবং গণনা করে সূরাগুলোর নাম বলল। নবী (স) বললেন ঃ তুমি যে পরিমাণ কুরআন জান, তার বিনিময় তাকে তোমার কাছে বিবাহ দিলাম।

৩৪-অনুচ্ছেদ ঃ কারো নিজের কন্যা অথবা বোনের (বিবাহের জন্য) কোন দীনদার লোকের নিকট প্রস্তাব পেশ করা।

٤٧٤٥ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ يُحَدِّثُ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِيْنَ تَاَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَتَوُفِّيَ بِالْمَدِيْنَةِ فَقَالَ عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ اَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ فَقَالَ سَاَنْظُرُ فِيْ اَمْرِيْ فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ لَقِيَنِيْ فَقَالَ قَدْ بَدَالِيْ اَنْ لاَّ اَتَزَوَّجَ يَوْمِيْ هٰذَا فَقَالَ عُمَرُ فَلَقِيْتُ اَبَا بَكْرِنِ الصِّدِّيْقَ فَقُلْتُ اِنْ شِئْتَ زَوَّجْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ فَصَمَتَ اَبُوْ بَكْرٍ فَلَمْ يَرْجِعْ اِلَيَّ شَيْئًا وَكُنْتُ اَوْجَدَ عَلَيْهِ مِنِّيْ عَلٰى عُثْمَانَ فَلَبِثَ لَيَالِيْ ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَنْكَحْتُهَا اِيَّاهُ فَلَقِيَنِيْ اَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِيْنَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ اَرْجِعْ اِلَيْكَ شَيْئًا قَالَ عُمَرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ فَاِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي اَنْ اَرْجِعَ اِلَيْكَ فِيْمَا عَرَضْتَ عَلَيَّ اِلاَّ اَنِّيْ كُنْتُ عَلِمْتُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ ذَكَرَهَا فَلَمْ اَكُنْ لاُفْشِيَ سِرَّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَوْ تَرَكَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَبِلْتُهَا .

৪৭৪৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ যখন উমার (রা)-এর কন্যা হাফসা (রা) খুনাইস ইবনে হুযাফা সাহমীর (তার স্বামী) মৃত্যুতে বিধবা হলো, যিনি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবী ছিলেন এবং যিনি মদীনায় ইন্তেকাল করেন—উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন ঃ আমি উসমান ইবনে আফফান (রা)-এর কাছে গেলাম এবং হাফসার বিবাহের প্রস্তাব পেশ করলাম। তিনি বললেন ঃ আমি এ ব্যাপারে চিন্তা করে দেখব। আমি কয়েক দিন অপেক্ষা করলাম, অতপর তিনি আমার সাথে সাক্ষাত করে বললেন, আমি ভেবে দেখলাম, আমার জন্য এ সময় বিবাহ করা উচিত নয়। উমার (রা) বলেন ঃ অতপর আমি আবু বাকর সিদ্দীকের সাথে সাক্ষাত করে বললাম, আপনি চাইলে আমার কন্যা হাফসাকে আপনার সাথে বিবাহ দিব। আবু বাকর (রা) নীরব থাকলেন এবং আমাকে

কিছু বললেন না। এতে আমি উসমানের চেয়ে তার ওপর বেশী রাগান্বিত হলাম। আমি কিছু দিনের জন্য অপেক্ষা করলাম। এরপর রসূলুল্লাহ (স) হাফসাকে বিবাহের জন্য পয়গাম পাঠালেন এবং আমি তাঁর সাথে হাফসাকে বিবাহ দিলাম। এরপর আমি আবু বাকরের সাথে সাক্ষাত করলে তিনি বলেন, সম্ভবত আপনি আমার ওপর রাগ করেছেন, যখন আপনি হাফসাকে আমার জন্য পেশ করেছেন, আমি আপনাকে কোন উত্তর দেইনি ? আমি বললাম, হাঁ। আবু বাকর বললেন ঃ কোন কিছুই আমাকে আপনার প্রস্তাবে সাড়া দিতে বিরত করেনি, বরং আমি জানতাম যে, রসূলুল্লাহ (স) তার (হাফসার) বিষয় উল্লেখ করেছেন এবং আমি কখনও তার গোপনীয়তা ফাঁস করতে চাইনি। যদি রসূলুল্লাহ (স) এ ইচ্ছা ত্যাগ করতেন তবে আমি তাঁকে গ্রহণ করতাম।

٤٧٤٦- عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ اَبِىْ سَلَمَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ قَالَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنَّا قَدْ تَحَدَّثْنَا اَنَّكَ نَاكِحٌ دُرَّةَ بِنْتَ اَبِىْ سَلَمَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَعَلٰى اُمِّ سَلَمَةَ لَوْ لَمْ اَنْكِحْ اُمَّ سَلَمَةَ مَا حَلَّتْ لِىْ اِنَّ اَبَاهَا اَخِىْ مِنَ الرَّضَاعَةِ .

৪৭৪৬. ইরাক ইবনে মালেক (র) থেকে বর্ণিত। তাকে যয়নব বিনতে আবু সালামা অবহিত করেছেন ঃ উম্মু হাবীবা (রা) রসূলুল্লাহ (স)-কে বললেন ঃ আমরা বলাবলি করছি যে, আপনি দুররা বিনতে আবু সালামাকে বিবাহ করতে চান। রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ উম্মু সালামা আমার বিবাহাধীনে থাকতে ? যদি আমি উম্মু সালামাকে বিবাহ নাও করতাম তবুও সে আমার জন্য হালাল হতো না। কেননা তার পিতা আমার দুধভাই।

৩৫-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ "(ইদ্দাতের সময়) যদি তোমরা (এ বিধবা) মহিলাদের নিকট) ইঙ্গিতে বিবাহের প্রস্তাব করো অথবা তোমাদের অন্তরে গোপন রাখ, তাতে কোন দোষ নেই। .... আল্লাহ ক্ষমাকারী ও ধৈর্যশীল"-(২ ঃ ২৩৫)।

ইবনে আব্বাস (রা) 'ফীমা আররাদতুম'-এর ব্যাখ্যায় বলেন, (ইদ্দাত পালনরত মহিলাকে এভাবে বলা উচিত যে,) আমি বিবাহ করতে চাই এবং কোন নেককার মহিলা যেন মিলে যায়। কাসেম বলেছেন, তুমি আমার কাছে খুবই সম্মানিতা এবং আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট। আল্লাহ তোমার কল্যাণ করুন অথবা অনুরূপ কথা। আতা (র) বলেন ঃ একজনের ইচ্ছা ইশারায় ব্যক্ত করা উচিত, খোলাখুলি প্রস্তাব দেয়া ঠিক নয়। কেউ বলতে পারে, আমার একটা প্রয়োজন আছে, তোমার জন্য সুসংবাদ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আপনি পুনঃ বিবাহের জন্য সম্পূর্ণ উপযুক্ত। সে (বিধবা) মহিলাও (প্রতি উত্তরে) বলতে পারে ঃ আপনি যা বলেছেন তা আমি শুনেছি। কিন্তু তার কোন ওয়াদা করা ঠিক নয়। তার অভিভাবকদেরও তার মতানুযায়ী (তাকে বিবাহ দেয়ার ব্যাপারে) কোন প্রতিশ্রুতি দেয়া ঠিক নয়। কিন্তু যদি কেউ ইদ্দাতের প্রাক্কালে কাউকে বিবাহের প্রতিশ্রুতি দেয় এবং শেষ পর্যন্ত যদি সেই ব্যক্তি তাকে বিবাহ করে, তবে (তালাকের মাধ্যমে) বিচ্ছেদের প্রয়োজন নেই। হাসান (র) বলেন,

'ওয়ালা তুআঈদুহুনা সিররান-এর অর্থ ব্যভিচার। ইবনে আব্বাসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়ে থাকে যে, হাত্তা ইয়াবলুগাল কিতাবু আজালাহু অর্থ ইদ্দাত পূর্ণ হওয়া।

৩৬-অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহ করার পূর্বে পাত্রীকে দেখে নেয়া।

٤٧٤٧ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَاَيْتُكَ فِي الْمَنَامِ يَجِيْئُ بِكِ الْمَلَكُ فِيْ سَرَقَةٍ مِّنْ حَرِيْرٍ فَقَالَ لِيْ هٰذِهٖ امْرَأَتُكَ فَكَشَفْتُ عَنْ وَجْهِكِ الثَّوْبَ فَاِذَا اَنْتِ هِيَ فَقُلْتُ اِنْ يَّكُ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ يُمْضِهٖ .

৪৭৪৭. আয়েশা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) আমাকে বলেছেন ঃ আমি স্বপ্নে তোমাকে দেখেছি, জনৈক ফেরেশতা রেশমী চাদরে জড়িয়ে তোমাকে আমার সম্মুখে উপস্থিত করেন এবং আমাকে বলেন, এ হচ্ছে আপনার স্ত্রী। আমি তোমার মুখমণ্ডল থেকে চাদর সরিয়ে দেখি যে, তুমি। আমি বললাম, যদি এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তবে তদ্রূপই ঘটেছে।

٤٧٤٨ـ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ جِئْتُ لاَهَبَ لَكَ نَفْسِيْ فَنَظَرَ اِلَيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَعَّدَ النَّظَرَ اِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأْطَأَ رَاْسَهُ فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ اَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيْهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِّنْ اَصْحَابِهٖ فَقَالَ اَىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيْهَا فَقَالَ وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لاَ وَاللّٰهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ اذْهَبْ اِلٰى اَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لاَ وَاللّٰهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ اُنْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لاَوَاللّٰهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَلاَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ وَلٰكِنْ هٰذَا اِزَارِيْ قَالَ سَهْلٌ مَالَهُ رِدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاتَصْنَعُ بِاِزَارِكَ اِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَاِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتّٰى طَالَ مَجْلِسُهُ ثُمَّ قَامَ فَرَاٰهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُوَلِّيًا فَاَمَرَبِهٖ فَدُعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ قَالَ مَعِيْ سُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةُ كَذَا عَدَّدَهَا قَالَ اَتَقْرَءُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ .

৪৭৪৮. সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসে বলল ঃ হে আল্লাহর রসূল ! আমি নিজেকে আপনার নিকট হেবা (বিবাহের জন্য সমর্পণ) করতে এসেছি। রসূলুল্লাহ (স) তার দিকে চোখ তুলে তাকালেন এবং সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন, তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে মাথা নীচু করলেন। মহিলা যখন দেখতে পেল, নবী (স) তাকে কিছুই বলছেন না, তখন সে বসে পড়ল। নবী (স)-এর জনৈক সাহাবী দাঁড়িয়ে বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল ! আপনার যদি এ মহিলার প্রয়োজন না থাকে, তবে তাকে আমার সাথে বিবাহ দিন। নবী (স) তাকে বললেন ঃ তোমার কাছে কিছু আছে কি? সে উত্তর দিল, আল্লাহর শপথ ! কোন কিছু নেই। নবী (স) বললেন, তুমি তোমার পরিজনের কাছে গিয়ে দেখ, কোন কিছু পাও কি না ? অতপর লোকটি গিয়ে ফিরে এসে বলল, আল্লাহর কসম ! ইয়া রসূলাল্লাহ, আমি কিছুই পেলাম না। নবী (স) বললেন, দেখ, অন্তত একটি লৌহ অঙ্গুরীও হোক না কেন। সে পুনরায় গেল এবং ফিরে এসে বলল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ ! না, একটি লোহার আংটিও পেলাম না। কিন্তু আমার এ তহবন্দখানা আছে। সাহল (রা) বলেন, তার শরীরের উপরের অংশে কোন চাদর ছিল না। নবী (স) বললেন, সে তোমার এ তহবন্দ দিয়ে কি করবে ? তুমি পরিধান করলে সে উলঙ্গ থাকবে, আর সে পরিধান করলে তুমি উলঙ্গ থাকবে। অতপর লোকটি বসে পড়ল এবং দীর্ঘক্ষণ বসার পর উঠে যেতে লাগল। নবী (স) যখন তাকে যেতে দেখলেন, ডেকে এনে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কুরআনের কি কি তোমার মুখস্থ আছে ? সে কতিপয় সূরা গণনা করে বলল, আমার অমুক অমুক সূরা মুখস্ত আছে। নবী (স) বললেন, তুমি এগুলোর হাফেজ ? সে জবাব দিল, হাঁ। নবী (স) বললেন ঃ যাও, তুমি যে পরিমাণ কুরআন মুখস্থ জান (তা মোহরানা হিসেবে ধরে) তার বিনিময় এ মহিলাকে তোমার কাছে বিবাহ দিলাম।

৩৭-অনুচ্ছেদ ঃ যারা বলেন, অলী (অভিভাবক) ছাড়া বিবাহ হয় না, তারা আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী দলীল হিসেবে পেশ করে থাকেন ঃ "তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের তালাক দেয়ার পর তারা তাদের নির্দিষ্ট ইদ্দাত পূর্ণ করলে তাদের প্রস্তাবিত স্বামীর সাথে তাদের বিবাহে বাধা দিও না।"–(২ ঃ ২৩২) এতে বয়স্কা বিবাহিতা মহিলারা যেমন শামিল, তদ্রূপ কুমারীরাও শামিল। আল্লাহ তাআলা আরো বলেন ঃ "তোমরা মুশরিক নারীদেরকে বিবাহ করবে না, যতক্ষণ তারা ঈমান না আনে।"–(২ ঃ ২২১) আল্লাহ আরো বলেন ঃ "তোমাদের মধ্যে যারা স্বামী বা স্ত্রীহীন তাদের বিবাহ দাও।"–(২৪ ঃ ৩২)

উরওয়া ইবনুয যুবায়ের (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স)-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) তাঁকে বলেছেন, জাহিলী যুগে চার ধরনের বিবাহের প্রচলন ছিল। (এক) বর্তমানে যে ব্যবস্থা চলছে অর্থাৎ কোন ব্যক্তি কোন মহিলার অভিভাবকের নিকট তার অধীনস্থ নারীর জন্য অথবা তার কন্যার জন্য বিয়ের প্রস্তাব দেয় এবং মোহর আদায়ের পরে তাকে বিবাহ করে। (দুই) কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে মাসিক ঋতু থেকে পাক হওয়ার পর বলতো ঃ তুমি অমুক ব্যক্তির নিকট চলে যাও এবং তার সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হও। অতপর তার স্বামী নিজ স্ত্রী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা থাকত এবং কখনও তার সাথে শয্যাগত হত না, যতক্ষণ না সে পূর্বোক্ত ব্যক্তির দ্বারা গর্ভবতী হতো। যখন তার গর্ভ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেত তখন ইচ্ছা করলে স্বামী তার সাথে একত্রে শয্যাগত হত।

এরূপ করার উদ্দেশ্য ছিল, যাতে সে একটি উন্নত বংশের সন্তান লাভ করতে পারে। এ ধরনের বিবাহকে বলা হতো আল ইস্তিবদা'। (তিন) দশজনের কম ব্যক্তি এক স্থানে একত্র হয়ে একই মহিলার সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হতো। মহিলা এর ফলে গর্ভবতী থেকো এবং শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর কয়েক দিন অতিবাহিত হলে সে ঐ সকল ব্যক্তিকে ডেকে পাঠাত এবং তাদের কেউ আসতে অস্বীকৃতি জানাতে পারত না। সকলে সেই নারীর সামনে একত্র হওয়ার পর সে তাদেরকে লক্ষ্য করে বলতো ঃ তোমরা সকলেই জান যে, তোমরা কি করেছ। এখন আমি সন্তান প্রসব করেছি। সুতরাং হে অমুক ! এটি তোমারই সন্তান। যাকে খুশী তার নাম ধরে সে ডেকে বলতো এবং তার সন্তান ঐ পুরুষেরই হতো এবং ঐ ব্যক্তি শিশুটিকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করতে পারত না। (চার) বহু পুরুষ একই মহিলার সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হতো এবং ঐ মহিলা তার কাছে যত পুরুষ আসত, কাউকে স্বীয় শয্যায় গ্রহণ করতে অস্বীকার করতো না। এরা ছিল বারবণিতা, এরা প্রতীক চিহ্ন হিসেবে নিজ নিজ ঘরের সম্মুখে পতাকা টানিয়ে রাখত। যে কেউ অবাধে এদের সাথে যৌন মিলনে লিপ্ত হতে পারতো। যদি এ নারীদের মধ্যে কেউ গর্ভবতী হতো এবং সন্তান প্রসব করতো, তাহলে সেই সকল পুরুষরা তার কাছে একত্র হতো এবং একজন কিয়াফ (দৈহিক গঠন দেখে বংশ নির্ণায়ক)-কে ডেকে আনা হতো। যে লোকটির সাথে শিশুর সাদৃশ্য রয়েছে, তাকে সে বলতো এটি তোমার সন্তান। তখন ঐ লোকটি তাকে নিজের সন্তান হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য হতো এবং লোকে শিশুকে তার পুত্র আখ্যা দিত। এটা সে অস্বীকার করতে পারত না।

কিন্তু যখন নবী মুহাম্মাদ (স)-কে সত্যসহ পাঠানো হলো, তিনি জাহিলী যুগের প্রচলিত সব ধরনের বিবাহ বাতিল করে দিলেন, একমাত্র বর্তমানে প্রচলিত বিবাহ ব্যবস্থাকে বহাল রাখলেন।

٤٧٤٩ـ عَنْ عَائِشَةَ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَابِ فِىْ يَتَامَى النِّسَاءِ اللاَّتِىْ لاَ تُؤْتُوْ نَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ قَالَتْ هٰذَا فِى الْيَتِيْمَةِ الَّتِىْ تَكُوْنُ عِنْدِ الرَّجُلِ لَعَلَّهَا اَنْ تَكُوْنَ شَرِيْكَتَهُ فِىْ مَالِهِ وَهُوَا اَوْلَى بِهَا فَيَرْغَبُ عَنْهَا اَنْ يَّنْكِحَهَا فَيَعْضُلُهَا لِمَا لَهَا وَلاَ يُنْكِحَهَا غَيْرَهُ كَرَاهِيَةَ اَنْ يَّشْرَكَهُ اَحَدٌ فِىْ مَالِهَا.

৪৭৪৯. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নিম্নোক্ত আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ "এবং যা কিছু তোমার কাছে তিলাওয়াত করা হয় ইয়াতীম বালিকাদের সম্পর্কে ; তোমরা যাদের হক আদায় করো না এবং যাদের তোমরা (সম্পদের লোভে) বিবাহ করতে উদগ্রীব।"(৪ ঃ ১২৭) এ আয়াতে ঐ ইয়াতীম বালিকাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যারা কোন অভিভাবকের অধীনে রয়েছে এবং সম্পদে তার সাথে শরীকানা রয়েছে। (এ কারণে) তার ওপর তার বেশী কর্তৃত্ব রয়েছে। কিন্তু সে তাকে বিয়ে করা পসন্দ করে না এবং অন্যের কাছে বিয়ে দিতেও প্রস্তুত নয়, যাতে অন্য লোক সম্পত্তিতে তার সাথে অংশীদার হয়ে না বসে।

٤٧٥٠ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ حِيْنَ تَاَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ اَهْلِ بَدْرٍ تُوُفِّيَ بِالْمَدِيْنَةِ فَقَالَ عُمَرُ لَقِيْتُ عُثْمَانَ ابْنَ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ اِنْ شِئْتَ اَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ فَقَالَ سَاَنْظُرُ فِيْ اَمْرِيْ فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ لَقِيَنِيْ فَقَالَ بَدَا لِيْ اَنْ لاَّ اَتَزَوَّجَ يَوْمِيْ هٰذَا قَالَ عُمَرُ فَلَقِيْتُ اَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ اِنْ شِئْتَ اَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ .

৪৭৫০. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। উমার (রা)-এর কন্যা হাফসা (রা) তার স্বামী খুনাইস ইবনে হুযাফা আস্ সাহমী (রা)-র মৃত্যুর ফলে বিধবা হলেন, যিনি নবী (স)-এর সাহাবী ছিলেন, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং মদীনায় ইন্তেকাল করেন। উমার (রা) বলেন, আমি উসমান ইবনে আফ্ফানের সাথে সাক্ষাত করলাম এবং তার নিকট প্রস্তাব করলাম, যদি তুমি ইচ্ছা করো তবে হাফসাকে তোমার সাথে বিবাহ দিব। তিনি উত্তর দিলেন ঃ আমি এ ব্যাপারে চিন্তা করব। আমি কয়েকদিন অপেক্ষা করলাম। অতপর তিনি আমার সাথে সাক্ষাত করে বলেন, আমি আপতত বিবাহ না করার জন্য মনস্থির করেছি। উমার (রা) আরো বলেন, অতপর আমি আবু বাকর (রা)-এর সাথে দেখা করে তাকে বললাম, যদি আপনি ইচ্ছা করেন তবে হাফসাকে আপনার কাছে বিবাহ দেব।

٤٧٥١ـ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ اَنَّهَا نَزَلَتْ فِيْهِ قَالَ زَوَّجْتُ اُخْتًا لِيْ مِنْ رَّجُلٍ وَطَلَّقَهَا حَتّٰى اِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا فَقُلْتُ لَهُ زَوَّجْتُكَ وَفَرَشْتُكَ وَاَكْرَمْتُكَ فَطَلَّقْتَهَا ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا لاَ وَاللّٰهِ لاَ تَعُوْدُ اِلَيْكَ اَبَدًا وَكَانَ رَجُلاً لاَ بَاسَ بِهِ وَكَانَتِ الْمَرْاَةُ تُرِيْدُ اَنْ تَرْجِعَ اِلَيْهِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ هٰذِهِ الْاٰيَةَ فَلاَ تَعْضُلُوْهُنَّ فَقُلْتُ الْاٰنَ اَفْعَلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَزَوَّجَهَا اِيَّاهُ ـ

৪৭৫১. আল হাসান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "তোমরা তাদেরকে বাধা দিও না।"–(২ ঃ ২৩২) আয়াত সম্পর্কে মাকিল ইবেন ইয়াসার (রা) আমাকে বলেছেন, এ আয়াত তার সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তিনি বলেছেন, আমি আমার বোনকে এক ব্যক্তির সাথে বিবাহ দেই এবং সে তাকে তালাক দেয়। তার ইদ্দাতকাল অতিক্রান্ত হলে সেই ব্যক্তি পুনরায় আসে এবং তাকে বিবাহ করতে চায়। তখন আমি তাকে বলি, আমি তাকে তোমার সাথে বিবাহ দিয়ে শয্যাসঙ্গীনী করে তোমাকে সম্মানিত করেছি। কিন্তু তুমি তাকে তালাক দিয়েছ। (এখন) পুনরায় তুমি তাকে চাওয়ার জন্য এসেছো ? আল্লাহর কসম ! সে কখনও তোমার কাছে ফিরে যাবে না। সে লোকটিও মন্দ ছিল না এবং তার স্ত্রীও তার

কাছে ফিরে যেতে আগ্রহী ছিল। সুতরাং আল্লাহ নাযিল করেন ঃ "তোমরা তাদেরকে বাধা দিও না।" আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! এখন আমি তাই করব। (রাবী) বলেন, সুতরাং তিনি তাকে তার সাথে বিবাহ দিলেন।

৩৮-অনুচ্ছেদ ঃ অভিভাবক নিজেই যদি (তার অধীনস্থ মেয়েকে) বিবাহ করতে চায় (তবে তা জায়েয)। মুগীরা ইবনে শোবা (রা) জনৈকা মহিলাকে বিয়ের প্রস্তাব করেন, তিনি যার নিকটতম অভিভাবক ছিলেন। সুতরাং তিনি এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলে তিনি বিবাহের ব্যবস্থা করেন। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) উম্মু হাকীম বিনতে কারিযকে বললেন ঃ তুমি কি তোমার বিবাহের ব্যাপারে আমাকে দায়িত্ব দাও? সে উত্তর দিল, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাকে বিবাহ করলাম। আতা (র) বলেন, অভিভাবক লোকদেরকে সাক্ষী রেখে বলবে, আমি তোমাকে বিবাহ করলাম অথবা ঐ মহিলার নিকটাত্মীয়দের কাউকে তার কাছে তাকে (মহিলাকে) বিবাহ দেয়ার জন্য বলবে। সাহল (রা) বলেন, জনৈক মহিলা এসে নবী (স)-কে বলল ঃ আমি নিজকে (বিবাহের জন্য) আপনার কাছে হেবা করলাম। অতপর এক ব্যক্তি বলল ঃ হে আল্লাহর রসূল ! যদি তাকে আপনার প্রয়োজন না থাকে, তাহলে তাকে আমার সাথে বিবাহ দিন।

٤٧٥٢- عَنْ عَائِشَةَ فِيْ قَوْلِهِ وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَاءِ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ قَالَ هِىَ الْيَتِيْمَةُ تَكُوْنُ فِيْ حَجْرِ الرَّجُلِ قَدْ شَرِكَتْهُ فِيْ مَالِهِ فَيَرْغَبُ عَنْهَا اَنْ يَّتَزَوَّجَهَا وَيَكْرَهُ اَنْ يُّزَوِّجَهَا غَيْرَهُ فَيَدْخُلَ عَلَيْهِ فِيْ مَالِهِ فَيَحْبِسُهَا فَنَهَاهُمُ اللّٰهُ عَنْ ذٰلِكَ .

৪৭৫২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। "তারা আপনার কাছে মহিলাদের সম্পর্কে ফতোয়া চায়। আপনি বলে দিন, আল্লাহ তাদের সম্পর্কে আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছেন ..." (সূরা আন নিসা ঃ ১২৭)। তিনি বলেন, এ আয়াত হচ্ছে ঐ ইয়াতীম বালিকাদের সম্পর্কে, যারা কোন অভিভাবকের অধীন এবং সম্পত্তিতেও তার অংশীদার ছিল। অথচ সে নিজেও তাকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক নয় এবং অন্য কেউ তাকে বিয়ে করুক এবং তার সম্পত্তিতে ভাগ বসাক তাও সে অপসন্দ করে। তাই সে তার বিয়েতে বাধার সৃষ্টি করে। আল্লাহ তাআলা এ অভিভাবকদের এরূপ (বিয়ের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি) করতে নিষেধ করেছেন।

٤٧٥٣- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ جُلُوْسًا فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَيْهِ فَخَفَّضَ فِيْهَا النَّظَرَ وَرَفَعَهُ فَلَمْ يُرِدْهَا فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ اَصْحَابِهِ زَوِّجْنِيْهَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَعِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ مَا عِنْدِيْ مِنْ شَيْءٍ قَالَ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ وَلٰكِنْ اَشُقُّ بُرْدَتِيْ هٰذِهِ فَاُعْطِيْهَا النِّصْفَ وَاٰخُذُ النِّصْفَ قَالَ لَا هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ

৪৭৫৩. সাহল ইবনে সাদ (রা) বলেন, আমরা নবী (স)-এর নিকটে বসা ছিলাম। তাঁর নিকট এক মহিলা এসে নিজকে (বিবাহের জন্য) তাঁর কাছে পেশ করল। নবী (স) চোখ তুলেএবং নীচু করে তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন, ক্রিন্তু কোন উত্তর দিলেন না। তাঁর এক সাহাবী বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! তাকে আমার সাথে বিবাহ দিন। নবী (স) জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কাছে কিছু আছে কি ? তিনি উত্তর দিলেন, আমার কাছে কিছুই নেই। নবী (স) বললেন, একটি লোহার আংটিও নেই ? সাহাবর বললেন, না, একটি লোহার আংটিও নেই। তবে আমি আমার (পরিধানের) চাদরখানা দুই অংশে ভাগ করেতাকে এক অংশ দিব এবং অন্য অংশ নিজে রাখব। নবী সস) বললেন ঃ না, তুমি কুরআনের কিছু অংশ মুখস্ত জান কি ? সাহাবী বললেন, হাঁ। নবী (স) বললেন ঃ যাও, তুমি যে পরিমাণ কুরআন মুখস্ত জান, তার বিনিময়ে তাকে তোমার সাথে বিবাহ দিলাম।

৩৯-অনুচ্ছেদ ঃ নিজের নাবালেগ কন্যাকে বিবাহ দেয়া (জায়েয)। মহান আল্লাহ বলেন ঃ "এবং যারা ঋতুবতী হয়নি"(সূরা তালাক ঃ ৪)। আল্লাহ্ তাদের বালেগ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাদের ইদ্দাতকাল তিন মাস নির্দিষ্ট করেছেন।

٤٧٥٤- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِيْنَ وَاُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا.

৪৭৫৪. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) তাকে তাঁর ছয় বছর বয়সে বিয়ে করেন, এবং নয় বছর বয়সে নিভৃত বাস হয় এবং তিনি তাঁর সাথে (মৃত্যু পর্যন্ত) নয় বছরকাল ছিলেন।

৪০-অনুচ্ছেদ ঃ পিতা কর্তৃক স্বীয় কন্যাকে ইমামের (শাসকের) সাথে বিবাহ দেয়া। উমার (রা) বলেন, নবী (স) হাফসাকে বিবাহ করার জন্য আমার নিকট প্রস্তাব দিলেন এবং আমি (তাকে) তাঁর সাথে বিবাহ দিলাম।

٤٧٥٥- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِيْنَ وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِيْنَ قَالَ هِشَامٌ وَاُنْبِئْتُ اَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُ تِسْعَ سِنِيْنَ .

৪৭৫৫. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁর ছয় বছর বয়সে নবী (স) তাকে বিয়ে করেন এবং তাঁর নয় বছর বয়সে তাঁর সাথে বাসর যাপন করেন। হিশাম (র) বলেন ঃ আমি জানতে পেরেছি যে, আয়েশা (রা) নবী (স)-এর সাথে নয় বছরকাল জীবনযাপন করেন।

৪১-অনুচ্ছেদ ঃ যার অভিভাবক নেই শাসক তার অভিভাবক। যেমন নবী (স)-এর বাণী ঃ আমি তাকে তোমার সাথে, তুমি যে কুরআন মুখস্ত জান তার বিনিময়ে বিবাহ দিলাম।

٤٧٥٦- عَنْ سَهْلِ ابْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ اِنِّيْ وَهَبْتُ مِنْ نَفْسِيْ فَقَامَتْ طَوِيْلاً فَقَالَ رَجُلٌ زَوِّجْنِيْهَا اِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا

حَاجَةٌ قَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا قَالَ مَا عِنْدِي الاَّ اِزَارِيْ فَقَالَ اِنْ اَعْطَيْتَهَا اِيَّاهُ جَلَسْتَ لاَ اِزَار لَكَ فَالْتَمِسْ شَيْئًا فَقَالَ مَا اَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ اَلْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِّنْ حَدِيْدٍ فَلَمْ يَجِدْ فَقَالَ اَمَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ سُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةُ كَذَا لِسُوَرٍ سَمَّاهَا فَقَالَ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ .

৪৭৫৬. সাহল ইবনে সাদ (রা) বলেন, জনৈকা মহিলা নবী (স)-এর নিকট এসে বলল ঃ আমি নিজেকে আপনার কাছে (বিয়ের জন্য) হেবা করছি। সে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করল। অতপর এক লোক বলল, যদি আপনার তার প্রয়োজন না থাকে তবে তাকে আমার সাথে বিবাহ দিন। নবী (স) বললেন, তাকে মোহর বাবদ দেয়ার মত তোমার কাছে কিছু আছে কি ? সে উত্তর দিল, আমার কাছে এ তহবন্দ ছাড়া আর কিছুই নেই। নবী (স) বললেন, তুমি যদি তোমার তহবন্দ তাকে দিয়ে দাও তবে তোমার পরিধানের জন্য কোন চাদর থাকবে না, অতএব কিছু খুঁজে আন। সে উত্তর দিল, আমি কিছুই পেলাম না। নবী (স) বললেন, কিছু পাওয়ার চেষ্টা করো তা একটি লোহার আংটিই হোক না কেন ? কিন্তু সে তাও যোগাড় করতে ব্যর্থ হলো। তিনি বলেন, তোমার কুরআন থেকে কিছু জানা আছে কি ? সে বলল, হাঁ, অমুক অমুক সূরা। সে সূরাগুলোর নামও উল্লেখ করল। অতপর নবী (স) বললেন ঃ আমি তাকে তোমার সাথে বিবাহ দিলাম, যে পরিমাণ কুরআন তোমার জানা আছে তার বিনিময়ে।

৪২-অনুচ্ছেদ ঃ পিতা বা অপর কেউ কোন বাকিরা (কুমারী) বা সায়্যিবা মেয়েকে তার সম্মতি ছাড়া বিবাহ দিবে না।

٤٧٥٧- عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَتُنْكَحُ الاَيِّمُ حَتَّى تُسْتَامَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَاذَنَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ اِذْنُهَا قَالَ اَنْ تَسْكُتَ .

৪৭৫৭. আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। আবু হুরাইরা (রা) তাদের কাছে বর্ণনা করেন যে, নবী (স) বলেছেন ঃ কোন স্বামীহীনা মহিলাকে তার সম্মতি ছাড়া বিবাহ দেয়া যাবে না এবং কোন কুমারী মেয়েকেও তার অনুমতি ছাড়া বিবাহ দেয়া যাবে না। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল ! তার অনুমতি কিভাবে নেয়া হবে ? তিনি বলেন, তার চুপ করে থাকা।

٤٧٥٨- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِيْ قَالَ رِضَاهَا صَمْتُهَا .

৪৭৫৮. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রসূল ! কুমারী তো (সম্মতি প্রকাশে) লজ্জাবোধ করে। তিনি বলেন, তার চুপ থাকাই তার সম্মতি।

৪৩-অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি তার কন্যার অমতে তাকে বিবাহ দিলে সেই বিবাহ প্রত্যাখ্যাত।

٤٧٥٩ـ عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامٍ (خِذَامٍ) الاَنْصَارِيَةِ اَنَّ اَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ نَكَرِهَتْ ذٰلِكَ فَاَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَرَدَّ نِكَاحَهُ .

৪৭৫৯. খানসা বিনতে খিদাম (খিযাম) আল আনসারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তার পিতা তাকে বিবাহ দেন, তিনি ছিলেন সায়্যিবা তিনি এ বিবাহ্ অপসন্দ করলেন। তিনি রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এলেন। তিনি সেই বিবাহ্ বাতিল করে দেন।

٤٧٦٠ـ عَنِ الْقَاسِمِ ابْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ ابْنَ يَزِيْدَ وَمُجَمِّعَ بْنَ يَزِيْدَ حَدَّثَاهُ اَنَّ رَجُلاً يُدْعٰى خِذَامًا اَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ نَحْوَهُ .

৪৭৬০. কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত। আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ এবং মুজাম্মি ইবনে ইয়াযীদ উভয়ে তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন যে, খিযাম নামক এক ব্যক্তি তার কন্যাকে তার অমতে একজনের কাছে বিবাহ দেন .... পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ।

৪৪-অনুচ্ছেদ ঃ ইয়াতীম বালিকার বিবাহ্। আল্লাহর বাণী ঃ "যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, তোমরা ইয়াতীম বালিকাদের প্রতি ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করতে পারবে না, তাহলে তোমাদের পসন্দমত (অন্য মহিলাদের) বিবাহ্ করো।"-(৩ ঃ ৩) কেউ (কোন মহিলার) অভিভাবককে বলল, অমুক মহিলাকে আমার কাছে বিবাহ্ দিন এবং সে চুপ করে থাকল অথবা তাকে বলল, তোমার কাছে কি আছে ? সে উত্তরে বলে, এই এই জিনিস আছে অথবা চুপ করে থাকে। অতপর অভিভাবক বলে, আমি তাকে তোমার সাথে বিবাহ্ দিলাম, তবে এ বিবাহ্ জায়েয। এ ব্যাপারে সাহল (রা) নবী (স) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٤٧٦١ـ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ قَالَ لَهَا يَا اُمَّتَاهْ وَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تُقْسِطُوْا فِي الْيَتٰمٰى اِلٰى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا ابْنَ اُخْتِيْ هٰذِهِ الْيَتِيْمَةُ تَكُوْنُ فِيْ حَجْرِ وَلِيِّهَا فَيَرْغَبُ فِيْ جَمَالِهَا وَمَالِهَا وَيُرِيْدُ اَنْ يَّنْتَقِصَ مِنْ صَدَاقِهَا فَنُهُوْا عَنْ نِكَاحِهِنَّ اِلاَّ اَنْ يُّقْسِطُوْا لَهُنَّ فِيْ اِكْمَالِ الصَّدَاقِ وَاُمِرُوْا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ عَائِشَةُ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ يَسْتَفْتُوْنَكَ فِي النِّسَاءِ اِلٰى تَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ لَهُمْ فِيْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ اَنَّ الْيَتِيْمَةَ اِذَا كَانَتْ ذَاتَ مَالٍ وَّجَمَالٍ رَغِبُوْا فِيْ نِكَاحِهَا وَنَسَبِهَا وَالصَّدَاقِ وَاِذَا كَانَتْ مَرْغُوْبًا عَنْهَا فِيْ

قِلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ تَرَكُوْهَا وَاَخَذُوْا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ فَكَمَا يَتْرُكُوْنَهَا حِيْنَ يَرْغَبُوْنَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهُمْ اَنْ يَّنْكِحُوْهَا اِذَا رَغِبُوْا فِيْهَا اِلاَّ اَنْ يُّقْسِطُوْا لَهَا وَيُعْطُوْهَا حَقَّهَا اَلاَوْفٰى مِنَ الصَّدَاقِ .

৪৭৬১. উরওয়া ইবনুয যুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা)-কে নিম্নোক্ত আয়াত্ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আম্মা ! "যদি তুমি আশঙ্কা কর যে, তুমি ইয়াতীম বালিকাদের প্রতি ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করতে পারবে না .... তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যার মালিক।"–(৩ ঃ ৩) আয়েশা (রা) বলেন, হে আমার ভাগ্নে ! এ আয়াত ইয়াতীম বালিকাদের অভিভাবকদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে, যাদের তদারকীতে তারা রয়েছে এবং তারা এদের রূপ সৌন্দর্য ও সম্পদের প্রতি লোভের বশবর্তী হয়ে সামান্য মোহরে এদের বিবাহ করতে চায়। সুতরাং ঐ অভিভাবকদের এ ইয়াতীম বালিকাদের বিবাহ করতে নিষেধ করা হয়, যদি না তারা এদের ইনসাফপূর্ণভাবে পূর্ণ মোহর আদায় করে। অন্যথায় এদেরকে ঐ বালিকাদের ছাড়া অন্য মহিলাদের বিবাহ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আয়েশা (রা) আরো বলেছেন, লোকেরা রসূলুল্লাহ (সা)-কে ফতোয়া জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ "তারা তোমার কাছে মহিলাদের সম্পর্কে ফতোয়া জিজ্ঞেস করে .... এবং তোমরা যাদের বিয়ে করতে আগ্রহী"–(সূরা আন নিসা ঃ ১২৭)। সুতরাং আল্লাহ তাআলা এদেরকে লক্ষ্য করে এ আয়াতে নাযিল করলেন। যদি কোন ইয়াতীম বালিকার সৌন্দর্য এবং সম্পদ থাকে, তাহলে এরা তাদেরকে বিয়ে করতে চায় এবং এরা এদের বংশীয় আভিজাত্যের ব্যাপারেও আগ্রহী এবং মোহর কম করতে চায়। কিন্তু সে এদের আকাঙক্ষার পাত্রী না হলে এবং তার সম্পদ ও রূপের কমতি থাকলে এদের পরিত্যাগ করে অন্য মহিলাদের বিবাহ করত। আয়েশা (রা) বলেন, সুতরাং যখন এদের মধ্যে স্বার্থ না পাওয়ার কারণে যারা এদেরকে পরিত্যাগ করে, তারা এই শ্রেণীর মেয়েদের বিবাহ করতে চাইলে ইনসাফের সাথে এদের পূর্ণ মোহর দিয়ে বিবাহ করবে।

৪৫-অনুচ্ছেদ ঃ যদি কোন ব্যক্তি বলে, অমুক মেয়েকে আমার সাথে বিবাহ দিন এবং অভিভাবক বলে আমি তাকে এতো পরিমাণ মোহরের বিনিময়ে তোমার সাথে বিবাহ দিলাম, তাহলে তা জায়েয, এমনকি সে যদি প্রস্তাবককে জিজ্ঞেস নাও করে, তুমি কি রাজী আছ অথবা তুমি কি (তাকে) কবুল করেছ ?

٤٧٦٢ـ عَنْ سَهْلٍ اَنَّ امْرَأَةً اَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا فَقَالَ مَالِيْ الْيَوْمَ فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ زَوِّجْنِيْهَا قَالَ مَا عِنْدَكَ قَالَ مَاعِنْدِيْ شَيْئٌ قَالَ اَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِّنْ حَدِيْدٍ قَالَ مَا عِنْدِيْ شَيْئٌ قَالَ فَمَا عِنْدَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ .

৪৭৬২. সাহল (রা) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা নবী (স)-এর কাছে এসে নিজেকে (বিবাহের জন্য) তাঁর খেদমতে পেশ করল। তিনি বলেন ঃ বর্তমানে আমার কোন মহিলার প্রয়োজন নেই। অতপর জনৈক ব্যক্তি বলল ঃ হে আল্লাহর রসূল ! তাকে আমার সাথে বিবাহ দিন। নবী (স) তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার নিকট কি আছে ? সে বলল, আমার কাছে কিছুই নেই। নবী (স) বললেন, তাকে কিছু দাও, একটি লোহার আংটি হলেও। সে উত্তর দিল ঃ আমার কিছুই নেই। নবী (স) তাকে বললেন ঃ কুরআনের কি পরিমাণ তোমার মুখস্থ আছে ? সে উত্তর দিল, এই পরিমাণ, এই পরিমাণ। নবী (স) বললেন ঃ তুমি যে পরিমাণ কুরআন জান, তার বিনিময়ে তাকে তোমার সাথে বিবাহ দিলাম।

৪৬-অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয়, যতক্ষণ না সে বিবাহ করে অথবা (প্রস্তাব) প্রত্যাহার করে।

٤٧٦٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ يَقُوْلُ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يَّبِيْعَ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلٰى خِطْبَةِ اَخِيْهِ حَتّٰى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ اَوْ يَاذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ .

৪৭৬৩. ইবনে উমার (রা) বলতেন, নবী (স) কাউকে এক ভাই কোন জিনিসের দর বললে অন্য ভাইকে তার ওপর দর বলতে নিষেধ করেছেন এবং এক মুসলিম ভাইয়ের বিয়ের প্রস্তাবের ওপর অন্য ভাই যেন বিয়ের প্রস্তাব না দেয়, যতক্ষণ না প্রথম প্রস্তাবকারী প্রস্তাব প্রত্যাহার করে অথবা তাকে অনুমতি দেয়।

٤٧٦٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَاْثُرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ وَلاَ تَجَسَّسُوْا وَلاَ تَحَسَّسُوْا وَلاَ تَبَاغَضُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا وَلاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلٰى خِطْبَةِ اَخِيْهِ حَتّٰى يَنْكِحَ اَوْ يَتْرُكَ .

৪৭৬৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ তোমরা কুধারণা পোষণ থেকে বিরত থাক, কেননা কুধারণা পোষণ সর্বাধিক মিথ্যা। তোমরা একে অপরের পেছনে গোয়েন্দাগিরি করো না, অন্যের ব্যাপারে লোকদের কুকথা শুনো না, একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ কর না, পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও। এক মুসলিম ব্যক্তি অপর ব্যক্তির বিয়ের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব করবে না, যতক্ষণ না সে তাকে বিবাহ করে অথবা ত্যাগ করে।

৪৭-অনুচ্ছেদ ঃ প্রস্তাব ত্যাগ করার তাৎপর্য।

٤٧٦٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ يُحَدِّثُ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِيْنَ تَاَيَّمَتْ حَفْصَةُ قَالَ عُمَرُ لَقِيْتُ اَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ اِنْ شِئْتَ اَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ فَلَبِثْتُ لَيَالِىْ ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَقِيَنِىْ اَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ اِنَّهُ لَمْ

يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ إِلاَّ أَنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَدْ ذَكَرَهَا فَلَمْ أَكُنْ لأُفْشِيَ سِرَّ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَلَوْ تَرَكَهَا لَقَبِلْتُهَا.

৪৭৬৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। যখন হাফসা (রা) বিধবা হলেন, উমার (রা) বললেন, আমি আবু বাকর (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করলাম এবং তাকে বললাম, যদি আপনি রাজী থাকেন তবে হাফসা বিনতে উমারকে আপনার সাথে বিবাহ দিব। আমি কয়েক দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। অতপর রসূলুল্লাহ (স) তাকে (হাফসাকে) বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। তখন আবু বাকর আমার সাথে সাক্ষাত করে বললেন, কোন কিছুই আপনার প্রস্তাবের ব্যাপারে আপনার কাছে আসা থেকে আমাকে বিরত রাখেনি, কিন্তু আমি জানতাম যে, রসূলুল্লাহ (স) তাকে (বিবাহের কথা) উল্লেখ করেছেন। আমি কখনও নবী (স)-এর গোপনীয়তা ফাস করতে পারি না। তিনি যদি তাকে বাদ দিতেন (অর্থাৎ বিবাহ না করতেন) তাহলে আমি তাকে গ্রহণ করতাম।

৪৮-অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহের খোতবা।

٤٧٦٦- عَنِ ابْنِ عُمَرَ يَقُوْلُ جَاءَ رَجُلاَنِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا.

৪৭৬৬. ইবনে উমার (রা) বলেন, দুই ব্যক্তি প্রাচ্য থেকে আসল এবং তারা বক্তৃতা দিল। নবী (স) বললেন, নিশ্চয় কোন কোন বক্তৃতা যাদুর ন্যায় (সম্মোহনী প্রভাব থাকে)।

৪৯-অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহ অনুষ্ঠানে এবং বিবাহভোজে দফ বাজানো।

٤٧٦٧- عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْخُلُ حِيْنَ بُنِيَ عَلَيَّ فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِيْ كَمَجْلِسِكَ مِنِّيْ فَجَعَلَتْ جُوَيْرِيَاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ اٰبَائِيْ يَوْمَ بَدْرٍ إِذْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ وَفِيْنَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِيْ غَدٍ فَقَالَ دَعِيْ هٰذِهِ وَقُوْلِيْ بِالَّذِيْ كُنْتِ تَقُوْلِيْنَ .

৪৭৬৭. রুবায়্যি বিনতে মুওয়াব্বিয ইবনে আফরা (রা) থেকে বর্ণিত। আমার বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর নবী (স) আসলেন এবং আমার বিছানার ওপর বসলেন, যেমন তুমি আমার কাছে বস। আমাদের কচি বালিকারা ছোট ঢাক (দফ) বাজাচ্ছিল এবং বদর যুদ্ধে শাহাদাতপ্রাপ্ত আমার বাপ-চাচার শোকগাঁথা গাইছিল। তাদের মধ্যে একজন যখন বলল, আমাদের মধ্যে একজন নবী আছেন যিনি আগামী কাল কি হবে তা জানেন, তখন নবী (স) বললেন ঃ একথা ত্যাগ কর এবং পূর্বে যা বলছিলে, তাই বল।[১৬]

৫০-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ "এবং স্ত্রীদের মোহরানা মনের সন্তোষ সহকারে (ফরয মনে করে) আদায় কর।"-(সূরা আন নিসা ঃ ৪) মোহরানার অধিক পরিমাণ এবং নিম্ন পরিমাণ যত নির্ধারণ করা বৈধ। আল্লাহর বাণী ঃ "এবং তোমরা যদি

১৬. নবী (স) বালিকাদের ঐ কথা বলা থেকে বিরত থাকতে বললেন। কারণ আল্লাহ ছাড়া অপর কেউ ভবিষ্যত জানে না, এমনকি নবী-রসূলগণও নয়।

তাদের কাউকে প্রচুর পরিমাণ অর্থ মোহরানা দিয়ে থাক তবে তা থেকে সামান্য পরিমাণও ফিরিয়ে নিও না।"–(সূরা আন নিসা ঃ ২০) আল্লাহর বাণী ঃ "অথবা তাদের মোহরানা নির্দিষ্ট করে থাক।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৩৬) সাহল (রা) বলেন, নবী (স) এক ব্যক্তিকে বললেন ঃ যদি একটি লোহার আংটিও হয়।

٤٧٦٨- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ ابْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً عَلٰى وَزْنِ نَوَاةٍ فَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ بَشَاشَةَ الْعُرْسِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ اِنِّىْ تَزَوَّجْتُ اِمْرَأَةً عَلٰى وَزْنِ نَوَاةٍ وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً عَلٰى وَزْنِ نَوَاةٍ مِّنْ ذَهَبٍ .

৪৭৬৮. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) এক মহিলাকে বিবাহ করলেন এবং তাকে খেজুরের আঁটির সমপরিমাণ (স্বর্ণ মোহরানা) দিলেন। নবী (স) (তার মুখমণ্ডলে) বিবাহের খুশীর ঔজ্জ্বল্য দেখে তাকে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বলেন, আমি এক মহিলাকে খেজুরের আটির পরিমাণ (স্বর্ণ) দিয়ে বিবাহ করেছি। আনাস (রা) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত আছে যে, আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) খেজুরের আটির পরিমাণ স্বর্ণ দিয়ে এক মহিলাকে বিবাহ করেন।

৫১-অনুচ্ছেদ ঃ কুরআন শিখানোর বিনিময়ে এবং মোহরানা ছাড়া বিবাহ।

٤٧٦٩- عَنْ سَهْلِ بْنِ السَّاعِدِيِّ يَقُوْلُ اِنِّىْ لَفِى الْقَوْمِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ قَامَتْ اِمْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَأْ فِيْهَا رَأيَكَ فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَأْ فِيْهَا رَأيَكَ فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتْ اَلثَّالِثَةَ فَقَالَتْ اِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَأْ فِيْهَا رَأْيَكَ فَقَامَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْكِحْنِيْهَا قَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْئٍ قَالَ لاَ قَالَ اِذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ فَذَهَبَ فَطَلَبَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلاَ خَاتِمًا مِن حَدِيْدٍ قَالَ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ شَيْئٌ قَالَ مَعِى سُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةُ كَذَا قَالَ اِذْهَبْ فَقَدْ اَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ .

৪৭৬৯. সাহল ইবনে সাদ (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর নিকটে লোকদের সাথে (বসা) ছিলাম। এক মহিলা দাঁড়িয়ে বললো ঃ হে আল্লাহর রসূল ! সে (আমি) নিজকে বিবাহের জন্য আপনার কাছে হেবা করেছে, তার সম্পর্কে আপনার মত দিন। নবী (স) তাকে কোন উত্তর দিলেন না। সে পুনরায় দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রসূল ! সে নিজেকে আপনার কাছে হেবা করেছে, তার সম্পর্কে আপনার মত দিন। নবী (স) এবারও কোন

উত্তর দিলেন না। সে তৃতীয় বার দাঁড়িয়ে বলল, সে নিজেকে আপনার কাছে হেবা করছে, তার সম্পর্কে আপনার মত দিন। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রসূল ! তাকে আমার সাথে বিবাহ দিন। নবী (স) তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কাছে কিছু আছে কি ? সে উত্তর দিল, না। নবী (স) বললেন ঃ যাও এবং খুঁজে দেখ, কিছু যোগাড় করতে পার কি না, তা লোহার একটি আংটি হলেও। লোকটি গেল, খোঁজ করল এবং ফিরে এসে বলল, আমি কিছুই যোগাড় করতে পারলাম না, এমনকি একটি লৌহ অঙ্গুরীও নয়। নবী (স) বললেন, তুমি কি কুরআনের কিছু মুখস্থ জান ? সে উত্তর দিল ঃ আমি অমুক অমুক সূরা মুখস্থ জানি। নবী (স) বললেন ঃ যাও, তুমি যে পরিমাণ কুরআন মুখস্থ জান তার বিনিময়ে আমি তাকে তোমার সাথে বিবাহ দিলাম।

৫২-অনুচ্ছেদ ঃ মোহরানা হিসেবে স্থাবর মাল ও লোহার আংটি।

٤٧٧٠- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجْ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِّنْ حَدِيْدٍ -

৪৭৭০. সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) এক ব্যক্তিকে বললেন ঃ তুমি বিবাহ কর, (মোহরানা হিসেবে) একটি লোহার আংটির বিনিময়ে হলেও।

৫৩-অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহে শর্ত আরোপ। উমার (রা) বলেন, চুক্তির শর্ত মোতাবেক অধিকার নির্ধারিত হয়ে যায়। মিস্ওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) বলেন ঃ নবী (স) তাঁর এক জামাতার প্রশংসা করে বলেছেন ঃ যখনই সে আমার সাথে কথা বলেছে, সত্য বলেছে এবং যখনই ওয়াদা করেছে, তা রক্ষা করেছে।

٤٧٧١- عَنْ عُقْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَحَقُّ مَا اَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوْطِ اَنْ تُوفُوْا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ .

৪৭৭১. উকবা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ সব শর্তের মধ্যে যে শর্ত পালন করা তোমাদের জন্য অধিক কর্তব্য তাহল—যে শর্ত দ্বারা তোমরা (নারীদের) বিশেষ অংগ উপভোগ করা হালাল করে থাক।

৫৪-অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহে যেসব শর্ত আরোপ করা হালাল নয়। ইবনে মাসউদ (রা) বলেন ঃ কোন মহিলা তার মুসলিম বোনকে (হবু স্বামীর আগের স্ত্রীকে) তালাক দেয়ার শর্ত আরোপ করতে পারবে না।

٤٧٧٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَاَةٍ تَسْاَلُ طَلاَقَ اُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا فَاِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَلَهَا.

৪৭৭২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ (বিবাহের সময়) কোন মহিলার জন্য তার বোনের (হবু স্বামীর স্ত্রীর) তালাক দাবি করা বৈধ নয়, তার আহারের পাত্র একচেটিয়া দখল করার জন্য। কেননা তার তাকদীরে যা নির্ধারিত রয়েছে সে তা-ই পাবে।

৫৫-অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহিতের জন্য হলুদ রং ব্যবহার। এই বিষয়ে আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) নবী (স)-এর হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٤٧٧٣ـ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَبِهِ اَثَرُ صُفْرَةٍ فَسَاَلَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرَهُ اَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَاَةً مِّنَ الْاَنْصَارِ قَالَ كَمْ سُقْتَ اِلَيْهَا قَالَ زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ .

৪৭৭৩. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসলেন এবং তার দেহে হলুদ বর্ণের চিহ্ন ছিল। রসূলুল্লাহ (স) তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন যে, তিনি এক আনসারী মহিলাকে বিবাহ করেছেন। নবী (স) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তাকে কি পরিমাণ মোহরানা দিয়েছ ? তিনি বলেন, খেজুরের আঁটির সমপরিমাণ স্বর্ণ। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, তাহলে বিবাহ ভোজের ব্যবস্থা কর, একটি বকরী দিয়ে হলেও।

৫৬-অনুচ্ছেদ ঃ .... ।

٤٧٧٤ـ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اَوْلَمَ النَّبِىُّ ﷺ بِزَيْنَبَ فَاَوْسَعَ الْمُسْلِمِيْنَ خُبْزًا فَخَرَجَ كَمَا يَصْنَعُ اِذَا تَزَوَّجَ فَاَتٰى حُجَرَ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ يَدْعُوْ وَيَدْعُوْنَ لَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ فَرَاٰى رَجُلَيْنِ فَرَجَعَ لاَ اَدْرِىْ اَخْبَرْتُهُ اَوْ اُخْبِرَ بِخُرُوْجِهِمَا .

৪৭৭৪. আনাস (রা) বলেন, নবী (স) যয়নব (রা)-এর সাথে তাঁর বিবাহে বিবাহ ভোজের ব্যবস্থা করেন এবং মুসলমানদের জন্য রুটি সহযোগে ভাল খাদ্যের ব্যবস্থা করেন। অতপর তাঁর অভ্যাসমত তিনি বাইরে এলেন এবং উম্মুল মু'মিনীনদের বাসস্থানে গেলেন এবং তাদের জন্য দোআ করলেন, তারাও দুআ করলেন। তিনি ফিরে এসে দেখলেন (সেখানে) দু'জন লোক বসে আছে। তাই তিনি পুনরায় ফিরে গেলেন। আমি ঠিক স্মরণ করতে পারছি না যে, আমি তাঁকে ঐ লোক দু'টির চলে যাওয়ার সংবাদ দিয়েছিলাম না তিনি সংবাদপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।

৫৭-অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহিতের জন্য কিভাবে দোয়া করবে।

٤٧٧٥ـ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَاٰى عَلٰى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَوْفٍ اَثَرَ صُفْرَةٍ قَالَ مَا هٰذَا قَالَ اِنِّىْ تَزَوَّجْتُ امْرَاَةً عَلٰى وَزْنِ نَوَاةٍ مِّنْ ذَهَبٍ قَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ اَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ .

৪৭৭৫. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) আবদুর রহমান ইবনে আওফের শরীরে হলুদ রংয়ের চিহ্ন দেখতে পেলেন এবং বললেন ঃ এ কি ? তিনি বলেন, আমি এক

মহিলাকে খেজুরের আঁটি পরিমাণ স্বর্ণের বিনিময়ে বিবাহ করেছি। নবী (স) বললেন ঃ আল্লাহ তোমার প্রতি রহমত নাযিল করুন, বিবাহ ভোজের ব্যবস্থা কর, তা একটি ছাগল দ্বারাই হোক না কেন।

৫৮-অনুচ্ছেদ ঃ উপঢৌকন প্রদানকারী মহিলাদের নব দম্পতির জন্য দোআ।

٤٧٧٦- عَنْ عَائِشَةَ تَزَوَّجَنِى النَّبِىُّ ﷺ فَاَتَتْنِىْ اُمِّىْ فَاَدْخَلَتْنِى الدَّارَ فَاِذَا نِسْوَةٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ فِى الْبَيْتِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرْكَةِ وَعَلٰى خَيْرِ طَائِرٍ .

৪৭৭৬. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) আমাকে বিবাহ করলেন। আমার মা আমার কাছে আসলেন এবং আমাকে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলেন। আমি সেখানে কয়েকজন আনসারী মহিলাকে দেখতে পেলাম। তারা বলল, আল্লাহ তার প্রতি কল্যাণ ও বরকত নাযিল করুন এবং তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন করুন।

৫৯-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি জিহাদে যাওয়ার পূর্বে স্ত্রীর সাথে বাসর যাপন করতে চায়।

٤٧٧٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ غَزَا نَبِىٌّ مِّنَ الْاَنْبِيَاءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ لاَ يَتْبَعْنِىْ رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيْدُ اَنْ يَّبْنِىَ بِهَا وَلَمْ يَبْنِ بِهَا .

৪৭৭৭. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ আম্বিয়ায়ে কেরামের মধ্যে একজন নবী জিহাদের জন্য বের হলেন। তিনি নিজ লোকদেরকে বললেন ঃ যে ব্যক্তি বিবাহ করেছে এবং স্ত্রীর সাথে মিলিত হতে ইচ্ছুক, অথচ এখনও মিলিত হয়নি সে যেন আমার সাথে না যায়।

৬০-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি নয় বছরের স্ত্রীর সাথে বাসর রাত যাপন করে।

٤٧٧٨- عَنْ عُرْوَةَ تَزَوَّجَ النَّبِىُّ ﷺ عَائِشَةَ وَهِىَ اِبْنَةُ سِتٍّ وَبَنٰى بِهَا وَهِىَ اِبْنَةُ تِسْعٍ وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا .

৪৭৭৮. উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। যখন নবী (স) আয়েশা (রা)-কে বিবাহ করেন, তখন তার বয়স ছিল ছয় বছর এবং যখন তাঁর সাথে বাসর যাপন করেন, তখন তাঁর বয়স ছিল নয় বছর। তিনি মোট নয় বছর তিনি (আয়েশা) নবী (স)-এর সাথে বৈবাহিক জীবন অতিবাহিত করেন।

৬১-অনুচ্ছেদ ঃ সফরে বাসর যাপন।

٤٧٧٩- عَنْ اَنَسٍ قَالَ اَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِيْنَةِ ثَلٰثًا يُبْنٰى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَىٍّ فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِيْنَ اِلٰى وَلِيْمَتِهِ فَمَا كَانَ فِيْهَا مِنْ خُبْزٍ وَّلاَ لَحْمٍ اَمَرَ بِالْاَنْطَاعِ فَاُلْقِىَ فِيْهَا مِنَ التَّمْرِ وَالْاَقِطِ وَالسَّمْنِ فَكَانَتْ وَلِيْمَتَهُ

فَقَالَ الْمُسْلِمُوْنَ اِحْدٰى اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِيْنُهُ فَقَالُوْا اِنْ حَجَبَهَا فَهِىَ مِنْ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِىَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِيْنُهُ فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّأَ لَهَا خَلْفَهُ وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ .

৪৭৭৯. আনাস (রা) বলেন, নবী (স) তিন দিন পর্যন্ত মদীনা ও খায়বারের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করেন এবং সেখানে সাফিয়্যা বিনতে হুয়াইয়ের সাথে তাঁর বাসর যাপনের ব্যবস্থা করা হয়। আমি বিবাহ ভোজের জন্য মুসলমানদের দাওয়াত দেই, তাতে না ছিল রুটি না ছিল গোশত। নবী (স) চামড়ার দস্তরখান বিছাতে নির্দেশ দিলেন এবং তাতে খেজুর, পনির ও মাখন রাখা হল, এটাই ছিল নবী (স)-এর বিবাহভোজ। মুসলমানরা বলাবলি করল, সাফিয়্যা কি উম্মুল মু'মিনীনদের মধ্যে শামিল হবেন না তাঁর দাসী হিসেবে গণ্য হবেন ? অতপর তারা বললেন, নবী (স) যদি তাকে লোকদের থেকে পর্দা করান, তাহলে তিনি উম্মুল মু'মিনীনদের অন্তর্ভুক্ত, আর পর্দা না করালে তাঁর দাসী। সুতরাং নবী (স) যখন রওয়ানা করলেন, তাকে উটের পিঠে তাঁর পেছনে বসালেন এবং তার জন্য লোকদের থেকে পর্দার ব্যবস্থা করলেন।

৬২-অনুচ্ছেদ ঃ শোভাযাত্রা ও মশাল ছাড়া দিবাকালে বিবাহোত্তর নিভৃত বাস।

٤٧٨٠ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِى النَّبِىُّ ﷺ فَاَتَتْنِىْ اُمِّىْ فَاَدْخَلَتْنِى الدَّارَ فَلَمْ يَرُعْنِىْ اِلاَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ضُحًى .

৪৭৮০. আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) যখন আমাকে বিবাহ করেন, তখন আমার মা আমার কাছে আসলেন এবং আমাকে ঘরে নিয়ে গেলেন। মধ্যাহ্নে (নিভৃতে আমার কাছে) রসূলুল্লাহ (স)-এর আগমন ছাড়া অন্য কিছুই আমাকে বিস্মিত করেনি।

৬৩-অনুচ্ছেদ ঃ আনমাত এবং অনুরূপ জিনিস মহিলাদের জন্য।

٤٧٨١ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلِ اتَّخَذْتُمْ اَنْمَاطًا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاَنّٰى لَنَا اَنْمَاطٌ قَالَ اِنَّهَا سَتَكُوْنُ .

৪৭৮১. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বললেনঃ তুমি কি আনমাত (পর্দা, বিছানার চাদর ইত্যাদি) তৈরি করিয়ে নিয়েছ ? আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রসূল ! আমি আনমাত কোত্থেকে যোগাড় করব ? নবী (স) বললেন ঃ অচিরেই তোমরা এগুলো পেয়ে যাবে।

৬৪-অনুচ্ছেদ ঃ যেসব মহিলা সদ্য বিবাহিতাকে তার স্বামীর কাছে পেশ করে এবং আল্লাহর কাছে তাদের বরকতের জন্য দোআ করে।

٤٧٨٢ـ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا زَفَّتْ اِمْرَأَةً اِلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ فَاِنَّ الْاَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ .

৪৭৮২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি জনৈক আনসারীর জন্য এক মহিলাকে বিবাহের কনে হিসেবে প্রস্তুত করলে নবী (স) বলেন ঃ হে আয়েশা ! (বিবাহ উপলক্ষে) তোমরা কি কোন আনন্দ-ফূর্তির ব্যবস্থা করনি ? আনসারগণ এ জাতীয় আনন্দ-ফূর্তি পসন্দ করে।

৬৫-অনুচ্ছেদ ঃ নবদম্পতির জন্য উপহার। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, নবী (স) আমাদের বানু রিফাআর মসজিদের নিকট দিয়ে গেলেন। যখনই নবী (স) উম্মু সুলাইমের নিকট দিয়ে যেতেন, তাঁর ঘরে গিয়ে তাঁকে সালাম করতেন। তিনি আরো বলেন, নবী (স) যয়নবের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে উম্মু সুলাইম আমাকে বলেন ঃ আমরা যদি রসূলুল্লাহ (স)-কে কিছু উপহার দিতে পারতাম। আমি তাঁকে বললাম ঃ তাই করুন। সুতরাং তিনি খেজুর, মাখন ও পনিরের সংমিশ্রণে তৈরী 'হাইস' ডেকচিতে ঢেলে মিশিয়ে তা আমার মারফত রসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে পাঠান। আমি এসব নিয়ে তাঁর খেদমতে হাজির হলে তিনি বলেন ঃ এগুলো রেখে দাও। অতপর তিনি আমাকে কতিপয় লোকের নাম উল্লেখ করে তাদের ডেকে আনার নির্দেশ দিলেন এবং এছাড়াও যার সাথে আমার দেখা হবে তাকেও দাওয়াত দিতে বলেন। তার নির্দেশমত আমি তাই করলাম। আমি ফিরে এসে ঘরভর্তি লোক দেখতে পেলাম এবং নবী (স)-কে 'হাইস' এর পাত্রের মধ্যে হাত রাখা অবস্থায় দেখলাম এবং তাঁকে আল্লাহ তায়ালার যা ইচ্ছা তা বলতে শুনলাম। অতপর তিনি দশ দশজনের দলকে খাবার জন্য ডাকলেন এবং তাদেরকে বললেন, তোমরা আল্লাহর নাম নিয়ে পাত্র থেকে যার যার নিকট থেকে খেতে শুরু কর। যখন তাদের সকলের খাওয়া শেষ হল, কতক লোক চলে গেল এবং কতক লোক সেখানে কথাবার্তায় মশগুল থাকল। এতে আমি বিরক্ত হলাম। নবী (স) সেখান থেকে বেরিয়ে (তাঁর স্ত্রীদের) কক্ষে গেলেন এবং আমিও তাঁর অনুসরণ করলাম। যখন আমি তাঁকে বললাম যে, তারা চলে গেছে তখন তিনি নিজ কক্ষে ফিরে এলেন এবং পর্দা ফেলে দিলেন, তখনও আমি তাঁর কক্ষে উপস্থিত ছিলাম। তিনি নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ "হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা নবীর ঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করো না, তবে তোমাদেরকে যদি খাবারের দাওয়াত দেয়া হয় তাহলে অবশ্যই আসবে এবং খাওয়া শেষ হওয়া মাত্র চলে যাবে এবং গল্প-গুজবে মশগুল হবে না। তোমাদের এ ধরনের আচরণ নবীকে মনোপীড়া দেয়। কিন্তু তিনি (সৌজন্যের খাতিরে) লজ্জায় কিছুই বলেন না। কিন্তু আল্লাহ সত্য কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না।"-(৩৩ ঃ ৫৩) আবু উসমান বলেন, আনাস (রা) বলেছেন ঃ আমি দশ বছর নবী (স)-এর খেদমতে নিয়োজিত ছিলাম।

৬৬-অনুচ্ছেদ ঃ কনের জন্য কাপড়-চোপড় ইত্যাদি ধার করা।

٤٧٨٣ـ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ اَسْمَاءَ قِلاَدَةً فَهَلَكَتْ فَاَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَاسًا مِّنْ اَصْحَابِهٖ فِىْ طَلَبِهَا فَاَدْرَكَتْهُمُ الصَّلٰوةُ فَصَلُّوْا بِغَيْرِ وَضُوْءٍ فَلَمَّا اَتَوُ النَّبِىَّ ﷺ شَكَوْا ذٰلِكَ اِلَيْهِ فَنَزَلَتْ اٰيَةُ التَّيَمُّمِ فَقَالَ اُسَيْدُ بْنُ

حُضَيْرٍ جَزَاكِ اللّٰهُ خَيْرًا فَوَاللّٰهِ مَا نَزَلَ بِكِ اَمْرٌ قَطُّ اِلاَّ جَعَلَ اللّٰهُ لَكِ مِنْهُ مَخْرَجًا وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِيْنَ فِيْهِ بَرَكَةً .

৪৭৮৩. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আসমা (রা)-এর নিকট থেকে একছড়া হার ধার করে আনেন এবং তা হারিয়ে ফেলেন। রসূলুল্লাহ্ (স) তাঁর কতিপয় সাহাবীকে সেটা খোজার জন্য পাঠালেন। পথিমধ্যে নামাযের ওয়াক্ত হলে তাঁরা বিনা উযুতেই নামায পড়লেন। তাঁরা নবী (স)-এর খেদমতে ফিরে এসে এ সম্পর্কে তাঁর কাছে অসুবিধার কথা বললেন। সুতরাং এ পরিপ্রেক্ষিতে তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল হলো। উসাইদ ইবনে হুদাইর (রা) বলেন, (হে আয়েশা!) আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে উত্তম পুরস্কার দান করুন। আল্লাহর শপথ ! যখনই আপনার ওপর কোন অসুবিধা এসেছে, তখন আল্লাহ্ শুধু আপনাকেই তা থেকে মুক্ত করেননি, বরং গোটা মুসলিম জাতি তো তার জন্য কল্যাণ দান করেছেন।

৬৭-অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীসহবাসের সময় যে দোআ পড়তে হয়।

٤٧٨٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَمَا لَوْ اَنَّ اَحَدَهُمْ يَقُوْلُ حِيْنَ يَاتِيْ اَهْلَهُ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنِى الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ثُمَّ قُدِّرَ بَيْنَهُمَا فِىْ ذٰلِكَ اَوْ قُضِىَ وَلَدٌ لَمْ يَضُرُّهُ شَيْطَانٌ اَبَدًا .

৪৭৮৪. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ তাদের মধ্যে কেউ যখন নিজ স্ত্রীর সাথে সঙ্গমে মিলিত হতে যায় তখন সে যেন বলে ঃ "বিসমিল্লাহ্! আল্লাহুম্মা জান্নিবনিশ শাইতানা ওয়া জান্নিবিশ শাইতানা মা রাযাকতানা।"[১৭] অতপর এই সহবাসে (তাদেরকে) সন্তান দান করা হলে, শয়তান কখনো তার কোন ক্ষতি করতে সক্ষম হবে না।

৬৮-অনুচ্ছেদ ঃ ওলীমা (বিবাহভোজ) একটি অধিকার। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) বলেন, নবী (স) আমাকে বললেন ঃ ওলীমার ব্যবস্থা করো, একটি বকরী দিয়ে হলেও।

٤٧٨٥- عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّهُ كَانَ ابْنُ عَشْرِ سِنِيْنَ مَقْدَمَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ فَكَانَ اُمَّهَاتِىْ يُوَاظِبْنَنِىْ عَلٰى خِدْمَةِ النَّبِىِّ ﷺ فَخَدَمْتُهُ عَشَرَ سِنِيْنَ وَتُوُفِّىَ النَّبِىُّ ﷺ وَاَنَا اِبْنُ عِشْرِيْنَ سَنَةً فَكُنْتُ اَعْلَمَ النَّاسِ بِشَأْنِ الْحِجَابِ حِيْنَ اُنْزِلَ وَكَانَ اَوَّلُ مَااُنْزِلَ فِىْ مُبْتَنٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِزَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ اَصْبَحَ النَّبِىُّ ﷺ بِهَا عَرُوْسًا فَدَعَا الْقَوْمَ

১৭. "আল্লাহ্র নামে। হে আল্লাহ ! আমাকে শয়তান থেকে দূরে রাখ এবং যে সন্তান আমাদেরকে দাও তাকেও শয়তান থেকে দূরে রাখ।"

فَاَصَابُوْا مِنَ الطَّعَامِ ثُمَّ خَرَجُوْا وَبَقِيَ رَهْطٌ مِّنْهُمْ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَاَطَالُوْا الْمُكْثَ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَخَرَجَ وَخَرَجْتُ مَعَهُ لِكَيْ يَخْرُجُوْا فَمَشَى النَّبِيُّ ﷺ وَمَشَيْتُ حَتّٰى جَاءَ عَتَبَةَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ ثُمَّ ظَنَّ اَنَّهُمْ خَرَجُوْا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ حَتّٰى اِذَا دَخَلَ عَلٰى زَيْنَبَ فَاِذَا هُمْ جُلُوْسٌ لَمْ يَقُوْمُوْا فَرَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَجَعْتُ مَعَهُ حَتّٰى اِذَا بَلَغَ عَتَبَةَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ وَظَنَّ اَنَّهُمْ خَرَجُوْا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَاِذَا هُمْ قَدْ خَرَجُوْا فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ بِالسِّتْرِ وَاُنْزِلَ الْحِجَابُ .

৪৭৮৫. ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস ইবনে মালেক (রা) আমাকে অবহিত করেছেন যে, নবী (স) যখন মদীনায় আগমন করেন তখন আমি দশ বছরের বালক ছিলাম। আমার মা-চাচীরা আমাকে রসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমত করার জন্য প্রেরণা দিচ্ছিলেন। আমি দশ বছরকাল তাঁর খেদমত করি। যখন নবী (স) ইনতিকাল করেন তখন আমার বয়স হয়েছিল বিশ বছর এবং আমি হিজাবের (পর্দা) আয়াত নাযিল হওয়া সম্পর্কে অন্যদের চেয়ে বেশী ওয়াকিফহাল। পর্দা সম্পর্কীয় প্রাথমিক আয়াতসমূহ যয়নব বিনতে জাহশ (রা)-এর সাথে নবী (স)-এর বাসর যাপনের প্রাক্কালে নাযিল হয়েছিল। সেদিন নবী (স) বর বেশে ভোরে উপনীত হলেন। অতপর লোকদেরকে ওলীমার দাওয়াত দিলেন। তারা (রাতে) আসলেন, খানা খেলেন এবং কিছু সংখ্যক লোক বাদে অধিকাংশই চলে গেলেন। তারা নবী (স)-এর সাথে দীর্ঘক্ষণ কাটালেন। অতপর নবী (স) গাত্রোত্থান করলেন এবং বাইরে বেরুলেন। আমিও তাঁর পিছু পিছু বের হলাম, যাতে অন্যরাও বের হয়ে চলে যায়। নবী (স) সামনে এগুতে থাকলেন, আমিও তাঁর অনুসরণ করলাম। তিনি আয়েশা (রা)-এর কক্ষের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছলেন। তিনি চিন্তা করলেন বাকী লোকগুলো এতক্ষণে হয়ত চলে গেছে। তাই তিনি পুনরায় ফিরে এলেন এবং আমিও তাঁর অনুসরণ করলাম। তিনি (স) যয়নবের কক্ষে প্রবেশ করে দেখতে পেলেন যে, লোকগুলো তখনও বসে আছে, উঠার লক্ষণ নেই। নবী (স) পুনরায় বাইরে বের হলেন এবং আমিও তাঁর সাথে বের হলাম। যখন আমরা আয়েশা (রা)-এর কক্ষের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছলাম, তিনি ভাবলেন যে, এতক্ষণে হয়ত লোকগুলো চলে গেছে এবং তিনি ফিরে এলেন। আমিও তাঁর সাথে ফিরে এসে দেখলাম যে, লোকগুলো চলে গেছে। অতপর নবী (স) আমার ও তাঁর মাঝখানে একটি পর্দা টেনে দিলেন এবং এ সময়ই পর্দা সম্পর্কীয় আয়াত নাযিল হলো।

৬৯-অনুচ্ছেদ ঃ ওলীমার (বিবাহভোজ) ব্যবস্থা করা উচিত, একটি ছাগল দিয়ে হলেও।

٤٧٨٦ـ عَنْ اَنَسٍ قَالَ سَاَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ وَتَزَوَّجَ امْرَاَةً مِّنَ الْاَنْصَارِ كَمْ اَصْدَقْتَهَا قَالَ وَزْنَ نَوَاةٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَعَنْ حُمَيْدٍ سَمِعْتُ اَنَسًا

قَالَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ نَزَلَ الْمُهَاجِرُوْنَ عَلَى الْاَنْصَارِ فَنَزَلَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ عَلٰى سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ فَقَالَ اُقَاسِمُكَ مَالِىْ وَاَنْزِلُ لَكَ عَنْ اِحْدٰى امْرَأَتِىْ قَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِىْ اَهْلِكَ وَ مَالِكَ فَخَرَجَ اِلَى السُّوْقِ فَبَاعَ وَاشْتَرٰى فَاَصَابَ شَيْئًا مِّنْ اَقِطٍ وَسَمْنٍ فَتَزَوَّجَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ .

৪৭৮৬. আনাস (রা) বলেন, আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) এক আনসারী মহিলাকে বিয়ে করলে নবী (স) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি তাকে কি পরিমাণ মোহরানা দিয়েছ? তিনি বলেন, একটি খেজুরের আঁটির ওজনের সমপরিমাণ স্বর্ণ দিয়েছি। আনাস (রা) বলেন, তাঁরা (মুহাজিরগণ) মদীনায় পৌঁছে আনসারদের গৃহে অবস্থান করেন। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) সাদ ইবনুর রাবী (রা)-এর গৃহে অবস্থান করেন। সাদ (রা) আবদুর রহমানকে বললেন ঃ আমি আমার সম্পত্তি ভাগ করে তোমাকে দিব এবং আমার দুই স্ত্রীর একজনকে তোমার জন্য ত্যাগ করব। আবদুর রহমান (রা) বললেন, আল্লাহ তোমার সম্পত্তি ও পরিজনে বরকত দান করুন। অতপর তিনি বাজারে গেলেন বেচা-কেনা করলেন এবং লাভ হিসেবে কিছু পনির এবং ঘি অর্জন করলেন, অতপর বিয়ে করলেন। নবী (স) তাকে বলেন ঃ "ওলীমার ব্যবস্থা করো, একটি ছাগী দিয়ে হলেও।

٤٧٨٧- عَنْ اَنَسٍ قَالَ مَا اَوْلَمَ النَّبِىُّ ﷺ عَلٰى شَىْءٍ مِّنْ نِسَائِهِ مَا اَوْلَمَ عَلٰى زَيْنَبَ اَوْلَمَ بِشَاةٍ .

৪৭৮৭. আনাস (রা) বলেন, "নবী (স) তাঁর কোন স্ত্রীর বেলায় যয়নবের ওলীমার তুলনায় উত্তম ভোজের ব্যবস্থা করেননি। তিনি যয়নবের ওলীমা করেন একটি ছাগী দ্বারা।

٤٧٨٨- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا وَاَوْلَمَ عَلَيْهَا بِحَيْسٍ .

৪৭৮৮. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) সাফিয়্যাকে আযাদ করে বিয়ে করলেন এবং তাকে আযাদ করাকেই তার মোহরানা ধার্য করেন। তাঁর বিয়েতে 'হাইস' দ্বারা তিনি ওলীমার ব্যবস্থা করেন।

٤٧٨٩- عَنْ اَنَسٍ يَقُوْلُ بَنَى النَّبِىُّ ﷺ بِامْرَأَةٍ فَاَرْسَلَنِىْ فَدَعَوْتُ رِجَالاً اِلَى الطَّعَامِ .

৪৭৮৯. আনাস (রা) বলেন, নবী (স) তাঁর এক স্ত্রীর (যয়নব) সাথে বাসর যাপনের ব্যবস্থা করেন এবং লোকদেরকে (বিবাহ) ভোজের দাওয়াত দেয়ার জন্য আমাকে পাঠান।

৭০-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি এক স্ত্রীর সাথে বিবাহের সময় অন্যদের বিবাহের চেয়ে বড় ধরনের ওলীমার ব্যবস্থা করে।

٤٧٩٠- عَنْ ثَابِتٍ قَالَ ذُكِرَ تَزْوِيجُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ عِنْدَ اَنَسٍ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ اَوْلَمَ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْ نِسَائِهٖ مَا اَوْلَمَ عَلَيْهَا اَوْلَمَ بِشَاةٍ .

৪৭৯০. সাবেত (রা) বলেন, যয়নব (রা)-এর বিবাহের কথা আনাস (রা)-এর নিকট উল্লেখ করা হলে তিনি বলেন ঃ যয়নব বিনতে জাহ্‌শের সাথে নবী (স)-এর বিবাহে তিনি যে ওলীমার ব্যবস্থা করেন, তার চেয়ে উত্তম ভোজের ব্যবস্থা আর কারো সাথে বিবাহের সময় তাঁকে করতে দেখিনি। এ বিবাহে তিনি একটি ছাগী দ্বারা ওলীমার ব্যবস্থা করেন।

৭১-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি একটি ছাগীর চেয়ে কম দিয়ে ওলীমা করে।

٤٧٩١- عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ اَوْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى بَعْضِ نِسَائِهٖ مِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيْرٍ .

৪৭৯১. সাফিয়্যা বিনতে শাইবা (রা) বলেন, নবী (স) তাঁর কোন স্ত্রীর বিয়েতে দুই মুদ্দ পরিমাণ বার্লি দ্বারা ওলীমার ব্যবস্থা করেন।

৭২-অনুচ্ছেদ ঃ ওলীমা ও অন্যান্য দাওয়াত কবুল করা কর্তব্য। যদি কেউ সাত বা অনুরূপ দিন ওলীমার আয়োজন করে। নবী (স) ওলীমার সময় একদিন বা দুইদিন ধার্য করে দেননি।

٤٧٩٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا دُعِيَ اَحَدُكُمْ اِلَى الْوَلِيْمَةِ فَلْيَاتِهَا .

৪৭৯২. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ তোমাদের কাউকে ওলীমার দাওয়াত দেয়া হলে সে যেন তাতে উপস্থিত হয়।

٤٧٩٣- عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فُكُّوا الْعَانِيَ وَاَجِيْبُوا الدَّاعِيَ وَعُوْدُا الْمَرِيْضَ .

৪৭৯৩. আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ বন্দীদের মুক্তি দাও, দাওয়াত-কারীর দাওয়াত কবুল করো এবং রোগীকে দেখতে যাও।

٤٧٩٤- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ اَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ اَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ وَاِبْرَارِ الْقَسَمِ وَنَصْرِ الْمَظْلُوْمِ وَاِفْشَاءِ السَّلَامِ وَاِجَابَةِ الدَّاعِيْ وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيْمِ الذَّهَبِ وَعَنْ اٰنِيَةِ الْفِضَّةِ وَعَنِ الْمَيَاثِرِ وَالْقَسِّيَّةِ وَالْاِسْتَبْرَقِ وَالدِّيْبَاجِ تَابَعَهُ اَبُوْ عَوَانَةَ وَالشَّيْبَانِيُّ عَنْ اَشْعَثَ فِيْ اِفْشَاءِ السَّلَامِ .

৪৭৯৪. বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) আমাদের সাতটি কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং সাতটি কাজ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদেরকে রোগীকে দেখতে যেতে, জানাযায় অংশগ্রহণ করতে, কেউ হাঁচি দিলে তার জবাব দিতে, শপথ পূর্ণ করতে, নিপীড়িতের সাহায্য করতে, সালামের বিস্তার ঘটাতে এবং কেউ দাওয়াত দিলে তা কবুল করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে স্বর্ণের আংটি পরিধান করতে, রৌপ্যের পাত্র ব্যবহার করতে, মাআসির, কাসসি, ইসতাবরাক ও দীবাজ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

٤٧٩٥ـ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ دَعَا اَبُوْ أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْ عُرْسِهِ وَكَانَتِ امْرَأَتُهُ يَوْمَئِذٍ خَادِمَهُمْ وَهِيَ الْعَرُوْسُ قَالَ سَهْلٌ تَدْرُوْنَ مَا سَقَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ مِّنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا اَكَلَ سَقَتْهُ اِيَّاهُ .

৪৭৯৫. সাহল ইবনে সাদ (রা) বলেন, আবু উসাইদ আস সাইদী (রা) নবী (স)-কে তার ওলীমার দাওয়াত দিয়েছিলেন এবং তার নববধূ সেদিন খাদ্য পরিবেশন করে। সাহল (রা) বলেন, তোমরা কি জান নববধূ নবী (স)-কে কি পান করিয়েছিল ? সে রাতে কিছু খেজুর পানির মধ্যে ভিজিয়ে রেখেছিল এবং নবী (স) আহার সমাপন করলে তাঁকে সেই পানীয় পান করতে দেয়।

৭৩-অনুচ্ছেদ ঃ কেউ দাওয়াতে যাওয়া ত্যাগ করলে সে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করল।

٤٧٩٦ـ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ يُدْعٰى لَهَا الْاَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ .

৪৭৯৬. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, যে ওলীমায় (বিবাহভোজে) শুধু ধনীদের দাওয়াত দেয়া হয় এবং গরীবদের দাওয়াত দেয়া হয় না, সেই বিবাহভোজ সবচেয়ে নিকৃষ্ট। আর যে ব্যক্তি দাওয়াত পেয়ে তাতে যায়নি সে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করল।

৭৪-অনুচ্ছেদ ঃ পায়া খাওয়ার দাওয়াত গ্রহণ।

٤٧٩٧ـ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْ دُعِيْتُ اِلٰى كُرَاعٍ لَاَجَبْتُ وَلَوْ اُهْدِيَ اِلَيَّ كُرَاعٌ (ذِرَاعٌ) لَقَبِلْتُ .

৪৭৯৭. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ আমাকে কেউ পায়ার (গরু, মেষ বা ছাগলের খুরা) দাওয়াত দিলে আমি তা গ্রহণ করব এবং আমাকে কেউ পায়া হাদিয়া দিলে তা গ্রহণ করব।

৭৫-অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহ-শাদী ইত্যাদির দাওয়াত কবুল করা।

٤٧٩٨- عَنْ نَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَجِيْبُوْا هٰذِهِ الدَّعْوَةَ اِذَا دُعِيْتُمْ لَهَا قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يَاتِىْ الدَّعْوَةَ فِىْ الْعُرْسِ وَغَيْرُ الْعُرْسِ وَهُوَ صَائِمٌ .

৪৭৯৮. নাফে (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী (স) বলেছেন ঃ যদি তোমাদেরকে বিবাহ অনুষ্ঠানে দাওয়াত দেয়া হয়, তবে তা কবুল করো। নাফে বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বিবাহ-শাদীর ওলীমা বা এ ধরনের দাওয়াত পেলে তা কবুল করতেন, এমনকি তিনি (নফল) রোযাদার হলেও।

৭৬-অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহের অনুষ্ঠানে মহিলা ও শিশুদের অংশগ্রহণ।

٤٧٩٩- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اَبْصَرَ النَّبِىُّ ﷺ نِسَاءً وَصِبْيَانًا مُقْبِلِيْنَ مِنْ عُرْسٍ فَقَامَ مُمْتَنًّا فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْتُمْ مِنْ اَحَبِّ النَّاسِ اِلَىَّ .

৪৭৯৯. আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, নবী (স) কতিপয় মহিলা ও শিশুকে বিবাহের দাওয়াতে অংশগ্রহণ শেষে ফিরে আসতে দেখলেন। তিনি আনন্দের আতিশয্যে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, আল্লাহ্‌র নামে বলছি ! তোমরা লোকদের মধ্যে আমার কাছে অধিক প্রিয়।

৭৭-অনুচ্ছেদ ঃ কেউ যদি (দাওয়াতের অনুষ্ঠানে) কোন (দীনের দৃষ্টিতে) অপসন্দনীয় ব্যাপার দেখে, তবে সে কি ফিরে আসবে ? ইবনে মাসউদ (আবু মাসউদ) (রা) এক বাড়ীতে ছবি দেখতে পেয়ে ফিরে আসেন। ইবনে উমার (রা) আবু আইউব (রা)-কে দাওয়াত করেন। তিনি এসে ঘরের দেয়ালে ছবি দেখতে পেলেন। ইবনে উমার বলেন, মহিলারা আমাদেরকে পরাভূত করেছে। আবু আইউব (রা) বলেন, আমি যাদের সম্পর্কে এ আশঙ্কা করছিলাম, তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে না। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি তোমার খাদ্য গ্রহণ করব না। অতএব আবু আইউব (রা) ফিরে গেলেন।

٤٨٠٠- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيْهَا تَصَاوِيْرُ فَلَمَّا رَاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ فَعَرَفْتُ فِىْ وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ (الْكَرَاهِيَةَ) فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ وَاِلٰى رَسُوْلِهِ مَاذَا اَذْنَبْتُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا بَالُ هٰذِهِ النُّمْرُقَةِ قَالَتْ فَقُلْتُ اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَصْحَابَ هٰذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ اَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ وَقَالَ اِنَّ الْبَيْتَ الَّذِىْ فِيْهِ الصُّوَرُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ .

৪৮০০. রসূলুল্লাহ (স)-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি অবহিত করেছেন যে, তিনি একটি বালিশ বা গদি কিনেন, যাতে (প্রাণীর) ছবি ছিল। রসূলুল্লাহ (স) তা দেখতে পেয়ে দরযার বাইরে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং (কক্ষের) ভেতরে প্রবেশ করলেন না। আমি নবী (স)-এর চেহারায় বিরক্তির ভাব লক্ষ্য করলাম এবং বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নিকট তওবা (অনুতাপ) করছি, আমার কি অপরাধ হয়েছে ? নবী (স) বলেন ঃ এ তাকিয়া কিসের জন্য ? আমি বললাম, আমি এটা আপনার জন্য খরিদ করেছি যাতে আপনি এর ওপর বসতে পারেন ও ঠেস লাগাতে পারেন। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ এ ছবির নির্মাতাদের কিয়ামতের দিন শাস্তি দেয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, যা তোমরা তৈরি করেছ, তার মধ্যে প্রাণ দাও। নবী (স) আরো বলেন ঃ যে ঘরের মধ্যে (প্রাণীর) ছবি থাকে, সেই ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না।

৭৮-অনুচ্ছেদ ঃ নিজ বিবাহ্‌ভোজে নববধূর অংশগ্রহণ এবং তৎকর্তৃক পুরুষ মেহমানদের আপ্যায়ন।

٤٨٠١ـ عَنْ سَهْلٍ قَالَ لَمَّا عَرَّسَ اَبُوْ اُسَيْدٍ السَّاعِدِىُّ دَعَا النَّبِىَّ ﷺ وَاَصْحَابَهُ فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا وَلاَ قَرَّبَهُ اِلَيْهِمْ اِلاَّ امْرَاَتُهُ اُمُّ اُسَيْدٍ بَلَّتْ تَمَرَاتٍ فِىْ تَوْرٍ مِّنْ حِجَارَةٍ مِّنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا فَرَغَ النَّبِىُّ ﷺ مِنَ الطَّعَامِ اَمَاثَتْهُ لَهُ فَسَقَتْهُ تُحْفَةً (اتحفته) بِذٰلِكَ .

৪৮০১. সাহল (রা) বলেন, আবু উসাইদ আস্-সাইদী (রা) বিয়ে করে নবী (স) ও তাঁর সাহাবাদেরকে (ওলীমার) দাওয়াত দিলেন। তার নববধূ ছাড়া আর কেউ খাদ্য প্রস্তুত ও পরিবেশন করে নাই। সে একটি পাথরের পাত্রে রাতে পানির মধ্যে খেজুর ভিজিয়ে রাখে এবং নবী (স) খাদ্য গ্রহণ শেষ করলে সেই তোহ্‌ফা তাকে পান করায়।

৭৯-অনুচ্ছেদ ঃ আন্-নাকী নামক পানীয় এবং অন্যান্য শরবত যাতে মাদকতা নেই তা বিয়ে-শাদীতে পরিবেশন করা।

٤٨٠٢ـ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ اَبَا اُسَيْدٍ السَّاعِدِىَّ دَعَا النَّبِىَّ ﷺ لِعُرْسِهِ . فَكَانَتْ امْرَاَتُهُ خَادِمَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَهِىَ الْعَرُوْسُ فَقَالَتْ اَوْ قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا اَنْقَعَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ مِّنَ اللَّيْلِ فِىْ تَوْرٍ .

৪৮০২. সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। আবু উসাইদ আস্-সাইদী (রা) তার বিবাহ ভোজে নবী (স)-কে দাওয়াত দেন। তার নববধূ সেদিন নবী (স)-কে খাদ্য পরিবেশন করে। সে অথবা সাহল বলেছেন ঃ তুমি কি জান, সেই মহিলা নবী (স)-কে কি পান করিয়েছে ? সে নবী (স)-এর জন্য একটি পাত্রে কিছু খেজুর রাতভর ভিজিয়ে রাখে।

৮০-অনুচ্ছেদ ঃ নারীদের প্রতি কোমল ব্যবহার। নবী (স)-এর বাণী ঃ নারীরা পাঁজরের হাড়তুল্য।

٤٨٠٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ اِنْ اَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا وَاِنْ اِسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيْهَا عِوَجٌ (عَوَجٌ) .

৪৮০৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ "মহিলারা পাঁজরের হাড়ের ন্যায় । যদি তুমি তাকে সোজা করতে চাও তাহলে ভেঙ্গে ফেলবে। সুতরাং তুমি যদি তার থেকে ফায়দা লাভ করতে চাও তাহলে তার এ বাঁকা অবস্থাতেই তা লাভ করতে হবে।

৮১-অনুচ্ছেদ ঃ নারীদের প্রতি সদয় ব্যবহারের ওসিয়াত।

٤٨٠٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلاَ يُؤْذِىْ جَارَهُ وَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَاِنَّ هُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ وَاِنَّ اَعْوَجَ شَىْءٍ فِى الْضِلَعِ اَعْلاَهُ فَاِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ وَاِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ اَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا.

৪৮০৪. আবু হুর'ইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের ওপর ঈমান রাখে, সে যেন নিজ প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। তোমরা নারীদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে। তাদেরকে পাঁজরের বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং সবচেয়ে বেশী বাঁকা হচ্ছে পাঁজরের ওপর অংশের হাড়। যদি তুমি এটাকে সোজা করতে চাও, তবে ভেঙ্গে ফেলবে। আর যদি তাকে ছেড়ে দাও তবে তা বাঁকা হতেই থাকবে। সুতরাং তোমরা নারীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে।

٤٨٠٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَتَّقِى الْكَلاَمَ وَالْاِنْبِسَاطَ اِلَى نِسَائِنَا عَلٰى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ هَيْبَةَ اَنْ يَّنْزِلَ فِيْنَا شَىْءٌ فَلَمَّا تُوُفِّىَ النَّبِىُّ ﷺ تَكَلَّمْنَا وَانْبَسَطْنَا.

৪৮০৫. ইবনে উমার (রা) বলেন, আমরা নবী (স)-এর জীবদ্দশায় আমাদের স্ত্রীদের সাথে কথাবার্তা ও হাসি-ঠাট্টায় সতর্কতা অবলম্বন করতাম, না জানি আমাদেরকে সতর্ক করে কোন ওহী নাযিল হয়। কিন্তু নবী (স)-এর ইনতিকালের পর আমরা তাদের সাথে কথাবার্তা, হাসি-ঠাট্টা করি।

৮২-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "তোমরা নিজেদেরকে এবং পরিবারের লোকদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।"–(সূরা ৬৬, আয়াত ঃ ৬)

٤٨٠٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ فَالْاِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلٰى اَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلٰى بَيْتِ

زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُوْلَةٌ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلٰى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ اَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ .

৪৮০৬. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকেই অভিভাবক এবং তোমাদের প্রত্যেককেই জবাবদিহি করতে হবে। শাসক একজন অভিভাবক এবং তাকে জবাবদিহি করতে হবে। পুরুষ তার পরিবারের অভিভাবক এবং তাকে তার পরিবারের সদস্যদের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে। স্ত্রী তার স্বামীর গৃহের অভিভাবক এবং তাকে জবাবদিহি করতে হবে। দাস তার মনিবের ধন-সম্পদের অভিভাবক এবং তাকে জবাবদিহি করতে হবে। সাবধান ! তোমাদের প্রত্যেকেই অভিভাবক এবং তোমাদের প্রত্যেককেই জবাবদিহি করতে হবে।

৮৩-অনুচ্ছেদ ঃ পরিবার-পরিজনের সাথে মার্জিত ও সদয় ব্যবহার করা।

٤٨٠٧ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَلَسَ اِحْدٰى عَشْرَةَ امْرَأَةً فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ اَنْ لاَ يَكْتُمْنَ مِنْ اَخْبَارِ اَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا قَالَتِ الْاُوْلٰى زَوْجِيْ لَحْمُ جَمَلٍ غَثٍّ عَلٰى رَأْسِ جَبَلٍ لاَ سَهْلٍ فَيُرْتَقٰى وَلاَ سَمِيْنٍ فَيُنْتَقَلُ قَالَتِ الثَّانِيَةُ زَوْجِيْ لاَ اَبُثُّ خَبَرَهُ اِنِّيْ اَخَافُ اَنْ لاَ اَذَرَهُ اِنْ اَذْكُرْهُ اَذْكُرْ عُجَرَهُ وَبُجَرَهُ قَالَتْ الثَّالِثَةُ زَوْجِي الْعَشَنَّقُ اِنْ اَنْطِقْ اُطَلَّقْ وَاِنْ اَسْكُتْ اُعَلَّقْ قَالَتِ الرَّابِعَةُ زَوْجِي كَلَيْلِ تِهَامَةَ لاَ حَرٌّ وَلاَ قَرٌّ وَلاَ مَخَافَةَ وَلاَ سَأْمَةَ قَالَتِ الْخَامِسَةُ زَوْجِيْ اِنْ دَخَلَ فَهِدَ وَاِنْ خَرَجَ اَسِدَ وَلاَ يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ قَالَتْ السَّادِسَةُ زَوْجِيْ اِنْ اَكَلَ لَفَّ وَاِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ وَاِنِ اضْطَجَعَ الْتَفَّ وَلاَ يُوْلِجُ الْكَفَّ لِيَعْلَمَ الْبَثَّ قَالَتِ السَّابِعَةُ زَوْجِيْ غَيَايَاءُ اَوْ عَيَايَاءُ طَبَاقَاءُ كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءٌ شَجَّكِ اَوْ فَلَّكِ اَوْ جَمَعَ كُلاًّ لَكِ قَالَتِ الثَّامِنَةُ زَوْجِي الْمَسُّ مَسُّ اَرْنَبٍ وَالرِّيْحُ رِيْحُ زَرْنَبٍ قَالَتِ التَّاسِعَةُ زَوْجِيْ رَفِيْعُ الْعِمَادِ طَوِيْلُ النِّجَادِ عَظِيْمُ الرَّمَادِ قَرِيْبُ الْبَيْتِ مِنَ النَّادِ قَالَتِ الْعَاشِرَةُ زَوْجِيْ مَالِكٌ وَمَا مَالِكٌ مَالِكٌ خَيْرٌ مِّنْ ذٰلِكِ لَهُ اِبِلٌ كَثِيْرَاتُ الْمَبَارِكِ قَلِيْلاَتُ الْمَسَارِحِ وَاِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمِزْهَرِ اَيْقَنَّ اَنَّهُنَّ هَوَالِكُ قَالَتِ الْحَادِيَةَ عَشَرَةَ زَوْجِيْ اَبُوْ زَرْعٍ فَمَا اَبُوْ زَرْعٍ اَنَاسَ مِنْ حُلِيٍّ اُذُنَيَّ وَمَلَاَ مِنْ شَحْمٍ عَضُدَيَّ وَبَجَّحَنِيْ فَبَجِحَتْ اِلَيَّ نَفْسِيْ وَجَدَنِيْ فِيْ اَهْلِ غُنَيْمَةٍ بِشِقٍّ فَجَعَلَنِيْ فِيْ اَهْلِ صَهِيْلٍ وَاَطِيْطٍ

وَدَائِسٍ وَمُنَقٍّ فَعِنْدَهُ اَقُوْلُ فَلاَ اُقَبَّحُ وَاَرْقُدُ فَاَتَصَبَّحُ وَاَشْرَبُ فَاَتَقَنَّحُ (فَاَتَقَنَّحُ) اُمُّ اَبِىْ زَرْعٍ فَمَا اُمُّ اَبِىْ زَرْعٍ عُكُوْمُهَا رَدَاحٌ وَبَيْتُهَا فَسَاحٌ اِبْنُ اَبِىْ زَرْعٍ فَمَا اِبْنُ اَبِىْ زَرْعٍ مَضْجِعُهُ كَمَسَلِّ شَطْبَةٍ وَتُشْبِعُهُ ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ بِنْتُ اَبِىْ زَرْعٍ فَمَا بِنْتُ اَبِىْ زَرْعٍ طَوْعُ اَبِيْهَا وَطَوْعُ اُمِّهَا وَمِلْءُ كِسَائِهَا وَغَيْظُ جَارَتِهَا جَارِيَةُ اَبِىْ زَرْعٍ فَمَا جَارِيَةُ اَبِىْ زَرْعٍ لاَ تَبُثُّ حَدِيْثَنَا تَبْثِيْثًا وَلاَ تُنَقِّثُ مِيْرَاتَنَا تَنْقِيْثًا وَلاَ تَمْلاَ بَيْتَنَا تَعْشِيْشًا قَالَتْ خَرَجَ اَبُوْ زَرْعٍ وَالاَوْطَابُ تُمْخَضُ فَلَقِىَ اِمْرَأَةً مَعَهَا وَلَدَانِ لَهَا كَالْفَهْدَيْنِ يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّانَتَيْنِ فَطَلَّقَنِىْ وَنَكَحَهَا فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلاً سَرِيًّا رَكِبَ شَرِيًّا وَاَخَذَ خَطِيًّا وَاَرَاحَ عَلَىَّ نَعَمًا ثَرِيًّا وَاَعْطَانِىْ مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ زَوْجًا وَقَالَ كُلِىْ اُمَّ زَرْعٍ وَمِيْرِىْ اَهْلَكِ قَالَتْ فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَىْءٍ اَعْطَانِيْهِ مَا بَلَغَ اَصْغَرَ اٰنِيَةِ اَبِىْ زَرْعٍ قَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُنْتُ لَكِ كَاَبِىْ زَرْعٍ لاُمِّ زَرْعٍ .

৪৮০৭. আয়েশা (রা) বলেন, এগারজন মহিলা (এক জায়গায়) বসে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হল এবং চুক্তি করল যে, তারা নিজেদের স্বামীদের কোন খবরই গোপন করবে না। প্রথম মহিলা বলল ঃ আমার স্বামী শীর্ণকায় দুর্বল উটের গোশতের ন্যায়, যা এক পাহাড়ের চূড়ায় রাখা হয়েছে, যেখানে আরোহণ করা সহজ নয় এবং গোশতের মধ্যে তেমন চর্বিও নেই, যার কারণে কেউ সেখানে ওঠার জন্য কষ্ট স্বীকার করবে।[১৮] দ্বিতীয় মহিলা বলল ঃ আমি আমার স্বামীর খবর বলব না। কারণ আমি আশংকা করছি যে, তার কাহিনী শেষ করতে পারব না। আমি যদি তার বর্ণনা দেই, তাহলে আমি তার সকল দুর্বলতা ও খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করব। তৃতীয় মহিলা বলল ঃ আমার স্বামী দীর্ঘদেহী। আমি যদি তার বর্ণনা দেই (এবং সে তা জানতে পারে) তাহলে সে আমাকে তালাক দিবে। আর আমি যদি চুপ করে থাকি, তাহলে সে আমাকে তালাকও দিবে না এবং আমার সাথে স্ত্রীর মত ব্যবহারও করবে না। চতুর্থ মহিলা বলল ঃ আমার স্বামী তিহামার রাতের মতো মধ্যম, যা না গরম না ঠাণ্ডা (নাতিশীতোষ্ণ)। আমি তার সম্পর্কে ভীত নই, অসন্তুষ্টও নই। পঞ্চম মহিলা বলল ঃ যখন আমার স্বামী (ঘরে) প্রবেশ করে তখন চিতাবাঘের ন্যায় এবং যখন বাইরে বেরোয় তখন সিংহের ন্যায়। সে ঘরের কোন ব্যাপারে কোন প্রশ্নই তোলে না।"[১৯] ষষ্ঠ মহিলা বলল ঃ আমার স্বামী আহার করলে সবই সাবাড় করে দেয় এবং পান করলে

১৮. এ মহিলার স্বামী হচ্ছে দুর্ব্যবহারকারী, অপদার্থ, উদ্ধত, প্রগলভ ও কৃপণ স্বভাবের।

১৯. সে তার স্বামীকে চিতাবাঘের সাথে তুলনা করেছে। যেহেতু চিতাবাঘ তার লাজুকতার জন্য কম ক্ষতিকারক ও অতিরিক্ত নিদ্রার জন্য বিখ্যাত। অন্যদিকে সে তাকে সিংহের সাথে তুলনা করেছে যখন সে যুদ্ধের জন্য বের হয়। সে ঘরের কাজ-কর্মের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে না। অর্থাৎ টাকা-পয়সার হিসেব চায় না এবং ভুল-ত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে।

কিছুই বাকী রাখে না। সে যখন নিদ্রা যায় (আমাকে দূরে রেখে) একাই লেপ-কাঁথা মুড়ি দিয়ে গুটিশুটি মেরে শুয়ে থাকে ; এমনকি হাত বের করেও দেখে না যে, আমি কি হালে আছি (অর্থাৎ সুখ-দুঃখের খবরও নেয় না)। সপ্তম মহিলা বলল ঃ আমার স্বামী পথভ্রষ্ট অথবা দুর্বলচিত্ত এবং বোকার হদ্দ। যত রকমের ত্রুটি থাকতে পারে সবই তার মধ্যে আছে। সে তোমার মাথায় বা শরীরে আঘাত করতে পারে অথবা উভয়ই করতে পারে। অষ্টম মহিলা বলল ঃ আমার স্বামীর স্পর্শ হচ্ছে খরগোশের ন্যায় (খুবই দুর্বল ও হালকা এবং মহিলাদের জন্য অনভিপ্রেত) এবং তার (দেহের) গন্ধ হচ্ছে যারনাবের (এক প্রকার সুগন্ধিযুক্ত ঘাস) ন্যায়।

নবম মহিলা বলল ঃ আমার স্বামী উঁচু অট্টালিকার ন্যায় (উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন) এবং তরবারি ঝুলিয়ে রাখার জন্য চামড়ার লম্বা ফালি পরিধান করে (সে দানশীল ও সাহসী)। তার ছাই-ভস্মের পরিমাণ প্রচুর,[২০] এবং তার বাড়ী হচ্ছে জনগণের কাছে, যাতে তারা সহজেই তার সাথে পরামর্শ করতে পারে।[২১]

দশম মহিলা বলল ঃ আমার স্বামীর নাম মালেক, আর মালেকের কি প্রশংসা করব ? মালেক হচ্ছে এর চাইতেও অনেক বড়, যা তার সম্পর্কে আমি বলব (আমার মনে তার সম্পর্কে যত প্রশংসাই আসুক না কেন, সে তার অনেক উর্ধে)। তার অধিকাংশ উটই ঘরে রাখা হয় (অর্থাৎ মেহমানদের জন্য জবেহ্ করার জন্য সদাপ্রস্তুত থাকে) এবং মাত্র কতিপয় উট চরাবার জন্য মাঠে রাখা হয়। উটগুলো যখন বাঁশি (বা তাম্বুরার) আওয়াজ শোনে তখন তারা বুঝতে পারে যে, তাদেরকে অতিথিদের জন্য জবেহ্ করার ব্যবস্থা হচ্ছে।

একাদশতম মহিলা বলল ঃ আমার স্বামী হচ্ছে আবু যারয়া, তার কথা কি আর বলব ? সে আমাকে এতো বেশী অলঙ্কার দিয়েছে যে, আমার কান বোঝায় ভারী হয়ে গেছে এবং আমার বাহুতে চর্বি জমে গেছে (আমি মুটিয়ে গেছি)। সে আমাকে এতো সুখে রেখেছে এবং আমি এতো আনন্দিত যে, এ জন্যে আমি নিজেকে গর্বিত মনে করি। সে আমাকে এমন এক পরিবার থেকে আনে, যারা শুধুমাত্র কয়েকটি বকরীর মালিক ছিল (খুব গরীব ছিল), অতপর আমাকে এমন সম্ভ্রান্ত পরিবারে নিয়ে আসে যেখানে অশ্বের হ্রেস্বাধ্বনি, উষ্ট্রের হাওদার খটখটানী এবং শস্য মাড়াইয়ের খস্‌খসানি শোনা যায়। আমি যা কিছুই বলতাম, সে আমাকে ভৎর্সনা বা বিদ্রূপ করত না। যখন আমি নিদ্রা যেতাম, সকালে দেরি করে ঘুম থেকে জাগতাম, যখন আমি (পান করতাম) খুব তৃপ্তি সহকারে পান করতাম। আর আবু যারয়ার মা, তার কথা কি বলব! তার থলে ছিল সর্বদা পরিপূর্ণ এবং ঘর ছিল খুবই প্রশস্ত। আবু যারয়ার পুত্রের ব্যাপারে কি আর বলব! সেও খুব ভাল ছিল। তার শয্যা এতো সংকীর্ণ ছিল যে, মনে হতো যেন কোষমুক্ত তরবারি (ছিমছাম দেহবিশিষ্ট)। আর তার খাদ্য মাত্র (চার মাস বয়স্ক) ছাগলের একখানা পা (অর্থাৎ কম ভোজনকারী) আর আবু যারয়ার কন্যা সম্পর্কে বলতে হয় যে, সে স্বীয় পিতা-মাতার সম্পূর্ণ অনুগত। সে খুবই সুঠামদেহের অধিকারিণী, যা তার সতীনদের জন্য সর্বদা ঈর্ষার উদ্রেক করে। আবু যারয়ার ক্রীতদাসী, তার গুণের কথাই বা কতো বলব ! সে আমাদের ঘরের গোপন কথা বাইরে ফাঁস করে না, বরং নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে। সে আমাদের সম্পদের ঘাটতি করে না। আমাদের ঘরকে ময়লা-আবর্জনা দিয়ে ভরেও রাখে না। একদিন এক ঘটনা

---

২০. সে এতো অতিথিপরায়ণ যে, সর্বদা তার ঘরে উনুন জ্বলতে থাকে। কেননা মেহমান এতো আসে যে, রান্না চলতেই থাকে, যার ফলে প্রচুর ছাই জমা হয়।

২১. সে জনগণের নিকটে বসবাস করে অর্থাৎ সে সর্বদাই জনগণের সাথে আছে তাদের সুখ-দুঃখের সম অংশীদার হিসেবে। তাদের বিপদে ভাল পরামর্শ দেয়, সমস্যার সমাধান করে ইত্যাদি অর্থাৎ খুবই যোগ্য এবং ভাল লোক।

ঘটল। আবু যারয়া (যখন দুধ দোহন করা হচ্ছিল) এমন সময় বাইরে বের হলো এবং সে এক রমণীকে দেখতে পেল, যার দু'টি পুত্র রয়েছে। তারা তার মায়ের স্তন নিয়ে চিতাবাঘের ন্যায় খেলা করছিল (দুধপান করছিল এবং খেলছিল)। এ মহিলাকে দেখে (তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে) সে আমাকে তালাক দিল এবং তাকে বিয়ে করল। অতপর আমি আর এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে বিয়ে করলাম, যে দ্রুতবেগে ধাবমান অশ্বে আরোহণ করত এবং হাতে বর্শা রাখত। সে আমাকে অনেক সম্পদ দিয়েছে। সে আমাকে প্রত্যেক প্রকার গৃহপালিত জন্তুর এক এক জোড়া দিয়েছে এবং বলেছে, হে উম্মে যারয়া ! তুমি (এগুলো থেকে) খাও এবং নিজ আত্মীয়-স্বজনদেরকেও নিজ খুশীমতো উপহার-উপঢৌকন দাও। মহিলা আরও বললঃ কিন্তু সে আমাকে যা কিছুই দিয়েছে, আবু যারয়ার সামান্য একটি পাত্রও তা পূর্ণ করতে পারবে না। আয়েশা (রা) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (স) আমাকে বলেছেন ঃ "আবু যারয়া তার স্ত্রী উম্মে যারয়ার প্রতি যেরূপ আমিও তোমার প্রতি তদ্রূপ।"[২২]

٤٨٠٨ـ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الْحَبَشُ يَلْعَبُوْنَ بِحِرَابِهِمْ فَسَتَرَنِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا اَنْظُرُ فَمَا زِلْتُ اَنْظُرُ حَتّٰى كُنْتُ اَنَا اَنْصَرِفُ فَاَقْدِرُوْا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيْثَةِ السِّنِّ تَسْمَعُ اللَّهْوِ .

৪৮০৮. আয়েশা (রা) বলেন, "যখন আবিসিনীয়রা তাদের ক্ষুদ্র বর্শা নিয়ে খেলা করছিল, রসূলুল্লাহ (স) আমাকে তাঁর পেছনে রেখে পর্দা করে দাঁড়িয়েছিলেন। আমি সেই খেলা উপভোগ করছিলাম এবং ফিরে না আসা পর্যন্ত খুশিমনে তা দেখছিলাম। সুতরাং তোমরা আন্দাজ করতে পার, কোন্ বয়সের মেয়েরা আমোদ-প্রমোদ উপভোগ করে।[২৩]

৮৪-অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তির নিজ কন্যাকে তার স্বামী সম্পর্কে উপদেশ দেয়া।

٤٨٠٩ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمْ اَزَلْ حَرِيْصًا عَلٰى اَنْ اَسْاَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ الْمَرْاَتَيْنِ مِنْ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اَللَّتَيْنِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى (اِنْ تَتُوْبَا اِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا) حَتّٰى حَجَّ وَحَجَجْتُ مَعَهُ وَعَدَلَ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِادَوَةٍ فَتَبَرَّزَ ثُمَّ جَاءَ فَسَكَبْتُ عَلٰى يَدَيْهِ مِنْهَا فَتَوَضَّأَ فَقُلْتُ لَهُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَنِ الْمَرْاَتَانِ مِنْ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اَللَّتَانِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى (اِنْ تَتُوْبَا اِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا) قَالَ وَاعَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ هُمَا عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ عُمَرُ الْحَدِيْثَ يَسُوْقُهُ قَالَ كُنْتُ اَنَا وَجَارٌ لِىْ مِنَ الْاَنْصَارِ فِىْ بَنِىْ

২২. শুধুমাত্র পার্থক্য এই যে, সে শেষ পর্যন্ত তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে। কিন্তু আমি তোমাকে তালাক দেইনি, বরং আজীবন সদ্ব্যবহার করে আসছি। স্ত্রীর সাথে ভাল ব্যবহারই অনুচ্ছেদের মধ্যে এ হাদীস উদ্বৃতির কারণ।

২৩. এ সময় হযরত আয়েশা (রা)-এর বয়স ছিল পনর বছর।

أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ وَهُمْ مِنْ عَوَالِي الْمَدِيْنَةِ وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُوْلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَاَنْزِلُ يَوْمًا فَاِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِمَا حَدَثَ مِنْ خَبَرِ ذٰلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْيِ اَوْ غَيْرِهِ وَاِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ تَغْلِبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى الْاَنْصَارِ اِذَا قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَاْخُذْنَ مِنْ اَدَبِ نِسَاءِ الْاَنْصَارِ فَصَخِبْتُ (فَسَخِبْتُ) عَلٰى امْرَأَتِيْ فَرَاجَعَتْنِيْ فَاَنْكَرْتُ اَنْ تُرَاجِعَنِيْ قَالَتْ وَلِمَ تُنْكِرُ اَنْ اُرَاجِعَكَ فَوَاللّٰهِ اِنَّ اَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ لَيُرَاجِعْنَهُ وَاِنَّ اِحْدَاهُنَّ لَتَهْجُرُهُ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ فَاَفْزَعَنِيْ ذٰلِكَ وَقُلْتُ لَهَا قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ مِنْهُنَّ ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِيْ فَنَزَلْتُ فَدَخَلْتُ عَلٰى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا اَىْ حَفْصَةُ اَتُغَاضِبُ اِحْدَاكُنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَلْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ قَالَتْ نَعَمْ فَقُلْتُ قَدْ خِبْتِ وَخَسِرَتِ اَفَتَاْمَنِيْنَ اَنْ يَّغْضَبَ اللّٰهُ لِغَضَبِ رَسُوْلِهٖ ﷺ فَتَهْلِكِيْ لَاتَسْتَكْثِرِى النَّبِيَّ ﷺ وَلَا تُرَاجِعِيْهِ فِيْ شَيْءٍ وَلَا تَهْجُرِيْهِ وَسَلِيْنِى مَا بَدَا لَكَ وَلَا يَغُرَّنَّكَ اَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ اَوْضَاءَ مِنْكِ وَاَحَبَّ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُرِيْدُ عَائِشَةَ قَالَ عُمَرُ وَكُنَّا قَدْ تَحَدَّثْنَا اَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ الْخَيْلَ لَتَغْزُوْنَا (لِغَزْوِنَا) فَنَزَلَ صَاحِبِيْ الْاَنْصَارِيُّ يَوْمَ نَوْبَتِهٖ فَرَجَعَ اَلَيْنَا عِشَاءً فَضَرَبَ بَابِيْ ضَرْبًا شَدِيْدًا وَقَالَ اَثَمَّ هُوَ فَفَزِعْتُ فَخَرَجْتُ اِلَيْهِ فَقَالَ قَدْ حَدَثَ الْيَوْمَ اَمْرٌ عَظِيْمٌ قُلْتُ مَا هُوَ اَجَاءَ غَسَّانُ قَالَ لَا بَلْ اَعْظَمُ مِنْ ذٰلِكَ وَاَهْوَلُ طَلَّقَ النَّبِيُّ ﷺ نِسَاءَهُ (وَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ حُنَيْنٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ فَقَالَ اِعْتَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ اَزْوَاجَهُ) فَقُلْتُ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ قَدْ كُنْتُ اَظُنُّ هٰذَا يُوْشِكُ اَنْ يَّكُوْنَ فَجَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِيْ فَصَلَّيْتُ صَلٰوةَ الْفَجْرِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ مَشْرُبَةً لَهُ فَاعْتَزَلَ فِيْهَا وَدَخَلْتُ عَلٰى حَفْصَةَ فَاِذَا هِيَ تَبْكِيْ فَقُلْتُ مَا يُبْكِيْكِ اَلَمْ اَكُنْ حَذَّرْتُكِ هٰذَا اَطَلَّقَكُنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَتْ لَا اَدْرِيْ هَا هُوَذَا مُعْتَزِلٌ فِى الْمَشْرُبَةِ فَخَرَجْتُ فَجِئْتُ اِلَى الْمِنْبَرِ فَاِذَا حَوْلَهُ رَهْطٌ يَبْكِيْ بَعْضُهُمْ فَجَلَسْتُ مَعَهُمْ قَلِيْلًا ثُمَّ غَلَبَنِيْ مَا اَجِدُ فَجِئْتُ الْمَشْرُبَةَ الَّتِيْ فِيْهَا النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ لِغُلَامٍ لَهُ اَسْوَدِ

اِسْتَاذِنْ لِعُمَرَ فَدَخَلَ الْغُلَامُ فَكَلَّمَ النَّبِىَّ ﷺ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ كَلَّمْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَانْصَرَفْتُ حَتّٰى جَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِيْنَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ ثُمَّ غَلَبَنِىْ مَا اَجِدُ فَجِئْتُ فَقُلْتُ لِلْغُلَامِ اِسْتَاذِنْ لِعُمَرَ فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَرَجَعْتُ فَجَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِيْنَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ ثُمَّ غَلَبَنِىْ مَا اَجِدُ فَجِئْتُ الْغُلَامَ فَقُلْتُ اِسْتَاذِنْ لِعُمَرَ فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ اِلَىَّ فَقَالَ قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَلَمَّا وَلَّيْتُ مُنْصَرِفًا قَالَ اِذَا الْغُلَامُ يَدْعُوْنِى فَقَالَ قَدْ اَذِنَ لَكَ النَّبِىُّ ﷺ فَدَخَلْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلٰى رِمَالِ حَصِيْرٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ قَدْ اَثَّرَ الرِّمَالُ بِجَنْبِهِ مُتَّكِئًا (مُتَّكِئٌ) عَلٰى وِسَادَةٍ مِنْ اَدَمٍ حَشْوُهَا لِيْفٌ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ قُلْتُ وَاَنَا قَائِمٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ فَرَفَعَ اِلَىَّ بَصَرَهُ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ثُمَّ قُلْتُ وَاَنَا قَائِمٌ اَسْتَانِسُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ رَاَيْتَنِىْ وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ اِذَا قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ فَتَبَسَّمَ النَّبِىُّ ﷺ ثُمَّ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ رَاَيْتَنِىْ وَدَخَلْتُ عَلٰى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا لَا يَغُرَّنَّكِ اَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ اَوْضَاءَ مِنْكِ وَاَحَبَّ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ يُرِيْدُ عَائِشَةَ فَتَبَسَّمَ النَّبِىُّ ﷺ تَبَسُّمَةً (تَبْسِمَةً) اُخْرٰى فَجَلَسْتُ حِيْنَ رَاَيْتُهُ تَبَسَّمَ فَرَفَعْتُ بَصَرِىْ فِىْ بَيْتِهِ فَوَاللّٰهِ مَا رَاَيْتُ فِيْهِ شَيْئًا يَرُدُّ الْبَصَرَ غَيْرَ اَهَبَةٍ ثَلٰثَةٍ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُدْعُ اللّٰهَ فَلْيُوَسِّعْ عَلٰى اُمَّتِكَ فَاِنَّ فَارِسًا (فَارِسَ) وَالرُّوْمَ قَدْ وُسِّعَ عَلَيْهِمْ وَاُعْطُوْا الدُّنْيَا وَهُمْ لَا يَعْبُدُوْنَ اللّٰهَ فَجَلَسَ النَّبِىُّ ﷺ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ اَوَفِىْ هٰذَا اَنْتَ يَا اِبْنَ الْخَطَّابِ اِنَّ اُولٰئِكَ قَوْمٌ قَدْ عُجِّلُوْا طَيِّبَاتِهِمْ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اسْتَغْفِرْ لِىْ فَاعْتَزَلَ النَّبِىُّ ﷺ نِسَاءَهُ مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ الْحَدِيْثِ حِيْنَ اَفْشَتْهُ حَفْصَةُ اِلٰى عَائِشَةَ تِسْعًا وَّعِشْرِيْنَ لَيْلَةً وَكَانَ قَالَ مَا اَنَا بِدَاخِلٍ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حِيْنَ عَاتَبَهُ اللّٰهُ فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَّعِشْرُوْنَ لَيْلَةً دَخَلَ عَلٰى

عَائِشَةَ فَبَدَأَ بِهَا فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ كُنْتَ قَدْ اَقْسَمْتَ اَنْ لاَ تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا وَاِنَّمَا اَصْبَحْتَ مِنْ تِسْعٍ وَّعِشْرِيْنَ لَيْلَةً اَعُدُّهَا عَدًّا فَقَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ (لَيْلَةً) فَكَانَ ذٰلِكَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَّعِشْرِيْنَ لَيْلَةً قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ اٰيَةَ التَّخَيُّرِ (التَّخْيِيْرِ) فَبَدَأَ بِىْ اَوَّلَ امْرَأَةٍ مِّنْ نِسَائِهِ فَاخْتَرْتُهُ ثُمَّ خَيَّرَ نِسَاءَهُ كُلَّهُنَّ فَقُلْنَ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ .

৪৮০৯. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বহু দিন ধরে উৎসাহী ছিলাম যে, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর নিকট জিজ্ঞেস করব, নবী (স)-এর বেগমগণের মধ্যে কোন্ দু'জন সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করেন ঃ "তোমরা দু'জন যদি আল্লাহ্‌র নিকট তওবা কর, কেননা তোমাদের দিল ঝুঁকে পড়েছে।"-(৬৬ ঃ ৪) অবশেষে তিনি হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন এবং আমিও তাঁর সংগী হলাম। (পথে) তিনি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গেলেন, আমিও তার সাথে একটি পাত্রে পানি পূর্ণ করে নিয়ে গেলাম। তিনি প্রয়োজন সম্পন্ন করে ফিরে এলেন, আমি উযূর পানি তাঁর হাতে ঢেলে দিতে লাগলাম এবং তিনি উযূ করতে থাকলেন। এ সময় আমি তাঁকে বললাম ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন ! নবী (স)-এর স্ত্রীগণের মধ্যে কোন্ দু'জন সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "তোমরা দু'জন যদি আল্লাহ্‌র নিকট তওবা কর, কেননা তোমাদের দিল ঝুঁকে পড়েছে।"-(সূরা আত্ তাহরীম ঃ ৪)

তিনি বলেন ঃ হে ইবনে আব্বাস ! তোমার প্রশ্নে আশ্চর্য হচ্ছি। তারা ছিল আয়েশা ও হাফসা। অতপর উমার (রা) হাদীস বর্ণনা করতে থাকলেন এবং বললেন ঃ আমি এবং উমাইয়া ইবনে যায়েদ গোত্রের আমার এক আনসারী প্রতিবেশী যারা মদীনার উপকণ্ঠে বসবাস করতেন—পালাক্রমে নবী (স)-এর সাথে সাক্ষাত করতাম। সে একদিন নবী (স) -এর দরবারে যেত এবং আমি অন্যদিন। যখন আমি যেতাম, আমি সারাটা দিন যাকিছু ঘটত—ওহী নাযিল এবং অন্যান্য যাকিছু, সব খবর তাকে দিতাম এবং সেও অনুরূপ খবর আমাকে দিত। আমরা কুরাইশরা নিজেদের স্ত্রীলোকদের উপর প্রভাবশালী ছিলাম। কিন্তু আমরা যখন আনসারদের মধ্যে আসলাম, তখন দেখতে পেলাম, তাদের স্ত্রীগণই তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে আছে। সুতরাং আমাদের স্ত্রীরাও আনসারদের স্ত্রীগণের রীতিনীতি গ্রহণ করল। একদিন আমি আমার স্ত্রীর প্রতি 'নারাজ' হলাম এবং জোরে জোরে তাকে কিছু বললে সেও পাল্টা জবাব দিল। সে আমার মুখে মুখে তর্ক করবে এটা আমি নাপসন্দ করলাম। সে বলল, আমি আপনার কথার পাল্টা জবাব দিচ্ছি, তা আপনি অপসন্দ করছেন কেন ? আল্লাহ্‌র কসম ! নবী (স)-এর বেগমগণ তাঁর কথার প্রতিউত্তর দিয়ে থাকেন এবং তাদের কেউ কেউ আবার পূর্ণ একটা দিন, এমনকি রাত পর্যন্ত তার প্রতি অভিমান করে কাটিয়ে দেন (এবং তাঁর সাথে কথা পর্যন্ত বলেন না)। একথা শুনে আমি শংকিত হলাম এবং তাকে বললাম ঃ তোমাদের মধ্যে যে এরূপ করেছে তার সর্বনাশ হয়েছে। অতপর আমি পোশাক পরিধান করলাম, অতপর হাফসার ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলাম এবং তাকে বললাম ঃ হে হাফসা ! তোমাদের মধ্যে কেউ কি রসূলুল্লাহ (স)-কে সারাদিন এমনকি রাত পর্যন্ত অসন্তুষ্ট করে রাখে ? সে বলল ঃ হাঁ। আমি বললাম ঃ সে তো ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হল। তোমরা কি বেপরোয়া হয়ে গেছ যে, প্রিয় রসূলের অসন্তুষ্টির কারণে আল্লাহ্ তার উক্ত

স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট হতে পারেন এবং পরিণামে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে ? সুতরাং নবী (স)-এর কাছে কোন জিনিস বেশী দাবি করো না তাঁর কথার প্রতিউত্তর করো না এবং তাঁর সাথে (অভিমান করে) কথা বলা বন্ধ করো না। তোমার যদি কোন কিছুর প্রয়োজন হয়, তবে আমার কাছে চেয়ে নিও এবং স্বীয় প্রতিবেশিনীর অনুকরণে গর্ববোধ করো না। কেননা সে তোমার চেয়ে বেশী রূপবতী এবং রসূলের অধিক প্রিয়। (এখানে) প্রতিবেশিনী দ্বারা আয়েশাকে বুঝানো হয়েছে।

উমার (রা) আরো বলেন, এ সময় আমাদের মধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল যে, (সিরিয়ার) গাস্‌সান গোত্র আমাদের ওপর আক্রমণ চালাবার উদ্দেশ্যে তাদের ঘোড়াগুলোকে প্রস্তুত করছে। আমার আনসার সংগী তার পালার দিন নবী (স)-এর খেদমতে উপস্থিত থেকে রাতে ফিরে এসে আমার দরজায় খুব জোরে করাঘাত করল এবং জিজ্ঞেস করল, আমি ঘরে আছি কি না ? আমি শংকিত হয়ে তার নিকট বেরিয়ে এলাম। সে বলল, আজ এক সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেছে। আমি বললাম, তা কি ? গাস্‌সানীরা এসে গেছে ? সে বলল, না, বরং তার চেয়েও সাংঘাতিক ও ভয়ংকর ঘটনা। রসূলুল্লাহ (স) তাঁর স্ত্রীগণকে তালাক দিয়েছেন। উমার (রা) বলেন ঃ নবী (স) তাঁর স্ত্রীদেরকে ত্যাগ করেছেন ! আমি বললাম, হাফসা তো ধ্বংস হলো ব্যর্থ হলো। আমি আগেই ধারণা করেছিলাম যে, খুব শীঘ্রই এ ধরনের কিছু একটা ঘটবে। অতপর আমি পোশাক পরিধান করলাম এবং ফজরের নামায নবী (স)-এর সাথে আদায় করলাম। নবী (স) অতপর মাচানে আরোহণ করলেন এবং সেখানে নিঃসঙ্গ বসে রইলেন। আমি হাফসার কাছে গেলাম এবং সে কাঁদছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কাঁদছ কেন ? আমি কি তোমাকে এ ব্যাপারে পূর্বেই সতর্ক করিনি ? রসূলুল্লাহ (স) কি তোমাদেরকে তালাক দিয়েছেন ? সে বলল ঃ আমি জানি না। তিনি মাচানের ওপরে নিঃসঙ্গ আছেন। আমি সেখান থেকে বেরিয়ে এসে মিম্বারের কাছে আসলাম যেখানে একদল লোক বসা ছিল এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ কাঁদছিল। আমি তাদের কাছে কিছুক্ষণ বসলাম, কিন্তু আমার অন্তর উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিচলিত হয়ে পড়ছিল। সুতরাং যে মাচানে নবী (স) অবস্থান করছিলেন আমি সেখানে গিয়ে তাঁর কালো গোলামকে বললাম, উমারের জন্য প্রবেশের অনুমতি চাও। সে নবী (স)-এর নিকট গিয়ে তাঁর সাথে কথা বলার পর ফিরে এসে বলল ঃ আমি নবী (স)-এর সাথে কথা বলেছি এবং আপনার কথা উল্লেখ করেছি, কিন্তু তিনি নিরুত্তর রয়েছেন। আমি ফিরে আসলাম এবং যেখানে মিম্বরের কাছে একদল লোক বসা ছিল, সেখানে বসলাম। কিন্তু পরিস্থিতি আমাকে বিচলিত করে তুলেছে। তাই পুনরায় এসে গোলামকে বললাম ঃ উমারের জন্য অনুমতি প্রার্থনা কর। সে গেল এবং ফিরে এসে বলল, আমি তাঁর কাছে আপনার কথা বলেছি, কিন্তু তিনি নিরুত্তর রয়েছেন। আমি আমি পুনরায় ফিরে এসে মিম্বরের কাছে উপবিষ্ট লোকদের সাথে বসলাম। কিন্তু পরিস্থিতি আমাকে বিচলিত করে তুললো। পুনরায় আমি এসে গোলামকে বললাম ঃ উমারের জন্য প্রবেশের অনুমতি চাও। সে গেল এবং ফিরে এসে বলল, আমি আপনার কথা উল্লেখ করেছি, কিন্তু তিনি নিরুত্তর। যখন আমি ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ নিয়েছি, এমন সময় সে আমাকে ডেকে বলল, নবী (স) আপনাকে অনুমতি দিয়েছেন। অতপর আমি রসূলাল্লাহ (স)-এর নিকট প্রবেশ করলাম, তিনি খেজুর পাতার চাটাইর ওপরে শুয়ে আছেন এবং তাতে কোন চাদর বিছানো ছিল না। তাঁর শরীরে চাটাইর দাগ স্পষ্ট হয়ে রয়েছে এবং তিনি খেজুর গাছের বাকল ভর্তি একটি বালিশে ভর

দিয়ে আছেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম এবং দাঁড়ানো অবস্থায়ই বললাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি কি আপনার স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়েছেন ? তিনি আমার দিকে তাকালেন এবং বললেন ঃ না। আমি বললাম ঃ আল্লাহু আকবার। অতপর আমি দাঁড়ানো অবস্থায়ই পরিবেশ হালকা করার উদ্দেশ্যে বললাম ঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আপনি যদি মেহেরবানী করে আমার কথার দিকে একটু মনোযোগ দিতেন। আমরা কুরাইশরা মহিলাদের ওপর দাপট খাটাতাম (অর্থাৎ তারা আমাদের পূর্ণ প্রভাবাধীন ছিল)। কিন্তু আমরা মদীনায় আসার পর দেখলাম যে, এখানকার পুরুষদের নারীরা বশ করে রেখেছে। (একথা শুনে) নবী (স) মুচকি হাসলেন। অতপর আমি বললাম ঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আপনি যদি আমার কথা একটু খেয়াল করে শুনতেন। আমি হাফসার কাছে গেলাম এবং তাকে বললাম, তুমি তোমার সঙ্গিনীর (আয়েশার) অনুকরণে অভিমানী হয়ো না। সে তোমার চেয়ে বেশী রূপবতী এবং নবী (স)-এর কাছে অধিক প্রিয়। নবী (স) পুনরায় মুচকি হাসলেন। আমি তাঁকে হাসতে দেখে বসে পড়লাম। অতপর আমি তাঁর ঘরের চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম। আল্লাহ্‌র কসম ! আমি তার ঘরে উল্লেখযোগ্য কিছুই দেখতে পেলাম না, তিনটি চামড়া ছাড়া। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আপনি দোআ করুন, যাতে আল্লাহ আপনার উম্মতকে প্রাচুর্য দান করেন। কেননা পারস্য এবং রোমকদের (যথেষ্ট) পরিমাণে প্রাচুর্য দেয়া হয়েছে। অথচ তারা আল্লাহ্‌র ইবাদত করে না। (একথা শুনে) নবী (স) সোজা হয়ে বসলেন, (এতক্ষণে) তিনি ঠেস দিয়ে বসা ছিলেন, অতপর বললেন ঃ হে খাত্তাবের পুত্র ! এটা কি তোমার অভিমত ? এরা হচ্ছে সেইসব লোক, যারা তাদের ভাল কাজের প্রতিদান এ দুনিয়ায় পাচ্ছে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমার ক্ষমার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোআ করুন।

নবী (স) ঊনত্রিশ দিন তাঁর স্ত্রীগণ থেকে আলাদা থাকেন, সেই গোপন কথা হাফসা (রা) আয়েশা (রা)-এর নিকট ফাঁস করে দেয়ার কারণে। নবী (স) বলেছিলেন ঃ আমি এক মাসের জন্য তাদের (স্ত্রীগণের) কাছে যাব না তাদের প্রতি রাগের কারণে, যখন আল্লাহ তাঁকে তিরস্কার করলেন। সুতরাং ঊনত্রিশ দিন অতিবাহিত হলে নবী (স) সর্বপ্রথম আয়েশার কাছে গেলেন। আয়েশা (রা) তাঁকে বললেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আপনি শপথ করেছেন যে, এক মাসের মধ্যে আমাদের কাছে আসবেন না, কিন্তু এখন ঊনত্রিশ দিন অতিবাহিত হয়েছে। আমি দিনগুলো এক এক করে হিসেব করে রেখেছি। নবী (স) বলেন ঃ ঊনত্রিশ দিনেও মাস হয়। (রাবী বলেন) ঐ মাসটি ছিলো ঊনত্রিশ দিনের। আয়েশা (রা) আরো বলেন, তখন আল্লাহ তায়ালা এখতিয়ার সম্বলিত আয়াত নাযিল করলেন[২৪] এবং তিনি স্ত্রীগণের মধ্যে সর্বপ্রথম আমাকে দিয়েই শুরু করেন এবং আমি তাকেই গ্রহণ করলাম। অতপর তিনি সকল স্ত্রীকেই এখতিয়ার দিলেন এবং সকলেই তাই বলল, যা আয়েশা (রা) বলেছিলেন।

৮৫-অনুচ্ছেদ ঃ স্বামীর সম্মতিক্রমে স্ত্রীর নফল রোযা রাখা।

٤٨١٠- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لاَ تَصُوْمُ (تَصُوْمَنَّ) الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ اِلاَّ بِاِذْنِهِ

২৪. দেখুন সূরা তাহরীম, চতুর্থ আয়াত।

৪৮১০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ব্যতীত কোন মহিলা যেন (নফল) রোযা না রাখে।

৮৬-অনুচ্ছেদ ঃ কোন মহিলা স্বামীর বিছানা ছাড়া আলাদা বিছানায় রাত কাটালে।

٤٨١١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا دَعَا الرَّجُلُ اِمْرَاَتَهُ اِلَى فِرَاشِهِ فَاَبَتْ اَنْ تَجِئَ لَعَنَتْهَا الْمَلٰئِكَةُ حَتّٰى تُصْبِحَ .

৪৮১১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে তার সাথে বিছানায় (শোয়ার জন্য) ডাকে আর স্ত্রী আসতে অস্বীকার করে, তবে ভোর পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তাকে অভিসম্পাত করতে থাকে।

٤٨١٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهْجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلٰئِكَةُ حَتّٰى تَرْجِعَ .

৪৮১২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ যদি কোন স্ত্রী তার স্বামীর শয্যা ছেড়ে অন্যত্র রাত যাপন করে, তবে সে স্বামীর শয্যায় ফিরে না আসা পর্যন্ত ফেরেশতারা তাকে অভিসম্পাত করতে থাকে।

৮৭-অনুচ্ছেদ ঃ স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্ত্রী যেন অন্য কাউকে তার ঘরে প্রবেশ করতে না দেয়।

٤٨١٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَيَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ اَنْ تَصُوْمَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ اِلاَّ بِاِذْنِهِ وَلاَ تَأْذَنُ فِىْ بَيْتِهِ اِلاَّ بِاِذْنِهِ وَمَا اَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ غَيْرِ اَمْرِهِ فَاِنَّهُ يُؤَدِّىْ اِلَيْهِ شَطْرُهُ وَرَاهُ اَبُوْ الزِّنَادِ اَيْضًا عَنْ مُوْسٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ فِى الصَّوْمِ .

৪৮১৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ব্যতীত কোন নারীর জন্য (নফল) রোযা রাখা বৈধ নয় এবং কোন নারী তার স্বামীর অনুমতি ব্যতীত কাউকে তার ঘরে প্রবেশের অনুমতি দিবে না। যদি কোন স্ত্রী স্বামীর নির্দেশ ছাড়া তার সম্পদ ব্যয় করে, তাহলে স্বামী তার অর্ধেক সওয়াব পাবে। হাদীসটি রোযা অধ্যায়েও আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে।

৮৮-অনুচ্ছেদ ঃ (জান্নাত ও জাহান্নামের সাধারণ অধিবাসী)।

٤٨١٤- عَنْ أُسَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قُمْتُ عَلٰى بَابِ الْجَنَّةِ فَكَانَ عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِيْنُ وَاَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوْسُوْنَ غَيْرَ اَنَّ اَصْحَابُ النَّارِ قَدْ اُمِرُ بِهِمْ اِلَى النَّارِ وَقُمْتُ عَلٰى بَابِ النَّارِ فَاِذَا عَامَّةَ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ .

৪৮১৪. উসামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ আমি জান্নাতের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম যারা তাতে প্রবেশ করেছে তাদের অধিকাংশই দরিদ্র, অথচ ধনীদেরকে (প্রবেশ দ্বারেই) আটক রাখা হয়েছে। কিন্তু জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আমি জাহান্নামের প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে দেখলাম যে, তাতে প্রবেশকারী অধিকাংশই হচ্ছে নারী।

৮৯-অনুচ্ছেদ ঃ স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়া। আল-আশীর বলতে স্বামী, সংগী-সাথী বা বন্ধুকেও বুঝায়। এ প্রসংগে আবু সাঈদ (রা) রসূলুল্লাহ (স) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٤٨١٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً نَحْوًا مِّنْ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَقَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيٰوتِهٖ فَاِذَا رَاَيْتُمْ ذٰلِكَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ رَاَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِىْ مَقَامِكَ هٰذَا ثُمَّ رَاَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ فَقَالَ اِنِّىْ رَاَيْتُ الْجَنَّةَ اَوْ اُرِيْتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُوْدًا وَلَوْ اَخَذْتُهُ لَاَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا وَرَاَيْتُ النَّارَ فَلَمْ اَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ وَرَاَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا النِّسَاءَ قَالُوْا لِمَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ بِكُفْرِهِنَّ (يَكْفُرْنَ) قِيْلَ يَكْفُرْنَ بِاللّٰهِ قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ وَيَكْفُرْنَ الْاِحْسَانَ لَوْ اَحْسَنْتَ اِلٰى اِحْدَاهُنَّ اَلدَّهْرَ ثُمَّ رَاَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَاَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ .

৪৮১৫. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স)-এর জীবদ্দশায় সূর্যগ্রহণ হলো। রসূলুল্লাহ (স) সালাতুল 'খুসূফ' (সূর্যগ্রহণের নামায) পড়লেন, লোকেরাও তাঁর সাথে নামায পড়লেন। তিনি সূরা আল-বাকারার (তিলাওয়াতের) সমপরিমাণ সময় কিয়াম করলেন (দাঁড়িয়ে থাকলেন)। অতপর তিনি দীর্ঘক্ষণ রুকূ' করলেন, অতপর মাথা তুলে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন ; এটা পূর্বোক্ত কিয়ামের চেয়ে সামান্য স্বল্পস্থায়ী ছিল, অতপর পুনরায় তিনি দীর্ঘস্থায়ী রুকূ করলেন, তা পূর্বের রুকূ'র চেয়ে সংক্ষিপ্ত ছিল। অতপর

তিনি সিজদা করলেন। এরপর তিনি দীর্ঘ কিয়াম করলেন তবে তা ছিল পূর্বের কিয়ামের চেয়ে স্বল্পস্থায়ী। এরপর তিনি দীর্ঘ রুকূ করলেন, কিন্তু এবারের রুকূ পূর্ববর্তী রুকূর চেয়ে সংক্ষিপ্ত ছিল। অতপর তিনি দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ালেন, কিন্তু এবারের দাঁড়াবার সময় ছিল পূর্বের চেয়ে কম। পুনরায় তিনি দীর্ঘ রুকূ করলেন, তবে পূর্বের রুকূর চেয়ে কম দীর্ঘ। এরপর সিজদায় গেলেন এবং নামায শেষ করলেন। ততক্ষণে সূর্য গ্রহণও শেষ হল। অতপর নবী (স) বলেন ঃ সূর্য ও চন্দ্র হচ্ছে আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন। কারো জন্ম বা মৃত্যুর কারণে গ্রহণ লাগে না। তাই তোমরা যখন গ্রহণ দেখতে পাও, আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর (কুসূফ ও খুসূফের নামায আদায় কর)। অতপর জনতা বলল ঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমরা এক (আশ্চর্য) ব্যাপার দেখতে পেলাম, আপনি এখানে কিছু আনার জন্য হাত বাড়ালেন, পুনরায় আপনি পিছে সরে আসলেন। তিনি (স) বললেন ঃ আমি জান্নাত দেখতে পেলাম অথবা জান্নাত আমাকে দেখানো হল। আমি সেখান থেকে (আঙ্গুরের) গুচ্ছ ছিড়ে আনার জন্য হাত বাড়ালাম এবং তা যদি সংগ্রহ করতাম, তবে তোমরা তা থেকে পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত খেতে পারতে। অতপর আমি আগুন (জাহান্নাম) দেখতে পেলাম। আমি এর পূর্বে কখনও এর ভয়াবহ দৃশ্য দেখিনি। আমি দেখতে পেলাম জাহান্নামের অধিবাসীদের অধিকাংশই নারী। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! এর কারণ কি ? তিনি উত্তর দিলেন, তাদের অকৃতজ্ঞতার কারণে। বলা হল, তারা কি আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী করে, নাশোকরী করে ? তিনি বললেন ঃ তারা তাদের স্বামীদের প্রতি কৃতজ্ঞ নয় এবং তাদের প্রতি যে সহৃদয়তা দেখানো হয় তার প্রতিও কৃতজ্ঞ নয়। তুমি যদি যুগ যুগ ধরে তাদের কারো সাথে ভাল ব্যবহার কর, অতপর সে যদি কখনও তোমার থেকে অমনোপূত কিছু দেখে, তবে বলে ঃ আমি জীবনে কখনও তোমার ভাল ব্যবহার দেখলাম না।

٤٨١٦- عَنْ عِمْرَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اطَّلَعْتُ فِى الْجَنَّةِ فَرَاَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِى النَّارِ فَرَاَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا النِّسَاءَ تَابَعَهُ اَيُّوبُ وَسَلْمُ وَابْنُ زَرِيْرٍ .

৪৮১৬. ইমরান (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ আমি জান্নাতের দিকে তাকালাম এবং দেখলাম এর অধিকাংশ বাসিন্দাই দরিদ্র। আমি আগুনের (জাহান্নামের) দিকে তাকালাম এবং দেখলাম, এর অধিকাংশ বাসিন্দাই নারী।

৯০-অনুচ্ছেদ ঃ তোমার ওপর তোমার স্ত্রীর অধিকার (প্রাপ্য) রয়েছে। আবু জুহায়ফা (রা) এই প্রসঙ্গে নবী (স) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٤٨١٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاعَبْدَ اللّٰهِ اَلَمْ اُخْبَرْ اَنَّكَ تَصُوْمُ النَّهَارَ وَتَقُوْمُ اللَّيْلَ قُلْتُ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَلاَ تَفْعَلْ صُمْ وَاَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ فَاِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا .

৪৮১৭. আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ হে আবদুল্লাহ ! আমাকে কি অবহিত করা হয়নি যে, তুমি দিনভর রোযা রাখ এবং রাতভর

ইবাদতে মশগুল থাক ? আমি বললাম ঃ হাঁ, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! তিনি বললেন ঃ এরূপ করো না। রোযাও রাখ এবং ইফতারও কর, রাত জেগে ইবাদতও কর এবং নিদ্রাও যাও। কেননা তোমার শরীরেরও তোমার কাছে প্রাপ্য আছে, তোমার চোখেরও তোমার কাছে প্রাপ্য আছে, তোমার স্ত্রীরও তোমার কাছে প্রাপ্য আছে।

৯১-অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রী তার স্বামীর সংসারের রক্ষক বা তত্ত্বাবধায়ক।

٤٨١٨- عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْاَمِيْرُ رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلٰى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ .

৪৮১৮. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকেই রাখাল (অভিভাবক) এবং নিজ অধীনস্থ লোকদের ব্যাপারে সে দায়ী। শাসক একজন অভিভাবক এবং কোন ব্যক্তি তার পরিবারের লোকদের অভিভাবক (দায়িত্বশীল)। কোন মহিলা তার স্বামী গৃহের ও তার সন্তানদের অভিভাবক (রক্ষক)। অতএব তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং নিজ অধীনস্থ লোকদের ব্যাপারে তোমাদের প্রত্যেককেই জবাবদিহি করতে হবে।

৯২-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "পুরুষরা মহিলাদের কর্তা।"-(সূরা আন নিসা ঃ ৩৪)

٤٨١٩- عَنْ اَنَسٍ قَالَ اٰلٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا وَقَعَدَ فِيْ مَشْرَبَةٍ لَهُ فَنَزَلَ لِتِسْعٍ وَّعِشْرِيْنَ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ اٰلَيْتَ عَلٰى شَهْرٍ قَالَ اِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَّعِشْرُوْنَ .

৪৮১৯. আনাস (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (স) এক মাসের জন্য তাঁর স্ত্রীদের সাথে ঈলা (তাদের সাথে মেলামেশা না করার শপথ) করেন। তিনি স্বীয় ঘরের মাচানে বসে থাকলেন। উনত্রিশ দিন অতিবাহিত হলে তিনি সেখান থেকে নেমে আসলেন। বলা হল ঃ হে আল্লাহর রসূল ! আপনি তো এক মাসের জন্য ঈলা করেছেন। তিনি বললেন ঃ মাস উনত্রিশ দিনেও হয়ে থাকে।

৯৩-অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীদের শয্যা থেকে নবী (স)-এর আলাদা থাকার বর্ণনা। মুয়াবিয়া ইবনে হাইদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ তোমার স্ত্রী থেকে স্বতন্ত্র শয্যা গ্রহণ করলে তা একই ঘরে হওয়া উচিত। প্রথম হাদীস অধিকতর সহীহ।

٤٨٢٠- عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَلَفَ اَنْ لاَ يَدْخُلَ عَلٰى بَعْضِ نِسَائِهِ شَهْرًا فَلَمَّا مَضٰى تِسْعَةٌ وَّعِشْرُوْنَ يَوْمًا غَدَا عَلَيْهِنَّ اَوْ رَاحَ فَقِيْلَ لَهُ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ حَلَفْتَ اَنْ لاَ تَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا قَالَ اِنَّ الشَّهْرَ يَكُوْنُ تِسْعَةً وَّعِشْرِيْنَ يَوْمًا .

৪৮২০. উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) শপথ করলেন যে, তিনি এক মাস তাঁর কতিপয় স্ত্রীর কাছে গমন করবেন না। কিন্তু যখন ঊনত্রিশ দিন অতিবাহিত হল তিনি সকালে বা বিকালে তাদের কাছে গমন করলেন। তাঁকে বলা হল ঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আপনি শপথ করেছেন যে, এক মাস তাদের কাছে যাবেন না। তিনি উত্তর দিলেন ঃ মাস তো ঊনত্রিশ দিনেও হয়ে থাকে।

٤٨٢١ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَصْبَحْنَا يَوْمًا وَنِسَاءُ النَّبِيِّ ﷺ يَبْكِيْنَ عِنْدَ كُلِّ امْرَأَةٍ مِّنْهُنَّ اَهْلُهَا فَخَرَجْتُ اِلَى الْمَسْجِدِ فَاِذَا هُوَ مَلآنُ مِنَ النَّاسِ فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَصَعِدَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِيْ غُرْفَةٍ لَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ اَحَدٌ ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ اَحَدٌ ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ اَحَدٌ فَنَادَاهُ فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ فَقَالَ لاَ وَلٰكِنْ اٰلَيْتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا فَمَكَثَ تِسْعًا وَّعِشْرِيْنَ ثُمَّ دَخَلَ عَلٰى نِسَائِهِ .

৪৮২১. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমরা একদিন সকালবেলা গিয়ে দেখতে পেলাম, নবী (স)-এর স্ত্রীগণ কাঁদছেন এবং তাদের সাথে তাদের পরিবারের লোকজনও রয়েছে। আমি মসজিদে গিয়ে দেখতে পেলাম তা লোকে লোকারণ্য। অতপর উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এলেন এবং নবী (স)-এর উপরি মাচানে আরোহণ করলেন এবং সালাম করলেন কিন্তু কেউ উত্তর দিল না। তিনি পুনরায় সালাম দিলেন, কিন্তু কেউ উত্তর দিল না, আবারও সালাম দিলেন কিন্তু কেউ উত্তর দিল না। অতপর নবী (স) তাঁকে ডাকলেন এবং তিনি ভেতরে নবী (স)-এর কাছে প্রবেশ করলেন, অতপর জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি কি আপনার স্ত্রীদের তালাক দিয়েছেন ? তিনি বললেন, না। কিন্তু আমি শপথ করেছি যে, এক মাস তাদের কাছে যাব না। সুতরাং নবী (স) ঊনত্রিশ দিন পর্যন্ত আলাদা থাকলেন, অতপর তাদের কাছে গেলেন।

৯৪-অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীদেরকে প্রহার করা মাকরূহ। আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "তাদেরকে প্রহার কর"–(৪ ঃ ৩৪) অর্থাৎ মৃদু প্রহার কর।

٤٨٢٢ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَجْلِدُ اَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِيْ اٰخِرِ الْيَوْمِ .

৪৮২২. আবদুল্লাহ ইবনে যামআ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ তোমাদের কেউ যেন নিজ স্ত্রীকে দাসদের মত প্রহার না করে, অতপর দিনের শেষে তার সাথে সংগমে লিপ্ত হয় (এটা শোভনীয় নয়)।

৯৫-অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রী স্বামীর গর্হিত নির্দেশ মান্য করবে না।

٤٨٢٣ـ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ امْرَأَةً مِّنَ الْاَنْصَارِ زَوَّجَتْ ابْنَتَهَا فَتَمَعَّطَ شَعْرُ رَأْسِهَا فَجَاءَتْ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَتْ اِنَّ زَوْجَهَا اَمَرَنِيْ اَنْ اَصِلَ فِيْ شَعْرِهَا فَقَالَ لاَ اِنَّهُ قَدْ لُعِنَ الْمُوْصِلاَتُ .

৪৮২৩. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। এক আনসারী মহিলা তার মেয়েকে বিয়ে দিলেন কিন্তু তার মাথায় চুল উঠে যেতে লাগল। আনসারী মহিলা নবী (স)-এর কাছে এসে বিষয়টি তাঁর নিকট বর্ণনা করল এবং বলল, তার (মেয়ের) স্বামী আমাকে বলেছে, আমি যেন আমার মেয়ের মাথার কৃত্রিম চুল পরিধান করাই। নবী (স) বলেন ঃ না, কারণ যেসব নারী মাথায় কৃত্রিম চুল পরিধান করে তা লম্বা করে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেন।

৯৬-অনুচ্ছেদ ঃ "কোন স্ত্রী যদি তার স্বামীর দুর্ব্যবহার কিংবা উপেক্ষার আশংকা করে"-(সূরা আন-নিসা ঃ ১২৮)।

٤٨٢٤- عَنْ عَائِشَةَ (وَاِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا) قَالَتْ هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُوْنُ عِنْدَ الرَّجُلِ لاَ يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا فَيُرِيْدُ طَلاَقَهَا وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا تَقُوْلُ لَهُ اَمْسِكْنِيْ وَلاَ تُطَلِّقْنِيْ ثُمَّ تَزَوَّجْ غَيْرِيْ فَاَنْتَ فِيْ حِلٍّ مِّنَ النَّفَقَةِ عَلَيَّ وَالْقِسْمَةِ لِيْ فَذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالٰى (فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ)

৪৮২৪. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। কোন স্ত্রী যদি তার স্বামীর দুর্ব্যবহার কিংবা উপেক্ষার আশংকা করে।" তিনি বলেন, এ আয়াত হচ্ছে ঐ মহিলা সম্পর্কে যার স্বামী তাকে আর রাখতে চায় না, বরং তাকে তালাক দিয়ে অন্য কোন মহিলাকে বিয়ে করতে চায়। তখন তার স্ত্রী তাকে বলে ঃ আমাকে রাখ এবং তালাক দিও না, অন্য মহিলাকে বিয়ে কর এবং তুমি ইচ্ছা করলে আমাকে খোরপোষ নাও দিতে পার এবং আমাকে শয্যাসঙ্গিনী নাও করতে পার। এটা আল্লাহ্র নিম্নোক্ত বাণী দ্বারা বুঝা যায় ঃ "তারা (স্বামী-স্ত্রী) আপোষ-নিষ্পত্তি করতে চাইলে তাদের কোন দোষ নেই এবং আপোষ-নিষ্পত্তিই উত্তম"-(সূরা আন-নিসা ঃ ১২৮)।

৯৭-অনুচ্ছেদ ঃ আযল (স্ত্রী লিঙ্গের বাইরে বীর্যপাত)।

٤٨٢٥- عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

৪৮২৫. জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। আমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে আযল করতাম।

٤٨٢٦- عَنْ جَابِرٍ يَقُوْلُ كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْاٰنُ يَنْزِلُ وَعَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ (كَانَ يُعْزَلُ) عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَالْقُرْاٰنُ يَنْزِلُ .

৪৮২৬. জাবের (রা) বলেন, আমরা 'আযল' করতাম, অথচ তখনও কুরআন নাযিল হচ্ছিল। অন্য সূত্র থেকেও জাবের (রা) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে এবং কুরআন নাযিল হওয়াকালে আযল করতাম।

٤٨٢٧- عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ اَصَبْنَا سَبْيًا فَكُنَّا نَعْزِلُ فَسَاَلْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَوَاِنَّكُمْ لَتَفْعَلُوْنَ قَالَهَا ثَلٰثًا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ اِلاَّ هِيَ كَائِنَةٌ .

৪৮২৭. আবু সাঈদ আল খুদরী (রা) বলেন, আমরা যুদ্ধের গনীমাত হিসেবে ক্রীতদাসী পেতাম, আমরা (তাদের সাথে সংগমের সময়) আযল করতাম। সুতরাং আমরা এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন ঃ তোমরা কি বাস্তবিকই তা (আযল) করো ! একথা তিনি তিনবার বলেন এবং পরে বলেন ঃ যে আত্মা (প্রাণসমূহ) কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ায় আসা নির্ধারিত রয়েছে তা অবশ্যই আসবে (অর্থাৎ আযল করা বা না করায় তা প্রতিহত হবে না)।

৯৮-অনুচ্ছেদ ঃ সফরে যাওয়ার প্রাক্কালে স্ত্রীদের মধ্যে লটারী করা।

٤٨٢٨- عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا اَرَادَ سَفَرًا اَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَطَارَتِ الْقُرْعَةُ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ فَقَالَتْ حَفْصَةُ اَلاَ تَرْكَبِيْنَ اللَّيْلَةَ بَعِيْرِىْ وَاَرْكَبُ بَعِيْرَكِ تَنْظُرِيْنَ وَاَنْظُرُ فَقَالَتْ بَلٰى فَرَكِبَتْ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ اِلٰى جَمَلِ عَائِشَةَ وَعَلَيْهَا حَفْصَةُ فَسَلَّمَ عَلَيْهَا ثُمَّ سَارَ حَتّٰى نَزَلُوْا وَافْتَقَدَتْهُ عَائِشَةُ فَلَمَّا نَزَلُوْا جَعَلَتْ رِجْلَيْهَا بَيْنَ الْاِذْخِرِ وَتَقُوْلُ يَا رَبِّ سَلِّطْ عَلَىَّ عَقْرَبًا اَوْ حَيَّةً تَلْدَغُنِىْ وَلاَ اَسْتَطِيْعُ اَنْ اَقُوْلَ لَهُ شَيْئًا.

৪৮২৮. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। যখনই নবী (স) সফরে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন, তিনি তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে লটারী করতেন (কাকে সঙ্গে নেবেন এভাবে ফায়সালা করতেন এবং যার নাম উঠত তাকেই সঙ্গে নিতেন)। এক সফরে লটারীতে আয়েশা এবং হাফসা (রা)-এর নাম উঠে। নবী (স) যখন রাতে সফর করতেন তখন আয়েশার সাথে এক সওয়ারীতে আরোহণ করতেন এবং তার সাথে কথা বলতে বলতে পথ চলতেন। এক রাতে হাফসা (রা) আয়েশা (রা)-কে বলেন, আজ রাতে তুমি কি আমার উটে আরোহণ করবে এবং আমি তোমার উটে আরোহণ করবো ? যাতে আমি (তোমাকে) এবং তুমি (আমাকে এক নতুন অবস্থায়) দেখতে পাও ? আয়েশা (রা) বলেন, হাঁ (আমি রাজী)। সুতরাং আয়েশা (হাফসার উটে) আরোহণ করলেন (এবং হাফসা আয়শার উটে)। নবী (স) আয়েশা (রা)-এর (পূর্ব নির্ধারিত) উটের কাছে আসলেন, যার ওপরে হাফসা বসা ছিলেন। তিনি তাকে সালাম করলেন এবং সামনে অগ্রসর হলেন। পথিমধ্যে এক স্থানে গিয়ে যাত্রাবিরতি করলেন। আয়েশা (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর (সান্নিধ্য) থেকে বঞ্চিত হলেন। সুতরাং যখন তারা যাত্রা বিরতি করলেন, তিনি (আয়েশা) নিজ পদদ্বয় ইযখির নামক ঘাসের মধ্যে লুকিয়ে বলতে থাকলেন ঃ হে আল্লাহ ! তুমি আমার জন্য কোন বিচ্ছু বা সাপ পাঠিয়ে দাও, যাতে তারা আমাকে দংশন করে। কেননা আমি এ ব্যাপারে (আমার নিজের বুদ্ধির ফলে এ বিচ্ছেদ) তাঁকে [রসূলুল্লাহ (স)-কে] কিছু বলতে পারব না।

৯৯-অনুচ্ছেদ ঃ যে নারী তার কাছে স্বামীর রাত কাটাবার পালা অন্য স্ত্রীর কাছে থাকার জন্য দিয়ে দেয় এবং পালা কিভাবে ভাগ করতে হবে।

٤٨٢٩ـ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ وَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ بِيَوْمِهَا وَيَوْمِ سَوْدَةَ .

৪৮২৯. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। সওদা বিনতে যামায়া (রা) তাঁর কাছে রসূলুল্লাহ (স)-এর রাত যাপনের পালা আয়েশাকে দিয়ে দেন। সুতরাং রসূল (স) আয়েশার জন্য (দু'দিন বরাদ্দ করেন), একদিন তার নিজের অন্যদিন সওদা (রা)-এর।

১০০-অনুচ্ছেদ ঃ নিজ স্ত্রীগণের মধ্যে ইনসাফ করা এবং আল্লাহ্র বাণী ঃ "তোমরা যতই ইচ্ছা করো না কেন তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সমান ব্যবহার করা তোমাদের সাধ্যের বাইরে ...বস্তুত আল্লাহ প্রাচুর্যময়, মহাজ্ঞানী"(সূরা আন-নিসা ঃ ১২৯-১৩০)।

১০১-অনুচ্ছেদ ঃ পরিণত বয়স্কা স্ত্রীর বর্তমানে কুমারী মেয়ে বিয়ে করা।

٤٨٣٠ـ عَنْ اَنَسٍ وَلَوْ شِئْتُ اَنْ اَقُوْلَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَلٰكِنْ قَالَ السُّنَّةُ اِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ اَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَاِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَةَ اَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا .

৪৮৩০. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর সুন্নাত এই যে, কোন ব্যক্তি কুমারী মেয়েকে বিয়ে করলে (এবং তার ঘরে বয়স্কা স্ত্রীও থাকলে) সে তার কাছে প্রথম পালায় সাত দিন রাত যাপন করবে। কেউ বয়স্কা মহিলাকে বিয়ে করলে সে তার সাথে তিন দিন থাকবে।

১০২-অনুচ্ছেদ ঃ কুমারী স্ত্রী থাকা অবস্থায় বিধবা নারীকে বিবাহ করলে।

٤٨٣١ـ عَنْ اَنَسٍ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ اِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ اَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ وَاِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ اَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا ثُمَّ قَسَمَ قَالَ اَبُوْ قِلاَبَةَ وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ اِنَّ اَنَسًا رَفَعَهُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ

৪৮৩১. আনাস (রা) বলেন, নবী (স)-এর সুন্নাত হচ্ছে, যদি কেউ সায়্যিবা স্ত্রী থাকা অবস্থায় কুমারী মেয়ে বিয়ে করে, তবে যেন (প্রথমে) সাত দিন তার (কুমারী স্ত্রীর) সাথে কাটায় এবং এরপর থেকে পালা অনুসারে। তরুণী স্ত্রী থাকা অবস্থায় কেউ যদি সায়্যিবা নারীকে বিবাহ করে তবে যেন তার (সায়্যিবা স্ত্রীর) সাথে তিন দিন কাটায় এবং এরপর থেকে পালাক্রমে। আবু কিলাবা বলেন, আনাস (রা) এ হাদীস রসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণনা করেছেন।

১০৩-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি পরপর সকল স্ত্রীর সাথে সংগমের পর একবার গোসল করে।

٤٨٣٢ـ عَنْ قَتَادَةَ اَنَّ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَطُوْفُ عَلٰى نِسَائِهِ فِى اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ .

৪৮৩২. কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। আনাস ইবনে মালেক (রা) তাদের নিকট বর্ণনা করেছেন ঃ নবী (স) একই রাতে তাঁর সকল স্ত্রীর সাথে মিলিত হতেন এবং এ সময় তাঁর ন'জন স্ত্রী ছিল।

১০৪-অনুচ্ছেদ ঃ দিনের বেলা স্ত্রীদের সাথে সংগম করা।

٤٨٣٣- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْعَصْرِ دَخَلَ عَلٰى نِسَائِهٖ فَيَدْنُوْ مِنْ اِحْدٰهُنَّ فَدَخَلَ عَلٰى حَفْصَةَ فَاحْتَبَسَ اَكْثَرَ مَا كَانَ يَحْتَبِسُ.

৪৮৩৩. আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) আসরের নামায শেষে স্বীয় স্ত্রীদের কাছে গমন করতেন এবং কোন একজনের সাথে ঘনিষ্ঠ হতেন। একদা তিনি হাফসার কাছে গেলেন এবং সেখানে স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে বেশী সময় কাটালেন।

১০৫-অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি তার অসুস্থতার সময় সকল স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে তাদের কোন একজনের কাছে অবস্থান করলে।

٤٨٣٤- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَسْاَلُ فِىْ مَرَضِهِ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ اَيْنَ اَنَا غَدًا اَيْنَ اَنَا غَدًا يُرِيْدُ يَوْمَ عَائِشَةَ فَاَذِنَ لَهُ اَزْوَاجُهُ يَكُوْنُ حَيْثُ شَاءَ فَكَانَ فِىْ بَيْتِ عَائِشَةَ حَتّٰى مَاتَ عِنْدَهَا قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَاتَ فِى الْيَوْمِ الَّذِىْ كَانَ يَدُوْرُ عَلَىَّ فِيْهِ فِىْ بَيْتِىْ فَقَبَضَهُ اللّٰهُ وَاِنَّ رَاْسَهُ لَبَيْنَ نَحْرِىْ وَسَحْرِىْ وَخَلَطَ رِيْقُهُ رِيْقِىْ .

৪৮৩৪. আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) তাঁর মৃত্যুকালীন রোগে আক্রান্ত অবস্থায় (তাঁর স্ত্রীদেরকে) জিজ্ঞেস করছিলেন, আগামীকাল আমার কার কাছে থাকার পালা ? আগামীকাল আমার কার কাছে থাকার পালা ? তিনি আয়েশার পালার দিনে আকাঙক্ষা করছিলেন। তাঁর সকল স্ত্রী তাঁকে যার ঘরে খুশী থাকার অনুমতি দিলেন। তিনি আয়েশার ঘরে অবস্থান করলেন এবং এখানে থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। আয়েশা (রা) বলেন ঃ আমার কাছে থাকার পালার দিন আল্লাহ তাঁকে নিজের কাছে তুলে নিলেন এ অবস্থায় যে, আমার বুক ও গলার মাঝখানে তাঁর মাথা ছিল, তাঁর মুখের লালা আমার মুখে পড়ছিল এবং আমার মুখের লালা তাঁর মুখে।[২৮]

১০৬-অনুচ্ছেদ ঃ এক স্ত্রীকে অন্য স্ত্রীর তুলনায় বেশী মহব্বত করা।

٤٨٣٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ دَخَلَ عَلٰى حَفْصَةَ فَقَالَ يَا بُنَيَّةُ لاَ يَغُرَّنَّكِ هٰذِهِ الَّتِىْ اَعْجَبَهَا حُسْنُهَا حُبُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِيَّاهَا يُرِيْدُ عَائِشَةَ فَقَصَصْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَتَبَسَّمَ .

২৮. অর্থাৎ আয়েশা (রা) কাঁচা মিসওয়াক চিবিয়ে রসূলুল্লাহ (স)-কে দিলেন এবং তিনিও নিজ দাঁত দ্বারা তা চিবালেন। এভাবে একের মুখের লালা অপরের মুখে গেল।

৪৮৩৫. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে উমার (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি হাফসা (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করে বললেন ঃ হে আমার কন্যা ! তার আচার-ব্যবহার তোমাকে যেন বিভ্রান্ত না করে। কেননা সে তার সৌন্দর্য ও তার প্রতি রসূলুল্লাহ্র ভালবাসার কারণে গর্বিতা। তিনি আয়েশা (রা)-কে বুঝিয়েছেন। আমি (উমার) এ ঘটনা আল্লাহ্র রসূলের কাছে বললে তিনি মুচকি হাসলেন।

১০৭-অনুচ্ছেদ ঃ (গর্বভরে) কোন নারীর কৃত্রিম সাজসজ্জা করা বা যা না আছে তার বড়াই করা (জায়েয নয়) এবং স্বামীর অন্য স্ত্রীর ওপরে অহংকার প্রদর্শন করা নিষেধ।

٤٨٣٦- عَنْ اَسْمَاءَ اَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِىْ ضَرَّةً فَهَلْ عَلَىَّ جُنَاحٌ اَنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِىْ غَيْرَ الَّذِىْ يُعْطِيْنِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَىْ زُوْرٍ .

৪৮৩৬. আসমা (রা) বলেন, এক মহিলা বলল ঃ হে আল্লাহ্র রসূল ! আমার সতীন আছে, এখন তাকে যদি আমার স্বামী আমাকে যা দেয়নি তা বানিয়ে বলি, তাতে কি কোন দোষ আছে ? রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ যা তাকে দেয়া হয়নি, তা দেয়া হয়েছে বলাটা ছদ্মবেশী বা বহুরূপী ধোঁকাবাজ প্রতারকের ন্যায়।[২৯]

১০৮-অনুচ্ছেদ ঃ আত্মসম্মানবোধ। সাদ ইবনে উবাদা (রা) বলেন ঃ "আমি যদি অন্য কোন পুরুষকে আমার স্ত্রীর সাথে দেখতে পাই, তাহলে আমি তাকে তরবারির ধারালো দিক দিয়ে আঘাত হানবো। নবী (স) বলেন ঃ তোমরা কি সাদের আত্মসম্মানবোধে আশ্চর্যান্বিত হচ্ছ ? (আল্লাহ্র কসম) ! আমার আত্মসম্মানবোধ তার চেয়ে অনেক বেশী এবং আল্লাহ্র আত্মমর্যাবোধ আমার চেয়েও অনেক বেশী।

٤٨٣٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ اَحَدٍ اَغْيَرُ مِنَ اللّٰهِ مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ وَمَا اَحَدٌ اَحَبُّ اِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللّٰهِ .

৪৮৩৭. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ তোমাদের কেউ আল্লাহ্র চেয়ে বেশী আত্মসম্মানবোধশীল নয়। এ কারণেই তিনি সবরকমের অশ্লীল কাজ হারাম করেছেন এবং আল্লাহ ছাড়া অপর কেউ নিজ প্রশংসা বেশী পসন্দ করেন না।

٤٨٣٨- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَا اُمَّةَ مُحَمَّدٍ مَا اَحَدٌ اَغْيَرُ مِنَ اللّٰهِ اَنْ يَّرٰى عَبْدَهُ اَوْ اَمَتَهُ تَزْنِىْ يَا اُمَّةَ مُحَمَّدٍ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَّلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا .

৪৮৩৮. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ হে মুহাম্মাদের উম্মাত ! আল্লাহ্র চেয়ে বেশী আত্মমর্যাদাবোধ আর কারো নেই। সুতরাং তিনি হারাম করেছেন

---

২৯. "সাওবায় যূর" অর্থ প্রতারণার দুই পরিচ্ছদ। অর্থাৎ এ ব্যক্তি হচ্ছে ঐ মিথ্যা সাক্ষীর ন্যায় যে লোকদেরকে ধোঁকা দেয়ার জন্য কোন ভাল ভদ্রলোকের পোশাক পরে, এ ধারণায় যে, লোকে তার পোশাক দেখে তাকে বিশ্বাসী মনে করবে।

তার কোন বান্দা বা বান্দীর ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া। হে মুহাম্মাদের উম্মাত ! যা আমি জানি তা যদি তোমরা জানতে তাহলে খুব কম হাসতে এবং বেশী কাঁদতে।

٤٨٣٩- عَنْ اَسْمَاءَ اَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ شَيْئٌ اَغْيَرُ مِنَ اللّٰهِ وَعَنْ يَحْيٰى اَنَّ اَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ

৪৮৩৯. আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছেন ঃ আল্লাহ্র চেয়ে বেশী আত্মমর্যাদাসম্পন্ন আর কোন কিছু নেই। ইয়াহ্ইয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু সালামা (র) তাকে বলেছেন যে, তিনি নবী (স)-কে অনুরূপ বলতে শুনেছেন।

٤٨٤٠- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ يُغَارُ وَغَيْرَةُ اللّٰهِ اَنْ يَّاتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ -

৪৮৪০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলার আত্ম-মর্যাদাবোধ আছে এবং আল্লাহ্র আত্মমর্যাদাবোধে ঐ সময় আঘাত লাগে যখন মু'মিন ব্যক্তি আল্লাহ্ কর্তৃক হারামকৃত কোন কাজে লিপ্ত হয়।

٤٨٤١- عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِيْ بَكْرٍ قَالَتْ تَزَوَّجَنِيْ الزُّبَيْرُ وَمَا لَهُ فِي الْاَرْضِ مِنْ مَّالٍ وَلاَ مَمْلُوْكٍ وَلاَ شَيْءٍ غَيْرَ نَاضِحٍ وَغَيْرَ فَرَسِهِ فَكُنْتُ اَعْلِفُ فَرَسَهُ وَاَسْتَقِيْ (اَسْقِيْ) الْمَاءَ وَاَخْرِزُ غَرْبَهُ وَاَعْجِنُ وَلَمْ اَكُنْ اُحْسِنُ اَخْبِزُ وَكَانَ يَخْبِزُ جَارَاتٌ لِيْ مِنَ الْاَنْصَارِ وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ وَكُنْتُ اَنْقُلُ النَّوٰى مِنْ اَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِيْ اَقْطَعَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى رَاْسِيْ وَهِيَ مِنِّيْ عَلٰى ثُلُثَيْ فَرْسَخٍ فَجِئْتُ يَوْمًا وَالنَّوٰى عَلٰى رَاْسِيْ فَلَقِيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَدَعَانِيْ ثُمَّ قَالَ اِخْ اِخْ لِيَحْمِلَنِيْ خَلْفَهُ فَاسْتَحْيَيْتُ اَنْ اَسِيْرَ مَعَ الرِّجَالِ وَذَكَرْتُ الزُّبَيْرَ وَغَيْرَتَهُ وَكَانَ اَغْيَرَ النَّاسِ فَعَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّيْ قَدِ اسْتَحْيَيْتُ فَمَضٰى فَجِئْتُ الزُّبَيْرَ فَقُلْتُ لَقِيَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعَلٰى رَاْسِي النَّوٰى وَمَعَهُ نَفَرٌ مِّنْ اَصْحَابِهِ فَاَنَاخَ لاَرْكَبَ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ وَعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ فَقَالَ وَاللّٰهِ لَحَمْلُكِ النَّوٰى كَانَ اَشَدَّ عَلَيَّ (عَلَيْكَ) مِنْ رُكُوْبِكِ مَعَهُ قَالَتْ حَتّٰى اَرْسَلَ اِلَيَّ اَبُوْ بَكْرٍ بَعْدَ ذٰلِكَ بِخَادِمٍ تَكْفِيْنِيْ سِيَاسَةَ الْفَرَسِ فَكَاَنَّمَا اَعْتَقَنِيْ .

৪৮৪১. আসমা বিনতে আবু বাক্র (রা) বলেন, যুবাইর (রা) আমাকে বিয়ে করলেন, তাঁর কাছে না ছিল কোন স্থাবর সম্পত্তি, না ছিল দাস-দাসী, কুয়া থেকে পানি উত্তোলনকারী

একটি উট ও ঘোড়া ছাড়া। আমি তার ঘোড়াকে ঘাস খাওয়াতাম, পানি পান করাতাম এবং পানি উত্তোলনকারী (চামড়ার) ঢোল ছিঁড়ে গেলে সেলাই করতাম, আটা পিষতাম কিন্তু ভালো রুটি তৈরি করতে জানতাম না। তাই আনসারী প্রতিবেশিনীরা আমার রুটি তৈরি করে দিত। আর তারা ছিল খুব পুণ্যবতী মহিলা। রসূলুল্লাহ্ (স) যুবাইর (রা)-কে যে সম্পত্তি দিয়েছিলেন আমি সেখান থেকে মাথায় করে খেজুরের বোঝা বহন করে আনতাম। আর এ জমির দূরত্ব ছিল আমার বাড়ী থেকে প্রায় দুই মাইল। একদা আমি মাথায় করে খেজুরের বোঝা বয়ে আনছিলাম। তখন আমি রসূলুল্লাহ্ (স)-এর সাক্ষাত পেলাম এবং তাঁর সাথে কতিপয় আনসারীও ছিলেন। নবী (স) আমাকে ডাকলেন এবং আমাকে তাঁর উটের পেছনে বসাবার জন্য উটকে 'ইখ্' 'ইখ্' বললেন। আমি পুরুষদের সাথে একত্রে যেতে লজ্জাবোধ করলাম এবং যুবাইরের আত্মমর্যাদাবোধের কথা মনে পড়লো। কেননা লোকদের মধ্যে তিনি ছিলেন খুব বেশী আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন। আল্লাহ্র রসূল লক্ষ্য করলেন যে, আমি লজ্জা অনুভব করছি। সুতরাং তিনি চলে গেলেন। আমি যুবাইরের কাছে পৌঁছে বললাম ঃ আমি খেজুরের বোঝা মাথায় নিয়ে আসছিলাম, পথিমধ্যে রসূলুল্লাহ্ (স)-এর সাথে সাক্ষাত হলো এবং তাঁর সাথে কতিপয় সাহাবীও ছিলেন। তিনি (স) তাঁর উটকে হাঁটু গেড়ে বসালেন, আমাকে তাতে আরোহণ করানোর জন্য। কিন্তু আমি তাঁর উপস্থিতি এবং আপনার আত্মমর্যাদাবোধের কথা স্মরণ করে লজ্জা অনুভব করলাম। যুবাইর (রা) বলেন, আল্লাহ্র কসম ! খেজুরের বোঝা মাথায় তোমাকে দেখা তাঁর সাথে উটে আরোহণ করার চেয়ে আমার নিকট বেশী লজ্জাজনক। অবশেষে আবু বাক্র সিদ্দীক (রা) ঘোড়ার দেখাশুনার জন্য আমার সাহায্যার্থে একজন খাদেম পাঠালেন। এরপরই আমি যেন আযাদ হলাম।

٤٨٤٢ـ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ فَاَرْسَلَتْ اِحْدٰى اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِصَحْفَةٍ فِيْهَا طَعَامٌ فَضَرَبَتِ الَّتِيْ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ بَيْتِهَا يَدَ الْخَادِمِ فَسَقَطَتِ الصَّحْفَةُ فَانْفَلَقَتْ فَجَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَقَ الصَّحْفَةِ ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيْهَا الطَّعَامَ الَّذِيْ كَانَ فِي الصَّحْفَةِ وَيَقُوْلُ غَارَتْ اُمُّكُمْ ثُمَّ حَبَسَ الْخَادِمَ حَتّٰى اُتِيَ بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الَّتِيْ هُوَ فِيْ بَيْتِهَا فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ اِلَى الَّتِيْ كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا وَاَمْسَكَ الْمَكْسُوْرَةَ فِي الْبَيْتِ الَّتِيْ كَسَرَتْ .

৪৮৪২. আনাস (রা) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (স) তাঁর কোন স্ত্রীর কাছে অবস্থানকালে তাঁর অপর এক স্ত্রী একটি পাত্রে কিছু খাদ্য পাঠান। যে স্ত্রীর ঘরে নবী (স) অবস্থান করছিলেন, সেই স্ত্রী খাদেমের হাতে আঘাত করায় পাত্রটি পড়ে গিয়ে ভেঙ্গে গেল। নবী (স) পাত্রের ভাঙ্গা টুকরা একত্র করে তার মধ্যে যে খাদ্য ছিল তা উঠাতে লাগলেন এবং বললেন ঃ তোমাদের মায়ের আত্মসম্মানে লেগেছে। অতপর তিনি খাদেমকে থামিয়ে রেখে যে স্ত্রীর কাছে ছিলেন, তার কাছ থেকে একটি পাত্র নিয়ে যার পাত্র ভাঙ্গা হয়েছে তাকে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন এবং ভাঙ্গা পাত্রটি এই স্ত্রীর কাছে রাখলেন।

٤٨٤٣ـ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ اَوْ اَتَيْتُ الْجَنَّةَ فَاَبْصَرْتُ قَصْرًا فَقُلْتُ لِمَنْ هٰذَا قَالُوْا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَاَرَدْتُ اَنْ اَدْخُلَهُ فَلَمْ يَمْنَعْنِىْ اِلاَّ عِلْمِىْ بِغَيْرَتِكَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ اَوَ عَلَيْكَ اَغَارُ .

৪৮৪৩. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ আমি জান্নাতে প্রবেশ করে একটি প্রাসাদ দেখতে পেলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, এটা কার জন্য ? ফেরেশতারা বললেন, উমার ইবনুল খাত্তাবের জন্য। আমি তাতে প্রবেশ করতে চাইলাম। কোন কিছুই আমাকে তাতে প্রবেশে বাধা দেয়নি, শুধু তোমার আত্মসম্মানবোধ সম্পর্কে আমার জ্ঞান। উমার (রা) বলেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক, কি করে আপনার (প্রবেশে) আমার আত্মসম্মানে আঘাত লাগবে (আপনার সাথে আমার আত্মমর্যাদাবোধের প্রশ্নই উঠে না)।

٤٨٤٤ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ جُلُوْسٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَمَا اَنَا نَائِمٌ رَاَيْتُنِىْ فِى الْجَنَّةِ فَاِذَا امْرَاَةٌ تَتَوَضَّاُ اِلٰى جَانِبِ قَصْرٍ فَقُلْتُ لِمَنْ هٰذَا قَالَ هٰذَا لِعُمَرَ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا فَبَكٰى عُمَرُ وَهُوَ فِى الْمَجْلِسِ ثُمَّ قَالَ اَوَ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَغَارُ .

৪৮৪৪. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, একদা আমরা আল্লাহ্‌র রসূলের নিকট বসাছিলাম। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ একদা আমি ঘুমিয়েছিলাম, জান্নাতে আমাকে এক মহিলাকে একটি প্রাসাদের পার্শ্বে উযূরত অবস্থায় দেখানো হল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ প্রাসাদটি কার জন্য ? বলা হলো, এটি উমারের জন্য। আমি উমারের আত্মসম্মানবোধের কথা স্মরণ করলাম। সুতরাং আমি ফিরে এলাম। (একথা শুনে) উমার সে মজলিসেই কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আপনার দ্বারা আমার আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগবে তা আমি কি করে ভাবতে পারি ?

১০৯-অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের আত্মমর্যাদাবোধ এবং তাদের অসন্তুষ্টি।

٤٨٤٥ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ لَاَعْلَمُ اِذَا كُنْتِ عَنِّىْ رَاضِيَةً وَاِذَا كُنْتِ عَلَىَّ غَضْبٰى قَالَتْ فَقُلْتُ مِنْ اَيْنَ تَعْرِفُ ذٰلِكَ فَقَالَ اَمَّا اِذَا كُنْتِ عَنِّىْ رَاضِيَةً فَاِنَّكِ تَقُوْلِيْنَ لاَ وَرَبِّ مُحَمَّدٍ وَاِذَا كُنْتِ عَلَىَّ غَضْبٰى قُلْتِ لاَ وَرَبِّ اِبْرَاهِيْمَ قَالَتْ قُلْتُ اَجَلْ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَهْجُرُ اِلاَّ اسْمَكَ .

৪৮৪৫. আয়েশা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) আমাকে বললেন, আমি জানি কখন তুমি আমার প্রতি খুশী হও এবং কখন রাগান্বিত হও। আমি বললাম, কি করে আপনি তা

বুঝতে পারেন ? তিনি বললেন ঃ যখন তুমি সন্তুষ্ট থাক তখন বল, না, মুহাম্মাদের রবের শপথ ! কিন্তু তুমি যখন আমার ওপর অসন্তুষ্ট থাক তখন বল, না, ইবরাহীমের রবের শপথ ! আমি বললাম, হাঁ, আল্লাহ্‌র কসম, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমি আপনার নাম ছাড়া আর কিছুই বাদ দেই না।

٤٨٤٦- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَمَا غِرْتُ عَلَى خَدِيْجَةَ لِكَثْرَةِ ذِكْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِيَّاهَا وَثَنَائِهِ عَلَيْهَا وَقَدْ اُوْحِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ لَهَا فِى الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ .

৪৮৪৬. আয়েশা (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর কোন স্ত্রীর প্রতি খাদীজার চেয়ে বেশী ঈর্ষাপরায়ণ ছিলাম না। কেননা রসূলুল্লাহ (স) প্রায়ই তাঁর কথা স্মরণ করতেন, তাঁর প্রশংসা করতেন। অহীর মাধ্যমে রসূলুল্লাহ (স)-কে জানিয়ে দেয়া হয় যে, তাঁকে (খাদীজাকে) জান্নাতের মধ্যে একটি মতির প্রাসাদের সুসংবাদ দাও।

১১০-অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তির নিজ কন্যাকে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ থেকে বিরত রাখা এবং তাকে ন্যায়পরায়ণ বানানো।

٤٨٤٧- عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ اِنَّ بَنِى هِشَامِ ابْنِ الْمُغِيْرَةِ اسْتَاْذَنُوْا (نِىْ) فِىْ اَنْ يُنْكِحُوْا ابْنَتَهُمْ عَلِىَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ فَلَا اٰذَنُ ثُمَّ لَا اٰذَنُ ثُمَّ لَااٰذَنُ اِلاَّ اَنْ يُرِيْدَ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ اَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِىْ وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَاِنَّمَا هِىَ بَضْعَةٌ مِنِّىْ يُرِيْبُنِىْ مَا اَرَابَهَا وَيُؤْذِيْنِىْ مَاآذَاهَا هٰكَذَا قَالَ

৪৮৪৭. মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে মিম্বারে উঠে বলতে শুনেছি ঃ হিশাম ইবনুল মুগীরার বংশ আলী ইবনে আবু তালিবের কাছে তাদের মেয়ে বিয়ে দেয়ার ব্যাপারে আমার কাছে অনুমতি চেয়েছে। কিন্তু আমি অনুমতি দিব না, আমি অনুমতি দিব না এবং আমি অনুমতি দিব না, তবে আলী ইবনে আবু তালিব তাদের কন্যাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে ইচ্ছা করলে আমার কন্যাকে তালাক দিতে পারে। কেননা ফাতেমা আমার (শরীরের) অংশ। যা সে ঘৃণা করে আমিও তা ঘৃণা করি এবং যা তাকে কষ্ট দেয় তা আমাকেও কষ্ট দেয়।

১১১-অনুচ্ছেদ ঃ নারীর সংখ্যাধিক্য ও পুরুষদের সংখ্যাল্পতা হবে। আবু মূসা (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ তুমি দেখতে পাবে পুরুষদের সংখ্যাল্পতা ও নারীদের সংখ্যাধিক্যের কারণে চল্লিশজন মহিলা একজন পুরুষের পেছনে লেগে যাবে তার কাছে আশ্রয় পাবার জন্য।

٤٨٤٨- عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَاُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيْثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَا يُحَدِّثُكُمْ بِهِ اَحَدٌ غَيْرِىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يُرْفَعَ

الْعِلْمُ وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ وَيَكْثُرَ الزِّنَا وَيَكْثُرَ شُرْبُ الْخَمْرِ وَيَقِلَّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُوْنَ لِخَمْسِيْنَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ .

৪৮৪৮. আনাস (রা) বলেন, আমি তোমাদের কাছে একটি হাদীস বর্ণনা করব, যা আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে শুনেছি এবং আমি ছাড়া আর কেউ তোমাদেরকে তা বলবে না। আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামতের শর্তাবলীর (নিদর্শনসমূহের) মধ্যে রয়েছে ঃ (দীনের) জ্ঞান লোপ পাবে, মূর্খতা বেড়ে যাবে, যেনা বেড়ে যাবে, মদপান বেড়ে যাবে, পুরুষদের সংখ্যা কমে যাবে এবং নারীদের সংখ্যা বেড়ে যাবে, এমনকি একজন পুরুষকে পঞ্চাশজন মহিলার[৩০] দেখাশুনা করতে হবে।

১১২-অনুচ্ছেদ ঃ মাহরাম (বিবাহ নিষিদ্ধ ব্যক্তি) ছাড়া কোন পুরুষের সাথে কোন নারী নির্জনে মিলিত হবে না এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোন নারীর ঘরে কোন পুরুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ।

٤٨٤٩- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالدُّخُوْلَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَرَاَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ .

৪৮৪৯. উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ তোমরা মহিলাদের নিকট (একাকী) প্রবেশ থেকে বিরত থাকো। আনসারদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলল ঃ হে আল্লাহর রসূল ! দেবরদের ব্যাপারে কি নির্দেশ ? তিনি (স) বলেন ঃ দেবর তো মৃত্যু তুল্য।[৩১]

٤٨٥٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ اِلاَّ مَعَ ذِيْ مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِمْرَأَتِيْ خَرَجَتْ حَاجَّةً وَاكْتُتِبْتُ فِيْ غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا قَالَ ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَ اِمْرَأَتِكَ .

৪৮৫০. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স) বলেন ঃ মাহরামের ব্যক্তির উপস্থিতি ছাড়া কোন পুরুষ যেন একাকী (গায়র মাহরাম) মহিলার কাছে না যায়। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল ঃ হে আল্লাহ্র রসূল ! আমার স্ত্রী হজ্জ করার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেছে এবং আমি অমুক অমুক জিহাদে যাওয়ার জন্য আমার নাম তালিকাভুক্ত করিয়েছি। নবী (স) বললেন ঃ তুমি ফিরে যাও এবং তোমার স্ত্রীর সাথে হজ্জ কর।

১১৩-অনুচ্ছেদ ঃ লোকদের উপস্থিতিতে কোন ব্যক্তির কোন স্ত্রীলোকের একান্তে কথা বলা জায়েয।

---

৩০. এখানে সংখ্যাটা মুখ্য নয়, নারীদের সংখ্যাধিক্য ও পুরুষদের সংখ্যাল্পতা বুঝানোই মূল লক্ষ্য। তাই কোথাও ৪০ বলা হয়েছে, আবার কোথাও বলা হয়েছে ৫০জন।

৩১. স্ত্রীলোকের স্বামীর ভাই, চাচাত, খালাত, ফুফাত ভাই বা দেবর যাদের সাথে কোন মহিলার বিবাহ জায়েয, এদের সাথে মেলামেশা ও দেখা-সাক্ষাতের ফলে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠার আশংকা থাকে এবং যার ফলে সংসারের শান্তি বিঘ্নিত হয়ে চরম অশান্তির সৃষ্টি হতে পারে। দেবরকে মৃত্যুদূত তুল্য ভয় করা উচিত। কারণ দেবরদের দ্বারাই বেশী অঘটন ঘটে থাকে।

٤٨٥١- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَخَلاَ بِهَا فَقَالَ وَاللّٰهِ اِنَّكُمْ لَاَحَبُّ النَّاسِ اِلَيَّ .

৪৮৫১. আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, এক আনসারী রমণী নবী (স)-এর নিকট আসলে তিনি (স) তাকে একান্তে বললেন ঃ আল্লাহ্র কসম ! তোমরা (আনসাররা) আমার কাছে সকল লোকদের চেয়ে অধিক প্রিয়।

১১৪-অনুচ্ছেদ ঃ নারীর বেশধারী পুরুষের মহিলাদের নিকট প্রবেশ করা নিষেধ।

٤٨٥٢- عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا وَفِى الْبَيْتِ مُخَنَّثٌ فَقَالَ الْمُخَنَّثُ لِاَخِىْ اُمِّ سَلَمَةَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اُمَيَّةَ اِنْ فَتَحَ اللّٰهُ لَكُمُ الطَّائِفَ هٰذَا اَدُلُّكَ عَلَى ابْنَةِ غَيْلَانَ فَاِنَّهَا تُقْبِلُ بِاَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَدْخُلَنَّ هٰذَا عَلَيْكُمْ .

৪৮৫২. উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) তাঁর কাছে ছিলেন। ঘরের মধ্যে এক মেয়েলী স্বভাবের পুরুষ ছিল। ঐ পুরুষটি উম্মে সালামার ভাই আবদুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়াকে বলল, যদি আগামীকাল আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে তায়েফ বিজয় দান করেন, তবে আমি আপনাকে গাইলানের মেয়েকে দেখিয়ে দিব। কেননা সে (এত মেদবহুল যে,) যখন সম্মুখ দিক দিয়ে আসে, তখন তার পেটের চামড়ায় চার ভাঁজ পড়ে এবং যখন পিছু ফিরে যায় তখন আট ভাঁজ পড়ে। (একথা শুনে) নবী (স) বললেন ঃ সে যেন তোমাদের কাছে আর কখনও না আসে।

১১৫-অনুচ্ছেদ ঃ আবিসিনীয় বা অনুরূপ পুরুষদের প্রতি মহিলাদের তাকানো (জায়েয) যদি তাতে অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি সৃষ্টির আশংকা না থাকে।

٤٨٥٣- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتُرُنِىْ بِرِدَائِهِ وَاَنَا اَنْظُرُ اِلَى الْحَبَشِ يَلْعَبُوْنَ فِى الْمَسْجِدِ حَتّٰى اَكُوْنَ اَنَا الَّذِىْ (الَّتِىْ) اَسْاَمُ فَاقْدُرُوْا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيْثَةِ السِّنِّ الْحَرِيْصَةِ عَلَى اللَّهْوِ .

৪৮৫৩. আয়েশা (রা) বলেন, যখন আমি আবিসিনীয়দের খেলা দেখছিলাম, তখন নবী (স) তাঁর চাদর দিয়ে আমাকে আড়াল করে রেখেছিলেন। তারা মসজিদের আঙ্গিনায় খেলা দেখাচ্ছিল। অমি তৃপ্ত না হওয়া পর্যন্ত খেলা দেখি। সুতরাং তোমরাও (এ ঘটনা থেকে) অনুমান করতে পার যে, খেলা দেখতে আগ্রহী অল্প বয়স্কা মেয়েদের সাথে কিভাবে আচরণ করতে হবে।

১১৬-অনুচ্ছেদ ঃ নিজেদের প্রয়োজনে মহিলাদের বাড়ির বাইরে যাতায়াত।

٤٨٥٤- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ لَيْلاً فَرَاٰهَا عُمَرُ فَعَرَفَهَا فَقَالَ

اِنَّكِ وَاللّٰهِ يَا سَوْدَةُ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا فَرَجَعَتْ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لَهُ وَهُوَ فِيْ حُجْرَتِيْ يَتَعَشّٰى وَاِنَّ فِيْ يَدِهِ لَعَرْقًا فَاُنْزِلَ (فَاَنْزَلَ اللّٰهُ) عَلَيْهِ فَرُفِعَ عَنْهُ وَهُوَ يَقُوْلُ قَدْ اَذِنَ اللّٰهُ لَكُنَّ اَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ .

৪৮৫৪. আয়েশা (রা) বলেন, সাওদা বিনতে যাময়া (রা) রাতের বেলা বাইরে গেলেন। উমার (রা) তাঁকে দেখে চিনতে পারলেন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্র কসম ! হে সাওদা ! আপনি নিজেকে আমাদের থেকে লুকাতে পারেননি। সুতরাং তিনি নবী (স)-এর নিকট ফিরে এলেন এবং এ ঘটনা তাঁর কাছে বর্ণনা করলেন। তখন তিনি আমার ঘরে রাতের খাবার খাচ্ছিলেন এবং গোশতে পূর্ণ একখানা হাড় তাঁর হাতে ছিল। এ সময় তাঁর উপর অহী নাযিল হল। অহী নাযিলের অবস্থা কেটে গেলে নবী (স) বললেন ঃ নিজেদের প্রয়োজনে আল্লাহ্ তোমাদের বাড়ির বাইরে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।

১১৭-অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদ ইত্যাদিতে যাওয়ার জন্য মহিলাদের স্বামীর অনুমতি গ্রহণ।

٤٨٥٥ـ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اِذَا اسْتَاذَنَتْ امْرَاَةُ اَحَدِكُمْ اِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يَمْنَعْهَا.

৪৮৫৫. সালিম (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, তোমাদের কারো স্ত্রী মসজিদে যাওয়ার অনুমতি চাইলে সে যেন তাকে বাধা না দেয়।

১১৮-অনুচ্ছেদ ঃ দুধপানজনিত সম্পর্কের মহিলাদের সাথে সাক্ষাত এবং তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করা।

٤٨٥٦ـ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ جَاءَ عَمِّيْ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَاسْتَاذَنَ عَلَيَّ فَاَبَيْتُ اَنْ اٰذَنَ لَهُ حَتّٰى اَسْاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ اِنَّهُ عَمُّكِ فَاْذَنِيْ لَهُ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّمَا اَرْضَعَتْنِى الْمَرْاَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِى الرَّجُلُ قَالَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ قَالَتْ عَائِشَةُ وَذٰلِكَ بَعْدَ اَنْ ضُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ قَالَتْ عَائِشَةُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ .

৪৮৫৬. আয়েশা (রা) বলেন, আমার দুধ সম্পর্কের চাচা আসলেন এবং আমার কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। কিন্তু আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে জিজ্ঞেস করার পূর্বে তাকে অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলাম। রসূলুল্লাহ (স) এলে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন ঃ সে তোমার চাচা, সুতরাং তাঁকে অনুমতি দাও। আমি বললাম ঃ হে আল্লাহ্র রসূল ! আমাকে তো এক মহিলা দুধ পান করিয়েছেন, কোন পুরুষ নয়। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ সে তোমার চাচা, সে তোমার কাছে প্রবেশ করতে পারে। আয়েশা

(রা) বলেন, এ ঘটনা ঘটেছে আমাদের জন্য পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পরে। তিনি বলেন, জন্মসূত্রে যারা হারাম দুধ সম্পর্কেও তারা হারাম।

১১৯-অনুচ্ছেদঃ কোন মহিলা তার স্বামীর নিকট অন্য মহিলার দৈহিক বর্ণনা দিবে না।

٤٨٥٧ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا كَاَنَّهُ يَنْظُرُ اِلَيْهَا.

৪৮৫৭. আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন, কোন নারী অপর মহিলার সাথে একত্রে থাকার পর তার স্বামীর নিকট এমনভাবে তার দৈহিক বর্ণনা পেশ করবে না যেন সে তাকে চাক্ষুষ দেখতে পাচ্ছে।

٤٨٥٨ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا كَاَنَّهُ يَنْظُرُ اِلَيْهَا.

৪৮৫৮. আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ কোন নারী অপর মহিলার সাথে একত্রে থাকার পর তার স্বামীর নিকট এমনভাবে তার দৈহিক বর্ণনা পেশ করবে না যেন সে তাকে চাক্ষুষ দেখতে পাচ্ছে।

১২০-অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তির একথা বলা ঃ আজ রাতে সে তার সকল স্ত্রীর সাথে সহবাস করবে।

٤٨٥٩ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لاَطُوْفَنَّ اللَّيْلَةَ بِمِائَةِ امْرَأَةٍ تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ غُلاَمًا يُقَاتِلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ قُلْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِىَ فَاَطَافَ بِهِنَّ وَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ اِلاَّ امْرَاَةٌ نِصْفَ اِنْسَانٍ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَلَوْ قَالَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَمْ يَحْنَثْ وَكَانَ اَرْجٰى لِحَاجَتِهِ .

৪৮৫৯. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, দাঊদ (আ)-এর পুত্র সুলাইমান (আ) বললেন, আজ রাতে আমি এক শত স্ত্রীর সাথে (সঙ্গমে) মিলিত হব। তাদের প্রত্যেকেই একটি করে পুত্র সন্তান প্রসব করবে, যারা আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করবে। একজন ফেরেশতা তাঁকে বললেন, ইনশাআল্লাহ্ বলুন। কিন্তু সুলাইমান (আ) একথা বলেননি, বরং ভুলে গেলেন। অতপর তিনি তাদের সাথে সংগম করলেন, কিন্তু তাদের কেউ কোন সন্তান প্রসব করল না, শুধু এক স্ত্রী একটি অসম্পূর্ণ সন্তান প্রসব করল। নবী (স) বলেন ঃ যদি সুলাইমান (আ) ইনশাআল্লাহ্ বলতেন, তাহলে আল্লাহ্ তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করতেন এবং তার একথা তাকে বেশী আশাবাদী করত।

১২১-অনুচ্ছেদ ঃ দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর কোন ব্যক্তির রাতের বেলা বাড়িতে প্রবেশ করা উচিত নয়, যাতে কোন কিছু তাকে পরিবার সম্পর্কে সংশয়ে পতিত করতে না পারে বা তাকে অবাঞ্ছিত কিছু দেখতে না হয়।

٤٨٦٠- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَكْرَهُ اَنْ يَّاتِىَ الرَّجُلُ اَهْلَهُ طُرُوْقًا .

৪৮৬০. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) কোন ব্যক্তির সফর থেকে ফিরে এসে রাতের বেলা নিজ পরিবারের সাথে সাক্ষাত করা অপসন্দ করতেন।

٤٨٦١- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا طَالَ اَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ فَلاَ يَطْرُقْ اَهْلَهُ لَيْلاً .

৪৮৬১. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ দীর্ঘ দিন অনুপস্থিত থাকার পর ফিরে এসে রাতের বেলা যেন নিজ পরিবারে প্রবেশ না করে।

১২২-অনুচ্ছেদ ঃ সন্তান কামনা করা।

٤٨٦٢- عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ غَزْوَةٍ فَلَمَّا قَفَلْنَا تَعَجَّلْتُ عَلٰى بَعِيْرٍ قَطُوْفٍ فَلَحِقَنِىْ رَاكِبٌ مِّنْ خَلْفِى فَالْتَفَتُّ فَاِذَا اَنَا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا يُعْجِلُكَ قُلْتُ اِنِّىْ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِعُرُسٍ قَالَ فَبِكْرًا تَزَوَّجْتَ اَمْ ثَيِّبًا قُلْتُ بَلْ ثَيِّبًا قَالَ فَهَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ فَقَالَ اَمْهِلُوْا حَتّٰى تَدْخُلُوْا لَيْلاً اَىْ عِشَاءً لِكَىْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ تَسْتَحِدَّ الْمُغِيْبَةُ قَالَ وَحَدَّثَنِى الثِّقَةُ اَنَّهُ قَالَ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ اَلْكَيْسَ الكَيْسَ يَا جَابِرُ يَعْنِى اَلْوَلَدَ .

৪৮৬২. জাবের (রা) বলেন, আমি একটি গাযওয়ায় (জিহাদে) রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে ছিলাম। আমাদের ফেরার পথে আমি আমার ধীরগতি সম্পন্ন উটকে দ্রুত হাঁকালাম। একজন আরোহী আমার পেছনে পেছনে আসলেন। আমি পিছনে তাকিয়ে দেখলাম যে, আরোহী হচ্ছেন স্বয়ং রসূলুল্লাহ (স)। তিনি (আমাকে) বললেন ঃ তোমার তাড়াহুড়া করার কারণ কি ? আমি বললাম ঃ আমি একজন সদ্য বিবাহিত ব্যক্তি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি কুমারী বিয়ে করেছ না বয়স্কা ? আমি উত্তর দিলাম ঃ বরং বয়স্কা মহিলা। তিনি বললেন ঃ তুমি কুমারী বিয়ে করলে না কেন ; যাতে তুমি তার সাথে আমোদ-ফূর্তি করতে পারতে এবং সেও তোমার সাথে আমোদ-ফূর্তি করতে পারত ? বর্ণনাকারী বলেন, যখন আমরা (মদীনার দ্বারপ্রান্তে) উপনীত হয়ে প্রবেশোদ্যত হলাম, তখন নবী (স) বললেন ঃ রাত অর্থাৎ এশা পর্যন্ত অপেক্ষা করো। যাতে মহিলা তার অবিন্যস্ত কেশ চিরুনী করে সুবিন্যস্ত করে নিতে পারে এবং যে মহিলাদের স্বামীরা (দীর্ঘ দিন) বাড়ী থেকে অনুপস্থিত ছিল তারা যেন তাদের নিম্নাংগের লোম পরিষ্কার করে নিতে পারে। অধঃস্তন রাবী হিশাম

বলেন ঃ একজন বিশ্বস্ত রাবী আমাকে বলেছেন ঃ নবী (স) আরো বলেছেন ঃ (হে জাবের !) সন্তান (কামনা করো), সন্তান (কামনা করো)।

٤٨٦٣- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِذَا دَخَلْتَ لَيْلاً فَلاَ تَدْخُلْ عَلٰى اَهْلِكَ حَتّٰى تَسْتَحِدَّ الْمُغِيْبَةُ وَتَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَعَلَيْكَ بِالْكَيْسِ اَلْكَيْسِ تَابَعَهُ عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ وَهَبٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْكَيْسِ .

৪৮৬৩. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ যদি তুমি রাতে (তোমার শহরে) প্রবেশ কর তবে সাথে সাথে বাড়িতে প্রবেশ করো না। যাতে স্বামী অনুপস্থিত নারী তার নিম্নাংগের লোম পরিষ্কার করে নিতে পারে এবং অবিন্যস্ত কেশ চিরুনী করে সুবিন্যস্ত করে নিতে পারে। রাবী বলেন, নবী (স) আরো বলেন, তুমি সন্তান কামনা করো ! সন্তান কামনা করো !

১২৩-অনুচ্ছেদ ঃ স্বামী অনুপস্থিত মহিলার নিম্নাংগের লোম পরিষ্কার করা এবং এলো-মেলো চুল চিরুনী করা।

٤٨٦٤- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ غَزْوَةٍ فَلَمَّا قَفَلْنَا كُنَّا قَرِيْبًا مِنَ الْمَدِيْنَةِ تَعَجَّلْتُ عَلٰى بَعِيْرٍ لِيْ قَطُوْفٍ فَلَحِقَنِيْ رَاكِبٌ مِّنْ خَلْفِيْ فَنَخَسَ بَعِيْرِيْ بِعَنَزَةٍ كَانَتْ مَعَهُ فَسَارَ بَعِيْرِيْ كَاَحْسَنِ مَا اَنْتَ رَاءٍ مِّنَ الْاِبِلِ فَالْتَفَتُّ فَاِذَا اَنَا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ قَالَ اَتَزَوَّجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ اَبِكْرًا اَمْ ثَيِّبًا قَالَ قُلْتُ بَلْ ثَيِّبًا قَالَ فَهَلاَّ بِكْرًا تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ فَقَالَ اَمْهِلُوْا حَتّٰى تَدْخُلُوْا لَيْلاً اَيْ عِشَاءً لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيْبَةُ .

৪৮৬৪. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমরা একটি গাযওয়ায় (জিহাদে) নবী (স)-এর সাথে ছিলাম। আমরা প্রত্যাবর্তন করে যখন মদীনার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হলাম, তখন আমি আমার ধীরগতিসম্পন্ন উটকে দ্রুত হাঁকালাম। আমার পশ্চাতের একজন আরোহী আমার নিকটে পৌঁছে আমার উটকে তার সাথের বর্শা দিয়ে খোঁচা দিলেন। ফলে আমার উট এত দ্রুতগতিতে চলতে শুরু করল, যেমন তোমরা অন্যান্য দ্রুতগতি সম্পন্ন উট চলতে দেখেছ। আমি পেছনে তাকিয়ে দেখলাম যে, আরোহী হচ্ছেন স্বয়ং রসূলুল্লাহ (স)। আমি বললাম ঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমি সদ্য বিবাহিত। তিনি বললেন ঃ তুমি কি বিয়ে করেছ ? আমি বললাম ঃ হাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কুমারী অথবা বিধবা ? আমি

জবাব দিলাম, বরং বিধবা। তিনি বললেন ঃ তুমি কেন কুমারী মেয়েকে বিয়ে করলে না, যাতে তুমি তার সাথে ক্রীড়া-কৌতুক করতে পারতে এবং সেও তোমার সাথে ক্রীড়া-কৌতুক করতে পারত ? আমরা (মদীনায়) পৌঁছে প্রবেশে উদ্যত হলে নবী (স) বললেন ঃ রাতের প্রথম প্রহর পর্যন্ত অপেক্ষা কর, যাতে মহিলা তার বিশৃংখল কেশ চিরুনী করে নিতে পারে এবং অনুপস্থিত-স্বামীর স্ত্রীর নিম্নাংগের লোম পরিষ্কার করে নিতে পারে।

১২৪-অনুচ্ছেদ ঃ "তারা যেন নিজেদের স্বামীগণ ছাড়া .... কারোও নিকট নিজেদের সাজসজ্জা ও সৌন্দর্য প্রকাশ না করে।"–(সূরা আন নূর ঃ ৩১)

٤٨٦٥ـ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ قَالَ اخْتَلَفَ النَّاسُ بِاَيِّ شَىْءٍ دُوِّىَ (جَرْحُ) رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ اُحُدٍ فَسَاَلُوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِىَّ وَكَانَ مِنْ اٰخِرِ مَنْ بَقِىَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ فَقَالَ مَا بَقِىَ لِلنَّاسِ اَحَدٌ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّىْ كَانَتْ فَاطِمَةُ تَغْسِلُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهٖ وَعَلِىٌّ يَاْتِىْ بِالْمَاءِ عَلٰى تُرْسِهٖ فَاُخِذَ حَصِيْرٌ فَحُرِّقَ فَحُشِىَ بِهٖ جُرْحُهُ .

৪৮৬৫. আবু হাযিম (রা) বলেন, ওহুদের দিন কি জিনিস নবী (স)-এর ক্ষতস্থানে লাগানো হয়েছিল এ নিয়ে লোকদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। সুতরাং তারা সাহল ইবনে সাদ আস সাঈদী (রা)-কে জিজ্ঞেস করল, যিনি মদীনায় তখন একমাত্র জীবিত সাহাবী ছিলেন। তিনি উত্তর দিলেন ঃ মদীনায় এখন এমন কেউ নেই, যে এই বিষয়ে আমার চেয়ে বেশী জানে। ফাতেমা (রা) তাঁর মুখমণ্ডল থেকে রক্ত ধুয়ে ছিলেন এবং আলী (রা) তাঁর ঢালে করে পানি এনেছিলেন। অতপর খেজুর পাতার চাটাই জ্বালিয়ে (এর ছাই) ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দেয়া হয়।

১২৫-অনুচ্ছেদ ঃ "এবং যারা বালেগ হয় নাই।"–(সূরা আন নূর ঃ ৫৮)

٤٨٦٦ـ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَابِسٍ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ سَاَلَهُ رَجُلٌ شَهِدْتَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَلْعِيْدَ اَضْحًى اَوْ فِطْرًا قَالَ نَعَمْ وَلَوْلاَ مَكَانِىْ مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ يَعْنِى مِنْ صِغَرِهٖ (صِغَرِىْ) قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى ثُمَّ خَطَبَ وَلَمْ يَذْكُرْ اَذَانًا وَلاَ اِقَامَةً ثُمَّ اَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَاَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَرَاَيْتُهُنَّ يَهْوِيْنَ اِلٰى اٰذَانِهِنَّ وَحُلُوْقِهِنَّ يَدْفَعْنَ اِلٰى بِلاَلٍ ثُمَّ ارْتَفَعَ هُوَ وَبِلاَلٌ اِلٰى بَيْتِهٖ .

৪৮৬৬. আবদুর রহমান ইবনে আবিস (র) থেকে বর্ণিত। আমি এক ব্যক্তিকে ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট জিজ্ঞেস করতে শুনলাম ঃ আপনি কি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে ঈদুল ফিত্র বা ঈদুল আযহায় উপস্থিত ছিলেন ? তিনি বলেন, হাঁ। আমার যদি তাঁর সাথে

ঘনিষ্ঠতা না থাকত, তাহলে আমি নাবালেগ হওয়ার কারণে এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারতাম না। ইবনে আব্বাস (রা) আরো বলেন, রসূলুল্লাহ (স) ঈদগাহে গেলেন এবং ঈদের নামায আদায় করলেন, অতপর খোতবা (ভাষণ) দিলেন। ইবনে আব্বাস (রা) আযান ও ইকামতের বিষয় কিছু উল্লেখ করেননি। অতপর নবী (স) মহিলাদের নিকটে গেলেন, তাদেরকে ওয়াজ-নসীহত করলেন এবং সদাকা (দান-খয়রাত) করার নির্দেশ দিলেন। আমি দেখতে পেলাম, মহিলারা নিজেদের কান ও গলায় হাত বাড়িয়ে দিয়ে কানের দুল ও গলার হার খুলে এগুলো বিলালের নিকট অর্পণ করছে। অতপর রসূলুল্লাহ (স) বিলালকে নিয়ে বাড়ি ফিরলেন।

১২৬-অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তির নিজ কন্যাকে ধমকানোর সময় তার কোমরে বা পার্শ্বদেশে খোঁচা দেয়া।

٤٨٦٧- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ عَاتَبَنِيْ اَبُوْ بَكْرٍ وَجَعَلَ يَطْعَنُنِيْ بِيَدِهِ فِيْ خَاصِرَتِيْ فَلاَ يَمْنَعَنِيْ مِنَ التَّحَرُّكِ اِلاَّ مَكَانُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَرَأْسُهُ عَلٰى فَخِذِيْ .

৪৮৬৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বাক্‌র (রা) আমাকে তিরস্কার করার সময় আমার দেহের পার্শ্বদেশে তাঁর হাত দিয়ে খোঁচা দেন, কিন্তু আমি নড়াচড়া করতে পারিনি, যেহেতু রসূলুল্লাহ (স)-এর মাথা আমার উরুর ওপরে ছিল।[৩২]

---

৩২. এ হাদীসটি একটি দীর্ঘ হাদীসের অংশবিশেষ। যে সময় তাঁর গলার হার হারিয়ে গিয়েছিল এবং তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল হয়েছিল, এটা তখনকার ঘটনা।

অধ্যায়–৪০

كتاب الطلاق

(তালাকের বর্ণনা)

১-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ .

"হে নবী ! যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দিবে তখন তাদেরকে ইদ্দাতের প্রতি লক্ষ্য রেখে তালাক দিবে এবং ইদ্দাতের হিসাব রাখো"(সূরা আত তালাক ঃ ১)। 'আহসাইনাহু', 'হাফেযনাহু', 'আদাদনাহু',–আমরা স্মরণ করেছি এবং গণনা করেছি। সুন্নাত তালাক হলো 'তুহ্‌র' (হায়েযমুক্ত) অবস্থায় তালাক দেয়া, যে তুহ্‌রে সংগম হয়নি। আর এ জন্য দু'জন সাক্ষী রাখা কর্তব্য।

٤٨٦٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتّٰى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيْضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ اِنْ شَاءَ اَمْسَكَ بَعْدُ وَاِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ اَنْ يَّمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِيْ اَمَرَ اللّٰهُ اَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ .

৪৮৬৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে তিনি তাঁর ঋতুবতী স্ত্রীকে তালাক দিলেন। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) রসূলুল্লাহ (স)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন। রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ তাকে নির্দেশ দাও সে যেন তার স্ত্রীকে 'রুজু' করে (ফিরিয়ে নেয়) এবং ঋতু থেকে পবিত্র হয়ে পুনরায় ঋতুবতী হয়ে (পুনরায়) পাক না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী হিসেবে রেখে দেয়। অতপর ইচ্ছা করলে সে তাকে রাখবে অন্যথায় সহবাসের পূর্বে তালাক দিবে। এই ইদ্দাতের প্রতি লক্ষ্য রেখে আল্লাহ তাআলা স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে আদেশ করেছেন।

২-অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুবতী স্ত্রীকে তালাক দেয়া হলে সেই তালাক কার্যকর হবে।

٤٨٦٩- عَنْ اَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ طَلَّقَ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِيُرَاجِعْهَا قُلْتُ تُحْتَسَبُ قَالَ فَمَهْ وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا قُلْتُ تُحْتَسَبُ قَالَ اَرَأَيْتَ اِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ وَقَالَ اَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حُسِبَتْ عَلَىَّ بِتَطْلِيْقَةٍ .

৪৮৬৯. আনাস ইবনে সীরীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) তাঁর স্ত্রীকে ঋতু অবস্থায় তালাক দিলেন। উমার (রা) নবী (স)-এর কাছে গিয়ে তা বললেন। তিনি (স) বললেন ঃ সে তার স্ত্রীকে রুজু করুক। আমি বললাম, এই তালাক কি গণনা করা হবে ? তিনি বলেন ঃ অবশ্যই। অপর বর্ণনায় আছে ঃ রসূলুল্লাহ (স) বললেন, তাকে তার স্ত্রীকে রুজু করার নির্দেশ দাও। আমি বললাম, (এটা কি তালাক) গণ্য হবে ? তিনি বললেন ঃ তুমি কি মনে কর কোন ব্যক্তি যদি অসহায় ও নির্বোধ হয় ? অন্য একটি সনদে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেছেন ঃ আমার এ ব্যাপারটি এক তালাক হিসেবে গণ্য হয়েছিল।

৩-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি (স্ত্রীকে) তালাক দেয়। তালাকদাতা কি সামনাসামনি স্ত্রীকে বলবে যে, সে তালাকপ্রাপ্তা ?

٤٨٧٠- عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ قَالَ سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ اَىُّ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا اُدْخِلَتْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ فَقَالَ لَهَا لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيْمٍ الْحَقِىْ بِاَهْلِكِ .

৪৮৭০. (আবদুর রহমান) আল আওযাঈ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (মুহাম্মাদ ইবনে আসলাম) যুহরীকে জিজ্ঞেস করলাম যে, নবী (স)-এর কোন্ স্ত্রী তাঁর থেকে (আল্লাহ্র) আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলেন ? তিনি (যুহরী) বলেন, উরওয়া (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আল জাওনের কন্যাকে রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে আনা হলে এবং তিনি তার নিকটবর্তী হলে সে বললো, আমি আপনার থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তখন তিনি (স) তাঁকে বলেন ঃ যিনি সবচেয়ে বড়, তুমি তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করেছো। অতএব তুমি নিজের পরিবার-পরিজনের কাছে চলে যাও।

আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) বলেন ঃ হাজ্জাজ ইবনে আবু মানী তার দাদা, যুহরী ও উরওয়ার মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন যে, আয়েশা (রা) (এ হাদীসটি) বর্ণনা করেছেন।

٤٨٧١- عَنْ اَبِىْ اُسَيْدٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَتّٰى انْطَلَقْنَا اِلٰى حَائِطٍ يُقَالُ لَهُ الشَّوْطُ حَتّٰى انْتَهَيْنَا اِلٰى حَائِطَيْنِ فَجَلَسْنَا بَيْنَهُمَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اجْلِسُوْا هٰهُنَا وَدَخَلَ وَقَدْ اُتِىَ بِالْجَوْنِيَةِ فَاُنْزِلَتْ فِىْ بَيْتٍ فِىْ نَخْلٍ فِىْ بَيْتِ اُمَيْمَةَ بِنْتِ النُّعْمَانِ بْنِ شَرَاحِيْلَ وَمَعَهَا دَايَتُهَا حَاضِنَةٌ لَّهَا فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِىُّ ﷺ قَالَ هَبِىْ نَفْسَكِ لِىْ قَالَتْ وَهَلْ تَهَبُ الْمَلِكَةُ نَفْسَهَا لِلسُّوْقَةِ قَالَ فَاَهْوٰى بِيَدِهِ يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهَا لِتَسْكُنَ فَقَالَتْ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ فَقَالَ قَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ يَا اَبَا اُسَيْدٍ اُكْسُهَا رَازِقِيَّتَيْنِ وَاَلْحِقْهَا بِاَهْلِهَا وَقَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْوَلِيْدِ النَّيْسَابُوْرِىُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ اَبِيْهِ وَاَبِىْ اُسَيْدٍ قَالَا تَزَوَّجَ

النَّبِيُّ ﷺ أُمَيْمَةَ بِنْتَ شَرَاحِيلَ فَلَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ بَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا فَكَأَنَّهَا كَرِهَتْ ذٰلِكَ فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ أَنْ يُجَهِّزَهَا وَيَكْسُوَهَا ثَوْبَيْنِ رَازِقِيَّيْنِ ـ

৪৮৭১. আবু উসাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী (স)-এর সাথে রওয়ানা হয়ে 'শাওত' নামক একটি বাগানে পৌঁছলাম। এর দুই প্রাচীরের মাঝে গিয়ে আমরা বসে পড়লে নবী (স) বললেন ঃ তোমরা এখানে বসে থাকো। তিনি (ভেতরে) প্রবেশ করলেন। সেখানে নু'মান ইবনে শারাহীলের কন্যা উমাইমার খেজুর বাগানের ঘরে জাওনিয়াকে আনা হলো। তার সাথে তার সেবিকাও ছিলো। নবী (স) তার কাছে প্রবেশ করে বললেন ঃ তুমি নিজেকে আমার জন্য হেবা (দান) করো। সে বললো, কোন রাজকুমারী কি কোন বাজারী লোকের কাছে নিজেকে সোপর্দ করতে পারে ? বর্ণনাকারী (উসাইদ) বলেন ঃ নবী (স) তাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য তার দিকে হাত বাড়ালেন। সে বললো, আমি তোমার থেকে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চাই। তিনি বললেন ঃ তুমি এক মহান সত্তার আশ্রয় চেয়েছো। এরপর তিনি (স) বেরিয়ে আমাদের কাছে এসে বললেন ঃ হে আবু উসাইদ ! তাকে দুইখানা কাতান বস্ত্র প্রদান করে তার পরিবার-পরিজনের কাছে পৌঁছিয়ে দাও। অন্য সনদে সাহল (রা) ও আবু উসাইদ (রা) বর্ণনা করেছেন যে, নবী (স) উমাইমা বিনতে শারাহীলকে বিয়ে করেছিলেন। তাকে নবী (স)-এর কাছে আনা হলে তিনি (স) তার প্রতি হাত বাড়ালেন। কিন্তু সে যেন তা পসন্দ করলো না। তাই নবী (স) আবু উসাইদকে তার জিনিসপত্র গুটিয়ে এবং দুইখানা কাতান বস্ত্র প্রদান করে তার পরিজনের কাছে পাঠিয়ে দিতে আদেশ করলেন।[১]

٤٨٧٢ـ عَنْ أَبِيْ غَلاَّبٍ يُوْنُسَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ تَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا قُلْتُ فَهَلْ عَدَّ ذٰلِكَ طَلاَقًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ .

৪৮৭২. আবু গাল্লাব ইউনুস ইবনে জুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-কে বললাম, এক ব্যক্তি তার ঋতুবতী স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে। তিনি বলেন, তুমি কি ইবনে উমারকে চেন ? ইবনে উমার তার ঋতুবতী স্ত্রীকে তালাক দিয়েছিলো। অতপর উমার (রা) নবী (স)-এর কাছে গিয়ে বিষয়টি বর্ণনা করেন। নবী (স) তাকে তার স্ত্রীকে 'রুজু' করতে আদেশ করে বলেন, এরপর সে ঋতু থেকে পবিত্র হলে সে তাকে তালাক দিতে চাইলে তালাক দিবে। (রাবী বলেন,) আমি বললাম, তিনি তা কি তালাক বলে গণ্য করলেন ? তিনি বললেন, যদি কেউ অক্ষম হয় বা আহাম্মক সাজে তাহলে তুমি কি মনে করো (যে, তালাক হবে না) ?

---

১. হাদীস ও সীরাত গ্রন্থসমূহ পাঠে জানা যায় যে, নবী (স) জাওনিয়াকে বিয়ে করার প্রস্তাব করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি নিজে তার কাছে গিয়ে প্রস্তাব দিলে সে হাদীসে উল্লেখিত কথাগুলো বলেছিলো। তাই নবী (স) তার প্রস্তাব প্রত্যাহার করেন।

৪-অনুচ্ছেদ ঃ যারা (একত্রে) তিন তালাক দেয়া জায়েয মনে করেন এবং প্রমাণ হিসেবে আল্লাহ্‌র এ বাণী পেশ করেন ঃ

اَلطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَامْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ .

"তালাক দু'বার। অতপর হয় স্ত্রীকে বিধিমত রেখে দিবে অথবা সদয়ভাবে মুক্ত করে দিবে"-(সূরা আল বাকারা ঃ ২২৯)। মৃত্যুব্যাধিগ্রস্ত অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেয়া সম্পর্কে ইবনুয যুবাইর (রা) বলেন ঃ সে ইদ্দাত পালনকালে স্বামীর ওয়ারিস হবে বলে আমি মনে করি না। শা'বী বলেন ঃ সে স্বামীর ওয়ারিস হবে। ইবনে শুবরুমা প্রশ্ন করলেন, ইদ্দাত পালনের পর যদি অন্যের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, (তবুও কি পূর্ব স্বামীর ওয়ারিস হবে)? শা'বী বললেন, হাঁ। ইবনে শুবরুমা (আবার) বলেন ঃ যদি পরবর্তী স্বামীও মারা যায় ? তবে তোমার কী মত ? একথা শুনে শা'বী তাঁর পূর্বের মত প্রত্যাহার করেন।

٤٨٧٣ـ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ اَنَّ عُوَيْمِرَ الْعَجْلاَنِيَّ جَاءَ اِلٰى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الْاَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَهٗ يَا عَاصِمُ اَرَاَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَاَتِهٖ رَجُلاً اَيَقْتُلُهٗ فَتَقْتُلُوْنَهٗ اَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ سَلْ لِيْ يَا عَاصِمُ عَنْ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلَ عَاصِمٌ عَنْ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَكَرِهَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتّٰى كَبُرَ عَلٰى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ اِلٰى اَهْلِهٖ جَاءَ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ عَاصِمٌ لَمْ تَأْتِنِيْ بِخَيْرٍ قَدْ كَرِهَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَسْئَلَةَ الَّتِيْ سَاَلْتَهٗ عَنْهَا قَالَ عُوَيْمِرٌ وَاللّٰهِ لاَاَنْتَهِيْ حَتّٰى اَسْاَلَهٗ عَنْهَا فَاَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتّٰى اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَسَطَ النَّاسِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَاَتِهٖ رَجُلاً اَيَقْتُلُهٗ فَتَقْتُلُوْنَهٗ اَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْكَ وَفِيْ صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا قَالَ سَهْلٌ فَتَلاَعَنَا وَاَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُوَيْمِرٌ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ اَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ اَنْ يَّاْمُرَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانَتْ تِلْكَ سُنَّةَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ .

৪৮৭৩. সাহল ইবনে সাদ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। উয়াইমির 'আজলানী (রা) আসেম ইবনে আদী আনসারী (রা)-এর কাছে এসে বললেন, হে আসেম ! তুমি কি মনে কর, কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীর সাথে কোন পুরুষ লোককে দেখে এবং ঐ লোকটিকে হত্যা করে তাহলে (কিসাস স্বরূপ) তোমরা কি তাকেও হত্যা করবে ! হে আসেম ! তুমি আমার

জন্য বিষয়টি রসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস কর। আসেম (রা) বিষয়টি সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করলে রসূলুল্লাহ (স) এরূপ প্রশ্ন করা অপসন্দ ও লজ্জাকর মনে করলেন। এমনকি আসেম রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট থেকে যা শুনলেন তা তার নিকট পীড়াদায়ক মনে হলো। আসেম (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট থেকে বাড়ী ফিরে এলে উয়াইমির তার কাছে গিয়ে বলেন ঃ হে আসেম ! রসূলুল্লাহ (স) তোমাকে কি বলেছেন ? আসেম বললেন, তুমি আমার কাছে কোন ভালো বিষয় নিয়ে আসনি। তুমি যে বিষয় প্রশ্ন করেছ রসূলুল্লাহ (স) তা পসন্দ করেননি। উয়াইমির বললেন, আল্লাহ্র শপথ ! আমি নিজে তাঁকে বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞেস না করে ক্ষান্ত হবো না। উয়াইমির রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে গিয়ে লোকের উপস্থিতিতেই বললেন, হে আল্লাহ্র রসূল ! কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীর সাথে অপর কোন পুরুষ লোককে পায় তাহলে সে কি তাকে হত্যা করবে এবং আপনি আবার কিসাসস্বরূপ তাকে হত্যা করবেন ? অথবা সে কি করবে ? রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ তোমার ও তোমার স্ত্রীর বিষয়ে আল্লাহ হুকুম নাযিল করেছেন। তুমি গিয়ে তোমার স্ত্রীকে নিয়ে আস। সাহল (রা) বলেন ঃ তারা উভয়ে 'লিআন' করলেন। আমি তখন অন্য লোকদের সাথে রসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। তারা উভয়ে 'লিআন' শেষ করলে উয়াইমির বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল ! এখন যদি আমি তাকে রেখে দেই তাহলে আমি মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হই। রসূলুল্লাহ (স) তাকে আদেশ করার আগেই তিনি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেন। ইবনে শিহাব (র) বলেন ঃ এটাই 'লিআন'কারী স্বামী-স্ত্রীর জন্য বিধান সাব্যস্ত হলো।

٤٨٧٤ـ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ جَاءَتْ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِيْ فَبَتَّ طَلَاقِيْ وَاِنِّيْ نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الزُّبَيْرِ الْقُرَظِيَّ وَاِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَعَلَّكِ تُرِيْدِيْنَ اَنْ تَرْجِعِيْ اِلٰى رِفَاعَةَ لَاحَتّٰى يَذُوْقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوْقِيْ عُسَيْلَتَهُ .

৪৮৭৪. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রিফাআ আল-কুরাযী (রা)-এর স্ত্রী রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসে বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল ! রিফাআ আমাকে বাত্তা (বিবাহ বন্ধন চূড়ান্ত-ভাবে ছিন্নকারী) তালাক দিয়েছে। এরপর আমি আবদুর রহমান ইবনুয যুবাইর আল-কুরাযীকে বিয়ে করেছি। কিন্তু তার সাথে আছে কাপড়ের একটি পুটলির মতো জিনিস। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ সম্ভবত তুমি রিফাআর কাছে ফিরে যেতে চাও। কিন্তু তুমি তার (দ্বিতীয় স্বামীর) এবং সে তোমার আস্বাদ লাভ (সংগম) ছাড়া তা হতে পারে না।[২]

٤٨٧٥ـ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ فَطَلَّقَ فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ اَتَحِلُّ لِلْاَوَّلِ قَالَ لَا حَتّٰى يَذُوْقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْاَوَّلُ .

৪৮৭৫. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিলে সে অন্যত্র বিয়ে বসে। কিন্তু সেই স্বামীও তাকে তালাক দেয়। নবী (স)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা

২. এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, দ্বিতীয় স্বামীর সাথে সংগম ছাড়া তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী প্রথম স্বামীর সাথে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না।

হয় যে, সে কি এখন প্রথম স্বামীর জন্য হালাল ? নবী (স) বললেন ঃ দ্বিতীয় স্বামী তাকে প্রথম স্বামীর মতো সম্ভোগ না করা পর্যন্ত সে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল নয়।

৫-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি তার স্ত্রীদের এখতিয়ার প্রদান করেছে। মহান আল্লাহর বাণী ঃ

قُلْ لِاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلاً .

"(হে নবী !) আপনি আপনার স্ত্রীদের বলুন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার সুখ-সম্পদ চাও তাহলে আস, আমি তোমাদের ভোগসামগ্রীর ব্যবস্থা করে সৌজন্যের সাথে তোমাদের বিদায় দেই।"–(সূরা আহ্যাব ঃ ২৮)

٤٨٧٦ـ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لَمَّا اُمِرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِتَخْيِيْرِ اَزْوَاجِهِ بَدَاَ بِيْ فَقَالَ اِنِّيْ ذَاكِرٌ لَّكِ اَمْرًا فَلاَ عَلَيْكِ اَنْ لاَّ تَعْجَلِيْ حَتّٰى تَسْتَامِرِيْ اَبَوَيْكِ قَالَتْ وَقَدْ عَلِمَ اَنَّ اَبَوَيَّ لَمْ يَكُوْنَا يَاْمُرَانِيْ بِفِرَاقِهِ قَالَتْ ثُمَّ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ قَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ (يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلاً وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا) قَالَتْ فَقُلْتُ فَفِيْ اَيِّ هٰذَا اَسْتَامِرُ اَبَوَيَّ فَاِنِّيْ اُرِيْدُ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ قَالَتْ ثُمَّ فَعَلَ اَزْوَاجُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ .

৪৮৭৬. নবী (স)-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (স) তাঁর স্ত্রীদেরকে তাখ্ঈর (তার দাম্পত্য বন্ধনে থাকা বা না থাকার অবকাশ) প্রদানের আদেশ প্রাপ্ত হলে তিনি আমাকে দিয়েই শুরু করেন। তিনি বলেন ঃ আমি তোমাকে একটি বিষয় (ভেবে দেখার জন্য) বলছি। তুমি তোমার পিতা-মাতার সাথে পরামর্শ ছাড়া তাড়াহুড়া করে কোন সিদ্ধান্ত নেবে না। আয়েশা (রা) বলেন, অথচ তিনি জানেন যে, আমার পিতা-মাতা তাঁর সাথে বিচ্ছেদের জন্য কখনো আমাকে নির্দেশ দিবেন না। এরপর রসূলুল্লাহ্ (স) বলেন, মহান আল্লাহ্, মহীয়ান যাঁর প্রশংসা, বলেছেন ঃ "হে নবী, আপনি আপনার স্ত্রীদের বলুন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার সুখ-সম্পদ পেতে চাও তাহলে আস, আমি ভোগসামগ্রী দিয়ে উত্তমভাবেই তোমাদেরকে বিদায় করে দেই। আর যদি তোমরা আল্লাহ্, তাঁর রসূল ও আখেরাতের আবাস পেতে চাও, তাহলে তোমাদের নেককারদের জন্য আল্লাহ্ বিরাট পারিশ্রমিক প্রস্তুত রেখেছেন।" আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম ঃ তাহলে এর কোন্ বিষয়ে আমি আমার পিতা-মাতার সাথে পরামর্শ করব। আমি তো আল্লাহ্, তাঁর রসূল ও আখেরাতের আবাসই চাই। আয়েশা (রা) বলেন, এরপর রসূলুল্লাহ্ (স)-এর অন্য স্ত্রীগণও আমি যা করলাম (বললাম) তাই করলেন।

٤٨٧٧- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَيَّرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاخْتَرْنَا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَلَمْ يُعَدَّ ذٰلِكَ عَلَيْنَا شَيْئًا.

৪৮৭৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) আমাদেরকে পার্থিব সুখ-সম্ভোগ অথবা আল্লাহ, তাঁর রসূল ও আখেরাত–এ দু'টির মধ্যে যে কোন একটি (বেছে নেয়ার) এখতিয়ার দেন। আমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে বেছে নিলাম। আর এ এখতিয়ার আমাদের জন্য কিছু (তালাক) বলে গণ্য হয়নি।

٤٨٧٨- عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْخِيَرَةِ فَقَالَتْ خَيَّرَنَا النَّبِيُّ ﷺ اَفَكَانَ طَلاَقًا قَالَ مَسْرُوْقٌ لاَ اُبَالِيْ اَخَيَّرْتُهَا وَاحِدَةً اَوْ مِائَةً بَعْدَ اَنْ تَخْتَارَنِيْ .

৪৮৭৮. মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আয়েশা (রা)-কে এখতিয়ার দেয়ার ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন ঃ নবী (স) আমাদেরকে (তাঁর দাম্পত্য বন্ধনে থাকা বা না থাকার) এখতিয়ার দিয়েছিলেন। তুমি কি মনে কর এটা তালাক হয়ে গিয়েছিলো ? মাসরূক (র) বলেন ঃ আমাকে বেছে নেয়ার পর আমি আমার স্ত্রীকে একবার বা শতবার এখতিয়ার দিলে তাতে কিছু যায় আসে না।

৬-অনুচ্ছেদ ঃ কেউ যদি (তার স্ত্রীকে) বলে, আমি তোমাকে আলাদা করে দিলাম অথবা ছেড়ে দিলাম অথবা তুমি মুক্ত অথবা তুমি দায়িত্বমুক্ত অথবা এমন কথা বলে যা দ্বারা তালাক অর্থ গ্রহণ করা যায়, তাহলে বিষয়টি তার নিয়াতের ওপর নির্ভর করবে। মহামহিম আল্লাহর বাণী ঃ "এবং তোমরা সৌজন্যের সাথে তাদের বিদায় করবে।"–(সূরা আহ্যাব ঃ ৪৯) "এবং আমি তোমাদেরকে সৌজন্যের সাথে বিদায় করে দেই।"–(সূরা আহ্যাব ঃ ২৮)। "অতপর হয় স্ত্রীকে বিধিমত রেখে দিবে অথবা সদয়ভাবে মুক্ত করে দিবে।"–(সূরা আল-বাকারা ঃ ২২৯) "অথবা তোমরা তাদেরকে যথাবিধি ত্যাগ করবে।"–(সূরা আত-তালাক ঃ ২)। আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) জানতেন যে, আমার পিতা-মাতা কখনও তাঁর সাথে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করার নির্দেশ দিতেন না।

৭-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি আমার জন্য হারাম। হাসান (র) বলেন, এ ক্ষেত্রে কথাটির অর্থ (তালাক হওয়া) নিয়াতের ওপর নির্ভরশীল। বিশেষজ্ঞ আলেমগণ বলেন, কোন ব্যক্তি তিন তালাক দিলে তার ওপর হারাম হবে। এটাকে তালাক ও বিচ্ছেদের মাধ্যমে হারাম হওয়া বলে। এ হারাম কোন ব্যক্তি কর্তৃক নিজের জন্য কোন হালাল খাদ্যকে হারাম করে নেয়ার অনুরূপ নয়। কেননা হালাল খাদ্যকে হারাম করার অধিকার কারও নেই। আর তালাকপ্রাপ্তাকে হারাম বলা যায়। আল্লাহ তিন তালাক সম্পর্কে বলেছেন ঃ ফালা তাহিল্লু লাহু মিম বাদু হাত্তা তানকিহা যাওজান গাইরাহু–"দ্বিতীয় স্বামীর সাথে বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত কোন তালাকপ্রাপ্তা নারী প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হয় না।" লাইস (র) নাফে (র)-এর সূত্রে বলেন, ইবনে উমার (রা)-কে তিন তালাক দেয়া স্বামীর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলতেন ঃ তুমি যদি এক বা দুই তালাক দিতে ! কেননা নবী (স) আমাকে অনুরূপ

নির্দেশ দিয়েছেন। স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে ফেললে সে তার জন্য হারাম হয়ে যায় এবং অন্য স্বামী গ্রহণ না করা পর্যন্ত (পূর্ব স্বামীর জন্য) হালাল হয় না।

٤٨٧٩ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَطَلَّقَهَا وَكَانَتْ مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ فَلَمْ تَصِلْ مِنْهُ اِلَى شَيْءٍ تُرِيْدُهُ فَلَمْ يَلْبَثْ اَنْ طَلَّقَهَا فَاَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ زَوْجِيْ طَلَّقَنِيْ وَاِنِّيْ تَزَوَّجْتُ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِيْ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ اِلاَّ مِثْلُ الْهُدْبَةِ فَلَمْ يَقْرَبْنِيْ اِلاَّ هَنَّةً وَّاحِدَةً وَلَمْ يَصِلْ مِنِّيْ اِلَى شَيْءٍ اَفَاَحِلُّ لِزَوْجِيْ الْاَوَّلِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَحِلِّيْنَ لِزَوْجِكِ الْاَوَّلِ حَتّٰى يَذُوْقَ الْاٰخِرُ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوْقِيْ عُسَيْلَتَهُ .

৪৮৭৯. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দেয়। অতপর সে অন্য স্বামী গ্রহণ করে। সেও তাকে তালাক দেয়। সে ছিল পুরুষত্বহীন। মহিলাটি তার কাছ থেকে নিজের কামনা-বাসনা পূরণ করতে পারেনি। মহিলাটি নবী (স)-এর কাছে এসে বলে ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমার স্বামী আমাকে তালাক দিলে পর আমি দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করি। সে আমার সাহচর্যে আসে। কিন্তু তার সাথে ছিল কাপড়ের পুটুলির মত একটি জিনিস। সে আমার নিকট একবারই অবস্থান করে, কিন্তু আমার কাছ থেকে কোন ফায়দা উঠাতে পারেনি। এখন আমি কি পূর্ব স্বামীর জন্য হালাল হয়ে গেছি ? রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ তোমার প্রথম স্বামীর জন্য তুমি হালাল হবে না, যতক্ষণ তোমার বর্তমান স্বামী তোমার মধু পান করবে এবং তুমি তার মধু পান করবে।[৩]

৮-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ **"আল্লাহ যা তোমার জন্যে হালাল করেছেন, তা কেন তুমি (নিজের জন্য) হারাম করলে ?"**

٤٨٨٠ـ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَّقُوْلُ اِذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ .

৪৮৮০. সাঈদ ইবনে জুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ কোন লোক নিজের স্ত্রীকে নিজের উপর হারাম করে নিলে এতে কিছু যায় আসে না।[৪] তিনি আরও বলেন ঃ "তোমাদের জন্য রসূলুল্লাহ্র মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।"

৩. তিন তালাক দেয়া স্ত্রীকে স্বামী ইদ্দাতের মধ্যে পুনরায় স্ত্রীর মর্যাদায় ফিরিয়ে নিতে পারে না। ইদ্দাত শেষ হওয়ার পর তার সাথে পুনর্বিবাহও হতে পারে না, যতক্ষণ সেই স্ত্রীলোকটির বিবাহ অন্য স্বামীর সাথে না হয়। এ বিয়ে যথাযথ বিয়ে হতে হবে। যদি দ্বিতীয় স্বামী কোন কারণে স্বেচ্ছায় তালাক দেয় বা মারা যায়, তাহলে ঐ মহিলা ইদ্দাত শেষে পূর্ব স্বামীর সাথে পারস্পরিক সন্তোষের ভিত্তিতে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে।

৪. হানাফী মাযহাব মতে, 'নিজ স্ত্রীকে নিজের উপর হারাম করে নেয়া' দ্বারা যদি তিন তালাকের নিয়াত থাকে, তাহলে তিন তালাক হবে। যদি দুই বা এক তালাকের নিয়াত থাকে তাহলে উভয় অবস্থায় এক তালাক হবে। কারো কারো মতে, এটা একটা শপথ বাক্য, অর্থহীন কথা। এর কোন আইনগত কার্যকারিতা নেই।

٤٨٨١ـ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلاً فَتَوَاصَيْتُ اَنَا وَحَفْصَةُ اَنَّ اَيَّتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ فَلْتَقُلْ اِنِّي اَجِدُ مِنْكَ رِيْحَ مَغَافِيْرَ اَكَلْتَ مَغَافِيْرَ فَدَخَلَ عَلَى اِحْدُهُمَا فَقَالَتْ لَهُ ذٰلِكَ فَقَالَ لاَ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ وَلَنْ اَعُوْدَ لَهُ فَنَزَلَتْ (يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ وَاللّٰهُ مَوْلٰكُمْ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ـ وَاِذْ اَسَرَّ النَّبِيُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهِ حَدِيْثًا فَلَمَّا نَبَّاَتْ بِهِ وَاَظْهَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَاَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّاَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ اَنْبَاَكَ هٰذَا قَالَ نَبَّاَنِيَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ . اِنْ تَتُوْبَا اِلَى اللّٰهِ).

৪৮৮১. আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, নবী (স) যয়নব বিনতে জাহশের ঘরে অবস্থান করে মধু পান করতেন। আমি ও হাফসা পরামর্শ করলাম, আমাদের উভয়ের মধ্যে যার কাছেই নবী (স) আসবেন সে যেন বলে, আমি আপনার মুখ থেকে 'মাগাফীরের'[৫] গন্ধ পাচ্ছি। আপনি কি মাগাফীর খেয়েছেন ? তিনি তাদের একজনের কাছে আসলে তিনি ঐ কথা বলেন। উত্তরে তিনি বলেন, না, বরং আমি জয়নব বিনতে জাহশের ওখানে মধু পান করেছি। আমি আর কখনও মধু পান করব না। তখন এ আয়াত নাযিল হয় ঃ "হে নবী ! তুমি কেন সে জিনিস হারাম করলে যা আল্লাহ তোমার জন্য হালাল করেছেন ? তুমি কি তোমার স্ত্রীদের সন্তোষ পেতে চাও ? আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। আল্লাহ তোমাদের জন্য শপথের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক। তিনি সর্ব বিষয়ে জ্ঞানী ও কৌশলী। নবী তাঁর জনৈক স্ত্রীর কাছে সংগোপনে একটা কথা বলেছিলেন। পরে সেই স্ত্রী তা অন্যের কাছে ফাঁস করে দিলে আল্লাহ তা নবীকে জানিয়ে দেন। তিনি এ বিষয়ে কিছুটা সতর্ক করলেন আর কিছুটা বাদ দিলেন। নবী তাকে ব্যাপারটি অবহিত করলে সে জিজ্ঞেস করল, আপনাকে তা কে জানিয়ে দিল ? তিনি বলেন, যিনি মহাজ্ঞানী ও সর্ব বিষয়ে অবহিত, তিনিই আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন। তোমরা উভয়ে যদি আল্লাহ্র কাছে তওবা করো।"

(এখানে) 'ইন তাতূবা ইলাল্লাহি' দ্বারা আয়েশা ও হাফসা (রা)-কে সম্বোধন করা হয়েছে এবং 'ওয়া ইয আসাররান নাবিয়্যু ইলা বাদি আযওয়াজিহি' দ্বারা মধু পানের ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

٤٨٨٢ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحِبُّ الْعَسَلَ اَوِ الْحَلْوَاءَ وَكَانَ

---

৫. 'মাগাফীর' এক প্রকার ফুল। কেউ কেউ একে বাবলা ফুল বলেছেন। এর স্বাদ মিষ্টি কিন্তু এর ঘ্রাণে কিছুটা বাসী ও দুর্গন্ধ ভাব থাকে। মৌমাছি এ থেকে মধু আহরণ করলে তাতেও এ গন্ধ সংক্রমিত হয়।

اِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْعَصْرِ دَخَلَ عَلٰى نِسَائِهٖ فَيَدْنُوْ مِنْ اِحْدٰهُنَّ فَدَخَلَ عَلٰى حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ فَاحْتَبَسَ اَكْثَرَ مَا كَانَ يَحْتَبِسُ فَغِرْتُ فَسَاَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقِيْلَ لِىْ اَهْدَتْ لَهَا امْرَاَةٌ مِّنْ قَوْمِهَا عُكَّةً مِّنْ عَسَلٍ فَسَقَتِ النَّبِىَّ ﷺ مِنْهُ شَرْبَةً فَقُلْتُ اَمَا وَاللّٰهِ لَنَحْتَالَنَّ لَهُ فَقُلْتُ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ اِنَّهُ سَيَدْنُوْ مِنْكِ فَاِذَا دَنَا مِنْكِ فَقُوْلِىْ اَكَلْتَ مَغَافِيْرَ فَاِنَّهُ سَيَقُوْلُ لَكِ لاَ فَقُوْلِىْ لَهُ مَا هٰذِهِ الرِّيْحُ الَّتِىْ اَجِدُ فَاِنَّهُ سَيَقُوْلُ لَكِ سَقَتْنِىْ حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ فَقُوْلِىْ لَهُ جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ وَسَاَقُوْلُ ذٰلِكِ وَقُوْلِىْ اَنْتِ يَا صَفِيَّةُ ذٰلِكِ قَالَتْ تَقُوْلُ سَوْدَةُ فَوَاللّٰهِ مَا هُوَ اِلاَّ اَنْ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَاَرَدْتُ اَنْ اُنَادِيَهُ (اُبَادِيَهُ) بِمَا اَمَرْتِنِىْ بِهٖ فَرَقًا مِّنْكِ فَلَمَّا دَنَا مِنْهَا قَالَتْ لَهُ سَوْدَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَكَلْتَ مَغَافِيْرَ قَالَ لاَ قَالَتْ فَمَا هٰذِهِ الرِّيْحُ الَّتِىْ اَجِدُ مِنْكَ قَالَ سَقَتْنِىْ حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ فَقَالَتْ جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ فَلَمَّا دَارَ اِلَىَّ قُلْتُ لَهُ نَحْوَ ذٰلِكَ فَلَمَّا دَارَ اِلٰى صَفِيَّةَ قَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ فَلَمَّا دَارَ اِلٰى حَفْصَةَ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ اَسْقِيْكَ مِنْهُ قَالَ لاَ حَاجَةَ لِىْ فِيْهِ قَالَتْ تَقُوْلُ سَوْدَةُ وَاللّٰهِ لَقَدْ حَرَمْنَاهُ قُلْتُ لَهَا اُسْكُتِىْ .

৪৮৮২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) মধু ও মিষ্টি দ্রব্য খেতে পসন্দ করতেন। তিনি আসর নামায সমাপনান্তে স্ত্রীদের কাছে আসতেন এবং তাদের কারো নিকট অবস্থান করতেন। একদা তিনি হাফসা বিনতে উমারের নিকট অপেক্ষাকৃত বেশী সময় অতিবাহিত করেন। এতে আমার ঈর্ষা হল। আমি এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। আমাকে বলা হল, তার গোত্রের জনৈক মহিলা তাকে এক ডিবা মধু উপঢৌকন দিয়েছে। তা দিয়ে শরবত তৈরি করে তিনি (হাফসা) নবী (স)-কে পরিবেশন করেন। আমি মনে মনে বললাম ঃ আল্লাহ্র শপথ ! আমি একটা ফন্দি আঁটব। অতএব আমি সাওদা বিনতে যাময়াকে বললাম, তিনি অচিরেই আপনার কাছে আসবেন এবং আসলে বলবেন, আপনি কি মাগাফীর খেয়েছেন ? তিনি অবশ্যই না বলবেন। আপনি বলবেন, তাহলে এ কিসের গন্ধ পাচ্ছি ? তিনি নিশ্চয়ই বলবেন, হাফসা আমাকে মধুর শরবত পান করিয়েছে। আপনি বলবেন, মধু পোকা সম্ভবত বাবলা ফুলের রস শোষণ করেছে। আমিও তাই বলব। হে সাফিয়্যা ! তুমিও তাই বলবে। আয়েশা (রা) বলেন, পরে সাওদা (রা) বলেন, তিনি দরজার কাছে আসার সাথে সাথেই আমি তোমার সংগে মনোমালিন্যের ভয়ে তোমার শিখানো কথাগুলো বলতে প্রস্তুত হলাম। তিনি যখন তার কাছে আসলেন, সাওদা বলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ ! আপনি কি মাগাফীর খেয়েছেন ? তিনি বলেন, না। তাহলে আমি আপনার কাছ থেকে কিসের গন্ধ পাচ্ছি ? তিনি বলেন, হাফসা আমাকে মধুর শরবত পান

করিয়েছে। তিনি বলেন, তাহলে মধু পোকা বাবলা ফুলের রস শোষণ করেছে। তিনি আমার কাছে আসলে আমিও ঐ একই কথা বললাম এবং সাফিয়্যার নিকট গেলে সেও তাঁকে একই কথা বলে। পরে তিনি হাফসার ঘরে গেলে সে বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আপনাকে মধু পরিবেশন করব ? তিনি বলেন, দরকার নেই। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, সাওদা আল্লাহ্‌র শপথ[৬] করে বলেন, আমরা তাকে বঞ্চিত করলাম। আমি তাকে বললাম, চুপ কর।

৯-অনুচ্ছেদ ঃ বিয়ের পূর্বে তালাক নেই। আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلاً -

"হে ঈমানদারগণ ! তোমরা ঈমানদার মহিলাদের বিয়ে করে স্পর্শ (সংগম) করার পূর্বেই তালাক দিলে তোমাদের জন্য তাদের পালনীয় কোন ইদ্দাত নাই যা তোমরা গণনা করবে। তোমরা তাদেরকে কিছু সামগ্রী দিবে এবং উত্তম পন্থায় তাদের বিদায় দিবে"-(সূরা আহযাব ঃ ৪৯)। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ্ তাআলা বিয়ের পরেই তালাকের ব্যবস্থা রেখেছেন। হযরত আলী, উরওয়া, সায়ীদ ইবনুল মুসায়্যাব, আলী ইবনে হুসাইন, শুরাইহ, সালেম, তাউস, হাসান, ইকরিমা, মুজাহিদ, শাবী, আবু বাক্‌র ইবনে আবদুর রহমান, উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবা, আবান ইবনে উসমান, সাঈদ ইবনে জুবাইর, আল-কাসিম, আতা, আমের ইবনে সাদ, জাবের ইবনে যায়েদ, সালেম, নাফে ইবনে জুবায়ের, মুহাম্মাদ ইবনে কাব, সুলাইমান ইবনে ইয়াসার, আল-কাসিম ইবনে আবদুর রহমান, আমর ইবনে হারাম প্রমুখ বহু সংখ্যক মনীষীর মতে বিয়ের পূর্বে তালাকের কোন কার্যকারিতা নেই।

১০-অনুচ্ছেদ ঃ বলপ্রয়োগে বাধ্য হয়ে কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে বোন বললে তাতে তার কোন দোষ নেই। নবী (স) বলেছেন ঃ ইবরাহীম (আ) তাঁর স্ত্রী সারাকে বলেছিলেন, সে আমার বোন। আর এটা ছিলো আল্লাহ্‌র দীনের ব্যাপারে বোন।

১১-অনুচ্ছেদ ঃ রাগান্বিত অবস্থায়, বলপ্রয়োগে বাধ্য হয়ে, মাতাল বা পাগল অবস্থায় তালাক দিলে তার বিধান। ভুলে বা বিস্মৃত অবস্থায় তালাক। নবী (স) বলেন ঃ "কাজের ফলাফল নিয়াত বা উদ্দেশ্যের ওপর নির্ভরশীল। মানুষ তাই পাবে যা সে নিয়াত করবে।" শা'বী (র) এ আয়াত পাঠ করেছেন ঃ

رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا

"হে আমাদের রব ! যদি আমরা বিস্মৃত হই বা ভুল করি তবে তার জন্য আমাদেরকে পাকড়াও কর না"-(সূরা আল বাকারা ঃ ২৮৬)। দোদুল্যমান অবস্থায় স্বীকারোক্তি অবৈধ।

---

৬. স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে প্রতিজ্ঞা বা শপথ করে তা ভংগ করলে জরিমানা (কাফ্‌ফারা) আদায় করতে হয়। জরিমানা হল—দশজন মিসকীনকে এক বেলা খাওয়ানো অথবা তাদের কাপড়-চোপড় দান করা, কিংবা একটি ক্রীতদাস মুক্ত করা। যার এ সামর্থ নেই সে একাধারে তিনটি রোযা রাখবে।"-(সূরা আল মায়েদার ঃ ৮৯ আয়াত দ্রঃ)

নবী (স) এমন এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলেন, যে নিজের যেনায় লিপ্ত হওয়ার কথা স্বীকার করে, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে ?" আলী (রা) বলেন, একদা হামযা আমার উটের পার্শ্বদেশ চিরে দেয়। নবী (স) এ জন্য হামযাকে তিরস্কার করতে থাকেন। তিনি দেখলেন যে, হামযার চোখ লাল হয়ে আছে এবং সে নেশাগ্রস্ত। হামযা বলল, তোমরা কি আমার বাপের গোলাম নও ? নবী (স) তার মাতলামি বুঝতে পারলেন। তিনি ওখান থেকে কেটে পড়লেন, আমরাও তাঁর অনুসরণ করলাম। উসমান (রা) বলেন, পাগল ও মাতালের তালাক কার্যকর হয় না। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, মাতালের তালাক এবং বলপ্রয়োগে বাধ্য হয়ে দেয়া তালাক জায়েয নয়। উকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, অস্পষ্ট আওয়াজে উচ্চারণকারীর তালাক কার্যকর হয় না। আতা বলেন, তালাক শব্দ দ্বারা শুরু করে তার সাথে শর্ত জুড়ে দিলে—শর্ত পাওয়ার পরই তালাক হবে। নাফে (র) জিজ্ঞেস করলেন, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, যদি সে ঘর থেকে বের হয় তাহলে সে কাটাছিঁড়া (তিন) তালাকপ্রাপ্তা হবে-এর হুকুম কি ? ইবনে উমার (রা) উত্তর দিলেন, যদি ঐ মহিলা ঘর থেকে বের হয় তাহলে সে (তিন) তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে। আর যদি ঘরের বাইরে না আসে তাহলে কিছুই হবে না।

যুহরী (র) বলেন, যদি কোন লোক বলে, আমি যদি এরূপ এরূপ না করি তাহলে আমার স্ত্রী তিন তালাক হবে, এ অবস্থায় তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে, তার উদ্দেশ্য কি? যদি সে কোন সময়সীমা নির্ধারণ করে থাকে যে, শপথ করার সময় তার এ নিয়াত ছিল। ঈমানদারী ও বিশ্বস্ততার পরিপ্রেক্ষিতে তার কথার ওপর আস্থা আনা যায়। ইবরাহীম বলেন, যদি কোন লোক তার স্ত্রীকে বলে, "তোমাকে আমার প্রয়োজন নাই," এ অবস্থায় তার নিয়াত অনুযায়ী কাজ হবে। প্রত্যেক জাতি নিজস্ব ভাষায় তালাক দিতে পারে। কেউ তার স্ত্রীকে বলে, তুমি গর্ভবতী হলে তিন তালাক। কাতাদা বলেন, এ অবস্থায় প্রতি তোহরে এক তালাক হবে। যখন গর্ভ প্রকাশ হয়ে পড়বে তখন সে স্বামী থেকে পৃথক হয়ে যাবে।

কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যাও। হাসান বলেন, এ অবস্থায় তালাক হওয়া তার নিয়াতের ওপর নির্ভরশীল। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তালাক দেয়া যায়। আর সেই সময় গোলাম আযাদ করা উচিত, যখন আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশা থাকে। যুহরী বলেন, যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে ঃ "তুমি আমার স্ত্রী নও", তালাক হওয়া বা হওয়া তার নিয়াতের ওপর নির্ভর করবে।

আলী (রা) বলেন, তিন প্রকার লোকের ওপর থেকে কলম তুলে নেয়া হয়েছে ঃ উন্মাদ, যতক্ষণ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে না আসে ; শিশু, যতক্ষণ বয়ঃপ্রাপ্ত না হয় এবং ঘুমন্ত ব্যক্তি, যতক্ষণ সজাগ না হয়। এদের কাজের ফলাফল লিপিবদ্ধ করা হয় না। আলী (রা) আরও বলেন, উন্মাদ ব্যতীত প্রত্যেকের তালাক কার্যকর হয়।

٤٨٨٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَجَاوَزَ عَنْ اُمَّتِىْ مَا حَدَّثَتْ بِهٖ اَنْفُسُهَا مَالَمْ تَعْمَلْ اَوْ تَكَلَّمْ قَالَ قَتَادَةُ اِذَا طَلَّقَ فِىْ نَفْسِهٖ فَلَيْسَ بِشَىْءٍ .

৪৮৮৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার উম্মাতের ঐসব ধারণা-চিন্তাকে ক্ষমা করে দেন, যা তাদের মনে উদয় হয়, যতক্ষণ না সে তা কার্যে পরিণত করে বা আলোচনা করে। কাতাদা (র) বলেন, কেউ মনে মনে তালাক দিলে এর কোন কার্যকারিতা নেই।

٤٨٨٤ـ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَجُلاً مِّنْ اَسْلَمَ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ اِنَّهُ قَدْ زَنٰى فَاَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحّٰى لِشِقِّهِ الَّذِىْ اَعْرَضَ فَشَهِدَ عَلٰى نَفْسِهِ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَدَعَاهُ فَقَالَ هَلْ بِكَ جُنُوْنٌ هَلْ اَحْصَنْتَ قَالَ نَعَمْ فَاَمَرَ بِهِ اَنْ يُّرْجَمَ بِالْمُصَلّٰى فَلَمَّا اَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ جَمَزَ حَتّٰى اُدْرِكَ بِالْحَرَّةِ فَقُتِلَ .

৪৮৮৪. জাবের (রা) বর্ণনা করেন, আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তি মসজিদে নববীতে এসে নবী (স)-কে বলে যে, সে যেনা করেছে। (একথা শুনে) তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সে ঘুরে গিয়ে তাঁর সামনে এসে নিজের বিরুদ্ধে চারবার (যেনার) সাক্ষ্য দিল। তিনি লোকটিকে ডেকে বলেন, তোমাকে কি উন্মাদনায় পেয়েছে, তুমি কি বিবাহিত ? সে বলল, হাঁ। তিনি লোকটিকে ঈদের মাঠে পাথর মেরে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। যখন তার শরীরে পাথর পড়ল, অমনি পালাতে শুরু করল। 'হার্‌রা' নামক স্থানে তাকে গ্রেফতার করে হত্যা করা হয়।

٤٨٨٥ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ قَالَ اَتٰى رَجُلٌ مِّنْ اَسْلَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ الْاٰخِرَ قَدْ زَنٰى يَعْنِىْ نَفْسَهُ فَاَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحّٰى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِىْ اَعْرَضَ قِبَلَهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ الْاٰخِرَ قَدْ زَنٰى فَاَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحّٰى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِىْ اَعْرَضَ قِبَلَهُ فَقَالَ لَهُ ذٰلِكَ فَاَعْرَضَ فَتَنَحّٰى لَهُ الرَّابِعَةَ فَلَمَّا شَهِدَ عَلٰى نَفْسِهِ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ فَقَالَ هَلْ بِكَ جُنُوْنٌ قَالَ لاَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اذْهَبُوْا بِهِ فَارْجُمُوْهُ وَكَانَ قَدْ اُحْصِنَ وَعَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَنْ سَمِعَ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىَّ قَالَ كُنْتُ فِيْمَنْ رَجَمَهُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلّٰى بِالْمَدِيْنَةِ فَلَمَّا اَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ جَمَزَ حَتّٰى اَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ حَتّٰى مَاتَ .

৪৮৮৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আসলাম গোত্রের জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে আসল। তখন তিনি মসজিদে ছিলেন। সে তাঁর নিকটবর্তী হয়ে বলে ঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল ! এ হতভাগা যেনা করেছে। সে নিজের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দিচ্ছিল। তিনি মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। রসূলুল্লাহ (স)-এর দিকে ঘুরে গিয়ে সে আবার বলল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ ! এ কমবখত যেনা করেছে। তিনি আবারও মুখ ফিরিয়ে নিলেন। লোকটি পুনরায় ঘুরে তাঁর সামনে গিয়ে একই কথা বলে। তিনি মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। চতুর্থবার সে তাঁর সামনে গিয়ে একই কথার পুনরাবৃত্তি করে। সে নিজের অপরাধের বিরুদ্ধে চারবার

সাক্ষ্য দিলে তিনি তাকে ডেকে বলেন ঃ তোমাকে কি পাগলামিতে পেয়েছে ? সে বলল, না। তখন নবী (স) লোকদের বলেন ঃ একে নিয়ে যাও এবং পাথর মেরে হত্যা করো। লোকটি বিবাহিত ছিল। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী (রা) বলেন, রজমকারীদের মধ্যে আমিও ছিলাম। আমরা তাকে মদীনার ঈদগাহে পাথর মারি। যখন তার গায়ে পাথর লাগল, সে পালাতে শুরু করল। আমরা তাকে হাররা নামক স্থানে পাকড়াও করে পাথর দ্বারা রজম করি। ফলে সে মারা যায়।

১২-অনুচ্ছেদ ঃ খোলা তালাক[৭] এবং কিভাবে এ তালাক দিতে হবে। আল্লাহ বলেন ঃ

وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاخُذُوْا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلاَّ اَنْ يَّخَافَا اَلاَّ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلاَ تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰۤئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ .

"(তালাক দিয়ে বিদায় করার সময়) তোমাদের জন্য হালাল নয় যে, তোমরা যা তাদেরকে দিয়েছ, তা থেকে কিছু রেখে দেবে। অবশ্য উভয়ে আল্লাহ্‌র সীমারেখা রক্ষা করে জীবনযাপন করতে পারবে না বলে আশঙ্কা হলে এবং তোমাদের যদি আশংকা হয় যে, এরা উভয়ে আল্লাহ্‌র সীমারেখা ঠিক রাখতে পারবে না, তবে তাদের মধ্যে এরূপ ব্যবস্থা করে দেয়া দূষণীয় নয় যে, স্ত্রী স্বামীকে কিছু বিনিময় দিয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ লাভ করবে। এগুলো হলো আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমারেখা, তা কখনও লংঘন করো না। যারা আল্লাহ্‌র সীমারেখা অতিক্রম করে তারাই যালেম"-(সূরা আল বাকারা ঃ ২২৯)। উমার (রা) সরকারী কর্তৃপক্ষের দ্বারাস্থ হওয়া ছাড়াই খোলার সংঘটন আইনসিদ্ধ বলেছেন। উসমান (রা)-এর মতে মাথার বেণী ছাড়া যে কোন বস্তুর বিনিময়ে খোলা করা বৈধ। তাউস (র) বলেন, তারা দাম্পত্য জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে আল্লাহ্‌র নির্দ্ধারিত সীমারেখা বজায় রাখতে না পারার আশংকা করলে (খোলার আশ্রয় নিতে পারে)। তিনি নির্বোধদের কথা বলেননি যে, খোলা ততক্ষণ পর্যন্ত বৈধ হবে না যতক্ষণ মহিলা তাকে সহবাস থেকে বাধা না দিবে।

٤٨٨٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ امْرَاَةَ ثَابِتِ ابْنِ قَيْسٍ اَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَّا اَعْتِبُ عَلَيْهِ فِيْ خُلُقٍ وَّلاَ دِيْنٍ وَلٰكِنِّيْ اَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْاِسْلاَمِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَرُدِّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِقْبَلِ الْحَدِيْقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيْقَةً .

৪৮৮৬. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। সাবেত ইবনে কায়েসের স্ত্রী নবী (স)-এর কাছে এসে বলল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ ! সাবেত ইবনে কায়েসের চরিত্র বা দীনদারি সম্পর্কে ওপর আমার কোন অভিযোগ নেই। কিন্তু আমি মুসলমান হয়ে কুফরী করাটা মোটেই পসন্দ করি না। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, তুমি কি তার বাগানটা ফেরত দিতে রাজী আছ ? সে বলল, হাঁ। রসূলুল্লাহ (স) সাবেতকে বলেন ঃ বাগান ফেরত নাও এবং তাকে এক তালাক দিয়ে দাও।

৭. স্বামীকে কিছু বিনিময় দিয়ে তার নিকট থেকে স্ত্রী কর্তৃক আদায়কৃত তালাককে খোলা তালাক বলা হয়।

٤٨٨٧۔ عَنْ عِكْرِمَةَ اَنَّ اُخْتَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُبَيٍّ بِهٰذَا وَقَالَ تَرُدِّيْنَ حَدِيْقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ فَرَدَّتْهَا وَاَمَرَهُ يُطَلِّقْهَا وَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَن خَلِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَطَلِّقْهَا وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ جَاءَتْ امْرَاَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ لاَ اَعْتُبُ عَلٰى ثَابِتٍ فِيْ دِيْنٍ وَّلاَ خُلُقٍ وَّلٰكِنِّيْ لاَ اُطِيْقُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَتَرُدِّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ .

৪৮৮৭. ইকরিমা (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইর বোন এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। নবী (স) সাবেতের স্ত্রীকে বলেন ঃ তুমি কি সাবেতের বাগানটা ফেরত দিতে প্রস্তুত আছ ? সে বলল, হাঁ। বাগানটি সে ফেরত দিল। তিনি সাবেতকে নির্দেশ দিলেন তার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার জন্য। ইবরাহীম ইবনে তহমান বলেন ঃ খালিদ (র) ইকরিমা থেকে, তিনি নবী (স) থেকে "তাকে তালাক দাও" কথাটিও বর্ণনা করেছেন।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, 'সাবেত ইবনে কায়েসের স্ত্রী রসূলুল্লাহ্ (স)-এর কাছে এসে বলল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্ ! সাবেতের দীনদারি ও চরিত্র সম্পর্কে আমার কোন অভিযোগ নেই। কিন্তু আমি তার সঙ্গে ঘরসংসার করতে পারব না। রসূলুল্লাহ্ (স) বলেন ঃ তুমি কি তার বাগিচাটা ফেরত দিতে প্রস্তুত আছ ? সে বলল, হাঁ।

٤٨٨٨۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَاَةُ ثَابِتِ ابْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَنْقِمُ عَلٰى ثَابِتٍ فِيْ دِيْنٍ وَّلاَ خُلُقٍ اِلاَّ اَنِّيْ اَخَافُ الْكُفْرَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَتَرُدِّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ فَقَالَتْ نَعَمْ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ وَاَمَرَهُ فَفَارَقَهَا.

৪৮৮৮. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাবেত ইবনে কায়েস ইবনে শাম্মাসের স্ত্রী নবী (স)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্ ! আমি সাবেতের দীনদারি বা চরিত্রগত কারণে তার সাথে বসবাস করতে অস্বীকার করি না। কিন্তু আমি কুফরীর (অকৃতজ্ঞ হয়ে যাওয়ার) ভয় করি। রসূলুল্লাহ্ (স) বলেন ঃ তুমি কি তার বাগান তাকে ফেরত দিবে ? সে বলল, হাঁ। সে তার বাগান তার কাছে হস্তান্তর করল। তিনি সাবেতকে নির্দেশ দিলেন তার স্ত্রীকে পৃথক করে দেয়ার জন্য। ফলে সে তাকে পৃথক (তালাক) করে দিল।

٤٨٨٩۔ عَنْ عِكْرِمَةَ اَنَّ جَمِيْلَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ

৪৮৮৯. ইকরিমা বর্ণনা করেন, সাবেতের স্ত্রী জামীলা নবী (স)-এর কাছে তার সম্বন্ধে অভিযোগ করে এবং খোলার ইচ্ছা প্রকাশ করে। ...... অতপর হাদীসটি বর্ণনা করেন।

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ আশ-শিকাক–স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দ্বন্দ্ব। প্রয়োজনে কি খোলা অনুমোদন করা যায় ? মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا اِنْ يُّرِيْدَا اِصْلاَحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا.

"যদি তোমরা উভয়ের দাম্পত্য সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা করো, তাহলে উভয়ের পরিবারের পক্ষ থেকে একজন করে সালিস পাঠাও। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে যদি সংশোধন হওয়ার ইচ্ছা রাখে তাহলে আল্লাহ্ তাদের জন্য সে উপায় বের করে দিবেন। নিশ্চিত আল্লাহ্ সবকিছু জানেন এবং সবকিছু সম্পর্কে অবহিত"–(সূরা আন নিসা ঃ ৩৫)।

٤٨٩٠ـ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ بَنِى الْمُغِيْرَةِ اسْتَاْذَنُوْا فِىْ اَنْ يَّنْكِحَ عَلِيٌّ ابْنَتَهُمْ فَلاَ اٰذَنُ .

৪৮৯০. মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ বানূ মুগীরা তাদের মেয়েকে আলীর সাথে বিয়ে দেয়ার জন্য আমার অনুমতি চায় আমি তা অনুমোদন করব না।

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ দাসীর ক্রয়-বিক্রয়ে তালাক হয় না।

٤٨٩١ـ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ فِىْ بَرِيْرَةَ ثَلٰثُ سُنَنٍ اِحْدَى السُّنَنِ اَنَّهَا اُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِىْ زَوْجِهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ وَدَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالْبُرْمَةُ تَفُوْرُ بِلَحْمٍ فَقُرِّبَ اِلَيْهِ خُبْزٌ وَاُدْمٌ مِّنْ اُدْمِ الْبَيْتِ فَقَالَ اَلَمْ اَرَ بُرْمَةً فِيْهَا لَحْمٌ قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنْ ذٰلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهٖ عَلٰى بَرِيْرَةَ وَاَنْتَ لاَ تَاْكُلُ الصَّدَقَةَ قَالَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَّلَنَا هَدِيَّةٌ .

৪৮৯১. নবী (স)-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ বারীরার ব্যাপারে তিনটি হুকুম ছিল। (এক), যখন তাকে আযাদ করে দেয়া হলো, তখন তার স্বামীর ব্যাপারে তাকে এখতিয়ার দেয়া হলো(দাম্পত্য বন্ধন ছিন্ন করা বা না করার)। (দুই), রসূলুল্লাহ (স) বলেন, অভিভাবকত্বের অধিকার যে আযাদ করে তার। (তিন), রসূলুল্লাহ (স) বারীরার বাড়ীতে আগমন করলেন, তখন হাঁড়িতে গোশত সিদ্ধ হচ্ছিল। কিন্তু তাঁকে খেতে দেয়া হলো রুটি ও ঘরের (বাসি) তরকারী। তিনি বলেন, কি ব্যাপার, হাঁড়িতে গোশত ফুটতে দেখলাম যে ? লোকেরা বলল, হাঁ। তবে তা সদাকার গোশত, যা বারীরাকে দান করা হয়েছে। কিন্তু আপনি তো সদাকার গোশত খেতে পারেন না।[৮] তিনি বলেন, তা তার জন্য সদাকা, কিন্তু আমার জন্য উপঢৌকন।

---

৮. হাশেম বংশীয় লোকদের জন্য সদাকার দ্রব্য ভোগ-ব্যবহার করা হারাম। নবী (স) এ বংশের লোক ছিলেন। সদাকা গ্রহণকারী যদি তা পুনরায় অন্যকে দান করে—তখন তা আর সদাকা থাকে না, উপঢৌকন বা হাদিয়া হিসেবে গণ্য হয়। যেমন যাকাত গ্রহীতা যদি প্রাপ্ত যাকাতের অর্থ দিয়ে ঋণ পরিশোধ করে তাহলে ঐ টাকা ঋণদাতার জন্য যাকাতের অর্থ নয়। নবী (স) সে কথাই বলেছেন যে, তার জন্য সদাকার গোশত হলেও আমার জন্য তা সদাকার গোশত গণ্য হবে না।

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ গোলামের অধীন দাসীর এখতিয়ার[৯] প্রসঙ্গে।

٤٨٩٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَأَيْتُهُ عَبْدًا يَعْنِيْ زَوْجَ بَرِيْرَةَ .

৪৮৯২. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ আমি তাকে অর্থাৎ বারীরার স্বামীকে গোলাম হিসেবে দেখেছি।

٤٨٩٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ذَاكَ مُغِيْثٌ عَبْدُ بَنِيْ فُلاَنٍ يَعْنِيْ زَوْجَ بَرِيْرَةَ كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتْبَعُهَا فِيْ سِكَكِ الْمَدِيْنَةِ يَبْكِيْ عَلَيْهَا .

৪৮৯৩. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এই মুগীস অর্থাৎ বারীরার স্বামী ছিল অমুক গোত্রের গোলাম। এখনও আমার দৃশ্যপটে ভাসছে—সে মদীনার অলিতে-গলিতে বারীরার অনুসরণ করছে আর তার জন্য কেঁদে ফিরছে।

٤٨٩٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ زَوْجُ بَرِيْرَةَ عَبْدًا أَسْوَدَ يُقَالُ لَهُ مُغِيْثٌ عَبْدًا لِبَنِيْ فُلاَنٍ كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوْفُ وَرَاءَ هَا فِيْ سِكَكِ الْمَدِيْنَةِ .

৪৮৯৪. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ বারীরার স্বামী একজন কাল ক্রীতদাস ছিল। তার নাম মুগীস। সে অমুক গোত্রের ক্রীতদাস ছিল। এখনও আমার চোখে ভাসছে সে মদীনার অলিতে-গলিতে বারীরার পিছে পিছে ছুটছে।

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ বারীরার স্বামীর ব্যাপারে নবী (স)-এর সুপারিশ।

٤٨٩٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ زَوْجَ بَرِيْرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ مُغِيْثٌ كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوْفُ خَلْفَهَا يَبْكِيْ وَدُمُوْعُهُ تَسِيْلُ عَلَى لِحْيَتِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَبَّاسٍ يَا عَبَّاسُ أَلاَ تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيْثٍ بَرِيْرَةَ وَمِنْ بُغْضِ بَرِيْرَةَ مُغِيْثًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ رَاجَعْتِهِ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تَأْمُرُنِيْ قَالَ إِنَّمَا أَنَا أَشْفَعُ قَالَتْ فَلاَ حَاجَةَ لِيْ فِيْهِ .

৪৮৯৫. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। বারীরার স্বামী মুগীস ছিল ক্রীতদাস। এখনও আমার চোখের সামনে সে দৃশ্য ভাসছে ঃ মুগীস কাঁদতে কাঁদতে তার পিছে পিছে ছুটছে আর তার চোখের পানি তার দাড়ি বেয়ে পড়ছে। (এ দৃশ্য দেখে) নবী (স) আব্বাসকে বলেন, হে আব্বাস ! বারীরার প্রতি মুগীসের ভালোবাসা আর মুগীসের প্রতি বারীরার উপেক্ষা কতই না আশ্চর্যজনক ! নবী (স) তাকে বলেন ঃ তুমি যদি মুগীসের নিকট পুনরায় ফিরে যেতে ![১০] সে বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ ! এটা কি আমার প্রতি আপনার

---

৯. স্বামীর সাথে থাকা বা দাম্পত্য বন্ধন ছিন্ন করার ক্ষমতা স্ত্রীর হাতে ন্যস্ত করাকে তাখ্য়ীর বা এখতিয়ার (option) বলে। স্ত্রীকে এ অধিকার প্রয়োগ করতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। আইনের ভাষায় তিনটি বাক্যের মাধ্যমে এ এখতিয়ার দেয়া যেতে পারে ঃ (১) তোমার ব্যাপার তোমার হাতে, (২) তোমার এখতিয়ার রয়েছে এবং (৩) তুমি ইচ্ছা করলে তুমি তালাক। এ বাক্যসমূহের প্রতিটির আইনগত ফলাফল এক নয় (অধিক ব্যাখ্যার জন্য তাফহীমুল কুরআন সূরা আহযাবের ৪২নং টীকা দ্রষ্টব্য)।

১০. বারীরাও ক্রীতদাসী ছিল। হযরত আয়েশা (রা) তাঁকে ক্রয় করে আযাদ করে দেন। ফলে সে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করার এখতিয়ার লাভ করে।

নির্দেশ ? তিনি বলেন, আমি অনুরোধ করছি।[১১] বারীরা বলল, তাকে আমার প্রয়োজন নেই।

১৭-অনুচ্ছেদ ঃ

٤٨٩٦- عَنِ الْاَسْوَدِ اَنَّ عَائِشَةَ اَرَادَتْ اَنْ تَشْتَرِىَ بَرِيْرَةَ فَاَبٰى مَوَالِيْهَا اِلاَّ اَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلاَءَ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اشْتَرِيْهَا وَاَعْتِقِيْهَا فَاِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ وَاُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِلَحْمٍ فَقِيْلَ اِنَّ هٰذَا مِمَّا تُصُدِّقَ بِهٖ عَلٰى بَرِيْرَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ .

৪৮৯৬. আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) বারীরাকে ক্রয় করতে ইচ্ছা করলেন। তার মালিকগণ (তাকে বিক্রয় করতে) এ শর্তে রাজী ছিল যে, অভিভাবকত্বের অধিকার তাদের হাতে থাকবে। তিনি একথা নবী (স)-কে জানান। তিনি বলেন, তুমি তাকে ক্রয় করে আযাদ করে দাও। কেননা আযাদকারীর জন্যই অভিভাবকত্বের অধিকার সংরক্ষিত। নবী (স)-কে গোশত খেতে দিয়ে বলা হলো, এ গোশত বারীরাকে সদাকা হিসেবে দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, 'এটা তার জন্য সদাকা কিন্তু আমার জন্য উপঢৌকন'।

٤٨٩٧- عَنْ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَزَادَ فَخُيِّرَتْ مِنْ زَوْجِهَا .

৪৮৯৭. শো'বার বর্ণিত হাদীসে–"তার (বারীরা) স্বামীর ব্যাপারে তাকে এখতিয়ার দেয়া হয়েছে"–এ কথাটুকুও আছে।

১৮-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ وَلاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ .

"তোমরা মুশরিক নারীদেরকে বিয়ে করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ঈমান না আনে। একজন ঈমানদার ক্রীতদাসী মুশরিক নারী অপেক্ষা অনেক ভাল, যদিও সে তোমাদের মুগ্ধ করে"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২২১)।

٤٨٩٨- عَنْ نَافِعٍ اَنَّ اِبْنَ عُمَرَ كَانَ اِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ اَوِ الْيَهُوْدِيَّةِ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَلاَ اَعْلَمُ مِنَ الْاِشْرَاكِ شَيْئًا اَكْبَرَ (اَكْثَرَ) مِنْ اَنْ تَقُوْلَ الْمَرْاَةُ رَبُّهَا عِيْسٰى وَهُوَ عَبْدٌ مِّنْ عِبَادِ اللّٰهِ .

---

১১. রসূলুল্লাহ (স)-এর দু'টি সত্তা। একটি তাঁর নববী সত্তা, অপরটি তাঁর ব্যক্তি সত্তা। নবী হিসেবে তিনি যেসব নির্দেশ দিয়েছেন তা অলঙ্ঘনীয়, বাধ্যতামূলক এবং শিরোধার্য। এগুলো মেনে নেয়া বা না নেয়ার ক্ষেত্রে বিবেচনার কোন স্থান নেই। রসূল (স) যখন বারীরাকে বললেন, মুগীসকে পুনরায় গ্রহণ করার জন্য, তখন সে জিজ্ঞেস করল–এটা তার প্রতি রসূলের নির্দেশ কি না। কেননা নির্দেশ হলে অবশ্যই তাকে তা মেনে নিতে হবে।

সমাজের একজন ব্যক্তি হিসেবে তিনি স্বীয় মানবীয় অভিজ্ঞতা থেকে যেসব পরামর্শ, প্রস্তাব, অভিপ্রায় ও সুপারিশ ব্যক্ত করেছেন ; যার সাথে অহীর কোন সম্পর্ক নেই ; তা বিবেচনা করে গ্রহণ করা বা না করার অধিকার উম্মতের রয়েছে। তাই ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে মহানবী (স) বলতেন, "আমি তোমাদেরই মতো মানুষ।" স্বামীকে পুনরায় গ্রহণ করার জন্য বারীরার প্রতি রসূল (স)-এর নির্দেশ ছিল না, ছিল ব্যক্তিগত অনুরোধ, যা বারীরা বিবেচনা করেনি।

৪৮৯৮. নাফে (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা)-কে খৃস্টান অথবা ইহূদী নারীকে বিয়ে করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলতেন ঃ আল্লাহ মুশরিক নারীদের বিয়ে করা মু'মিনদের জন্য হারাম (নিষিদ্ধ) করেছেন। আমি জানি না, এর চেয়ে বড় শিরক আর কি আছে যে, একজন নারী বলে যে, তার প্রভু ঈসা ! অথচ তিনি আল্লাহ্‌র বান্দাদের একজন।

১৯-অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিক নারী ইসলাম কবুল করলে তাদের বিয়ে করা এবং ইদ্দাত প্রসঙ্গে।

٤٨٩٩ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ الْمُشْرِكُوْنَ عَلٰى مَنْزِلَتَيْنِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَالْمُؤْمِنِيْنَ كَانُوْا مُشْرِكِيْ اَهْلِ حَرْبٍ يُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاتِلُوْنَهُ وَمُشْرِكِيْ اَهْلِ عَهْدٍ (عَقْدٍ) لاَ يُقَاتِلُهُمْ وَلاَ يُقَاتِلُوْنَهُ وَكَانَ اِذَا هَاجَرَتْ امْرَأَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْحَرْبِ لَمْ تُخْطَبْ حَتّٰى تَحِيْضَ وَتَطْهُرَ فَاِذَا طَهُرَتْ حَلَّ لَهَا النِّكَاحُ فَاِنْ هَاجَرَ زَوْجُهَا قَبْلَ اَنْ تَنْكِحَ رُدَّتْ اِلَيْهِ وَاِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ مِّنْهُمْ اَوْ اَمَةٌ فَهُمَا حُرَّانِ وَلَهُمَا مَا لِلْمُهَاجِرِيْنَ ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ اَهْلِ الْعَهْدِ مِثْلَ حَدِيْثِ مُجَاهِدٍ وَاِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ اَوْ اَمَةٌ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَهْلِ الْعَهْدِ لَمْ يُرَدُّوْا وَرُدَّتْ اَثْمَانُهُمْ وَقَالَ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَتْ قُرَيْبَةُ (قَرِيْبَةُ) بِنْتُ اَبِيْ اُمَيَّةَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَطَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا مُعَاوِيَةُ بْنُ اَبِيْ سُفْيَانَ وَكَانَتْ اُمُّ الْحَكَمِ ابْنَةُ اَبِيْ سُفْيَانَ تَحْتَ عِيَاضِ بْنِ غَنَمٍ الْفِهْرِيِّ فَطَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ الثَّقَفِيُّ .

৪৮৯৯. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) ও মু'মিনদের সাথে সম্পর্কের দিক থেকে মুশরিকদের দু'টি দল ছিল। একদল হরবী মুশরিক। এরা নবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত এবং নবী (স) এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন। দ্বিতীয় দল ছিল চুক্তিবদ্ধ মুশরিক। তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন না, তারাও নবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত না। হরবী মুশরিকদের কোন নারী মুসলমানদের কাছে হিজরত করে চলে আসলে সে ঋতুবতী হয়ে তা থেকে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করা হতো না। সে পবিত্র হয়ে গেলে তার জন্য বিয়ে বসা জায়েয হয়ে যেত। বিয়ে বসার পূর্বেই তার স্বামীও হিজরত করে চলে আসলে তার স্ত্রী তাকেই ফেরত দেয়া হতো। তাদের কোন ক্রীতদাস অথবা ক্রীতদাসী হিজরত করে চলে আসলে তাদেরকে আযাদ ঘোষণা করে মোহাজিরদের সমান অধিকার দেয়া হতো। অতপর বর্ণনাকারী চুক্তিবদ্ধ মুশরিকদের প্রসঙ্গ মুজাহিদের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। চুক্তিবদ্ধ মুশরিকদের কোন ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসী হিজরত করে চলে আসলে তাদেরকে ফেরত দেয়া হতো না, তবে তাদের মূল্য পরিশোধ করা হতো। আতা (র) ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ কুরাইবা (কারীবা) বিনতে আবু উমাইয়া উমার ইবনুল খাত্তাবের বিবাহ বন্ধনে ছিল। তিনি তাকে তালাক দিলে মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান তাকে বিয়ে করেন। উম্মুল হাকাম বিনতে আবু সুফিয়ান ইয়াদ ইবনে গানাম আল ফিহরীর অধীনে ছিল। তিনি তাকে তালাক দিলে আবদুল্লাহ ইবনে উসমান আস-সাকাফী তাকে বিয়ে করেন।

২০-অনুচ্ছেদ ঃ যিম্মী[১২] ও হরবী[১৩] লোকের বিবাহাধীন মুশরিক বা খৃস্টান নারীর ইসলাম গ্রহণ। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, কোন খৃস্টান মহিলা তার স্বামীর এক ঘণ্টা পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করলে সে তার জন্য হারাম হয়ে যাবে। আতাকে জিজ্ঞেস করা হলো, চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়ের এক মহিলা ইসলাম গ্রহণ করে এবং তার স্বামী তার ইদ্দাতকালের মধ্যে মুসলমান হয়–এ অবস্থায় সে কি তার স্ত্রী থাকবে ? তিনি বলেন, না। সে ইচ্ছা করলে পুনরায় মোহর ধার্য করে তার সাথে নতুনভাবে বিয়ে বসতে পারে। মুজাহিদ বলেন, ইদ্দাতকালের মধ্যে স্বামী মুসলমান হলে সে তাকে বিয়ে করতে পারে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ "না তারা কাফেরদের জন্য হালাল, না কাফের পুরুষরা তাদের জন্য হালাল"–(সূরা মুমতাহানা ঃ ১০)।

হাসান ও কাতাদা (র) মজূসী (অগ্নি উপাসক) সম্পর্কে বলেছেন, তারা উভয়ে মুসলমান হলে তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক ঠিক থাকবে। যদি একজন আগে মুসলমান হয় এবং অপরজন মুসলমান হতে অস্বীকার করে তাহলে স্ত্রী বায়েন তালাক হয়ে যাবে। তার ওপর স্বামীর আর কোন অধিকার থাকবে না। ইবনে জুরাইজ আতাকে জিজ্ঞেস করলেন, কোন মুশরিক মহিলা যদি মুসলমানদের কাছে চলে আসে তবে তার স্বামীকে কি কোন বিনিময় দিতে হবে ? কেননা আল্লাহ্ বলেন ঃ ওয়াআতুহুম মা আনফাকু" (কাফের স্বামীরা তাদেরকে যে মোহরানা দিয়েছিল, তা তাদেরকে ফেরত দাও"–(সূরা মুমতাহানা ঃ ১০)। তিনি বলেন, না। নবী (স)-এর সাথে যাদের চুক্তি ছিল, কেবল তাদের ক্ষেত্রে আয়াতের নির্দেশ প্রযোজ্য। মুজাহিদ বলেন, নবী (স)-এর সাথে কুরাইশদের যে সন্ধি হয়েছিল, তাতেই এসব কথা ছিল।

٤٩٠٠ـ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَتِ الْمُؤْمِنَاتُ اِذَا هَاجَرْنَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَمْتَحِنُهُنَّ بِقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا جَاءَ كُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ الْاٰيَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ اَقَرَّ بِهٰذَا الشَّرْطِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ اَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَقْرَرْنَ بِذٰلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ قَالَ لَهُنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ انْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ لاَ وَاللّٰهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَدَ امْرَاَةٍ قَطُّ غَيْرَ اَنَّهُ بَايَعَهُنَّ بِالْكَلاَمِ وَاللّٰهِ مَا اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى النِّسَاءِ اِلاَّ بِمَا اَمَرَهُ اللّٰهُ يَقُوْلُ لَهُنَّ اِذَا اَخَذَ عَلَيْهِنَّ قَدْ بَايَعْتُكُنَّ كَلاَمًا.

৪৯০০. নবী (স)-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ঈমানদার মহিলারা যখন নবী (স)-এর কাছে হিজরত করে আসত তখন তিনি আল্লাহ্র নির্দেশ মোতাবেক তাদেরকে যাচাই করতেন। আল্লাহ্ বলেন ঃ "হে ঈমানদারগণ ! যখন তোমাদের কাছে

---

১২. ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক, যাদের সার্বিক নিরাপত্তার দায়িত্বভার মুসলমানগণ গ্রহণ করেছে।
১৩. শত্রু রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক।

ঈমানদার নারীরা হিজরত করে আসবে, তখন তাদের যাচাই করে নাও ......।" আয়েশা (রা) বলেন, মু'মিন মহিলাদের মধ্যে যে-ই এ শর্ত মেনে নিত, তাকে এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মনে করা হতো। যখন তারা এটা স্বীকার করে নিত, তখন রসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে বলতেন ঃ তোমরা যেতে পার, আমি তোমাদেরকে বাই'আত[১৪] করে নিয়েছি। আয়েশা (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ ! রসূলুল্লাহ (স)-এর হাত কখনও নারীদের হাত স্পর্শ করেনি। তিনি তাদেরকে শুধুমাত্র কথাবার্তার মাধ্যমে বাই'আত করেছেন। আল্লাহর শপথ ! রসূলুল্লাহ (স) বাই'আত করার সময় কখনও তাদের হাত স্পর্শ করেননি। আল্লাহ তাঁকে যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, সেভাবেই বাই'আত নিয়েছেন। তিনি মহিলাদের কাছ থেকে বাই'আত গ্রহণ করলে বলতেন, আমি কথার দ্বারা তোমাদের কাছ থেকে বাই'আত গ্রহণ করি।

২১-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ فَاِنْ فَاءُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ - وَاِنْ عَزَمُوْا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ .

"যারা নিজ স্ত্রীদের সাথে ঈলা[১৫] (সম্পর্ক না রাখার প্রতিজ্ঞা) করে, তাদের জন্য চার মাসের অবকাশ রয়েছে। যদি তারা এ থেকে প্রত্যাবর্তন করে, তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়াময়। আর যদি তারা তালাক দেয়ার সিদ্ধান্ত করে থাকে, তবে আল্লাহ সবকিছু শুনেন সবকিছু জানেন"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২২৬-২২৭)।

---

১৪. বাই'আত আরবী শব্দ। এর অর্থ হলো, বিক্রয় বা বিক্রয় করা। ঈমান নিছক একটি ধর্মতাত্ত্বিক আকীদা-বিশ্বাসেরই নাম নয়, বরং আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে একটি পারস্পরিক চুক্তি। এ চুক্তি অনুযায়ী বান্দা তার মন-প্রাণ, ইচ্ছা, ক্ষমতা-এখতিয়ার, দৈহিক শক্তি, ধন-মাল, উপায়-উপাদান এবং নিজের দখলের যাবতীয় জিনিস বাই'আতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র কাছে বিক্রয় করে। আর আল্লাহ এর বিনিময়ে বান্দাকে জান্নাত দেয়ার ওয়াদা করেন। আল্লাহ বান্দাকে যেসব সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন, তা দিয়ে আল্লাহ্‌র দেয়া জীবনবিধান প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিজ্ঞা নেয়াই বাই'আত। আর জিহাদ হচ্ছে আল্লাহ্‌র দীন প্রতিষ্ঠার প্রধান উপায়। নবী (স) বিভিন্ন সময় সাহাবীদের কাছ থেকে বাই'আত গ্রহণ করেছেন। আনসাররা বলতেন ঃ "আমরা খন্দকের দিন নবীর নিকট আমৃত্যু জিহাদের বাই'আত নিয়েছি।" সামাজিক অনাচার, বিপর্যয়, বিশৃঙ্খলা ইত্যাদি সৃষ্টি না করার জন্যও মহানবী (স) সাহাবাদের কাছ থেকে বাই'আত গ্রহণ করতেন"–(সূরা মুমতাহানা ঃ ১২ আয়াত দ্র.)। খোলাফায়ে রাশেদীন ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকারের আনুগত্য করার বাই'আত নিয়েছেন। বর্তমানে ইসলাম বাতিল শক্তির অধীন। কোথাও এর কর্তৃত্ব নেই। অথচ এ দীনকে সমস্ত বাতিল দীনের ওপর বিজয়ী করার জন্য আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবীকে প্রেরণ করেছেন। ইসলামকে পুনরায় একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসেবে সমাজের বুকে প্রতিষ্ঠার জন্য যেসব ব্যক্তি ও সংগঠন ইসলামী আন্দোলন করে যাচ্ছে ; সেসব ব্যক্তি ও সংগঠনের কাছে কুরআন ও হাদীসের মর্ম অনুযায়ী আমাদের বাই'আত গ্রহণ করা একান্ত কর্তব্য। কেননা রসূল (স)-এর বাণী অনুযায়ী "যে ব্যক্তি বাই'আত গ্রহণ না করে মারা গেল, সে যেন জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল।"

১৫. ঈলা শব্দের অর্থ শপথ করা। স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে, আল্লাহর শপথ ! আমি চার মাসের মধ্যে তোমার কাছে যাব না (সহবাস করব না)–এরূপ প্রতিজ্ঞা করাকে ঈলা বলে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সবসময় সুস্থ ও সঠিক সম্পর্ক বজায় না-ও থাকতে পারে। মাঝেমধ্যে বিপর্যয়ের কারণ ঘটা অস্বাভাবিক নয়। তখন আইনত স্বামী-স্ত্রী থেকেও কার্যত পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকে, যাতে মনে হয় এরা পরস্পর স্বামী-স্ত্রী নয়। এ ধরনের বিপর্যয় রোধ করার জন্য আল্লাহ মাত্র চার মাস সময় নির্দিষ্ট করেছেন এবং বলেছেন ঃ হয় এ সময়ের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক ঠিক করে নাও অথবা সম্পর্ক ছিন্ন কর।

আয়াতে প্রতিজ্ঞা বা শপথ করার কথা উল্লেখ থাকাতে হানাফী ও শাফিঈ মাযহাবের ফকীহ্গণ মনে করেন, স্বামী যেখানে স্ত্রীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক না রাখার প্রতিজ্ঞা করবে, কেবল তখনই এবং সেখানেই এ আয়াতের প্রয়োগ হবে। আর প্রতিজ্ঞা না করে যদি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ত্যাগ করা হয় ; এ অবস্থায় যত কালই অতিবাহিত হোক না

٤٩٠١ـ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيْلِ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ اٰلَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ نِّسَائِهِ وَكَانَتْ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ فَاَقَامَ فِيْ مَشْرُبَةٍ لَّهُ تِسْعًا وَّعِشْرِيْنَ ثُمَّ نَزَلَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اٰلَيْتَ شَهْرًا قَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَّعِشْرُوْنَ .

৪৯০১. হুমাইদ আত-তাবীল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ রসূলুল্লাহ (স) নিজ স্ত্রীদের কাছে না যাওয়ার প্রতিজ্ঞা করলেন। এ সময় তাঁর পা মচকে গিয়েছিল। তিনি তাঁর চিলেকোঠায় ঊনত্রিশ (দিন) অবস্থান করেন, তারপর সেখান থেকে নেমে আসেন। লোকেরা বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আপনি তো এক মাসের জন্য প্রতিজ্ঞা করলেন। তিনি বলেন, ঊনত্রিশ দিনেও মাস হয়।

٤٩٠٢ـ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُوْلُ فِي الْاِيْلاَءِ الَّذِيْ سَمَّى اللّٰهُ تَعَالٰى لاَ يَحِلُّ لاَحَدٍ بَعْدَ الْاَجَلِ اِلاَّ اَنْ يُّمْسِكَ بِالْمَعْرُوْفِ اَوْ يَعْزِمُ الطَّلاَقَ كَمَا اَمَرَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اِذَا مَضَتْ اَرْبَعَةُ اَشْهُرٍ يُّوْقَفُ حَتّٰى يُطَلِّقَ وَلاَ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلاَقُ حَتّٰى يُطَلِّقَ وَيُذْكَرُ ذٰلِكَ عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَّاَبِي الدَّرْدَاءِ وَعَائِشَةَ وَاثْنَىْ عَشَرَ رَجُلاً مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ

৪৯০২. নাফে (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) 'ঈলা' সম্পর্কে বলতেন ঃ যার উল্লেখ আল্লাহ করেছেন, এর সময়সীমা শেষ হয়ে গেলে প্রসংগটি (অমীমাংসিত অবস্থায় ফেলে রাখা) হালাল নয়। আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী হয় স্ত্রীকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করবে অথবা তালাকের ব্যবস্থা করবে। ইবনে উমার (রা) বর্ণনা করেন, চার মাস অতীত হয়ে গেলে তালাক দেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। স্বামী যতক্ষণ তালাক না দিবে, ততক্ষণ আপনা আপনি তালাক হবে না। উসমান, আলী, আবু দারদা, আয়েশা এবং নবী (স)-এর আরো বারজন সাহাবী থেকে এ মত বর্ণিত হয়েছে।

২২-অনুচ্ছেদ ঃ নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রীও ধন-সম্পদের বিধান। ইবনুল মুসাইয়্যাব বলেন ঃ কোন ব্যক্তি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিখোঁজ হলে তার স্ত্রী তার জন্য এক বছর

কেন সেখানে এ আয়াত প্রযোজ্য হবে না। মালিকী মাযহাবের ফকীহগণের মতে প্রতিজ্ঞা করা হোক বা না হোক উভয় অবস্থায়ই স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক না রাখার ব্যাপারে এ চার মাস সময়ই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য নির্দিষ্ট।

হযরত উসমান, ইবনে মাস'উদ, যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) প্রমুখ সাহাবীদের মতে প্রতিজ্ঞা ভংগ করা ও পুনরায় সম্পর্ক স্থাপন করার সুযোগ চার মাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এ সময়সীমা শেষ হওয়ার সাথে সাথে স্বতঃই তালাক কার্যকরী হবে এবং এক তালাকে বায়েন হবে। ইদ্দাত চলাকালের মধ্যে স্বামী তাকে পুনরায় গ্রহণ করতে পারবে না। অবশ্য তারা উভয়ে যদি পুনর্মিলনের জন্য প্রস্তুত হয় ; তবে পুনরায় দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। হানাফী মতের ফকীহগণ এ মত গ্রহণ করেছেন। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব, মাকহুল, যুহরী প্রমুখ মনীষীগণ বলেন, চার মাস শেষ হওয়ার পর আপনাআপনিই তালাক হয়ে যাবে ; কিন্তু এক তালাকে রিজয়ী হবে। কিন্তু হযরত আয়েশা (রা), আবু দারদা (রা)ও মদীনার অধিকাংশ ফকীহ্‌র মতে চার মাস অতিক্রান্ত হলে ব্যাপারটি আদালতে উপস্থাপন করতে হবে। বিচারক স্ত্রীকে হয় গ্রহণ করতে না হয় সম্পূর্ণ তালাক দিতে স্বামীকে নির্দেশ দিবে। ইমাম মালেক ও শাফিঈ এ মত গ্রহণ করেছেন।

অপেক্ষা করবে।[১৬] ইবনে মাসউদ (রা) একটি দাসী ক্রয় করে তার মালিককে বছরখানেক ধরে খুঁজলেন, কিন্তু তাকে পাওয়া গেল না, তার ঠিকানাও জানা গেল না। এরপর থেকে তিনি এক বা দুই দিরহাম করে দান করতেন আর বলতেন, হে আল্লাহ! আমি অমুকের পক্ষ থেকে দিচ্ছি। যদি মালিক এসে যায় তাহলে মূল্য পরিশোধ করা আমার কর্তব্য এবং সওয়াব আমার। তিনি বলেন, হারানো প্রাপ্তির ব্যাপারেও তোমরা এ নীতি অবলম্বন করবে। ইবনে আব্বাসেরও এ মত। যুহরী বলেন, যে কয়েদীর ঠিকানা ও অবস্থান জানা আছে, তার স্ত্রী অন্যত্র বিয়ে বসতে পারবে না এবং তার সম্পত্তিও ওয়ারীসদের মধ্যে বণ্টিত হবে না। তার কোন খোঁজ পাওয়া না গেলে তার ক্ষেত্রে নিখোঁজ ব্যক্তির বেলায় প্রযোজ্য নীতি অনুসৃত হবে।

٤٩٠٣- عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ فَقَالَ خُذْهَا فَانَّمَا هِيَ لَكَ اَوْ لاَخِيْكَ اَوْ لِلذِّئْبِ وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الاِبِلِ فَغَضِبَ وَاحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ فَقَالَ مَالَكَ وَلَهَا مَعَهَا الْحِذَاءُ وَالسِّقَاءُ تَشْرَبُ الْمَاءَ وَتَاكُلُ الشَّجَرَ حَتّٰى يَلْقَاهَا رَبُّهَا وَسُئِلَ عَنِ اللُّقْطَةِ فَقَالَ اَعْرِفْ وِكَائَهَا وَعِفَاصَهَا وَعَرِّفْهَا سَنَةً فَاِنْ جَاءَ مَنْ يَّعْرِفُهَا وَاِلاَّ فَاخْلِطْهَا بِمَالِكَ قَالَ سُفْيَانُ فَلَقِيْتُ رَبِيْعَةَ ابْنَ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سُفْيَانُ وَلَمْ اَحْفَظْ عَنْهُ شَيْئًا غَيْرَ هٰذَا فَقُلْتُ اَرَاَيْتَ حَدِيْثَ يَزِيْدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ فِىْ اَمْرِ الضَّالَّةِ هُوَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ نَعَمْ .

৪৯০৩. মুমবায়েস-এর গোলাম ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর কাছে হারানো বকরী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ ওটাকে ধরে নাও, হয় ওটা তোমার অথবা তোমার ভাইয়ের অথবা নেকড়ের। তাঁকে পুনরায় হারানো উটের হুকুম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি অসন্তুষ্ট হন এবং তাঁর গণ্ডদেশ রক্তিম বর্ণ ধারণ করে। অতপর তিনি

১৬. নিখোঁজ ব্যক্তি সম্পর্কে কুরআন মজীদে সুস্পষ্ট কোন বিধান নেই। 'দারু কুতনী' নামক হাদীস গ্রন্থে এ পর্যায়ে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। নবী (স) বলেন, 'নিখোঁজ ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ অবস্থা যতক্ষণ পর্যন্ত না জানা যাবে, ততক্ষণ তার স্ত্রী তারই থাকবে।' হাদীস বিশারদদের মতে হাদীসটি দুর্বল, প্রমাণের উপযোগী নয়।

হযরত উমার, উসমান, ইবনে উমার ও ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে, নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রীকে তার স্বামীর জন্য চার বছর অপেক্ষা করতে হবে। এ সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর সে অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারবে। ইমাম মালেক এ মত গ্রহণ করেছেন। ইমাম আহমদের ঝোঁকও এদিকে। হযরত আলী ও ইবনে মাসউদের মতে নিখোঁজ ব্যক্তি ফিরে না আসা পর্যন্ত বা তার মৃত্যুর সঠিক তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী ধৈর্যধারণ করে অপেক্ষা করবে। ইমাম আবু হানীফা ও শাফিঈ এ মত গ্রহণ করেছেন। বিভিন্ন কারণে হানাফী মাযহাবের অনুসারী আলেমগণ নিখোঁজ ব্যক্তির মাসয়ালায় মালিকী মাযহাবের বিধান অনুযায়ী ফতোয়া দেয়াকে পসন্দ করেছেন।

হযরত উমারের ফয়সালা অনুযায়ী প্রতীক্ষার সময়সীমা শেষ হওয়ার পর স্ত্রী দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করার পূর্বেই যদি নিখোঁজ স্বামী চলে আসে, তাহলে স্ত্রী প্রথম স্বামীই পাবে। যদি স্ত্রীর দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করার পর নিখোঁজ স্বামী ফিরে আসে—ঐ অবস্থায় স্ত্রীর উপর প্রথম স্বামীর কোন অধিকার থাকবে না। মালিকী মাযহাবের লোকেরা এই মত গ্রহণ করেছে। হযরত আলীর রায় হচ্ছে, প্রথম স্বামীই স্ত্রী পেয়ে যাবে, দ্বিতীয় স্বামীর ঘরে সন্তান হয়ে থাকলেও। হানাফী আলেমগণ এই মত গ্রহণ করেছেন। পরিবেশ, পরিস্থিতি, প্রয়োজন ও বুদ্ধিবৃত্তির দৃষ্টিকোণ থেকে মালিকী মাযহাবের সিদ্ধান্তই অধিক যুক্তিসঙ্গত।

বলেন ঃ এর সাথে তোমার কি সম্পর্ক ! উটের সাথে তো তার খাদ্য ও পানি মজুদ আছে। সে ঘাস-পানি খেতে থাকবে, ইতিমধ্যে তার মালিক এসে যাবে। 'লুকতা'[১৭] (হারানো প্রাপ্তি) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, প্রাপ্ত জিসিনের থলি ও মাথার বন্ধনটা দেখে নাও এবং এক বছর পর্যন্ত বিজ্ঞপ্তি (ঘোষণা) দিতে থাক। যদি কেউ এসে সনাক্ত করে ভাল, অন্যথায় নিজের মালের সাথে যোগ করে নাও। সুফিয়ান বলেন, আমি রবীআ ইবনে আবু আবদুর রহমানের সাথে সাক্ষাত করে এটুকুই জানতে পেরেছি। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, হারান জিনিস সম্পর্কে মুমবায়েস-এর গোলাম ইয়াযীদের হাদীসটি কি যায়েদ ইবনে খালিদ থেকে বর্ণিত ? তিনি বলেন, হাঁ।

২৩-অনুচ্ছেদ ঃ যিহার[১৮] এবং আল্লাহ্ তাআলার বাণী ঃ

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِىْ تُجَادِلُكَ فِىْ زَوْجِهَا .... فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا.

"আল্লাহ্ শুনেছেন সেই মহিলার কথা, যে তার স্বামীর ব্যাপারে তোমার সাথে বির্তকে লিপ্ত হয়েছে ..... আর যে লোক এটা করতেও অক্ষম, সে যেন ষাটজন মিসকীনকে খাবার দেয়"–(সূরা মুজাদালা ঃ ১-৪)। ইমাম মালেক (র) ইবনে শিহাবের কাছে গোলামের যিহার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আযাদ ব্যক্তির (যিহারের) হুকুমের অনুরূপ। ইমাম মালেক বলেন, গোলামও দুই মাস রোযা রাখবে। হাসান ইবনুল হুর বলেন, আযাদ ব্যক্তি ও গোলামের যিহার পর্যায়ক্রমে আযাদ মহিলা ও দাসীর সাথে—একই হুকুম। ইকরিমা (র) বলেন, বাঁদীর সাথে যিহার করার কোন মূল্য নেই। কেননা যিহার স্বাধীন স্ত্রীর সাথেই হতে পারে।

---

১৭. 'লুকতা' বলা হয় হারানো অবস্থায় পড়ে থাকা জিনিসকে, যা পাওয়া গেছে বা তুলে নেয়া হয়েছে। আর এভাবে প্রাপ্ত মানবসন্তানকে বলে 'লাকীত'। হারানো পশুকে 'দাল্লাহ' বলে। প্রাপ্ত জিনিস যদি নগণ্য বা মূল্যহীন এবং পচনশীল হয়, তাহলে গরীবকে দিয়ে দেয়াই ভাল। নিজের ব্যবহারেও লাগানো যায়। কিন্তু তা যদি মূল্যবান হয়, তাহলে সম্ভাব্য পন্থায় মালিকের খোঁজ করবে। এক বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরও মালিক না পাওয়া গেলে তা গরীবকে দিয়ে দেয়া বা কোন জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা সর্বোত্তম।

১৮. স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে নিজের কোন মাহ্রাম (যাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা হারাম) মহিলার শরীরের বিশেষ কোন অংগের সাথে তুলনা করাকে 'যিহার' বলে। এ কুপ্রথা তদানীন্তন আরব সমাজে প্রচলিত ছিল। ঝগড়া বা অন্য কোন কারণে স্বামী ক্রুদ্ধ হয়ে স্ত্রীকে বলত, انت على كظهر امى "তুমি আমার জন্য এমন, যেমন আমার মায়ের পিঠ।" এ কথার তাৎপর্য হলো, তোমার সাথে সহবাস করা আমার মায়ের মতই হারাম। একালেও অনেক অজ্ঞ-মূর্খ লোক না জেনেশুনে এ জাতীয় বাজে উক্তি করে। সে বলে, তুমি আমার মায়ের মতো, বোনের মতো বা কন্যার মতো। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, সে নিজের স্ত্রীকে এখন আর স্ত্রী মনে করে না ; বরং তাকে সেই নারীদের মধ্যে গণ্য করে, যারা তার জন্য মাহ্রাম। এ ধরনের কথা বলাকে ফিক্হের পরিভাষায় 'যিহার' বলে।

ইসলামী আইনে যিহার একটি দণ্ডনীয় অপরাধ। কিন্তু এতে সরাসরি বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয় না। স্বামীর জন্য সাময়িকভাবে স্ত্রী হারাম হয়। দণ্ডভোগের পর স্ত্রী তার জন্য পুনরায় হালাল হয়ে যায়।

হানাফী মাযহাব মতে ঃ যে কোন মাহ্রাম মহিলার সাথে তুলনা করলে যিহার হয়। অবশ্য যারা সাময়িকভাবে হারাম (যেমন স্ত্রীর বোন) তাদের সাথে তুলনা করলে যিহার হয় না। শাফিঈ মাযহাবের ইমামদের মতে ঃ কেবল চিরন্তন হারাম মহিলাদের সাথে তুলনা করলে যিহার হয়। সাময়িকভাবে হারাম বা অন্য কোন কারণে হারাম হয়েছে (যেমন শাশুড়ী, দুধ মা) এরূপ মহিলাদের সাথে তুলনা করলে হারাম হয় না। মালিকী মাযহাবের ইমামদের মতে ঃ পুরুষের জন্য সাময়িক বা স্থায়ীভাবে যে নারী হারাম, তার সাথে নিজ স্ত্রীকে সদৃশ বলা যিহার। হাম্বলীদেরও এই মত। যিহারের কাফ্ফারা সম্পর্কে সূরা মুমতাহানার ৩ ও ৪নং আয়াত দ্র.।

২৪-অনুচ্ছেদ ঃ ইশারায় তালাক ও অন্যান্য কাজ। ইবনে উমার (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ আল্লাহ চোখের পানির জন্য শাস্তি দিবেন না ; শাস্তি দিবেন এটার জন্য। একথা বলে তিনি তাঁর জিহ্বার দিকে ইশারা করলেন। কা'ব ইবনে মালেক (রা) বলেন, নবী (স) আমার প্রতি ইশারা করে বলেন, অর্ধেক লও। আসমা (রা) বলেন, নবী (স) সূর্যগ্রহণের (কুসূফ) নামায পড়লেন। আমি আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলাম, যখন তিনি নামাযরত ছিলেন, কি ব্যাপার লোকেরা নামায পড়ছে ? আয়েশা (রা) মাথা দ্বারা সূর্যের দিকে ইশারা করলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কোনো আলামত ? তিনি মাথা নেড়ে ইশারায় হাঁ বলেন। আনাস (রা) বলেন, নবী (স) হাত দিয়ে ইশারা করে আবু বাক্‌রকে সামনে যেতে বলেন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স) হাতের ইশরায় বলেন, কোন দোষ নেই। আবু কাতাদা (রা) বলেন, নবী (স) মুহরিম (এহরামধারী) ব্যক্তির (যে অবস্থায় বা সময়ে শিকার করা নিষেধ) শিকার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কেউ কি শিকারকে ধাওয়া করতে হুকুম করেছে বা ইশারা করেছে ? সবাই বলল, না। তিনি বললেন, তাহলে খাও।

٤٩٠٤ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ طَافَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى بَعِيْرِهٖ وَكَانَ كُلَّمَا اَتٰى عَلَى الرُّكْنِ اَشَارَ اِلَيْهِ وَكَبَّرَ وَقَالَتْ زَيْنَبُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فُتِحَ مِنْ رَدْمِ يَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ مِثْلُ هٰذِهٖ وَعَقَدَ تِسْعِيْنَ .

৪৯০৪. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (স) তাঁর উটের পিঠে চড়ে তাওয়াফ করেন। যখনই তিনি 'রুকনের' কাছে আসতেন, তখনই তার দিকে ইশারা করতেন এবং 'আল্লাহু আকবার' বলতেন। যয়নব (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ ইয়াজূয-মাজূজের দরযা এভাবে খুলে গেছে—তিনি তার আঙ্গুলকে নব্বই-এর মতো করে দেখালেন।

٤٩٠٥ـ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَبُو الْقَاسِمِ ﷺ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لاَّ يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُّصَلِّيْ فَسَاَلَ اللّٰهَ خَيْرًا اِلاَّ اَعْطَاهُ وَقَالَ بِيَدِهٖ وَوَضَعَ اَنْمُلَتَهُ عَلٰى بَطْنِ الْوُسْطٰى وَالْخِنْصَرِ قُلْنَا يُزَهِّدُهَا .

وَعَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ عَدَا يَهُوْدِيٌّ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى جَارِيَةٍ فَاَخَذَ اَوْضَاحًا كَانَتْ عَلَيْهَا وَرَضَخَ رَاْسَهَا فَاَتٰى بِهَا اَهْلُهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهِيَ فِيْ اٰخِرِ رَمَقٍ وَقَدْ اُصْمِتَتْ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَتَلَكِ فُلاَنٌ لِغَيْرِ الَّذِيْ قَتَلَهَا فَاَشَارَتْ بِرَاْسِهَا اَنْ لاَ قَالَ فَفُلاَنٌ لِرَجُلٍ اٰخَرَ غَيْرَ الَّذِيْ قَتَلَهَا فَاَشَارَتْ اَنْ لاَفَقَالَ فَفُلاَنٌ لِقَاتِلِهَ فَاَشَارَتْ اَنْ نَعَمْ فَاَمَرَ بِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرُضِخَ رَاْسُهٗ بَيْنَ حَجَرَيْنِ .

৪৯০৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল কাসেম (স) বলেছেন ঃ জুমুআর দিন একটা (বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ) সময় আছে। কোন মুসলমান ঐ সময় দাঁড়িয়ে নামায পড়লে বা আল্লাহ্‌র কাছে ভালো কিছু চাইলে তিনি তা দান করেন। একথা বলার সময় তিনি হাত দিয়ে ইশারা করেন এবং নিজের আঙ্গুলগুলো মধ্যমা ও কনিষ্ঠ আঙ্গুলের ওপর রাখেন।

আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, এক ইহুদী নবী (স)-এর যুগে এক বালিকার ওপর নির্যাতন করে তার অলঙ্কারপত্র ছিনিয়ে নেয় এবং তার মাথা মারাত্মকভাবে জখম করে। তার পরিবারের লোকেরা তাকে মুমূর্ষু অবস্থায় রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে নিয়ে আসে। তখন সে নিথর ছিল। রসূলুল্লাহ (স) বালিকাটিকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে অমুক ব্যক্তি কি মেরেছে ? তিনি নির্যাতনকারীর নাম না বলে অন্যের নাম বলেন। মেয়েটি মাথার ইশরায় বলল, না। তিনি অন্য এক ব্যক্তির নাম বলেন। সে ইশরায় বলল, না। এবার তিনি প্রহারকারী ব্যক্তির নাম নিয়ে জিজ্ঞেস করলে মেয়েটি ইশরায় বলল, হাঁ, এ ব্যক্তি। ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে রসূলুল্লাহ (স) রায় দিলেন এবং তার মাথা দুই পাথরের মাঝখানে রেখে পিষ্ট করা হলো।

٤٩٠٦- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اَلْفِتْنَةُ مِنْ هٰهُنَا وَاَشَارَ اِلَى الْمَشْرِقِ .

৪৯০৬. ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ বিপর্যয় এদিক থেকে আসবে এবং তিনি পূর্বদিকে ইশারা করলেন।

٤٩٠٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى قَالَ كُنَّا فِىْ سَفَرٍ مَّعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ لِرَجُلٍ اَنْزِلْ فَاجْدَحْ لِىْ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ اَمْسَيْتَ ثُمَّ قَالَ اَنْزِلْ فَاجْدَحْ لِىْ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ اَمْسَيْتَ اِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا ثُمَّ قَالَ اَنْزِلْ فَاجْدَحْ فَنَزَلَ فَجْدَحَ لَهٗ فِى الثَّالِثَةِ فَشَرِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ اَوْمَأَ بِيَدِهٖ اِلَى الْمَشْرِقِ فَقَالَ اِذَا رَاَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ اَقْبَلَ مِنْ هٰهُنَا فَقَدْ اَفْطَرَ الصَّائِمُ .

৪৯০৭. আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক সফরে রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে ছিলাম। সূর্য ডুবে গেলে তিনি এক ব্যক্তিকে হুকুম দিলেন, নামো এবং আমার জন্য ছাতু গোল। সে বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ ! যদি সন্ধ্যা হতে দিতেন। তিনি আবার বলেন, অবতরণ করো এবং আমার জন্য ছাতু গোলে নিয়ে আস। ঐ ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! যদি একটু অপেক্ষা করতেন, এখনও দিন বাকি আছে। পুনরায় তিনি বলেন, নেমে গিয়ে আমার জন্য ছাতু প্রস্তুত করো। তৃতীয়বার হুকুম দেয়ার পর সে নামল এবং ছাতু গোললো। তিনি তা পান করলেন, অতপর পূর্বদিকে হাতের ইশারা করে বলেন, যখন তোমরা এদিক থেকে রাত আসতে দেখবে তখন রোযাদার ইফতার করবে।

٤٩٠٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَمْنَعَنَّ اَحَدًا مِّنْكُمْ نِدَاءُ بِلَالٍ اَوْ قَالَ اَذَانُهٗ مِنْ سَحُوْرِهٖ فَاِنَّمَا يُنَادِىْ اَوْ قَالَ يُؤَذِّنُ لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ وَلَيْسَ

اَنْ يَّقُوْلَ كَاَنَّهُ يَعْنِى الصُّبْحَ اَوِ الْفَجْرَ وَاَظْهَرَ يَزِيْدُ يَدَيْهِ ثُمَّ مَدَّ اِحْدَاهُمَا مِنَ الْاُخْرٰى وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ الْبَخِيْلِ وَالْمُنْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيْدٍ مِّنْ لَّدُنْ ثُدَيَيْهِمَا اِلٰى تَرَاقِيْهِمَا فَاَمَّا الْمُنْفِقُ فَلَا يُنْفِقُ شَيْئًا اِلَّا مَادَّتْ عَلٰى جِلْدِهٖ حَتّٰى تُجِنَّ بَنَانَهُ وَتَعْفُوَ اَثَرَهُ وَاَمَّا الْبَخِيْلُ فَلَا يُرِيْدُ يُنْفِقُ اِلَّا لَزِمَتْ (لَزِقَتْ) كُلُّ حَلْقَةٍ مَّوْضِعَهَا فَهُوَ يُوَسِّعُهَا وَلَا تَتَّسِعُ وَيُشِيْرُ بِاِصْبَعِهٖ اِلٰى حَلْقِهٖ .

৪৯০৮. আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ বিলালের ডাক বা আযান তোমাদের কাউকে যেন (সাহরী খাওয়া থেকে) বিরত না রাখে। কেননা সে এজন্য আযান দেয় বা ডাক দেয়, যেন তোমাদের রাত জাগরণকারীরা অবসর নেয় (এবং একটু আরাম করে নেয়)। তার আযানের উদ্দেশ্য এ নয় যে, ভোর অথবা ফজর হয়ে গেছে। ইয়াযীদ নিজের হাত দু'টো একত্র করার পর তা পরস্পর পৃথক করে বললেন, সুবহে সাদেক এভাবে উদ্ভাসিত হয়। আবদুর রহমান ইবনে হুরমুয বর্ণনা করেন, আমি আবু হুরাইরার কাছে শুনেছি। রসূলুল্লাহ্ (স) বলেন ঃ আল্লাহ্র পথে খরচকারী ও কৃপণ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন দুই ব্যক্তি যারা লৌহ নির্মিত পোশাক পরেছে, যা তাদের বক্ষস্থল থেকে গলার হাড় পর্যন্ত ঝুলে আছে (খুবই ছোট্ট ও অপ্রশস্ত)। খরচকারী ব্যক্তি যখনই ব্যয় করে তখনই তার পোশাকটা ঢিলা ও প্রশস্ত হয়ে যায় এবং আঙ্গুল পর্যন্ত ঢেকে যায় (পোশাকটা আরামপ্রদ হয়)। কিন্তু কৃপণ যখনই খরচ করার ইচ্ছা করে, তখন তার পোশাকের প্রতিটি অংশ সংকুচিত হয়ে যায়। সে তা প্রশস্ত করার চেষ্টা করে, কিন্তু হয় না। এই বলে তিনি নিজের আঙ্গুল দ্বারা কণ্ঠনালীর দিকে ইশারা করলেন।

২৫-অনুচ্ছেদ ঃ লিআন (অভিশাপযুক্ত শপথ)[১৯] এবং মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاءُ اِلَّا اَنْفُسُهُمْ ..... مِنَ الصّٰدِقِيْنَ .

১৯. আয়াতগুলোতে অভিযোগ নিষ্পত্তির যে পদ্ধতি পেশ করা হয়েছে, ইসলামী আইনের পরিভাষায় তাকে বলা হয় 'লিআন'। স্বামী যদি স্ত্রীর উপর যেনার অভিযোগ আনে অথবা সন্তানকে এই বলে অস্বীকার করে যে, এ সন্তান তার ঔরসজাত নয় এবং কোন চাক্ষুষ সাক্ষ্য-প্রমাণও নেই, অপরদিকে স্ত্রীও যদি এ অভিযোগ অস্বীকার করে ; এ অবস্থায় স্বামী-স্ত্রী উভয়কে অথবা যে কোন একজনকে নিজ নিজ দাবির সমর্থনে বিচারকের সামনে বিশেষ পদ্ধতিতে শপথ করতে হয়। এ শপথকে ফিক্হের পরিভাষায় লিআন বা অভিশাপযুক্ত শপথ বলে।

লিআন করার পর বৈবাহিক সম্পর্কের পরিণতি কি হবে ? ইমাম শাফিয়ীর মতে ঃ স্বামী যে মুহূর্তে লিআন করা শেষ করবে ঠিক তখনই বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে, স্ত্রী লিআন করুক আর না-ই করুক। ইমাম মালেকের মতে ঃ স্বামী-স্ত্রী উভয়ের লিআন করা শেষ হলে বিবাহ বিচ্ছেদ হবে। ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদের মতে ঃ লিআন দ্বারা স্বয়ং বিবাহ বিচ্ছেদ হয় না, বরং আদালত কর্তৃক বিচ্ছেদ করলেই তবে বিচ্ছেদ হয়। স্বামী নিজে তালাক দিলেই উত্তম। অন্যথায় বিচারক উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘোষণা করবেন।

ইমাম মালেক, আবু ইউসুফ, শাফিয়ী ও আহমদ ইবনে হাম্বলের মতে ঃ যে স্বামী-স্ত্রী লিআনের কারণে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, তারা চিরদিনের জন্য পরস্পরের প্রতি হারাম। পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাইলেও তারা কোন অবস্থায়ই হতে পারবে না। ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মাদের মতে ঃ স্বামী যদি নিজের অভিযোগকে মিথ্যা বলে স্বীকার করে নেয় এবং মিথ্যা অপবাদের শাস্তিভোগ করে তাহলে পুনরায় তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। অন্যথায় পুনর্বার দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করা হারাম।

“যারা নিজেদের স্ত্রীদের ওপর অপবাদ আরোপ করে, কিন্তু তাদের কাছে তারা ছাড়া অপর কোন সাক্ষী নেই .... যদি সে সত্যবাদী হয়”–(সূরা আন নূর ঃ ৬-৯)। যদি বোবা ব্যক্তি লিখিত আকারে অথবা ইশারায় অথবা পরিচিত ইঙ্গিতের মাধ্যমে নিজ স্ত্রীর প্রতি অপবাদ দেয়, তাহলে তার হুকুম বাকশক্তিসম্পন্ন মানুষের মতোই। কেননা নবী (স) দৈনন্দিন আচার-ব্যবহার ও কাজকর্মে ইশারাকে জায়েয রেখেছেন। কোন কোন আহলে হিজায এবং বিশেষজ্ঞ আলেমেরও এ মত। কেননা আল্লাহ্ তাআলা কুরআনে বলেছেন ঃ فَاَشَارَتْ اِلَيْهِ قَالُوْا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِى الْمَهْدِ صَبِيًّا **“তিনি সন্তানের দিকে ইশারা করলেন। তারা বলল, দোলনার শিশুর সাথে আমরা কিভাবে কথা বলবো”–(সূরা মরিয়ম ঃ ২৯)।**

দাহ্হাকের মতে ‘রাম্য’ অর্থ ইশারা। কোন কোন মনীষীর মতে ইশারা-ইংগিতের ভিত্তিতে হদ্দ বা লিআন কার্যকর হবে না তবে লিখিতভাবে বা ইংগিতে তালাক দিলে তা কার্যকর হবে। তালাক ও কাযাফের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। এই মনীষী যদি বলেন, সুস্পষ্ট বক্তব্য দ্বারাই কাযাফ হবে, তবে তাকে বলা হবে তালাকও সুস্পষ্ট বাক্যে হতে হবে, অন্যথায় তা বাতিল। শাবী ও কাতাদা বলেন, যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে, তুমি তালাক এবং সাথে সাথে আঙ্গুল দিয়েও ইশারা করে, তাহলে বায়েন তালাক হয়ে যাবে। ইবরাহীম বলেন, বোবা স্বহস্তে তালাকপত্র লিখলে তালাক হবে। হাম্মাদ বলেন, বোবা ও বধির মাথার ইশারায় বললেও জায়েয হবে।

٤٩٠٩- عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدِ الْاَنْصَارِيِّ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُوَرِ الْاَنْصَارِ قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ بَنُوْ النَّجَّارِ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ بَنُوْ عَبْدِ الْاَشْهَلِ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ بَنُوْ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ بَنُوْ سَاعِدَةَ ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ فَقَبَضَ اَصَابِعَهُ ثُمَّ بَسَطَهُنَّ كَالرَّامِيْ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ وَفِيْ كُلِّ دُوْرِ الْاَنْصَارِ خَيْرٌ .

৪৯০৯. ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ আল আনসারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে বলতে শুনেছেন, নবী (স) বলেন ঃ আনসারদের ঘরের মধ্যে সর্বোত্তম ঘরটির কথা আমি তোমাদেরকে অবহিত করব কি ? লোকেরা বলল ঃ হাঁ, ইয়া রসূলাল্লাহ! তিনি বলেন, বনী নাজ্জারের ঘর। অতপর ঐ সমস্ত লোক যারা তাদের নিকটবর্তী অর্থাৎ বনী আবদিল আশহাল। অতপর তাদের নিকটবর্তী যারা অর্থাৎ বনী হারিস ইবনে খাযরাজ। তারপর ঐ সমস্ত লোক, যারা তাদের নিকটবর্তী অর্থাৎ বনী সায়েদাহ। অতপর তিনি তাঁর হাত দ্বারা ইশারা করলেন এবং পরে হাতের আঙ্গুলগুলোকে গুটিয়ে নিলেন, আবার তীর নিক্ষেপ করার ন্যায় আঙ্গুলগুলোকে ছড়িয়ে দিলেন, অতপর বললেন ঃ আনসারদের সব ঘরেই কল্যাণ নিহিত আছে।

٤٩١٠ـ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ صَاحِبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةُ كَهٰذِهِ مِنْ هٰذِهِ اَوْ كَهَاتَيْنِ وَقَرَنَ بَيْنَ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى .

৪৯১০. রসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবী সাহল ইবনে সাদ সায়েদী (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ আমি ও কিয়ামত এভাবে প্রেরিত হয়েছি, যখন আমার ও কিয়ামতের দিনের মাঝখানে এতটুকু দূরত্ব বাকি আছে। তিনি (একথা বলে) তাঁর মধ্যমা ও তর্জনী আঙ্গুল মিলিত করে ইশরায় এটা বুঝালেন।

٤٩١١ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا يَعْنِىْ ثَلٰثِيْنَ ثُمَّ قَالَ وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا يَعْنِىْ تِسْعًا وَّعِشْرِيْنَ يَقُوْلُ مَرَّةً ثَلٰثِيْنَ وَمَرَّةً تِسْعًا وَّعِشْرِيْنَ .

৪৯১১. ইবনে উমার (রা) বলেন, নবী (স) বলেন ঃ মাস এত এত এবং এত দিনে হয় অর্থাৎ ঊনত্রিশ দিনে। তিনি একবার ত্রিশ দিন এবং দ্বিতীয়বার ঊনত্রিশ দিন বললেন।

٤٩١٢ـ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ قَالَ وَاَشَارَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهٖ نَحْوَ الْيَمَنِ اَلْاِيْمَانُ هٰهُنَا مَرَّتَيْنِ اَلاَ وَاِنَّ الْقَسْوَةَ وَغَلَظَ الْقُلُوْبِ فِى الْفَدَّادِيْنَ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ رَبِيْعَةَ وَمُضَرَ .

৪৯১২. আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) তাঁর হাত দ্বারা ইয়ামনের দিকে ইশারা করে দু'বার বলেন, ঈমান ওখানে। অন্তরের কঠোরতা ও নির্দয়তা তাদের মধ্যে, যারা প্রচুর উটের মালিক। যেদিক থেকে শয়তানের দুই শিং-এর মাঝখান দিয়ে সূর্য ওঠে সেদিকে তাদের আবাস অর্থাৎ রবীআ ও মুদার গোত্রদ্বয়।

٤٩١٣ـ عَنْ سَهْلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ فِى الْجَنَّةِ هٰكَذَا وَاَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا .

৪৯১৩. সাহল (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ আমি এবং ইয়াতীমদের যিম্মাদার জান্নাতে এরূপ হব। শাহাদাত ও মধ্যমা আঙ্গুলি দ্বারা তিনি ইশারা করলেন এবং উভয় আঙ্গুলের মাঝখানে সামান্য ফাঁক করলেন।

২৬-অনুচ্ছেদ ঃ ইংগিতে সন্তানের পিতৃত্ব অস্বীকার।

٤٩١٤ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وُلِدَ لِىْ غُلاَمٌ اَسْوَدُ فَقَالَ هَلْ لَّكَ مِنْ اِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَا اَلْوَانُهَا قَالَ حُمْرٌ قَالَ هَلْ فِيْهَا مِنْ اَوْرَقَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاَنّٰى ذٰلِكَ قَالَ لَعَلَّ نَزَعَهُ عِرْقٌ قَالَ فَلَعَلَّ اِبْنَكَ هٰذَا نَزَعَهُ

৪৯১৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (স)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমার একটা কালো সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে (কিছু সংখ্যক) উট তো অবশ্যই আছে ? সে বলল, হাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সেগুলোর বর্ণ কি রকম ? সে বলল, লাল। তিনি (পুনরায়) জিজ্ঞেস করলেন, সেগুলোর মধ্যে কিছু ছাই বর্ণেরও তো হবে ? সে বলল, হাঁ। নবী (স) বলেন, এ বর্ণ কোথা থেকে আসল ? লোকটি বলল, সম্ভবত পূর্ববংশের কোন প্রভাবের কারণে। তিনি বলেন, তোমার এ বাচ্চার বর্ণেও পূর্ব বংশের কারো বর্ণের প্রভাব পড়ে থাকবে।[২০]

২৭-অনুচ্ছেদ ঃ লিআনকারীকে শপথ করানো।

٤٩١٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَجُلاً مِّنَ الْاَنْصَارِ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَاَحْلَفَهُمَا النَّبِىُّ ﷺ ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا .

৪৯১৫. আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। আনসার সম্প্রদায়ের জনৈক ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর বিরুদ্ধে যেনার অভিযোগ উত্থাপন করে।[২১] নবী (স) উভয়কে শপথ করান, অতপর উভয়ের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করে দেন।

২৮-অনুচ্ছেদ ঃ স্বামী প্রথমে লিআন করবে।

٤٩١٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ هِلاَلَ بْنَ اُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَجَاءَ فَشَهِدَ وَالنَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ اَنَّ اَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ .

৪৯১৬. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। হেলাল ইবনে উমাইয়া (রা) নিজ স্ত্রীর ওপর যেনার অভিযোগ উত্থাপন করেন এবং নবী (স)-এর কাছে এসে সাক্ষ্য দিলেন। নবী (স) বলতে লাগলেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ জানেন, তোমাদের উভয়ের মধ্যে একজন অবশ্যই মিথ্যাবাদী। অতএব কে তওবা করতে প্রস্তুত আছ ? অতপর মহিলা উঠে দাঁড়ায় এবং নিজের স্বপক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

২৯-অনুচ্ছেদ ঃ লিআন এবং যে ব্যক্তি লিআন করার পর তালাক দেয়।

٤٩١٧- عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِىَّ اَخْبَرَهُ اَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلاَنِىَّ جَاءَ اِلٰى عَاصِمِ بْنِ عَدِىٍّ الْاَنْصَارِىِّ فَقَالَ لَهُ يَا عَاصِمُ اَرَاَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً اَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُوْنَهُ اَوْ كَيْفَ يَفْعَلُ سَلْ لِىْ يَاعَاصِمُ عَنْ ذٰلِكَ فَسَاَلَ عَاصِمُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَكَرِهَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتّٰى كَبُرَ

---

২০. নিশ্চিত না হয়ে সন্দেহজনক কোন কারণে সন্তান অস্বীকার করা যায় না। এটা সন্তানের মায়ের প্রতি গুরুতর দোষারোপ।

২১. 'কাযাফ' শব্দের অর্থ অপবাদ দেয়া, দোষারোপ করা, দুর্নাম করা ইত্যাদি। ইসলামী আইনের পরিভাষায় কোন ব্যক্তির প্রতি যেনার অপবাদ দেয়াকে 'কাযাফ' বলে। কাযাফকারী নিজের দাবি চারজন সাক্ষীর মাধ্যমে প্রমাণ করতে না পারলে তার দণ্ড হবে আশি (৮০) বেত্রাঘাত।

عَلٰى عَاصِمٍ مَّا سَمِعَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمُ اِلٰى اَهْلِهٖ جَاءَهُ عُوَيْمِرُ فَقَالَ يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ عَاصِمُ لِعُوَيْمِرٍ لَمْ تَأْتِنِيْ بِخَيْرٍ قَدْ كَرِهَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَسْئَلَةَ الَّتِيْ سَاَلْتَهُ عَنْهَا فَقَالَ عُوَيْمِرُ وَاللّٰهِ لَاَنْتَهِيْ حَتّٰى اَسْاَلَهُ عَنْهَا فَاَقْبَلَ عُوَيْمِرُ حَتّٰى جَاءَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَسَطَ النَّاسِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهٖ رَجُلاً اَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُوْنَهُ اَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اُنْزِلَ فِيْكَ وَفِيْ صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَاْتِ بِهَا قَالَ سَهْلُ فَتَلَاعَنَا وَاَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلَاعُنِهِمَا قَالَ عُوَيْمِرُ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ اَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقَهَا ثَلٰثًا قَبْلَ اَنْ يَّاْمُرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانَتْ سُنَّةُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ .

৪৯১৭. ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। সাহল ইবনে সাদ সায়েদী (রা) তাকে অবহিত করেছেন। উয়াইমির আজলানী (রা) আসেম ইবনে আদী আল আনসারী (রা)-কে এসে বলেন, হে আসেম ! তুমি কি বল, যদি কোন লোক নিজের স্ত্রীর সাথে অন্য ব্যক্তিকে পায়, তবে সে কি তাকে হত্যা করবে ? অতপর আপনারা তাকে হত্যা করবেন অথবা সে কি করবে ? হে আসেম ! আমার এ ব্যাপারটা তুমি জিজ্ঞেস কর। আসেম (রা) এ প্রসংগে রসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করেন। রসূলুল্লাহ (স) বিষয়টি নাপসন্দ করলেন এবং অশোভনীয় মনে করলেন। আসেম (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে যা শুনলেন তাতে তার খারাপ লাগল। তিনি বাড়ি ফিরলে উয়াইমির (রা) এসে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আসেম ! রসূলুল্লাহ (স) তোমাকে কি বলছেন ? আসেম (রা) উয়াইমেরকে বলেন, তুমি আমাকে খুব একটা ভাল কাজ দাও নাই। আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে তোমার ব্যাপার সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি তা অপসন্দ করেন। উয়াইমির আল্লাহর শপথ করে বলেন, আমি এ বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস না করে ক্ষ্যান্ত হব না। উয়াইমির (রা) উঠে সরাসরি রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে লোকজনের মাঝখানে এসে বলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আপনি কি বলেন, যদি কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর সাথে অন্য পুরুষকে পায় তবে সেকি তাকে হত্যা করবে ? অতপর আপনারা তাকে হত্যা করবেন অথবা সে কি করবে ? রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ তোমার ও তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করেছেন। যাও, তাকে নিয়ে আস। সাহল বলেন, তারা এসে লিআন করল। আমি তখন লোকদের সাথে রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে ছিলাম। তারা লিআন থেকে অবসর হলে উয়াইমির বলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! এরপর আমি যদি তাকে স্ত্রী হিসেবে রাখি তবে আমি মিথ্যা বলেছি বলে প্রমাণ হবে। অতপর সে রসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশ দেয়ার পূর্বেই তাকে তিন তালাক দিল। ইবনে শিহাব বলেন ঃ এটাই (তালাক প্রদান) লিআনকারীদের বিধিবদ্ধ নিয়ম হয়ে গেল।

৩০-অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে লিআন করা।

٤٩١٨- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ رَجُلاً مِّنَ الاَنْصَارِ جَاءَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ اِمْرَأَتِهٖ رَجُلاً اَيَقْتُلُهُ اَوْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْ شَانِهٖ مَا ذُكِرَ فِى الْقُرْاٰنِ مِنْ اَمْرِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَدْ قَضَى اللّٰهُ فِيْكَ وَفِىْ امْرَأَتِكَ قَالَ فَتَلاَعَنَا فِى الْمَسْجِدِ وَاَنَا شَاهِدٌ فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ اَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقَهَا ثَلٰثًا قَبْلَ اَنْ يَّاْمُرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ فَرَغَا مِنَ التَّلاَعُنِ فَفَارَقَهَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ ذَاكَ تَفْرِيْقُ (فَكَانَ ذٰلِكَ تَفْرِيقًا) بَيْنَ كُلِّ مُتَلاَعِنَيْنِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانَتِ السُّنَّةُ بَعْدَهُمَا اَنْ يُّفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ وَكَانَتْ حَامِلاً وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعٰى لِاُمِّهٖ قَالَ ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِيْ مِيْرَاثِهَا اَنَّهَا تَرِثُهُ وَيَرِثُ مِنْهَا مَا فَرَضَ اللّٰهُ لَهَا (لَهُ) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِنْ جَاءَتْ بِهٖ اَحْمَرَ قَصِيْرًا كَاَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلاَ اُرَهَا اِلاَّ قَدْ صَدَقَتْ وَكَذَبَ عَلَيْهَا وَاِنْ جَاءَتْ بِهٖ اَسْوَدَ اَعْيَنَ ذَا اَلْيَتَيْنِ فَلاَ اُرَاهُ اِلاَّ قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا فَجَاءَتْ بِهٖ عَلَى الْمَكْرُوْهِ مِنْ ذٰلِكَ .

৪৯১৮. সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। আনসার সম্প্রদায়ের জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আপনি কি বলেন, যদি কোন লোক তার স্ত্রীর সাথে অন্য পুরুষকে পায় তবে সে কি তাকে হত্যা করবে ? অথবা কি করবে ? আল্লাহ এরই পরিপ্রেক্ষিতে কুরআনের আয়াত নাযিল করেন, যার মধ্যে লিআনকারীদের মীমাংসার নিয়ম বলা হয়েছে। নবী (স) বলেন, তোমার ও তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে আল্লাহ্ ফয়সালা দিয়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন, তারা মসজিদে এসে লিআন করল। আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। তারা লিআন থেকে অবসর হলে পুরুষ লোকটি বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ! এরপর আমি যদি তাকে স্ত্রী হিসেবে রাখি তাহলে আমি তার ওপর মিথ্যা অপবাদ দিয়েছি বলে প্রমাণ হবে। অতপর সে রসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশ পাওয়ার পূর্বেই তাকে তিন তালাক দিল। লিআন থেকে অবসর হলে তাদেরকে নবী (স)-এর সামনেই পৃথক করে দেয়া হল। তিনি বলেন, লিআনকারীদের মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন করার এটাই পদ্ধতি। ইবনে শিহাব বলেন, এ দু'জনের পর থেকে এ নীতি প্রচলিত হল যে, লিআনকারীদের পৃথক করে দিতে হবে। লিআনকারী মহিলা সন্তান সম্ভবা ছিল। তার বাচ্চাকে মায়ের পরিচয়ে ডাকা হত। মিরাসের ব্যাপারেও এই নীতি নির্ধারিত হল যে, ঐ মহিলা তার সন্তানের ওয়ারিস হবে এবং সন্তান তার ওয়ারিস হবে, যে ভাবে আল্লাহ অংশ নির্ধারণ করেছেন সে ভাবে। সাহল ইবনে সাদ (রা) বর্ণনা করেন, নবী (স) বলেন ঃ সে যদি টিকটিকির মতো লাল টুকটুকে বেটে সন্তান প্রসব করে তবে মনে করব যে, সে স্ত্রীর প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছেন এক স্ত্রী ছিল সত্যবাদী আর যদি সে কালো চোখ ও বড় বড় নিতম্ব ও মোটা নলাওয়ালা সন্তান প্রসব করে তবে মনে করব যে, স্বামী সত্য বলেছে ও স্ত্রী মিথ্যা বলেছে। (বর্ণনাকারী বলেন), উক্ত মহিলা অপসন্দনীয় আকৃতির বাচ্চা প্রসব করে।

৩১-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর উক্তি ঃ যদি আমি বিনা প্রমাণে রজম[২২] করতাম।

٤٩١٩- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ ذُكِرَ التَّلاَعُنُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذٰلِكَ قَوْلاً ثُمَّ انْصَرَفَ فَاَتَاهُ رَجُلٌ مِّنْ قَوْمِهِ يَشْكُوْ اِلَيْهِ اَنَّهُ قَدْ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَقَالَ عَاصِمٌ مَا ابْتُلِيْتُ بِهٰذَا (الْاَمْرِ) اِلاَّ لِقَوْلِيْ فَذَهَبَ بِهِ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاَخْبَرَهُ بِالَّذِيْ وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ وَكَانَ ذٰلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلِيْلَ اللَّحْمِ سَبْطَ الشَّعَرِ وَكَانَ الَّذِيْ ادَّعٰى عَلَيْهِ اَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَ اَهْلِهِ خَدْلاً اٰدَمَ كَثِيْرَ اللَّحْمِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَللّٰهُمَّ بَيِّنْ فَجَاءَتْ شَبِيْهًا بِالرَّجُلِ الَّذِيْ ذَكَرَ زَوْجُهَا اَنَّهُ وَجَدَهُ فَلاَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمَا قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ هِيَ الَّتِيْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْرَجَمْتُ اَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُ هٰذِهِ فَقَالَ لاَ تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الْاِسْلاَمِ السُّوْءَ قَالَ اَبُوْ صَالِحٍ وَّعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ خَدِلاً -

৪৯১৯. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর কাছে লিআন সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। আসেম ইবনে আদী (রা) এ সম্পর্কে একটা কথা বলে উঠে চলে যান। তার গোত্রের এক ব্যক্তি এসে তার কাছে অভিযোগ করল যে, সে তার স্ত্রীর সাথে এক ব্যক্তিকে পেয়েছে। আসেম (রা) বলেন, এটা একটা গুরুতর ব্যাপার তো ! তিনি লোকটিকে নিয়ে নবী (স)-এর কাছে হাজির হন এবং সে তার স্ত্রীকে যে অবস্থায় দেখেছে, তার কথা নবী (স)-কে বলেন। অভিযোগকারীর গায়ের রং ছিল হলদে, হালকা স্বাস্থ্য ও মাথার চুল সোজা। সে যে ব্যক্তিকে তার স্ত্রীর সাথে দেখেছে বলে দাবি করল তার (অভিযুক্তের) গায়ের রং ছিল গোরা, মেদবহুল স্বাস্থ্য এবং পায়ের গোছা মোটা। নবী (স) বলেন ঃ "হে আল্লাহ! সঠিক তথ্য উদঘাটন করে দাও।" স্ত্রীলোকটি অভিযুক্ত ব্যক্তির চেহারার সাথে সামঞ্জস্যশীল বাচ্চা প্রসব করল। নবী (স) স্বামী-স্ত্রী উভয়কে লিআন করান। আলোচনার বৈঠকে এক ব্যক্তি ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করল, এ কি সেই নারী যার সম্পর্কে নবী (স) বলেছেন ঃ আমি কাউকে বিনা সাক্ষ-প্রমাণে রজম করলে এ নারীকেই করতাম ? ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, না। সে অন্য এক (কুলটা) নারী, যে প্রকাশ্যেই ইসলামী সমাজে খারাপ কাজ করে বেড়াত। আবু সালেহ ও আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফের বর্ণনায় আদামু খাদিলা" শব্দ এসেছে।

৩২-অনুচ্ছেদ ঃ লিআনকারিণীর মোহর।

٤٩٢٠- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ فَرَّقَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ اَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلاَنِ وَقَالَ اللّٰهُ يَعْلَمُ اَنَّ اَحَدَكُمَا كَاذِبٌ (لَكَاذِبٌ) فَهَلْ

২২. যেনাকারী বা ব্যভিচারকারীকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করার পন্থাকে রজম বলে।

مِنْكُمَا تَائِبٌ فَاَبَيَا وَقَالَ اللّٰهُ يَعْلَمُ اَنَّ اَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ فَاَبَيَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَالَ اَيُّوْبُ فَقَالَ لِيْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ اِنَّ فِي الْحَدِيْثِ شَيْئًا لاَّ اَرَاكَ تُحَدِّثُهُ قَالَ قَالَ الرَّجُلُ مَالِيْ قَالَ قِيْلَ لاَ مَالَ لَكَ اِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا وَاِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهُوَ اَبْعَدُ مِنْكَ .

৪৯২০. সাঈদ ইবনে জুবাইর (র) বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-কে বললাম, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে যেনায় লিপ্ত দেখেছে (বিধান কি)। তিনি বলেন, নবী (স) বনী আজলানের এক দম্পতীকে পৃথক করে দিয়েছিলেন। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ জানেন তোমাদের মধ্যে একজন অবশ্যই মিথ্যাবাদী, কে তাওবা করতে প্রস্তুত আছ ? উভয়ই তাওবা করতে অস্বীকার করল। তিনি পুনরায় বলেন ঃ আল্লাহ্ জানেন তোমাদের উভয়ের মধ্যে একজন মিথ্যাবাদী, কে তাওবা করতে রাজী আছ ? উভয়ই তাওবা করতে অস্বীকার করল। অতপর তিনি উভয়কে পৃথক করে দিলেন। আইউব বলেন ঃ আমাকে আমর ইবনে দীনার বলেন ঃ এ হাদীসের আরও একটি অংশ আছে, তা তোমাকে বর্ণনা করতে দেখছি না কেন ? আমর ইবনে দীনার বলেন ঃ লোকটি বলল, আমার মাল-সম্পদ ফেরত পাব না ? বলা হলো, না। যদি তুমি সত্যবাদী হও তবে তুমি তার থেকে যৌন স্বাদ উপভোগ করেছ। যদি তোমার অভিযোগ মিথ্যা হয়, তবে মাল তোমার থেকে অনেক দূরে চলে গেছে।

৩৩-অনুচ্ছেদ ঃ লিআনকারীদের প্রতি শাসকের উক্তি ঃ তোমাদের উভয়ের মধ্যে একজন অবশ্যই মিথ্যাবাদী। তোমাদের মধ্যে কে তাওবা করতে প্রস্তুত ?

٤٩٢١ـ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَاَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْمُتَلاَعِنَيْنِ حِسَابُكُمَا عَلَى اللّٰهِ اَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لاَ سَبِيْلَ لَكَ عَلَيْهَا قَالَ مَالِيْ قَالَ لاَ مَالَ لَكَ اِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَاِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ اَبْعَدُ لَكَ قَالَ سُفْيَانُ حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرٍو قَالَ اَيُّوْبُ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ رَجُلٌ لاَعَنَ امْرَاَتَهُ فَقَالَ بِاِصْبَعَيْهِ وَفَرَّقَ سُفْيَانُ بَيْنَ اِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى وَفَرَّقَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ اَخَوَيْ بَنِيْ الْعَجْلاَنِ وَقَالَ اللّٰهُ يَعْلَمُ اَنَّ اَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ .

৪৯২১. সাঈদ ইবনে জুবাইর (র) বলেন, লিআনকারীদ্বয় সম্পর্কে আমি ইবনে উমার (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, নবী (স) লিআনকারীদ্বয় সম্পর্কে বলেন ঃ আল্লাহ্ তোমাদের উভয়ের হিসাব নিবেন। তোমাদের একজন অবশ্যই মিথ্যাবাদী। স্ত্রীর উপর তোমার কোন অধিকার নেই। স্বামী বলল, আমার মাল ফেরত পাব তো ? তিনি বলেন, না। তার বিরুদ্ধে তোমার অভিযোগ সত্য হলে তুমি তার লজ্জাস্থান হালাল করে নিয়েছিলে। যদি তুমি স্ত্রীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করে থাক, এ অবস্থায় তোমার মাল

তোমার থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। সুফিয়ান (র) বলেন, আমি এ হাদীস আমরের কাছে মুখস্ত করেছি। আইউব বলেন, আমি সাঈদ ইবনে জুবাইরকে বলতে শুনেছি ঃ আমি ইবনে উমারকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে লিআন করল। ইবনে উমার (রা) দুই আঙ্গুল ফাঁক করে বলেন, (সুফিয়ান নিজের তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল ফাঁক করে দেখান) নবী (স) আজলান গোত্রের এক দম্পতির বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করে দেন। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ জানেন, তোমাদের উভয়ের মধ্যে একজন অবশ্যই মিথ্যুক। তোমাদের কেউ কি তাওবা করবে? কথাগুলো তিনি তিনবার বলেন।

৩৪-অনুচ্ছেদ ঃ লিআনকারীদের সম্পর্ক ছিন্নকরণ।

٤٩٢٢ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَرَّقَ بَيْنَ رَجُلٍ وَّامْرَأَتِهٖ قَذَفَهَا وَاَحْلَفَهُمَا .

৪৯২২. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) এক ব্যক্তি ও তার স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন করে দিলেন। লোকটি তার স্ত্রীর উপর যেনার অপবাদ দেয়। তিনি (এজন্য) উভয়কে শপথ করান।

٤٩٢٣ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ لَاعَنَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ رَجُلٍ وَّامْرَأَتِهٖ مِنَ الْاَنْصَارِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا .

৪৯২৩. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) আনসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি ও তার স্ত্রীকে লিআন করান, অতপর তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দেন।

৩৫-অনুচ্ছেদ ঃ সন্তান লিআনকারিণীকে দেয়া হবে।

٤٩٢٤ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَّامْرَأَتِهٖ فَانْتَفٰى مِنْ وَّلَدِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَاَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ .

৪৯২৪. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) এক ব্যক্তি ও তার স্ত্রীকে লিআন করান। স্বামী স্ত্রীর সন্তানকে অস্বীকার করে। নবী (স) উভয়ের দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন করে দিলেন এবং বাচ্চাটি স্ত্রীলোকটিকে দিয়ে দিলেন।

৩৬-অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের উক্তি ঃ আল্লাহ্ ! সত্য প্রকাশ করে দাও।

٤٩٢٥ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهٗ قَالَ ذُكِرَ الْمُتَلَاعِنَانِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِيْ ذٰلِكَ قَوْلًا ثُمَّ انْصَرَفَ فَاَتَاهُ رَجُلٌ مِّنْ قَوْمِهٖ فَذَكَرَ لَهٗ اَنَّهٗ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهٖ رَجُلًا فَقَالَ عَاصِمٌ مَّا ابْتُلِيْتُ بِهٰذَا الْاَمْرِ اِلَّا لِقَوْلِيْ فَذَهَبَ بِهٖ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرَهُ بِالَّذِيْ وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهٗ وَكَانَ ذٰلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلِيْلَ اللَّحْمِ سَبْطَ الشَّعَرِ وَكَانَ الَّذِيْ وَجَدَ عِنْدَ اَهْلِهٖ اٰدَمَ خَدْلًا كَثِيْرَ اللَّحْمِ جَعْدًا قَطَطًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ بَيِّنْ فَوَضَعَتْ شَبِيْهًا بِالرَّجُلِ الَّذِيْ

ذَكَرَ زَوْجَهَا اَنَّهُ وَجَدَ عِنْدَهَا فَلاَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَهُمَا فَقَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ هِيَ الَّتِيْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ رَجَمْتُ اَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ هٰذِهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَ تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ السُّوْءَ فِي الْاِسْلاَمِ .

৪৯২৫. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে এক লিআনকারী দম্পতি সম্পর্কে উল্লেখ করা হল। আসেম ইবনে আদী (রা) এ সম্পর্কে একটা কথা বলেন, অতপর উঠে চলে গেল। তার গোত্রের এক ব্যক্তি তার কাছে এসে অভিযোগ করল যে, সে তার স্ত্রীর সাথে এক লোককে দেখেছে। আসেম (রা) বলেন, এটা তো আমার পূর্বোক্ত কথার প্রায়শ্চিত্ত ! আসেম লোকটিকে সাথে করে রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে গিয়ে হাযির হন। যে লোকটিকে সে তার স্ত্রীর সাথে দেখেছে, তার সম্পর্কে সে নবী (স)-কে অবহিত করল। অভিযোগকারীর শরীরের রং ছিল হলুদ বর্ণের, হালকা স্বাস্থ্য, মাথার চুল সোজা। অভিযুক্ত ব্যক্তির গায়ের রং ছিল গোরা, মোটা স্বাস্থ্য, মাথার চুল কোঁকড়া। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ হে আল্লাহ ! সঠিক তথ্য প্রকাশ করে দাও। স্ত্রীলোকটি অভিযুক্ত ব্যক্তির চেহারার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সন্তান প্রসব করে। রসূলুল্লাহ (স) উভয়কে লিআন করান। মজলিসে এক ব্যক্তি ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করল, এ কি সেই নারী, যার সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (স) বলেছিলেন ঃ আমি যদি কাউকে সাক্ষ্য-প্রমাণ ব্যতিরেকে রজম করতাম, তাহলে এ নারীকেই করতাম ! ইবনে আব্বাস বলেন, এ সে নয়। সে অন্য এক (কুলটা) নারী, যে প্রকাশ্যে ইসলামী সমাজে খারাপ কাজ করে বেড়াত।

৩৭-অনুচ্ছেদ ঃ তিন তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ইদ্দাত শেষে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ ও সঙ্গমের পূর্বেই বিচ্ছেদ।

٤٩٢٦- عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৪৯২৬. হিশাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা উরওয়া (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি নবী (স)-এর কাছ থেকে বর্ণনা করেন (নিম্নের হাদীসের অনুরূপ)।

٤٩٢٧- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ اٰخَرَ فَاَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ لَهُ اَنَّهُ لاَ يَاْتِيْهَا وَاَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ اِلاَّ مِثْلُ هُدْبَةٍ فَقَالَ لاَ حَتّٰى تَذُوْقِيْ عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوْقَ عُسَيْلَتَكِ .

৪৯২৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রিফাআ আল-কুরাযী (রা) এক মহিলাকে বিয়ে করে তালাক দেন। তারপর সেই মহিলা অন্য এক পুরুষকে বিয়ে করে। মহিলাটি নবী (স)-এর কাছে এসে বলে, তার স্বামী তার কাছে আসে না। কারণ সে পুরুষত্বহীন।[২৩] রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ তুমি তার মধু এবং সে তোমার মধু পান না করা পর্যন্ত অন্যত্র বিয়ে বসতে পারবে না।

---

২৩. স্বামী যৌনকার্যে অক্ষম হলে এবং স্ত্রী তালাক দাবি করলে হযরত উমারের মতে ঃ তাকে এক বছর চিকিৎসার সুযোগ দিতে হবে। এরপরও সক্ষম না হলে বিবাহ বিচ্ছেদ করে দিতে হবে।

৩৮-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَاللاَّئِىْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَائِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ وَّاللاَّئِىْ لَمْ يَحِضْنَ .

"তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যারা হায়েয থেকে নিরাশ হয়ে গেছে, তাদের ইদ্দাত তিন মাস এবং যাদের এখনও হায়েয শুরু হয়নি তাদেরও"–(সূরা আত-তালাক ঃ ৪)। মুজাহিদ (র) বলেন, তোমরা যদি না জান যে, হায়েয হবে কি না ; যার হায়েয হওয়া বন্ধ হয়ে গেছে এবং যার হায়েয এখনও শুরু হয়নি তাদের ইদ্দাত তিন মাস।

৩৯-অনুচ্ছেদ ঃ গর্ভবতী মহিলার ইদ্দাত সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত।

٤٩٢٨- عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ امْرَأَةً مِّنْ اَسْلَمَ يُقَالُ لَهَا سُبَيْعَةُ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا وَهِيَ حُبْلٰى فَخَطَبَهَا اَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ فَاَبَتْ اَنْ تَنْكِحَهُ فَقَالَ وَاللّٰهِ مَا يَصْلُحُ (تَصْلُحُ) اَنْ تَنْكِحِيْهِ حَتّٰى تَعْتَدِّيْ اٰخِرَ الْاَجَلَيْنِ فَمَكَثَتْ قَرِيْبًا مِّنْ عَشْرِ لَيَالٍ ثُمَّ جَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ اَنْكِحِيْ .

৪৯২৮. নবী (স)-এর স্ত্রী উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। আসলাম গোত্রের সুবাইআ নাম্নী এক মহিলার স্বামী তাকে গর্ভাবস্থায় রেখে মারা যায়। আবুস সানাবিল ইবনে বাকাক তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালে সে তার সাথে বিয়ে বসতে অস্বীকার করে এবং বলে, আল্লাহ্‌র শপথ ! আমি দুই মেয়াদের যে কোন একটির শেষ দিন পর্যন্ত ইদ্দাত পূর্ণ না করে বিয়ে বসতে পারি না।[২৪] এর প্রায় দশ দিন পরই সে সন্তান প্রসব করে। অতপর সে নবী (স)-এর কাছে আসলে তিনি তাকে বলেন ঃ তুমি বিয়ে বসতে পার।

٤٩٢٩- عَنْ يَزِيْدَ اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ كَتَبَ اِلَيْهِ اَنَّ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَهُ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ كَتَبَ اِلَى ابْنِ الْاَرْقَمِ اَنْ سَلْ سُبَيْعَةَ الْاَسْلَمِيَّةَ كَيْفَ اَفْتَاهَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَتْ اَفْتَانِيْ اِذَا وَضَعْتُ اَنْ اَنْكِحَ .

৪৯২৯. উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইবনে আরকামকে লিখে পাঠালেন, তুমি সুবাইআ আসলামিয়াকে জিজ্ঞেস কর

---

২৪. গর্ভবতী স্ত্রীকে তালাক দিলে সন্তান প্রসবের সাথে সাথে তার ইদ্দাত পূর্ণ হয়ে যায়। তা যে ক'দিন বা যে কয় ঘন্টাই হোক না কেন, এ ব্যাপারে সমস্ত বিশেষজ্ঞ একমত। কিন্তু গর্ভাবস্থায় যদি কোন মহিলা বিধবা হয় তবে তার ইদ্দাতের সময়সীমা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। আলী (রা) ও ইবনে আব্বাসের মতে ঃ গর্ভবতী বিধবার ইদ্দাত "দু'টি মেয়াদের মধ্যে দীর্ঘতর মেয়াদ।" বিধবার ইদ্দাত সাধারণ অবস্থায় চার মাস দশ দিন। এখন গর্ভবতী বিধবা যদি চার মাস দশ দিনের পূর্বেই সন্তান প্রসব করে তাহলে তাকে চার মাস দশ দিন পূর্ণ করতে হবে। চার মাস দশ দিনের মধ্যে সন্তান ভূমিষ্ঠ না হলে তাকে সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত ইদ্দাত পালন করতে হবে। কিন্তু চার ইমামসহ বড় বড় ইসলামী আইনবিদদের মতে ঃ সন্তান প্রসব হওয়ার সাথে সাথে তার ইদ্দাতকাল শেষ হয়ে যায়।

যে, তার ব্যাপারে নবী (স) কি ফতোয়া দিয়েছেন ? সুবাইআ বলেছেন, তিনি আমাকে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছেন।

٤٩٣٠ـ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ اَنَّ سُبَيْعَةَ الْاَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَجَاءَ تِ النَّبِيَّ ﷺ فَسْتَأْذَنَتْهُ اَنْ تَنْكِحَ فَاَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ .

৪৯৩০. মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। স্বামীর মৃত্যুর কিছু দিন পর সুবাইআ আসলামিয়ার নেফাস আসে (সন্তান প্রসব করে)। সে নবী (স)-এর কাছে বিয়ের অনুমতি চাইতে এলে তিনি তাকে বিবাহের অনুমতি দিলেন। তদনুযায়ী সে বিবাহ বসে।

৪০-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ .

"তালাকপ্রাপ্তা নারীরা তিন কুরূ (তিন মাসিক ঋতু পর্যন্ত) নিজেদেরকে বিরত রাখবে"-(সূরা আল-বাকারা ঃ ২২৮)। ইবরাহীম বলেন, কেউ যদি কোন নারীকে তার ইদ্দাত চলাকালে বিয়ে করে এবং তার কাছেই ইদ্দাতের তিন হায়েয প্রকাশ পায়, তবে সে প্রথম স্বামী থেকে তালাকপ্রাপ্তা গণ্য হবে। (অতপর দ্বিতীয় স্বামীও যদি তালাক দেয় তবে উক্ত তিন হায়েয তৃতীয় স্বামী গ্রহণের জন্য যথেষ্ট হবে না, বরং তাকে নতুনভাবে ইদ্দাত পালন করতে হবে), কিন্তু যুহরী বলেন, তা যথেষ্ট হবে। সুফিয়ান সাওরীও যুহরীর মত গ্রহণ করেছেন। মা'মার বলেন, হায়েযের সময় নিকটবর্তী হলে মহিলাকে কুরূযুক্ত বলা হয়। তোহরের সময় কাছাকাছি হলে কুরূ[২৫] বলে। ماقرائت بسلى قط বলা হয় যখন কোন মহিলা গর্ভে সন্তান ধারণ করে না।

৪১-অনুচ্ছেদ ঃ ফাতিমা বিনতে কায়েসের ঘটনা। আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ .... اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ اِلٰى قَوْلِهٖ يُسْرًا .

"তোমরা তোমাদের রব আল্লাহ্‌কে ভয় কর। (ইদ্দাত চলাকালে) তোমরা তাদেরকে তাদের বসবাসের ঘর থেকে বের করে দিও না এবং তারাও যেন বের না হয়, যদি না তারা লিপ্ত হয় অশ্লীল কাজে। এগুলো আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নির্দিষ্ট সীমালংঘন করে সে নিজের প্রতিই যুলুম করে। তোমরা জান না, হয়তো আল্লাহ্ এরপর কোন উপায় বের করে দিবেন। তাদের ইদ্দাত পূরণের কাল আসন্ন হলে তোমরা হয় তাদেরকে ভালভাবে দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ রাখবে অথবা উত্তম পন্থায় তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে এবং তোমাদের মধ্যকার দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী বানাবে। তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য সঠিকভাবে সাক্ষী দাও। এসব তোমাদের উপদেশস্বরূপ বলা হচ্ছে—এমন প্রতিটি ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করে, তিনি তার জন্য

২৫. ইমাম শাফিয়ীর মতে, কুরূ শব্দের অর্থ তোহর (দুই হায়েযের মধ্যবর্তী সময়)। আর ইমাম আবু হানীফার মতে, কুরূ অর্থ হায়েযকাল (মাসিক ঋতু চলাকালীন সময়)।

(অসুবিধা থেকে নিষ্কৃতির) পথ বের করে দেন এবং তাকে এমন উপায়ে রিযিক দেন যা সে নিজেও ধারণা করতে পারে না। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে, তার জন্য তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ্ নিজের কাজ সম্পূর্ণ করবেনই। আল্লাহ্ প্রতিটি জিনিসের একটা পরিমাণ নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। তোমাদের স্ত্রীলোকদের মধ্যে যারা হায়েয থেকে নিরাশ হয়ে গেছে, যদি তোমাদের কোনরূপ সন্দেহ হয়, তাহলে তাদের ইদ্দাত তিন মাস এবং যাদের এখনও হায়েয আসেনি তাদেরও। গর্ভবতী মহিলাদের ইদ্দাতের সীমা হলো তাদের সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করে, তিনি তার কাজের সহজ পথ বের করে দেন। এটা আল্লাহ্‌র বিধান যা তিনি তোমাদের জন্য নাযিল করেছেন। যে লোক আল্লাহ্‌কে ভয় করে, তিনি তার পাপসমূহ দূর করে দেন এবং বড় ধরনের শুভফল দান করেন। তাদেরকে সে স্থানে থাকতে দাও (ইদ্দাত চলাকালে), যেখানে তোমাদের সামর্থ অনুযায়ী তোমরা বসবাস কর। কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে তোমরা তাদেরকে উত্ত্যক্ত করবে না। তারা অন্তঃসত্তা হলে সন্তান প্রসব না করা পর্যন্ত তোমরা তাদের ব্যয়ভার বহন কর। তারা যদি তোমাদের জন্য (সন্তানকে) দুধপান করায় তাহলে তাদের পারিশ্রমিক প্রদান কর। তোমরা (পারিশ্রমিকের) ব্যাপারটি আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা করে নাও। কিন্তু তোমরা যদি পরস্পরকে অসুবিধায় ফেলতে চাও, তাহলে বাচ্চাকে অন্য কোন মহিলা দুধ পান করাবে। সচ্ছল ব্যক্তি নিজের সচ্ছলতা অনুযায়ী ব্যয়ভার বহন করবে। আর যাকে কম রিযিক দেয়া হয়েছে, সে তার সেই সম্পদ থেকে ব্যয় করবে, যা আল্লাহ্ তাকে দিয়েছেন। সামর্থের অধিক বোঝা আল্লাহ্ কারও উপর চাপান না। আশা করা যায়, আল্লাহ্ অসচ্ছলতার পর প্রাচুর্য দান করবেন"–(সূরা আত-তালাক ঃ ১-৭)।

٤٩٣١ـ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ اَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَذْكُرَانِ اَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ طَلَّقَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَكَمِ فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَاَرْسَلَتْ عَائِشَةُ اُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ اِلٰى مَرْوَانَ وَهُوَ اَمِيْرُ الْمَدِيْنَةِ اتَّقِ اللّٰهَ وَارْدُدْهَا اِلٰى بَيْتِهَا قَالَ مَرْوَانُ فِىْ حَدِيْثِ سُلَيْمَانَ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ ابْنَ الْحَكَمِ غَلَبَنِىْ وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَوْ مَا بَلَغَكِ شَاْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ لاَ يَضُرُّكَ اَلاَّ تَذْكُرَ حَدِيْثَ فَاطِمَةَ فَقَالَ مَرْوَانُ اِنْ كَانَ بِكِ شَرٌّ فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ هٰذَيْنِ مِنَ الشَّرِّ .

৪৯৩১. কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ ও সুলাইমান ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। ইয়াহইয়া ইবনে সায়ীদ ইবনুল আস (তার স্ত্রী) আবদুর রহমান ইবনুল হাকামের কন্যাকে তালাক দেন। আবদুর রহমান তার মেয়েকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) মদীনার গভর্নর মারওয়ানকে বলে পাঠান ঃ আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং তাকে তার ঘরে ফেরত পাঠাও। মারওয়ান বলল ঃ আবদুর রহমান ইবনুল হাকাম যুক্তিতে আমাকে পরাজিত করেছে। কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ বর্ণনা করেন, মারওয়ান আয়েশা (রা)-কে বলল ঃ আপনার কি ফাতেমা বিনতে কায়েসের ঘটনা স্মরণ নেই ? তিনি বলেন,

ফাতেমা বিনতে কায়েসের ঘটনা বর্ণনা না করলে তোমার কোন ক্ষতি হবে না। মারওয়ান বলল, আপনি যদি মনে করেন, ফাতেমার ঘটনায় একটা অসুবিধা ছিল, তাহলে এ দম্পতির ক্ষেত্রেও ঐ জাতীয় কিছু অসুবিধা আছে।

٤٩٣٢- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ مَالِفَاطِمَةَ اَلاَّ تَتَّقِى اللّٰهَ تَعْنِى فِىْ قَوْلِهَا لاَسُكْنٰى وَلاَ نَفَقَةَ .

৪৯৩২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতেমার কি হল, সে কি আল্লাহ্‌কে ভয় করে না ? অর্থাৎ তার একথা বলার সময় যে, (তালাকপ্রাপ্তা নারী) খোরপোষ ও বাসস্থানের অধিকারী নয়।[২৬]

٤٩٣٣- عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ لِعَائِشَةَ اَلَمْ تَرَى اِلٰى فُلاَنَةَ بِنْتِ الْحَكَمِ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا اَلْبَتَّةَ فَخَرَجَتْ فَقَالَتْ بِئْسَ مَا صَنَعَتْ فَقَالَ اَلَمْ تَسْمَعِىْ فِىْ قَوْلِ فَاطِمَةَ قَالَتْ اَمَا اَنَّهُ لَيْسَ لَهَا خَيْرٌ فِىْ ذِكْرِ هٰذَا الْحَدِيْثِ .

৪৯৩৩. উরওয়া ইবনে যুবাইর আয়েশাকে বললেন, আপনি কি দেখেন না, হাকামের পৌত্রীকে তার স্বামী তিন তালাক দিলে সে ঘর থেকে চলে গিয়েছিল ? উত্তরে তিনি বলেন ঃ সে জঘন্য কাজ করেছে। উরওয়া পুনরায় বলেন ঃ আপনি কি শুনতে পাননি ফাতেমা কি বলছে ? আয়েশা (রা) বলেন ঃ এ হাদীস বর্ণনায় তার কোন কল্যাণ নেই।

৪২-অনুচ্ছেদ ঃ তালাকপ্রাপ্তা মহিলা যদি স্বামীর ঘরে বাস করলে চোর প্রবেশের এবং তার হামলার আশংকা করে অথবা স্বামীর পরিবারের লোকজনকে গালমন্দ দেয়ার আশংকা করে তবে স্বামীর ঘর ত্যাগ করতে পারে।

٤٩٣٤- عَنْ عُرْوَةَ اَنَّ عَائِشَةَ اَنْكَرَتْ ذٰلِكَ عَلٰى فَاطِمَةَ وَزَادَ ابْنُ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ

২৬. যে স্বামী সংগমপ্রাপ্তা স্ত্রীর হায়েয হয়, তালাকের পর তিনবার হায়েয হওয়ার সময়টাই তার 'ইদ্দাত'। রিজয়ী (প্রত্যাহারযোগ্য) তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী স্বামীর ঘরেই ইদ্দাত পালন করবে। ইদ্দাত পালনকালে সে স্বামীর কাছ থেকে বসবাসের ঘর ও খরচপাতি পাওয়ার অধিকারী। গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়া ঘর ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলে তার এটা পাওয়ার অধিকার থাকবে না। স্বামী যদি তাকে বের করে দেয় তবে সে গুনাহগার হবে। বায়েন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তালাকদাতা স্বামীর কাছে বসবাসের ঘর ও খরচপাতি পাবে কি না—এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। ইবনে আব্বাস (রা) ও আহমাদ ইবনে হাম্বলের মতে সে খোরপোষ পাবে না। হযরত উমার (রা) ও আবু হানীফার মতে খোরপোষ ও বাসস্থান পাবে। ইমাম মালেক ও শাফিয়ীর মতে সে যতক্ষণ স্বামীর বাড়ি পরিত্যাগ না করবে ততক্ষণ বাসস্থান পাবে ; কিন্তু ভরণপোষণ পাবে না।

ফাতেমা বিনতে কায়েসের ঘটনা ঃ ফাতেমা বিনতে কায়েস ছিলেন সর্বপ্রথম হিজরতকারিণী মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি খুব বুদ্ধিমতী ও সুন্দরী রমনী ছিলেন। আবু আমর ইবনে হাফস-এর সাথে তার বিয়ে হয়। নবী (স) যখন আলী (রা)-কে ইয়ামন পাঠান, তখন আবু আমরও তার সাথে সেখানে যান। ওখান থেকেই তিনি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে পাঠান। তিনি তার দুই চাচাত ভাইকে খোরপোষ বাবদ তাকে কিছু খেজুর ও যব দেয়ার জন্য বলে দেন। খোরপোষের পরিমাণটা কম হওয়ায় তিনি নবী (স)-এর কাছে অভিযোগ করেন। তিনি তাকে বলেন ঃ তুমি বাসস্থান ও খোরপোষ পাওয়ার অধিকারী নও। কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, এটা ছিল তার জন্য শাস্তি স্বরূপ। কারণ তিনি স্বামীর স্বজনদের সাথে দুর্ব্যবহার করতেন বলে কথিত আছে।

هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَابَتْ عَائِشَةُ اَشَدَّ الْعَيْبِ وَقَالَتْ اِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِيْ مَكَانٍ وَّحْشٍ فَخِيْفَ عَلٰى نَاحِيَتِهَا فَلِذٰلِكَ اَرْخَصَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ

৪৯৩৪. উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) ফাতেমা বিনতে কায়েস (রা)-এর বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করেন। ইবনে আবুয যিনাদ হিশাম থেকে, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি আরও বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) এটাকে খুবই আপত্তিকর মনে করতেন। তিনি বলেন, ফাতেমা একটা জনশূন্য স্থানে থাকত, যেখানে সবসময় ভয় লেগে থাকত। তাই নবী (স) তাকে সেখান থেকে চলে আসার অনুমতি দিয়েছিলেন।

৪৩-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَاخَلَقَ اللّٰهُ فِيْ اَرْحَامِهِنَّ .

“আল্লাহ্ তাদের জরায়ুতে যা সৃষ্টি করেছেন, তা গোপন করা তাদের জন্য হালাল নয়।”–(সূরা আল বাকারা ঃ ২২৮) এর অর্থ মাসিক ঋতু ও গর্ভধারণ।

٤٩٣٥ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا اَرَادَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّنْفِرَ اِذَا صَفِيَّةُ عَلٰى بَابِ خِبَائِهَا كَئِيْبَةً فَقَالَ لَهَا عَقْرٰى اَوْ حَلْقٰى اِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا اَكُنْتِ اَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَانْفِرِيْ اِذًا.

৪৯৩৫. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রসূলুল্লাহ্ (স) হজ্জ সমাপন করে প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তখন সাফিয়্যা (রা) নিজের তাঁবুর দরজায় বিষণ্ন অবস্থায় দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি তাকে বলেন ঃ ন্যাড়া, তুমি নিশ্চিহ্ন হও। তুমি কি আমাদেরকে এখানে আটকিয়ে রাখবে ? কুরবানীর দিন তুমি কি যিয়ারতের তাওয়াফ করেছ ? তিনি বলেন ঃ হাঁ। তবে এখন চল, কোন অসুবিধা নেই।[২৭]

৪৪-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ـ

“তাদের স্বামীরা যদি পুনরায় সম্পর্ক স্থাপনে রাজী হয়, তবে (অবকাশের মধ্যে) তাদেরকে স্ত্রীরূপে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকারী”–(সূরা আল-বাকারা ঃ ২২৮)। আল-হাসান বলেন, মাকিল (রা) তার বোনকে বিবাহ দেন। পরে তার স্বামী তাকে এক তালাক দেয়।

٤٩٣٦ـ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ زَوَّجَ مَعْقِلٌ اُخْتَهُ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيْقَةً وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ كَانَتْ اُخْتُهُ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ خَلّٰى عَنْهَا حَتّٰى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ خَطَبَهَا فَحَمِىَ مَعْقِلٌ مِنْ ذٰلِكَ اَنَفًا فَقَالَ خَلّٰى عَنْهَا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَخْطُبُهَا فَحَالَ بَيْنَهُ

২৭. হজ্জের শেষ পর্বের দিকে সাফিয়্যা (রা)-এর কিছু করণীয় কাজ বাকি ছিল। ইতিমধ্যে তার মাসিক ঋতু এসে যায়। এতে তিনি মন খারাপ করে তাঁবুর দরযায় দাঁড়িয়েছিলেন। তার কোন অবশ্য করণীয় রুকন বাকি না থাকায় রসূল (স) তাকে বললেন, কোন ক্ষতি নেই।

وَبَيْنَهَا فَأَنْزَلَ اللّٰهُ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ أَنْ يَّنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِلَى أٰخِرِ الْأٰيَةِ - فَدَعَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَرَأَ عَلَيْهِ فَتَرَكَ الْحَمِيَّةَ وَاسْتَقَادَ (وَاسْتَرَادَ) لِأَمْرِ اللّٰهِ :

৪৯৩৬. হাসান বসরী (র) বলেন, মাকিল ইবনে ইয়াসার (রা)-এর বোন এক ব্যক্তির বিবাহাধীন ছিল। তার স্বামী তাকে তালাক দিয়ে সম্পর্কচ্ছেদ করল। ইতিমধ্যে তার ইদ্দাত শেষ হলে স্বামী তার কাছে পুনরায় বিবাহের প্রস্তাব পাঠায়। মাকিল (রা) তাতে রাগান্বিত হন এবং বলেন, যখন কাজ তার হাতে ছিল, তখন সে স্ত্রী থেকে দূরে সরে গেছে। এখন আবার বিবাহের প্রস্তাব পাঠায়। মাকিল (রা) তার বোন ও স্বামীর পুনর্বিবাহে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ান। এই অবস্থায় আল্লাহ আয়াত নাযিল করেন ঃ "তোমরা যখন নিজেদের স্ত্রীদের তালাক দাও এবং তারাও তাদের ইদ্দাত পূর্ণ করে, তখন তাদের প্রস্তাবিত স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে তোমরা বাধা হয়ে দাঁড়াবে না,[২৮] যখন তারা প্রচলিত পন্থায় পরস্পর দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ হতে রাজী হয়েছে, তোমরা যারা আল্লাহ ও পরকালে ঈমান এনেছ তাদেরকে এসব উপদেশ দেয়া হচ্ছে। তোমরা সঠিক কর্মনীতি অবলম্বন করবে। আল্লাহ যা জানেন তোমরা তা জান না"–(সূরা আল-বাকারা ঃ ২৩২)। রসূলুল্লাহ (স) মাকিল (রা)-কে ডেকে এনে এ আয়াত পড়ে শুনান। মাকিল (রা) তার জিদ ছেড়ে দেন এবং আল্লাহর হুকুমের অনুসরণ করেন।

٤٩٣٧- عَنْ نَّافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيْقَةً وَّاحِدَةً فَأَمَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يُّرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتّٰى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيْضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرٰى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتّٰى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُّطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِيْنَ تَطْهُرَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُّجَامِعَهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِيْ أَمَرَ اللّٰهُ أَنْ يُّطَلَّقَ (تُطَلَّقَ) لَهَا النِّسَاءُ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذٰلِكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ إِنْ (لَوْ) كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلٰثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ وَزَادَ فِيْهِ غَيْرُهُ عَنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَنِيْ بِهٰذَا.

৪৯৩৭. নাফে (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) তার স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় এক তালাক দেন। রসূলুল্লাহ (স) স্ত্রীকে ফেরত নেয়ার জন্য তাকে নির্দেশ দেন এবং পবিত্র হওয়া পর্যন্ত তাকে রেখে দিতে বলেন। তারপর হায়েয হয়ে পুনরায় পাক হওয়া পর্যন্ত তাকে

---

২৮. আয়াতটির দু'টি অর্থ হতে পারে। এক ঃ তালাক দেয়া স্বামীর সাথে পুনরায় বিবাহ বসতে চাইলে তোমরা আত্মীয়রা তাতে বাধা দিও না। দুই ঃ নতুন স্বামী গ্রহণের বেলায় পূর্ব স্বামী প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না। এক বা দুই তালাকে রিজয়ী দেয়া হলে ইদ্দাতের পরেও অন্য ব্যক্তির সাথে পুনর্বিবাহ ছাড়াই স্বামী স্ত্রীকে ফেরত নিতে পারে। এক বা দুই তালাকে বায়েনেরও এই হুকুম (পুনর্বিবাহ সিদ্ধ)। তিন তালাক হয়ে গেলেই তাহ্লীল প্রয়োজন হয়।

থাকতে দিবে। এরপর যদি তালাক দিতে চায় তা দিতে পারে, কিন্তু তা উক্ত তোহরে সঙ্গম করার পূর্বেই দিতে হবে। এটা সেই ইদ্দাতকাল যে অবস্থায় তালাক দেয়ার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। আবদুল্লাহকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি এক ব্যক্তিকে বলেন ঃ যদি তুমি স্ত্রীকে তিন তালাক দাও তবে ঐ স্ত্রী অন্য স্বামীকে বিয়ে না করা পর্যন্ত তোমার জন্য হারাম হয়ে যাবে। লোকেরা লাইস থেকে নাফে'র মাধ্যমে ইবনে উমারের একথাটুকুও বর্ণনা করেছে ঃ যদি তুমি এক বা দুই তালাক দিতে (ভাল হতো)। কেননা নবী (স) আমাকে এভাবেই হুকুম দিয়েছেন।

৪৫-অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুবতী স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনা।

٤٩٣٨- عَنْ يُوْنُسَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُطَلِّقُ مِنْ قُبُلِ عِدَّتِهَا قُلْتُ فَتُعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيْقَةِ قَالَ أَرَأَيْتَ اِنْ عَجَزَا وَاسْتَحْمَقَ .

৪৯৩৮. ইউনুস ইবনে জুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি ইবনে উমার (রা)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ইবনে উমার তার স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দেন। উমার (রা) এ ব্যাপারে নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে নির্দেশ দিলেন স্ত্রীকে ফেরত নেয়ার জন্য। অতপর ইদ্দাতের জন্য সে যেন তালাক দেয়। আমি (বর্ণনাকারী) জিজ্ঞেস করলাম ঃ পূর্বের তালাকটা কি গণনায় ধরা হবে ? ইবনে উমার (রা) বলেন ঃ তুমি কি মনে করো, সে যদি অক্ষম হয় অথবা আহাম্মকি করে (তাহলে কে দায়ী হবে)?

৪৬-অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে। যুহরী (র) বলেন, অল্প বয়স্কা মেয়ে, যার স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে, তার খোশবু ব্যবহার করা আমি সমীচীন মনে করি না। কারণ তাকেও ইদ্দাত পালন করতে হবে।

٤٩٣٩- عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اَبِيْ سَلَمَةَ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ هٰذِهِ الْاَحَادِيْثَ الثَّلٰثَةَ قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلٰى اُمِّ حَبِيْبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ تُوُفِّيَ اَبُوْهَا اَبُوْ سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ فَدَعَتْ اُمُّ حَبِيْبَةَ بِطِيْبٍ فِيْهِ صُفْرَةٌ خَلُوْقٌ اَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللّٰهِ مَا لِيْ بِالطِّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ اَنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا يَحِلُّ لِامْرَاَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ تُحِدَّ عَلٰى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلٰثِ لَيَالٍ اِلَّا عَلٰى زَوْجٍ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا قَالَتْ زَيْنَبُ فَدَخَلْتُ عَلٰى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِيْنَ تُوُفِّيَ اَخُوْهَا فَدَعَتْ بِطِيْبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ اَمَا وَاللّٰهِ مَا لِيْ بِالطِّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ اَنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبَرِ لَا يَحِلُّ لِامْرَاَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ تُحِدَّ عَلٰى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلٰثِ لَيَالٍ اِلَّا

عَلٰى زَوْجٍ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا قَالَتْ زَيْنَبُ وَسَمِعْتُ اُمَّ سَلَمَةَ تَقُوْلُ جَاءَتْ امْرَأَةٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ ابْنَتِىْ تُوُفِّىَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنُهَا اَفَنَكْحُلُهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلٰثًا كُلَّ ذٰلِكَ يَقُوْلُ لاَ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا هِىَ اَرْبَعَةُ اَشْهُرٍ وَّعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ اِحْدَاكُنَّ فِى الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِىْ بِالْبَعْرَةِ عَلٰى رَأْسِ الْحَوْلِ قَالَ حُمَيْدٌ فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ وَمَا تَرْمِىْ بِالْبَعْرَةِ عَلٰى رَأْسِ الْحَوْلِ قَالَتْ زَيْنَبُ كَانَتِ الْمَرْأَةُ اِذَا تُوُفِّىَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا وَلَمْ تَمَسَّ طِيْبًا حَتّٰى تَمُرَّ لَهَا سَنَةٌ ثُمَّ تُؤْتٰى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ اَوْ شَاةٍ اَوْ طَائِرٍ فَتَفْتَضُّ بِهٖ فَقَلَّ مَا تَفْتَضُّ بِشَىْءٍ اِلاَّ مَاتَ ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطٰى بَعْرَةً فَتَرْمِىْ ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيْبٍ اَوْ غَيْرِهٖ سُئِلَ مَالِكٌ مَّا تَفْتَضُّ بِهٖ قَالَ تَمْسَحُ بِهٖ جِلْدَهَا .

৪৯৩৯. যয়নব বিনতে আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এ তিনটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। যয়নব (রা) বলেন, নবী (স)-এর স্ত্রী উম্মু হাবীবা (রা)-এর পিতা আবু সুফিয়ান (রা) ইবনে হারব মারা যাওয়ার পর আমি তার কাছে যাই। উম্মু হাবীবা (রা) হালকা লাল রং-এর খোশবু নিয়ে তার খাদেমাকে ডাকলেন। তা থেকে তিনি এক বালিকাকে খোশবু মাখালেন এবং নিজের দুই গালেও মাখলেন, অতপর বলেন, আল্লাহ্র কসম ! আমার কোন খোশবুর দরকার ছিল না। আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ যে নারী আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে, তার পক্ষে মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিনের বেশী শোক করা হালাল নয়। শুধু স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে। যয়নব (রা) বলেন, অতপর আমি যয়নব বিনতে জাহ্শের ঘরে যাই তার ভাই মারা গেলে। তিনিও সুগন্ধি নিয়ে ডাকলেন এবং তা ব্যবহার করলেন। অতপর তিনি বলেন, আল্লাহ্র কসম ! আমার খোশবুর কোন প্রয়োজন ছিল না। আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ যে নারী আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে তার পক্ষে মৃতের জন্য তিন দিনের বেশী শোক জ্ঞাপন জায়েয নেই। শুধুমাত্র স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে। যয়নব (রা) বলেন, আমি উম্মু সালামা (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ জনৈকা মহিলা রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমার মেয়ের স্বামী মারা গেছে। মেয়েটির চোখ রোগাক্রান্ত। তার চোখে কি সুরমা লাগানো যাবে ? তিনি বলেন, না। মহিলা দুই তিনবার জিজ্ঞেস করলে তিনি প্রতিবারই না বলেন। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, তাকে চার মাস দশ দিন অপেক্ষা করতে হবে। জাহিলিয়াতের যুগে তোমাদের কোন নারীকে এক বছর ধরে ইদ্দাত পালন করতে হতো। অতপর সে নিজের চতুর্দিকে পায়খানা নিক্ষেপ করে পাক হতো। হুমাইদ বলেন ঃ আমি যয়নবকে জিজ্ঞেস করলাম, এ ধরনের বিষ্ঠা নিক্ষেপের কি উদ্দেশ্য ছিল ? যয়নব বলেন ঃ জাহিলী যুগে কোন নারীর স্বামী মারা গেলে সে একটা ক্ষুদ্র কোঠায় ঢুকে পড়ত এবং নিকৃষ্ট মানের কাপড় পরিধান করত। এক

বছর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত সে খোশবু ব্যবহার করতে পারত না। এরপর তার কাছে চতুষ্পদ জন্তু, যেমন গাধা, বকরী ইত্যাদি অথবা পাখি নিয়ে আসা হতো। সে তার গায়ে হাত বুলাত। সে যার উপর হাত লাগাত প্রায় ক্ষেত্রে তা মারা যেত। তারপর সে সংকীর্ণ প্রকোষ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসত। তাকে বিষ্ঠা দেয়া হত এবং সে তা ছড়িয়ে দিত। এরপর সে যে কোন কাজ, যেমন সুগন্ধি ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারত।

৪৭-অনুচ্ছেদ ঃ শোক পালনকারিণীর সুরমা ব্যবহার।

٤٩٤٠ـ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّهَا أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَخَشُوا (عَلَى) عَيْنَيْهَا فَأَتَوْا رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَأْذَنُوهُ فِي الْكُحْلِ فَقَالَ لاَ تَكَحَّلْ (تَكْتَحِلْ) قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِيْ شَرِّ أَحْلاَسِهَا أَوْ شَرِّ بَيْتِهَا فَإِذَا كَانَ حَوْلٌ فَمَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ فَلاَ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَسَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِيْ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلٰثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

৪৯৪০. যয়নব বিনতে উম্মে সালামা (রা) থেকে তার মায়ের সূত্রে বর্ণিত। জনৈকা মহিলার স্বামী মারা যায়। তার আত্মীয়গণ তার চোখের অসুখের ব্যাপারে আশঙ্কা প্রকাশ করে। তারা রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসে উক্ত মহিলার জন্য সুরমা ব্যবহারের অনুমতি চায়। তিনি বলেন, সে সুরমা লাগাবে না। (জাহিলিয়াতের যুগে) তাদেরকে নিকৃষ্ট মানের ঘরে থাকতে ও কাপড়-চোপড় পরতে হত। এক বছর ইদ্দাত পালন করার পর তার সামনে দিয়ে কুকুর যেত এবং সে তার গায়ে বিষ্ঠা ছুঁড়ে মারত (এভাবে সে পবিত্র হত)। অতএব সে সুরমা লাগাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত চার মাস দশ দিন পূর্ণ না হয়। আমি (নাফে) যয়নব বিনতে উম্মে সালামাকে উম্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, নবী (স) বলেন ঃ যে মুসলমান নারী আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে, তার জন্য তিন দিনের অধিক শোক পালন জায়েয নয়। শুধুমাত্র স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে।

٤٩٤١ـ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ نُهِيْنَا أَنْ نُحِدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثٍ إِلاَّ بِزَوْجٍ .

৪৯৪১. উম্মু আতিয়া (রা) বলেন ঃ স্বামী ছাড়া অন্য কোন মৃতের জন্য তিন দিনের বেশী শোক পালন করতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে।

৪৮-অনুচ্ছেদ ঃ শোক পালনকারিণীর হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার পর সুগন্ধি ব্যবহার করা।

٤٩٤٢ـ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا نُنْهٰى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلٰثٍ إِلاَّ عَلَى الزَّوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلاَ نَكْتَحِلَ وَلاَ نَطَّيَّبَ وَلاَ نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيْضِهَا (حَيْضَتِهَا) فِيْ نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ وَكُنَّا نُنْهٰى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ .

৪৯৪২. উম্মু আতিয়া (রা) বলেন ঃ মৃতের জন্য তিন দিনের বেশী শোক পালন করতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুতে শোক পালন চার মাস দশ দিন। এ অবস্থায় আমরা সুরমা, সুগন্ধি ও রঙ্গিন কাপড় ব্যবহার করতাম না, অবশ্য হালকা রং বিশিষ্ট কাপড় নিষিদ্ধ নয়। হায়েয শেষে পবিত্র হওয়ার জন্য গোসলের সময় আমাদেরকে 'কোস্ত' নামক এক প্রকার সুগন্ধি ব্যবহার করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। আমাদেরকে জানাযায় অংশগ্রহণ করতে নিষেধ করা হত।

৪৯-অনুচ্ছেদ ঃ শোক পালনকারিণী আসব কাপড় পরিধান করবে।

٤٩٤٣- عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلٰثٍ اِلاَّ عَلٰى زَوْجٍ فَاِنَّهَا لاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَّصْبُوْغًا اِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ وَعَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ وَلاَ تَمَسُّ طِيْبًا اِلاَّ اَدْنٰى طُهْرِهَا اِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِّنْ قُسْطٍ وَّاَظْفَارٍ .

৪৯৪৩. উম্মু আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ যে নারী আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে, তার পক্ষে স্বামী ছাড়া অন্য কোন মৃতের জন্য তিন দিনের বেশী শোক পালন করা হালাল নয়। সে সুরমা ব্যবহার করবে না এবং রঙ্গিন কাপড় পরবে না। অবশ্য আসব (রঙিন সূতী) কাপড় পরতে পারে। উম্মু আতিয়া থেকে (আরও) বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন ঃ সে খোশবু ব্যবহার করবে না, অবশ্য তোহরের নিকটবর্তী সময়ে ব্যবহার করা যেতে পারে। পবিত্র হওয়ার সময় 'কোস্ত' ও 'আযফার' নামক হালকা সুগন্ধি ব্যবহার করা যেতে পারে।

৫০-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُم وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ

"তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায় তাদের স্ত্রীগণ চার মাস দশ দিন (বিবাহ থেকে) বিরত থাকবে। যখন তাদের ইদ্দাত পূর্ণ হয়ে যাবে তখন তাদের নিজেদের সম্পর্কে সঠিক পথে যা করতে চাইবে তাতে তোমাদের কোন অপরাধ নেই। আল্লাহ তোমাদের প্রত্যেকের কাজ সম্পর্কে অবহিত"–(সূরা আল-বাকারা ঃ ২৩৪)।

٤٩٤٤- عَنْ مُجَاهِدٍ وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا قَالَ كَانَتْ هٰذِهِ الْعِدَّةُ تَعْتَدُّ عِنْدَ اَهْلِ زَوْجِهَا وَاجِبًا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ فَاِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُم فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوْفٍ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ قَالَ جَعَلَ اللّٰهُ لَهَا تَمَامَ السَّنَةِ سَبْعَةَ اَشْهُرٍ وَّعِشْرِيْنَ لَيْلَةً وَصِيَّةً اِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ فِيْ وَصِيَّتِهَا وَاِنْ شَاءَتْ

خَرَجَتْ وَهُوَ قَوْلُ اللّٰهِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ فَاِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فَالْعِدَّةُ كَمَا هِيَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا زَعَمَ ذٰلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ .

৪৯৪৪. মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। "তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়"—এ আয়াত সম্পর্কে মুজাহিদ বলেন ঃ এ ইদ্দাত স্বামীর পরিবারে অবস্থান করে পূর্ণ করা ওয়াজিব। অতপর মহান আল্লাহ্ এ আয়াত নাযিল করেন ঃ "তোমাদের মধ্যে যারা মারা যায় এবং পশ্চাতে বিধবা স্ত্রী রেখে যায় ; নিজেদের স্ত্রীদের জন্য তাদের এ অসীয়াত করে যাওয়া উচিত যে, এক বছর পর্যন্ত যেন তাদের জীবিকা ও যাবতীয় খরচপত্রের ব্যবস্থা করে দেয়া হয় এবং তাদেরকে যেন ঘর থেকে বিতাড়িত করা না হয়। অবশ্য তারা নিজেরা যদি স্বেচ্ছায় চলে যায় তবে তাদের নিজেদের ব্যাপারে প্রচলিত নিয়মে তারা যা কিছু করবে সেজন্য তোমাদের কোন দায়িত্ব নেই। আল্লাহ্ পরম পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞ"-(সূরা আল-বাকারা ঃ ২৪০)। মুজাহিদ (র) বলেন, আল্লাহ্ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন যে, স্বামীর বাড়িতে তার সাত মাস বিশ দিন অবস্থানের অধিকার আছে। যদি সে চায় অসীয়াত মনে করে স্বামীর পরিবারে অবস্থানও করতে পারে অথবা চলেও যেতে পারে। আর আল্লাহ্র বাণী ঃ غَيْرَ اِخْرَاجٍ فَاِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ আয়াতের এটাই লক্ষ্য। অতএব (চার মাস দশ দিন) ইদ্দাত ওয়াজিব। একথাগুলো মুজাহিদ থেকে বর্ণিত। আতা (র) বর্ণনা করেন, ইবনে আব্বাস বলেন ঃ এ আয়াত স্বামীর পরিবারে অবস্থান করে ইদ্দাত পালন করা রহিত করে দিয়েছে। অতএব সে যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করে ইদ্দাত পালন করতে পারে। আল্লাহ্র বাণী ঃ 'বহিষ্কৃত না করে।' আতা বর্ণনা করেছেন যে, সে ইচ্ছা করলে স্বামীর পরিবারের সাথে থেকে ইদ্দাত পূর্ণ করতে পারে এবং অসীয়াত ঠিক রাখতে পারে। আর যদি সে চায় 'ফালা জুনাহা আলাইকুম'-এর ভিত্তিতে অন্যত্র চলেও যেতে পারে। আতা বলেন, মীরাসের আয়াত নাযিল হলে তার বাসস্থান প্রাপ্তি রহিত হয়ে যায়। এখন সে যেখানে ইচ্ছা ইদ্দাত পূর্ণ করতে পারে এবং তার বাসস্থান পাওয়ার অধিকার নেই।

٤٩٤٥- عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ ابْنَةِ اَبِيْ سُفْيَانَ لَمَّا جَاءَهَا نَعِيُّ اَبِيْهَا دَعَتْ بِطِيْبٍ فَمَسَحَتْ ذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ مَا لِيْ بِالطِّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ لَوْلاَ اَنِّيْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَحِلُّ لِاِمْرَاَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ تَحُدُّ عَلٰى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ اِلاَّ عَلٰى زَوْجٍ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا .

৪৯৪৫. আবু সুফিয়ানের কন্যা উম্মু হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। যখন তাঁর কাছে তাঁর পিতার মৃত্যু সংবাদ আসল, তিনি সুগন্ধি আনালেন এবং তা দুই হাতে মাখলেন। অতপর তিনি বলেন, আমার কোন সুগন্ধির প্রয়োজন ছিল না। আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ যে নারী আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে, তার পক্ষে মৃতের জন্য তিন দিনের বেশী শোক প্রকাশ করা হালাল নয়। শুধু স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক পালন।

৫১-অনুচ্ছেদ ঃ বেশ্যার উপার্জন ও ফাসিদ (অবৈধ) বিবাহ। হাসান (বসরী) বলেন, কেউ অজান্তে নিজের কোন মাহরাম নারীকে বিবাহ করলে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে

দিতে হবে। সে যা পেয়েছে তা ফেরতযোগ্য নয় এবং তাছাড়া তার আর কোন প্রাপ্য নেই। তাঁর পরবর্তী অভিমত এই যে, সে মোহর লাভ করবে।

٤٩٤٦- عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ قَالَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ .

৪৯৪৬. আবু মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) কুকুরের মূল্য, গণকের পারিশ্রমিক এবং যেনাকারিণীর উপার্জন নিষিদ্ধ করেছেন।

٤٩٤٧- عَنْ اَبِىْ جُحَيْفَةَ قَالَ لَعَنَ النَّبِىُّ ﷺ اَلْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَاٰكِلَ الرِّبٰوا وَمُوْكِلَهُ وَنَهٰى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسَبِ الْبَغِيِّ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرِيْنَ .

৪৯৪৭. আবু জুহাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) অভিসম্পাত করেছেন উলকি অঙ্কনকারিণী, উলকি গ্রহণকারিণী, সূদখোর ও সূদদাতাকে। তিনি কুকুর বিক্রয়লব্ধ অর্থ ও বেশ্যার উপার্জন নিষিদ্ধ করেছেন। চিত্রকরদেরকেও তিনি অভিসম্পাত করেছেন।[২৯]

٤٩٤٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ نَهٰى النَّبِىُّ ﷺ عَنْ كَسْبِ الْاِمَاءِ .

৪৯৪৮. আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, নবী (স) বাঁদীর (অবৈধ পন্থায়) উপার্জিত অর্থ ভোগ করতে নিষেধ করেছেন।

৫২-অনুচ্ছেদ ঃ নির্জনবাসের পরে ও পূর্বে অথবা স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিলে তার মোহরের পরিমাণ।

٤٩٤٩- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَجُلٌ قَذَفَ امْرَاَتَهُ فَقَالَ فَرَّقَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ اَخَوَىْ بَنِى الْعَجْلَانِ وَقَالَ اللّٰهُ يَعْلَمُ اَنَّ اَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ فَاَبَيَا فَقَالَ اللّٰهُ يَعْلَمُ اَنَّ اَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ فَاَبَيَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَالَ اَيُّوْبُ فَقَالَ لِىْ عَمْرُو ابْنُ دِيْنَارٍ فِى الْحَدِيْثِ شَىْءٌ لَا اُرَاكَ تُحَدِّثُهُ قَالَ قَالَ الرَّجُلُ مَالِىْ قَالَ لَا مَالَ لَكَ اِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا وَاِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهُوَ اَبْعَدُ مِنْكَ .

৪৯৪৯. সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। আমি ইবনে উমার (রা)-কে বললাম, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর উপর যেনার অপবাদ দেয়। তিনি বলেন, নবী (স) আজলান গোত্রের এক দম্পতির বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করে দেন। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ জানেন তোমাদের

২৯. অবৈধ পন্থায় উপার্জন করা হারাম। নাচগান, বেশ্যাবৃত্তি, গণক-ঠাকুরী, যাদুগিরি, জীবন্ত ও বিচরণশীল প্রাণীর চিত্র অঙ্কন ইত্যাদি হারাম হওয়ার কারণে এসব পেশার মাধ্যমে উপার্জিত অর্থও হারাম। কুকুর, শূকর, ব্যাঙ ইত্যাদি প্রাণীর গোশত হারাম। অতএব এর ব্যবসাও হারাম। ইসলামী আইন শাস্ত্রের একটি মৌলিক নীতি হলো "হারাম বস্তু সামগ্রীর ব্যবসাও হারাম।"

উভয়ের মধ্যে একজন অবশ্যই মিথ্যাবাদী। কে তাওবা করতে রাজী আছ? উভয়ই তাওবা করতে অস্বীকার করে। তিনি আবার বলেন, আল্লাহ্ জানেন তোমাদের দু'জনের একজন অবশ্যই মিথ্যুক। কে তাওবা করতে প্রস্তুত আছ? তারা দোষ স্বীকার করতে রাজী হলো না। অতপর নবী (স) তাদের বৈবাহিক সম্পর্কের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করলেন। আইউব বলেন ঃ আমর ইবনে দীনার আমাকে বলেন, হাদীসটিতে আরও কথা আছে, যা তোমাকে বলতে শুনি না। তিনি বলেন ঃ লোকটি বলল, আমার দেয়া মালের কি হবে? রসূলুল্লাহ (স) বলেন, তোমার মাল ফেরত পাবে না। তোমার দাবি সত্য হলে তুমি তার সঙ্গম স্বাদ লাভ করেছ। যদি তুমি মিথ্যুক হও, তাহলে তোমার ধন তোমাকে ছেড়ে অনেক দূরে চলে গেছে।

৫৩-অনুচ্ছেদ ঃ যে স্ত্রীর জন্য মোহর নির্ধারিত করা হয়নি, আল্লাহ্র (এ) বাণী অনুযায়ী তার জন্য উপহার সামগ্রী (মাতা)।

لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً وَّمَتِّعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ اِلٰى قَوْلِهٖ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ .

"তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের স্পর্শ করার কিংবা তাদের মোহর নির্দিষ্ট করার পূর্বে তাদেরকে তালাক দিলে তাতে কোন দোষ নেই। তোমরা তাদেরকে কিছু দেয়ার ব্যবস্থা কর। সচ্ছল ব্যক্তি নিজ সামর্থ অনুযায়ী এবং অসচ্ছল ব্যক্তিও নিজ সামর্থ অনুযায়ী খরচপত্রের ব্যবস্থা করবে প্রচলিত পন্থায়। এটা নেক লোকদের কর্তব্য। তোমরা স্পর্শ করার পূর্বেই যদি তাদেরকে তালাক দাও এবং তাদের মোহর নির্দিষ্ট করে থাক, তবে তাদেরকে অর্ধেক মোহর দিতে হবে। আর স্ত্রী যদি অনুগ্রহ দেখায় (মোহরানা গ্রহণ না করে) কিংবা যে পুরুষটির হাতে বিবাহ বন্ধনের সূত্রটি রয়েছে সে যদি অনুগ্রহ করে (পূর্ণ মোহর প্রদান করে) তবে তা অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। আর তোমরা যদি অনুগ্রহ প্রদর্শন কর, তবে এ কর্মনীতি তাকওয়ার খুবই অনুকূল। তোমরা পারস্পরিক সহৃদয়তা দেখাতে কখনও ভুল করো না। তোমাদের যাবতীয় কাজকর্ম আল্লাহ্ দেখছেন"–(সূরা আল-বাকারা ঃ ২৩৭)। আল্লাহ্ আরও বলেন ঃ

وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ ط حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ .

যেসব স্ত্রীলোককে তালাক[৩০] দেয়া হয়েছে, তাদেরকে উপযুক্তভাবে কিছু না কিছু দিয়ে বিদায় করা উচিত। এটা মুত্তাকীদের প্রতি আরোপিত কর্তব্য"–(সূরা আল-বাকারা ঃ ২৪১)। নবী (স) লিআনের ক্ষেত্রে মুতআর (মোহরের) উল্লেখ করেননি, যখন মুতআকৃত মহিলাকে তার স্বামী তালাক দেয়।

---

৩০. একই সঙ্গে তিন তালাক দিলে এক তালাক হবে না তিন তালাক হবে এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতভেদ আছে। তাউস, ইকরিমা প্রমুখ মনীষীদ্বয় বলেন ঃ যেহেতু একই সাথে তিন তালাক দেয়া সুন্নাত বিরোধী, তাই একে এক তালাকই গণ্য করতে হবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ মহানবী (স), আবু বাক্র ও উমার (রা)-এর খেলাফতের প্রথম দুই বছরকাল এক সাথে তিন তালাক এক তালাকই ছিল। অতপর হযরত উমার বলেন ঃ যে কাজ মানুষের বুঝে-শুনে ধীরে-সুস্থে করা উচিত ছিল, মানুষ তাতে তাড়াহুড়া করতে শুরু করেছে।

(অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

٤٩٥٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ حِسَابُكُمَا عَلَى اللّٰهِ اَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لاَ سَبِيْلَ لَكَ عَلَيْهَا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَالِيْ قَالَ لاَ مَالَ لَكَ اِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَاِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ اَبْعَدُ وَاَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا.

৪৯৫০. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) লিআনকারীদের উদ্দেশ্যে বলেন ঃ তোমাদের উভয়ের হিসাব আল্লাহ্ নিবেন। তোমাদের একজন অবশ্যই মিথ্যাবাদী। তার (স্ত্রীর) উপর তোমার কোন অধিকার নেই। সে বলল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমার দেয়া মাল ? রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ তোমার মাল ফেরত পাবে না। তার প্রতি তোমার অপবাদ যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে তুমি যে তার লজ্জাস্থান হালাল করে নিয়েছিলে, তার বিনিময়ে ঐ মাল। যদি তুমি মিথ্যুক হও, তাহলে মাল তোমার থেকে বহু দূরে চলে গেছে।

সুতরাং এখন থেকে আমাদের এটা (তিন তালাকরূপে) কার্যকর করে দেয়া উচিত। অতপর তিনি তিন তালাক কার্যকর করেছেন। ইমাম ইবনে তাইমিয়া ও ইমামিয়া মাযহাবের (শীয়া) মতে ঃ একত্রে তিন তালাকে এক তালাক কার্যকর হবে।

চার মাযহাবের চার ইমামের মতে, কোন তালাককে সুন্নাত বিরোধী, বিদআত, হারাম বা গুনাহ বলার তাৎপর্য এই নয় যে, তা কার্যকর হবে না। তালাক হায়েয অবস্থায় দেয়া হোক, একই সাথে তিন তালাক দেয়া হোক, যে তোহরে স্ত্রী সহবাস হয়েছে সে তোহরেই দেয়া হোক, তালাক কার্যকর হবেই। জমহুর সাহাবা, তাবিয়ীন ও চার ইমামের সকলেই বলেন ঃ এক সাথে তিন তালাক দেয়া বিদআত ও গুনাহের কাজ, তবুও এতে তিন তালাকই হয়ে যাবে। এর ওপর মুজতাহিদ সাহাবাদের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পরবর্তী ইমামগণও এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন। তিন তালাক কার্যকর হওয়ার ব্যাপারে হাদীসের মতামত খুবই জোরালো। আল্লামা জামাখশারী তাফসীরে কাশ্শাফে বলেছেন ঃ নিজের স্ত্রীকে একত্রে তিন তালাক দিয়ে যে লোকই হযরত উমারের কাছে আসত, তিনি তাকে পিটাতেন এবং তার দেয়া তালাকগুলো কার্যকর করে দিতেন।

অধ্যায়—৪১

كِتَابُ النَّفَقَاتِ

(ভরণপোষণ)

১-অনুচ্ছেদ ঃ ভরণপোষণ করার ফযীলাত। আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَيَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلِ الْعَفْوَ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ .

"লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞেস করে, তারা কি খরচ করবে। বল ঃ যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত। এভাবে আল্লাহ্ তাঁর বিধানসমূহ সুস্পষ্টভাবে তোমাদের কাছে বর্ণনা করেন, যেন তোমরা ইহকাল ও পরকাল সম্পর্কে চিন্তা কর"-(সূরা আল-বাকারা ঃ ২১৯-২২০)। হাসান (বসরী) বলেন, এখানে 'আল-আফওয়া' অর্থ প্রয়োজনের অতিরিক্ত।

٤٩٥١ـ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ يَزِيْدَ الْاَنْصَارِيَّ عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدِ الْاَنْصَارِيِّ فَقُلْتُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا اَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلٰى اَهْلِهٖ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهٗ صَدَقَةً .

৪৯৫১. আদী ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইবনে ইয়াযীদ আনসারীর কাছে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি আবু মাসউদ আনসারীকে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি নবী (স) থেকে বর্ণিত ? তিনি বলেন, হাঁ। নবী (স) বলেছেন ঃ কোন মুসলমান তার পরিবার-পরিজনের জন্য যা কিছু খরচ করে এবং তা থেকে সওয়াবের আশা রাখে, এ খরচ তার জন্য সদাকা হিসাবে গণ্য হয়।

٤٩٥٢ـ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللّٰهُ اَنْفِقْ يَا ابْنَ اٰدَمَ اُنْفِقْ عَلَيْكَ .

৪৯৫২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ (স) বলেন ঃ আল্লাহ্ বলেছেন ঃ হে আদম সন্তান ! খরচ কর। তাহলে তোমার জন্যও খরচ করা হবে।

٤٩٥٣ـ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلسَّاعِيْ عَلَى الْاَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوِ الْقَائِمِ اللَّيْلَ وَالصَّائِمِ النَّهَارَ .

৪৯৫৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন ঃ বিধবা ও মিসকীনদের[১] জন্য চেষ্টা-তদবীরকারী ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারী অথবা রাত জেগে ইবাদতকারী ও দিনভর রোযা পালনকারী ব্যক্তির সমতুল্য।

১. নিজেদের স্বাভাবিক প্রয়োজন পূরণের পরিমাণ সম্পদ যাদের নেই, আত্মসম্মানবোধের কারণে যারা অন্যের কাছে হাতও পাততে পারে না এবং বাহ্যিক অবস্থা দেখেও যাদেরকে অভাবগ্রস্ত মনে হয় না—এরূপ লোককে হাদীসে মিসকীন বলা হয়েছে। কিন্তু ফিক্‌হের পরিভাষায় এদেরকে ফকীর বলা হয়েছে। অন্য কথায়—একজন গরীব, ভদ্রলোক, যে সক্ষম কিন্তু বেকার। হযরত উমার (রা) এমন লোককেও মিসকীনের মধ্যে গণ্য করেছেন।

٤٩٥٤ـ عَنْ سَعْدٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعُوْدُنِيْ وَاَنَا مَرِيْضٌ بِمَكَّةَ فَقُلْتُ لِيْ مَالٌ اُوْصِيْ بِمَالِيْ كُلِّهِ قَالَ لاَ قُلْتُ فَالشَّطْرُ قَالَ لاَ قُلْتُ فَالثُّلُثُ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ اَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ اَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِّنْ اَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ فِيْ اَيْدِيْهِمْ وَمَهْمَا اَنْفَقْتَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا فِيْ فِيْ اِمْرَأَتِكَ وَلَعَلَّ اللّٰهَ يَرْفَعُكَ يَنْتَفِعُ بِكَ نَاسٌ وَّيُضَرُّ بِكَ اٰخَرُوْنَ .

৪৯৫৪. সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মক্কায় রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে নবী (স) আমাকে দেখতে আসেন। আমি বললাম, আমার সম্পদ আছে ; আমি কি সবটুকুর জন্য ওসিয়াত[২] করতে পারি ? তিনি বলেন, না। আমি বললাম, তাহলে অর্ধেক মাল ? তিনি বলেন, না। আমি পনুরায় বললাম, এক-তৃতীয়াংশের জন্য ? তিনি বলেন ঃ এক-তৃতীয়াংশের ওসিয়াত করতে পার। তবে এটাও বেশী। প্রয়োজন পূরণের জন্য নিজের ওয়ারিসগণ অন্যের কাছে হাত পাততে বাধ্য হবে—এরূপ অবস্থায় তাদেরকে রেখে যাওয়ার পরিবর্তে ধনী অবস্থায় রেখে যাওয়া তোমার জন্য অনেক ভাল। তুমি তাদের জন্য যখনই যা কিছু খরচ কর, তা তোমার জন্য সদাকা হিসেবে গণ্য হয়, এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে খাবারের যে গ্রাসটি তুলে দাও তাও। আল্লাহ্ তোমায় দীর্ঘজীবী করুন। সম্ভবত তোমার দ্বারা এক শ্রেণীর লোক উপকৃত এবং আর এক শ্রেণীর লোক ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

২-অনুচ্ছেদ ঃ পরিবার ও সন্তানদের ভরণপোষণ করা বাধ্যতামূলক।

٤٩٥٥ـ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلٰى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ تَقُوْلُ الْمَرْاَةُ اِمَّا اَنْ تُطْعِمَنِيْ وَاِمَّا اَنْ تُطَلِّقَنِيْ وَيَقُوْلُ الْعَبْدُ اَطْعِمْنِيْ وَاسْتَعْمِلْنِيْ وَيَقُوْلُ الاِبْنُ اَطْعِمْنِيْ اِلٰى مَنْ تَدَعُنِيْ قَالُوْا يَا اَبَا هُرَيْرَةَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ هٰذَا مِنْ كِيْسِ اَبِيْ هُرَيْرَةَ .

৪৯৫৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন, সচ্ছলতা বজায় রেখে যে দান-খয়রাত করা হয় তাই উত্তম। নীচের হাতের চেয়ে উপরের হাত শ্রেষ্ঠ।[৩] নিকটাত্মীয়দের থেকে (দান-খয়রাত) শুরু কর।[৪] এটা কি ভাল কথা যে, স্ত্রী বলবে, হয় আমাকে খাবার দাও নতুবা তালাক দাও। চাকর বলবে, আগে খাবার দাও পরে

২. ইসলামী শরীয়াত মালিককে তার ধন-সম্পদের তিনের এক অংশ পর্যন্ত ওসিয়াত করার অনুমতি দিয়েছে এবং ওয়ারিসদের বঞ্চিত করে এক-তৃতীয়াংশের অধিক পরিমাণ ওসিয়াত করা নিষেধ করেছে। কুরআন মজীদে যাদের অংশ নির্দিষ্ট করা আছে, ওসিয়াতের মাধ্যমে তাদের অংশে কোন প্রকার হ্রাস-বৃদ্ধি করা যাবে না।

৩. দান গ্রহণকারীর চেয়ে দাতা শ্রেষ্ঠ।

৪. নিজের গরীব নিকটাত্মীয়ের দাবি আগে পূরণ করতে হবে।

কাজ লও। সন্তান বলবে, আমাকে খাবার না দিয়ে কার কাছে ছেড়ে যাচ্ছ ? লোকেরা বলল ঃ হে আবু হুরাইরা ! আপনি কি এ কথাগুলো রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে শুনেছেন ? তিনি বলেন, না। এ কথাগুলো আবু হুরাইরা (রা) নিজের প্রজ্ঞা থেকে বলছি।

٤٩٥٦ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَّابْدَا بِمَنْ تَعُوْلُ .

৪৯৫৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, সচ্ছলতা বজায় রেখে যে দান-খয়রাত করা হয় তাই উত্তম। নিজের আত্মীয়দের থেকে (দান-খয়রাত) শুরু কর।

৩-অনুচ্ছেদ ঃ পরিবারের এক বছরের খরচা সঞ্চয় করে রাখা এবং পরিবারের জন্য কিভাবে খরচ করবে।

٤٩٥٧ـ عَنْ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَبِيْعُ نَخْلَ بَنِىْ النَّضِيْرِ وَيَحْبِسُ لاَهْلِهِ قُوْتَ سَنَتِهِمْ .

৪৯৫৭. উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বনী নযীরের[৫] (বাগানের) খেজুর বিক্রি করে দিতেন এবং নিজ পরিবারের এক বছরের (পরিমাণ) খোরাক সঞ্চয় করে রাখতেন।

٤٩٥٨ـ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَالِكُ بْنُ اَوْسٍ وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ ذَكَرَ لِىْ ذِكْرًا مِّنْ حَدِيْثِهِ فَانْطَلَقْتُ حَتّٰى دَخَلْتُ عَلٰى مَالِكِ بْنِ اَوْسٍ فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ مَالِكٌ انْطَلَقْتُ حَتّٰى اَدْخُلَ عَلٰى عُمَرَ اِذْ اَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَا فَقَالَ هَلْ لَّكَ فِىْ عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ يَسْتَاْذِنُوْنَ قَالَ نَعَمْ فَاَذِنَ لَهُمْ قَالَ فَدَخَلُوْا وَسَلَّمُوْا فَجَلَسُوْا ثُمَّ لَبِثَ يَرْفَا قَلِيْلاً فَقَالَ لِعُمَرَ هَلْ لَكَ فِىْ عَلِىٍّ وَّعَبَّاسٍ قَالَ نَعَمْ فَاَذِنَ لَهُمَا فَلَمَّا دَخَلاَ سَلَّمَا وَجَلَسَا فَقَالَ عَبَّاسُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْضِ بَيْنِىْ وَبَيْنَ هٰذَا فَقَالَ الرَّهْطُ عُثْمَانُ وَاَصْحَابُهُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْضِ بَيْنَهُمَا وَاَرِحْ اَحَدَهُمَا مِنَ الْاٰخَرِ فَقَالَ عُمَرُ اتَّئِدُوْا اَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ الَّذِىْ بِاِذْنِهِ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ هَلْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ يُرِيْدُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَفْسَهُ قَالَ الرَّهْطُ قَدْ قَالَ ذٰلِكَ فَاَقْبَلَ عُمَرُ عَلٰى عَلِىٍّ وَّعَبَّاسٍ فَقَالَ اَنْشُدُكُمَا بِاللّٰهِ هَلْ تَعْلَمَانِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ذٰلِكَ قَالاَ قَدْ قَالَ ذٰلِكَ قَالَ عُمَرُ فَاِنِّىْ اُحَدِّثُكُمْ عَنْ هٰذَا الْاَمْرِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ (قَد) خَصَّ رَسُوْلَهُ ﷺ فِىْ هٰذَا الْمَالِ بِشَىْءٍ لَّمْ

৫. চতুর্থ হিজরীতে বনী নযীরের এলাকাটি মুসলমানদের হস্তগত হয়। রসূলুল্লাহ (স) তা থেকে একটি অংশ পান।

يُعْطِهِ اَحَدًا غَيْرَهُ قَالَ اللّٰهُ (مَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ مِنْهُم فَمَا اَوْجَفْتُم عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلاَ رِكَابٍ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ) فَكَانَتْ هٰذِهِ خَالِصَةً لِّرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاللّٰهِ مَا اَخْتَارَهَا (اَحْتَازَهَا) دُوْنَكُمْ وَلاَ اسْتَأْثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ لَقَدْ اَعْطَاكُمُوْهَا وَبَثَّهَا فِيْكُم حَتّٰى بَقِيَ مِنْهَا هٰذَا الْمَالُ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُنْفِقُ عَلٰى اَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِّنْ هٰذَا الْمَالِ ثُمَّ يَاْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللّٰهِ فَعَمِلَ بِذٰلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَيَاتَهُ وَاَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ هَلْ تَعْلَمُوْنَ ذٰلِكَ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ لِعَلِيٍّ وَّعَبَّاسٍ اَنْشُدُكُمَا بِاللّٰهِ هَلْ تَعْلَمَانِ ذٰلِكَ قَالاَ نَعَمْ ثُمَّ تَوَفَّى اللّٰهُ نَبِيَّهُ ﷺ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَنَا وَلِيُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَبَضَهَا اَبُوْ بَكْرٍ فَعَمِلَ (يَعْمَلُ) فِيْهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ فِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنْتُمَا حِيْنَئِذٍ وَاَقْبَلَ عَلٰى عَلِيٍّ وَّعَبَّاسٍ تَزْعُمَانِ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ كَذَا وَكَذَا وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَنَّهُ فِيْهَا صَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ثُمَّ تَوَفَّى اللّٰهُ اَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ اَنَا وَلِيُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَبِيْ بَكْرٍ فَقَبَضْتُهَا سَنَتَيْنِ اَعْمَلُ فِيْهَا بِمَا عَمِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ ثُمَّ جِئْتُمَانِيْ وَكَلِمَتُكُمَا وَاحِدَةٌ وَّاَمْرُكُمَا جَمِيْعٌ جِئْتَنِيْ تَسْأَلُنِيْ نَصِيْبَكَ مِنْ ابْنِ اَخِيْكَ وَاَنَّ هٰذَا يَسْأَلُنِيْ نَصِيْبَ امْرَأَتِهِ مِنْ اَبِيْهَا فَقُلْتُ اِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهُ اِلَيْكُمَا عَلٰى اَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللّٰهِ وَمِيْثَاقَهُ لَتَعْمَلاَنِ فِيْهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَبِمَا عَمِلَ بِهِ فِيْهَا اَبُوْ بَكْرٍ وَّبِمَا عَمِلْتُ بِهِ فِيْهَا مُنْذُ وُلِّيْتُهَا وَاِلاَّ فَلاَ تُكَلِّمَانِيْ فِيْهَا فَقُلْتُمَا ادْفَعْهَا اِلَيْنَا بِذٰلِكَ فَدَفَعْتُهَا اِلَيْكُمَا بِذٰلِكَ اَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ هَلْ دَفَعْتُهَا اِلَيْهِمَا بِذٰلِكَ قَالَ الرَّهْطُ نَعَمْ فَاَقْبَلَ عَلٰى عَلِيٍّ وَّعَبَّاسٍ فَقَالَ اَنْشُدُكُمَا بِاللّٰهِ هَلْ دَفَعْتُهَا اِلَيْكُمَا بِذٰلِكَ قَالاَ نَعَمْ قَالَ اَفَتَلْتَمِسَانِ مِنِّيْ قَضَاءً غَيْرَ ذٰلِكَ فَوَالَّذِيْ بِاِذْنِهِ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ لاَ اَقْضِيْ فِيْهَا قَضَاءً غَيْرَ ذٰلِكَ حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ فَاِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا اِلَيَّ فَاَنَا اَكْفِيْكُمَاهَا .

৪৯৫৮. ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে মালেক ইবনে আওস (র) অবহিত করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনে জুবায়ের তার একটি হাদীসের কথা আমাকে জানান। এর সত্যতা যাচাই করার জন্য আমি মালেক ইবনে আওসের কাছে যাই এবং এ সম্পর্কে

তাকে জিজ্ঞেস করি। মালেক (র) বলেন ঃ আমি উমার (রা)-এর কাছে গিয়ে হাযির হলাম। ইত্যবসরে তার দারোয়ান ইয়ারফা এসে বলল, উসমান, আবদুর রহমান, জুবায়ের ও সাদ (রা) ভেতরে আসার জন্য আপনার অনুমতি চাচ্ছেন। তাদেরকে ডাকব ? তিনি বলেন, হাঁ। অনুমতি পেয়ে তাঁরা ভেতরে এসে সালাম করে আসন গ্রহণ করলেন। ইয়ারফা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। তারপর উমার (রা)-কে বলল ঃ আলী ও আব্বাস (রা) আপনার সাক্ষাতের জন্য অনুমতি চাচ্ছেন। তিনি বলেন, হাঁ, তাদেরকে আসতে দাও। তাঁরা ভেতরে এসে সালাম দিয়ে বসলেন। অতপর আব্বাস (রা) বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন ! আমার ও তাঁর মধ্যে ফয়সালা করে দিন। উসমান (রা) ও তার সাথীরাও বলেন ঃ হে আমীরুল মুমিনীন ! তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিন এবং পরস্পরকে শান্ত করুন। উমার (রা) বলেন, তাড়াহুড়া করো না, ধৈর্যচ্যুত হয়ো না। আমি তোমাদেরকে সেই আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, যাঁর আদেশে আসমান ও যমীন সুপ্রতিষ্ঠিত, তোমরা কি জান, রসূলুল্লাহ (স) কি বলেছেন ? তিনি বলেছেন ঃ "আমাদের কোন ওয়ারিস নেই, যা রেখে যাই তা সদাকা।" একথা দ্বারা রসূলুল্লাহ (স) নিজেকে বুঝিয়েছেন। উপস্থিত লোকেরা বলেন, তিনি একথা বলেছেন। উমার (রা) আলী ও আব্বাস (রা)-কে বলেন ঃ আমি তোমাদের দু'জনকে আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, রসূলুল্লাহ (স) একথা বলেছেন, তা কি তোমরা জান ? তাঁরা দু'জনেই বলেন, হাঁ, তিনি একথা বলেছেন। উমার (রা) বলেন, আমি তোমাদেরকে এ ব্যাপারটা বিস্তারিতভাবে বলছি।

আল্লাহ তাঁর রসূল (স)-কে এ মালে একটা বিশেষত্ব দান করেছেন, যা অন্য কোন নবীকে দেননি। আল্লাহ বলেন ঃ "আর যে ফাই[৬] আল্লাহ তাদের মালিকানা থেকে বের করে তাঁর রসূলের দখলে এনে দিয়েছেন, তা অর্জন করতে তোমরা ঘোড়া ও উট দৌড়াওনি, বরং আল্লাহ তাঁর রসূলগণকে যার উপরে চান কর্তৃত্ব ও আধিপত্য দান করেন। আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের উপর সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী"–(সূরা আল-হাশর ঃ ৬)। এ সম্পত্তি শুধুমাত্র রসূলুল্লাহ (স)-এর জন্যই ছিল। আল্লাহ্‌র কসম ! তিনি তোমাদের বঞ্চিত করে এগুলো নিজের জন্য সঞ্চয় করেননি এবং তোমাদের উপর কাউকে অগ্রাধিকারও দেননি। এ থেকেই তিনি তোমাদের দিয়েছেন, তোমাদের মধ্যে বণ্টন করেছেন এবং ঐ মাল থেকে কেবল এটুকু অবশিষ্ট থাকে। রসূলুল্লাহ (স) এ অবশিষ্ট অংশ থেকেই নিজের পরিবারের বাৎসরিক ভরণপোষণ করতেন এবং বছর শেষে যা উদ্বৃত্ত থাকত তা আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে দিতেন। রসূলুল্লাহ (স) তাঁর জীবিত অবস্থায় এ নীতিই অনুসরণ করেছেন। আমি আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, তোমরা কি এটা জান ? তাঁরা সবাই বলেন, হাঁ। উমার (রা) আলী ও আব্বাস (রা)-কে লক্ষ্য করে বলেন, আমি তোমাদের দু'জনকেও আল্লাহ্‌র

---

৬. এখানে 'ফাই'-এর মালের কথা বলা হয়েছে। সামরিক কার্যক্রম ছাড়া কোন দেশ বা এলাকা মুসলমানদের হস্তগত হলে, সেখানকার যেসব স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি তাদের দখলে আসে—তাকে 'ফাই' বলে। আর সামরিক কার্যক্রম পরিচালনাকালে শত্রু পক্ষের সৈন্যদের কাছ থেকে যেসব অস্থাবর সম্পত্তি মুসলমানদের হস্তগত হয়, তাকে গনীমাত বলে।

'গনীমাত' হল শুধু সেই অস্থাবর সম্পদ, যা যুদ্ধ চলাকালে ইসলামী সৈন্যদের হস্তগত হয়। আর 'ফাই' হলো সেই স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ, যা বিনা যুদ্ধে মুসলমানদের হস্তগত হয়। গনীমাতের মালের পাঁচ ভাগের চার ভাগ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈনিকদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হয়। বাকি এক ভাগ সূরা আনফালের একচল্লিশ নম্বর আয়াতে বর্ণিত খাতসমূহে ব্যয় করা হয়। কিন্তু ফাই-এর কোন অংশ নির্দিষ্ট নেই। এর সবটাই মুসলিম জনগণের সার্বিক কল্যাণে ব্যয় করা হয় অর্থাৎ তা সরকারী সম্পত্তি হিসাবে গণ্য।

শপথ করে বলছি, তোমাদের কি এটা জানা আছে ? তাঁরা দু'জনই বলেন, হাঁ। এরপর আল্লাহ্ তাঁর নবী (স)-কে উঠিয়ে নিলেন। আবু বাক্‌র (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর স্থলাভিষিক্ত হলাম। আবু বাক্‌র (রা) ঐ মাল নিজের অধীনে নিলেন। তিনিও তা খরচের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (স)-এর অনুসৃত নীতিই গ্রহণ করলেন। তোমরা দু'জন তখনও বর্তমান ছিলে। তিনি আলী ও আব্বাস (রা)-কে বলেন, তোমাদের ধারণা, আবু বাক্‌র (রা) এরূপ ও এরূপ (তোমাদের হক আদায় করছেন না)। আল্লাহ্ জানেন, আবু বাক্‌র (রা) এ ব্যাপারে সত্যবাদী, কল্যাণকামী, সঠিক নীতির অনুসারী, সত্যের অনুগামী ছিলেন। এরপর আল্লাহ্ আবু বাক্‌র (রা)-কে উঠিয়ে নিলেন। আমি রসূলুল্লাহ (স) ও আবু বাক্‌রের স্থলাভিষিক্ত হয়ে ঐ মাল আমার অধীনে নিয়ে আসি। দুই বছর যাবত আমিও রসূলুল্লাহ (স) ও আবু বাক্‌রের অনুসৃত নীতি অনুসরণ করে আসছি। এখন তোমরা দু'জন আমার কাছে এসেছ, উভয়ে একই কথা বলছ, উভয়ের একই মোকদ্দমা। তুমি (আব্বাস) এসেছ ভ্রাতুষ্পুত্রের সম্পত্তিতে নিজের মীরাস দাবির জন্য। এ (আলী) এসেছে শ্বশুরের সম্পত্তিতে নিজ স্ত্রীর অংশ চাইতে।

আমি বলছি, যদি তোমরা চাও, আমি এটা তোমাদের কাছে হস্তান্তর করতে পারি ; এই শর্তে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে করা ওয়াদা-অঙ্গীকার ঠিক রাখবে এবং এ সম্পত্তির ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (স) ও আবু বাক্‌র (রা) যে নীতি অনুসরণ করেছেন এবং আমি এর তত্ত্বাবধায়ক হওয়ার পর থেকে যে নীতি অবলম্বন করে আসছি তা মেনে চলবে। এ নীতি মেনে চলতে না পারলে তোমরা আমাকে এ সম্পত্তি সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করো না।

অতএব তোমরা উভয়ে বলেছিলে, তা আমাদের কাছে ছেড়ে দিন। আমি তা তোমাদের উভয়ের কাছে হস্তান্তর করেছি। তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি—আমি কি তোমাদের উভয়ের কাছে উক্ত শর্তে তা হস্তান্তর করেছি ? লোকেরা বলল, হাঁ। তিনি আলী ও আব্বাস (রা)-কে লক্ষ্য করে বলেন, আমি আল্লাহ্‌র কসম করে তোমাদের জিজ্ঞেস করছি—আমি কি তা উক্ত শর্তে তোমাদের উভয়ের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছি ? তারা উভয়ে বলেন, হাঁ। এখন আমার কাছে এছাড়া আর কি ফয়সালা আশা কর ? শপথ সেই সত্তার যাঁর অনুমতি সাপেক্ষে আসমান ও যমীন স্ব স্ব অস্তিত্ব নিয়ে টিকে আছে ! কিয়ামত পর্যন্ত আমি এ ব্যাপারে এরূপ ফয়সালাই দিব। যদি তোমরা উল্লেখিত শর্ত পালন করতে অক্ষম হও, তাহলে ঐ মাল আমার যিম্মায় ছেড়ে দাও। আমি তার দেখাশুনা করব।

৪-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ اِلٰى قَوْلِهٖ بَصِيْرٌ .

"মায়েরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দুই বছর দুধ পান করাবে—সেই পিতার জন্য যে দুধ পানের মেয়াদ পূর্ণ করাতে চায় .... তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তার দ্রষ্টা" –(সূরা আল-বাকারা ঃ ২৩৩)।

وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا.

"তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার স্তন্যপান ছাড়াতে লাগে তিরিশ মাস"–(সূরা আহ্কাফ ঃ ১৫)।

وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗ اُخْرٰى ۞ لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ...اِلٰى يُسْرًا.

"তোমরা যদি একে অপরকে অসুবিধায় ফেলতে চাও, তাহলে অপর কোন স্ত্রীলোক তার পক্ষে (সন্তানকে) দুধ পান করাবে। সচ্ছল ব্যক্তি নিজের সচ্ছলতা অনুযায়ী খরচ করবে ..... প্রাচুর্য দান করবেন"–(সূরা আত-তালাক ঃ ৬-৭)।

ইমাম যুহরী (র) সূরা আল-বাকারার ২৩৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, সন্তানকে কেন্দ্র করে তার পিতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে সন্তানের মাতাকে আল্লাহ্ তাআলা নিষেধ করেছেন অর্থাৎ (তালাকপ্রাপ্তা) মা তাঁর শিশু সন্তানকে নিজ স্তনের দুধ পান করাতে অস্বীকার করতে পারবে না। তার স্তনের দুধ সন্তানের খাদ্য এবং সে অন্যদের তুলনায় তার প্রতি সর্বাধিক স্নেহময়ী ও দয়ালু। অতএব তার তালাকদাতা স্বামী তাকে আল্লাহ্ নির্ধারিত প্রাপ্য প্রদান করলে সে তার সন্তানকে দুধ পান করাতে অস্বীকার করতে পারবে না। অপরপক্ষে পিতাও শিশু সন্তানকে কেন্দ্র করে তার জন্মদাত্রীকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে না। তাই মাকে বাদ দিয়ে শিশুকে অন্য কোন নারীর দুধ পান করাতে আল্লাহ্ তাআলা (তালাকদাতা) পিতাকে নিষেধ করেছেন। পিতা-মাতার পারস্পরিক সম্মতি ও সন্তোষের ভিত্তিতে সন্তানকে অন্য নারীর দুধ পান করাতে তাদের কারো অন্যায় হবে না। "যদি তারা পারস্পরিক সম্মতি ও পরামর্শক্রমে স্তন পান বন্ধ রাখতে চায় তবে তাদের কারো কোন অপরাধ নেই" অর্থাৎ পারস্পরিক পরামর্শ ও সম্মতির ভিত্তিতে উক্তরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পর (তা করা যাবে)। 'ফিসাল' অর্থ 'ফিতাম' (দুধ ছাড়ানো)।

৫-অনুচ্ছেদ ঃ স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্ত্রী ও সন্তানের ভরণপোষণ।

٤٩٥٩- عَنْ عُرْوَةَ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِّسِّيْكٌ فَهَلْ عَلَىَّ حَرَجٌ اَنْ اُطْعِمَ مِنَ الَّذِىْ لَهُ عِيَالَنَا قَالَ لاَ اِلاَّ بِالْمَعْرُوْفِ.

৪৯৫৯. উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) বলেন, হিন্দ বিনতে ওতবা এসে বলল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ ! আবু সুফিয়ান কৃপণ লোক। আমি যদি তার মাল থেকে সন্তানদের খাবারের ব্যবস্থা করি তাহলে এতে কি আমার কোন দোষ হবে ? তিনি বললেন, না, তবে ন্যায়সংগতভাবে।

٤٩٦٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا اَنْفَقَتِ الْمَرْاَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ اَمْرِهِ فَلَهَا نِصْفُ اَجْرِهِ.

৪৯৬০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ কোন মহিলা তার স্বামীর উপার্জন থেকে তার নির্দেশ ছাড়া দান-খয়রাত করলে সে ঐ দানের অর্ধেক সওয়াব পাবে।

৬-অনুচ্ছেদ ঃ স্বামীর সংসারে স্ত্রীর কাজকর্মের ফজিলাত।

٤٩٦١ـ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ فَاطِمَةَ اَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ تَشْكُوْ اِلَيْهِ مَا تَلْقٰى فِيْ يَدِهَا مِنَ الرَّحٰى وَبَلَغَهَا اَنَّهُ قَدْ جَاءَهُ رَقِيْقٌ فَلَمْ تُصَادِفْهُ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِعَائِشَةَ فَلَمَّا جَاءَ اَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ قَالَ فَجَاءَ نَا وَقَدْ اَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا فَذَهَبْنَا نَقُوْمُ فَقَالَ عَلٰى مَكَانِكُمَا فَجَاءَ فَقَعَدَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهَا حَتّٰى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلٰى بَطْنِيْ فَقَالَ اَلاَ اَدُلُّكُمَا عَلٰى خَيْرٍ مِمَّا سَاَلْتُمَا اِذَا اَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا اَوْ اَوَيْتُمَا اِلٰى فِرَاشِكُمَا فَسَبِّحَا ثَلاَثًا وَّثَلاَثِيْنَ وَاَحْمَدَا ثَلٰثًا وَّثَلٰثِيْنَ وَكَبِّرَا اَرْبَعًا وَّثَلٰثِيْنَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمَا مِنْ خَادِمٍ .

৪৯৬১. আলী (রা) থেকে বর্ণিত। ফাতিমা (রা) তার হাতে যাঁতা ঘুরানোর ফলে ফোসকা পড়ে যাওয়ার অভিযোগ নিয়ে নবী (স)-এর কাছে এলেন। তিনি জানতে পেরেছেন যে, তাঁর কাছে কিছু গোলাম এসেছে। কিন্তু তাঁর সাথে ফাতিমার দেখা হলো না। তিনি আয়েশাকে ঘটনা বলে গেলেন। তিনি বাড়ীতে আসলে আয়েশা (রা) তাঁকে অবহিত করলেন। আলী (রা) বলেন, তিনি আমাদের কাছে এমন সময় আসলেন, যখন আমরা ঘুমাতে বিছানাগত হয়েছি। আমরা উঠতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তিনি বললেন ঃ উভয়ে নিজ স্থানে থাক। তিনি এসে আমার ও ফাতিমার মাঝখানে বসলেন। আমি আমার পেটে তাঁর পদদ্বয়ের স্পর্শ অনুভব করলাম। তিনি বললেন ঃ তোমরা যা চেয়েছ আমি তার চেয়েও কল্যাণকর জিনিসের কথা কি তোমাদের বলে দিব না ? যখন তোমরা বিছানায় ঘুমাতে যাও তখন তেত্রিশবার 'সুবহানাল্লাহ' (আল্লাহ্ অতীব পবিত্র), তেত্রিশবার 'আলহামদু লিল্লাহ' (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য) এবং চৌত্রিশবার 'আল্লাহু আকবার' (আল্লাহ্ মহান) পড়বে। এটা তোমাদের উভয়ের জন্য খাদেমের চেয়েও উত্তম।

৭-অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীর জন্য পরিচারিকা নিয়োগ।

٤٩٦٢ـ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ اَنَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ تَسْئَالُهُ خَادِمًا فَقَالَ اَلاَ اُخْبِرُكِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَّكِ مِنْهُ تُسَبِّحِيْنَ اللّٰهَ عِنْدَ مَنَامِكِ ثَلٰثًا وَّثَلٰثِيْنَ وَتَحْمَدِيْنَ اللّٰهَ ثَلٰثًا وَّثَلٰثِيْنَ وَتُكَبِّرِينَ اللّٰهَ اَرْبَعًا وَّثَلٰثِيْنَ ثُمَّ قَالَ سُفْيَانُ اِحْدَاهُنَّ اَرْبَعُ وَّثَلٰثُوْنَ فَمَا تَرَكْتُهَا بَعْدُ قِيْلَ وَلاَ لَيْلَةَ صِفِّيْنَ ؟ قَالَ وَلاَ لَيْلَةَ صِفِّيْنَ .

৪৯৬২. আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। ফাতিমা (রা) নবী (স)-এর কাছে এসে তাঁর কাছে একটি খাদেম চাইলেন। নবী (স) বললেন ঃ আমি কি তোমাকে তোমার

জন্য এর চেয়েও কল্যাণকর জিনিসের কথা বলব না ? তুমি ঘুম যাওয়ার সময় তেত্রিশবার 'সুবহানাল্লাহ', তেত্রিশবার 'আলহামদু লিল্লাহ' এবং চৌত্রিশবার 'আল্লাহু আকবার' পড়বে। সুফিয়ানের বর্ণনায় আছে ঃ এর মধ্যে যে কোন একটি চৌত্রিশবার। আলী (রা) বলেন, তখন থেকে আমি এগুলো পড়া কখনও ছাড়িনি। জিজ্ঞেস করা হলো, সিফ্ফিনের রাতেও নয় ? তিনি বললেন, সিফ্ফিনের রাতেও নয়।

৮-অনুচ্ছেদ ঃ গৃহকর্তার পারিবারিক কাজ।

٤٩٦٣ـ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنَ يَزِيْدَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْنَعُ فِي الْبَيْتِ قَالَتْ كَانَ فِيْ مِهْنَةِ اَهْلِهِ فَاِذَا سَمِعَ الْاَذَانَ خَرَجَ .

৪৯৬৩. আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম ঃ নবী (স) বাড়ীতে কি করতেন ? তিনি বলেন, তিনি পরিবারের (যাবতীয়) কাজ করতেন, অতপর যখন আযান শুনতেন, (নামাযের জন্য) চলে যেতেন।

৯-অনুচ্ছেদ ঃ স্বামী সংসার খরচা না দিলে স্ত্রী তার অজান্তে নিজের এবং সন্তানের জন্য ন্যায়সংগত পরিমাণ খরচা নিতে পারে।

٤٩٦٤ـ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْحٌ وَلَيْسَ يُعْطِيْنِيْ مَا يَكْفِيْنِيْ وَوَلَدِيْ اِلاَّ مَا اَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِيْ مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ .

৪৯৬৪. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। হিন্দ বিনতে উতবা বলল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ ! আবু সুফিয়ান কৃপণ লোক। সে আমার ও আমার সন্তানদের প্রয়োজন পরিমাণ খরচা দেয় না, শুধু এতটুকু যা আমি তার অজান্তে নিয়ে থাকি। তিনি বলেন ঃ ন্যায়সংগতভাবে তোমার ও তোমার সন্তানদের প্রয়োজন পরিমাণ নাও।

১০-অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর ধন-সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণপোষণ।

٤٩٦٥ـ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْاِبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ وَقَالَ الْاٰخَرُ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ اَحْنَاهُ عَلٰى وَلَدٍ فِيْ صِغَرِهٖ وَاَرْعَاهُ عَلٰى زَوْجٍ فِيْ ذَاتِ يَدِهٖ وَيُذْكَرُ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৪৯৬৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ উটের পিঠে আরোহী মহিলাদের মধ্যে কুরাইশ মহিলারাই উত্তম। অপর বর্ণনায় আছে ঃ কুরাইশ মহিলাদের মধ্যে তারাই উত্তম, যারা নিজেদের ছোট বাচ্চার প্রতি অধিকতর স্নেহশীলা এবং স্বামীর সম্পদের হেফাজতকারিণী। মুয়াবিয়া ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও নবী (স)-এর এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

১১-অনুচ্ছেদ ঃ নিয়মানুযায়ী স্ত্রীকে পরিধেয় বস্ত্র প্রদান।

٤٩٦٦ـ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ حُلَّةٌ سِيَرَاءَ فَلَبِسْتُهَا فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِيْ وَجْهِهِ فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِيْ .

৪৯৬৬. আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স)-এর নিকট কিছু ডোরাকাটা রেশমী চাদর আসল। আমি তা পরিধান করলাম। এতে আমি তাঁর চেহারায় অসন্তুষ্টি লক্ষ্য করলাম। তাই আমি তা টুকরা টুকরা করে নিজেদের মহিলাদের (বন্টন করে) দিলাম।

১২-অনুচ্ছেদ ঃ সন্তান লালন-পালনে স্বামীকে সাহায্য করা।

٤٩٦٧ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ هَلَكَ اَبِيْ وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ اَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ثَيِّبًا فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ بِكْرًا اَوْ ثَيِّبًا قُلْتُ بَلْ ثَيِّبًا قَالَ فَهَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ اِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنَاتٍ فَاِنِّيْ كَرِهْتُ اَنْ اَجِيْئَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً تَقُوْمُ عَلَيْهِنَّ وَتُصْلِحُهُنَّ فَقَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ اَوْ قَالَ خَيْرًا .

৪৯৬৭. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার পিতা সাত অথবা ন'টি কন্যা সন্তান রেখে মারা যান। অতপর আমি এক প্রাপ্তবয়স্কা মহিলাকে বিবাহ করি। রসূলুল্লাহ (স) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে জাবের ! তুমি কি বিয়ে করেছ ? আমি বললাম, হাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কুমারী না প্রাপ্তবয়স্কা ? আমি বললাম ঃ বরং প্রাপ্তবয়স্কা। তিনি বললেন ঃ তুমি কেন কুমারী বিয়ে করলে না, যাতে তুমি তার সাথে এবং সে তোমার সাথে আমোদ-আহলাদ করতে পারতে। জাবের (রা) বলেন, আমি তাঁকে বললাম ঃ আবদুল্লাহ (রা) কয়েকটি কন্যা সন্তান রেখে মারা যান। আমি ওদেরই বয়সী কুমারী মেয়ে আনা পসন্দ করিনি। তাই আমি এক বয়স্কা মহিলাকে বিয়ে করেছি, যেন সে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা ও সংশোধনের দায়িত্ব পালন করতে পারে। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তোমাকে বরকত দিন অথবা কল্যাণ দান করুন।

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ দরিদ্র ব্যক্তির পরিবারের জন্য ব্যয় করা।

٤٩٦٨ـ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ هَلَكْتُ قَالَ وَلِمَ قَالَ وَقَعْتُ عَلٰى اَهْلِيْ فِيْ رَمَضَانَ قَالَ فَاعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ لَيْسَ عِنْدِىْ قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لاَ اَسْتَطِيْعُ قَالَ فَاَطْعِمْ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا قَالَ لاَ اَجِدُ فَاُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيْهِ تَمْرٌ قَالَ اَيْنَ السَّائِلُ قَالَ هَاَنَا ذَا قَالَ تَصَدَّقْ بِهٰذَا قَالَ عَلٰى اَحْوَجَ

مِنَّا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَوَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا اَهْلُ بَيْتٍ اَحْوَجُ مِنَّا فَضَحِكَ النَّبِىُّ ﷺ حَتّٰى بَدَتْ اَنْيَابُهُ قَالَ فَاَنْتُمْ اِذَنْ .

৪৯৬৮. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (স)-এর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল ঃ আমি ধ্বংস হয়ে গিয়েছি। তিনি বললেন ঃ তা কেমন করে ? সে বলল ঃ রমযানের রোযা অবস্থায় আমি স্ত্রী সহ্‌বাস করেছি। তিনি বললেন ঃ একটি গোলাম আযাদ কর। সে বলল ঃ আমার সে সামর্থ নেই। তিনি বললেন ঃ একাধারে দুই মাস রোযা রাখ। সে বলল ঃ রোযা রাখার শক্তিও আমার নেই। নবী (স) বললেন ঃ ষাটজন মিসকীনকে আহার করাও। সে বলল ঃ আমার সেই সঙ্গতিও নেই। এই সময় নবী (স)-এর নিকট এক ঝুড়ি খেজুর আসল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ প্রশ্নকারী কোথায় ? লোকটি বলল ঃ আমি এখানে। তিনি বললেন ঃ এগুলো নিয়ে সদাকা করে দাও। সে বলল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের চেয়েও অভাবীকে ? শপথ সেই সত্তার ! যিনি আপনাকে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন, মদীনার এ দুই প্রস্তরময় যমীনের মাঝখানে আমাদের চেয়ে বেশী অভাবী আর কেউ নেই। একথা শুনে নবী (স) হেসে দিলেন, এমনকি তাঁর চোয়ালের দন্তরাজি দেখা গেল। তিনি বললেন ঃ তাহলে তোমরাই এগুলো গ্রহণ করো।

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ **"ওয়ারিসের ওপরও অনুরূপ দায়িত্ব রয়েছে"-(সূরা আল বাকারা ঃ ২৩৩)। আর মহিলাদের ওপর এরূপ কোন দায়িত্ব আছে কি ? "আর আল্লাহ দুই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন, যাদের একজন বোবা, যার কোন কিছুই করার শক্তি নেই, অধিকন্তু সে তার অভিভাবকের ওপর বোঝাস্বরূপ ..... "-(সূরা আন-নাহল ঃ ৭৬)।**

٤٩٦٩- عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ لِىْ مِنْ اَجْرٍ فِىْ بَنِىْ اَبِىْ سَلَمَةَ اَنْ اُنْفِقَ عَلَيْهِمْ وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هٰكَذَا وَهٰكَذَا اِنَّمَاهُمْ بَنِىَّ قَالَ نَعَمْ لَكِ اَجْرُ مَا اَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ .

৪৯৬৯. উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। আমি বললাম ঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আবু সালামার বাচ্চাদের ভরণপোষণ করাতে আমার কি সওয়াব হবে ? আমি তাদেরকে এভাবে এ অবস্থায় (দরিদ্র) ছেড়ে দিতে পারছি না। এরা আমারই সন্তান। তিনি বললেন ঃ হাঁ, তুমি তাদের জন্য যা খরচ করছ, তার সওয়াব পাবে।

٤٩٧٠- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ هِنْدُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْحٌ فَهَلْ عَلَىَّ حَرَجٌ اَنْ اٰخُذَ مِنْ مَّالِهِ مَا يَكْفِيْنِىْ وَبَنِىَّ قَالَ خُذِىْ بِالْمَعْرُوْفِ .

৪৯৭০. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। হিন্দ (বিনতে ওতবা) বলল ঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ লোক। কাজেই আমি আমার নিজের ও সন্তানদের প্রয়োজন মোতাবেক তার সম্পদ থেকে গ্রহণ করলে কি অন্যায় হবে ? তিনি বলেন ঃ ন্যায়সংগত-ভাবে গ্রহণ করবে।

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর বাণী ঃ "যে ব্যক্তি ঋণ অথবা অসহায় সন্তান রেখে মৃত্যুবরণ করে, তা আমার দায়িত্বে।"

٤٩٧١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُؤْتِىْ بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفّٰى عَلَيْهِ الَّذِيْنَ فَيَسْاَلُ هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلاً فَاِنْ حُدِّثَ اَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً صَلّٰى وَاِلاَّ قَالَ لِلْمُسْلِمِيْنَ صَلُّوا عَلٰى صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْفُتُوْحَ قَالَ اَنَا اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوُفِّىَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَىَّ قَضَاءُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ .

৪৯৭১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট জানাযার জন্য ঋণগ্রস্ত কোন মৃত ব্যক্তিকে আনা হলে তিনি জিজ্ঞেস করতেন ঃ সে তার ঋণ শোধ করার মতো অতিরিক্ত সম্পদ রেখে গিয়েছে কি ? যদি বলা হতো সে তার ঋণ শোধ করার মতো পর্যাপ্ত সম্পদ রেখে গেছে, তাহলে তিনি জানাযার নামায পড়তেন। অন্যথায় তিনি মুসলমানদের বলতেন ঃ তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযা পড়। অতপর আল্লাহ নবী (স)-কে অসংখ্য বিজয় দান করলে তিনি বলেন ঃ আমি মু'মিনদের জন্য তাদের আপন সত্তার চেয়েও অধিক কল্যাণকামী। কাজেই মু'মিনদের মধ্যে কেউ ঋণ রেখে মৃত্যুবরণ করলে তা পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার। আর যে সম্পদ রেখে মারা যায়, তা তার উত্তরাধিকারীদের (প্রাপ্য)।

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ মুক্তদাসী বা অপর কোন নারী দুধ পান করাতে পারে।

٤٩٧٢- عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْكِحْ اُخْتِىْ بِنْتَ اَبِىْ سُفْيَانَ قَالَ وَتُحِبِّيْنَ ذٰلِكَ قَالَتْ نَعَمْ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَاَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِىْ فِى الْخَيْرِ اُخْتِىْ قَالَ فَاِنَّ ذٰلِكَ لاَ يَحِلُّ لِىْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَوَاللّٰهِ اِنَّا نَتَحَدَّثُ اَنَّكَ تُرِيْدُ اَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ اُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ بِنْتَ اُمِّ سَلَمَةَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَوَاللّٰهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيْبَتِىْ فِىْ حَجْرِىْ مَا حَلَّتْ لِىْ اِنَّهَا ابْنَةُ اَخِى مِنَ الرَّضَاعَةِ اَرْضَعَتْنِى وَاَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَىَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ اَخَوَاتِكُنَّ وَقَالَ شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ عُرْوَةُ ثُوَيْبَةُ اَعْتَقَهَا اَبُوْ لَهَبٍ .

৪৯৭২. নবী (স)-এর স্ত্রী উম্মে হাবীবা (রা) বলেন, আমি আরয করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমার বোন আবু সুফিয়ানের মেয়েকে আপনি বিয়ে করুন। তিনি বলেন ঃ তুমি কি এটা পসন্দ করো ? আমি বললাম ঃ হাঁ। আমি একাই আপনার স্ত্রী নই। অতএব আমি আমার বোনকেও কল্যাণের অংশীদার করতে চাই। নবী (স) বলেন ঃ এটা তো আমার জন্য হালাল নয়। আমি বললাম ঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আল্লাহ্‌র শপথ ! আমাদের মাঝে আলোচনা হচ্ছে যে, আপনি নাকি দোররা বিনতে আবু সালামাকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, বিনতে উম্মে সালামাকে ? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্‌র শপথ ! সে যদি আমার স্ত্রীর কন্যা নাও হতো, তবুও সে আমার জন্য হালাল ছিল না। কারণ সে আমার দুধ ভাতিজী। আমাকে ও আবু সালামাকে সুওয়াইবা দুধ পান করিয়েছে। কাজেই আমার জন্য তোমাদের কন্যা ও তোমাদের বোনদের পেশ করো না।[৭]

---

৭. স্ত্রীর গর্ভজাত এবং তার পূর্ব স্বামীর ঔরষজাত সন্তানকে রবীবাহ (ربيبة) বলে। এ ধরনের কন্যাদের বিবাহ্ করা হারাম হওয়া কেবল সৎ পিতার ঘরে লালিত-পালিত হওয়ার ওপরই নির্ভর করে না। সূরা আন-নিসায়ও এ শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে। জাতির ফিক্‌হ্‌বিদদের এ সম্পর্কে পূর্ণ মতৈক্য রয়েছে যে, সৎ কন্যা সৎ পিতার ওপর নিশ্চিতরূপেই হারাম। সে কন্যা সৎ পিতার ঘরে লালিত-পালিত হোক বা না হোক।

অধ্যায়–৪২

كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ

(খাদ্য দ্রব্য ও খাদ্য গ্রহণ)

১-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ "আমি যেসব পবিত্র রিযিক তোমাদেরকে দিয়েছি, তা থেকে তোমরা আহার কর"–(সূরা আল-বাকারা ঃ ১৭২)। اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ "তোমরা যেসব জিনিস উপার্জন কর তা থেকে উৎকৃষ্ট অংশ ব্যয় কর"–(সূরা আল-বাকারা ঃ ২৬৭)। كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا "পবিত্র বস্তুসমূহ থেকে খাও এবং নেক কাজ করো" –(সূরা মুমিনুন ঃ ৫১)।

٤٩٧٣ـ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُوْدُوْا الْمَرِيْضَ وَفُكُّوا الْعَانِىَ

৪৯৭৩. আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ তোমরা ক্ষুধার্তকে খেতে দাও, রোগীকে দেখতে যাও এবং বন্দীদের মুক্ত কর।

٤٩٧٤ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ مَا شَبِعَ اٰلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ طَعَامٍ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ حَتّٰى قُبِضَ وَعَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَصَابَنِىْ جُهْدٌ شَدِيْدٌ فَلَقِيْتُ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ فَاسْتَقْرَأْتُهُ اٰيَةً مِّنْ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَدَخَلَ دَارَهُ وَفَتَحَهَا عَلَىَّ فَمَشَيْتُ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَخَرَرْتُ لِوَجْهِىْ مِنَ الْجَهْدِ وَالْجُوْعِ فَاِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَائِمٌ عَلٰى رَأْسِىْ فَقَالَ يَا اَبَا هِرٍّ فَقُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ فَاَخَذَ بِيَدِىْ فَاَقَامَنِىْ وَعَرَفَ الَّذِىْ بِىْ فَانْطَلَقَ بِىْ اِلٰى رَحْلِهٖ فَاَمَرَ لِىْ بِعُسٍّ مِّنْ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ عُدْ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ فَعُدْتُ فَشَرِبْتُ ثُمَّ قَالَ عُدْ فَعُدْتُ فَشَرِبْتُ حَتّٰى اسْتَوٰى بَطْنِىْ فَصَارَ كَالْقِدْحِ قَالَ فَلَقِيْتُ عُمَرَ وَذَكَرْتُ لَهُ الَّذِىْ كَانَ مِنْ اَمْرِى وَقُلْتُ لَهُ تَوَلّٰى اللّٰهُ ذٰلِكَ مَنْ كَانَ اَحَقُّ بِهٖ مِنْكَ يَاعُمَرَ وَاللّٰهِ لَقَدْ اسْتَقْرَأْتُكَ الْاٰيَةَ وَلَاَنَا اَقْرَأُ لَهَا مِنْكَ قَالَ عُمَرُ وَاللّٰهِ لَاَنْ اَكُوْنَ اَدْخَلْتُكَ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ يَكُوْنَ لِىْ مِثْلُ حُمْرِ النَّعَمِ

৪৯৭৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ (স)-এর পরিবার-পরিজন তাঁর ইন্তিকাল অবধি একাধারে তিন দিনও পেট পুরে খাওয়ার মত আহার পাননি। আবু

হুরাইরা (রা) বলেন, একদিন আমি অত্যন্ত ক্ষুধিত হয়ে পড়লাম। তাই উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করে তাঁকে মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র কিতাব থেকে কিছু তিলাওয়াত[১] করতে বললাম। তিনি তাঁর বাড়ীতে প্রবেশ করলেন এবং আমাকে কুরআন মজীদ পাঠ করে শুনান। এরপর আমি সেখান থেকে বেরিয়ে সামান্য কিছুদূর অগ্রসর হতেই প্রচণ্ড ক্ষুধার কারণে বেহুঁশ হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলাম। জ্ঞান ফিরে পেলে দেখলাম রসূলুল্লাহ (স) আমার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি আমাকে (আদর করে) ডাকলেন ঃ হে আবু হির (আবু হুরাইরা)। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসূল ! আমি আপনার পবিত্র দরবারে হাজির আছি। তিনি আমাকে হাত ধরে উঠান এবং আমার অবস্থা বুঝতে পারেন। তিনি আমাকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে বড় একটি পাত্র ভর্তি দুধ আনিয়ে তা পান করতে বলেন। আমি তার কিছু অংশ পান করি। তিনি বলেন, হে আবু হুরাইরা ! আরো পান কর। আমি পনুরায় পান করলাম। তিনি আবার বলেন ঃ আরো পান কর। আমি আরো পান করলাম, এমনকি আমার পেট পূর্ণ হয়ে পাত্রবত হল। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, এরপর আমি উমারের সাথে সাক্ষাত করে তাকে আমার অবস্থা খুলে বলি। আমি তাঁকে আরো বলি, হে উমার ! এ কাজের জন্য আল্লাহ্ তাআলা এমন একজন লোককে দায়িত্ব দিলেন যিনি এজন্য প্রকৃতপক্ষেই আপনার চেয়েও বেশী উপযুক্ত। আল্লাহ্র শপথ ! আমি আপনাকে (কুরআন মজীদের) আয়াত পড়তে বলেছিলাম, অথচ আমিই তা আপনার চেয়ে বেশী ভাল পড়তে পারি। উমার (রা) বলেন, আল্লাহ্র শপথ ! যদি আমি আমার বাড়ীতে তোমার মেহমানদারি করতে পারতাম তাহলে তা আমার কাছে লোহিত বর্ণের উটের[২] চেয়েও অধিক প্রিয় হত।

২-অনুচ্ছেদ ঃ বিসমিল্লাহ বলে খাওয়া আরম্ভ করা এবং ডান হাতে আহার গ্রহণ।

٤٩٧٥- عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِىْ اَسْلَمَةَ يَقُوْلُ كُنْتُ غُلاَمًا فِىْ حَجْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَتْ يَدِىْ تَطِيْشُ فِى الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا غُلاَمُ سَمِّ اللّٰهَ وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طُعْمَتِىْ بَعْدُ .

৪৯৭৫. উমার ইবনে আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একটি বালক হিসেবে রসূলুল্লাহ (স)-এর তত্ত্বাবধানে ছিলাম। খাবার পাত্রে আমার হাত এক জায়গায় স্থির থাকত না। তাই রসূলুল্লাহ (স) আমাকে বলেন ঃ হে বালক ! আল্লাহ্র নাম নিয়ে (বিসমিল্লাহ বলে) ডান হাত দিয়ে নিজের সামনে থেকে খাও। সুতরাং তখন থেকে আমি ঐ নীতি অনুসারে খেয়ে থাকি।

৩-অনুচ্ছেদ ঃ খাবার পাত্র থেকে কাছের খাবার গ্রহণ। আনাস (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ খাওয়ার সময় আল্লাহ্র নাম লও। লোকে যেন পাত্র থেকে নিজের কাছের খাবার গ্রহণ করে।

---

১. সাহাবীদের রীতি ছিল একজন অপরের কাছে খাবার চাইলে সম্ভ্রমবশত তা সরাসরি না চেয়ে তাঁকে কুরআন শরীফ পাঠ করে শুনাতে বলতেন।

২. আরবে লাল বর্ণের উট ছিল অত্যন্ত প্রিয় এবং অধিক মূল্যবান।

٤٩٧٦- عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِيْ سَلَمَةَ وَهُوَ اِبْنُ اُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَكَلْتُ يَوْمًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ طَعَامًا فَجَعَلْتُ اٰكُلُ مِنْ نَوَاحِي الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلْ مِمَّا يَلِيْكَ .

৪৯৭৬. নবী (স)-এর স্ত্রী উম্মু সালামা (রা)-এর পুত্র উমার ইবনে আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে আহার করছিলাম। আমি পাত্রের সবদিক থেকে খাবার নিয়ে খেতে থাকলে রসূলুল্লাহ (স) আমাকে বলেন ঃ তোমার নিজের নিকট থেকে খাও।

٤٩٧٧- عَنْ اَبِيْ نُعَيْمٍ قَالَ اُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِطَعَامٍ وَمَعَهُ رَبِيْبُهُ عُمَرُ بْنُ اَبِيْ سَلَمَةَ فَقَالَ سَمِّ اللّٰهَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ .

৪৯৭৭. আবু নুআইম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে কিছু খাবার আনা হল। তাঁর সাথে ছিলেন তাঁর সৎ পুত্র উমার ইবনে আবু সালামা। রসূলুল্লাহ (স) তাকে বলেন ঃ আল্লাহ্র নাম নিয়ে (বিসমিল্লাহ্ বলে) নিজের নিকট থেকে খাও।

৪-অনুচ্ছেদ ঃ খাওয়ার সঙ্গী অপসন্দ না করলে পাত্রের সবখান থেকে খাওয়া।

٤٩٧٨- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ اِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ قَالَ اَنَسُ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرَاَيْتُهُ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَيِ الْقَصْعَةِ قَالَ فَلَمْ اَزَلْ اُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمَئِذٍ

৪৯৭৮. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক দর্জি রসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য কিছু খাদ্য প্রস্তুত করে তাঁকে দাওয়াত করে। আনাস (রা) বলেন, আমিও রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে গেলাম। আমি দেখলাম রসূলুল্লাহ (স) পাত্রের চারদিক থেকে কদুর টুকরা খুঁজে খুঁজে নিচ্ছেন। আনাস (রা) বলেন, ঐদিন থেকে আমিও কদু পসন্দ করে আসছি।

৫-অনুচ্ছেদ ঃ আহার ও অন্যান্য কাজ ডান হাতে বা ডান দিক থেকে শুরু করা। উমার ইবনে আবু সালামা (রা) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (স) আমাকে বলেন ঃ ডান হাত দিয়ে খাও।

٤٩٧٩- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا سْتَطَاعَ فِيْ طُهُوْرِهِ وَتَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَكَانَ قَالَ بِوَاسِطٍ قَبْلَ هٰذَا فِيْ شَاْنِهِ كُلِّهِ .

৪৯৭৯. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) উযু করা, জুতা পরা ও চুল আচড়ানোর সময় ডান দিক থেকে শুরু করা পসন্দ করতেন। আল-আশআস (র) ওয়াসিত নামক স্থানে বলেন যে, নবী (স) তাঁর প্রতিটি কাজেই এরূপ করতেন।

৬-অনুচ্ছেদ ঃ পেট ভরে খাওয়া।

٤٩٨٠- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ قَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ لِاُمِّ سُلَيْمٍ لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ضَعِيْفًا اَعْرِفُ فِيْهِ الْجُوْعَ فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ فَاَخْرَجَتْ اَقْرَصًا مِّنْ شَعِيْرٍ ثُمَّ اَخْرَجَتْ خِمَارًا لَهَا فَلَفَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهٖ ثُمَّ دَسَّتْهُ تَحْتَ ثَوْبِىْ وَرَدَّتْنِىْ بِبَعْضِهٖ ثُمَّ اَرْسَلَتْنِىْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَذَهَبْتُ بِهٖ فَوَجَدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِى الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْسَلَكَ اَبُوْ طَلْحَةَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لِطَعَامٍ قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِمَنْ مَّعَهُ قُوْمُوْا فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ حَتّٰى جِئْتُ اَبَا طَلْحَةَ فَقَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ يَا اُمِّ سُلَيْمٍ قَدْ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالنَّاسِ وَلَيْسَ عِنْدَنَا مِنَ الطَّعَامِ مَا نُطْعِمُهُمْ فَقَالَتِ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَانْطَلَقَ اَبُوْ طَلْحَةَ حَتّٰى لَقِىَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَقْبَلَ اَبُوْ طَلْحَةَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى دَخَلاَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلُمِّىْ يَا اُمَّ سُلَيْمٍ مَا عِنْدَكِ فَاَتَتْ بِذٰلِكَ الْخُبْزِ فَاَمَرَ بِهٖ فَفُتَّ وَعَصَرَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً لَهَا فَاَدَمَتْهُ ثُمَّ قَالَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَّقُوْلَ ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَاَذِنَ لَهُمْ فَاَكَلُوْا حَتّٰى شَبِعُوْا ثُمَّ خَرَجُوْا ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَاَذِنَ لَهُمْ فَاَكَلُوْا حَتّٰى شَبِعُوْا ثُمَّ خَرَجُوْا ثُمَّ اَذِنَ لِعَشَرَةٍ فَاَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوْا وَالْقَوْمُ ثَمَانُوْنَ رَجُلاً .

৪৯৮০. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু তালহা (রা) উম্মে সুলাইম (রা)-কে বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর দুর্বল কণ্ঠস্বর শুনে বুঝতে পারলাম, তিনি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত। তোমার কাছে কি খাবার কিছু আছে ? উম্মু সুলাইম (রা) কয়েকখানা যবের রুটি বের করলেন এবং নিজের দোপাট্টা এনে ঐ রুটি কয়খানা তাতে বাঁধেন এবং তা আমার কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে দোপাট্টার অপরাংশ আমার গায়ে জড়িয়ে দিয়ে আমাকে রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে পাঠান। আনাস (রা) বলেন, আমি ঐগুলো নিয়ে রওয়ানা হলাম এবং মসজিদে (নববীতে) গিয়ে রসূলুল্লাহ (স)-কে কিছু লোকসহ পেলাম। আমি তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। রসূলুল্লাহ (স) আমাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ আবু তালহা কি তোমাকে পাঠিয়েছে ? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বলেন ঃ খাবারসহ ? আনাস বলেন ঃ আমি বললাম, হাঁ। রসূলুল্লাহ (স) তাঁর সঙ্গীদেরকে বলেন ঃ চলো, একথা বলে তিনি রওয়ানা হলেন। আমি তাঁদের আগেই চলে এলাম এবং আবু তালহার কাছে পৌঁছে গেলাম। আবু তালহা (রা) বলেন, হে উম্মু সুলাইম ! রসূলুল্লাহ (স) তো লোকজন

সাথে নিয়ে আসছেন, অথচ তাদের সবাইকে খাওয়ানোর মত খাদ্য আমাদের কাছে নেই। উম্মু সুলাইম (রা) বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন। আনাস (রা) বলেন, আবু তালহা (রা) এগিয়ে গিয়ে রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে সাক্ষাত করেন এবং তিনি ও রসূলুল্লাহ (স) এসে বাড়ীর ভেতরে প্রবেশ করেন। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, হে উম্মু সুলাইম! তোমার কাছে যা আছে নিয়ে এসো। উম্মু সুলাইম (রা) ঐ রুটিগুলো নিয়ে আসেন। রসূলুল্লাহ্ (স) তা টুকরো টুকরো করতে বলেন। উম্মু সুলাইম একটি চামড়ার পাত্র থেকে মাখন বা ঘি ঢেলে তাতে মিশান। এরপর রসূলুল্লাহ (স) আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তাতে কিছু পড়েন এবং বলেন ঃ দশজনকে আসতে বল। দশজনকে ডাকা হল। তারা সবাই পেটপুরে খেয়ে চলে গেল। তারপর তিনি বলেন ঃ দশজনকে আসতে বল। আবার দশজনকে ডাকা হল। তারাও পেটপুরে খেয়ে চলে গেল। তারপর আবার দশজনকে ডাকা হল। এভাবে দলের সবাই পেটপুরে খেল। আর তারা ছিলেন সর্বমোট আশিজন।

٤٩٨١ـ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ ثَلٰثِيْنَ وَمِائَةً فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ هَلْ مَعَ اَحَدٍ مِّنْكُمْ طَعَامٌ فَاِذَا مَعَ رَجُلٍ صَاعٌ مِّنْ طَعَامٍ اَوْ نَحْوُهُ فَعُجِنَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌ طَوِيْلٌ بِغَنَمٍ يَسُوْقُهَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَبَيْعٌ اَمْ عَطِيَّةٌ اَوْ قَالَ هِبَةٌ قَالَ لاَ بَلْ بَيْعٌ قَالَ فَاشْتَرٰى مِنْهُ شَاةً فَصُنِعَتْ وَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِسَوَادِ الْبَطْنِ يُشْوٰى وَاَيْمُ اللّٰهِ مَا مِنَ الثَّلٰثِيْنَ وَمِائَةٍ اِلاَّ قَدْ حَزَّ لَهُ حُزَّةً مِنْ سَوَادِ بَطْنِهَا اِنْ كَانَ شَاهِدًا اَعْطَاهَا اِيَّاهُ وَاِنْ كَانَ غَائِبًا خَبَاهَا لَهُ ثُمَّ جَعَلَ فِيْهَا قَصْعَتَيْنِ فَاَكَلْنَا اَجْمَعُوْنَ وَشَبِعْنَا وَفَضَلَ فِى الْقَصْعَتَيْنِ فَحَمَلْتُهُ عَلَى الْبَعِيْرِ اَوْ كَمَا قَالَ .

৪৯৮১. আবদুর রহমান ইবনে আবু বাক্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা একশত ত্রিশজন লোক (এক সফরে) নবী (স)-এর সাথে ছিলাম। নবী (স) বলেন ঃ তোমাদের কারো কাছে খাদ্য আছে কি ? দেখা গেল, এক ব্যক্তির কাছে এক সা' বা অনুরূপ পরিমাণ খাদ্য আছে। তা গুলিয়ে খামীর করা হল। অতপর দীর্ঘদেহী এক মুশরিক ব্যক্তি এল। সে বকরী হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। নবী (স) তাকে বলেন ঃ তুমি কি এগুলো বিক্রয় করবে, না উপহার হিসেবে দিবে ? লোকটি বলল ঃ না, আমি বরং বিক্রয় করব। আবদুর রহমান ইবনে আবু বাক্‌র (রা) বলেন, নবী (স) তার নিকট থেকে একটি বকরী খরিদ করেন। বকরীটা যবেহ করা হলে নবী (স) তার কলিজা ভুনা করতে আদেশ করেন। আবদুর রহমান ইবনে আবু বাক্‌র (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ ! একশত ত্রিশজনের মধ্যে একজনও এমন ছিল না, যাকে কলিজার অংশ দেয়া হয়নি। যারা উপস্থিত ছিল তিনি তাদেরকে তো দিলেনই এবং যারা অনুপস্থিত ছিল তাদের অংশ পৃথক করে রাখা হল। তিনি গোশত দু'টি পাত্রে ভাগ করলেন। আমরা সবাই পরিতৃপ্ত হয়ে খেলাম। এরপরও পাত্র দু'টিতে গোশত অবশিষ্ট থাকল। আমি তা উটের পিঠে বহন করে নিয়ে গেলাম। অথবা তিনি (বর্ণনাকারী) অনুরূপ কথা বলেছেন।

٤٩٨٢ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ حِيْنَ شَبِعْنَا مِنَ الْاَسْوَدَيْنِ التَّمْرِ وَالْمَاءِ .

৪৯৮২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) এমন অবস্থায় ইনতিকাল করেন, যখন আমরা দু'টি কালো বস্তু দ্বারা পরিতৃপ্ত হয়েছি অর্থাৎ খেজুর ও পানি।

৭-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ اَلْاٰيَةِ

"কোন আপত্তি নেই যদি কোন অন্ধ কিংবা খোঁড়া অথবা অসুস্থ ব্যক্তি কারো বাড়ীতে খায়। আর তোমাদের ক্ষতি নেই তোমাদের নিজেদের বাড়ীতে কিংবা বাপ- দাদার বাড়ীতে অথবা মা ও নানীর বাড়ীতে অথবা ভাইদের বাড়ীতে অথবা বোনদের বাড়ীতে অথবা চাচাদের বাড়ীতে অথবা ফুফুদের বাড়ীতে অথবা মামাদের বাড়ীতে অথবা খালাদের বাড়ীতে অথবা যে বাড়ীর দায়দায়িত্ব তোমাদের হাতে ছেড়ে দেয়া হয়েছে সে বাড়ীতে অথবা তোমাদের বন্ধুর বাড়ীতে তোমাদের আহার করায়। তোমরা একত্রে খাও কিংবা আলাদাভাবে খাও তাতেও কোন দোষ নেই। বাড়ীতে প্রবেশকালে তোমরা নিজের লোকদের সালাম করবে। এটা কল্যাণকর, খুবই বরকতপূর্ণ ও পবিত্র কাজ, যা আল্লাহ্র তরফ থেকে নির্ধারিত। আল্লাহ এভাবেই তোমাদের কাছে আয়াত বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা উপলব্ধি কর"–(সূরা আন-নূর ঃ ৬১)।

٤٩٨٣ـ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى خَيْبَرَ فَلَمَّا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ قَالَ يَحْيٰى وَهِيَ مِنْ خَيْبَرَ عَلَى الرَّوْحَةِ دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِطَعَامٍ فَمَا اُتِيَ اِلَّا بِسَوِيْقٍ فَلُكْنَاهُ وَاَكَلْنَا مِنْهُ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا فَصَلّٰى بِنَا الْمَغْرِبَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قَالَ سُفْيَانُ سَمِعْتُهُ مِنْه عَوْدًا وَبَدْأً .

৪৯৮৩. সুওয়াইদ ইবনে নুমান (রা) থেকে বর্ণিতক্ষ তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে খায়বার এলাকায় রওয়ানা হলাম। আমরা আস-সাহবা নামক স্থানে পৌঁছলে রসূলুল্লাহ (স) খাবার চাইলেন। (বর্ণনাকারী) ইয়াহ্ইয়া বলেন, আস-সাহবা হল খাইবার থেকে এক দিনের অর্থাৎ এক মনযিলের পথ। তাঁকে কিছু ছাতু ছাড়া আর কিছুই দেয়া গেল না। আমরা তা শুকনোই মুখে পুরে মুখ নেড়ে নেড়ে খেলাম। এরপর তিনি পানি চেয়ে নিয়ে কুলি করলে আমরাও কুলি করলাম। অতপর তিনি আমাদেরকে নিয়ে (নতুন) উযু না করেই মাগরিবের নামায পড়েন। সুফিয়ান বলেন, আমি ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদের নিকট থেকে হাদীসটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শুনেছি।

৮-অনুচ্ছেদ ঃ পাতলা রুটি খাওয়া এবং দস্তরখানে খাদ্য গ্রহণ করা।

٤٩٨٤ـ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ اَنَسٍ وَعِنْدَهُ خَبَّازٌ لَهُ فَقَالَ مَا اَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ خُبْزًا مُرَقَّقًا وَلَا شَاةً مَسْمُوْطَةً حَتّٰى لَقِيَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ .

৪৯৮৪. কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আনাস (রা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তাঁর সামনে তাঁর বাবুর্চিও উপস্থিত ছিল। আনাস (রা) বলেন, নবী (স) কখনও পাতলা রুটি কিংবা বকরীর ভুনা গোশত খাননি। আর এ অবস্থায়ই তিনি আল্লাহ্‌র সাক্ষাতে পৌঁছে যান।

٤٩٨٥- عَنْ اَنَسٍ قَالَ مَا عَلِمْتُ النَّبِيَّ ﷺ اَكَلَ عَلٰى سُكُرُجَةٍ قَطُّ وَلاَ خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقٌ قَطُّ وَلاَ اَكَلَ عَلٰى خِوَانٍ قَطُّ قِيْلَ لِقَتَادَةَ فَعَلٰى مَا كَانُوْا يَاكُلُوْنَ قَالَ عَلَى السُّفَرِ .

৪৯৮৫. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার জানামতে নবী (স) কখনো ছোট প্লেট বা তশতরীতে আহার করেননি কিংবা তাঁর জন্য কখনও পাতলা রুটি তৈরি করা হয়নি কিংবা কখনো তিনি উঁচু টেবিলে আহার করেননি। কাতাদাকে বলা হল, তাহলে তারা কিভাবে খাবার খেতেন ? তিনি বলেন, দস্তরখানে।

٤٩٨٦- عَن حُمَيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسًا يَقُوْلُ اَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ يَبْنِيْ بِصَفِيَّةَ فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِيْنَ اِلٰى وَلِيْمَتِهِ اَمَرَ بِالاَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ فَاُلْقِيَ عَلَيْهَا التَّمْرُ وَالاَقِطُ وَالسَّمْنُ وَقَالَ عَمْرُوْ عَنْ اَنَسٍ بَنٰى بِهَا النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِيْ نِطَعٍ .

৪৯৮৬. আনাস (রা) বলেন, নবী (স) সাফিয়্যার সাথে বাসর রাত কাটালেন। আমি তাঁর ওয়ালীমায় (বৌভাতে) মুসলমানদেরকে দাওয়াত করলাম। নবী (স)-এর আদেশে চামড়ার দস্তরখান পাতা হল এবং তাতে খেজুর, পনির ও ঘি পরিবেশন করা হল। আনাস (রা) বলেন, সাফিয়্যার সাথে নবী (স) বাসর রাত কাটান। এ উপলক্ষে চামড়ার দস্তরখানে 'হাইস' (ঘি, খেজুর ও অন্যান্য উপকরণাদি সহযোগে প্রস্তুত এক প্রকার খাদ্য) পরিবেশন করা হয়।

٤٩٨٧- عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ كَانَ اَهْلُ الشَّامِ يُعَيِّرُوْنَ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُوْلُوْنَ يَا ابْنَ ذَاتِ النِّطَاقَيْنِ فَقَالَتْ لَهُ اَسْمَاءُ يَا بُنَيَّ اِنَّهُمْ يُعَيِّرُوْنَكَ بِالنِّطَاقَيْنِ هَلْ تَدْرِيْ مَا كَانَ النِّطَاقَانِ اِنَّمَا كَانَ نِطَاقِيْ شَقَقْتُهُ نِصْفَيْنِ فَاَوْكَيْتُ قِرْبَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِاَحَدِهِمَا وَجَعَلْتُ فِيْ سُفْرَتِهِ اٰخَرَ قَالَ فَكَانَ اَهْلُ الشَّامِ اِذَا عَيَّرُوْهُ بِالنِّطَاقَيْنِ يَقُوْلُ اِيْهًا وَالاِلٰهِ تِلْكَ شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارُهَا .

৪৯৮৭. ওয়াহ্‌ব ইবনে কাইসান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শামবাসীরা 'আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা)-কে 'যাতুন নিকাতাইন' (দুই কোমরবন্দওয়ালীর) বেটা বলে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। তাঁর মা আসমা বিনতে আবু বাক্‌র (রা) তাঁকে বলেন, হে বৎস ! তারা তোমাকে দুই কোমরবন্দের কথা বলে বিদ্রূপ করে। কিন্তু দুই কোমরবন্দের ঘটনাটা কি তুমি জান ? আমার কোমরবন্দ ছিঁড়ে দুই টুকরা করে তার এক টুকরা দিয়ে আমি (মদীনায়

হিজরতকালে) রসূলুল্লাহ (স)-এর পানির থলির মুখ বেঁধে দিয়েছিলাম, অপর টুকরা দ্বারা তাঁর খাদ্যের থলির মুখ বেঁধে দিয়েছিলাম। (ওয়াহ্‌ব ইবনে কাইসান) বলেন, তাই শামবাসীরা তাঁকে দুই কোমরবন্দের কথা বলে টিটকারি দিলে তিনি বলতেন, আল্লাহ্‌র কসম ! আরো বল। এতো এমন ব্যাপার যাতে আমার লজ্জা পাওয়ার কিছুই নেই (বরং গর্বের বিষয়)।

٤٩٨٨ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ اُمَّ حُفَيْدٍ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ حَزْنٍ خَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ اَهْدَتْ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ سَمْنًا وَاَقِطًا وَاَضُبًّا فَدَعَا بِهِنَّ فَاُكِلْنَ عَلٰى مَائِدَتِهِ وَتَرَكَهُنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَالْمُسْتَقْذِرِ لَهُنَّ وَلَوْ كُنَّ حَرَامًا مَااُكِلْنَ عَلٰى مَائِدَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَلاَ اَمَرَ بِاَكْلِهِنَّ .

৪৯৮৮. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁর খালা উম্মু হুফাইদ বিনতে হারিস ইবনে হাযন (রা) নবী (স)-এর জন্য কিছু ঘি, পনির ও গুইসাপের গোশত উপহার পাঠান। নবী (স) তা আহারের জন্য লোকদের ডাকলেন। তাঁর দস্তরখানে সেগুলো খাওয়া হল। নবী (স) সেগুলো অরুচিকর হওয়ায় তা পরিত্যাগ করলেন। ঐগুলো হারাম হলে নবী (স)-এর দস্তরখানে বসে তা খাওয়া যেতো না এবং তা খেতে তিনি আদেশও করতেন না।

৯-অনুচ্ছেদ ঃ ছাতু।

٤٩٨٩ـ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُمْ كَانُوْا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالصَّهْبَاءِ وَهِيَ عَلٰى رَوْحَةٍ مِّنْ خَيْبَرَ فَحَضَرَتِ الصَّلٰوةُ فَدَعَا بِطَعَامٍ فَلَمْ يَجِدْهُ اِلاَّ سَوِيْقًا فَلاَكَ مِنْهُ وَلُكْنَا مَعَهُ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ ثُمَّ صَلّٰى وَصَلَّيْنَا وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

৪৯৮৯. সুয়াইদ ইবনুন নু'মান (রা) বলেন, তারা নবী (স)-এর সাথে খাইবার থেকে এক দিনের পথ (এক মনযিল) দূরত্বে অবস্থিত আস-সাহবা নামক স্থানে ছিলেন। নামাযের সময় ঘনিয়ে আসলে নবী (স) খাবার আনতে বলেন। কিন্তু কিছু ছাতু ছাড়া আর কোন খাবার ছিল না। তিনি ঐ ছাতুর কিছুটা খেলেন। আমরাও তা খেলাম। এরপর তিনি পানি আনিয়ে কুলি করলেন এবং (পুনরায়) উযু না করে নামায পড়লেন এবং আমারাও নামায পড়লাম।

১০-অনুচ্ছেদ ঃ খাদ্যের নাম না জানানো এবং সে সম্পর্কে অবহিত না হওয়া পর্যন্ত নবী (স) তা খেতেন না।

٤٩٩٠ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ الَّذِيْ يُقَالُ لَهُ سَيْفُ اللّٰهِ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى مَيْمُوْنَةَ وَهِيَ خَالَتُهُ وَخَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا مَّحْنُوْذًا قَدِمَتْ بِهِ اُخْتُهَا حُفَيْدَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ فَقَدَّمَتِ

الضَّبُّ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ قَلَّ مَا يُقَدِّمُ يَدَهُ لِطَعَامٍ حَتّٰى يُحَدَّثَ بِهٖ وَيُسَمّٰى لَهُ فَاَهْوٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَهُ اِلَى الضَّبِّ فَقَالَتْ اِمْرَاَةٌ مِّنْ نِسْوَةِ الْحُضُوْرِ اَخْبِرْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا قَدَّمْتُنَّ لَهُ هُوَ الضَّبُّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَهُ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ اَحَرَامٌ الضَّبُّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لاَ وَلٰكِنْ لَمْ يَكُنْ بِاَرْضِ قَوْمِيْ فَاَجِدُنِيْ اَعَافُهُ قَالَ خَالِدٌ فَاَجْتَرَرْتُهُ فَاَكَلْتُهُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْظُرُ اِلَيَّ .

৪৯৯০. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। সাইফুল্লাহ (আল্লাহ্র তরবারি) বলে খ্যাত খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) তাকে বলেছেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে তার খালা উম্মুল মু'মিনীন মায়মুনা (রা)-এর বাড়ীতে যান। মায়মুনা (রা) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসেরও খালা হতেন। সেখানে তিনি (খালিদ) ভুনা গুইসাপ দেখতে পেলেন। তাঁর বোন হুফাইদা বিনতুল হারিস নজদ থেকে তা নিয়ে আসেন। উম্মুল মু'মিনীন মায়মুনা (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে ভুনা গুইসাপ পরিবেশন করেন। কোন খাদ্য সম্পর্কে অবহিত না করা পর্যন্ত রসূলুল্লাহ (স) কমই তার দিকে হাত বাড়াতেন। রসূলুল্লাহ (স) গুইসাপের দিকে হাত বাড়ালে সেখানে উপস্থিত এক মহিলা বলেন, তোমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে যা পরিবেশন করেছ, সে সম্পর্কে তাঁকে অবহিত কর। তারপর সে নিজেই বলল, হে আল্লাহ্র রসূল ! এটি গুইসাপের ভাজা গোশত। রসূলুল্লাহ (স) তৎক্ষণাৎ তাঁর হাত গুটিয়ে নিলেন। খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) বলেন ঃ হে আল্লাহ্র রসূল ! গুইসাপ খাওয়া কি হারাম ? রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ না, তবে তা আমার কওমের এলাকায় পাওয়া যায় না। তাই তা খাওয়া আমি অপসন্দ করি। খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) বলেন, আমি তা আমার দিকে টেনে নিয়ে খেতে থাকলাম। আর রসূলুল্লাহ (স) আমার দিকে তাকিয়ে দেখেন।[৩]

১১-অনুচ্ছেদ ঃ একজনের খাদ্য দুইজনের জন্য যথেষ্ট।

٤٩٩١- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَعَامُ الْاِثْنَيْنِ كَافِي الثَّلٰثَةِ وَطَعَامُ الثَّلٰثَةِ كَافِي الْاَرْبَعَةِ .

৪৯৯১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ দু'জনের খাবার তিনজনের জন্য যথেষ্ট এবং তিনজনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট হতে পারে।

১২-অনুচ্ছেদ ঃ ঈমানদার ব্যক্তি এক পাকস্থলীতে খায়।

٤٩٩٢- عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَاْكُلُ حَتّٰى يُؤْتٰى بِمِسْكِيْنٍ يَاْكُلُ مَعَهُ فَاَدْخَلْتُ رَجُلاً يَاْكُلُ مَعَهُ فَاَكَلَ كَثِيْرًا فَقَالَ يَا نَافِعُ لاَ تُدْخِلْ عَلَيَّ هٰذَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ الْمُؤْمِنُ يَاْكُلُ فِيْ مِعًى وَّاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَاْكُلُ فِيْ سَبْعَةِ اَمْعَاءٍ .

৩. হানাফী মাযহাব মতে গুইসাপের গোশত খাওয়া মাকরূহ। অন্যান্য মাযহাবে তা খাওয়া বৈধ।

৪৯৯২. নাফে (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) তাঁর সাথে খাওয়ার জন্য কোন মিসকীন না পাওয়া পর্যন্ত খাবার খেতেন না। আমি এক ব্যক্তিকে তাঁর সাথে খাবার জন্য আনলাম। সে প্রচুর খেলো। তিনি (পরে) বলেন, হে নাফে ! তুমি একে আর কখনো আমার সাথে আহার করতে আনবে না। আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি, মু'মিন এক উদরে খাদ্য গ্রহণ করে আর কাফের সাত উদরে খাদ্য গ্রহণ করে।

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ মু'মিন এক উদরে খায়। এ বিষয়ে আবু হুরাইরা (রা) থেকে নবী (স)-এর হাদীস বর্ণিত আছে।

٤٩٩٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْمُؤْمِنَ يَاْكُلُ فِىْ مِعًى وَاحِدٍ وَاِنَّ الْكَافِرَ اَوِ الْمُنَافِقَ فَلاَ اَدْرِىْ اَيُّهُمَا قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ يَاْكُلُ فِىْ سَبْعَةِ اَمْعَاءٍ .

৪৯৯৩. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ মু'মিন ব্যক্তি এক উদরে খাদ্য গ্রহণ করে। আর কাফের অথবা মুনাফিক সাত উদরে খাদ্য গ্রহণ করে। হাদীসের রাবী আবদাহ ইবনে সুলাইমান বলেছেন, তাঁর কাছে হাদীস বর্ণনাকারী উবাইদুল্লাহ কাফেরের কথা বলেছিলেন না মুনাফেকের কথা বলেছিলেন তা তাঁর ভাল মনে নেই। (অপর একটি সনদে ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে বুকাইর-মালেক-নাফে-আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) সূত্রে নবী (স)-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।)

٤٩٩٤- عَنْ عَمْرٍو قَالَ كَانَ اَبُوْ نَهِيْكٍ رَجُلاً اَكُوْلاً فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْكَافِرَ يَاْكُلُ فِىْ سَبْعَةِ اَمْعَاءٍ قَالَ فَاَنَا اُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ -

৪৯৯৪. আমর ইবনে দীনার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু নাহীক ছিলেন পেটুক ব্যক্তি। তাই আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) তাকে বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, কাফেরর সাত উদরে খায়। (একথা শুনে আবু নাহীক বলেন, তাতে কি) আমি তো আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান এনেছি।

٤٩٩٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاْكُلُ الْمُسْلِمُ فِىْ مِعًى وَّاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَاْكُلُ فِىْ سَبْعَةِ اَمْعَاءٍ

৪৯৯৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ মুসলমান একটি উদরপূর্ণ করে খায়। আর কাফের খায় সাতটি উদরপূর্ণ করে।

٤٩٩٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً كَانَ يَاْكُلُ اَكْلاً كَثِيْرًا فَاَسْلَمَ فَكَانَ يَاْكُلُ اَكْلاً قَلِيْلاً فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ الْمُؤْمِنَ يَاْكُلُ فِىْ مِعًى وَّاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَاْكُلُ فِىْ سَبْعَةِ اَمْعَاءٍ .

৪৯৯৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি অধিক পরিমাণে খেতো। পরে সে ইসলাম গ্রহণ করে কম খেতে থাকে। বিষয়টি নবী (স)-এর কাছে আলোচিত হলে তিনি বলেন ঃ মু'মিন এক উদরে খায়, আর কাফের খায় সাত উদরে।

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ হেলান দিয়ে খাদ্য গ্রহণ করা।

٤٩٩٧ـ عَنْ أَبِيْ جُحَيْفَةَ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ اٰكُلُ مُتَّكِئًا.

৪৯৯৭. আবু জুহাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ আমি হেলান দিয়ে খাবার গ্রহণ করি না।

٤٩٩٨ـ عَنْ أَبِيْ جُحَيْفَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ لاَ اٰكُلُ وَأَنَا مُتَّكِئٌ.

৪৯৯৮. আবু জুহাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তার নিকট উপস্থিত এক ব্যক্তিকে তিনি বলেন ঃ আমি হেলান দিয়ে খাবার গ্রহণ করি না।

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ ভুনা খাদ্য। আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ **"সে বিলম্ব না করে একটা ভুনা গোবৎস নিয়ে হাযির হলো"-(সূরা হূদ ঃ ৬৯)।**

٤٩٩٩ـ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِضَبٍّ مَشْوِيٍّ فَأَهْوَى إِلَيْهِ لِيَاكُلَ فَقِيْلَ لَهُ إِنَّهُ ضَبٌّ فَأَمْسَكَ يَدَهُ فَقَالَ خَالِدُ أَحَرَامٌ هُوَ قَالَ لاَ وَلٰكِنَّه لاَ يَكُوْنُ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِيْ أَعَافُهُ فَأَكَلَ خَالِدُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْظُرُ.

৪৯৯৯. খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স)-এর সামনে ভুনা গুইসাপ পরিবেশন করা হল। তিনি তা খাওয়ার জন্য আকৃষ্ট হলে বলা হল—ওটা গুইসাপ। রসূলুল্লাহ (স) তাঁর হাত গুটিয়ে নিলেন। খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) বলেন, এটা কি হারাম ! তিনি বলেন ঃ না, তবে আমার কওমের এলাকায় তা পাওয়া যায় না। তাই আমি তা অপসন্দ করি। অতপর খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) তা খেলেন আর রসূলুল্লাহ (স) তাকিয়ে তার খাওয়া দেখলেন। মালেক বলেন, যুহ্‌রী বলেছেন, গুইসাপের ভুনা গোশত।

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ খাযীরা খাওয়া। নাদর ইবনে শুমাইন বলেন, খাযীরা ময়দা দিয়ে এবং হারীরা দুধ দিয়ে তৈরি করা হয়।

٥٠٠٠ـ عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِّنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ أَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّيْ أَنْكَرْتُ بَصَرِيْ وَأَنَا أُصَلِّيْ لِقَوْمِيْ فَإِذَا كَانَتِ الْأَمْطَارُ وَسَالَ الْوَادِي الَّذِيْ بَيْنِي وَبَيْنَهُم لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ اٰتِيَ مَسْجِدِهُمْ فَأُصَلِّيَ لَهُمْ فَوَدِدْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَنَّكَ تَاتِيْ فَتُصَلِّيَ فِيْ بَيْتِيْ

فَاَتَّخِذَهُ مُصَلًّى فَقَالَ سَاَفْعَلُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ قَالَ عِتْبَانُ فَغَدَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ حِيْنَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَاسْتَاذَنَ النَّبِيُّ ﷺ فَاَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتّٰى دَخَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ لِيْ اَيْنَ تُحِبُّ اَنْ اُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ فَاَشَرْتُ اِلٰى نَاحِيَةٍ مِّنَ الْبَيْتِ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَكَبَّرَ فَصَفَفْنَا وَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَحَبَسْنَاهُ عَلٰى خَزِيْرَةٍ صَنَعْنَاهُ فَثَابَ فِي الْبَيْتِ رِجَالٌ مِّنْ اَهْلِ الدَّارِ ذَوُوْ عَدَدٍ فَاجْتَمَعُوْا فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ اَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُنِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ ذٰلِكَ مُنَافِقٌ لاَ يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ﷺ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ تَقُلْ اَلاَ تَرَاهُ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ يُرِيْدُ بِذٰلِكَ وَجْهَ اللّٰهِ قَالَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ قُلْنَ فَاِنَّا نَرٰى وَجْهَهُ وَنَصِيْحَتَهُ اِلَى الْمُنَافِقِيْنَ فَقَالَ فَاِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ يَبْتَغِيْ بِذٰلِكَ وَجْهَ اللّٰهِ .

৫০০০. ইতবান ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আনসার সাহাবী। তিনি রসূলুল্লাহ্ (স)-এর কাছে এসে বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল ! আমার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে। আমি আমার কওমের মসজিদে নামায পড়াই। কিন্তু বৃষ্টি হলে তাদের ও আমার মধ্যবর্তী মাঠ পানিতে ডুবে যায়। এ কারণে আমি তখন মসজিদে গিয়ে তাদের নামায পড়াতে পারি না। হে আল্লাহ্র রসূল ! তাই আমার মনের আকাঙ্খা হলো, আপনি আমার বাড়ীতে গিয়ে এক জায়গায় নামায পড়লে আমি সেটাকে নামাযের জায়গা হিসেবে নির্দিষ্ট করে নিতাম। নবী (স) বলেন ঃ ইনশাআল্লাহ্ আমি শীঘ্র তা করব। ইতবান (রা) বলেন, পরদিন সকাল বেলা কিছু বাড়লে রসূলুল্লাহ (স) ও আবু বাক্র (রা) আসেন। নবী (স) বাড়ীতে প্রবেশের অনুমতি চাইলে আমি তাঁকে অনুমতি দিলাম। তিনি বাইরে না বসে ভেতরে প্রবেশ করে আমাকে বলেন ঃ তোমার ঘরের কোন্ জায়গায় আমার নামায পড়া তুমি পসন্দ কর। আমি ইশারায় ঘরের এক কোণে জায়গা দেখিয়ে দিলে নবী (স) সেখানে গিয়ে দাঁড়ান এবং নামাযের জন্য তাকবীর বলেন। আমরাও কাতার বেঁধে দাঁড়ালাম। তিনি দুই রাকআত নামায পড়ে সালাম ফিরান। আমরা তাঁর জন্য যে খাযীরা প্রস্তুত করেছিলাম, তা খাওয়ার জন্য তাঁকে ফিরে যাওয়া থেকে নিবৃত করলাম। এক এক করে মহল্লাবাসী অনেক লোক এসে ঘরে ভিড় করল। তাদের একজন বলল, মালেক ইবনে দুখশুন কোথায় ? অপর একজন বলল, সে তো মোনাফিক ! সে আল্লাহ ও তাঁর রসূল (স)-কে ভালবাসে না। নবী (স) বলেন ঃ এরূপ বলবে না। তুমি কি জান না, সে ঘোষণা করেছে ঃ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই)! এভাবে সে শুধু আল্লাহ্র সন্তুষ্টিই কামনা করে। লোকটি বলল, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই সর্বাপেক্ষা ভাল জানেন। সে আবার বলল, আমরা মোনাফিকদের সাথে তার উঠাবসা ও কল্যাণকামিতা দেখতে পাই ! নবী (স) বলেন ঃ যে ব্যক্তি ঘোষণা করেছে ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই), আর এভাবে সে শুধু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করে, আল্লাহ্ তাকে দোযখের জন্য হারাম করে দেন।

১৭-অনুচ্ছেদ ঃ পনির খাওয়া। হুমাইদ (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, সাফিয়্যার সাথে বাসর যাপনের সময় নবী (স) যে দাওয়াতে ওলীমার (বৌভাতের) ব্যবস্থা করেছিলেন, তাতে তিনি আমন্ত্রিতদেরকে খেজুর, পনির ও ঘি পরিবেশন করেছিলেন। আমর ইবনে আবু আমর (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, সাফিয়্যার ওলীমাতে নবী (স) 'হাইস'[৪] নামক খাদ্য পরিবেশন করেছিলেন।

٥٠٠١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَهْدَتْ خَالَتِيْ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ ضِبَابًا وَاَقِطًا وَلَبَنًا فَوُضِعَ الضَّبُّ عَلٰى مَائِدَتِهٖ فَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُوْضَعْ وَشَرِبَ اللَّبَنَ وَاَكَلَ الْاَقِطَ .

৫০০১. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খালা নবী (স)-এর কাছে গুইসাপ, পনির ও ঘি উপহার পাঠিয়েছিলেন। নবী (স)-এর দস্তরখানে উক্ত গুইসাপ পরিবেশন করা হয়। হারাম হলে তা অবশ্যই পবিবেশন করা হত না। নবী (স) দুধ পান করলেন এবং পনির খেলেন (কিন্তু গুইসাপ খাননি)।

১৮-অনুচ্ছেদ ঃ বীট ও বার্লি প্রসংগে।

٥٠٠٢ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ اِنَّا كُنَّا لَنَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ كَانَتْ لَنَا عَجُوْزٌ تَاْخُذُ اُصُوْلَ السِّلْقِ فَتَجْعَلُهُ فِيْ قِدْرٍ لَّهَا فَتَجْعَلُ فِيْهِ حَبَّاتٍ مِّنْ شَعِيْرٍ اِذَا صَلَّيْنَا زُرْنَاهَا فَقَرَّبَتْهُ اِلَيْنَا وَكُنَّا نَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ وَمَا كُنَّا نَتَغَدّٰى وَلاَ نَقِيْلُ اِلاَّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَاللّٰهِ مَا فِيْهِ شَحْمٌ وَلاَ وَدَكٌ .

৫০০২. সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুমুআর দিন এলে আমরা খুশী হতাম। কারণ এক বৃদ্ধা মহিলা বীট তুলে তাতে কিছু যবের আটা দিয়ে আমাদের জন্য তার ডেকচিতে রান্না করত। আমরা নামায পড়ে তার কাছে গেলে সে আমাদেরকে তা পরিবেশন করত। এ কারণেই আমরা জুমুআর দিনে আনন্দিত হতাম। আমরা ঐ দিন সকালে কোন খাবার খেতাম না এবং জুমুআর নামায পড়ে 'কাইলুলা' (দিবানিদ্রা) যেতাম। আল্লাহ্র শপথ ! উক্ত খাদ্যে কোন চর্বি থাকত না।

১৯-অনুচ্ছেদ ঃ দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে গোশত ছিড়ে খাওয়া।

٥٠٠٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَعَرَّقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَتِفًا ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّا وَعَنْ اَيُّوْبَ وَعَاصِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ انْتَشَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَرَقًا مِنْ قِدْرٍ فَاَكَلَ ثُمَّ صَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّاْ .

৫০০৩. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) রানের গোশত দাঁত দিয়ে ছিড়ে খেয়েছেন এবং তার পর উঠে (নতুন) উযু ছাড়াই নামায পড়েছেন। অপর একটি সনদে আইয়ুব-আসেম-ইকরিমা-আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, নবী (স)

৪. খেজুর, পনির ও ঘি সংযোগে 'হাইস' প্রস্তুত করা হয়।

ডেকচি থেকে হাড্ডি বের করে খেয়েছেন এবং তারপরই নামায পড়ছেন। নামাযের জন্য তিনি (নতুন) উযু করেননি।

২০-অনুচ্ছেদ ঃ সামনের পায়ের গোশত দাঁত দিয়ে ছিড়ে খাওয়া।

٥٠٠٤ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ السَّلَمِىِّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ قَالَ كُنْتُ يَوْمًا جَالِسًا مَعَ رِجَالٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ مَنْزِلٍ فِىْ طَرِيْقِ مَكَّةَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَازِلٌ اَمَامَنَا وَالْقَوْمُ مُحْرِمُوْنَ وَاَنَا غَيْرُ مُحْرِمٍ فَاَبْصَرُوْا حِمَارًا وَحْشِيًّا وَاَنَا مَشْغُوْلٌ اَخْصِفُ نَعْلِىْ فَلَمْ يُؤْذِنُوْنِىْ لَهُ (بِهِ) وَاَحَبُّوْا لَوْ اَنِّىْ اَبْصَرْتُهُ فَالْتَفَتُّ فَاَبْصَرْتُهُ فَقُمْتُ اِلَى الْفَرَسِ فَاَسْرَجْتُهُ ثُمَّ رَكِبْتُ وَنَسِيْتُ السَّوْطَ وَالرُّمْحَ فَقُلْتُ لَهُمْ نَاوِلُوْنِىْ السَّوْطَ وَالرُّمْحَ فَقَالُوْا لاَ وَاللّٰهِ لاَ نُعِيْنُكَ عَلَيْهِ بِشَىْءٍ فَغَضِبْتُ فَنَزَلْتُ فَاَخَذْتُهُمَا ثُمَّ رَكِبْتُ فَشَدَدْتُ عَلَى الْحِمَارِ فَعَقَرْتُهُ ثُمَّ جِئْتُ بِهِ وَقَدْ مَاتَ فَوَقَعُوْا فِيْهِ يَاْكُلُوْنَهُ ثُمَّ اِنَّهُمْ شَكُّوْا فِىْ اَكْلِهِمْ اِيَّاهُ وَهُمْ حُرُمٌ فَرُحْنَا وَخَبَاتُ الْعَضُدَ مَعِىْ فَاَدْرَكْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلْنَا عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ مَعَكُمْ مِنْهُ شَىْءٌ فَنَاوَلْتُهُ الْعَضُدَ فَاَكَلَهَا حَتّٰى تَعَرَّقَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ .

৫০০৪. আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা আস-সালামী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদিন মক্কার পথে এক মনযিলে আমি নবী (স)-এর কতক সাহাবীর সাথে বসাছিলাম। রসূলুল্লাহ (স) আমাদের সামনেই এক স্থানে অবস্থান করছিলেন। দলের সবাই ইহ্‌রাম অবস্থায় ছিলেন। আমি ছিলাম ইহ্‌রাম মুক্ত। আমি আমার জুতা সেলাই করতে ব্যস্ত ছিলাম। অন্যরা একটি বন্য গাধা দেখতে পেল কিন্তু আমাকে তা জানাল না। তারা চাচ্ছিল, আমি যেন ওটাকে দেখে ফেলি। ইতিমধ্যে আমি চোখ ফিরিয়ে সেটিকে দেখতে পেলাম। আমি উঠে ঘোড়ার কাছে গেলাম, ঘোড়ার পিঠে জিন লাগালাম এবং তাতে সওয়ার হলাম, কিন্তু চাবুক ও বর্শা নিতে ভুলে গেলাম। আমি অন্যদেরকে বললাম, চাবুক ও বর্শাটা আমাকে উঠিয়ে দাও। তারা বলল, না। আল্লাহ্‌র কসম ! এ ব্যাপারে আমরা তোমাকে কোন কিছু দিয়ে সাহায্য করব না। আমি রাগান্বিত হয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে চাবুক ও বর্শা নিলাম। তারপর ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে গাধাটিকে আক্রমণ করে হত্যা করলাম। অতপর সেটিকে মৃত অবস্থায় নিয়ে আসলাম। পাকানোর পর সবাই তা আহার করল, কিন্তু ইহ্‌রাম অবস্থায় তাদের জন্য এটি খাওয়া হালাল কি না সে বিষয়ে সন্দেহ হল। আমি এর একটি বাহুসহ সেখান থেকে যাত্রা করলাম এবং রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে পৌঁছে তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম। রসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ গাধাটির কোন অংশ কি তোমাদের কাছে আছে ? আমি বাহুখানা তাঁকে দিলে তিনি তা দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেলেন। তিনি তখন ইহ্‌রাম অবস্থায় ছিলেন। মুহাম্মাদ ইবনে

জাফর—যায়েদ ইবনে আসলাম—আতা ইবনে ইয়াসার—আবু কাতাদা (রা) সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

২১-অনুচ্ছেদ ঃ ছুরি দিয়ে গোশত কেটে খাওয়া।

٥٠٠٥ - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ أَبَاهُ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِيْ يَدِهِ فَدُعِيَ إِلَى الصَّلٰوةِ فَأَلْقَاهَا وَالسِّكِّيْنَ الَّتِيْ يَحْتَزُّ بِهَا ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

৫০০৫. আমর ইবনে উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (স)-কে হাত দিয়ে বকরীর একটি বাহু ধরে তা থেকে (ছুরি দিয়ে) কেটে কেটে খেতে দেখেছেন। তখন নামাযের জন্য আযান দেয়া হলে তিনি বকরীর বাহু ও যে ছুরি দিয়ে কেটে খাচ্ছিলেন তা রেখে দিলেন এবং গিয়ে (পুনরায়) উযু না করে নামায পড়লেন।

২২-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স) কখনও কোন খাবারকে খারাপ বলেননি।

٥٠٠٦- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ مَا عَابَ النَّبِيُّ ﷺ طَعَامًا قَطُّ إِنْ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ .

৫০০৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) কখনো কোন খাবারকে খারাপ বলেননি। তিনি কোন খাবার পসন্দ হলে খেয়েছেন আর অপসন্দ হলে ত্যাগ করেছেন।

২৩-অনুচ্ছেদ ঃ ফুঁ দিয়ে যবের আটা থেকে তুষ পরিষ্কার করা।

٥٠٠٧- عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ سَهْلاً هَلْ رَأَيْتُمْ فِيْ زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ النَّقِيَّ قَالَ لاَ فَقُلْتُ (فَهَلْ) كُنْتُمْ تَنْخُلُوْنَ الشَّعِيْرَ قَالَ لاَ وَلٰكِنْ كُنَّا نَنْفُخُهُ .

৫০০৭. আবু হাযেম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি সাহল (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, আপনারা কি নবী (স)-এর যমানায় যবের আটা দেখেছেন ? তিনি বলেন, না। আমি বললাম, আপনারা তাহলে যবের আটা কিভাবে চালতেন ? তিনি বলেন, না, আমরা বরং তাতে ফুঁ দিয়ে পরিষ্কার করতাম।

২৪-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স) ও তাঁর সাহাবীগণ যা খেতেন।

٥٠٠٨- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا بَيْنَ أَصْحَابِهِ تَمْرًا فَأَعْطٰى كُلَّ إِنْسَانٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ فَأَعْطَانِيْ سَبْعَ تَمَرَاتٍ إِحْدَاهُنَّ حَشَفَةٌ فَلَمْ يَكُنْ فِيْهِنَّ تَمْرَةٌ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا شَدَّتْ فِيْ مَضَاغِيْ .

৫০০৮. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী (স) তাঁর সাহাবীদের মধ্যে খেজুর বিতরণ করেন। প্রত্যেককে তিনি সাতটি করে খেজুর দেন। সুতরাং তিনি আমাকেও সাতটি খেজুর দিলেন, যার একটি ছিল শুকনা ও শক্ত। সাতটি খেজুরের মধ্যে আমার কাছে এর চেয়ে উত্তম খেজুর একটিও ছিল না। তা চিবিয়ে খেতে যথেষ্ট সময় লেগেছে।

٥٠٠٩- عَنْ سَعْدٍ قَالَ رَاَيْتُنِيْ سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مَا لَنَا طَعَامٌ اِلاَّ وَرَقُ الْحُبْلَةِ اَوِ الْحَبْلَةِ حَتّٰى يَضَعَ اَحَدُنَا مَا تَضَعُ الشَّاةُ ثُمَّ اَصْبَحَتْ بَنُوْ اَسَدٍ تُعَزِّرُنِى عَلَى الْاِسْلاَمِ خَسِرْتُ اِذًا وَضَلَّ سَعْيِيْ .

৫০০৯. সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স)-এর প্রতি ঈমান আনয়নকারীদের মধ্যে আমি ছিলাম সপ্তম ব্যক্তি। হাবালা বা হুবুলা (বাবলা) গাছের পাতা ছাড়া আমাদের কাছে খাবার মতো কিছুই ছিল না। ফলে আমাদের প্রত্যেকের বিষ্ঠা বকরীর বিষ্ঠার মত হয়ে যায়। এখন বনী আসাদ আমাকে ইসলাম শেখাতে চায়। তাই যদি হয়, তাহলে তো আমি ক্ষতিগ্রস্ত এবং আমার অতীতের সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ।[৫]

٥٠١٠- عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ قَالَ سَاَلْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ فَقُلْتُ هَلْ اَكَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّقِيَّ فَقَالَ سَهْلٌ مَا رَاٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّقِيَّ مِنْ حِيْنَ ابْتَعَثَهُ اللّٰهُ حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ هَلْ كَانَ لَكُمْ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَنَاخِلُ قَالَ مَا رَاٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُنْخَلاً مِّنْ حِيْنَ ابْتَعَثَهُ اللّٰهُ حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ كُنْتُمْ تَاْكُلُوْنَ الشَّعِيْرَ غَيْرَ مَنْخُوْلٍ قَالَ كُنَّا نَطْحَنُهُ وَنَنْفُخُهُ فَيَطِيْرُ مَا طَارَ وَمَا بَقِيَ ثَرَّيْنَاهُ فَاَكَلْنَاهُ .

৫০১০. আবু হাযেম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাহল ইবনে সাদ (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রসূলুল্লাহ (স) কি কখনও ময়দার রুটি খেয়েছেন ? সাহল (রা) বলেন, আল্লাহ তাআলা যখন থেকে তাঁকে পাঠিয়েছেন এবং যখন তাঁকে মৃত্যুদান করেছেন এ সময়ের মধ্যে তিনি কোনদিন ময়দা দেখেননি। আবু হাযেম (র) বলেন, আমি সাহল (রা)-কে বললাম, রসূলুল্লাহ (স)-এর সময়ে কি আপনারা চালুনি ব্যবহার করতেন ? তিনি বলেন, নবুয়াত লাভ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত রসূলুল্লাহ (স) কোনদিন চালুনি ব্যবহার করেননি। আবু হাযেম বলেন, আমি বললাম, তাহলে চালুনিতে না চেলে আপনারা যব কিভাবে খেতেন ? তিনি বলেন, আমরা যব পিষে তাতে ফুঁ দিতাম। এভাবে যা উড়ে যাবার তা উড়ে যেত। এরপর যা অবশিষ্ট থাকত, তাতে পানি মিশিয়ে খামির তৈরি করে খেতাম।

٥٠١١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ شَاةٌ مَصْلِيَّةٌ فَدَعَوْهُ فَاَبٰى اَنْ يَّاْكُلَ فَقَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَشْبَعْ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيْرِ .

---

৫. আসাদ গোত্রের লোকেরা হযরত উমার (রা)-এর কাছে হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল যে, তিনি উত্তমরূপে নামায পড়তে পারেন না। তখন হযরত সাদ (রা) হাদীসে বর্ণিত কথাগুলো বলেছিলেন।

৫০১১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি কিছু সংখ্যক লোকের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলেন, তাদের সামনে বকরীর ভাজা গোশত আছে। তারা তাঁকে খাবার জন্য আহ্বান জানালে তিনি খেতে অসম্মতি জানিয়ে বলেন, রসূলুল্লাহ (স) দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন, অথচ কোনদিন তিনি যবের রুটিও পেটপুরে খাননি।[৬]

٥٠١٢- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا اَكَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى خِوَانٍ وَلاَ فِىْ سُكُرُّجَةٍ وَلاَ خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقٌ قُلْتُ لِقَتَادَةَ عَلٰى مَا (عَلاَمَ) يَاْكُلُوْنَ قَالَ عَلَى السُّفَرِ

৫০১২. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) কখনও উঁচু টেবিলে বা তশতরীতে খাবার গ্রহণ করেননি এবং কখনও পাতলা রুটিও খাননি। ইউনুস বলেন, আমি কাতাদাকে জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে তিনি কিসের উপর পাত্র রেখে খাবার খেতেন? কাতাদা বলেন, নবী (স) চামড়ার দস্তরখানে (পাত্র রেখে) খাবার খেতেন।

٥٠١٣- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا شَبِعَ اٰلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ مِنْ طَعَامِ الْبُرِّ ثَلٰثَ لَيَالٍ تِبَاعًا حَتّٰى قُبِضَ .

৫০১৩. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ (স)-এর পরিজন মদীনায় আসার পর থেকে উপর্যুপরি তিন দিন গমের রুটি পেটপুরে খাননি। আর এ অবস্থায়ই নবী (স) ইন্তিকাল করেন।

২৫-অনুচ্ছেদ ঃ তালবীনা (হালুয়া জাতীয় এক প্রকার খাবার)।

٥٠١٤- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهَا كَانَتْ اِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ مِنْ اَهْلِهَا فَاجْتَمَعَ لِذٰلِكَ النِّسَاءُ ثُمَّ تَفَرَّقْنَ اِلاَّ اَهْلَهَا وَخَاصَّتَهَا اَمَرَتْ بِبُرْمَةٍ مِّنْ تَلْبِيْنَةٍ فَطُبِخَتْ ثُمَّ صُنِعَ ثَرِيْدٌ فَصُبَّتِ التَّلْبِيْنَةُ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ كُلْنَ مِنْهَا فَاِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ التَّلْبِيْنَةُ مُجِمَّةٌ لِفُؤَادِ الْمَرِيْضِ تَذْهَبُ بِبَعْضِ الْحُزْنِ .

৫০১৪. নবী (স)-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁর পরিবারের কারো মৃত্যু হলে (আশেপাশের) মেয়েরা এসে জড়ো হত এবং পরে চলে যেত, তবে তাঁর আত্মীয় ও অন্তরঙ্গরা থেকে যেত। তিনি ডেকচিতে 'তালবীনা পাকাতে আদেশ করতেন। 'তালবীনা' পাকানো হলে 'সারীদ' প্রস্তুত করে তার মধ্যে 'তালবীনা ঢেলে মেশানো হত। তিনি মেয়েদেরকে বলতেন, খাও। কেননা আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, 'তালবীনা' পীড়িত ব্যক্তির হৃদয়ে প্রশান্তি আনে এবং দুঃখ-শোককে কিছুটা হালকা করে।

২৬-অনুচ্ছেদ ঃ সারীদ।

٥٠١٥- عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيْرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ اِلاَّ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَاٰسِيَةُ امْرَاَةُ فِرْعَوْنَ وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلٰى سَائِرِ الطَّعَامِ .

৬. রসূলুল্লাহ (স) যেখানে পৃথিবীতে পেটপুরে যবের রুটিও খাননি, সেখানে তিনি বকরীর ভুনা গোশত খাবেন—এ রকম চিন্তাও করতে পারেননি। তাই তিনি এ আহ্বানে সাড়া দেননি।

৫০১৫. আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ পুরুষদের মধ্য থেকে বহু সংখ্যক লোক পূর্ণতা লাভ করতে পেরেছেন। কিন্তু মেয়েদের মধ্য থেকে কেবল ইমরানের কন্যা মরিয়ম এবং ফিরআওনের স্ত্রী আসিয়া পূর্ণতা লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন। আর সব খাদ্যের মধ্যে 'সারীদের' মর্যাদা যেমন, নারী জাতির মধ্যে আয়েশার মর্যাদাও ঠিক তেমন।

٥٠١٦ - عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلٰى سَائِرِ الطَّعَامِ .

৫০১৬. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ সব রকমের খাদ্যের মধ্যে সারীদের মর্যাদা যেমন, নারী জাতির মধ্যে আয়েশার মর্যাদাও ঠিক তেমন।

٥٠١٧ - عَنْ اَنَسٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَلٰى غُلَامٍ لَهُ خَيَّاطٍ فَقَدَّمَ اِلَيْهِ قَصْعَةً فِيْهَا ثَرِيْدٌ قَالَ وَاَقْبَلَ عَلٰى عَمَلِهٖ قَالَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ قَالَ فَجَعَلْتُ اَتَتَبَّعُهُ وَاَضَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَا زِلْتُ بَعْدُ اُحِبُّ الدُّبَّاءَ .

৫০১৭. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-এর সাথে তাঁর এক গোলামের কাছে গেলাম। সে ছিল দর্জি। নবী (স)-এর সামনে সারীদ ভর্তি পাত্র রাখা হল। এরপর সে (দর্জি) তার কাজে লিপ্ত হল। নবী (স) খাবারের পাত্র থেকে বেছে বেছে কদু খেতে শুরু করলেন। তা দেখে আমিও কদু বেছে বেছে তাঁর সামনে রাখতে থাকি। তখন থেকে আজ পর্যন্ত আমি কদু পসন্দ করে আসছি।

২৭-অনুচ্ছেদ ঃ বকরীর ভুনা গোশত, বাহু ও পাঁজরের গোশত।

٥٠١٨ - عَنْ قَتَادَةَ قَالَ كُنَّا نَاْتِيْ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَخَبَّازُهُ قَائِمٌ قَالَ كُلُوْا فَمَا اَعْلَمُ النَّبِيَّ ﷺ رَاٰى رَغِيْفًا مُرَقَّقًا حَتّٰى لَحِقَ بِاللّٰهِ وَلاَ رَاٰى شَاةً مَسْمُوْطَةً (سَمِيْطًا) بِعَيْنِهٖ قَطُّ

৫০১৮. কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আনাস ইবনে মালেক (রা)-এর কাছে যেতাম। (একদিন তাঁর কাছে গিয়ে দেখলাম) তাঁর বাবুর্চী সেখানে উপস্থিত। তিনি বলেন, খাও। নবী (স) এ দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে আল্লাহ্র সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত ময়দার পাতলা রুটি খেয়েছেন কিংবা বকরীর ভুনা গোশত চোখে দেখেছেন বলে আমার জানা নেই।

٥٠١٩ - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ اُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فَاَكَلَ (يَاْكُلُ) مِنْهَا فَدُعِيَ اِلَى الصَّلٰوةِ فَقَامَ فَطَرَحَ السِّكِّيْنَ فَصَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّاْ .

৫০১৯. জাফর ইবনে আমর ইবনে উমাইয়া আদ-দমরী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (আমর ইবনে উমাইয়া) বলেন, আমি নবী (স)-কে বকরীর বাহুর গোশত

ছুরি দিয়ে কেটে খেতে দেখেছি। নামাযের জন্য আযান দেয়া হলে তিনি ছুরি রেখে উঠে গিয়ে নামায পড়েন, কিন্তু (নতুন করে) উযু করেননি।

২৮-অনুচ্ছেদ ঃ আমাদের পূর্বসূরীরা বাড়ীতে যা সঞ্চয় করে রাখতেন এবং সফরে সংগে যে খাদ্যদ্রব্য নিতেন। আয়েশা ও আসমা (রা) বলেন, আমরা নবী (স) ও আবু বাক্‌রের জন্য (হিজরতের সময়) কিছু খাবার প্রস্তুত করে দিয়েছি।

٥٠٢٠- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ اَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يُّوكَلَ لُحُوْمُ الْاَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلٰثٍ قَالَتْ مَا فَعَلَهُ اِلاَّ فِىْ عَامٍ جَاعَ النَّاسُ فِيْهِ فَاَرَادَ اَنْ يُّطْعِمَ الْغَنِىُّ الْفَقِيْرَ وَاِنْ كُنَّا لَنَرْفَعُ الْكُرَاعَ فَنَاكُلُهُ بَعْدَ خَمْسَ عَشَرَةَ قِيْلَ مَا اضْطَرَّكُمْ اِلَيْهِ فَضَحِكَتْ قَالَتْ مَا شَبِعَ اٰلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ خُبْزِ بُرٍّ مَادُوْمٍ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ حَتّٰى لَحِقَ بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ .

৫০২০. আবদুর রহমান ইবনে আবেস (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী (স) কি তিন দিনের অধিক কুরবানীর গোশত খেতে নিষেধ করেছিলেন ? তিনি বলেন, যে বছর লোকেরা (দুর্ভিক্ষের কারণে) ক্ষুধিত ছিল, সে বছর ছাড়া আর কখনো তিনি এরূপ নির্দেশ দেননি। তিনি চেয়েছিলেন যে, (এ বছর) ধনীরা গরীবদেরকে খাবার দান করুক। আমরা গরু-ছাগলের পাগুলো উঠিয়ে রেখে দিতাম এবং পনর দিন পর তা খেতাম। তাঁকে বলা হল, কেন আপনারা এরূপ করতে বাধ্য হলেন ? তিনি হেসে বলেন, মুহাম্মাদ (স)-এর পরিবার-পরিজন এক নাগাড়ে তিন দিন পর্যন্ত তরকারী দিয়ে গমের রুটি তৃপ্ত হয়ে কখনো খাননি। আর এ অবস্থায় তিনি মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে চলে গিয়েছেন। ইবনে কাসীর-সুফিয়ান—আবদুর রহমান ইবনে আবেস সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٥٠٢١- عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُوْمَ الْهَدْىِ عَلٰى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ اِلَى الْمَدِيْنَةِ .

৫০২১. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স)-এর যমানায় আমরা (মক্কা থেকে) কুরবানীর গোশত মদীনায় নিয়ে আসতাম।

২৯-অনুচ্ছেদ ঃ 'হাইস' সম্পর্কে।

٥٠٢٢- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاَبِىْ طَلْحَةَ الْتَمِسْ غُلاَمًا مِّنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِىْ فَخَرَجَ بِىْ اَبُوْ طَلْحَةَ يُرْدِفُنِىْ وَرَاءَهُ فَكُنْتُ اَخْدُمُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كُلَّمَا نَزَلَ فَكُنْتُ اَسْمَعُهُ يُكْثِرُ اَنْ يَّقُوْلَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ فَلَمْ اَزَلْ

اَخْدُمُهُ حَتّٰى اَقْبَلْنَا مِنْ خَيْبَرَ وَاَقْبَلَ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ قَدْ حَازَهَا فَكُنْتُ اَرَاهُ يُحَوِّىْ وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ اَوْ بِكِسَاءٍ ثُمَّ يُرْدِفُهَا وَرَاءَ لاَحَتّٰى اِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ صَنَعَ حَيْسًا فِىْ نِطَعٍ ثُمَّ اَرْسَلَنِىْ فَدَعَوْتُ رِجَالاً فَاَكَلُوْا وَكَانَ ذٰلِكَ بِنَاءَهُ بِهَا ثُمَّ اَقْبَلَ حَتّٰى اِذَا بَدَا لَهُ اُحُدٌ قَالَ هٰذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ فَلَمَّا اَشْرَفَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُحَرِّمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ مَاحَرَّمَ بِهٖ اِبْرَاهِيْمُ مَكَّةَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِىْ مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ .

৫০২২. আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) আবু তালহা (রা)-কে বলেন, তোমাদের কোন বালককে আমার খেদমতের জন্য নিয়ে আস। আবু তালহা (রা) আমাকে তাঁর সওয়ারীর পেছনে বসিয়ে নিয়ে গেলেন। আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে থাকলাম। রসূলুল্লাহ (স) যখনই নিম্নভূমিতে অবতরণ করতেন, অধিকাংশ সময়ই আমি তাঁকে বলতে শুনতাম ঃ "হে আল্লাহ ! আমি দুশ্চিন্তা, দুঃখ, অক্ষমতা, অলসতা, কার্পণ্য, ভীরুতা, ঋণভার এবং মানুষের আধিপত্য থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি।" আমি তাঁর খেদমতে থাকা অবস্থায়ই আমরা খায়বার থেকে প্রত্যাবর্তন করলাম। রসূলুল্লাহ (স) হুয়াই ইবনে আখতাবের কন্যা সাফিয়্যাকে সাথে আনলেন। তিনি তাঁকে (নিজের জন্য) পসন্দ করেছিলেন। আমি দেখলাম নবী (স) তাঁর আবা বা কাপড় পেতে বা জড়িয়ে দিয়ে তাঁকে (সাফিয়্যা) তাঁর পেছনে সওয়ারীতে বসালেন। আমরা আস-সাহবা নামক স্থানে পৌঁছলে তিনি 'হাইস' তৈরি করিয়ে চামড়ার দস্তরখানে পরিবেশন করেন এবং লোকদেরকে দাওয়াত করার জন্য আমাকে পাঠান। আমি অনেক লোককে দাওয়াত করে আনলাম। তারা সবাই এসে খেয়ে গেল। সাফিয়্যার সাথে এটাই ছিল রসূলুল্লাহ (স)-এর বাসর যাপন। এরপর তিনি যাত্রা করলেন। উহুদ পাহাড় দৃষ্টিগোচর হলে তিনি বলেন ঃ এটি এমন একটি পাহাড়, যা আমাদেরকে ভালবাসে এবং আর আমরাও তাকে ভালবাসি। তিনি মদীনার নিকটবর্তী হয়ে বলেন ঃ হে আল্লাহ ! আমি মদীনার দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী এলাকাকে 'হারাম' (মহা সম্মানিত) ঘোষণা করছি, ঠিক ইবরাহীম যেমন মক্কাকে হারাম (মহা সম্মানিত) ঘোষণা করেছিলেন। হে আল্লাহ ! তুমি মদীনাবাসীদের মাপে-ওজনে বরকত দান কর।

৩০-অনুচ্ছেদ ঃ রৌপ্যখচিত পাত্রে খাদ্য গ্রহণ।

٥٠٢٣- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى اَنَّهُمْ كَانُوْا عِنْدَ حُذَيْفَةَ فَاسْتَسْقٰى فَسَقَاهُ مُجُوْسِىٌّ فَلَمَّا وَضَعَ الْقَدَحَ فِىْ يَدِهٖ رَمٰى بِهٖ وَقَالَ لَوْلاَ اَنِّىْ نَهَيْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلاَ مَرَّتَيْنِ كَاَنَّهُ يَقُوْلُ لَمْ اَفْعَلْ هٰذَا وَلٰكِنِّىْ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تَلْبَسُوْا الْحَرِيْرَ وَلاَ الدِّيْبَاجَ وَلاَ تَشْرَبُوْا فِىْ اٰنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلاَ تَاْكُلُوْا فِىْ صِحَافِهَا فَاِنَّهَا لَهُمْ فِى الدُّنْيَا وَهِىَ لَكُمْ (لَنَا) فِى الْاٰخِرَةِ .

৫০২৩. আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা (র) থেকে বর্ণিত। তারা হুযাইফা (রা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলেন। তিনি পানি চাইলেন। এক মজুসী (অগ্নিপূজক) তাকে পানি এনে দিল। সে তাঁর হাতে পানির পেয়ালা দেয়া মাত্র তিনি তা তার প্রতি ছুঁড়ে ফেলে দেন এবং বলেন, যদি না আমি একবার বা দুইবার তাকে নিষেধ করতাম, তাহলেও আমি এরূপ করতাম না। আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি, তোমরা রেশম বা রেশমজাত কাপড় পরিধান করো না এবং সোনা ও রূপার পাত্রে পান করো না কিংবা সোনা ও রূপার প্লেটে খাবার খেয়ো না। দুনিয়াতে এসব কাফেরদের জন্য আর আখেরাতে তা তোমাদের (আমাদের) জন্য।

৩১-অনুচ্ছেদ ঃ খাদ্য দ্রব্যের আলোচনা।

٥٠٢٤- عَنْ اَبِى مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ كَمَثَلِ الْاُتْرُجَّةِ رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِىْ لاَ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ لاَ رِيْحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِىْ لاَ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ لَيْسَ لَهَا رِيْحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ .

৫০২৪. আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যে মু'মিন ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে সে লেবুর সাথে তুলনীয়, যার খোশবুও উত্তম, স্বাদও উত্তম। আর যে মু'মিন ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে না, সে খেজুরের সাথে তুলনীয়, যার খোশবু নেই কিন্তু স্বাদ মিষ্ট। যে মুনাফিক কুরআন পাঠ করে না, সে হানযালা ফলের সাথে তুলনীয়—যার খোশবুও নেই, স্বাদও অতি তিক্ত। আর যে মুনাফিক কুরআন তিলাওয়াত করে, সে রায়হানা নামক ফুলের সাথে তুলনীয়—যার খোশবু অতি উত্তম কিন্তু স্বাদ বড় তিক্ত।

٥٠٢٥- عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلٰى سَائِرِ الطَّعَامِ .

৫০২৫. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ সারীদ নামীয় খাদ্যের যেমন মর্যাদা, নারীকুলের মধ্যে আয়েশার ঠিক তেমনি মর্যাদা।

٥٠٢٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلسَّفَرُ قِطْعَةٌ مِّنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ اَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ فَاِذَا قَضٰى نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهٖ فَلْيُعَجِّلْ اِلٰى اَهْلِهٖ .

৫০২৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ সফর হল এক টুকরা আযাব বা কষ্টদায়ক ব্যাপার। কেননা তা সফরকারীর খাবার ও নিদ্রার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। সুতরাং সফরের প্রয়োজনীয় কাজ সমাধা হলেই সফরকারী যেন দ্রুত তার পরিবারে ফিরে যায়।

৩২-অনুচ্ছেদ ঃ তরকারী।

٥٠٢٧- عَنْ رَبِيْعَةَ اَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَّقُوْلُ كَانَ فِىْ بَرِيْرَةَ ثَلٰثُ سُنَنٍ اَرَادَتْ عَائِشَةُ اَنْ تَشْتَرِيْهَا فَتُعْتِقَهَا فَقَالَ اَهْلُهَا وَلَنَا الْوَلاَءُ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَوْ شِئْتِ شَرَطْتِيْهِ لَهُمْ فَاِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ قَالَ وَاُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِىْ اَنْ تَقِرَّ تَحْتَ زَوْجِهَا اَوْ تُفَارِقَهُ وَدَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا بَيْتَ عَائِشَةَ وَعَلَى النَّارِ بُرْمَةٌ تَفُوْرُ فَدَعَا بِالْغَدَاءِ فَاُتِىَ بِخُبْزٍ وَّاُدْمٍ مِنْ اُدْمِ الْبَيْتِ فَقَالَ اَلَمْ اَرَ لَحْمًا قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّهُ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلٰى بَرِيْرَةَ فَاَهْدَتْهُ لَنَا فَقَالَ هُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا وَهَدِيَّةٌ لَّنَا .

৫০২৭. রাবীয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি কাসেম ইবনে মুহাম্মাদকে বলতে শুনেছেন, বারীরার হাদীস থেকে তিনটি মূলনীতি জানা যায়। আয়েশা (রা) বারীরাকে খরিদ করে আযাদ করে দিতে চাইলেন। কিন্তু তাঁর মালিকরা বলে, অভিভাবকত্বের অধিকার আমাদের থাকবে। আয়েশা (রা) এ ঘটনা রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি বলেন, যদি তুমি খরিদ করতে চাও, তাহলে তাদেরকে এ শর্ত করতে দাও। কেননা ওয়ালার হক আযাদকারীর প্রাপ্য। বর্ণনাকারী বলেন, বারীরাকে আযাদ করে দেয়া হলে সে এই এখতিয়ার লাভ করে যে, সে চাইলে তার স্বামীর সাথে থাকতে পারে অথবা আলাদাও হয়ে যেতে পারে। একদিন রসূলুল্লাহ (স) আয়েশা (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করলেন। চুলার উপর হাঁড়িতে (গোশত) টগ্‌বগ্‌ করছিল। তিনি কিছু খেতে চাইলে তাঁর সামনে রুটি ও ঘরের কিছু তরকারী আনা হল। তিনি জিজ্ঞেস করেন, আমি কেন গোশত দেখতে পাচ্ছি না ? তাঁরা জবাব দিলেন, হাঁ ইয়া রসূলাল্লাহ ! এ গোশত বারীরাকে সদাকা দেয়া হয়েছে। সে আবার হাদিয়া হিসেবে আমাদেরকে দিয়েছে। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, এটা তার জন্য সদাকা কিন্তু আমাদের জন্য হাদিয়া।

৩৩-অনুচ্ছেদ ঃ মিষ্টি ও মধু।

٥٠٢٨- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحِبُّ الْحَلْوٰى وَالْعَسَلَ .

৫০২৮. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) মিষ্টি ও মধু পসন্দ করতেন।

٥٠٢٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ اَلْزَمُ النَّبِىَّ ﷺ لِشِبَعِ بَطْنِىْ حِيْنَ لاَ اٰكُلُ الْخَمِيْرَ وَلاَ اَلْبَسُ الْحَرِيْرَ وَلاَ يَخْدُمُنِىْ فُلاَنٌ وَّفُلاَنَةٌ وَاُلْصِقُ بَطْنِى بِالْحَصْبَاءِ وَاَسْتَقْرِئُ الرَّجُلَ الْاٰيَةَ وَهِىَ مَعِىْ كَىْ يَنْقَلِبَ بِىْ فَيُطْعِمَنِىْ وَخَيْرُ النَّاسِ

لِلْمَسَاكِيْنِ جَعْفَرُ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ يَنْقَلِبُ بِنَا فَيُطْعِمُنَا مَا كَانَ فِيْ بَيْتِهِ حَتّٰى اِنْ كَانَ لَيُخْرِجُ اِلَيْنَا الْعُكَّةَ لَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ فَنَشْتَقُّهَا (فَنَسْتَفُّهَا) فَنَلْعَقُ مَا فِيْهَا.

৫০২৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমার খাবার রুটি ছিল না, পরার রেশমী কাপড় ছিল না এবং সেবার জন্য ছিল না কোন খাদেম, আমি পেটে পাথর বেঁধে রাখতাম, তখন আমি হর-হামেশা নবী (স)-এর খেদমতে তুষ্টি সহকারে খাবার উদ্দেশ্যে থাকতাম। আমি মানুষের নিকট আয়াত তিলাওয়াত করার আবেদন জানাতাম, অথচ তা আমি তিলাওয়াত করতে জানি, যেন তারা আমাকে তাদের বাড়ী নিয়ে যায় এবং খাবার খাওয়ায়। গরীব-মিসকীনদের জন্য জাফর ইবনে আবু তালিব (রা) ছিলেন সর্বোত্তম ব্যক্তি। তিনি আমাদেরকে সাথে নিয়ে যেতেন এবং তাঁর ঘরে যা থাকতো তা আমাদেরকে খাওয়াতেন। এমনকি কোন কোন সময় আমাদের সামনে তিনি কেবল চামড়ার খালি পাত্রটাই নিয়ে আসতেন। আমরা তা ভেঙ্গে চাটতাম।৭

৩৪-অনুচ্ছেদ ঃ কদু।

٥٠٣٠ـ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَتٰى مَوْلًى لَّهُ خَيَّاطًا فَاُتِيَ بِدُبَّاءٍ فَجَعَلَ يَاْكُلُهُ فَلَمْ اَزَلْ اُحِبُّهُ مُنْذُ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَاْكُلُهُ.

৫০৩০. আনাস (রা) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) তাঁর এক দর্জি গোলামের নিকট আসলেন। কদু পরিবেশন করা হলে রসূলুল্লাহ (স) তা খেতে লাগলেন। যেদিন আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে কদু খেতে দেখেছি, সেদিন থেকে আমিও কদু ভালবাসতে লাগলাম।

৩৫-অনুচ্ছেদ ঃ (দ্বীনী) ভাইদের জন্য খাবার তৈরীর কষ্ট স্বীকার করা।

٥٠٣١ـ عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ كَانَ مِنَ الْاَنْصَارِ رَجُلٌ يُّقَالُ لَهُ اَبُوْ شُعَيْبٍ وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ لَحَّامٌ فَقَالَ اِصْنَعْ لِيْ طَعَامًا اَدْعُوْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَامِسَ خَمْسَةٍ فَدَعَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَامِسَ خَمْسَةٍ فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّكَ دَعَوْتَنَا خَامِسَ خَمْسَةٍ وَهٰذَا رَجُلٌ قَدْ تَبِعَنَا فَاِنْ شِئْتَ اَذِنْتَ لَهُ وَاِنْ شِئْتَ تَرَكْتَهُ قَالَ بَلْ اَذِنْتُ لَهُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ اِسْمٰعِيْلَ يَقُوْلُ اِذَا كَانَ الْقَوْمُ عَلَى الْمَائِدَةِ فَلَيْسَ لَهُمْ اَنْ يَّتَنَاوَلُوْا مِنْ مَائِدَةٍ اِلٰى مَائِدَةٍ اُخْرٰى وَلٰكِنْ يُّنَاوِلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِيْ تِلْكَ الْمَائِدَةِ اَوْ يَدْعُوْا.

৫০৩১. আবু মাসউদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু শুয়াইব নামে একজন আনসারী ছিলেন। তাঁর ছিল এক ক্রীতদাস। সে গোশত বিক্রয় করত। একদা আবু

৭. ইসলামের প্রাথমিক যুগে সাহাবীদের আর্থিক অবস্থা এমনই শোচনীয় ছিল। অবশ্য পরে অবস্থার পরিবর্তন হয়।

শুয়াইব তাকে বলেন, তুমি আমার জন্য কিছু খাবার তৈরী কর। আমি রসূলুল্লাহ (স) সমেত পাঁচজন লোক দাওয়াত করব। সুতরাং তিনি দাওয়াত করে রসূলুল্লাহ (স) সমেত পাঁচজনকে খেতে ডাকলেন। তাঁদের সাথে আরো এক লোক যোগ দেয়। নবী (স) দাওয়াতকারীকে বলেন, তুমি আমাদের পাঁচজনকে দাওয়াত করেছ। এ ব্যক্তি আমাদের সাথে এসে গেছে। তুমি চাইলে তাকেও অনুমতি দিতে পার আর চাইলে বাদও দিতে পার। আবু শুয়াইব (রা) বলেন, আমি তাকেও অনুমতি দিলাম।

মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈলকে বলতে শুনেছি, তাদের এক দস্তরখানে খেতে বসলে অন্য দস্তরখান থেকে তাদের খাদ্য গ্রহণ সমীচীন নয়। একই দস্তরখানে বসা লোক পরস্পরকে খাদ্য সরবরাহ করবে অথবা দস্তরখান ছেড়ে চলেও যেতে পারে।

৩৬-অনুচ্ছেদ ঃ কাউকে খাওয়ার দাওয়াত দিয়ে নিজে অন্য কাজে মশগুল হয়ে যাওয়া।

٥٠٣٢- عَنْ اَنَسٍ قَالَ كُنْتُ غُلاَمًا اَمْشِيْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَدَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى غُلاَمٍ لَهُ خَيَّاطٍ فَاَتَاهُ بِقَصْعَةٍ فِيْهَا طَعَامٌ وَّعَلَيْهِ دُبَّاءٌ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ قَالَ فَلَمَّا رَاَيْتُ ذٰلِكَ جَعَلْتُ اَجْمَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ فَاَقْبَلَ الْغُلاَمُ عَلٰى عَمَلِهِ قَالَ اَنَسٌ لاَّاَزَالُ اُحِبُّ الدُّبَّاءَ بَعْدَ مَارَاَيْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَنَعَ مَا صَنَعَ .

৫০৩২. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বয়স কম ছিল। একদা আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে চলছিলাম। তিনি তাঁর এক খাদেমের গৃহে প্রবেশ করলেন। সে ছিল দর্জী। সে খাবার ভর্তি একটি পেয়ালা নবী (স)-এর সামনে হাযির করল। এর মধ্যে কদুও ছিল। রসূলুল্লাহ (স) বেছে বেছে কদু বের করতে লাগলেন। রাবী বলেন, আমি এটা দেখে তাঁর সামনে কদু জমা করতে লাগলাম। এবং খাদেমটি তার নিজ কাজে মশগুল হয়ে গেল। আনাস (রা) বর্ণনা করেন, যেদিন থেকে আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে এটা করতে দেখলাম, সেদিন থেকেই আমি কদু ভালবাসতে লাগলাম।

৩৭-অনুচ্ছেদ ঃ তরকারীর শুরুয়া।

٥٠٣٣- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ خَيَّاطًا دَعَا النَّبِيَّ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ فَذَهَبْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَرَّبَ خُبْزَ شَعِيْرٍ وَّمَرَقًا فِيْهِ دُبَّاءٌ وَّقَدِيْدٌ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَى الْقَصْعَةِ فَلَمْ اَزَلْ اُحِبُّ الدُّبَّاءَ بَعْدَ يَوْمَئِذٍ .

৫০৩৩. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-কে এক দর্জী খাবার দাওয়াত দেয়। তা সে নবী (স)-এর জন্যই পাক করেছিল। আমিও নবী (স)-এর সাথে গেলাম। দর্জী যবের রুটি ও শুরুয়া সামনে এনে দিল। এ শরুয়ার মধ্যে কদু ও শুকনা গোশত ছিল। আমি নবী (স)-কে দেখলাম, তিনি পেয়ালার চারদকি থেকে কদু তালাশ করে করে নিচ্ছেন (এবং খাচ্ছেন)। সেদিন থেকে আমিও কদু পসন্দ করতে লাগলাম।

৩৮-অনুচ্ছেদ ঃ শুকনা গোশত।

٥٠٣٤ - عَنْ اَنَسٍ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ اُتِىَ بِمَرَقَةٍ فِيْهَا دُبَّاءٌ وَّقَدِيْدٌ فَرَاَيْتُهُ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ يَاْكُلُهَا.

৫০৩৪. আনাস (রা) বলেন, আমি দেখলাম নবী (স)-এর সামনে শুরুয়া আনা হল। তাতে কদু ও শুকনা গোশত ছিল। আমি দেখলাম, তিনি খুঁজে খুঁজে কদু তুলে নিচ্ছেন এবং খাচ্ছেন।

٥٠٣٥ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَافَعَلَهُ اِلاَّ فِىْ عَامٍ جَاعَ النَّاسُ اَرَادَ اَنْ يُّطْعِمَ الْغَنِىُّ الْفَقِيْرَ وَاِنْ كُنَّا لَنَرْفَعُ الْكُرَاعَ بَعْدَ خَمْسَ عَشَرَةَ وَمَا شَبِعَ اٰلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ خُبْزِ بُرٍّ مَّادُوْمٍ ثَلٰثًا.

৫০৩৫. আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) (কুরবানীর গোশত তিন দিনের বেশী খেতে) কেবল সেই বছর নিষেধ করেছেন, যে বছর জনগণ দুর্ভিক্ষ পিড়ীত হয়েছিল। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, ধনীরা যেন গরীবদেরকে গোশত খাওয়ায়। আমরা (অন্য সময়) পনর দিন পর্যন্ত পায়া তুলে রাখতাম। মুহাম্মাদ (স)-এর পরিবার-পরিজন একাধারে তিন দিন তৃপ্ত হয়ে তরকারী দিয়ে গমের রুটি খাননি।

৩৯-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি দস্তরখানে স্বীয় সংগীদের সামনে কোন কিছু উপস্থিত করে। ইবনুল মুবারক বলেন, পরস্পরকে খাদ্য পরিবেশন দূষণীয় নয়, তবে এক দস্তরখান থেকে অন্য দস্তরখানে খাদ্য নেয়া যাবে না।

٥٠٣٦ - عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ اِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ قَالَ اَنَسٌ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى ذٰلِكَ الطَّعَامِ فَقَرَّبَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خُبْزًا مِّنْ شَعِيْرٍ وَّمَرَقًا فِيْهِ دُبَّاءٌ وَّقَدِيْدٌ قَالَ اَنَسٌ فَرَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوْلِ الْقَصْعَةِ فَلَمْ اَزَلْ اُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَّوْمَئِذٍ وَقَالَ ثُمَامَةُ عَنْ اَنَسٍ فَجَعَلْتُ اَجْمَعُ الدُّبَّاءَ بَيْنَ يَدَيْهِ .

৫০৩৬. আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, এক দর্জী খাবার তৈরি করে রসূলুল্লাহ (স)-কে দাওয়াত দিল। আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে সেই খাওয়ার দাওয়াতে গেলাম। সে রসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে যবের রুটি ও শুরুয়া হাযির করে। শুরুয়ার মধ্যে কদু ও শুকনো গোশত ছিল। আমি দেখলাম যে, রসূলুল্লাহ (স) পেয়ালার চারদিক থেকে কদু তালাশ করে তুলে নিচ্ছেন (এবং খাচ্ছেন)। সেদিন থেকে আমি হামেশা কদু পসন্দ করি। সুমামা—আনাস (রা) সূত্রে আরো আছে ঃ আমি নবী (স)-এর সামনে কদু জমা করতে লাগলাম।

৪০-অনুচ্ছেদ ঃ তাজা খেজুর ও শসা মিশিয়ে খাওয়া।

٥٠٣٧ ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَاْكُلُ الرُّطَبَ بِالْقِثَّاءِ .

৫০৩৭. আবদুল্লাহ ইবনে জাফর ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-কে শসার সাথে তাজা খেজুর মিশিয়ে খেতে দেখেছি।

৪১-অনুচ্ছেদ ঃ নিম্নমানের খেজুর।

٥٠٣٨ـ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ قَالَ تَضَيَّفْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ سَبْعًا فَكَانَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ وَخَادِمُهُ يَعْتَقِبُوْنَ اللَّيْلَ اَثْلاَثًا يُصَلِّىْ هٰذَا ثُمَّ يُوْقِظُ هٰذَا وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ قَسَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ اَصْحَابِهِ تَمْرًا فَاَصَابَنِىْ سَبْعُ تَمَرَاتٍ اِحْدَاهُنَّ حَشَفَةٌ .

৫০৩৮. আবু উসমান (র) বলেন, আমি (একবার) সাত দিন ধরে আবু হুরাইরা (রা)-এর মেহমান ছিলাম। তিনি, তার স্ত্রী ও তাঁর খাদেম গোটা রাতকে তিন অংশে ভাগ করে নিয়েছিলেন। একজন (তাঁর অংশে) নামায আদায় করতেন, অতপর অপরজনকে জাগিয়ে দিতেন (এভাবে সারারাত তাঁর ঘরে নামায পড়া হতো)। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, রসূলুল্লাহ (স) একদিন তাঁর সাহাবীগণের মধ্যে খেজুর বণ্টন করলেন। আমার ভাগেও সাতটি খেজুর পড়ল। এর মধ্যে একটি ছিল চিটা খেজুর।

٥٠٣٩ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَسَمَ النَّبِىُّ ﷺ بَيْنَنَا تَمْرًا فَاَصَابَنِىْ مِنْهُ خَمْسٌ اَرْبَعُ تَمَرَاتٍ وَّحَشَفَةٌ ثُمَّ رَاَيْتُ الْحَشَفَةَ هِىَ اَشَدُّهُنَّ لِضِرْسِىْ .

৫০৩৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) আমাদের মাঝে খেজুর বণ্টন করলেন। তা থেকে আমিও পাঁচটি খেজুর পেলাম। এর মধ্যে চারটি উৎকৃষ্ট খেজুর ছিল, আর একটি ছিল চিটা খেজুর। আমি দেখলাম, এ চিটা খেজুরটি আমার দাঁতে শক্ত ও কঠিন বোধ হল।

৪২-অনুচ্ছেদ ঃ তাজা খেজুর ও শুকনো খেজুর। আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

وَهُزِّىْ اِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا .

"(হে মরিয়ম,) তুমি নিজের দিকে খেজুর গাছের কাণ্ড নাড়া দাও। তা তোমাকে সদ্য পাকা খেজুর ছুঁড়ে দিবে"–(সূরা মরিয়ম ঃ ২৫)। আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স)-এর ওফাতের পূর্বে আমরা দুই রকম কালো জিনিস অর্থাৎ শুকনো খেজুর ও পানি দ্বারা পেট ভরতাম।

٥٠٤٠ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ يَهُوْدِىٌّ وَّكَانَ يُسْلِفُنِىْ فِىْ تَمْرِىْ اِلَى الْجُدَادِ وَكَانَتْ لِجَابِرٍ الْاَرْضُ الَّتِىْ بِطَرِيْقِ رُوْمَةَ فَجَلَسَتْ فَخَلاَ عَامًا فَجَاءَنِىْ الْيَهُوْدِىُّ عِنْدَ الْجُدَادِ وَلَمْ اَجِدْ مِنْهَا شَيْئًا فَجَعَلْتُ اَسْتَنْظِرُهُ اِلَى

قَابِلٍ فَيَابَى فَأُخْبِرَ بِذٰلِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ اُمْشُوْا نَسْتَنْظِرْ لِجَابِرٍ مِّنَ الْيَهُوْدِيِّ فَجَاؤُنِيْ فِيْ نَخْلِيْ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يُكَلِّمُ الْيَهُوْدِيَّ فَيَقُوْلُ اَبَا الْقَاسِمِ لاَ اُنْظِرُهُ فَلَمَّا رَاَى النَّبِيُّ ﷺ قَامَ فَطَافَ فِي النَّخْلِ ثُمَّ جَاءَهُ فَكَلَّمَهُ فَاَبٰى فَقُمْتُ فَجِئْتُ بِقَلِيْلِ رُطَبٍ فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ فَاَكَلَ ثُمَّ قَالَ اَيْنَ عَرِيْشُكَ يَا جَابِرُ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ افْرُشْ لِيْ فِيْهِ فَفَرَشْتُهُ فَدَخَلَ فَرَقَدَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَجِئْتُهُ بِقَبْضَةٍ اُخْرٰى فَاَكَلَ مِنْهَا ثُمَّ قَامَ فَكَلَّمَ الْيَهُوْدِيَّ فَاَبٰى عَلَيْهِ فَقَامَ فِي الرِّطَابِ فِي النَّخْلِ الثَّانِيَةَ ثُمَّ قَالَ يَا جَابِرُ جُدَّ وَاقْضِ فَوَقَفَ فِيْ الْجُدَادِ فَجَدَدْتُ مِنْهَا مَا قَضَيْتُهُ وَفَضَلَ مِنْهُ (مِثْلُهُ) فَخَرَجْتُ حَتّٰى جِئْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَبَشَّرْتُهُ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ .

৫০৪০. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনায় এক ইহূদী ছিল। খেজুর কাটার মৌসুমে খেজুর প্রদানের শর্তে সে আমাকে অগ্রিম টাকা দিয়ে বায়ে সালাম (অগ্রিম ক্রয়) করত। রূমা নামক কূপের পথে জাবের (রা)-এর একখণ্ড জমি (খেজুর বাগান) ছিল। এক বছর ওই জমিতে কোন ফলন হয়নি। ফল কাটার মৌসুমে ইহূদী আমার নিকট আসল। আমি বাগান থেকে কিছুই সংগ্রহ করতে পারিনি। অতএব আমি তার কাছে পরবর্তী বছর পর্যন্ত অবকাশ চাইলাম কিন্তু সে রাজী হল না। সুতরাং আমি ব্যাপারটি নবী (স)-কে অবহিত করলাম। তিনি তাঁর সাহাবীগণকে বলেন, চল, জাবেরের জন্য এ ইহূদী থেকে অবকাশ নিয়ে নেই। অতপর তারা আমার খেজুর বাগানে আসনে এবং নবী (স) ইহুদীর সাথে আমাকে অবকাশ দানের ব্যাপারে আলাপ করতে লাগলেন। সে বলল, হে আবুল কাসেম ! আমি তাকে আর সময় দিব না। নবী (স) তার মনোভাব লক্ষ্য করে উঠে গিয়ে বাগানে ঘুরলেন। তারপর সেই ইহূদীর নিকট আসলেন এবং তার সাথে আলাপ করলেন। এবারও সে রাজী হল না। অতপর আমি উঠে গিয়ে কিছু তাজা পাকা খেজুর নিয়ে আসলাম এবং নবী (স)-এর সামনে রাখলাম। তিনি তা খাওয়ার পর জিজ্ঞেস করেন, হে জাবের ! তোমার ঘর কোন্ স্থানে ? আমি তাঁকে তা বলে দিলাম। তিনি বলেন, আমার জন্য তাতে বিছানা বিছাও। আমি তাঁর জন্য একখানা বিছানা পেতে দিলাম। তিনি ভেতরে প্রবেশ করলেন এবং ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুম থেকে জাগলেন এবং সেই ইহূদীর সাথে (সময়দানের ব্যাপারে) আলাপ করলেন কিন্তু এবারও সে সময় দিতে অস্বীকার করল। তিনি দ্বিতীয়বার খেজুর বাগানে গেলেন এবং বললেন, হে জাবের! তুমি খেজুর কেটে তার পাওনা আদায় করে দাও। তিনি খেজুরের স্তূপের উপর বসে পড়লেন। আমার তোলা (খেজুর) থেকে ঐ ইহূদীর পাওনা শোধ করার পরও অতিরিক্ত বেঁচে গেল। অতপর (এ বরকত দেখে) আমি ছুটে এসে নবী (স)-এর নিকট হাযির হলাম এবং তাঁকে এ সুখবর দান করলাম। তিনি বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয় আমি আল্লাহ্‌র রসূল।

৪৩-অনুচ্ছেদ ঃ ছড়া থেকে খেজুর খাওয়া।

٥٠٤١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ جُلُوسٌ اِذَا أُتِيَ بِجُمَّارِ نَخْلَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ مِنَ الشَّجَرِ بَرَكَةً كَبَرَكَةِ الْمُسْلِمِ فَظَنَنْتُ اَنَّهُ يَعْنِي النَّخْلَةَ فَاَرَدْتُ اَنْ اَقُوْلَ هِيَ النَّخْلَةُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ثُمَّ الْتَفَتُّ فَاِذَا اَنَا عَاشِرُ عَشَرَةٍ اَنَا اَحْدَثُهُمْ فَسَكَتُّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هِيَ النَّخْلَةُ .

৫০৪১. আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা নবী (স)-এর সামনে বসা ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি তাঁর নিকট খেজুরের ছড়া পাঠালো। নবী (স) বলেন, এমন একটি বৃক্ষ আছে, যা মুসলমানদের ন্যায় বরকতপূর্ণ ও কল্যাণময়। আমি ভাবলাম, এ বৃক্ষ দ্বারা নবী (স) খেজুর বৃক্ষ বুঝাতে চাচ্ছেন। আমি বলতে চেয়েছিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ ! সেটি হল খেজুর বৃক্ষ। তারপর আমি চার দিকে নযর দৌড়ালাম। আমি দেখলাম আমি হলাম দশজনের মধ্যে দশম এবং সবার মধ্যে কম বয়স্ক। তাই আমি চুপ রইলাম। নবী (স) বলেন, ওটি হলো খেজুর বৃক্ষ।

৪৪-অনুচ্ছেদ ঃ আজওয়া (উন্নতমানের) খেজুর।

٥٠٤٢- عَنْ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرَّهُ (يَضِرْهُ) فِي ذٰلِكَ الْيَوْمِ سَمٌّ وَّلَا سِحْرٌ .

৫০৪২. সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন, কোন লোক যে দিন সকালে সাতটি আজওয়া খেজুর খাবে সেদিন কোন রকম বিষ ও যাদু তার ক্ষতি করতে পারবে না।

৪৫-অনুচ্ছেদ ঃ এক সাথে দু'টি খেজুর খাওয়া।

٥٠٤٣- عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ اَصَابَنَا عَامُ سَنَةٍ مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ رَزَقَنَا تَمْرًا فَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا وَنَحْنُ نَاكُلُ وَيَقُوْلُ لَا تُقَارِنُوْا فَاِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الْقِرَانِ ثُمَّ يَقُوْلُ اِلَّا اَنْ يَّسْتَاْذِنَ الرَّجُلُ اَخَاهُ قَالَ شُعْبَةُ اَلْاِذْنُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ .

৫০৪৩. জাবালা ইবনে সুহাইম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (আবদুল্লাহ্) ইবনুয যুবাইর (রা)-এর আমলে দুর্ভিক্ষে পতিত হয়েছিলাম। তিনি আমাদের খেজুর খাওয়াতেন। যখন আমরা খেজুর খেতে থাকতাম, তখন কখনো কখনো আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা) আমাদের নিকট দিয়ে যেতেন এবং বলতেন, তোমরা দু'টি খেজুর এক সাথে খেও না। কারণ নবী (স) এক সাথে দু'টি খেজুর খেতে নিষেধ করেছেন। তিনি পুনরায় বলেন, তবে তার সাথী তাকে অনুমতি দিলে খাওয়া যাবে। শো'বা বলেন, অনুমতি নেয়ার কথা ইবনে উমার (রা)-এর উক্তি।

৪৬-অনুচ্ছেদ ঃ খেজুর গাছের বরকত।

٥٠٤٤ ـ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً تَكُوْنُ مِثْلَ الْمُسْلِمِ وَهِيَ النَّخْلَةُ .

৫০৪৪. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, বৃক্ষের মধ্যে একটি বৃক্ষ এমন আছে, যা মুসলমানদের অনুরূপ এবং সেটি হল খেজুর বৃক্ষ।

৪৭-অনুচ্ছেদ ঃ শসার বর্ণনা।

٥٠٤٥ ـ عَنْ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ جَعْفَرٍ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَاْكُلُ الرُّطَبَ بِالْقِثَّاءِ .

৫০৪৫. সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) বলেছেন, আমি নবী (স)-কে তাজাপাকা খেজুর শসার সাথে মিলিয়ে খেতে দেখেছি।

৪৮-অনুচ্ছেদ ঃ এক সাথে দুই ধরনের ফল কিংবা দুই রকম খাদ্য খাওয়া।

٥٠٤٦ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَاْكُلُ الرُّطَبَ بِالْقِثَّاءِ .

৫০৪৬. আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে শসার সাথে তাজা-পাকা খেজুর মিলিয়ে খেতে দেখেছি।

৪৯-অনুচ্ছেদ ঃ দশজন করে ভেতরে ডাকা এবং দশজন করে দস্তরখানে বসা।

٥٠٤٧ـ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ اُمَّ سُلَيْمٍ اُمَّهُ عَمَدَتْ اِلٰى مُدٍّ مِّنْ شَعِيْرٍ جَشَّتْهُ وَجَعَلَتْ مِنْهُ خَطِيْفَةً وَّعَصَرَتْ عُكَّةً عِنْدَهَا ثُمَّ بَعَثَتْنِيْ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاَتَيْتُهُ وَهُوَ فِيْ اَصْحَابِهٖ فَدَعَوْتُهُ قَالَ وَمَنْ مَّعِيْ فَجِئْتُ فَقُلْتُ اِنَّهُ يَقُوْلُ وَمَنْ مَّعِيَ فَخَرَجَ اِلَيْهِ اَبُوْ طَلْحَةَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ صَنَعَتْهُ اُمُّ سُلَيْمٍ فَدَخَلَ فَجِيءَ بِهٖ وَقَالَ اَدْخِلْ عَلَيَّ عَشَرَةً فَدَخَلُوْا (فَاَدْخِلُوْا) فَاَكَلُوْا حَتّٰى شَبِعُوْا ثُمَّ قَالَ اَدْخِلْ عَلَى عَشَرَةً فَدَخَلُوْا فَاَكَلُوْاحَتّٰى شَبِعُوْا ثُمَّ قَالَ اَدْخِلْ عَلَيَّ عَشَرَةً حَتّٰى عَدَّ اَرْبَعِيْنَ ثُمَّ اَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَامَ فَجَعَلْتُ اَنْظُرُ هَلْ نَقَصَ مِنْهَا شَيْءٌ .

৫০৪৭. আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তাঁর আম্মা উম্মু সুলাইম (রা) এক মুদ যব গুলিয়ে দলা পাকালেন এবং তাঁর নিকটস্থ ঘিয়ের ভাণ্ড নিংড়িয়ে তাতে দিলেন। অতপর তিনি আমাকে নবী (স)-এর নিকট পাঠান। আমি এসে তাঁকে দাওয়াত করলাম। তিনি তাঁর সাহাবীগণের সাথে ছিলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তারাও কি আসবে, যারা আমার সাথে রয়েছে ? আমি (বাড়ীতে) ফিরে এসে বললাম, নবী (স) জিজ্ঞেস করছেন, তারাও কি

আসবে যারা তাঁর সাথে রয়েছ ? আবু তালহা (রা) নবী (স)-এর নিকট বেরিয়ে আসলেন এবং আরয কররেন, ইয়া রসূলাল্লাহ ! উম্মু সুলাইম যা তৈরী করেছে তা যৎ সামান্য। নবী (স) তাশরীফ আনলেন। তার সামনে সেই খাদ্য আনা হল। তিনি বলেন, দশজন লোককে ভেতরে নিয়ে এসো। তাঁরা আসলেন এবং সবাই তৃপ্তি মিটিয়ে খেলেন। রসূলুল্লাহ (স) পুনরায় বলেন, আরও দশজনকে নিয়ে এসো। সুতরাং তারা আসলেন এবং সবাই তৃপ্তি মিটিয়ে খেলেন। তিনি আবার বলেন, আরও দশজন নিয়ে এসো। সুতরাং তাঁরা আসলেন এবং তৃপ্তি মিটিয়ে খেলেন। এমনকি তিনি চল্লিশ ব্যক্তি গুণলেন। তারপর নবী (স) নিজে খেলেন। অতপর বিদায় হন। আমি ওই খাদ্যের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তা কমেছে কিনা।

৫০- অনুচ্ছেদ ঃ রসুন ও (দুর্গন্ধযুক্ত) তরকারী খাওয়া মাকরূহ। এ বিষয়ে নবী (স) থেকে ইবনে উমার (রা) হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥٠٤٨- عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ قِيْلَ لاَنَسٍ مَا سَمِعْتَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ فِى الثُّوْمِ فَقَالَ مَنْ اَكَلَ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا.

৫০৪৮. আবদুল আযীয (র) বলেন, আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হল, আপনি কি রসুন (খাওয়া) সম্পর্কে নবী (স)-কে কিছু বলতে শুনেছেন ? তিনি জবাব দিলেন, নবী (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি (রসুন) খায়, সে যেন আমাদের মসজিদের নিকটেও না আসে।[৮]

٥٠٤٩- عَنْ عَطَاءٍ اَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ زَعَمَ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ اَكَلَ ثُوْمًا اَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا اَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا.

৫০৪৯. আতা (র) থেকে বর্ণিত। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ ,রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি পেয়াজ-রসুভ খায় সে যেন অবশ্যই আমাদের থেকে আলাদা থাকে ণবং আমাদের মসজিদ থেকে দূরে থাকে।

৫১-অনুচ্ছেদ : কাবাস অর্থাৎ পিলু ফল।

٥٠٥٠- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ بِمَرِّ لظَّهْرَانِ نَجْنِى الْكَبَاثَ فَقَالَ عَلَيْكُم بِالْاَسْوَدِ مِنْهُ فَاِنَّه اَطْيَبُ فَقَالَ اَكُنْتَ تَرْعَى الْغَنَمَ قَامَ نَعَمْ وَهَلْ مِنْ نَبِىٍّ اِلاَّ رَعَاهَا.

৫০৫০. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে মাররুযযাহরান নামক স্থানে পিলু ফল কুড়াচ্ছিলাম। তখন নবী (স) বললেন, তোমরা কালোগুলো কুড়িয়ে নাও। কেননা কালোগুলোই উত্তম। জাবের (রা)

---

৮. কাঁচা পেয়াজ-রসুন খেলে মুখে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়। এ দুর্গন্ধ নিয়ে মসজিদে আসলে আশেপাশের লোকের কষ্ট হয় এবং ফেরেশতাগণও কষ্ট পায়। এজন্য কাঁচা পেয়াজ-রসুন খেয়ে মসজিদে যাওয়া মাকরূহ। কাঁচা পেয়াজ-রসুন খাওয়া বিশেষজ্ঞ আলেমদের মতে মাকরূহ তানযিহী। হাদীসে এই কাঁচা পেয়াজ-রসুনের কথাই বলা হয়েছে।

বলেন, আপনি কি বক্‌রী চরিয়েছেন ? তিনি বলেন, হাঁ। এমন কোন নবী নেই, যিনি ছাগল চরাননি।[৯]

৫২-অনুচ্ছেদ ঃ আহারের পর কুল্লি করা।

٥٠٥١- عَنْ سُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى خَيْبَرَ فَلَمَّا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ دَعَا بِطَعَامٍ فَمَا اُتِىَ بِطَعَامٍ اِلاَّ بِسَوِيْقٍ فَاَكَلْنَا فَقَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ فَتَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا قَالَ يَحْيٰى سَمِعْتُ بُشَيْرًا يَقُوْلُ حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى خَيْبَرَ فَلَمَّا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ قَالَ يَحْيٰى وَهِىَ مِنْ خَيْبَرَ عَلٰى رَوْحَةٍ دَعَا بِطَعَامٍ فَمَا اُتِىَ اِلاَّ بِسَوِيْقٍ فَلُكْنَاهُ فَاَكَلْنَا مَعَهُ (مِنْهُ) ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا مَعَهُ ثُمَّ صَلّٰى بِنَا الْمَغْرِبَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَقَالَ سُفْيَانُ كَاَنَّكَ تَسْمَعُهُ مِنْ يَحْيٰى .

৫০৫১. সুয়াইদ ইবনুন নু'মান (রা) বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে খায়বার রওয়ানা হলাম। আমরা আস-সাহবা নামক স্থানে পৌছলে নবী (স) খাদ্য নিয়ে ডাকেন। শুধু ছাতুই পেশ করা হল। আমরাও খেলাম। তিনি নামাযের জন্য উঠে দাঁড়ান। তিনি কুল্লি করলেন, আমরাও কুল্লি করলাম। ইয়াহ্ইয়া বলেছেন, আমি বুশাইরকে বলতে শুনেছি, আমাদের নিকট সুয়াইদ (রা) বর্ণনা করেছেন, আমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে খায়বারের দিকে রওয়ানা হলাম। আমরা আস-সাহবা নামক স্থানে পৌছলাম। ইয়াহ্ইয়া বলেছেন, এ জায়গাটা খায়বার থেকে এক মঞ্জিল দূরে অবস্থিত। অতপর নবী (স) খাবার চাইলেন। তখন তাঁর সামনে কেবল ছাতু পেশ করা হল। আমরা তাতে মুখ লাগিয়ে তাঁর সাথে খেলাম। তারপর তিনি পানি চেয়ে আনালেন এবং কুল্লি করলেন। তাঁর সঙ্গে আমরাও কুল্লি করলাম। এরপর তিনি আমাদেরকে মাগরিবের নামায পড়ালেন, কিন্তু পুনরায় উযু করেননি। সুফিয়ান বলেছেন, (আমি তোমার নিকট এমনভাবে বর্ণনা করেছি) যেন তুমি ইয়াহইয়ার নিকট শুনছো (অর্থাৎ তাঁর বর্ণনা ও আমার বর্ণনা হুবহু একই।)[১০]

৫৩-অনুচ্ছেদ ঃ রুমাল দিয়ে মুছে ফেলার আগে আঙ্গুল চেটে খাওয়া।

٥٠٥٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا اَكَلَ اَحَدُكُمْ فَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ حَتّٰى يَلْعَقَهَا اَوْ يُلْعِقَهَا .

---

৯. মাররুয যাহরান মক্কার পথে একটি প্রসিদ্ধ স্থান। পিলু ফল এক জাতীয় কালো ফল, আরবের পাহাড়ে বা বনে হয়। এসব স্থানে সাধারণত যারা ছাগল চরায় তারাই এ ফলের গুণাগুণ সম্পর্কে অবহিত। রসূল (স) কালোগুলো সুস্বাদু বলায় জাবের (রা) আশ্চর্য হয়েছেন এ জন্যে যে, ছাগল না চরালে তো এ খবর জানা সম্ভব নয়। তাই তিনি এ প্রশ্ন করেছেন। রসূল (স) বলেছেন, সব নবীই ছাগল চরান। মূলত ছাগল চরানো খুবই কষ্টকর। এজন্যে অত্যন্ত ধৈর্য ও সংযমের দরকার। কারণ উম্মাত পরিচালনায় এর চেয়েও বেশী ধৈর্য ধরতে হয়, কষ্ট সইতে হয়। আল্লাহ তাআলা সব নবী দ্বারাই ছাগল চরানোর কাজ করিয়েছেন। এটা উম্মাত পরিচালনার বাস্তব প্রশিক্ষণ।

১০. কোন কিছু খেলে উযু নষ্ট হয় না। ছাতু খাওয়ার পর সবাই কুল্লি করেছেন। ফলে মুখে কিছু থাকেনি এবং উযুরও প্রয়োজন পড়েনি।

৫০৫২. ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, তোমাদের কেউ যখন কিছু খায়, সে যেন হাত মুছে ফেলার আগে তা চেটে খায়, কিংবা অন্যকে দিয়ে চাটায়।

৫৪-অনুচ্ছেদ ঃ রুমাল।

٥٠٥٣- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ سَاَلَهُ عَنِ الْوُضُوْءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ فَقَالَ لاَ قَدْ كُنَّا زَمَانَ النَّبِيِّ ﷺ لاَنَجِدُ مِثْلَ ذٰلِكَ مِنَ الطَّعَامِ اِلاَّ قَلِيْلاً فَاِذَا نَحْنُ وَجَدْنَاهُ لَمْ يَكُنْ لَنَا مَنَادِيْلُ اِلاَّ اَكُفُّنَا وَسَوَاعِدُنَا وَاَقْدَامُنَا ثُمَّ نُصَلِّىْ وَلاَ نَتَوَضَّأُ.

৫০৫৩. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তার নিকট আগুনে পাকানো জিনিস খাওয়ার পর (পুনরায়) উযু করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, না (অনুরূপ খাদ্য খাওয়ার পর পুনরায় উযু নেই)। নবী (স)-এর যমানায় খুব কম খাদ্যই আমাদের ভাগ্যে জুটতো। আর যখন আমরা খাদ্য পেতাম, তখন হাতের পাঞ্জা, বাজু ও পা ভিন্ন কোন রুমাল আমরা পেতাম না। অতপর (খেয়ে দেয়ে) আমরা নামায পড়তাম কিন্তু পুনরায় উযু করতাম না।

৫৫-অনুচ্ছেদ ঃ খাওয়ার পর কি দোয়া পড়বে।

٥٠٥٤- عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا رُفِعَ مَائِدَتُهُ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَّلاَ مُوَدَّعٍ وَّلاَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا.

৫০৫৪. আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত। যখন নবী (স)-এর সামনে থেকে (খাওয়া শেষে) তাঁর দস্তরখান তুলে নেয়া হতো, তখন তিনি এ দোয়া পড়তেন ঃ "আলহামদু লিল্লাহি কাসীরান তায়্যিবান মুবারাকান ফীহি গাইরা মাকফীয়্যিন ওয়ালা মুওয়াদ্দাইন ওয়ালা মুসতাগনান আনহু রব্বানা।" অর্থাৎ "পাক-পবিত্র, বরকতময় অনেক অনেক তারীফ সমস্তই আল্লাহ্‌র জন্য। হে পরোয়ারদিগার ! তা হতে কখনো মুখ ফিরাতে পারব না, তা কখনো চিরতরে বিদায় দিতে পারব না, তা হতে নির্লিপ্ত হতে পারব না।"

٥٠٥٥- عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ وَقَالَ مَرَّةً اِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَفَانَا وَاَرْوَانَا غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَّلاَ مَكْفُوْرٍ وَّقَالَ مَرَّةً لَكَ الْحَمْدُ رَبَّنَا غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَّلاَ مُوَدَّعٍ وَّلاَ مُسْتَغْنًى رَبَّنَا.

৫০৫৫. আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত। নবী (স) যখন খাওয়া থেকে অবসর হতেন বা দস্তরখান তুলে ফেলতেন, তখন এ দোয়া পড়তেন ঃ "আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী কাফানা ওয়া আরওয়ানা গাইরা মাকফীয়্যিন ওয়ালা মাকফুরিন"—"সমস্ত তারীফ আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আমাদেরকে যথেষ্ট খাইয়েছেন এবং পরিতৃপ্ত করেছেন। না তা হতে মুখ ফেরানো যায়

আর না নাশোকরী করা যায়"।[১১] কখনো কখনো তিনি এ দোয়া করতেন ঃ লাকাল হামদু রব্বানা গাইরা মাকফীয়্যিন ওয়ালা মুওয়াদ্দাইন ওয়ালা মুসতাগনান আনহু রব্বানা।

৫৬-অনুচ্ছেদ ঃ খাদেমের সাথে খাওয়া।

٥٠٥٦ـ عَنْ مُحَمَّدٍ هُوَ ابْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا اَتَى اَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَاِنْ لَّمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ اُكْلَةً اَوْ اُكْلَتَيْنِ اَوْ لُقْمَةً اَوْ لُقْمَتَيْنِ فَاِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَعِلاَجَهُ .

৫০৫৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন, তোমাদের কারো নিকট যখন তার খাদেম খাবার নিয়ে আসে এবং সে লোক তাকে তার সাথে না বসায় তবে তাকে অন্তত দুই-এক লোক্‌মা অবশ্যই দিয়ে দিবে। কেননা সে (পাক ঘরের) উত্তাপ এবং ঐ খানা তৈরীর সমুদয় ক্লেশ বরদাশত করেছে।[১২]

৫৭-অনুচ্ছেদ ঃ কৃতজ্ঞ আহারকারী ধৈর্যশীল রোযাদারের সমতুল্য। এ বিষয়ে আবু হুরাইরা (রা) নবী (স) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৫৮-অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তিকে খানার দাওয়াত দিলে (এবং অপর কেউ তার সাথে এসে গেলে) সে বলবে, এ ব্যক্তি আমার সাথে এসে গেছে। আনাস (রা) বলেন, তুমি কোন মুসলমানের নিকট গেলে এবং সে সন্দেহযুক্ত ব্যক্তি না হলে তার খানা খাও এবং তার পানীয় পান কর।

٥٠٥٧ـ عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ يُكْنَى اَبَا شُعَيْبٍ وَكَانَ لَهُ غُلاَمٌ لَحَّامٌ فَاَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِيْ اَصْحَابِهِ فَعَرَفَ الْجُوْعَ فِيْ وَجْهِ النَّبِيِّ ﷺ فَذَهَبَ اِلَى غُلاَمِهِ اللَّحَّامِ فَقَالَ اصْنَعْ لِيْ طَعَامًا يَكْفِيْ خَمْسَةً لَعَلِّيْ اَدْعُو النَّبِيَّ ﷺ خَامِسَ خَمْسَةٍ فَصَنَعَ لَهُ طُعَيْمًا ثُمَّ اَتَاهُ فَدَعَاهُ فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا اَبَا شُعَيْبٍ اِنَّ رَجُلاً تَبِعَنَا فَاِنْ شِئْتَ اَذِنْتَ لَهُ وَاِنْ شِئْتَ تَرَكْتَهُ قَالَ لاَ بَلْ اَذِنْتُ لَهُ .

---

১১. এ দোয়াগুলো ছাড়া আরো একটি দোয়া বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত আছে। পানাহার শেষে এ দোয়াটি পড়াই অধিক প্রচলিত আছে ঃ "আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আতআমানা ওয়াসাকানা ওয়াজাআলানা মিনাল মুসলিমীন।" —"সমস্ত তারীফ আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে খাইয়েছেন, পান করিয়েছেন এবং মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।" পানাহার শেষে এর যে কোন একটি দোয়া করে আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করা উচিত।

১২. ইসলামে চাকর ও মালিকে কোন ভেদাভেদ নেই—সবাই সমান। তাই পাচক খানা পাক করে আনলে তাকে সাথে বসিয়ে খাওয়ানোই ইসলামের নিয়ম। নিজে যা খাবে তা তাকেও খাওয়াবে, যা পরবে, তাকেও তা পরাবে। এতটুকু উদারতা দেখানোর মনোবল যদি কারো না থাকে, তবে অবশ্যই সে যেন ওই খাবার থেকে চাকরকে দুই এক লোক্‌মা দান করে।

৫০৫৭. আবু মাসঊদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু শুআইব নামে এক আনসারী ছিলেন। তাঁর একটি গোলাম ছিল। সে ছিল কসাই। সেই আনসারী নবী (স)-এর নিকট আসলেন। এ সময় তিনি তাঁর সাহাবীগণের মধ্যে ছিলেন। আনসারী নবী (স)-এর চেহারায় ক্ষুধার লক্ষণ ধরতে পারলেন। সুতরাং তিনি তাঁর কসাই গোলামটির নিকট গেলেন এবং বলেন, আমার জন্য খাবার তৈরি কর, যেন পাঁচজনের পক্ষে যথেষ্ট হয়। আমি হয়ত নবী (স)-সহ পাঁচজনকে দাওয়াত করতে পারি। সে নির্দেশ মোতাবেক খাবার তৈরি করল। আনসারী নবী (স)-এর খেদমতে এসে তাঁকে ডাকলেন। অপর এক ব্যক্তিও তাঁদের অনুসরণ করল। নবী (স) বলেন, হে আবু শুয়াইব ! এক লোক আমাদের পিছে পিছে এসে গেছে। তুমি ইচ্ছা করলে তাকে আসার অনুমতি দিতে পার, আর যদি চাও তাকে বাদও দিতে পার। আনসারী বলেন, না, বরং আমি তাকেও অনুমতি দিলাম।

৫৯-অনুচ্ছেদ ঃ রাতের খাবার সামনে এসে গেলে (এশার নামায পড়ার জন্য) তাড়াহুড়া করে খাবে না।

٥٠٥٨- عَنْ عَمْرِو بْنِ اُمَيَّةَ اَخْبَرَ اَنَّهُ رَاٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِىْ يَدِهٖ فَدُعِىَ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاَلْقَاهَا وَالسِّكِّيْنَ الَّتِىْ كَانَ يَحْتَزُّ بِهَا ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّاْ.

৫০৫৮. আমর ইবনে উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (স)-কে বকরীর এক পাঁজর বা কাঁধের গোশত হাত দিয়ে ধরে কেটে খেতে দেখেছেন। তখন নামাযের জন্য ডাকা হলে তিনি গোশতের টুকরা এবং গোশত কেটে খাওয়ার ছুরি এক পাশে রেখে দিয়ে উঠে দাঁড়ান, অতপর নামায আদায় করেন, কিন্তু পুনরায় উযু করেননি।

٥٠٥٩- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَاُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَابْدَؤُا بِالْعَشَاءِ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ وَعَنْ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ تَعَشّٰى مَرَّةً وَّهُوَ يَسْمَعُ قِرَاْءَةَ الْاِمَامِ .

৫০৫৯. আনাস ইবনে মালেক (রা) হতে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, যখন রাতের খানা এসে যায় এবং নামাযের একামতও দেয়া হয়, তখন আগে রাতের খানা খেয়ে নাও। অপর এক সনদে ইবনে উমার (রা) নবী (স) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। অন্য এক সনদে ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, একদা তিনি রাতের খানা খাচ্ছিলেন আর তখন ইমামের কিরায়াতের শব্দ শুনতে পান।

٥٠٦٠- عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ وَحَضَرَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوْا بِالْعَشَاءِ وَعَنْ هِشَامٍ اِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ .

৫০৬০. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, নামাযের একামত বলা হলে এবং রাতের খাবারও সামনে এসে গেলে প্রথমে রাতের খানা খেয়ে নিবে। অপর এক সনদে হিশাম থেকে 'ইযা উদিআল আশাউ" (যখন রাতের খাবার রাখা হয়) বাক্য বর্ণিত হয়েছে।

৬০-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا "তোমরা খাওয়া-দাওয়া সেরে চলে যেও।"–(সূরা আল আহ্যাব ঃ ৫৩)

٥٠٦١- عَنْ اَنَسٍ قَالَ اَنَا اَعْلَمُ النَّاسِ بِالْحِجَابِ كَانَ اُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يَسْأَلُنِيْ عَنْهُ اَصْبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَرُوْسًا بِزَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ وَّكَانَ تَزَوَّجَهَا بِالْمَدِيْنَةِ فَدَعَا النَّاسَ لِلطَّعَامِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَجَلَسَ مَعَهُ رِجَالٌ بَعْدَ مَا قَامَ الْقَوْمُ حَتّٰى قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَمَشٰى وَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتّٰى بَلَغَ بَابَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ ثُمَّ ظَنَّ اَنَّهُمْ خَرَجُوْا فَرَجَعَ فَرَجَعْتُ مَعَهُ فَاِذَا هُمْ جُلُوْسٌ مَكَانَهُمْ فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ الثَّانِيَةَ حَتّٰى بَلَغَ بَابَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَاِذَا هُمْ قَدْ قَامُوْا فَضَرَبَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ سِتْرًا وَّاُنْزِلَ الْحِجَابَ (وَنَزَلَ عَلَيْهِ الْحِجَابُ)

৫০৬১. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার ঘটনা আমি সবার চেয়ে বেশী অবগত আছি। উবাই ইবনে কা'ব (রা) এ ব্যাপারে আমাকে জিজ্ঞেস করতেন। যয়নব বিনতে জাহশের সঙ্গে রসূলুল্লাহ (স) বাসর যাপন করলেন, তিনি তাঁকে মদীনাতে বিয়ে করেন। অনেক বেলা হলে রসূলুল্লাহ (স) লোকজনকে বিবাহর ভোজে দাওয়াত দিলেন। আহার শেষে রসূলুল্লাহ (স) বসে থাকেন এবং লোকজনও তাঁর সাথে বসে থাকে, কিছু লোক খেয়েদেয়ে চলে যায়। রসূলুল্লাহ (স) উঠে দাঁড়ালেন এবং আমিও তাঁর সাথে হেঁটে চললাম। তিনি আয়েশা (রা)-এর হুজরার দরজা পর্যন্ত পৌঁছে ভাবলেন, লোকজন হয়ত চলে গেছে। তিনি ফিরে এলেন এবং আমিও তাঁর সাথে আবার ফিরে এলাম। কিন্তু লোকজন তখনো নিজ নিজ জায়গায় বসে আছে। নবী (স) আবার ফিরে গেলেন এবং আমিও তাঁর সাথে ফিরে গেলাম। হাঁটতে হাঁটতে তিনি আয়েশা (রা)-এর হুজরার দরজা পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। পুনরায় তিনি ফিরে আসলেন, আমিও তাঁর সাথে ফিরে আসলাম। দেখলাম, লোকজন উঠে গেছে। তখন নবী (স) আমার ও তাঁর মাঝখানে পর্দা টাংগিয়ে দিলেন। এ সময় (তাঁর উপর) পর্দার আয়াত নাযিল হয়।

অধ্যায়–৪৩

كِتَابُ الْعَقِيْقَةِ

(আকীকার বর্ণনা)

১-অনুচ্ছেদ ঃ আকীকা দেয়ার ইচ্ছা না থাকলে ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিনই নবজাতকের নাম রাখবে এবং তাকে মিষ্টিমুখ করানো।

٥٠٦٢- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ وُلِدَ لِىْ غُلاَمٌ فَاَتَيْتُ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ فَسَمَّاهُ اِبْرَاهِيْمَ فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ وَّدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ وَدَفَعَهُ اِلَىَّ وَكَانَ اَكْبَرَ وَلَدِ اَبِىْ مُوْسٰى .

৫০৬২. আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করল। আমি তাকে নিয়ে নবী (স)-এর খেদমতে হাযির হলাম। তিনি তার নাম রাখলেন ইবরাহীম এবং একটি খোরমা চিবিয়ে তার মুখে দিলেন,[১] অতপর তার জন্য বরকতের দোয়া করলেন, তারপর তাকে আমার নিকট ফেরত দিলেন। এ ছিল আবু মূসা আশআরী (রা)-এর জ্যেষ্ঠ সন্তান।

٥٠٦٣ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِصَبِىٍّ يُحَنِّكُهُ فَبَالَ عَلَيْهِ فَاَتْبَعَهُ الْمَاءَ .

৫০৬৩. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একটি শিশুকে নবী (স)-এর নিকট তাহ্নীক করানোর জন্য নিয়ে আসা হলো। শিশুটি নবী (স)-এর কোলে পেশাব করে দিল। তিনি পেশাবের ওপর পানি ঢেলে দিলেন।

٥٠٦٤- عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ اَنَّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ قَالَتْ فَخَرَجْتُ وَاَنَا مُتِمٌّ فَاَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ فَنَزَلْتُ قُبَاءً فَوَلَدْتُ بِقُبَاءٍ ثُمَّ اَتَيْتُ بِهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَوَضَعْتُهُ فِىْ حَجْرِهِ ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ فَمَضَغَهَا ثُمَّ تَفَلَ فِىْ فِيْهِ فَكَانَ اَوَّلَ شَيْئٍ دَخَلَ جَوْفَهُ رِيْقُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ حَنَّكَهُ بِالتَّمْرَةِ ثُمَّ دَعَا لَهُ وَبَرَّكَ عَلَيْهِ وَكَانَ اَوَّلَ مَوْلُوْدٍ وُلِدَ فِى الْاِسْلاَمِ فَفَرِحُوْا بِهِ فَرَحًا شَدِيْدًا لِاَنَّهُمْ قِيْلَ لَهُمْ اِنَّ الْيَهُوْدَ قَدْ سَحَرَتْكُمْ فَلاَ يُوْلَدُ لَكُمْ .

৫০৬৪. আসমা বিনতে আবু বাক্র (রা) হতে বর্ণিত। তিনি মক্কায় থাকাকালেই আবুদল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা) তার গর্ভে আসে। গর্ভকাল পূর্ণ হওয়াকালে আমি (হিজরত করে) মদীনায় পৌঁছি এবং কুবা পল্লীতে অবতরণ করি। এ কুবাতেই আবদুল্লাহ ভূমিষ্ঠ হয়।

১. হাদীসে তাহ্নীক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ কোন কিছু বিশেষত খোরমা চিবিয়ে নরম করে তা নবজাত শিশুর মুখে দেয়া।

অতপর আমি তাকে রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট নিয়ে এসে তাঁর কোলে তুলে দিলাম। তিনি খোরমা-খেজুর চেয়ে নিলেন এবং তা চিবিয়ে তার মুখে দিলেন। সুতরাং তার পেটে সর্বপ্রথম প্রবেশ করেছিল রসূলুল্লাহ (স)-এর মুখের লালা। তিনি চিবানো খেজুর তার মুখে দিলেন, তার জন্য দোয়া করলেন এবং বরকত কামনা করলেন। (মদীনায়) মুসলমানদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম জন্মলাভ করেন। এজন্যে (তাঁর জন্মে) মুসলমানগণ অতিশয় আনন্দিত হয়েছিল। কেননা মুসলমানদের সম্পর্কে গুজব ছড়ানো হয়েছিল যে, তাদের উপর ইহুদীরা যাদুটোনা করেছে। সুতরাং তাদের কোন সন্তানাদি হবে না।[২]

٥٠٦٥- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ ابْنٌ لاَبِىْ طَلْحَةَ يَشْتَكِىْ فَخَرَجَ اَبُوْ طَلْحَةَ فَقُبِضَ الصَّبِىُّ فَلَمَّا رَجَعَ اَبُوْ طَلْحَةَ قَالَ مَا فَعَلَ ابْنِىْ قَالَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ هُوَ اَسْكَنُ مَا كَانَ فَقَرَّبَتْ اِلَيْهِ الْعَشَاءَ فَتَعَشّٰى ثُمَّ اَصَابَ مِنْهَا فَلَمَّا فَرَغَ قَالَتْ وَارُوا الصَّبِىَّ فَلَمَّا اَصْبَحَ اَبُوْ طَلْحَةَ اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرَهُ فَقَالَ اَعَرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمَا فَوَلَدَتْ غُلاَمًا قَالَ لِىْ اَبُوْ طَلْحَةَ احْفَظِيْهِ حَتّٰى تَاْتِىْ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ فَاَتٰى بِهِ النَّبِىَّ ﷺ وَاَرْسَلَتْ مَعَهُ بِتَمَرَاتٍ فَاَخَذَهُ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ اَمَعَهُ شَىْءٌ قَالُوْا نَعَمْ تَمَرَاتٌ فَاَخَذَهَا النَّبِىُّ ﷺ فَمَضَغَهَا ثُمَّ اَخَذَ مِنْ فِيْهِ فَجَعَلَهَا فِىْ فِى الصَّبِىِّ وَحَنَّكَهُ بِهٖ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللّٰهِ .

৫০৬৫. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু তালহা (রা)-এর এক শিশু পুত্র অসুস্থ ছিল। আবু তালহা (রা) (কোন কাজে) বাইরে চলে গেলেন। তখন ছেলেটি মারা গেল। আবু তালহা (রা) ফিরে এসে জিজ্ঞেস করেন, আমার ছেলেটি কী করছে (কেমন আছে)? উম্মু সুলাইম (রা) বলেন, সে আগে যেরূপ ছিল, তার চেয়ে বেশী শান্তি ও স্বস্তিতে আছে। অতপর তিনি স্বামীকে রাতের খাবার এনে সামনে দিলেন (এবং তিনি তা খেলেন), তারপর বিবির সাথে তার মিলন হল। মিলনের পর বিবি বললেন, এ (মৃত) ছেলেটিকে দাফন করে আস। সকাল হলে আবু তালহা (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এসে সমস্ত ঘটনা খুলে বলেন। রসূলুল্লাহ (স) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, রাতে তোমার স্ত্রীর সাথে কি তোমার মিলন হয়েছে। তিনি জবাব দিলেন, হাঁ। রসূলুল্লাহ (স) দোয়া করলেন, আয় আল্লাহ ! এ দু'জনকে বরকত দান কর। উম্মু সুলাইম (রা) বলেন, অতপর আমার একটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। তখন আবু তালহা (রা) আমাকে বললেন, নবী (স)-এর নিকট না নেয়া পর্যন্ত একে হেফাযতে রাখ। অতপর তিনি তাকে নবী (স)-এর নিকট নিয়ে গেলেন। উম্মু সুলাইম (রা) তার সাথে কয়েকটি খেজুরও দিলেন। নবী (স) তাকে

২. এখানে 'মুসলমানদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম জন্মলাভ করেন'-এর অর্থ, মুহাজির মুসলমানদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা)-ই ছিলেন প্রথম শিশু। কারণ আনসার মুসলমানদের মধ্যে তাঁর পূর্বে নু'মান ইবনে বশীর জন্মগ্রহণ করেন। ইহুদীরা দাবি করেছিল যে, তারা যাদুটোনা করেছে, তাই মুসলমানদের কোন সন্তান হবে না। আবদুল্লাহ (রা) জন্মলাভ করায় তাদের এ দাবি মিথ্যা প্রতিপন্ন হওয়ায় মুসলমানগণ অতিশয় আনন্দিত হন।

কোলে তুলে নিলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, এর সাথে আর কোন কিছু আছে কি ? লোকজন বলেন, হাঁ, কয়েকটি খেজুর আছে। নবী (স) খেজুরগুলো নিয়ে সেগুলো চিবিয়ে আপন মুখ থেকে বের করে সেই শিশুর মুখে দিলেন। এটা দিয়েই তিনি শিশুটির মিষ্টিমুখ করালেন এবং তার নাম রাখলেন আবদুল্লাহ।[৩]

২-অনুচ্ছেদ ঃ আকীকার সময় শিশুর কষ্ট দূর করা।

٥٠٦٦- عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيْقَةٌ فَاَهْرِيْقُوْا عَنْهُ دَمًا وَّاَمِيْطُوْا عَنْهُ الْاَذٰى .

৫০৬৬. সালমান ইবনে আমের দাব্বী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, শিশুর (জন্মের পর) আকীকা করা আবশ্যক। অতএব তার তরফ থেকে তোমরা রক্ত প্রবাহিত কর। (পশু যবেহ্ কর) এবং তার থেকে কষ্ট দূর কর।[৪]

٥٠٦٧- عَنْ حَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ قَالَ اَمَرَنِى ابْنُ سِيْرِيْنَ اَنْ اَسْئَلَ الْحَسَنَ مِمَّنْ سَمِعَ حَدِيْثَ الْعَقِيْقَةِ فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ مِنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ .

৫০৬৭. হাবীব ইবনুশ শহীদ (র) বলেন, হাসান (বসরী) আকীকার হাদীস কার থেকে শুনেছেন—একথা তাঁর নিকট জিজ্ঞেস করতে আমাকে ইবনে সিরীন (র) নির্দেশ দেন। সুতরাং আমি তাঁকে তা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে।[৫]

৩-অনুচ্ছেদ ঃ ফারা।

٥٠٦٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيْرَةَ وَالْفَرَعُ اَوَّلُ النِّتَاجِ كَانُوْا يَذْبَحُوْنَهُ لِطَوَاغِيْتِهِمْ وَالْعَتِيْرَةُ فِىْ رَجَبٍ .

---

৩. অপর একটি সনদেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

৪. এখানে শিশু থেকে কষ্ট দূর করার অর্থ, আকীকা দিয়ে শিশুর মাথা মুড়িয়ে তাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা। শিশু মায়ের পেট থেকে যে চুল নিয়ে আসে, তা তার জন্য কষ্টদায়ক। এতে সে অপরিচ্ছন্ন থাকে। মাথা কামানোর পর সে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয় এবং তার কষ্ট দূর হয়। তদুপরি সে নানা প্রকার বালা-মুসীবত থেকেও মুক্ত থাকে।

৫. এখানে ইমাম বুখারী (র) হাদীসটি উল্লেখ করেননি। তিনি সূত্রটি বর্ণনা করাই যথেষ্ট মনে করেছেন। বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে এটি বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি এই ঃ

হাসান বসরী (র) সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) হতে বর্ণনা করেছেন, নবী (স) বলেছেন ঃ শিশু আকীকার সঙ্গে বন্ধক থাকে। (জন্মের পর) সপ্তম দিনে শিশুর তরফ থেকে পশু যবেহ্ করা, মাথা কামানো ও নাম রাখা উচিত। এখানে আকীকার প্রয়োজনীয়তা বুঝানোর জন্যই বন্ধক থাকার কথা বলা হয়েছে। আকীকা দেয়া হলে শিশু বন্ধনমুক্ত হয়ে যায়। তাই সামর্থ্য থাকলে আকীকা দেয়া উচিত। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) বলেছেন, (সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও) আকীকা না দিলে কিয়ামতের দিন মা-বাপের পক্ষে সন্তানের শাফায়াত কবুল হবে না। সপ্তম দিন আকীকা করাই উত্তম। তা সম্ভব না হলে দ্বিতীয় বা তৃতীয় সপ্তম দিনে করবে। তাও না করা হলে জীবনের যে কোন সময় করারও অনুমতি রয়েছে।

৫০৬৮. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, (ইসলামে) 'ফারা' ও 'আতীরা'র অবকাশ নেই। 'ফারা' হল, উটনীর প্রথম বাচ্চা—যাকে মুশরিকরা তাদের দেব-দেবীর নামে বলি দিত। আর রজব মাসে তারা যে কুরবানী দিত, তাকে বলা হতো 'আতীরা'।

৪-অনুচ্ছেদ ঃ আতীরা।

٥٠٦٩ـ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيْرَةَ وَالْفَرَعُ أَوَّلُ النِّتَاجِ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ كَانُوْا يَذْبَحُوْنَهُ لِطَوَاغِيْتِهِمْ وَالْعَتِيْرَةُ فِيْ رَجَبَ .

৫০৬৯. আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, ফারা ও আতীরা এ দু'টো ইসলামে নেই। ফারা হল উটনীর সেই প্রথম বাচ্চা, যাকে (জাহিলী যুগে) মুশরিকরা তাদের দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে বলি দিত। আর আতীরা রজব মাসে করত।

অধ্যায়—৪৪

كِتَابُ الذَّبَائِحِ وَالصَّيْدِ

(যবেহ ও শিকারের বর্ণনা)

১-অনুচ্ছেদ ঃ যবেহ ও শিকার করা এবং শিকারের উপর বিসমিল্লাহ পড়া। আল্লাহ্র বাণী ঃ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ط

"তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জীব, রক্ত, শূকরের মাংস, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নামে যা যবেহ করা হয়েছে, যা শ্বাসরোধে[১] মরেছে, যা আঘাতে মরেছে, যা উপর থেকে পড়ে মরেছে, যা শিঙ-এর গুঁতায় মরেছে এবং হিংস্র জীবে খাওয়ায় যবেহ ছাড়া যা মরেছে—তবে যবেহ করলে খেতে পারবে এবং যে পশু পূজার মঞ্চে বলিদান করা হয়েছে, আর তোমাদের ভাগ্য নির্ণায়ক তীর নিক্ষেপ এসবই (হারাম) গুনাহের কাজ। আজ কাফেররা তোমাদের দীনের বিরুদ্ধাচরণে নিরাশ হয়ে গেছে। অতএব তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, শুধু আমাকে ভয় করো"-(সূরা আল-মায়েদা ঃ ৩)।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ০

---

১. কণ্ঠরোধে মরা অর্থাৎ দড়ি বা রশি, ফাঁদ, ফাঁস বা গাছের লতায় গলা আটকে পড়ে মারা গেলে সেই প্রাণী খাওয়া হারাম, যে কোন আঘাতে মরলেও খাওয়া হারাম, কিন্তু বিসমিল্লাহ বলে তীর, তলোয়ার, বর্শা বা কাটা যায় এবং রক্ত ঝরে এমন বস্তুর আঘাতে মরলেও সেটা খাওয়া জায়েয। বন্দুকের গুলীতে শিকার করলে তা খাওয়া জায়েয কি না সে ব্যাপারে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ আছে। অনেকে বলেন, গুলীর ধার নেই বলে তা শিকারকে থেঁতলিয়ে দেয়, কাটে না, এজন্য তা খাওয়া জায়েয হবে না, জীবিত পাওয়া গেলে এবং জবেহ করলে তবে জায়েয হবে। কাযী শওকানী (র)-সহ অনেক বিজ্ঞ আলেম বলেন, ধারাল অস্ত্রের ধার অপেক্ষা বন্দুকের গুলীর ধার কোন অংশেই কম নয়, বরং বেশী এবং তাতে রক্তও প্রবাহিত হয়। তাই বিসমিল্লাহ বলে গুলী ছুঁড়লে শিকার মরে গেলেও খাওয়া জায়েয বলে তাঁরা মনে করেন। মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)-ও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন।

হিংস্র মাংসাশী জন্তুর দংশনকৃত প্রাণী জীবিত পাওয়া গেলে এবং যবেহ করা গেলে তা খাওয়া জায়েয হবে। আর বিসমিল্লাহ বলে প্রশিক্ষিণপ্রাপ্ত শিকারী পশু-পাখী ছেড়ে দিলে তাদের হামলায় শিকার মরে গেলেও তা খাওয়া জায়েয। ভাগ্য নির্দেশক তীর নিক্ষেপে ভাগে পাওয়া জিনিস হারাম। কেননা তা জুয়া ও লটারীর সমতুল্য। আর জুয়া ও লটারীর ফলে লভ্য জিনিস মাত্রই হারাম। এখানে প্রাণী বলতে হালাল প্রাণী বুঝানো হয়েছে।

"হে ঈমানদারগণ ! তোমাদের হাত ও বর্শা যা শিকার করে সেই বিষয়ে আল্লাহ্ তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন, যেন আল্লাহ্ জানেন কে তাঁকে না দেখেও ভয় করে। এরপর যে সীমালংঘন করে তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব"–(সূরা আল-মায়েদা ঃ ৯৪)।

"যা তোমাদের নিকট বর্ণিত হচ্ছে তা ছাড়া চতুষ্পদ গবাদি পশু তোমাদের জন্য বৈধ করা হল, তবে ইহরাম অবস্থায় শিকার করা বৈধ মনে করবে না। আল্লাহ্ নিজ ইচ্ছানুযায়ী আদেশ করেন। হে ঈমানদারগণ ! আল্লাহর নিদর্শনের, পবিত্র মাসের, কুরবানীর জন্য কাবায় প্রেরিত পশুর, গলায় পরানো চিহ্ন বিশিষ্ট পশুর এবং স্বীয় প্রতিপালকের অনুগ্রহ ও সন্তোষ লাভের আশায় বাইতুল হারাম অভিমুখে যাত্রীদের পবিত্রতার অবমাননা করো না। যখন তোমরা ইহরামমুক্ত হবে তখন শিকার করতে পার"–(সূরা আল-মায়েদা ঃ ১-২)। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আল-উকূদ অর্থ ঃ চুক্তি, ইজরিমান্নাকুম অর্থ ঃ তোমাদেরকে যেন প্ররোচিত না করে, শানাআনু অর্থ ঃ শত্রুতা, আল-মুনখানিকাতু অর্থ ঃ শ্বাসরোধে হত্যাকৃত প্রাণী, আল-মাওকূযা অর্থ ঃ কাষ্ঠ খণ্ড দ্বারা প্রহার করে হত্যা করা প্রাণী, আল-মুতারাদ্দিয়াতু অর্থ ঃ পাহাড়ের উপর থেকে নিক্ষেপ করে হত্যাকৃত প্রাণী, আন-নাতীহাতু অর্থ ঃ ছাগল বা ভেড়া উপরের দিকে নিক্ষেপ করে হত্যা করা। কিন্তু কোন প্রাণীকে তুমি লেজ বা চোখ নাড়ানো অবস্থায় পেলে এবং তা (ঐ অবস্থায়) যবেহ করতে পারলে তা আহার করতে পার।

٥٠٧٠ـ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْهُ وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيْذٌ وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ فَقَالَ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ فَإِنَّ أَخْذَ الْكَلْبِ ذَكَاةٌ وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ أَوْ كِلَابِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ فَخَشِيْتَ أَنْ يَّكُوْنَ أَخَذَهُ مَعَهُ وَقَدْ قَتَلَهُ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلٰى غَيْرِهِ .

৫০৭০. আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-কে পালকহীন বা তীক্ষ্ণ মাথাহীন তীরের শিকার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, যদি তীরের ধারাল অংশ তা হত্যা করে তাহলে তা খাও। আর যদি তীরের পার্শ্বদেশের আঘাতে মরে, তাহলে শিকার ওকীজ[২] (অর্থাৎ লাঠি বা পাথরের আঘাতে মৃত জন্তু) গণ্য হবে। আমি তাঁকে কুকুরের শিকার সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বলেছেন, যদি সে (পাকড়াও করে) তা তোমার জন্য ধরে রাখে, তাহলে তুমি খেতে পার। কেননা কুকুরের পাকড়াও

---

২. লাঠি বা পাথরের আঘাতে যে জন্তুকে মারা হয় তা 'ওকীজ' বা মাওকূজাহ। এ ধরনের মৃত জীব খাওয়া হারাম। ইসলামে যবেহ দুই রকম—এক, স্বাভাবিক নিয়ম মাফিক যবেহ করা। যেমন গলা অর্থাৎ বুক ও হলকুমের মধ্যবর্তী কোন স্থানের বিশেষ চারটি কিংবা অন্তত তিনটি রগ 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে ধারাল জিনিস দ্বারা কেটে দেয়া। দুই, জরুরী ভিত্তিতে যবেহ করা। তাহলো, কোন হালাল জীবের দেহের যে কোন স্থান ধারাল জিনিস দ্বারা 'বিসমিল্লাহ' বলে কেটে দেয়া। স্বাভাবিক নিয়মে যবেহ করা যেখানে অসম্ভব—একমাত্র সেখানেই এ নিয়মে যবেহ করার বিধান। এছাড়া কোন জিনিসের আঘাতে, ওপর থেকে পড়ে, অন্য পশুর গুঁতায় কিংবা হিংস্র জন্তুর হামলায় মরলে—তা সাধারণত মৃত বলে গণ্য হবে এবং এরূপ মৃত জীব খাওয়া হারাম।

করাটাই হলো যবেহ করা। আর যদি তুমি তোমার কুকুর কিংবা কুকুরগুলোর সাথে অন্য কুকুর দেখতে পাও এবং তোমার আশংকা হয় যে, ঐ কুকুরও তোমার কুকুরের সাথে শিকার হত্যায় অংশ নিয়েছে, তাহলে তুমি তা খাবে না। কেননা তুমি তো কেবল তোমার কুকুর ছাড়তে বিসমিল্লাহ পড়েছ, অন্য কুকুরের বেলায় তা পড়নি।

২-অনুচ্ছেদ ঃ তীরের পার্শ্বদেশের শিকার। ইবনে উমার (রা) গুলতির গুলীর আঘাতে মৃত শিকার সম্পর্কে বলেছেন, তা 'মওকূজাহ'—অর্থাৎ লাঠি বা পাথরের আঘাতে নিহত প্রাণীর অনুরূপ গণ্য হবে। সালেম, কাসেম, মুজাহিদ, ইবরাহীম, আতা ও হাসান এটাকে মাকরূহ মনে করেন। হাসানের মতে গ্রাম ও শহরে এ গুলী ছোঁড়া মাকরূহ, অন্যত্র কোন অসুবিধা নেই।

٥٠٧١ - عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ اِذَا اَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ فَاِذَا اَصَابَ (اَصَبْتَ) بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَاِنَّهُ وَقِيْذٌ فَلاَ تَأْكُلْ فَقُلْتُ اُرْسِلُ كَلْبِىْ قَالَ اِذَا اَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَكُلْ قُلْتُ فَاِنْ اَكَلَ قَالَ فَلاَ تَأْكُلْ فَاِنَّه لَمْ يُمْسِكْ عَلَيْكَ اِنَّمَا اَمْسَكَ عَلٰى نَفْسِهِ قُلْتُ اُرْسِلُ كَلْبِىْ فَاَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا اٰخَرَ قَالَ لاَ تَأْكُلْ فَاِنَّكَ اِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلٰى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلٰى اٰخَرَ .

৫০৭১. আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে তীরের পার্শ্বদেশ দ্বারা শিকারকৃত প্রাণী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, যদি তীরের ধারাল অংশ দ্বারা কেটে থাক তাহলে খেতে পার। আর যদি তীরের পার্শ্বদেশের আঘাতে তা মারা যায়, তাহলে সেই প্রাণী মাওকূজাহ, তা খেও না। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, আমি যদি আমার কুকুর (শিকারে) পাঠাই ? তিনি বলেন, তুমি যদি বিসমিল্লাহ পড়ে তোমার কুকুর ছেড়ে থাক, তাহলে (শিকার) খেতে পার। আমি আরয করলাম, যদি সেই কুকুর কিছুটা খেয়ে ফেলে ? তিনি বলেন, তাহলে খেও না। কেননা সে তোমার জন্য ধরেনি, ধরেছে নিজের জন্য। আমি বললাম, আমি আমার কুকুর ছেড়ে দেই, পরে তার সাথে যদি আরেকটি কুকুর দেখতে পাই ? তিনি বলেন, তাহলে খেও না। কারণ তুমি তো বিসমিল্লাহ পড়েছ তোমার কুকুরের উপর, অন্যটির উপর তো বিস্মিল্লাহ্ পড়নি।

৩-অনুচ্ছেদ ঃ তীরের পার্শ্বদেশের আঘাত লেগে শিকার মরে গেলে।

٥٠٧٢- عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا نُرْسِلُ الْكِلاَبَ الْمُعَلَّمَةَ قَالَ كُلْ مَا اَمْسَكْنَ عَلَيْكَ قُلْتُ وَاِنْ قَتَلْنَ قَالَ وَاِنْ قَتَلْنَ قُلْتُ اِنَّا نَرْمِىْ بِالْمِعْرَاضِ قَالَ كُلْ مَاخَزَقَ وَمَا اَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلاَ تَأْكُلْ .

৫০৭২. আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর ছেড়ে থাকি (এ ব্যাপারে কি হুকুম)। তিনি বলেনঃ কুকুরগুলো যদি তোমাদের জন্য ধরে রাখে তাহলে খেতে পার। আমি বললাম, যদি ওরা

মেরে ফেলে ? তিনি বলেন, মেরে ফেললেও। আমি বললাম, আমরা তো তীরের পার্শ্বদেশ দিয়েও শিকার করে থাকি। তিনি বলেন ঃ যদি কাটা যায় তাহলে এবং যদি তীরের পার্শ্বদেশের আঘাতে মরে যায় তাহলে খেও না।

৪-অনুচ্ছেদ ঃ ধনুক দ্বারা শিকার করার বর্ণনা। হাসান বসরী ও ইবরাহীম নাখঈ বলেন, কেউ যদি কোন শিকারে আঘাত করে এবং এর ডানা কিংবা পা (ভেংগে) আলাদা হয়ে যায়, তাহলে এ আলাদা হয়ে যাওয়া অংশ খাবে না। আর বাকি সমস্তটা খেতে পার। ইবরাহীম বলেন, যদি তুমি শিকারের ঘাড়ে কিংবা কোমরে আঘাত হান তাহলে সেটা খাও। যায়েদ হতে আ'মাশ বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ পরিবারের এক ব্যক্তি একটি বন্য গাধা শিকার করতে পারছিল না। তখন আবদুল্লাহ তাদেরকে হুকুম দিলেন, যেখানেই মওকা পায় দেহের সেই জায়গায়ই যেন তারা আঘাত হানে। এতে তার যে অংশ আলাদা হয়ে যাবে তা ফেলে দাও এবং বাকিটা খাও।

٥٠٧٣ـ عَنْ اَبِىْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ قُلْتُ يَانَبِيَّ اللّٰهِ اِنَّا بِاَرْضِ قَوْمٍ (مِن) اَهْلِ الْكِتَابِ اَفَنَاكُلُ فِىْ انِيَتِهِمْ وَبِاَرْضِ صَيْدٍ اُصِيْدُ بِقَوْسِىْ وَبِكَلْبِى الَّذِىْ لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ وَبِكَلْبِى الْمُعَلَّمِ فَمَا يَصْلُحُ لِىْ قَالَ اَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ فَاِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلاَ تَاْكُلُوْا فِيْهَا وَاِنْ لَمْ تَجِدُوْا فَاغْسِلُوْهَا وَكُلُوْا فِيْهَا وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ فَكُلْ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ فَكُلْ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرَ مُعَلَّمٍ فَاَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ .

৫০৭৩. আবু সালাবা আল-খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, হে আল্লাহ্র নবী ! আমরা আহলে কিতাব অর্থাৎ ইহূদী-নাসারাদের দেশে বাস করি। আমরা কি তাদের পাত্রে খেতে পারি ? শিকার ভূমিতে আমরা বাস করি, তীর-ধনুক দ্বারাও শিকার করি এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও প্রশিক্ষণহীন কুকুর দিয়েও শিকার করে থাকি। আমার জন্যে কোন্টা সঠিক হবে ? তিনি বলেন, আহলে কিতাব সম্পর্কে তুমি যা উল্লেখ করলে সে সম্পর্কে হুকুম এই যে, যদি তোমরা তাদের পাত্র ছাড়া অন্য পাত্র পাও তাহলে তাদের পাত্রে খেও না। আর যদি না পাও তাহলে তা ধুয়ে নাও, তারপর তাতে খাও। তোমার তীর-ধনুক দ্বারা যে শিকার করলে, যদি তা ছুঁড়তে বিসমিল্লাহ পড়ে থাক তাহলে তা খেতে পার। আর তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর দিয়ে যদি শিকার করে থাক এবং বিসমিল্লাহ পড়ে থাক তাহলে খাও। প্রশিক্ষণহীন কুকুর দিয়ে শিকার করলে যদি যবেহ করার সুযোগ পাও, তবে যবেহ করে খেতে পার।

৫-অনুচ্ছেদ ঃ পাথরখণ্ড নিক্ষেপ ও গুলতি মারার বর্ণনা।

٥٠٧٤ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ اَنَّهُ رَاٰى رَجُلاً يَخْذِفُ فَقَالَ لَهُ لاَتَخْذِفْ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْخَذْفِ اَوْ كَانَ يَكْرَهُ الْخَذْفَ وَقَالَ اِنَّهُ لاَيُصَادُ بِهِ صَيْدٌ وَّلاَ

يُنْكَاءُ (يُنْكى) بِهِ عَدُوٌّ وَلٰكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ ثُمَّ رَاٰهُ بَعْدَ ذٰلِكَ يَخْذِفُ فَقَالَ لَهُ اُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ نَهٰى عَنِ الْخَذْفِ اَوْ كَرِهَ الْخَذْفَ وَاَنْتَ تَخْذِفُ لاَ اُكَلِّمُكَ كَذَا وَكَذَا .

৫০৭৪. আবদুল্লাহ্ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এক ব্যক্তিকে দুই আঙ্গুলের সাহায্যে প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করতে দেখেন। তিনি তাকে বলেন, প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করো না। কেননা রসূলুল্লাহ (স) প্রস্তর ছুঁড়তে নিষেধ করেছেন কিংবা পাথরখণ্ড ছোঁড়া অপসন্দ করেছেন। তিনি বলেছেন, এতে না কোন শিকার ধরা যায়, না কোন দুশমনকে আঘাত হানা যায়। তবে তা কারো দাঁত ভেঙ্গে দিতে পারে, কারো চোখ ফুঁড়ে ফেলতে পারে। এরপর তাকে তিনি আবার দুই আঙ্গুলের সাহায্যে প্রস্তরখণ্ড ছুঁড়তে দেখলেন। তিনি তাকে বলেন, আমি তোমার কাছে রসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীস বর্ণনা করেছিলাম যে, তিনি প্রস্তর খণ্ড ছুঁড়তে নিষেধ করেছেন কিংবা প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করা অপসন্দ করেছেন। অথচ (এরপরও) তুমি প্রস্তর নিক্ষেপ করছ। আমি আর তোমার সাথে এই এই কথাই বলব না।

৬-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি শিকার কিংবা গবাদি পশু পাহারাদানের উদ্দেশ্য ছাড়া কুকুর পোষে।

٥٠٧٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنِ اقْتَنٰى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ مَاشِيَةٍ اَوْ ضَارِيَةٍ نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيْرَطَانِ .

৫০৭৫. আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, যে ব্যক্তি গৃহপালিত পশু পাহারাদানের কিংবা শিকার করার উদ্দেশ্য ছাড়া কুকুর পোষে প্রতিদিন তার নেক আমল থেকে দুই 'কিরাত' করে কমতে থাকে।[৩]

٥٠٧٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنِ اقْتَنٰى كَلْبًا اِلاَّ كَلْبًا ضَارِيًا لِصَيْدٍ اَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ فَاِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ اَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطَانِ .

৫০৭৬. আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি, যে লোক শিকারের ওপর হামলাকারী কিংবা গৃহপালিত জীব-জন্তুর পাহারাদানকারী কুকুর ছাড়া অন্য কুকুর পোষে, প্রতিদিন তার নেক আমল দুই 'কীরাত' ঘাটতি হতে থাকে।

٥٠٧٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اقْتَنٰى كَلْبًا اِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ اَوْ ضَارٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطَانِ .

৩. ছওয়াবের দিক থেকে এক কিরাত উহুদ পাহাড়ের সমতুল্য।

৫০৭৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি গৃহপালিত জীব-জন্তু পাহারাদানকারী কিংবা শিকারী কুকুর ছাড়া অন্য কুকুর পালে, প্রতিদিন তার নেক আমল থেকে দুই কিরাত পরিমাণ হ্রাস পেতে থাকে।

৭-অনুচ্ছেদ ঃ কুকুর শিকার থেকে খেলে। আল্লাহ্ তাআলার বাণী ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَآ اُحِلَّ لَهُمْ قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ فَكُلُوْا مِمَّآ اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوْا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ .

"তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে যে, তাদের জন্য কি কি হালাল করা হয়েছে ? আপনি বলে দিন, তোমাদের জন্য ভালো ও পবিত্র জিনিসসমূহ হালাল করা হয়েছে এবং আল্লাহ তোমাদেরকে যেরূপ শিক্ষা দিয়েছেন, সেভাবে তোমরা যেসব শিকারী পশু-পাখীকে শিক্ষাদান করেছ তারা তোমাদের জন্য (শিকার করে) যা ধরে রাখে, তা তোমরা খাও এবং তার উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ কর। তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী"-(সূরা আল-মায়েদা ঃ ৪)।[৪] ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, কুকুর যদি শিকার খায়, তাহলে তা নষ্ট হয়ে যায়। কারণ, সে নিজের জন্যেই শিকার ধরেছে। আর আল্লাহ তাআলা বলছেন, "তোমরা তাদেরকে শিখিয়েছ, যেরূপ আল্লাহ তোমাদেরকে শিখিয়েছেন।" অতপর (শিকার ধরা শিক্ষা দিতে) কুকুরকে প্রহার করা হয় এবং শিক্ষা দেয়া হয় যাতে সে শিকার করে রেখে দেয়। ইবনে উমার (রা) এটাকে মাকরূহ বলেছেন। আতা বলেছেন, যদি সে রক্তপান করে এবং গোশত না খায়, তাহলে তা খেতে পার।

٥٠٧٨- عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ اِنَّا قَوْمٌ نَصِيْدُ بِهٰذِهِ الْكِلاَبِ فَقَالَ اِذَا اَرْسَلْتَ كِلاَبَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ فَكُلْ مِمَّآ اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاِنْ قَتَلْنَ اِلاَّ اَن يَّاْكُلَ الْكَلْبُ فَاِنِّيْ اَخَافُ اَنْ يَّكُوْنَ اِنَّمَا اَمْسَكَهُ عَلٰى نَفْسِهٖ وَاِنْ خَالَطَهَا كِلاَبٌ مِّنْ غَيْرِهَا فَلاَ تَاْكُلْ .

৫০৭৮. আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কথা প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করেছি, আমরা তো এসব কুকুর দিয়ে শিকার করে থাকি। তিনি বলেন, তুমি তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরগুলো বিসমিল্লাহ পড়ে ছেড়ে দিলে সেগুলো যদি তোমাদের জন্য শিকার ধরে রাখে, তাহলে শিকার মেরে ফেললেও তা তোমরা খেতে পার। কিন্তু কুকুর যদি তার কিছু অংশ খেয়ে ফেলে, তাহলে তা খেতে পারবে না। কেননা আমার

৪. আয়াতে উল্লিখিত جوارح শব্দটি جارحة শব্দের বহুবচন। এর অর্থ শিকারী, দংশনকারী বা হিংস্র। مكلبين হলো مكلب -এর বহুবচন। এর অর্থ শিকার শিক্ষাদাতা। এজন্যে কেউ কেউ শব্দযুগলের মর্মার্থ করেন 'শিকারী পশু বা শিকারী কুকুর'। কিন্তু এর আসল মর্ম হল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পশু-পাখী।

আশংকা হয়, সে তার নিজের জন্যেই তা পাকড়াও করেছে। আর যদি তোমার কুকুরটির সঙ্গে অন্য কুকুর শামিল দেখতে পাও, তবে ঐ (মরা) শিকার খেতে পারবে না।[৫]

৮-অনুচ্ছেদ ঃ দুই তিন দিন পর হারানো শিকার পাওয়া গেলে।

৫০৭৯- عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا اَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَاَمْسَكَ وَقَتَلَ فَكُلْ وَاِنْ اَكَلَ فَلاَ تَاْكُلْ فَاِنَّمَا اَمْسَكَ عَلٰى نَفْسِهٖ وَاِذَا خَالَطَ كِلاَبًا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهَا فَاَمْسَكْنَ وَقَتَلْنَ فَلاَ تَاْكُلْ فَاِنَّكَ لاَتَدْرِىْ اَيُّهَا قَتَلَ وَاِنْ رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَوَجَدْتَهُ بَعْدَ يَوْمٍ اَوْ يَوْمَيْنِ لَيْسَ بِهٖ اِلاَّ اَثَرُ سَهْمِكَ فَكُلْ وَاِنْ وَقَعَ فِى الْمَاءِ فَلاَ تَاْكُلْ وَعَنْ عَدِيٍّ اَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَرْمِى الصَّيْدَ فَيَقْتَفِرُ (فَيَقْتَفِى) اَثَرَهُ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ ثُمَّ يَجِدُهُ مَيِّتًا وَّفِيْهِ سَهْمُهُ قَالَ يَاْكُلُ اِنْ شَاءَ .

৫০৭৯. আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, তুমি তোমার কুকুরকে বিসমিল্লাহ পড়ে (শিকারের প্রতি) ছেড়ে দিলে, অতপর সে তা ধরল এবং মেরেও ফেলল, তুমি তা খেতে পার। আর যদি শিকার থেকে সে কিছু অংশ খায় তবে তুমি তা খেও না। কেননা সে তা ধরেছে তার নিজের জন্য। আর যদি তোমার কুকুরের সঙ্গে এমন কুকুরও শামিল থাকে, যার উপর বিসমিল্লাহ পড়া হয়নি, এরা সবাই শিকার ধরেছে এবং মেরেও ফেলেছে, তবে তুমি তা খেতে পারবে না। কেননা তুমি জান না কোন্ কুকুরটি শিকার হত্যা করেছে। আর তুমি যদি শিকারের প্রতি তীর ছুঁড়ে থাক এবং একদিন কিংবা দু'দিন পর তা (মৃত) পাও, তাহলে তাতে একমাত্র তোমার তীরের চিহ্ন থাকলে তুমি তা খেতে পার, কিন্তু তা পানিতে পাওয়া গেলে খেতে পারবে না। অপর সনদসূত্রে আদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (স)-এর কাছে আরয করলেন যে, তিনি শিকারের প্রতি তীর ছোঁড়েন, দুই তিন দিন পর্যন্ত তা গায়েব থাকে, তারপর তাকে মৃত পান, তাতে তাঁর তীরও বিদ্ধ ছিল। নবী (স) বলেন, তোমার ইচ্ছা হলে তা খেতে পার।

৯-অনুচ্ছেদ ঃ কেউ শিকারের সংগে অন্য কুকুর দেখতে পেলে।

৫০৮০- عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اُرْسِلُ كَلْبِىْ وَاُسَمِّىْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَاَخَذَ فَقَتَلَ فَاَكَلَ فَلاَ تَاْكُلْ فَاِنَّمَا اَمْسَكَ عَلٰى نَفْسِهٖ قُلْتُ اِنِّىْ اُرْسِلُ كَلْبِىْ اَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا اٰخَرَ لاَ اَدْرِىْ اَيُّهُمَا اَخَذَهُ فَقَالَ لاَ تَاْكُلْ فَاِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلٰى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلٰى غَيْرِهٖ وَسَاَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ

৫. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিকারী কুকুর শিকার ধরলে তা মরলেও খাওয়া জায়েয। কিন্তু যদি শিকারের কিছু অংশ সে খেয়ে ফেলে, তাহলে তা খাওয়া যাবে না। শিকার তখনও জীবিত থাকলে যবেহ করেই কেবল তা খাওয়া হালাল হবে। আর যদি শিকারী কুকুরের সঙ্গে অন্য কুকুরও শিকারের কাছে পাওয়া যায় এবং শিকার যদি মারা যায়, তখন কিছু অংশ না খেলেও এ শিকার খাওয়া জায়েয হবে না। কারণ প্রশিক্ষণহীন কুকুরও শিকারে জড়িত থাকতে পারে।

الْمِعْرَاضِ فَقَالَ اِذَا اَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَاِذَا اَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَاِنَّهُ وَقِيْذٌ فَلاَ تَأْكُلْ .

৫০৮০. আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমি আমার কুকুর বিসমিল্লাহ পড়ে (শিকারের প্রতি) ছেড়ে থাকি। নবী (স) বলেন, তুমি বিসমিল্লাহ পড়ে তোমার কুকুর ছেড়ে দিলে, সে গিয়ে শিকার পাকড়াও করে, মেরে ফেলে এবং খায়, তবে তা খেও না। কেননা সে তার নিজের জন্য শিকার ধরেছে। আমি আরয করলাম, আমি ছেড়ে দেই আমার কুকুর, পরে তার সঙ্গে পাই অন্য কুকুর। আমি জানি না, কোন্‌টি শিকার ধরেছে। তিনি বলেন, তা খেও না। কেননা তুমি বিসমিল্লাহ পড়েছ তোমার কুকুরের উপর, অন্যটির উপর নয়। আমি তাঁকে তীরের ফলকের শিকার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, যদি তার ধারাল অংশের আঘাতে কাটা যায়, তা খাও। আর যদি তার ফলকের (পার্শ্বদেশের) আঘাতে মারা যায়, তবে তা মাওকূজাহ্, তা খেও না।

১০-অনুচ্ছেদ ঃ শিকার সম্পর্কিত হাদীসসমূহ।

٥٠٨١- عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ اِنَّا قَوْمٌ نَتَصَيَّدُ بِهٰذِهِ الْكِلاَبِ فَقَالَ اِذَا اَرْسَلْتَ كِلاَبَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ فَكُلْ مِمَّا اَمْسَكْنَ عَلَيْكَ اِلاَّ اَنْ يَّاكُلَ الْكَلْبُ فَلاَ تَاْكُلْ فَاِنِّيْ اَخَافُ اَنْ يَّكُوْنَ اِنَّمَا اَمْسَكْنَ عَلٰى نَفْسِهِ وَاِنْ خَالَطَهَا كَلْبٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلاَ تَاْكُلْ .

৫০৮১. আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আরয করেছি, আমরা এমন এক জাতি যারা এসব কুকুর দিয়ে শিকার করাই। তিনি বলেন, যখন তুমি তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর বিসমিল্লাহ পড়ে ছেড়ে দাও, সে যা তোমার জন্য ধরে রাখে তা খাও। তবে যদি কুকুর শিকার খায়, তাহলে সেটা খেতে পারবে না। কারণ আমার আশংকা হয়, সে তার নিজের জন্যেই শিকার ধরেছে। আর যদি তার সাথে অন্য কুকুর শামিল থাকে তবে তাও খেও না।

٥٠٨٢- عَنْ اَبِيْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ يَقُوْلُ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا بِاَرْضِ قَوْمٍ اَهْلِ الْكِتَابِ نَاْكُلُ فِيْ اٰنِيَتِهِمْ وَاَرْضِ صَيْدٍ اَصِيْدُ بِقَوْسِيْ وَاَصِيْدُ بِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ وَالَّذِىْ لَيْسَ مُعَلَّمًا فَاَخْبِرْنِيْ مَا الَّذِيْ يَحِلُّ لَنَا مِنْ ذٰلِكَ فَقَالَ اَمَّا مَا مِنْ ذَكَرْتَ اَنَّكَ بِاَرْضِ قَوْمٍ اَهْلِ الْكِتَابِ تَاْكُلُ فِيْ اٰنِيَتِهِمْ فَاِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ اٰنِيَتِهِمْ فَلاَ تَاْكُلُوْا فِيْهَا وَاِنْ لَمْ تَجِدُوْا فَاغْسِلُوْهَا ثُمَّ كُلُوْا فِيْهَا وَاَمَّا مَاذَكَرْتَ مِنْ اَنَّكَ بِاَرْضِ صَيْدٍ فَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ ثُمَّ كُلْ وَمَا

صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ ثُمَّ كُلْ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِىْ لَيْسَ مُعَلَّمًا فَاَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ .

৫০৮২. আবু সালাবা আল-খুশানী (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে এসে বললাম, হে আল্লাহ্র রসূল ! আমরা আহলি কিতাবদের এলাকায় থাকি, তাদের পাত্রে খাই এবং শিকারের ভূমিতে থাকি, তীর-ধুনুক দ্বারা শিকার করি। আরও শিকার করি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুর দিয়ে এবং প্রশিক্ষণহীন কুকুর দিয়েও। অতএব আমাকে অবহিত করুন, এর মধ্যে আমাদের জন্য কোন্টি হালাল হবে। তিনি বলেন, তুমি এই যে উল্লেখ করলে যে, তোমরা আহলি কিতাবদের এলাকায় থাক, তাদের পাত্রে খাওয়া-দাওয়া কর, যদি তাদের পাত্র ছাড়া অন্য পাত্র পাও, তাহলে তাতে খেও না। আর যদি না পাও, তাহলে তাদের পাত্রগুলো ভালো করে পরিষ্কার করে নাও, তারপর তাতে খাবে। আর যে উল্লেখ করেছ, তুমি শিকার অঞ্চলে থাক, যদি তীর-ধনুক দ্বারা শিকার কর, তবে বিস্মিল্লাহ পড়ে নাও, অতপর খাও। তোমার শিক্ষাপ্রাপ্ত কুকুর দ্বারা যা শিকার কর, বিসমিল্লাহ পড়ে ছাড়, তারপর খাও। আর প্রশিক্ষণহীন কুকুর দিয়ে যদি শিকার কর এবং শিকার যবেহ করার সুযোগ পাও (যবেহ কর) তবে খেতে পার।

٥٠٨٣- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ انْفَجْنَا اَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَوْا عَلَيْهَا حَتّٰى تَبِعُوْا (لَغِبُوْا) فَسَعَيْتُ عَلَيْهَا حَتّٰى اَخَذْتُهَا فَجِئْتُ بِهَا اِلٰى اَبِىْ طَلْحَةَ فَبَعَثَ بِهَا اَلَى النَّبِىِّ ﷺ بِوَرِكِهَا اَوْ فَخِذَيْهَا فَقَبِلَهُ .

৫০৮৩. আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, আমরা মাররুজ জাহরান নামক স্থানে একটি খরগোশকে ধাওয়া করলাম। লোকজন তার পশ্চাতে ছুট দিল কিন্তু তা ধরতে ব্যর্থ হল। আমি তার পেছনে পেছনে ছুটলাম, অবশেষে তাকে পাকড়াও করতে সক্ষম হলাম। আমি তা নিয়ে আবু তালহা (রা)-এর নিকট আসলাম। তিনি এর রান দু'টি নবী (স)-এর খেদমতে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি তা গ্রহণ করেন।

٥٠٨٤- عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيْقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ اَصْحَابٍ لَّهُ مُحْرِمِيْنَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَاٰى حِمَارًا وَّحْشِيًّا فَاسْتَوٰى عَلٰى فَرَسِهٖ ثُمَّ سَاَلَ اَصْحَابَهُ اَنْ يُّنَاوِلُوْهُ سَوْطًا فَاَبَوْا فَسَاَلَهُمْ رُمْحَهُ فَاَبَوْا فَاَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّهُ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ فَاَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَبٰى بَعْضُهُمْ فَلَمَّا اَدْرَكُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَاَلُوْهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ اِنَّمَا هِىَ طُعْمَةٌ اَطْعَمَكُمُوْهَا اللّٰهُ تَعَالٰى .

৫০৮৪. আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে ছিলেন। অবশেষে মক্কার কোন এক রাস্তায় পৌঁছে তিনি তাঁর কয়েকজন সাথীসহ [নবী করীম (স) থেকে]

পেছনে পড়ে গেলেন। তাঁর সাথীরা ইহ্‌রাম অবস্থায় ছিলেন, কিন্তু তিনি ইহ্‌রাম মুক্ত ছিলেন। তিনি একটি বন্য গাধা দেখতে পেয়ে নিজের ঘোড়ায় চেপে বসলেন, তারপর সাথীদেরকে তাঁর কোড়াটি দিতে বলেন। তাঁরা দিতে অস্বীকার করলেন। এরপর তিনি তাঁদের কাছে তাঁর বর্শাটি চাইলেন। এবারও তাঁরা অস্বীকার করলেন। এরপর তিনি (নীচে নেমে) তা নিয়ে নিলেন। তিনি বন্য গাধাটির উপর আঘাত হেনে তাকে মেরে ফেলেন। রসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবীগণের কেউ তা থেকে খেলেন আর কেউ খেতে অস্বীকার করলেন। তাঁরা রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট পৌঁছে তাঁর কাছে এ ব্যাপারে জানতে চাইলেন। তিনি বলেন, এটা তো খাবার জিনিস। আল্লাহ তায়ালা তা তোমাদেরকে খাইয়েছেন।

٥٠٨٥ـ عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ .

৫০৮৫. অন্য সনদে আবু কাতাদা (রা) থেকে পূর্বানুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে তাতে আছে, নবী (স) বলেছেন, "তোমাদের নিকট এর কিছু গোশত আছে কি ?"

১১-অনুচ্ছেদ ঃ পাহাড়ে শিকার করা সম্পর্কিত বর্ণনা।

٥٠٨٦ـ عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ وَهُمْ مُحْرِمُوْنَ وَأَنَا حِلٌّ حِلٌّ عَلَى فَرَسٍ وَكُنْتُ رَقَّاءً عَلَى الْجِبَالِ فَبَيْنَا أَنَا عَلَى ذٰلِكَ إِذْ رَأَيْتُ النَّاسَ مُتَشَوِّفِيْنَ لِشَيْءٍ فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ فَإِذَا هُوَ حِمَارٌ وَّحْشٍ فَقُلْتُ لَهُمْ مَا هٰذَا قَالُوْا لاَنَدْرِيْ قُلْتُ هُوَ حِمَارٌ وَّحْشِيٌّ فَقَالُوْا هُوَ مَارَأَيْتَ وَكُنْتُ نَسِيْتُ سَوْطِيْ فَقُلْتُ لَهُمْ نَاوِلُوْنِيْ سَوْطِيْ فَقَالُوْا لاَنُعِيْنُكَ عَلَيْهِ فَنَزَلْتُ فَأَخَذْتُهُ ثُمَّ ضَرَبْتُ فِيْ أَثَرِهِ فَلَمْ يَكُنْ إِلاَّ ذَاكَ حَتَّى عَقَرْتُهُ فَأَتَيْتُ إِلَيْهِمْ فَقُلْتُ لَهُمْ قُوْمُوْا فَاحْتَمِلُوْا قَالُوْا لاَنَمَسُّهُ فَحَمَلْتُهُ حَتَّى جِئْتُهُمْ بِهِ فَأَبَى بَعْضُهُمْ وَأَكَلَ بَعْضُهُمْ فَقُلْتُ أَنَا أَسْتَوْقِفُ لَكُمُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَدْرَكْتُهُ فَحَدَّثْتُهُ الْحَدِيْثَ فَقَالَ لِيْ أَبَقِيَ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ كُلُوْا فَهُوَ طُعْمٌ أَطْعَمَكُمُوْهُ اللّٰهُ .

৫০৮৬. আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মক্কা ও মদীনার মাঝপথে নবী (স)-এর সাথে ছিলাম। সবাই ইহ্‌রাম অবস্থায় ছিলেন, আমি ইহ্‌রামহীন ছিলাম। আমি ঘোড়ায় সওয়ার ছিলাম। আমার পাহাড়ে উঠার শখ ছিল। এমনি অবস্থায় আমি দেখতে পেলাম, লোকজন আগ্রহ সহকারে কি যেন দেখছে। আমিও সেদিকে দৃষ্টিপাত করলাম, দেখলাম একটি বন্য গাধা। লোকজনকে জিজ্ঞেস করলাম, কি জিনিস ? তারা বলল, আমরা জানি না। আমি বললাম, এটি একটি বন্য গাধা। তারা বলল, হাঁ, তুমি যা দেখেছ তাই। আমি আমার চাবুকের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। তাদেরকে আমার চাবুকটি তুলে দিতে বললে তারা বলল, আমরা তোমার কোন সাহায্য করব না। সুতরাং আমি নীচে নেমে চাবুকটি তুলে নিলাম। অতপর আমি ওটার পেছনে ছুটলাম এবং শেষ পর্যন্ত ওটাকে

ধরে মেরে ফেললাম। আমি তাদের কাছে এসে বললাম, তোমরা আস এবং একে তুলে নাও। তারা বলল, আমরা একে স্পর্শও করব না। আমি নিজেই তা তুলে তাদের কাছে নিয়ে আসলাম। তখন কেউ কেউ (খেতে) অস্বীকার করল, আর কেউ কেউ খেল। আমি বললাম, আমি নবী (স) থেকে তোমাদের পক্ষে এ ব্যাপারে জেনে নেব। অতপর তাঁকে পেয়ে আমি তাঁর কাছে এ ঘটনা বললাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের সাথে ওটার অতিরিক্ত কিছু গোশত আছে কি ? আমি বললাম, হাঁ আছে। তিনি বলেন, তোমরা তা খাও, এটা তো খাবার যা আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে খেতে দিয়েছেন।

১২-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তায়ালার বাণী ঃ

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ .

"তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার এবং তা খাওয়া হালাল করা হয়েছে— তোমাদের ও পর্যটকদের ভোগের বস্তু হিসেবে। আর যতক্ষণ তোমরা ইহ্রাম অবস্থায় থাক ততক্ষণ স্থলের শিকার তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে। তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর, যাঁর সামনে তোমাদেরকে একত্র করা হবে"–(সূরা আল-মায়েদা ঃ ৯৬)।

হযরত উমার (রা) বলেন, এখানে "সাইদুল বাহ্র" অর্থ সমুদ্রে যা ধরা বা শিকার করা হয়, আর 'তআমুহু' অর্থ সমুদ্র যা (তীরে) নিক্ষেপ করে। হযরত আবু বাক্র (রা) বলেন, নদীতে যা আপনা আপনি মরে ভেসে উঠে তা হালাল। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, 'তআম' অর্থ যা তোমাদের নিকট ঘৃণ্য ও অপসন্দনীয় তা ছাড়া নদীর সব মৃত প্রাণী। জিররী (আঁশহীন এক প্রকার মাছ) ইহূদীরা খায় না কিন্তু আমরা খাই। নবী (স)-এর সাহাবী শুরাইহ (রা) বলেন, নদী ও সাগরের সব প্রাণীই যবেহকৃত বলে গণ্য হবে।[৬] আতা বলেন, আমার মতে সামুদ্রিক পাখী যবেহ করা উচিত। ইবনে জুরাইজ বলেন, ঝর্ণা ও জলাভূমির শিকার সম্পর্কে আমি আতাকে জিজ্ঞেস করলাম, নদীর শিকারে যে হুকুম এরও কি সেই একই হুকুম ? তিনি বলেন, হাঁ, তারপর এ আয়াত পড়লেন ঃ

وَمَا يَسْتَوِى الْبَحْرَانِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهٗ وَهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَاْكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا.

"এবং দু'টি সমুদ্র একরূপ নয়। একটির পানি সুস্বাদু ও সুপেয়, আর অপরটির পানি লবণাক্ত ও খর। এর প্রতিটি হতে তোমরা টাট্কা গোশ্ত খেয়ে থাক"–(সূরা ফাতির ঃ ১২)।

---

৬. পানিতে যা শিকার করা হয় তা তিন প্রকার। এক, সব প্রকার মাছ। এগুলো হালাল। দুই, সব প্রকার ব্যাঙ এবং তা হারাম। তিন, উক্ত দুই রকম ভিন্ন আর যত প্রাণী আছে, হানাফী মাযহাবে সেগুলোও নিষিদ্ধ কিন্তু সংখ্যা গরিষ্ঠ ফকীহগণের মতে তা হালাল।

এখানে বাহ্র অর্থাৎ সমুদ্র শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এর দ্বারা সমুদ্র, নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর প্রভৃতি সর্বপ্রকার জলাশয় বুঝতে হবে। মাছ পানিতে আপনা আপনি মরে চিৎ হয়ে ভেসে উঠলে হানাফী মাযহাব মতে তা খাওয়া মাকরূহ কিন্তু সংখ্যা গরিষ্ঠ ফকীহগণের মতে মাকরূহ নয়। তবে গরম, আঘাত বা চাপে মরলে তা খাওয়া জায়েয।

হাসান বসরী (র) সমুদ্র কুকুরের (হাঙ্গর) চামড়ার তৈরী জিনে বসেছেন। শাবী বলেন, আমার পরিবারের লোক ব্যাঙ খেলে আমি তাদেরকে তা আহার করাতাম। হাসান বসরী (র) কচ্ছপ খাওয়া দূষণীয় মনে করেন না। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, ইহুদী, খৃস্টান বা অগ্নি উপাসক যে কারো সামুদ্রিক শিকার তুমি আহার করতে পার। আবুদ দারদা (রা) মুরী (এক প্রকার মাদক) সম্পর্কে বলেন, ঐ মাদককে মাছ ও সূর্যালোক বৈধ করে দিয়েছে।

٥٠٨٧- عَنْ جَابِرٍ يَقُوْلُ غَزَوْنَا جَيْشَ الْخَبْطِ وَاَمِيْرُنَا اَبُوْ عُبَيْدَةَ فَجُعْنَا جُوْعًا شَدِيْدًا فَاَلْقَى الْبَحْرُ حُوْتًا مَيِّتًا لَّمْ يُرَ (نر) مِثْلُهُ يُقَالُ لَهُ الْعَنْبَرُ فَاَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ فَاَخَذَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ عَظْمًا مِّنْ عِظَامِهِ فَمَرَّ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ .

৫০৮৭. জাবের (রা) বলেন, আমরা জায়শুল খাবাত নামক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলাম। আবু উবাইদা (রা) আমাদের সেনাপতি ছিলেন। আমরা ভীষণ দুর্ভিক্ষে কাতর হয়ে পড়লাম। তখন সমুদ্রের তীরে একটা মরা মাছ পাওয়া গেল। একে আম্বর (তিমি) মাছ বলা হয়। এত বিরাট মাছ আর কখনো দেখা যায়নি (আমরা দেখিনি)। আমরা তা থেকে অর্ধ মাস পর্যন্ত খেলাম। আবু উবাইদা (রা) তার একটি হাড় নিলেন। হাড়টি এত বিরাট ছিল যে, তার নীচ দিয়ে আস্ত একটা সওয়ারী পশু অনায়াসে অতিক্রম করে যেতে পারত।

٥٠٨٨- عَنْ جَابِرٍ يَّقُوْلُ بَعَثَنَا النَّبِيُّ ﷺ ثَلٰثَ مِائَةِ رَاكِبٍ وَاَمِيْرُنَا اَبُوْ عُبَيْدَةَ نَرْصُدُ عِيْرًا لِّقُرَيْشٍ فَاَصَابَنَا جُوْعٌ شَدِيْدٌ حَتّٰى اَكَلْنَا الْخَبَطَ فَسُمِّيَ جَيْشُ الْخَبَطِ فَاَلْقَى الْبَحْرُ حُوْتًا يُّقَالُ لَهُ الْعَنْبَرُ فَاَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ وَّادَّهَنَّا بِوَدَكِهِ حَتّٰى صَلُحَتْ اَجْسَامُنَا قَالَ فَاَخَذَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ ضِلَعًا مِّنْ اَضْلاَعِهِ فَنَصَبَهُ فَمَرَّ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ وَكَانَ فِيْنَا رَجُلٌ فَلَمَّا اشْتَدَّ الْجُوْعُ نَحَرَ ثَلٰثَ جَزَائِرَ ثُمَّ ثَلٰثَ جَزَائِرَ ثُمَّ نَهَاهُ اَبُوْ عُبَيْدَةَ .

৫০৮৮. জাবের (রা) বলেন, নবী (স) আমাদেরকে (এক জিহাদে) পাঠান। আমরা তিনশতজন সওয়ারী ছিলাম। আবু উবাইদা (রা) ছিলেন আমাদের আমীর। আমরা কুরাইশদের কাফেলার অপেক্ষায় ওঁৎ পেতেছিলাম। আমরা দুর্ভিক্ষের শিকার হলাম। শেষ পর্যন্ত আমরা গাছের পাতা পেড়ে খেতে বাধ্য হলাম। এজন্য এ বাহিনীর নাম 'খাবাত বাহিনী' রাখা হয়েছে। শেষে সমুদ্রের তীরে একটি বিরাটকায় মাছ ভেসে উঠলো। তাকে আম্বর বলা হয়। আমরা অর্ধ মাস পর্যন্ত তা খেয়েছি। তার চর্বি (তেল স্বরূপ) আমরা গায়ে মেখেছি। ফলে আমাদের দেহ সুস্থ ও সতেজ হয়। জাবের (রা) বলেন, আবু উবাইদা (রা) মাছের হাড়গুলো থেকে একটি হাড় নিয়ে খাড়া করালেন। তখন তার নীচে দিয়ে একজন ঘোড় সওয়ার অনায়াসে চলে গেল। দুর্ভিক্ষ তীব্রতর হলে আমাদের মধ্যে একজন লোক তিনটি করে উট যবেহ করে। অতপর আবু উবাইদা (রছ) তাকে উট যবেহ করতে বারণ করেন।

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ টিড্‌ডি খাওয়া।

٥٠٨٩- عَنِ ابْنِ اَبِىْ اَوْفٰى يَقُوْلُ غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ اَوْ سِتًّا كُنَّا نَاْكُلُ مَعَهُ الْجَرَادَ .

৫০৮৯. ইবনে আবু আওফা (রা) বলেন, আমরা নবী (স)-এর সাথে সাতটি কিংবা ছ'টি জিহাদে শরীক হয়েছি। তাঁর সাথে আমরা টিড্‌ডি খেয়েছি।[৭]

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ অগ্নিপূজকদের পাত্র ও মৃত জীবের বর্ণনা।

٥٠٩٠- عَنْ اَبِىْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّا بِاَرْضِ اَهْلِ الْكِتَابِ فَنَاكُلُ فِىْ اٰنِيَتِهِمْ وَبِاَرْضِ صَيْدٍ اَصِيْدُ بِقَوْسِىْ وَاَصِيْدُ بِكَلْبِىْ الْمُعَلَّمِ وَبِكَلْبِىْ الَّذِىْ لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَمَّا مَاذَكَرْتَ اَنَّكَ بِاَرْضِ اَهْلِ الْكِتَابِ فَلاَ تَاْكُلُوْا فِىْ اٰنِيَتِهِمْ اِلاَّ اَنْ لاَّ تَجِدُوْا بُدًّا فَاِنْ لَّم تَجِدُوْا بُدًّا فَاغْسِلُوْهَا وَكُلُوْا وَاَمَّا مَا ذَكَرْتَ اَنَّكَ بِاَرْضِ صَيْدٍ فَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ وَكُلْ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ وَكُلْ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِىْ لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَاَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْهُ .

৫০৯০. আবু সালাবা আল-খুশানী (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর খেদমতে এসে বললাম ঃ "হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমরা আহলি কিতাবদের দেশে বাস করি, তাদের খাবার পাত্রে খাই। আমরা শিকারের এলাকায় থাকি, তীর-ধনুক দিয়ে শিকার করি, শিকার করি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও প্রশিক্ষণহীন কুকুর দিয়েও। নবী (স) বলেন ঃ তুমি যে বলেছ, আহ্‌লি কিতাবের যমিনে বাস কর, তাদের খাবার পাত্রে খেও না। তবে বিকল্প কোন ব্যবস্থা না থাকলে আলাদা কথা। বিকল্প ব্যবস্থা না থাকলে তা ধুয়ে নাও এবং তাতে খাও। আর তুমি যে বলেছ তোমরা শিকারের এলাকায় থাক, যদি তুমি বিসমিল্লাহ পড়ে তীর-ধনুক দ্বারা শিকার কর, তাহলে তা খাও। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর দিয়ে বিসমিল্লাহ্‌ পড়ে শিকার করলে তাও খাও। কিন্তু প্রশিক্ষণহীন কুকুর দিয়ে যদি শিকার কর এবং তার শিকার যবেহ করার সুযোগ পাও, তাহলে যবেহ করার পর তা খাও।

٥٠٩١- عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ قَالَ لَمَّا اَمْسَوْا يَوْمَ فَتَحُوْا خَيْبَرَ اَوْقَدُوْا النِّيْرَانَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى مَا (عَلاَمَ) اَوْقَدْتُمْ هٰذِهِ النِّيْرَانَ قَالُوْا لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاِنْسِيَّةِ قَالَ اَهْرِيْقُوْا مَا فِيْهَا وَاكْسِرُوْا قُدُوْرَهَا فَقَامَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ فَقَالَ نُهْرِيْقُ مَا فِيْهَا وَنَغْسِلُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَوْ ذَاكَ .

---

৭. টিড্‌ডির (ঘাস ফড়িং জাতীয় পঙ্গপাল) হুকুমও মাছের অনুরূপ। তা যবেহ না করেই খাওয়া জায়েয।

৫০৯১. সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) বলেন, মুসলমানরা যেদিন খায়বার জয় করে, সেদিন সন্ধ্যায় তারা আগুন জ্বালালো। নবী (স) বলেন, তোমরা এ আগুন কিসের জন্য জ্বালিয়েছ? লোকেরা বলল, গৃহপালিত গাধার গোশত রান্নার জন্য। তিনি বলেন, পাতিলে যা আছে তা ছুঁড়ে ফেলে দাও, আর পাতিলগুলো ভেঙ্গে ফেল। দলের একজন লোক উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তাতে যা আছে তা আমরা ফেলে দিলাম, আর পাত্রটি ধুয়ে নিলাম? নবী (স) বলেন, দু'টির যে কোনটি করতে পার।

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ বিস্‌মিল্লাহ্ বলে জবেহ্ করা। কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে বিসমিল্লাহ্ না বললে।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, কেউ বিসমিল্লাহ্ বলতে ভুলে গেলে কোন ক্ষতি নেই। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন ঃ

وَلَا تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهٗ لَفِسْقٌ .

"যে জীব জবেহ্ করার সময় বিসমিল্লাহ্ পড়া হয়নি তা তোমরা খেও না। নিশ্চয়ই তা পাপ"-(সূরা আল-আনআম ঃ ১২১)। ভুলে গিয়ে যে বিসমিল্লাহ্ বলেনি তাকে ফাসিক (পাপী) নামকরণ করা হয়নি।

وَاِنَّ الشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰى اَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ وَاِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ .

"নিশ্চয় শয়তানগণ তাদের বন্ধুদের প্ররোচিত করে তোমাদের সাথে বিবাদ করার জন্যে। যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তাহলে অবশ্যই তোমরা মুশরিক হয়ে যাবে"-(ঐ)।

٥٠٩٢- عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِذِى الْحُلَيْفَةِ فَاَصَابَ النَّاسَ جُوْعٌ فَاَصَبْنَا اِبِلاً وَّغَنَمًا وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِىْ اُخْرَيَاتِ النَّاسِ فَعَجِلُوْا فَنَصَبُوْا الْقُدُوْرَ فَدُفِعَ اِلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ فَاَمَرَ بِالْقُدُوْرِ فَاُكْفِئَتْ ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً مِّنَ الْغَنَمِ بِبَعِيْرٍ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيْرٌ وَكَانَ فِى الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيْرَةٌ فَطَلَبُوْهُ فَاَعْيَاهُمْ فَاَهْوٰى اِلَيْهِ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللّٰهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ لِهٰذِهِ الْبَهَائِمِ اَوَابِدَ كَاَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا نَدَّ عَلَيْكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوْا بِهٖ هٰكَذَا قَالَ قَالَ جَدِّى اِنَّا لَنَرْجُوْا اَوْ نَخَافُ اَنْ نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا وَّلَيْسَ مَعَنَا مُدًى اَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ فَقَالَ مَا اَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَاُخْبِرُكُمْ (سَاُحَدِّثُكُمْ) عَنْهُ اَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَّاَمَّا الظُّفُرَ فَمُدَى الْحَبَشَةِ .

৫০৯২. রাফে ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী (স)-এর সাথে যুল-হুলাইফায় ছিলাম। আমাদের সঙ্গীরা ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লো। আমরা গনীমাত হিসাবে উট ও ছাগল পেলাম। নবী (স) সকলের পেছনে ছিলেন। লোকেরা তাড়াহুড়া করে হাঁড়ি-

পাতিল চড়িয়ে দিল (গোশত রান্নার জন্য)। নবী (স) সেখানে পৌঁছেই পাতিলগুলো উল্টে দেয়ার নির্দেশ দিলেন।[৮] অতপর (গনীমাতের মাল) এমনভাবে বণ্টন করলেন যে, দশটি ছাগলকে একটি উটের সমান ধরা হল। তা থেকে একটি উট ভেগে গেল। দলে ঘোড়ার সংখ্যা ছিল কম। তারা সেটার পশ্চাদ্ধাবন করল। কিন্তু ব্যর্থ হল। শেষে তাদের একজন উটের প্রতি তীর মারল। তখন আল্লাহ্ তাকে বসিয়ে দিলেন। নবী (স) বলেন, এ চতুষ্পদ জন্তুগুলোর মধ্যেও বন্য জন্তুর মতো ভেগে যাবার স্বভাব আছে। যখন কোন জন্তু ভেগে যাবে তার সাথে তোমরা এরূপই করবে।

আবাইয়া ইবনে রিফাআ (র) বলেন, আমার দাদা রাফে (রা) আরয করলেন, আমরা আশা বা আশংকা করছি আগামীকাল দুশমনের সাথে আমাদের মোকাবিলা হবে। অথচ আমাদের নিকট কোন ছুরি নেই। আমরা কি (ধারাল) বাঁশ দিয়ে যবেহ করব? নবী (স) বলেন, যে জিনিস কেটে রক্ত প্রবাহিত করে (তা দিয়ে যবেহ করলে) এবং তার ওপর আল্লাহ্র নাম নেয়া হলে তা খেতে পার।[৯] কিন্তু দাঁত ও নখ ছাড়া। এ সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে অবহিত করছি। দাঁত হলো হাড্ডি বিশেষ, আর নখ হল হাবশী নিগ্রোদের ছুরি।

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ পূজার বেদিতে ও মূর্তির নামে যবেহ করা হলে।

٥٠٩٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ لَقِىَ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ بِاَسْفَلِ بَلْدَحٍ وَّذَاكَ قَبْلَ اَنْ يُّنْزَلَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْوَحْىُ فَقَدِّمَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سُفْرَةٌ فِيْهَا لَحْمٌ فَاَبٰى اَنْ يَّاكُلَ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ اِنِّىْ لاَ اٰكُلُ مِمَّا تَذْبَحُوْنَ عَلٰى اَنْصَابِكُمْ وَلاَ اٰكُلُ اِلاَّ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ .

৫০৯৩. আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ (স) বালদাহ্-এর নিম্নভূমিতে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইলের সঙ্গে দেখা করতে যান। এটা ছিল রসূলুল্লাহ্ (স)-এর প্রতি ওহী নাযিল হওয়ার পূর্বেকার ঘটনা। রসূলুল্লাহ্ (স)-এর সামনে দস্তরখান পেশ করা হল। এতে গোশত ছিল। তিনি তা থেকে খেতে রাযী হলেন না। তিনি বলেন, তোমাদের দেব-দেবীর নামে যা তোমরা যবেহ কর, তা আমি কখনো খাই না। আমি একমাত্র আল্লাহ্র নামে যবেহ করা প্রাণীর গোশত খাই।

---

৮. গনীমাতের মাল বণ্টনের আগে রান্না করায় তিনি এমন নির্দেশ দিয়েছেন। সবাই যেখানে মালিক সেখানে কাউকে পেছনে রেখে তাদের অনুমতি ছাড়া যবেহ ও রান্না করা ঠিক হয়নি।

৯. এটাও জরুরী ভিত্তিতে যবেহ করার সমতুল্য। যখন বন্য পশু-পাখীর মত গৃহপালিত কোন পশু-পাখীর মধ্যেও বন্য স্বভাব দেখা দেয় এবং হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয় তখন যে কোন ধারাল জিনিস দ্বারা আঘাত করলে যদি রক্ত প্রবাহিত হয় তাহলে মরলেও তা খাওয়া যাবে। অনুরূপভাবে গৃহপালিত পশু-পাখী গর্তে, কূপে বা কোন বেজায়গায় পড়লে তা উদ্ধার করার সুযোগ না থাকলে সেক্ষেত্রেও এ ধরনের যবেহ প্রযোজ্য হবে। তবে এ ধারাল জিনিসের আঘাতে তার মরণ হলে খাওয়া যাবে। অন্য কোন কারণে মরলে খাওয়া যাবে না।

১৭-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর বাণী ঃ আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে যেন যবেহ্ করা হয়।

٥٠٩٤- عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِيِّ قَالَ ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اُضْحِيَّةً ذَاتَ يَوْمٍ فَاِذَا اُنَاسٌ قَدْ ذَبَحُوْا ضَحَايَاهُمْ قَبْلَ الصَّلٰوةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَاٰهُمُ النَّبِيُّ ﷺ اَنَّهُمْ قَدْ ذَبَحُوْا قَبْلَ الصَّلٰوةِ فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلٰوةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا اُخْرٰى وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ حَتّٰى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ عَلٰى اِسْمِ اللّٰهِ .

৫০৯৪. জুনদুব ইবনে সুফিয়ান আল-বাজালী (রা) বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে একদিন কুরবানী করলাম। সেদিন কিছু লোক নামাযের আগেই তাদের কুরবানীর পশু যবেহ্ করেছিল। নবী করীম (স) ফেরার পথে দেখলেন নামাযের আগেই তারা তাদের পশু যবেহ্ করেছে। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি নামাযের আগে যবেহ্ করেছে, সে যেন তার পরিবর্তে আরেকটি পশু যবেহ্ করে। আর যে লোক আমাদের নামায পড়া পর্যন্ত যবেহ করেনি, সে যেন আল্লাহ্‌র নামে যবেহ্ করে।

১৮-অনুচ্ছেদ ঃ রক্ত প্রবাহিতকারী বাঁশ, পাথর ও লোহা দিয়ে যবেহ্ করা।

٥٠٩٥- عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ يُخْبِرُ بْنَ عُمَرَ اَنَّ اَبَاهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ جَارِيَةً لَهُمْ كَانَتْ تَرْعٰى غَنَمًا بِسَلْعٍ فَاَبْصَرَتْ بِشَاةٍ مِّنْ غَنَمِهَا مَوْتًا فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا فَقَالَ لِاَهْلِهٖ لَا تَاْكُلُوْا حَتّٰى اٰتِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَاَسْاَلَهُ اَوْ حَتّٰى اُرْسِلَ اِلَيْهِ مَنْ يَّسْاَلُهُ فَاَتَى النَّبِيَّ ﷺ اَوْ بَعَثَ اِلَيْهِ فَاَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِاَكْلِهَا.

৫০৯৫. কাব ইবনে মালেক (রা) ইবনে উমার (রা)-কে অবহিত করলেন যে, তাঁদের একটি দাসী সাল নামক স্থানে ছাগল চরাত। সে দেখলো যে, তার পালের একটি ছাগল মরণাপন্ন হয়ে পড়েছে। তখন সে একটি পাথর ভেঙ্গে তা দিয়ে ছাগলটি যবেহ্ করল। তিনি পরিবারের লোকজনকে বলেন, আমি নবী (স)-এর নিকট গিয়ে কিংবা লোক পাঠিয়ে এ ব্যাপারে জেনে না নেয়া পর্যন্ত তোমরা তা খেও না। অতপর তিনি নবী (স)-এর নিকট আসলেন কিংবা কাউকে পাঠিয়ে জানতে চাইলেন। নবী করীম (স) তা খাওয়ার অনুমতি দিলেন।

٥٠٩٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ جَارِيَةً لِّكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ تَرْعٰى غَنَمًا لَّهُ بِالْجُبَيْلِ الَّذِىْ بِالسُّوْقِ وَهُوَ بِسَلْعٍ فَاُصِيْبَتْ شَاةٌ مِّنْهَا فَاَدْرَكَتْهَا فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا فَذَكَرُوْا لِلنَّبِيِّ ﷺ فَاَمَرَهُمْ بِاَكْلِهَا.

৫০৯৬. আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। কাব ইবনে মালেকের একটি দাসী ছিল। সে টিলার উপর ছাগল চরাত। এটা সাল নামক স্থানের বাজারের নিকট অবস্থিত ছিল। তার

একটি ছাগল রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। তখন দাসীটি একটি পাথর ভেঙ্গে তা দিয়ে বরকীটি যবেহ করে। লোকজন নবী (স)-এর নিকট ব্যাপারটি উল্লেখ করল। তিনি তাদেরকে তা খাওয়ার অনুমতি দেন।

٥٠٩٧- عَنْ رَافِعٍ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَيْسَ لَنَا مُدًى فَقَالَ مَا اَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ فَكُلْ لَيْسَ الظُّفُرَ وَالسِّنَّ اَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبْشَةِ وَاَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَنَدَّ بَعِيْرٌ فَحَبَسَهُ فَقَالَ اِنَّ بِهٰذِهِ الْاِبِلِ اَوَابِدَ كَاَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوْا بِهٖ هٰكَذَا.

৫০৯৭. রাফে (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহ রসূল ! আমাদের সাথে ছুরি নেই। নবী (স) বলেন, যা রক্ত প্রবাহিত করে (তা দিয়ে জবেহ কর) এবং (যবেহ করার সময়) যার ওপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে তা খাও। কিন্তু দাঁত ও নখ দিয়ে যবেহ করা যাবে না। নখ হলো হাবশীদের ছুরি। আর দাঁত হলো হাড্ডি বিশেষ। একটি উট ভেগে যাওয়ার উপক্রম হলে এক ব্যক্তি (তীর মেরে) তাকে আটক করে। তখন নবী (স) বলেন, এ উটের মধ্যেও বন্য পশুর স্বভাব আছে। সুতরাং কোন গৃহপালিত পশু যদি এরূপ হয় তাহলে তার সাথে তোমরা এরূপ আচরণই করবে।

১৯-অনুচ্ছেদ ঃ নারী ও ক্রীতদাসীর যবেহ করা।

٥٠٩٨- عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ امْرَاَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَاَمَرَ بِاَكْلِهَا.

৫০৯৮. কাব ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা পাথর দিয়ে একটি ছাগল যবেহ করে। এ ব্যাপারে নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি তা খাওয়ার অনুমতি দিলেন।

٥٠٩٩- عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْدٍ اَوْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعٰى غَنَمًا بِسَلْعٍ فَاُعِيْبَتْ شَاةٌ مِنْهَا فَاَدْرَكَتْهَا فَذَبَحَتْهَا بِحَجَرٍ فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ كُلُوْهَا.

৫০৯৯. মুয়ায ইবনে সা'দ কিংবা সা'দ ইবনে মুয়ায (রা) থেকে বর্ণিত। কা'ব ইবনে মালেক (রা)-এর এক দাসী সাল নামক টিলায় ছাগল চরাত। পালের একটি ছাগল হঠাৎ মরে যাচ্ছিল। দাসী ছাগলটির কাছে গিয়ে পাথর দিয়ে সেটিকে যবেহ করল। অতপর (এ সম্পর্কে) নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, তোমরা তা খেতে পার।

২০-অনুচ্ছেদ ঃ দাঁত, হাড্ডি ও নখ দ্বারা যবেহ করা যাবে না।

٥١٠٠- عَنْ رَافِعِ ابْنِ خَدِيْجٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ كُلْ يَعْنِيْ مَا اَنْهَرَ الدَّمَ اِلاَّ السِّنَّ الظُّفُرَ .

৫১০০. রাফে ইবনে খাদীজ (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন, খাও অর্থাৎ এমন জিনিস দ্বারা যবেহ্ করা প্রাণী খাও যা রক্ত প্রবাহিত করে। কিন্তু দাঁত ও নখ দ্বারা যবেহ্ করা যাবে না।

২১-অনুচ্ছেদ ঃ বেদুঈন প্রমুখের যবেহ্ করা সম্পর্কে।

٥١٠١- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ قَوْمًا قَالُوْا لِلنَّبِيِّ ﷺ اِنَّ قَوْمًا يَّاتُوْنَا بِاللَّحْمِ لاَ نَدْرِىْ اَذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اَمْ لاَ فَقَالَ سَمُّوْا عَلَيْهِ اَنْتُمْ وَكُلُوْهُ قَالَتْ وَكَانُوْا حَدِيْثِىْ عَهْدٍ بِالْكُفْرِ .

৫১০১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। কিছু লোক নবী (স)-এর নিকট আরয করল, একদল লোক আমাদের কাছে গোশত নিয়ে আসে। আমরা জানি না (তা যবেহ্ করার সময়) তারা আল্লাহ্র নাম নিয়েছে কি না। নবী (স) বলেন, 'তোমরা তাতে বিসমিল্লাহ্ পড়ে নাও এবং তা খাও। আয়েশা (রা) বলেন, এসব লোক সদ্য ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

২২-অনুচ্ছেদ ঃ মুসলমানদের সাথে যুদ্ধরত আহ্লি কিতাব ইত্যাদির যবেহ্কৃত পশু ও তার চর্বি। আল্লাহ্ তাআলার বাণী ঃ

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ

"আজ তোমাদের জন্য সব পাক-পবিত্র জিনিস হালাল করা হল। আহ্লি কিতাবের খাবারও তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের খাবারও তাদের জন্য হালাল"–সূরা আল-মায়েদা ঃ ৫।[১০] যুহ্রী (র) বলেন, আরব দেশের খৃস্টানদের যবেহ্কৃত প্রাণী খাওয়ায় কোন দোষ নেই। তবে তুমি তাদেরকে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছুর নাম পড়তে শোন তবে তা খেও না। আর যদি তা না শুনে থাক তবে মনে রেখ যে, আল্লাহ্ তাদের কুফরী সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও তা হালাল করেছেন। হাসান বসরী ও ইবরাহীম (র) বলেন, খাতনাবিহীন লোকের যবেহ্কৃত পশুতে কোন দোষ নেই।

٥١٠٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ كُنَّا مُحَاصِرِيْنَ قَصْرَ خَيْبَرَ فَرَمٰى اِنْسَانٌ بِجِرَابٍ فِيْهِ شَحْمٌ فَنَزَوْتُ (فَبَدَرْتُ) لاٰخُذَهُ فَالْتَفَتُّ فَاِذَا النَّبِيُّ ﷺ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ طَعَامُهُمْ ذَبَائِحُهُمْ .

৫১০২. আবদুল্লাহ্ ইবনে মুগাফফাল (রা) বলেন, আমরা খায়বারের দুর্গ অবরোধ করেছিলাম। এক ব্যক্তি চর্বি ভর্তি একটি থলে ছুঁড়ে মারলো। আমি তা নেয়ার জন্য এগিয়ে গেলাম। পিছনে তাকিয়ে নবী (স)-কে দেখে আমি লজ্জিত হলাম (থলেটি আর নিলাম না)। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তআমুহুম (আহ্লি কিতাবদের খাবার) অর্থ তাদের যবেহ্ করা জন্তুর গোশত।

---

১০. এর অর্থ ইহূদী-খৃস্টানদের সবরকম খাদ্যদ্রব্য মুসলমানদের জন্য হালাল হওয়া নয়। তাদের তৈরি হারাম খাদ্যদ্রব্য কিছুতেই হালাল নয়। মুসলমানদের জন্য যা হালাল, সেগুলোই কেবল আহ্লি কিতাবরা তৈরি করলে খাওয়া যাবে। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, আহ্লি কিতাবরা আল্লাহ্র নামে হালাল প্রাণী যবেহ্ করলে তা খাওয়া মুসলমানদের জন্য জায়েয। আর আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নামে যবেহ্ করলে জায়েয হবে না। মুশরিকদের যবেহ করা হালাল প্রাণীও খাওয়া হারাম। কোন নাস্তিকের যবেহ করা প্রাণীও খাওয়া জায়েয নয়।

২৩-অনুচ্ছেদ ঃ গৃহপালিত যে পশু পালিয়ে যায় তা বন্য পশুর সমতুল্য। ইবনে মাসউদ (রা) তার শিকার সমর্থন করেছেন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, যে গৃহপালিত জন্তু তোমাদের হাতছাড়া হয়ে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় তা শিকার সমতুল্য। যে উট কূপে পতিত হয়েছে তার যে স্থানে সম্ভব তাকে জবেহ কর। আলী (রা), ইবনে উমার (রা) ও আয়েশা (রা) প্রমুখের অভিমতও তাই।

٥١٠٣- عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا لاَقُوْ الْعَدُوِّ غَدًا وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى فَقَالَ اعْجَلْ اَوْ اَرِنْ مَا اَنْهَرَ الدَّمُ وَذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَاُحَدِّثُكَ اَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَاَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ وَاَصَبْنَا نَهْبَ (نُهْبَةَ) اِبِلٍ وَّغَنَمٍ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيْرٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِهٰذِهِ الْاِبِلِ اَوَابِدَ كَاَوَابِدِ الْوَحْشِ فَاِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْئٌ فَافْعَلُوْا هٰكَذَا.

৫১০৩. রাফে ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসূল ! আগামীকাল আমরা দুশমনের মোকাবিলা করব। অথচ আমাদের কাছে কোন ছুরি নেই। তিনি বলেন, রক্ত প্রবাহিতকারী যে কোন অস্ত্র দ্বারা তাড়াতাড়ি করে হালাক করে দাও এবং তার উপর আল্লাহ্র নাম নেয়া হলে তা খেতে পার। কিন্তু দাঁত ও নখ দিয়ে জবেহ করলে হবে না। আমি এখনই তোমাকে বলছি, দাঁত হল হাড় বিশেষ এবং নখ হল হাবশী নিগ্রোদের ছোরা। (একবার) গনীমাতের মাল হিসেবে কিছু সংখ্যক উট ও বকরী আমাদের হাতে আসে। সেগুলো থেকে একটি উট পালিয়ে যায়। এক ব্যক্তি তার প্রতি তীর মারে। ফলে উটটি ধরা পড়ে। নবী (স) বলেন, এ উটগুলোর মধ্যেও বন্য পশুর স্বভাব আছে। তার কোনটি তোমাদের উপর প্রবল হয়ে গেলে (তাকে কাবু করতে না পারলে) তার সাথে এরূপ আচরণই করবে।

২৪-অনুচ্ছেদ ঃ নাহর ও যবেহ করার বর্ণনা।

আতা (র) বলেন, যবেহ ও নাহর (বিশেষ পদ্ধতির যবেহ) করার স্থানেই তা করতে হবে। আমি (ইবনে জুরাইজ) বললাম, যা যবেহ করা হয় তা নাহর করলে যথেষ্ট হবে কি ? তিনি বলেন, হাঁ, আল্লাহ তাআলা গরু যবেহ করার উল্লেখ করেছেন। অতএব যে পশু নাহর করা হয় তা তুমি যবেহ করলে জায়েয হবে। তবে বিশেষ পদ্ধতির যবেহই (নাহর) আমার নিকট প্রিয়। আর যবেহ অর্থ কণ্ঠনালী ও মাথায় রক্তবাহী ধমনী কর্তন করা। আমি বললাম, কণ্ঠনালী ও মাথায় রক্তবাহী নালী কর্তন করতে করতে কেউ স্নায়ুরজ্জু পর্যন্ত পৌঁছে গেলে ? তিনি বলেন, আমি তা মনে করি না। ইবনে উমার (রা) (যবেহ করার সময়) স্নায়ুরজ্জু পর্যন্ত কাটতে নিষেধ করেছেন অর্থাৎ হাড়ের বাইরে পর্যন্ত কর্তন করবে এবং মৃত্যু পর্যন্ত তা ত্যাগ করবে। আল্লাহ্ তাআলার বাণী ঃ

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ...... فَذَبَحُوْهَا وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ .

"মূসা যখন তার জাতিকে বলেন, আল্লাহ্ তোমাদেরকে একটি গরু যবেহ্ করতে হুকুম করেছেন তখন তারা বলল, আপনি কি আমাদের সাথে ঠাট্টা করছেন ? মূসা বলেন, মূর্খ ও অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আমি আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ্ চাই। তারা বলল, তুমি তোমার রবের কাছে জেনে নাও, তিনি যেন আমাদেরকে স্পষ্ট করে বলে দেন, গরুটির বৈশিষ্ট্য কি ? মূসা বলেন, আল্লাহ্ বলছেন, তা এমন একটি গুরু যা না একদম বৃদ্ধ আর না বাছুর, বরং এ উভয় বয়সের মাঝামাঝি। অতএব এখন যা হুকুম হয়েছে, তাড়াতাড়ি তা করে ফেল। তারা আবার বলল, তুমি তোমার প্রভুর কাছে আমাদের পক্ষ হয়ে আবেদন কর, তিনি যেন পরিষ্কার বলে দেন ঃ তার বর্ণ কেমন হবে ? তিনি বলেন, আল্লাহ্ ইরশাদ করছেন, সেটি হবে হলুদ বর্ণের, যা দেখে দর্শকদের চোখ জুড়ায়। তারা পুনরায় বলল, তুমি তোমার প্রভুর নিকট আমাদের স্বার্থে নিবেদন কর, তিনি যেন আমাদেরকে স্পষ্টভাবে বলে দেন ঃ সেটি কিরূপ হবে ? আমরা গরুটি সম্পর্কে সন্দেহে পতিত হয়েছি। আমরা ইনশাআল্লাহ্ সঠিক পথ পেয়ে যাব। মূসা বলেন, আল্লাহ্ বলছেন, সেটা এমন একটি গরু যাকে না চাষাবাদে খাটানো হয়েছে আর না কৃষিক্ষেতে পানি সেচের কাজে লাগানো হয়েছে। তা হবে ত্রুটিমুক্ত এবং তাতে থাকবে না কোন খুঁত বা দাগ। তারা বলল, এখন আপনি সঠিক তথ্য এনেছেন। অতপর তারা গরু জবেহ্ করল। আসলে তারা তা করতে ইচ্ছুক ছিল না"-(সূরা আল-বাকারা ঃ ৬৭-৭১)।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, গলা এবং ঘাড়ের সম্মুখভাগে যবেহ্ করতে হবে। ইবনে উমার (রা), ইবনে আব্বাস (রা) ও আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, (যবেহ্ করার সময়) মাথা কেটে গেলে কোন ক্ষতি নেই।

٥١٠٤- عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَتْ نَحَرْنَا عَلٰى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ فَرَسًا فَاَكَلْنَاهُ .

৫১০৪. আবু বাক্‌র (রা)-এর কন্যা আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী (স)-এর যমানায় একটি ঘোড়া নাহর করেছি, অতপর তা খেয়েছি।[১১]

٥١٠٥- عَنْ اَسْمَاءَ قَالَتْ ذَبَحْنَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرَسًا وَنَحْنُ بِالْمَدِيْنَةِ فَاَكَلْنَاهُ .

৫১০৫. আসমা (রা) বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে একটি ঘোড়া যবেহ্ করেছি। তখন আমরা মদীনায় ছিলাম। অতপর আমরা তা খেয়েছি।

٥١٠٦- عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَتْ نَحَرْنَا عَلٰى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ فَرَسًا فَاَكَلْنَاهُ.

৫১০৬. আসমা বিনতে আবু বাক্‌র (রা) বলেন, আমরা নবী (স)-এর আমলে একটি ঘোড়া যবেহ করেছি এবং তা খেয়েছি।

---

১১. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে ঘোড়ার গোশত মাকরূহ তাহরিমী, কেউ কেউ বলেছেন, মাকরূহ তানজিহী। সাধারণত উট যবেহ করাকে বলা হয় নাহর করা।

২৫-অনুচ্ছেদ ঃ পশুর অঙ্গহানি করা, বেঁধে তীর ছুড়ে মারা এবং চাঁদমারী করা মাকরূহ।

٥١٠٧- عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَلَى الْحَكَمِ بْنِ اَيُّوبَ فَرَاٰى غِلْمَانًا اَوْ فِتْيَانًا نَصَبُوْا دَجَاجَةً يَّرْمُوْنَهَا فَقَالَ اَنَسٌ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ اَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ .

৫১০৭. হিশাম ইবনে যায়েদ (র) বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-এর সাথে হাকাম ইবনে আইউবের কাছে গেলাম। আনাস (রা) দেখলেন, কয়েকটি কিশোর বা যুবক একটি মুরগী বেঁধে তার প্রতি তীর মারছে। তখন তিনি বলেন, নবী (স) পশু-পাখীকে এভাবে বেঁধে তার প্রতি তীর ছুঁড়তে নিষেধ করেছেন।

٥١٠٨- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ دَخَلَ عَلَى يَحْيَ بْنِ سَعِيْدٍ وَّغُلَامٌ مِّنْ بَنِيْ يَحْيَ رَابِطٌ دَجَاجَةً يَّرْمِيْهَا فَمَشَى اِلَيْهَا ابْنُ عُمَرَ حَتَّى حَلَّهَا ثُمَّ اَقْبَلَ بِهَا وَبِالْغُلَامِ مَعَهُ فَقَالَ ازْجُرُوْا غُلَامَكُمْ عَنْ اَنْ يَّصْبِرَ هٰذَا الطَّيْرَ لِلْقَتْلِ فَاِنِّيْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى اَنْ تُصْبَرَ بَهِيْمَةٌ اَوْ غَيْرُهَا لِلْقَتْلِ ـ

৫১০৮. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদের নিকট গেলেন। তিনি দেখলেন, ইয়াহ্ইয়ার পরিবারের একটি কিশোর ছেলে একটি মুরগীকে বেঁধে পাথর ছুঁড়ে মারছে। ইবনে উমার (রা) মুরগীটির নিকট এগিয়ে গেলেন এবং তার বাঁধন খুলে দিলেন। তারপর মুগরীটিসহ তিনি বালক ও তার সংগীদের নিকট এসে বলেন, তোমাদের সন্তানদেরকে এভাবে বেঁধে পাখী মারতে বাধা দাও। আমি নবী (স)-এর নিকট শুনেছি, পশু-পাখীকে এভাবে বেঁধে মারতে তিনি নিষেধ করেছেন।

٥١٠٩- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ بْنِ عُمَرَ فَمَرُّوْا بِفِتْيَةٍ اَوْ بِنَفَرٍ نَصَبُوْا دَجَاجَةً يَّرْمُوْنَهَا فَلَمَّا رَاَوْا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوْا عَنْهَا وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ مَنْ فَعَلَ هٰذَا اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هٰذَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ مَثَّلَ بِالْحَيْوَانِ .

৫১০৯. সাঈদ ইবনে জুবাইর (র) বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-এর নিকট ছিলাম। অতপর আমরা কয়েকজন বালকের কিংবা কয়েকজন লোকের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলাম, তারা একটি মুরগী বেঁধে রেখে তাকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে তার প্রতি তীর ছুঁড়ে চাঁদমারী করছে। ইবনে উমার (রা)-কে দেখে তারা সেটি রেখে এদিক-ওদিক ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। তখন ইবনে উমার (রা) বলেন, এ কাজ কে করল ? এমন কাজ যে করে, তার ওপর নবী (স) অভিশাপ করেছেন। ইবনে উমার (রা) বলেন, যে লোক পশুর অঙ্গহানি ঘটায়, তার ওপর নবী করীম (স) লানত করেন।

٥١١٠- عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ يَزِيْدَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّه نَهٰى عَنِ النُّهْبَةِ وَالْمُثْلَةِ .

৫১১০. আদী ইবনে সাবিত (র) আবদুল্লাহ্ ইবনে ইয়াযীদ (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী (স) লুটতরাজ এবং অঙ্গহানি করতে নিষেধ করেছেন।

২৬-অনুচ্ছেদ ঃ মোরগের গোশত সম্পর্কে।

٥١١١- عَنْ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَاْكُلُ دَجَاجَةً .

৫১১১. আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-কে মোরগের গোশত খেতে দেখেছি।

٥١١٢- عَنْ زَهْدَمٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ هٰذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْمٍ اِخَاءٌ فَاُتِيَ بِطَعَامٍ فِيْهِ لَحْمُ دَجَاجٍ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ جَالِسٌ اَحْمَرُ فَلَمْ يَدْنُ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ اُدْنُ فَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَاْكُلُ مِنْهُ قَالَ اِنِّيْ رَاَيْتُهُ اَكَلَ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ فَحَلَفْتُ اَنْ لاَّ اٰكُلَهُ فَقَالَ اُدْنُ اُخْبِرُكَ اَوْ اُحَدِّثُكَ اِنِّيْ اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ نَفَرٍ مِّنَ الْاَشْعَرِيِّيْنَ فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ وَهُوَ يَقْسِمُ نَعَمًا مِّنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ فَاسْتَحْمَلْنَاهُ فَحَلَفَ اَنْ لاَّ يَحْمِلَنَا قَالَ مَا عِنْدِيْ مَا اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ثُمَّ اُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِنَهْبٍ مِّنْ اِبِلٍ فَقَالَ اَيْنَ الْاَشْعَرِيُّوْنَ اَيْنَ الْاَشْعَرِيُّوْنَ قَالَ فَاَعْطَانَا خَمْسَ ذَوْدٍ غُرَّ الذُّرٰى فَلَبِثْنَا غَيْرَ بَعِيْدٍ فَقُلْتُ لِاَصْحَابِيْ نَسِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمِيْنَهُ فَوَاللّٰهِ لَئِنْ تَغَفَّلْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَمِيْنَهُ لاَ نُفْلِحُ اَبَدًا فَرَجَعْنَا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا اسْتَحْمَلْنَاكَ فَحَلَفْتَ اَنْ لاَ تَحْمِلَنَا فَظَنَنَّا اَنَّكَ نَسِيْتَ يَمِيْنَكَ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ حَمَلَكُمْ اِنِّيْ وَاللّٰهِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لاَ اَحْلِفُ عَلٰى يَمِيْنٍ فَاَرٰى غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا اِلاَّ اَتَيْتُ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ وَّتَحَلَّلْتُهَا .

৫১১২. যাহ্দাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু মূসা আশআরী (রা)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। আমাদের এবং এই জারম গোত্রের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ছিল। (আমাদের সামনে) খাবার আনা হল। তাতে মোরগের গোশতও ছিল। লোকদের মধ্যে লালচে-গৌরবর্ণ এক ব্যক্তি বসাছিল। সে খানায় শরীক হল না। আবু মূসা আশআরী (রা) বলেন, নিকটে এসো। আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মোরগের গোশত খেতে দেখেছি। লোকটি বলল, আমি মোরগকে এমন জিনিস খেতে দেখেছি এবং তখন থেকে তা খেতে ঘৃণাবোধ হয়েছে। তাই আমি কসম করেছি যে, মোগরগের গোশত আর খাব না। আবু

মূসা আশআরী (রা) বলেন, কাছে এসো। এ ব্যাপারে তোমাকে আমি অবহিত করব, আমি তোমাকে হাদীস শুনাব। আমি আশআরী গোত্রের কতিপয় লোকসহ রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসলাম, যখন তিনি রাগান্বিত অবস্থায় ছিলেন এবং যাকাতের উট বণ্টন করছিলেন। আমরা তাঁর কাছে বাহন চাইলাম। তিনি কসম করে বলেন, তিনি আমাদের বাহন দিবেন না এবং বলেন, আমার কাছে এমন পশু নেই যে, তোমাকে সওয়ারীর জন্য দিতে পারি। অতপর রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট গনীমাতের উট আসলে তিনি ডাকলেন, আশআরীরা কোথায়, আশআরীরা কোথায় ? তিনি আমাদেরকে উচ্চ কুঁজবিশিষ্ট পাঁচটি সাদা উট দিলেন। আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে আমি আমার সাথীদের বললাম, রসূলুল্লাহ (স) হয়ত তাঁর শপথের কথা ভুলে গেছেন। আল্লাহ্‌র শপথ ! আমরা যদি রসূলুল্লাহ (স)-কে তাঁর শপথের কথা স্মরণ করিয়ে না দেই তবে আমরা কখনও সফলকাম হব না। সুতরাং আমরা নবী (স)-এর খেদমতে ফিরে এসে বললাম ঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমরা আপনার কাছে বাহন চেয়েছিলাম। আপনি কসম খেয়ে বলেছিলেন, আমাদেরকে সওয়ারী দিবেন না। আমাদের মনে হয়েছে, আপনি আপনার কসমের কথা হয়ত ভুলে গেছেন। নবী (স) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তোমাদেরকে সওয়ারী (পাওয়ার ব্যবস্থা করে) দিয়েছেন। আল্লাহ্‌র কসম ! আমি যখনই কোন বিষয়ে শপথ করি এবং শপথের বিপরীত করাটা ভালো দেখি, তখন যা উত্তম, তাই করি এবং (কাফ্‌ফারা দিয়ে) শপথ ভঙ্গ করি।

২৭-অনুচ্ছেদ ঃ ঘোড়ার গোশত সম্পর্কে।

٥١١٣- عَنْ اَسْمَاءَ قَالَتْ نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَكَلْنَاهُ .

৫১১৩. আসমা (রা) বলেছেন, আমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর যমানায় ঘোড়া নাহর করেছি এবং তার গোশত খেয়েছি।

٥١١٤- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ وَرَخَّصَ فِيْ لُحُوْمِ الْخَيْلِ .

৫১১৪. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) খায়বারের (যুদ্ধের) দিন গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন এবং ঘোড়ার গোশত খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।

২৮-অনুচ্ছেদ ঃ গৃহপালিত গাধার গোশত সম্পর্কে এই বিষয়ে সালামা (রা) নবী (স) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥١١٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ.

৫১১৫. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) খায়বারের দিন গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।

٥١١٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ .

৫১১৬. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, নবী (স) গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।

٥١١٧- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاِنْسِيَّةِ .

৫১১৭. আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) খায়বারের যুদ্ধের বছর মুতয়া বিবাহ এবং গৃহপালিত গাধার গোশত নিষিদ্ধ করেছেন।

٥١١٨- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ وَرَخَّصَ فِيْ لُحُوْمِ الْخَيْلِ .

৫১১৮. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, নবী (স) খায়বারের যুদ্ধের দিন গাধার গোশত নিষিদ্ধ করেছেন এবং ঘোড়ার গোশত (খেতে) অনুমতি দিয়েছেন।

٥١١٩- عَنِ الْبَرَاءِ وَابْنِ اَبِيْ اَوْفٰى قَالاَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ.

৫১১৯. বারাআ (রা) ও ইবনে আবু আওফা (রা) বলেন, নবী (স) গাধার গোশত নিষিদ্ধ করেছেন।

٥١٢٠- عَنْ اَبِيْ ثَعْلَبَةَ قَالَ حَرَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لُحُوْمَ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ وَعَنِ الزُّهْرِيِّ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ اَكْلِ كُلِّ ذِيْ نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ .

৫১২০. আবু সালাবা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) গৃহপালিত গাধার গোশত হারাম করেছেন। যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। নবী (স) শ্বদন্ত হিংস্র পশু খেতে নিষেধ করেছেন।

٥١٢١- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَاءَهُ جَاءٍ فَقَالَ اُكِلَتِ الْحُمُرُ ثُمَّ جَاءَهُ جَاءٍ فَقَالَ اُكِلَتِ الْحُمُرُ ثُمَّ جَاءَهُ جَاءٍ فَقَالَ اُفْنِيَتِ الْحُمُرُ فَاَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادٰى فِي النَّاسِ اِنَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ فَاِنَّهَا رِجْسٌ فَاُكْفِئَتِ الْقُدُوْرُ وَاِنَّهَا لَتَفُوْرُ بِاللَّحْمِ .

৫১২১. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এক আগন্তুক এসে বলল, গাধা খেয়ে ফেলা হচ্ছে। অতপর আরেক আগন্তুক এসে বলল, গাধা খেয়ে ফেলা হচ্ছে। তারপর আরেক আগন্তুক এসে বলল, সব গাধা খেয়ে শেষ করে ফেলা হচ্ছে। নবী (স) একজন ঘোষণাকারীকে নির্দেশ দিলে সে সর্বসাধারণের মাঝে ঘোষণা করে দিল ঃ আল্লাহ ও তাঁর রসূল তোমাদেরকে গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করছেন। কারণ তা নাপাক। সুতরাং (এ ঘোষণার সাথে সাথে) গোশতের হাঁড়িগুলো ফুটন্ত অবস্থায় উল্টে ফেলে দেয়া হয়।

٥١٢٢- عَنْ عَمْرٍو قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ يَزْعُمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنِ

الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ فَقَالَ قَدْ كَانَ يَقُوْلُ ذَاكَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرِو الْغِفَارِيُّ عِنْدَنَا بِالْبَصْرَةِ وَلٰكِنْ اَبِىْ ذَاكَ الْبَحْرُ بْنُ عَبَّاسٍ وَقَرَأَ قُلْ لاَ اَجِدُ فِيْمَا اُوْحِىَ اِلَىَّ مُحَرَّمًا.

৫১২২. আমর (র) বলেন, আমি জাবের ইবনে যায়েদ (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, মানুষ মনে করে যে, রসূলুল্লাহ (স) গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। তিনি জানালেন, হাকাম ইবনে আমর গিফারীও বসরায় আমাদের নিকট ঠিক একথাই বলেছেন। কিন্তু জ্ঞান ও হাদীসের সাগর ইবনে আব্বাস (রা) তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং এ আয়াত পড়েন ঃ "বলে দাও ! আমার নিকট যা ওহী করা হয়েছে, তাতে হারাম কিছুই পাচ্ছি না"–(সূরা আল-আনআম ঃ ১৪৪)।

২৯-অনুচ্ছেদ ঃ সর্বপ্রকার শ্বদন্ত হিংস্র জন্তু খাওয়া (হারাম)।

٥١٢٣- عَنْ اَبِىْ ثَعْلَبَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنْ اَكْلِ كُلِّ ذِىْ نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ.

৫১২৩. আবু সালাবা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) সব ধরনের শ্বদন্ত হিংস্র জন্তু খেতে নিষেধ করেছেন।

৩০-অনুচ্ছেদ ঃ মৃত পশুর চামড়া সম্পর্কে।

٥١٢٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ هَلاَّ اسْتَمْتَعْتُمْ بِاِهَابِهَا قَالُوْا اِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ اِنَّمَا حُرِّمَ اَكْلُهَا.

৫১২৪. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) অবহিত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (স) একটি মৃত বকরীর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলেন ঃ এর চামড়া দিয়ে তোমরা কেন ফায়দা উঠালে না ? লোকজন আরয করল, এটা তো মৃত। নবী (স) বললেন, তা কেবল খাওয়া হারাম করা হয়েছে।

٥١٢٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ مَرَّ النَّبِىُّ ﷺ بِعَنْزٍ مَّيْتَةٍ فَقَالَ مَا عَلٰى اَهْلِهَا لَوِ انْتَفَعُوا بِاِهَابِهَا.

৫১২৫. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স) একটি মৃত ছাগলের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, এর মালিকের কি হল ? আহ ! তারা যদি এর চামড়া দিয়ে ফায়দা উঠাত !

৩১-অনুচ্ছেদ ঃ কস্তুরী সম্পর্কে।

٥١٢٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ مَكْلُوْمٍ يُكْلَمُ فِى اللّٰهِ اِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكَلْمُهُ يَدْمٰى اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ وَالرِّيْحُ رِيْحُ مِسْكٍ.

৫১২৬. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে আহত হয়, সে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র দরবারে এমন অবস্থায় আসবে যে, তার আহত স্থান থেকে রক্ত ঝরতে থাকবে। এর রং হবে লাল টকটকে এবং গন্ধ হবে কস্তুরীর মত।

٥١٢٧- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيْرِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ اِمَّا اَنْ يُّحْذِيَكَ وَاِمَّا اَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَاِمَّا اَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا طَيِّبَةً وَنَافِخُ الْكِيْرِ اِمَّا اَنْ يُّحْرِقَ ثِيَابَكَ وَاِمَّا اَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا خَبِيْثَةً .

৫১২৭. আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেন, নেক ও সৎসঙ্গী এবং অসৎ সঙ্গীর উদাহরণ হলো এমন দু' ব্যক্তির মতো—যার একজন হলো মিশক আম্বর বহনকারী, আরেকজন হলো কামারের হাঁপড় চালনাকারী। মিশক আম্বরওয়ালা হয় তোমায় কিছুটা দিবে, নয় তুমি তার থেকে কিনবে অথবা তুমি তার থেকে সুবাস লাভ করবে। অপর দিকে কামারের হাঁপড় চালনাকারী হয় তোমার কাপড় জ্বালিয়ে দিবে, না হয় তুমি তার থেকে দুর্গন্ধ পাবে।

৩২-অনুচ্ছেদ ঃ খরগোশ সম্পর্কে।

٥١٢٨- عَنْ اَنَسٍ قَالَ اَنْفَجْنَا اَرْنَبًا وَّنَحْنُ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَغِبُوْا فَاَخَذْتُهَا فَجِئْتُ بِهَا اِلٰى اَبِىْ طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا فَبَعَثَ بِوَرِكَيْهَا اَوْ قَالَ بِفَخِذَيْهَا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَبِلَهَا.

৫১২৮. আনাস (রা) বলেন, মাররুজ জাহ্‌রান নামক স্থানে আমরা একটি খরগোশকে ধাওয়া করলাম, এমনকি লোকজন অনেক চেষ্টা করে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। আমি সেটি ধরে ফেললাম এবং আবু তালহা (রা)-এর নিকট নিয়ে গেলাম। তিনি তা যবেহ করলেন এবং তার রান দু'টি কিংবা সামনের পা দু'টি নবী (স)-এর জন্য পাঠিয়ে দিলেন। তিনি তা গ্রহণ করেন।

৩৩-অনুচ্ছেদ ঃ গুইসাপ সম্পর্কে।

٥١٢٩- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلضَّبُّ لَسْتُ اٰكُلُهُ وَلاَ اُحَرِّمُهُ .

৫১২৯. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেন, গুইসাপ আমি খাইও না এবং তা হারামও বলি না।

٥١٣٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ اَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَيْتَ مَيْمُوْنَةَ فَاُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوْذٍ فَاَهْوٰى اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهِ فَقَالَ

بَعْضُ النِّسْوَةِ أَخْبِرُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِمَا يُرِيْدُ اَنْ يَّأْكُلَ فَقَالُوْا هُوَ ضَبٌّ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَرَفَعَ يَدَهُ فَقُلْتُ اَحَرَامٌ هُوَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لاَ وَلٰكِنْ لَمْ يَكُنْ بِاَرْضِ قَوْمِيْ فَاَجِدُنِيْ اَعَافُهُ قَالَ خَالِدٌ فَاجْتَرَرْتُهُ فَاَكَلْتُهُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْظُرُ .

৫১৩০. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে খালিদ ইবনুল ওলীদ (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত। খালিদ (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর সংগে মাইমুনা (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করেন। তখন তেলে ভাজা গুইসাপ পেশ করা হলে রসূলুল্লাহ (স) (খাওয়ার জন্য) সেদিকে হাত বাড়ালেন। এমনি সময়ে কোন এক মহিলা বলেন, রসূলুল্লাহ (স)-কে জানিয়ে দাও তিনি কি জিনিস খেতে যাচ্ছেন। সবাই বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল ! ওটা গুইসাপ। রসূলুল্লাহ (স) তৎক্ষণাৎ তাঁর হাত গুটিয়ে নিলেন। আমি [খালিদ] জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রসূল ! ওটা কি হারাম ? তিনি বলেন, না ; তবে আমাদের এলাকায় ওটা নেই। তাই ওটার প্রতি আমার অরুচি হয়। খালিদ (রা) বলেন, আমি তা টেনে এনে খেতে থাকলাম, আর রসূলুল্লাহ (স) দেখতে থাকলেন।[১২]

৩৪-অনুচ্ছেদ ঃ জমাট কিংবা তরল ঘিয়ে ইঁদুর পতিত হলে।

٥١٣١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ عَنْ مَيْمُوْنَةَ اَنَّ فَارَةً وَقَعَتْ فِيْ سَمْنٍ فَمَاتَتْ فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْهَا فَقَالَ اَلْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوْهُ .

৫১৩১. ইবনে আব্বাস (রা) মায়মুনা (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, একটি ইঁদুর ঘিয়ের মধ্যে পড়ে মরে গেল। নবী (স)-এর নিকট এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, ইঁদুর ও তার আশপাশের ঘি তুলে ফেলে দাও এবং অবশিষ্ট ঘি খেতে পার।

٥١٣٢- عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الدَّابَّةِ تَمُوْتُ فِي الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ وَهُوَ جَامِدٌ اَوْ غَيْرُ جَامِدٍ اَلْفَارَةِ اَوْ غَيْرِهَا قَالَ بَلَغَنَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِفَارَةٍ مَاتَتْ فِيْ سَمْنٍ فَاَمَرَبِمَا قَرُبَ مِنْهَا فَطُرِحَ ثُمَّ اُكِلَ .

৫১৩২. যুহ্রী (র) থেকে বর্ণিত। জমাট বা তরল যায়তুন তৈল বা ঘিয়ের মধ্যে ইঁদুর বা অন্য কোনো প্রাণী পড়ে মরে গেলে—এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আমাদের কাছে হাদীস পৌঁছেছে যে, ঘিয়ের মধ্যে পড়ে ইঁদুর মরে গেলে রসূলুল্লাহ (স) সেই ইঁদুর ও তার আশপাশের ঘি ফেলে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। তদনুযায়ী ইঁদুর ফেলে দেয়া হয়েছে, তারপর সেই ঘি খাওয়া হয়েছে।

---

১২. গুইসাপ এক প্রকার স্থলচর প্রাণী। হানাফী মযহাব মতে এগুলো খাওয়া মাকরূহ তাহরিমী এবং অন্যান্য মাযহাবে তা খাওয়া দূষণীয় নয়।

٥١٣٣- عَنْ اِبنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيمُوْنَةَ قَالَتْ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ فَارَةٍ سَقَطَتْ فِيْ سَمْنٍ فَقَالَ اَلْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوْهُ .

৫১৩৩. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। মায়মুনা (রা) বলেন, ঘিয়ের মধ্যে পতিত ইঁদুর সম্পর্কে নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, ইঁদুর ও তার আশপাশের ঘি ফেলে দাও এবং বাকী ঘি খেয়ে নাও।

৩৫-অনুচ্ছেদ ঃ মুখে দাগ ও চিহ্ন দেয়া।

٥١٣٤- عَنِ ابْنِ عَمَرَ اَنَّهُ كَرِهَ اَنْ تُعْلَمَ الصُّوْرَةُ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ اَنْ تُضْرَبَ .

৫১৩৪. ইবনে উমার (রা) হতে বর্ণিত। মুখমণ্ডলে দাগ দেয়াকে তিনি অপসন্দ করেছেন। ইবনে উমার (রা) বলেছেন, নবী (স) মুখমণ্ডলে মারতে নিষেধ করেছেন।

٥١٣٥- عَنْ اَنَسٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِاَخٍ يُحَنِّكُهُ وَهُوَ فِيْ مِرْبَدٍ لَهُ فَرَاَيْتُهُ يَسِمُ شَاةً حَسِبْتُهُ قَالَ فِيْ اٰذَانِهَا .

৫১৩৫. আনাস (রা) বলেন, আমি আমার ভাইকে সাথে নিয়ে নবী (স)-এর খেদমতে হাযির হলাম, যেন তিনি (স) আমার ভাইয়ের তাহনীক করেন (খেজুর ইত্যাদি চিবিয়ে যেন তার মুখে দেন)। তিনি তাঁর উটের খোয়াড়ে ছিলেন। দেখলাম, তিনি একটি বকরীকে তার কানে দাগ দিচ্ছেন।

৩৬-অনুচ্ছেদ ঃ কোন দল গনীমাতের মাল পেলে কেউ তার সাথীদের বিনা অনুমতিতে ছাগল বা উট যবেহ করলে, নবী (স) হতে রাফে (র) বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী তা খাওয়া যাবেন। তাউস ও ইকরিমা (র) চোরের যবেহকৃত পশু সম্পর্কে বলেছেন ঃ তা ফেলে দাও।

٥١٣٦- عَنْ رَفِعِ ابْنِ خَدِيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ اِنَّنَا نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا وَّلَيْسَ مَعَنَا مُدًى فَقَالَ اَرِنْ اَوِ اعْجَلْ مَا اَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ فَكُلُوْا مَالَمْ يَكُنْ سِنٌّ وَّلَا ظُفُرٌ وَسَاُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذٰلِكَ اَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَاَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ وَتَقَدَّمَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَاَصَابُوْا مِنَ الْمَغَانِمِ وَالنَّبِيُّ ﷺ فِيْ اٰخِرِ النَّاسِ فَنَصَبُوْا قُدُوْرًا فَاَمَرَ بِهَا فَاُكْفِئَتْ وَقَسَمَ بَيْنَهُمْ وَعَدَلَ بَعِيْرًا بِعَشْرِ شِيَاهٍ ثُمَّ نَدَّ بَعِيْرٌ مِّنْ اَوَائِلَ (اَوَابِلِ - اِبِلٍ) الْقَوْمِ وَلَمْ يَكُنْ مَّعَهُمْ خَيْلٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللّٰهُ فَقَالَ اِنَّ لِهٰذِهِ الْمَهَائِمِ اَوَابِدَ كَاَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا فَعَلَ مِنْهَا هٰذَا فَافْعَلُوْا مِثْلَ هٰذَا .

৫১৩৬. রাফে ইবনে খাদীজ (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর কাছে আরয করলাম, আমরা আগামী কাল দুশমনের মোকাবিলায় অবতীর্ণ হব। আমাদের কাছে ছুরি নেই। তিনি বলেন, যা রক্ত প্রবাহিত করে তা দিয়ে আল্লাহ্র নাম নিয়ে যবেহ করা হলে তা খাও। তবে দাঁত ও নখ দিয়ে যবেহ করলে হবে না। আমি তোমাদের কাছে এর কারণ বলছি। দাঁত হলো হাড় বিশেষ, আর নখ হলো হাবশীদের ছুরি। কিছু লোক দ্রুত অগ্রসর হল। এরা গনীমাতের মাল পেল। নবী (স) পিছনের লোকদের সাথে ছিলেন। লোকেরা রান্না শুরু করে দিল। তিনি এসে ডেগ উল্টে ফেলে দেয়ার আদেশ দিলেন। অতএব সেগুলো উল্টে ফেলে দেয়া হল। তিনি তাদের মধ্যে (গনীমাতের মাল) বণ্টন করলেন এবং একটি উট দশটি ছাগলের সমান গণ্য করলেন। আগে আসা লোকদের (উটগুলোর মধ্যে) একটি উট ছুটে গেল। তাদের সাথে ঘোড়া ছিল না। এক ব্যক্তি তার প্রতি তীর মারল। আল্লাহ্ তা আটক করলেন। নবী (স) বলেন, এ পশুর মধ্যেও বন্য পশুদের স্বভাব আছে। অতএব এগুলোর যেটাই এরূপ করবে, তার সাথে অনুরূপ আচরণ করবে।

৩৭-অনুচ্ছেদ ঃ যদি কারো উট পালিয়ে যায় আর তাদের উপকারার্থে তাদের কোন লোক সেই উটকে তীর ছুঁড়ে মেরে ফেলে তবে রাফে (রা) কর্তৃক বর্ণিত নবী (স)-এর হাদীস অনুসারে তা করা জায়েয।

٥١٣٧- عَنْ رَافِعِ ابْنِ خَدِيْجٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَنَدَّ بَعِيْرٌ مِّنَ الاِبِلِ قَالَ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ اِنَّ لَهَا اَوَابِدَ كَاَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا عَلَيْكُم مِنْهَا فَاصْنَعُوْا بِهِ هٰكَذَا قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا نَكُوْنُ فِى الْمَغَازِىْ وَالْاَسْفَارِ فَنُرِيْدُ اَنْ نَذْبَحَ فَلاَ يَكُوْنُ مُدًى فَقَالَ اَرِنْ مَااَنْهَرَ اَوْنَهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ فَكُلْ غَيْرَ السِّنِّ وَالظُّفُرِ فَاِنَّ السِّنَّ عَظْمٌ وَالظُّفُرُ مُدَى الْحَبَشَةِ .

৫১৩৭. রাফে ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক সফরে নবী (স)-এর সঙ্গে ছিলাম। উটের দল থেকে একটি উট পালিয়ে গেল। এক ব্যক্তি তার প্রতি তীর ছুঁড়লে তা থেমে গেল। নবী (স) বলেন, এ পশুর মধ্যেও জংলী পশুর মতো বন্য স্বভাব আছে। সুতরাং এগুলোর মধ্যে কোনটি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে তার সাথে এরূপ আচরণই করবে। রাফে (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসূল ! আমরা কখনো যুদ্ধে এবং সফরে থাকি। আমরা যবেহ করতে চাই কিন্তু আমাদের নিকট ছুরি থাকে না। নবী (স) বলেন, দাঁত ও নখ ছাড়া এমন জিনিস দিয়ে আল্লাহ্র নামে আঘাত হান যা রক্ত ঝরায়, তারপর তা খাও। দাঁত হল হাড় বিশেষ এবং নখ হল হাবসীদের ছুরি।

৩৮-অনুচ্ছেদ ঃ নিরুপায় অবস্থায় হারাম জিনিস খাওয়া। আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ

تَعْبُدُوْنَ ـ اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ .

"হে মু'মিনগণ ! যেসব পবিত্র জিনিস আমি তোমাদেরকে দিয়েছি তা থেকে খাও এবং আল্লাহ্‌র শোকর আদায় কর, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত করে থাক। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের উপর হারাম করেছেন মৃত জীব, রক্ত ও শূকরের মাংস এবং যে পশুর উপর আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নাম উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু যদি কোন লোক অনন্যোপায় হয়ে পড়ে, বিদ্রোহ ও সীমালংঘনের উদ্দেশ্য নেই, তবে তার কোন গুনাহ্ হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু"–(সূরা আল-বাকারা ঃ ১৭২-১৭৩)।

فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِاٰيٰتِهٖ مُؤْمِنِيْنَ .

"সুতরাং কোন পশু (যবেহ্‌কালে) আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা হলে তা থেকে খাও, যদি তোমরা তার আয়াতে ঈমান এনে থাক"–(সূরা আল-আনআম ঃ ১১৮)।

فَمَنِ اضْطُرَّ فِىْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ .

"তবে কেউ পাপের দিকে না ঝুঁকে ক্ষুধার জ্বালায় নিরূপায় হলে তখন আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু"–(সূরা আল-মায়েদা ঃ ৩)।

قُلْ لَّآ اَجِدُ فِىْ مَآ اُوْحِىَ اِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ اِلَّآ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ .

"বল আমার প্রতি যে প্রত্যাদেশ হয়েছে তাতে লোকে যা আহার করে তার মধ্যে আমি নিষিদ্ধ কিছুই পাই না, মরা, বহমান রক্ত ও শূকরের মাংস ছাড়া, কেননা এগুলো অপবিত্র অথবা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নাম লওয়ার কারণে যা অবৈধ। তবে কেউ যদি অবাধ্য না হয়ে এবং সীমালংঘন না করে তা গ্রহণে নিরূপায় হলে তোমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু"–(সূরা আল-আনআম ঃ ১৪৫)।

وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا .

"এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে যেসব হালাল ও পবিত্র জিনিস রিযিক হিসেবে দান করেছেন তা থেকে খাও"–(সূরা আন-নাহ্‌ল ঃ ১১৪)।

كِتَابُ الْاَضَاحِيِّ
(কুরবানীর বর্ণনা)

১-অনুচ্ছেদ ঃ কুরবানীর প্রথা। ইবনে উমার (রা) বলেন, কুরবানী সুন্নাত এবং সুপ্রসিদ্ধ।

٥١٣٨- عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ اَوَّلَ مَانَبْدَأُ بِهِ فِيْ يَوْمِنَا هٰذَا اَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرَ مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ اَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ فَاِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِاَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِيْ شَيْءٍ فَقَامَ اَبُوْ بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ وَقَدْ ذَبَحَ فَقَالَ اِنَّ عِنْدِيْ جَذَعَةٌ فَقَالَ اذْبَحْهَا وَلَنْ تُجْزِيَ عَنْ اَحَدٍ بَعْدَكَ وَقَالَ مُطَرِّفٌ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلٰوةِ تَمَّ نُسُكُهُ وَاَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِيْنَ .

৫১৩৮. বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন, আমাদের আজকের এদিনের আমরা সর্বপ্রথম যে কাজটি দিয়ে সূচনা করব তাহলো আমরা নামায পড়ব, তারপর ফিরে এসে কুরবানী করব। যে লোক এভাবে করলো, সে আমাদের সুন্নাত পেয়ে গেল। আর যে ব্যক্তি (নামাযের) পূর্বে যবেহ করলো সে কেবল আপন পরিজনের জন্য আগাম গোশত খাওয়ারই ব্যবস্থা করলো, কুরবানীর কিছুই হলো না। আবু বুরদা ইবনে নিয়ার (রা) উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমার নিকট একটি ছয় মাসের ছাগল আছে। নবী (স) বললেন, সেটি যবেহ কর। তবে তোমার পরে আর কারো জন্যে (ছয় মাসের ছাগলে) যথেষ্ট হবে না। মুতাররিফ আমেরের সূত্রে বারাআ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন, নবী (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি নামাযের পর যবেহ করলো, তার কুরবানী পূর্ণ হলো এবং সে মুসলমানদের সঠিক তরীকা অনুসরণ করলো।[১]

٥١٣٩- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلٰوةِ فَاِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلٰوةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَاَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِيْنَ .

৫১৩৯. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন, যে লোক নামাযের আগে যবেহ করলো, সে নিজের জন্যই যবেহ করলো। আর যে ব্যক্তি নামাযের পরে যবেহ করলো, তার কুরবানী পূর্ণ হয়ে গেল এবং সে মুসলমানদের রীতি অনুযায়ী আমল করলো।

---

১. হানাফী মাযহাব মতে মালদার ব্যক্তির জন্য কুরবানী ওয়াজিব। হাদীসে যে "আসাবা সুন্নাতানা" বলা হয়েছে—তা সাধারণ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, ফিক্‌হ শাস্ত্রমতে যে সুন্নাত, তা নয়। এখানে এর অর্থ তরীকা, পন্থা বা পদ্ধতি। হানাফী মযহাব মতে ছাগল এক বছর বয়সের হলে তা দিয়ে কুরবানী জায়েয। এর কম বয়সের ছাগলে জায়েয হবে না। আবু বুরদার জন্য এটা বিশেষ ব্যবস্থা ছিল।

২-অনুচ্ছেদ ঃ জনগণের মধ্যে কুরবানীর গোশত বণ্টন।

٥١٤٠ـ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ اَصْحَابِهِ ضَحَايَا فَصَارَتْ لِعُقْبَةَ جَذَعَةٌ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَارَتْ لِيْ جَذَعَةٌ قَالَ ضَحِّ بِهَا .

৫১৪০. উকবা ইবনে আমের জুহনী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) সাহাবাগণের মাঝে কুরবানীর পশু বণ্টন করেন। উকবা (রা)-এর ভাগে ছয় মাসের একটি ছাগল পড়ে। (উকবা বলেন,) আমি বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমার ভাগে তো ছয় মাসের বাচ্চা এসেছে। তিনি বললেন, এটাই কুরবানী করো।[২]

৩-অনুচ্ছেদ ঃ মুসাফির ও মহিলাদের কুরবানী।[৩]

٥١٤١ـ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَحَاضَتْ بِسَرِفَ قَبْلَ اَنْ تَدْخُلَ مَكَّةَ وَهِيَ تَبْكِيْ فَقَالَ مَالَكِ اَنَفِسْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ اِنَّ هٰذَا اَمْرٌ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلٰى بَنَاتِ اٰدَمَ فَاقْضِيْ مَايَقْضِيْ الْحَاجُّ غَيْرَ اَنْ لاَتَطُوْفِيْ بِالْبَيْتِ فَلَمَّا كُنَّا بِمِنًى اُتِيْتُ بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ مَا هٰذَا قَالُوْا ضَحّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَزْوَاجِهِ بِالْبَقَرِ .

৫১৪১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) তাঁর নিকট প্রবেশ করলেন। এ সময় মক্কায় প্রবেশের আগেই সারেফ নামক স্থানে আয়েশা (রা)-এর হায়েয শুরু হয়। তাই তিনি কাঁদছিলেন। নবী (স) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি হয়েছে, হায়েয হয়েছে নাকি ? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ। নবী (স) বললেন, এটা এমন এক ব্যাপার, যা আল্লাহ তাআলা আদমের কন্যা সন্তানদের ভাগ্যে লিখে দিয়েছেন। অতএব হাজীগণ যা করে, তুমিও তা করো, তবে তুমি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করবে না। যখন আমরা মিনায় ছিলাম, তখন আমার নিকট গরুর গোশত আনা হলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি ? লোকজন বললো, রসূলুল্লাহ (স) তাঁর স্ত্রীদের তরফ থেকে গরু কুরবানী করেছেন।

৪-অনুচ্ছেদ ঃ কুরবানীর দিন গোশত খাওয়ার আকাঙ্খা।

٥١٤٢ـ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلٰوةِ فَلْيُعِدْ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ هٰذَا يَوْمٌ يُشْتَهٰى فِيْهِ اللَّحْمُ وَذَكَرَ جِيْرَانَهُ وَعِنْدِيْ جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِّنْ شَاتَيْ لَحْمٍ فَرَخَّصَ لَهُ فِيْ ذٰلِكَ فَلاَ اَدْرِي اَبَلَغَتِ الرُّخْصَةُ مِنْ سِوَاهُ اَمْ لاَ ثُمَّ انْكَفَأَ النَّبِيُّ ﷺ اِلٰى كَبْشَيْنِ فَذَبَحَهُمَا وَقَامَ النَّاسُ اِلٰى غُنَيْمَةٍ فَتَوَزَّعُوْهَا اَوْ قَالَ فَتَجَزَّعُوْهَا .

---

২. এটা উকবা (রা)-এর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। অন্য কারো জন্যে তা জায়েয হবে না।

৩. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে মুসাফিরের ওপর কুরবানী ওয়াজিব নয়।

৫১৪২. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) কুরবানীর দিন বলেছেন, যে ব্যক্তি নামাযের আগে যবেহ করলো, সে যেন আবার যবেহ করে। তখন এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আজকের দিনে তো গোশত খাওয়ার ইচ্ছা হয়ে থাকে। এরপর সে তার প্রতিবেশীদের কথা উল্লেখ করলো এবং বললো, আমার কাছে একটি ছয় মাসের ছাগল ছানা আছে। মোটাতাজা দু'টি বকরীর চেয়েও সেটা উত্তম। নবী (স) তাকে এ ব্যাপারে অনুমতি দিলেন। আমার জানা নেই, এ অনুমতি এ ব্যক্তি ছাড়া আর কারো জন্যেও ছিল কি না। অতপর নবী (স) দু'টি দুম্বার দিকে এগিয়ে গেলেন এবং তা যবেহ করলেন। আর লোকজন বকরীগুলোর প্রতি এগিয়ে গেল এবং সেগুলো (বন্টনের পর) যবেহ করলো।

৫-অনুচ্ছেদ ঃ যারা বলেন, ঈদের দিনই কুরবানী করতে হবে।

٥١٤٣- عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهٖ يَوْمَ خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِّنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلٰثٌ (ثَلَاثَةٌ) مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُوْ الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِىْ بَيْنَ جُمَادٰى وَشَعْبَانَ اَىُّ شَهْرٍ هٰذَا قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهٗ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهٖ قَالَ اَلَيْسَ ذُوالْحِجَّةِ قُلْنَا بَلٰى قَالَ اَىُّ بَلَدٍ هٰذَا قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهٗ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهٖ قَالَ اَلَيْسَ الْبَلْدَةَ قُلْنَا بَلٰى قَالَ فَاَىُّ يَوْمٍ هٰذَا قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهٗ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهٖ قَالَ اَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ قُلْنَا بَلٰى قَالَ فَاِنَّ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ قَالَ مُحَمَّدٌ وَاَحْسِبُهٗ قَالَ وَاَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِىْ بَلَدِكُمْ هٰذَا فِىْ شَهْرِكُمْ هٰذَا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْاَلُكُمْ عَنْ اَعْمَالِكُمْ اَلَا فَلَا تَرْجِعُوْا بَعْدِىْ ضُلَّالًا يَّضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ اَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يَّبْلُغُهٗ اَنْ يَّكُوْنَ اَوْعٰى (اَرْعٰى) لَهٗ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهٗ وَكَانَ مُحَمَّدٌ اِذَا ذَكَرَهٗ قَالَ صَدَقَ النَّبِىُّ ثُمَّ قَالَ اَلَا هَلْ بَلَّغْتُ اَلَا هَلْ بَلَّغْتُ.

৫১৪৩, আবু বাকরা (রা) হতে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, আল্লাহ তাআলা যেদিন আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছেন, সেদিন থেকে কালের পরিক্রমন ঘটছে স্বনিয়মে। বছরে বারো মাস। তার মধ্যে চার মাস সম্মানিত। এর তিন মাস পরপর আসে। তাহলো, যিলকাদ, যিলহজ্জ ও মুহররম। অপরটি হলো মুদার গোত্রের রজব মাস, এটি জুমাদা ও শাবানের মধ্যখানে অবস্থিত। এখন কোন্ মাস ? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূল অধিক জানেন। তিনি চুপ করে রইলেন। এমনকি আমরা মনে করলাম, এর এ নাম ছাড়া হয়তো তিনি আরেক নাম রাখবেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটি কি যিলহজ্জ মাস নয় ? আমরা জবাব দিলাম,

হাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটি কোন্ শহর ? আমরা জবাব দিলাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল অধিক অবগত। এবারও তিনি চুপ করে রইলেন। এমনকি আমরা ধারণা করলাম, তিনি হয়তো এর অন্য কোন নাম বলবেন। পরে তিনি বললেন, এটি কি মক্কা নগরী নয় ? আমরা বললাম, হাঁ। আবার তিনি প্রশ্ন করলেন, এটি কোন্ দিন ? আমরা জবাব দিলাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল ভালো জানেন। এবারও তিনি চুপ হয়ে থাকলেন। এমনকি আমরা মনে করলাম, হয়ত তিনি এর অন্য কোন নাম বলবেন। পরক্ষণেই তিনি বললেন, এটি কি কুরবানীর দিন নয় ? আমরা জবাব দিলাম, হাঁ। তিনি বললেন, তোমাদের রক্ত (জীবন), তোমাদের ধন-মাল—এক বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ মনে করেন, নবী (স) একথাও উল্লেখ করেছেন এবং তোমাদের মান-ইজ্জত তোমাদের পরস্পরের জন্য ঠিক তেমনি পবিত্র, যেমন তোমাদের এ শহর, এ মাস ও আজকের এদিন পবিত্র। অবিলম্বে তোমরা তোমাদের রবের সাথে মিলিত হবে। তখন তিনি তোমাদের সব কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। সাবধান ! পরস্পর হানাহানি করো না। শোন, যারা হাযির আছ, তারা যারা হাযির নেই, তাদের নিকট (আমার বাণী) পৌঁছিয়ে দিও। হয়তো যারা শুনেছে, তাদের কারো কারো চেয়ে, যাদের কাছে পৌঁছানো হবে, তাদের কেউ কেউ অধিক মনে রাখবে। (বর্ণনাকারী) মুহাম্মাদ (র) যখন হাদীস বর্ণনা করতেন, তখন বলতেন, নবী (স) সত্য কথা বলেছেন। (এ ভাষণে) নবী (স) আরও বলেন, শোন, আমি কি পৌঁছিয়ে দিয়েছি ? আমি কি পৌঁছিয়ে দিয়েছি ?[৪]

৬-অনুচ্ছেদ ঃ কুরবানী এবং ঈদগাহে কুরবানীর পশু যবেহ করা।

٥١٤٤ـ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يَنْحَرُ فِى الْمَنْحَرِ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ يَعْنِىْ مَنْحَرَ النَّبِىِّ ﷺ

৫১৪৪. নাফে (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (রা) কুরবানী করার জায়গাতে কুরবানী করতেন। ওবায়দুল্লাহ্ (র) বলেন, অর্থাৎ নবী (স)-এর কুরবানী করার জায়গাতে তিনি কুরবানী করতেন।

٥١٤٥ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالْمُصَلّٰى .

৪. ১০ই যিলহজ্জ থেকে ১২ই যিলহজ্জ সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত কুরবানী করার সময়। ঈদের নামাযের আগে যবেহ্ করলে কুরবানী হবে না। প্রথম দিন কুরবানী করা উত্তম, তারপর দ্বিতীয় দিন, তারপর তৃতীয় দিন।

মুদার গোত্রের মাহে রজব বলার মর্ম হলো—মুদার গোত্রের লোকজন এ মাসটিকে বেশী ভালোবাসতো। তাই এ গোত্রের সাথে মাসটিকে সম্পর্কিত করা হয়েছে।

জাহিলী যুগেও উক্ত চার মাস আরবদের নিকট অতি সম্মানিত ছিল। এ চার মাস লুটতরাজ, যুদ্ধ ইত্যাদি করা তারা হারাম মনে করতো। কিন্তু ঘটনাচক্রে এসব মাসে যুদ্ধ এসে পড়লে আরবরা নিজেদের স্বার্থে এ সম্মানিত মাসকে পেছনে ঠেলে দিত এবং সেটা সম্মানিত মাস নয় ধরে নিয়ে সেই মাসে যুদ্ধ চালিয়ে যেত। যেমন মুহররম মাসে যুদ্ধ লাগলে একে পরবর্তী সফর মাসে ঠেলে দিত এবং মুহররমকে সফর মাস ঘোষণা করে যুদ্ধ চালাতো। এভাবে সব মাস ওলট-পালট হয়ে গিয়েছিল। হজ্জের মাসে হজ্জও হতো না। কিন্তু ঘটনাচক্রে আবার ঠিক যিলহজ্জ মাসেই হজ্জ এসে গেছে। অর্থাৎ বছর সঠিক খাতে ঘুরে এসেছে। গত ক'বছর ঠিকভাবেই বছর চলছে। সেদিকেই হাদীসে একথা দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৫১৪৫. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) নিজেই যবেহ করতেন এবং ঈদগাহে যবেহ করতেন।

৭-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর দুই শিংওয়ালা দুম্বা যবেহ করার বর্ণনা। সামীনাইনে (মোটাতাজা)-ও উল্লেখ আছে। আবু উমামা ইবনে সাহল (রা) বলেন, আমরা মদীনায় কুরবানীর পশু মোটাতাজা করতাম এবং সকল মুসলমানও মোটাতাজা করতেন।

٥١٤٦- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُضَحِّيْ بِكَبْشَيْنِ وَاَنَا اُضَحِّيْ بِكَبْشَيْنِ .

৫১৪৬. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) দু'টি দুম্বা কুরবানী করেছিলেন এবং আমিও দু'টি দুম্বা কুরবানী করেছিলাম।

٥١٤٧- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ انْكَفَاَ اِلٰى كَبْشَيْنِ اَقْرَنَيْنِ اَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهٖ .

৫১৪৭. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) সাদাকালো চিত্রা বা ধুসর বর্ণের দু'টি শিঙওয়ালা দুম্বার দিকে এগিয়ে গেলেন এবং নিজ হাতেই তা যবেহ করলেন।

٥١٤٨- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلٰى صَحَابَتِهٖ ضَحَايَا فَبَقِيَ عَتُوْدٌ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ ضَحِّ اَنْتَ بِهٖ.

৫১৪৮. উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) তাঁকে একটি ছাগল দান করলেন। তিনি তাঁর সাহাবীগণের মধ্যে কুরবানীর পশু বণ্টন করছিলেন। একটি ছয় মাসের বাচ্চা বাকি রয়ে গেল। উকবা (রা) নবী (স)-এর নিকট তা উল্লেখ করলে তিনি বলেন, তুমি এটা কুরবানী কর।

৮-অনুচ্ছেদ ঃ আবু বুরদা (রা)-কে নবী (স)-এর উক্তি ঃ তুমি ছয় মাসের এ বাচ্চাটি যবেহ কর এবং তোমার পর আর কারো জন্যে তা যথেষ্ট হবে না।

٥١٤٩- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ ضَحّٰى خَالٌ لِيْ يُقَالُ لَهُ اَبُوْ بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلٰوةِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ عِنْدِيْ دَاجِنًا جَذَعَةً مِّنَ الْمَعَزِ قَالَ اذْبَحْهَا وَلَنْ تَصْلُحَ لِغَيْرِكَ ثُمَّ قَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلٰوةِ فَاِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهٖ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلٰوةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَاَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِيْنَ .

৫১৪৯. বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মামা আবু বুরদা (রা) নামাযের আগেই কুরবানী করেন। রসূলুল্লাহ (স) তাঁকে বলেন, তোমার বকরী তো গোশত খাওয়ার জন্য যবেহ করা হল (কুরবানী হয়নি)। তিনি আরয করলেন, ইয়া

রসূলাল্লাহ ! আমার নিকট পালিত আরেকটি ছয় মাসের বাচ্চা আছে। তিনি (স) বলেন, সেটি যবেহ কর। তুমি ভিন্ন আর কারো জন্য তা জায়েয হবে না। অতপর তিনি ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি নামাযের আগে যবেহ করলো, সে তা নিজের জন্যই যবেহ করলো। আর যে ব্যক্তি নামাযের পর যবেহ করলো, তার কুরবানী সম্পূর্ণ হয়ে গেল এবং সে মুসলমানদের প্রথা অনুসরণ করলো।

٥١٥٠- عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ ذَبَحَ اَبُوْ بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلٰوةِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ اَبْدِلْهَا قَالَ لَيْسَ عِنْدِيْ اِلاَّ جَذَعَةٌ قَالَ شُعْبَةُ وَاَحْسِبُهُ قَالَ هِيَ خَيْرٌ مِّنْ مُّسِنَّةٍ قَالَ اجْعَلْهَا مَكَانَهَا وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ اَحَدٍ بَعْدَكَ .

৫১৫০. বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বুরদা (রা) ঈদের নামাযের আগে যবেহ করলে নবী (স) তাঁকে বলেন, এর বদলে আরেকটি যবেহ কর। তিনি বললেন, আমার নিকট কেবল ছয় মাসের একটি বকরীর বাচ্চা আছে। (অধস্তন রাবী) শো'বা বলেন, আমার ধারণা তিনি বলেছেন, এ ছয় মাসের বাচ্চাটি এক বছরের ছাগলের চেয়ে উত্তম। নবী (স) বলেন, ঐটির স্থলে এটি (কুরবানী) কর। তোমার পর আর কারো জন্য এটা যথেষ্ট হবে না।[৫]

৯-অনুচ্ছেদ ঃ নিজ হাতে কুরবানীর পশু যবেহ করা।

٥١٥١- عَنْ اَنَسٍ قَالَ ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ اَمْلَحَيْنِ فَرَاَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلٰى صِفَاحِهِمَا يُسَمِّيْ وَيُكَبِّرُ فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ .

৫১৫১. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) দু'টি ধুসর বর্ণের বা সাদাকালো চিত্রা রং-এর শিঙওয়ালা দুম্বা যবেহ করেন। তিনি তাঁর পা' দিয়ে চেপে ধরে 'বিসমিল্লাহ ও তাকবীর' বলে নিজ হাতে দুম্বা দু'টিকে যবেহ করেছেন।

১০-অনুচ্ছেদ ঃ অন্যের কুরবানীর পশু যবেহ করা। এক ব্যক্তি কুরবানীর উষ্ট্রী যবেহ করার ব্যাপারে ইবনে উমার (রা)-কে সাহায্য করেছে। আবু মূসা (রা) নিজ কন্যাদেরকে স্বহস্তে কুরবানী করার নির্দেশ দিয়েছেন।

٥١٥٢- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِسَرِفَ وَاَنَا اَبْكِيْ فَقَالَ مَالَكِ اَنَفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هٰذَا اَمْرٌ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلٰى بَنَاتِ اٰدَمَ اقْضِيْ مَايَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ اَنْ لاَّ تَطُوْفِيْ بِالْبَيْتِ وَضَحّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ .

৫১৫২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) সারেফ নামক স্থানে আমার কাছে তাশরীফ আনেন। আমি তখন কাঁদছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি হয়েছে, তোমার কি হায়েয হয়েছে ? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, এটা তো এমন

৫. ছাগল এক বছরের কম বয়সের হলে তা দিয়ে কুরবানী হবে না। ভেড়ার হুকুমও ছাগলের মতো। গরু-মহিষ দুই বছরের কম হলে কুরবানী হবে না। উটের বয়স পাঁচ বছর হতে হবে।

ব্যাপার যা আল্লাহ তাআলা আদমের কন্যা সন্তানদের ভাগ্যে লিখে দিয়েছেন। অতএব হাজীগণ যা করছে, তুমিও তা করো। তবে তুমি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করবে না। রসূলুল্লাহ (স) নিজ স্ত্রীগণের তরফ থেকে গরু কুরবানী করেছেন।

১১-অনুচ্ছেদ ঃ (ঈদের) নামাযের পর কুরবানী করা।

٥١٥٣- عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ اِنَّ اَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ مِنْ يَّوْمِنَا هٰذَا اَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ هٰذَا فَقَدْ اَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ نَحَرَ فَاِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ يُقَدِّمُهُ لاَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِيْ شَيْءٍ فَقَالَ اَبُوْ بُرْدَةَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ذَبَحْتُ قَبْلَ اَنْ اُصَلِّيَ وَعِنْدِيْ جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّسِنَّةٍ فَقَالَ اجْعَلْهَا مَكَانَهَا وَلَنْ تَجْزِيَ اَوْ تُوْفِيَ عَنْ اَحَدٍ بَعْدَكَ .

৫১৫৩. বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-কে তাঁর খুতবায় বলতে শুনেছি ঃ আজকের দিনে আমরা প্রথমে নামায পড়ি। এরপর ফিরে যাই এবং কুরবানী করি। যে ব্যক্তি এভাবে করলো, সে আমাদের সুন্নাত অনুসরণ করল। আর যে লোক (নামাযের আগে) কুরবানী করলো, সেটা কেবল গোশত হলো—যা সে নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য আগাম ব্যবস্থা করলো, কুরবানীর কিছুই হলো না। আবু বুরদা (রা) আরয করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমি তো নামাযের আগেই যবেহ করে ফেলেছি। তবে আমার নিকট ছয় মাসের একটি বাচ্চা আছে যা এক বছরের বাচ্চার চেয়েও উত্তম। তিনি (স) বলেন, তুমি ঐটির বদলে এটি যবেহ কর। তোমার পরে এটা আর কারো জন্য যথেষ্ট হবে না।

১২-অনুচ্ছেদ ঃ কেউ নামাযের আগে কুরবানী করলে পুনরায় তাকে কুরবানী করতে হবে।

٥١٥٤- عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلٰوةِ فَلْيُعِدْ فَقَالَ رَجُلٌ هٰذَا يَوْمٌ يُشْتَهٰى فِيْهِ اللَّحْمُ وَذَكَرَ هَنَةً مِّنْ جِيْرَانِهِ فَكَاَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَذَرَهُ وَعِنْدِيْ جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِّنْ شَاتَيْنِ فَرَخَّصَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَلاَ اَدْرِيْ اَبَلَغَتِ الرُّخْصَةُ اَمْ لاَ ثُمَّ انْكَفَاَ اِلٰى كَبْشَيْنِ يَعْنِيْ فَذَبَحَهُمَا ثُمَّ انْكَفَاءَ النَّاسُ اِلٰى غُنَيْمَةٍ فَذَبَحُوْهَا.

৫১৫৪. আনাস (রা) হতে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, যে ব্যক্তি নামাযের আগে যবেহ্ করে সে যেন পুনরায় কুরবানী করে। এক ব্যক্তি বললো, এটি তো এমন দিন, যাতে গোশত খাওয়ার খাহেশ হয়ে থাকে।[৬] সে তার পড়শীদের কথাও উল্লেখ করলো। মনে হয় নবী (স) তার ওজর কবুল করলেন। আমার নিকট ছয় মাসের একটি ছাগলছানা আছে যা দু'টি বকরীর চেয়েও উত্তম। তখন নবী (স) তাকে অনুমতি দিলেন। আমার জানা নেই এ

৬. অর্থাৎ আজকে গোশত খাওয়ার দিন। স্বভাবত মানুষের মনে গোশত খাওয়ার বাসনা জেগেছে। তার প্রতিবেশীগণ অভাবী ও অভুক্ত ছিলেন। তাই তাদের প্রয়োজনে নামাযের আগেই তিনি যবেহ করে ফেলেছেন। এখন ছয় মাসের বাচ্চাটি ছাড়া তাঁর কাছে আর কোন জানোয়ার নেই। তাঁর এ অক্ষমতা হুজুর (স) বুঝতে পেরেছেন এবং তা কবুল করেছেন।

অনুমতি কি ব্যাপক না সীমিত। অতপর নবী (স) দু'টি দুম্বার দিকে এগিয়ে গেলেন, সেগুলো যবেহ্ করলেন। তারপর লোকজনও (নিজ নিজ) বকরীর দিকে এগিয়ে গেলেন এবং তা যবেহ্ করলেন।

٥١٥٥- عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِيِّ قَالَ شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ اَنْ يُّصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا اُخْرٰى وَمَنْ لَّمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ .

৫১৫৫. জুনদুব ইবনে সুফিয়ান আল-বাজালী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরবানীর দিন আমি নবী (স)-এর নিকট হাযির হলাম। তিনি বললেন, নামায পড়ার আগে যে ব্যক্তি যবেহ্ করলো, সে যেন তার স্থলে আরেকটি পশু কুরবানী করে। আর যে লোক এখনও যবেহ্ করেনি, সে যেন যবেহ্ করে।

٥١٥٦- عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ مَنْ صَلّٰى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا فَلَا يَذْبَحْ حَتّٰى يَنْصَرِفَ فَقَامَ اَبُوْ بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَعَلْتُ فَقَالَ هُوَ شَيْءٌ عَجَّلْتَهُ قَالَ فَاِنَّ عِنْدِيْ جَذَعَةٌ هِيَ خَيْرٌ مِّنْ مُسِنَّتَيْنِ ءَاَذْبَحُهَا قَالَ نَعَمْ ثُمَّ لَا تَجْزِيْ عَنْ اَحَدٍ بَعْدَكَ قَالَ عَامِرٌ هِيَ خَيْرٌ نَسِيْكَتَيْهِ .

৫১৫৬. বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (স) একদিন নামায পড়লেন, অতপর বললেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের নামায পড়লো এবং আমাদের কিবলামুখী হলো সে যেন (ঈদের) নামায থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত যবেহ না করে। আবু বুরদা ইবনে নিয়ার (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমি তো যবেহ করে বসেছি। নবী (স) বললেন, সেটা তো তুমি অতি তাড়াতাড়ি করে ফেলেছ। তিনি বললেন, আমার নিকট ছয় মাসের একটি বাচ্চা আছে। সেটি এক বছরের দু'টি ছাগলের চেয়ে উত্তম। আমি কি সেটি যবেহ করবো ? নবী (স) বললেন, হাঁ। তোমার পর আর কারও জন্য যথেষ্ট হবে না।

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ যবেহ্ করার সময় পশুর পাঁজরে পা দিয়ে চেপে ধরা।

٥١٥٧- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُضَحِّيْ بِكَبْشَيْنِ اَمْلَحَيْنِ اَقْرَنَيْنِ وَضَعَ رِجْلَهُ صَفْحَتَيْهِمَا وَيَذْبَحُهُمَا بِيَدِهٖ .

৫১৫৭. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) দুই শিঙওয়ালা সাদাকালো চিত্রা দু'টি দুম্বা যবেহ্ করেছেন এবং নিজের এক পা দুম্বার পাঁজরের ওপর দিয়ে চেপে রেখে নিজের হাতেই দুম্বা দু'টি যবেহ্ করেছেন।

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ যবেহ্ করার সময় আল্লাহু আকবার বলা।

٥١٥٨- عَنْ اَنَسٍ قَالَ ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ اَمْلَحَيْنِ اَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهٖ وَسَمّٰى كَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلٰى صِفَاحِهِمَا .

৫১৫৮. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) শিঙওয়ালা সাদা-কালো চিত্রা রং-এর দু'টি দুম্বা নিজ হাতে যবেহ করেন। তিনি বিসমিল্লাহ পড়েন, আল্লাহু আকবার বলেন এবং (যবেহ করতে) তাঁর একখানা পা দিয়ে দুম্বার পাঁজর চেপে ধরেন।

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ কেউ কুরবানীর জন্য হাদ্‌য়ি[৭] পাঠিয়ে দিলে তার উপর (ইহরাম অবস্থার মতো) কিছু হারাম হয় না।

٥١٥٩- عَنْ مَسْرُوْقٍ اَنَّهُ اَتَى عَائِشَةَ فَقَالَ لَهَا يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنَّ رَجُلاً يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ اِلَى الْكَعْبَةِ وَيَجْلِسُ فِي الْمِصْرِ فَيُوْصِيْ اَنْ تُقَلَّدَ بَدَنَتَهُ فَلاَ يَزَالُ مِنْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ مُحْرِمًا حَتَّى يَحِلَّ النَّاسُ قَالَ فَسَمِعْتُ تَصْفِيْقَهَا مِنْ وَّرَاءِ الْحِجَابِ فَقَالَتْ لَقَدْ كُنْتُ اُفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْيِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَيَبْعَثُ هَدْيَهُ اِلَى الْكَعْبَةِ فَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِمَّا حَلَّ لِلرِّجَالِ مِنْ اَهْلِهِ حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ .

৫১৫৯. মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা)-এর নিকট এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে মুসলিম জননী ! কোন লোক কাবায় তার হাদ্‌য়ি (কুরবানীর পশু) পাঠিয়ে দিল, সে নিজে আপন শহরে থেকে গেল এবং সে ওসিয়াত করে দিল, তার কুরবানীর পশুর গলায় যেন মালা পরিয়ে দেয়া হয়। এখন কুরবানীর পশু পাঠানোর দিন থেকে হাজীদের ইহরাম অবস্থা শেষ হওয়া পর্যন্ত কি তাঁর উপর কোন বাধ্যবাধকতা থাকবে ? মাসরূক বলেন, আমি পর্দার আড়াল থেকে আয়েশা (রা)-এর হাতে তালির আওয়ায শুনেছি। তিনি বলেছেন, আমি স্বয়ং রসূলুল্লাহ (স)-এর হাদ্‌য়ির গলায়[৮] মালা পরিয়ে দিতাম। তারপর তিনি তাঁর হাদ্‌য়ি কা'বায় পাঠিয়ে দিতেন। স্ত্রীদের সাথে স্বামীদের যা করা হালাল, (মক্কা থেকে) মানুষের ফিরে আসা পর্যন্ত নবী (স) নিজের ওপর তা হারাম করতেন না।

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ কুরবানীর গোশত কি পরিমাণ খাওয়া যাবে আর কি পরিমাণ পাথেয় হিসাবে নেয়া যাবে।

٥١٦٠- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُوْمَ الاَضَاحِيِّ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ اِلَى الْمَدِيْنَةِ وَقَالَ غَيْرَ مَرَّةٍ لُحُوْمَ الْهَدْيِ .

৫১৬০. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স)-এর যমানায় আমরা (মক্কা হতে) মদীনা (পৌঁছা পর্যন্ত) কুরবানীর গোশত পাথেয় হিসাবে সংগে নিতাম। রাবী অনেকবার লুহূমুল আদাহী শব্দের স্থলে লুহূমুল হাদ্‌য়ি (কুরবানীর গোশত) উল্লেখ করেছেন।

٥١٦١- عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ يُحَدِّثُ اَنَّهُ كَانَ غَائِبًا فَقَدِمَ فَقُدِّمَ اِلَيْهِ لَحْمٌ قَالَ وَهٰذَا مِنْ لَحْمِ ضَحَايَانَا فَقَالَ اَخِّرُوْهُ لاَ اَذُوْقُهُ قَالَ ثُمَّ قُمْتُ فَخَرَجْتُ حَتَّى اٰتِيَ اَخِيْ

৭. কুরবানী করার জন্য যেসব পশু মক্কা শরীফে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে হাদ্‌য়ি বলে।

৮. কালায়েদ কিলাদার বহুবচন। এর মানে গলবন্ধ, কণ্ঠহার, গলার মালা কিংবা কুরবানীর চিহ্নিত পশুর। আরবে কুরবানীর পশুর গলায় প্রাক-ইসলামী যুগ হতে এরূপ মালা পরানোর প্রচলন ছিল।

اَبَا قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ وَكَانَ اَخَاهُ لاُمِّهِ وَكَانَ بَدْرِيًّا فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ اِنَّهُ قَدْ حَدَثَ بَعْدَكَ اَمْرٌ .

৫১৬১. আবু সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি (কিছু দিন বাড়ীতে) অনুপস্থিত ছিলেন। পরে তিনি আসলে, তাঁর সামনে গোশত পেশ করা হলো। বলা হলো (এটা) আমাদের কুরবানীর গোশত। তিনি বললেন, এটা সরিয়ে নাও। আমি এটা খাব না। আবু সায়ীদ খুদরী (রা) বলেন, তারপর আমি উঠে বেরিয়ে পড়লাম এবং আমার ভাই আবু কাতাদা ইবনে নোমানের নিকট পৌঁছলাম। আবু কাতাদা তাঁর বৈপিত্রেয় ভাই ছিলেন এবং বদরী সাহাবী ছিলেন। আমি তাঁর কাছে এ ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি বলেন, তোমার অনুপস্থিতিতে নতুন নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে (অর্থাৎ তিন দিনের পরও কুরবানীর গোশত খাওয়া যাবে)।

٥١٦٢- عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ ضَحّٰى مِنْكُمْ فَلاَ يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَبَقِىَ فِىْ بَيْتِهِ مِنْهُ شَئٌ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا الْعَامَ الْمَاضِىْ قَالَ كُلُوْا وَاَطْعِمُوْا وَادَّخِرُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَاَرَدْتُ اَنْ تُعِيْنُوْا فِيْهَا .

৫১৬২. সালামা ইবনুল আক্ওয়া (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কুরবানী করে, সে যেন তৃতীয় দিনের পর এমন অবস্থায় সকাল না করে যে, তার ঘরে কুরবানীর গোশতের কিছু অংশ অবশিষ্ট আছে। পরবর্তী বছর আসলে লোকেরা বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমরা গত বছর যেরূপ করেছিলাম এ বছরও কি তদ্রূপ করবো ? তিনি বললেন ঃ নিজেরা খাও, অন্যকে খেতে দাও এবং জমা রাখ। (যেহেতু) ঐ বছর মানুষ দুর্ভিক্ষের কবলে পড়েছিল, তাই আমি চেয়েছিলাম এই অবস্থায় তোমরা তাদের সাহায্য কর।

٥١٦٣- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ الضَّحِيَّةُ كُنَّا نُمَلِّحُ مِنْهُ فَنَقْدَمُ بِهِ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ فَقَالَ لاَ تَاْكُلُوْا اِلاَّ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ وَلَيْسَتْ بِعَزِيْمَةٍ وَلٰكِنْ اَرَادَ اَنْ يُّطْعِمَ مِنْهُ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ .

৫১৬৩. আয়েশা (রা) বলেন, আমরা মদীনায় কুরবানীর গোশত লবণ মেখে রেখে দিতাম। অতপর তা থেকে কিছু অংশ নবী (স)-এর খেদমতে পেশ করলাম। তিনি বলেন ঃ (কুরবানীর গোশত) তিন দিনই খাও। এ নির্দেশ অলঙঘনীয়ভাবে দেয়া হয়নি, বরং তিনি অন্যদেরকেও খাওয়ানোর সুযোগ দিতে চেয়েছেন। আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

٥١٦٤- عَنْ اَبِىْ عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ اَزْهَرَ اَنَّهُ شَهِدَ الْعِيْدَ يَوْمَ الْاَضْحٰى مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَصَلّٰى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ

ﷺ قَدْ نَهَاكُمْ عَنْ صِيَامِ هٰذَيْنِ الْعِيْدَيْنِ اَمَّا اَحَدُهُمَا فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَيَوْمُ تَاْكُلُوْنَ نُسُكَكُمْ قَالَ اَبُوْ عُبَيْدٍ ثُمَّ شَهِدْتُ (الْعِيْدَ) مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَكَانَ ذٰلِكَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَصَلّٰى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ هٰذَا يَوْمٌ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيْهِ عِيْدَانِ فَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ مِنْ اَهْلِ الْعَوَالِيْ فَلْيَنْتَظِرْ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يَّرْجِعَ فَقَدْ اَذِنْتُ لَهُ قَالَ اَبُوْ عُبَيْدٍ ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ فَصَلّٰى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَاكُمْ اَنْ تَاْكُلُوْا لُحُوْمَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلٰثٍ .

৫১৬৪. ইবনে আজহারের মুক্তদাস আবু উবায়েদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর সঙ্গে ঈদুল আযহার দিন ঈদের নামাযে উপস্থিত হন। উমার (রা) খুতবার আগে নামায পড়েছেন, অতপর জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ হে লোক সকল ! রসূলুল্লাহ (স) এ দুই ঈদের দিন তোমাদেরকে রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। তার মধ্যে একদিন হলো তোমাদের রোযা ভেঙ্গে ইফতার করার দিন (ঈদুল ফিতর), আরেক দিন হলো—যেদিন তোমরা তোমাদের কুরবানীর গোশত খেয়ে থাক (ঈদুল আযহা)। আবু উবায়েদ বলেন, আমি উসমান ইবনে আফফান (রা)-এর সাথেও (ঈদের নামাযে) উপস্থিত হই। সেটি ছিল জুমুয়ার দিন। তিনি খুতবার আগে নামায পড়ান, অতপর খুতবা দেন। তিনি বলেন, হে লোক সকল ! আজ এমন একদিন যে, তোমাদের জন্য দু'টি ঈদ একত্র হয়েছে। আওয়ালীর (মদীনার উপকণ্ঠে) অধিবাসীদের মধ্যে যে ব্যক্তি জুমুয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা পসন্দ কর, সে থাকুক এবং যে চলে যেতে চায় আমি তাকে (যাওয়ার) অনুমতি দিলাম। আবু উবায়েদ বলেন, আমি আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-এর সাথেও ঈদের নামাযে শরীক হই। তিনিও খুতবার আগে নামায পড়েন, এরপর খুতবা দিলেন। তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ (স) তোমাদেরকে কুরবানীর গোশত তিন দিনের অধিক খেতে নিষেধ করেছেন।

٥١٦٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُوْا مِنَ الْاَضَاحِيِّ ثَلٰثًا وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يَاْكُلُ بِالزَّيْتِ حِيْنَ (حَتّٰى) يَنْفِرُ مِنْ مِنًى مِنْ اَجْلِ لُحُوْمِ الْهَدْيِ .

৫১৬৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তোমরা কুরবানীর গোশত কেবল তিন দিন খাও। আবদুল্লাহ (রা) মিনা থেকে প্রত্যাবর্তন-কালে কুরবানীর গোশত হওয়ার কারণে (রুটি) কেবল যাইতুনের তেল দিয়ে খেতেন।[৯]

---

৯. মুহাজিরদের উপস্থিতির কারণে মদীনায় দুর্ভিক্ষাবস্থা দেখা দিলে রসূলুল্লাহ (স) সবার নিকট গোশত পৌছানোর লক্ষ্যে তিন দিনের বিধি-নিষেধ আরোপ করেন। পরে দুর্ভিক্ষাবস্থা কেটে গেলে এবং জনগণের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হলে মহানবী (স) তাঁর উক্ত বিধি-নিষেধ প্রত্যাহার করেন। এখানে লক্ষণীয় যে, ভবিষ্যতে কখনও অনুরূপ দুর্ভিক্ষাবস্থা দেখা দিলে তখনও উক্ত বিধি-নিষেধ কার্যকর হবে-(সম্পাদক)।

অধ্যায়—৪৬

كِتَابُ الْاَشْرِبَةِ

(পানীয়ের বর্ণনা)

১-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ .

"নিশ্চয় মদ, জুয়া, মূর্তি পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক তীর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। অতএব তোমরা এগুলো বর্জন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার"-(সূরা আল-মায়েদা ঃ ৯০)।

٥١٦٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِى الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِّمَهَا فِى الْاٰخِرَةِ .

৫১৬৬. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ যে লোক দুনিয়ায় মদ পান করলো, অতপর তওবা করে তা বর্জন করলো না, আখেরাতে তাকে তা থেকে বঞ্চিত রাখা হবে।[১]

٥١٦٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُتِىَ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِهٖ بِاِيْلِيَاءَ بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَّلَبَنٍ فَنَظَرَ اِلَيْهِمَا ثُمَّ اَخَذَ اللَّبَنَ فَقَالَ جِبْرَئِيْلُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ وَلَوْ اَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ اُمَّتُكَ .

৫১৬৭. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে মিরাজের রাতে ঈলিয়া নামক স্থানে শরাবের ও দুধের দু'টি পেয়ালা পেশ করা হল। তিনি দু'টির প্রতিই তাকালেন, শেষে দুধেরটি নিয়ে নিলেন। তখন জিবরাঈল (আ) বললেন ঃ সব প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি আপনাকে স্বাভাবিক জিনিসের দিকে চালিত করেছেন। আপনি শরাব গ্রহণ করলে আপনার উম্মতা গোমরাহ হয়ে যেত।

٥١٦٨- عَنْ اَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَدِيْثًا لاَ يُحَدِّثُكُمْ بِهٖ غَيْرِىْ

---

১. বেহেশতের সব জিনিসের নাম ও আকার দুনিয়ার জিনিসগুলোর মতোই হবে। তাই অপরিচিতির ভীতি থাকবে না। তবে তা স্বাদ ও গুণে ভিন্ন, তুলনাহীন। সুতরাং নাম ও আকার একরকম হলেও বেহেশতের শরাবে মাদকতা থাকবে না। দুনিয়া কর্মের স্থান, ভোগ-বিলাসের নয়। ভোগ-লালসার চরমে পৌঁছায় যেসব বস্তু এবং লোপ করে জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেচনা, ইসলামে সেসব জিনিস হারাম। মদ এসবের অন্যতম। তবে বেহেশতে চরম ভোগের জায়গা। তাই এসব জিনিস সেখানে হালাল হবে।

قَالَ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اِنْ يَّظْهَرَ الْجَهْلُ وَيَقِلَّ الْعِلْمُ وَيَظْهَرُ الزِّنَا وَتُشْرَبَ الْخَمْرُ وَتَقِلَّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتّٰى يَكُوْنَ لِخَمْسِيْنَ اِمْرَاَةً قَيِّمُهُنَّ رَجُلٌ وَّاحِدٌ.

৫১৬৮. আনাস (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট একটি হাদীস শুনেছি। আমি ছাড়া আর কেউ সেটি তোমাদের কাছে বর্ণনা করবে না। তিনি বলেছেন, কিয়ামতের আলামতগুলোর মধ্যে এও আছে যে, অজ্ঞতা ও মূর্খতা বেড়ে যাবে, ইলম হ্রাস পাবে, প্রকাশ্যে যেনা-ব্যভিচার হবে, (অবাধে) মদপান চলবে, পুরুষের সংখ্যা হ্রাস পাবে, নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, এমনকি পঞ্চাশজন নারীর পরিচালক হবে মাত্র একজন পুরুষ।

٥١٦٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَيَزْنِىْ (الزَّانِىْ) حِيْنَ يَزْنِىْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ .. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ثُمَّ يَقُوْلُ كَانَ اَبُوْ بَكْرٍ يُلْحِقُ مَعَهُنَّ وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسُ اِلَيْهِ اَبْصَارَهُمْ فِيْهَا حِيْنَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ .

৫১৬৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ কোন ব্যক্তি ঈমানদার অবস্থায় যেনা করতে পারে না। কোন ব্যক্তি ঈমানদার অবস্থায় মদপান করতে পারে না। কোন ব্যক্তি ঈমানদার অবস্থায় চুরি করতে পারে না। আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত অপর সূত্রে আবু বাক্‌র নামে জনৈক বর্ণনাকারী এ হাদীসের সঙ্গে আরও এতটুকু সংযুক্ত করেছেন যে, ঈমান থাকা অবস্থায় কেউ দিন-দুপুরে এভাবে ডাকাতি-ছিনতাই করতে পারে না যে, মানুষ তার দিকে চেয়ে থাকবে আর সে ডাকাতি ও ছিনতাই করে যাবে।

২-অনুচ্ছেদ ঃ আঙ্গুর ইত্যাদি থেকে তৈরী মদ।

٥١٧٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَقَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ وَمَا بِالْمَدِيْنَةِ مِنْهَا شَئٌ .

৫১৭০. ইবনে উমার (রা) বলেন, শরাব (এমন সময়) হারাম করা হয়েছে, যখন মদীনায় (আঙ্গুরের তৈরী বিশেষ) মদ একটুও ছিল না।

٥١٧١- عَنْ اَنَسٍ قَالَ حُرِّمَتْ عَلَيْنَا الْخَمْرُ حِيْنَ حُرِّمَتْ وَمَا نَجِدُ يَعْنِىْ بِالْمَدِيْنَةِ خَمْرَ الْاَعْنَابِ اِلاَّ قَلِيْلاً وَعَامَّةُ خَمْرِنَا الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ.

৫১৭১. আনাস (রা) বলেন, আমাদের ওপর মদ হারাম করা হয়েছে। আর যে সময় তা হারাম করা হয়েছে, তখন আমরা অর্থাৎ মদীনায় আঙ্গুরের তৈরী মদ অনেক কম পেতাম। আমাদের মদ ছিল সাধারণত কাঁচা ও পাকা খেজুরের তৈরী।

٥١٧٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ اَمَّا بَعْدُ نَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ

وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ اَلْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالْخَمْرُ مَاخَامَرَ الْعَقْلَ .

৫১৭২. ইবনে উমার (রা) বলেন, উমার (রা) মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ জেনে রাখ, মদ হারাম ঘোষণা করে আয়াত নাযিল হয়েছে। আর তা পাঁচ প্রকারের জিনিস থেকে তৈরি হয় ঃ আঙ্গুর, খেজুর, মধু, গম ও বার্লি। খাম্‌র (মদ) হল যা জ্ঞানবুদ্ধি লোপ করে দেয় তা।

৩-অনুচ্ছেদ ঃ যখন মদ হারাম হওয়ার আয়াত নাযিল হয় তখন কাঁচা ও পাকা খেজুর দ্বারাই তা তৈরি হতো।

٥١٧٣- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ اَسْقِى اَبَا عُبَيْدَةَ وَاَبَا طَلْحَةَ وَاُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ مِّنْ فَضِيْخِ زَهْوٍ وَتَمْرٍ فَجَاءَ هُمْ اٰتٍ فَقَالَ اِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ قُمْ يَااَنَسُ فَاهْرِقْهَا فَاَهْرَقْتُهَا .

৫১৭৩. আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, আমি আবু উবাইদা, আবু তালহা ও উবাই ইবনে কা'ব (রা)-কে কাঁচা ও পাকা খেজুরের তৈরী মদ পান করাচ্ছিলাম। তখন তাদের কাছে একজন আগন্তুক এসে বলল, মদ হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। আবু তালহা (রা) বললেন ঃ হে আনাস ! দাঁড়িয়ে যাও এবং তা ঢেলে ফেলে দাও। সুতরাং আমি তা ঢেলে ফেলে দিলাম।

٥١٧٤- عَنْ اَنَسٍ قَالَ كُنْتُ قَائِمًا عَلٰى الْحَيِّ اَسْقِيْهِمْ عُمُوْمَتِىْ وَاَنَا اَصْغَرُهُمُ الْفَضِيْخَ فَقِيْلَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ فَقَالُوْا اَكْفِئْهَا فَكَفَانَا قُلْتُ لاَنَسٍ مَا شَرَابُهُمْ قَالَ رُطَبٌ وَبُسْرٌ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَنَسٍ وَكَانَتْ خَمْرَهُمْ فَلَمْ يُنْكِرْ اَنَسٌ وَحَدَّثَنِىْ بَعْضُ اَصْحَابِىْ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسًا يَقُوْلُ كَانَتْ خَمْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ .

৫১৭৪. আনাস (রা) বলেন, আমি এক গোত্রে দাঁড়িয়ে আমার চাচাদেরকে 'ফাদীখ' নামক মদ পরিবেশন করছিলাম। আমি বয়সে তাদের সবার ছোট ছিলাম। তখন বলা হলো, মদ হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। তাঁরা বললেন, তা ফেলে দাও। সুতরাং আমি তা ফেলে দিলাম। আমি (সুলাইমান) আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, তাঁদের সেই মদ কিসের তৈরী ছিল ? তিনি জবাব দিলেন, কাঁচা ও পাকা খেজুরের তৈরী। আবু বাক্‌র ইবনে আনাস বললেন, এটাই ছিল তাদের মদ। আনাস (রা) একথা অস্বীকার করেননি। আমাকে আমার কোন কোন সাথী জানিয়েছেন, আমরা আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, তখনকার দিনে এটাই ছিল তাঁদের মদ।

٥١٧٥- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ حَدَّثَ اَنَّ الْخَمْرَ حُرِّمَتْ وَالْخَمْرُ يَوْمَئِذٍ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ .

৫১৭৫. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। যে সময় মদ হারাম করা হয়, তখন তা কাঁচা ও পাকা খেজুর দিয়ে তৈরি করা হতো।

৪-অনুচ্ছেদ ঃ মধু থেকে মদ—একে 'বিত্‌আ' বলে। মাআন বলেন, আমি মালেক ইবনে আনাস (র)-কে 'ফুককাআ' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাব দেন, নেশা না করলে তা পানে কোন আপত্তি নেই। ইবনে দারাওয়ারদী বলেন, আমিও এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছি। তারা বলেছেন, নেশার উদ্রেক না হলে তাতে আপত্তি নেই।

٥١٧٦- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ كُلُّ شَرَابٍ اَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ .

৫১৭৬. আয়েশা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স)-কে 'বিত্‌আ' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন ঃ নেশা সৃষ্টিকর যে কোন পানীয়ই হারাম।

٥١٧٧- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْبِتْعِ وَهُوَ نَبِيْذُ الْعَسَلِ وَكَانَ اَهْلُ الْيَمَنِ يَشْرَبُوْنَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ شَرَابٍ اَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ وَاَخْبَرَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَنْتَبِذُوْا فِى الدُّبَّاءِ وَلاَ فِى الْمُزَفَّتِ وَكَانَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ يُلْحِقُ مَعَهَا الْحَنْتَمَ وَالنَّقِيْرَ .

৫১৭৭. আয়েশা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স)-কে 'বিত্‌আ' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। এটি মধু থেকে তৈরী মদ। ইয়ামানবাসীরা এটা পান করতো। রসূলুল্লাহ (স) জবাব দিলেন ঃ নেশা সৃষ্টিকর যে কোন পানীয় হারাম। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ তোমরা 'দুব্বা' ও 'মুযাফ্‌ফাত' নামক পাত্রে মদ বানাবে না। আবু হুরাইরা (রা)-এর বর্ণনায় এর সাথে 'হান্‌তাম' ও 'নাকীর' নামক পাত্রেরও উল্লেখ আছে।[২]

৫-অনুচ্ছেদ ঃ মদ এমন পানীয় যা জ্ঞান-বুদ্ধির বিলুপ্তি ঘটায়।

٥١٧٨- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ خَطَبَ عُمَرَ عَلٰى مِنْبَرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ وَهِىَ مِنْ خَمْسِ اَشْيَاءِ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالْعَسَلِ وَالْخَمْرُ مَاخَامَرَ الْعَقْلَ وَثَلٰثٌ وَدِدْتُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يُفَارِقْنَا حَتّٰى يَعْهَدُ اِلَيْنَا عَهْدًا اَلْجَدُّ وَالْكَلاَلَةُ وَاَبْوَابٌ مِّنْ اَبْوَابِ الرِّبَا قَالَ قُلْتُ يَااَبَا عُمَرَوْ فَشَيْءٌ يُصْنَعُ بِالسِّنْدِ مِنَ الرُّزِّ (الْاُرُزِّ) قَالَ ذَاكَ لَمْ يَكُنْ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ اَوْ قَالَ عَلٰى عَهْدِ عُمَرَ وَعَنْ اَبِىْ حَيَّانَ مَكَانَ الْعِنَبِ الزَّبِيْبَ .

৫১৭৮. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর মিম্বারে দাঁড়িয়ে এক ভাষণে বলেছেন ঃ মদ হারাম ঘোষণা করে আয়াত নাযিল হয়েছে। তা

২. মদ হারাম হওয়ার সাথে সাথে এসব পাত্রেরও বিলুপ্তি ঘটেছে। তরল ও কঠিন সর্বপ্রকার মদ, তাড়ি, গাঁজা, আফিম এবং আধুনিককালে উদ্ভাবিত সর্বপ্রকার বস্তু হারাম। তরল মদ, তাড়ি, সর্বরকমে সর্বাবস্থায় হারাম। এমনকি ঔষধ হিসেবেও, পরিমাণে এক ফোঁটা হলেও নেশা সৃষ্টি না করলেও, অন্য ঔষধে সামান্য পরিমাণ মিশিয়েও।

পাঁচটি জিনিস থেকে তৈরি হয় ঃ আঙ্গুর, খেজুর, গম, বার্লি ও মধু। মদ এমন পানীয় যা মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির বিলুপ্তি ঘটায়। আর এমন তিনটি বিষয় আছে, রসূলুল্লাহ (স) সম্পর্কে আমাদের পরিষ্কার করে বলে না দেয়া পর্যন্ত আমাদের সাথে তাঁর বিচ্ছেদ এসে না যাক—সেটাই আমি চেয়েছিলাম। বিষয় তিনটি হলো ঃ দাদা (তার পরিত্যক্ত সম্পদ), কালালা (যে লোক পিতা বা সন্তানাদি না রেখে মরেছে) এবং সুদের কিছু বিষয়। (আবু হাইয়ান) বলেন, আমি (শাবীকে) জিজ্ঞেস করলাম, হে আবু আমর ! সিন্দুদেশে চাল ভিজিয়ে এক প্রকার পানীয় তৈরি করা হয় (সে ব্যাপারে আপনার অভিমত কি)। তিনি জবাব দিলেন, সেটা নবী (স)-এর যমানায় ছিল না, কিংবা তিনি বলেছেন, সেটা উমার (রা)-এর আমলে ছিল না। আবু হাইয়ান আল-ইনাব (আঙ্গুর)-এর স্থলে আয-যাবীব (শুকনো আঙ্গুর) বর্ণনা করেছেন।

٥١٧٩- عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ الْخَمْرُ تُصْنَعُ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالْعَسَلِ .

৫১৭৯. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। উমার (রা) বলেন, মদ পাঁচটি জিনিসে তৈরি হয় ঃ কিশমিশ, খেজুর, গম, যব ও মধু।

৬-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি ভিন্ন নামের আড়ালে মদ হালাল করে।

٥١٨٠- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غَنْمٍ الْاَشْعَرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ عَامِرٍ اَوْ اَبُوْ مَالِكٍ الْاَشْعَرِيُّ وَاللّٰهِ مَا كَذَبَنِىْ سَمِعَ النَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ لَيَكُوْنَنَّ مِنْ اُمَّتِىْ اَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الْحِرَ وَالْحَرِيْرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ وَلَيَنْزِلَنَّ اَقْوَامٌ اِلٰى جَنْبِ عَلَمٍ يَرُوْحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ يَاْتِيْهِمْ يَعْنِى الْفَقِيْرَ لِحَاجَةٍ فَيَقُوْلُوْا ارْجِعْ اِلَيْنَا غَدًا فَيُبَيِّتُهُمُ اللّٰهُ وَيَضَعُ الْعَلَمَ وَيَمْسَخُ اٰخَرِيْنَ قِرَدَةً وَخَنَازِيْرَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

৫১৮০. আবদুর রহমান ইবনে গানাম আশআরী (র) বলেন, আবু আমের (রা) কিংবা আবু মালেক আশআরী (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, আর আল্লাহ্র কসম ! তিনি মিথ্যা বলেননি। তিনি নবী (স)-কে বলতে শুনেছেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে এমন সম্প্রদায় আবির্ভূত হবে, যারা যেনা-ব্যভিচার, রেশমী কাপড়, মদ ও গান-বাদ্যকে হালাল মনে করবে। আর অনেক সম্প্রদায় এমনও হবে, যারা পর্বতের পাদদেশে বসবাস করবে। গোধুলি লগ্নে যখন তারা তাদের পশুপাল নিয়ে ফিরে চলবে, এমনি সময় তাদের নিকট কোন প্রয়োজনে নিঃস্ব ফকীর আসবে। তারা তাকে বলবে, আগামীকাল সকালে আমাদের কাছে এসো। রাতের অন্ধকারেই আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে দিবেন এবং (তাদের ওপর) পবর্তকে ধ্বসিয়ে দিবেন। অন্যান্যদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত বানর ও শূকর বানিয়ে দিবেন।

৭-অনুচ্ছেদ ঃ শক্ত ধাতু বা কাঠের পাত্রে মদ তৈরি করা।

٥١٨١- عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلاً يَقُوْلُ اَتٰى اَبُوْ اُسَيْدٍ السَّاعِدِىُّ فَدَعَا

رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْ عُرْسِهِ فَكَانَتْ امْرَاَتُهُ خَادِمَهُمْ وَهِيَ الْعَرُوْسُ قَالَتْ اَتَدْرُوْنَ مَاسَقَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْقَعْتُ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِيْ تَوْرٍ .

৫১৮১. আবু হাযিম (র) বলেন, আমি সাহল (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ আবু উসাইদ সাইদী (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এসে তাঁকে তার বিয়ের ভোজে দাওয়াত দিলেন। তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ নববধূ মেহমানদের খাবার পরিবেশন করছিলেন। তিনি বলেন, আপনারা কি অবগত আছেন আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে কি পান করিয়েছি ? আমি রাতে কয়েকটি খেজুর একটি কাঠের পাত্রে তাঁর জন্য ভিজিয়ে রেখেছিলাম (তা তাঁকে পান করিয়েছি)।

৮-অনুচ্ছেদ ঃ শক্ত ধাতুর তৈরি ও অন্যান্য পাত্র ব্যবহার নিষেধ করার পর নবী (স)-এর পুনরায় অনুমতি দান।

٥١٨٢- عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الظُّرُوْفِ فَقَالَتِ الْاَنْصَارُ اِنَّهُ لَابُدَّ لَنَا مِنْهَا قَالَ فَلاَ اِذًا وَعَنْ سُفْيَانُ بِهٰذَا وَقَالَ لَمَّا نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْاَوْعِيَةِ

৫১৮২. জাবের (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) কতিপয় পাত্রের ব্যবহার নিষেধ করেছেন। আনসারগণ বললেন, এসব পাত্র ছাড়া আমাদের তো কোন উপায় নেই। তিনি বললেন, তাহলে কোন আপত্তি নেই। সুফিয়ান হতেও এ হাদীস বর্ণিত আছে। তাতে আছে ঃ যখন নবী (স) এসব পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

٥١٨٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَمَّا نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْاَسْقِيَةِ قِيْلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ سِقَاءً فَرَخَّصَ لَهُمْ فِى الْجَرِّ غَيْرِ الْمُزَفَّتِ .

৫১৮৩. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, নবী (স) কোন কোন পাত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ করলে তাঁর খেদমতে আরয করা হলো, আমাদের সবার নিকট পানপাত্র নেই। তিনি (স) কলসী ব্যবহারের অনুমতি দিলেন, তবে 'মুযাফ্ফাত' ছাড়া।

٥١٨٤- عَنْ عَلِيٍّ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ .

৫১৮৪. আলী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) দুব্বা ও মুযাফ্ফাত নামক পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। .

٥١٨٥- عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ قُلْتُ لِلْاَسْوَدِ هَلْ سَاَلْتَ عَائِشَةَ اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَمَّا يُكْرَهُ اَنْ يُنْتَبَذَ فِيْهِ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَمَّا نَهَى النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يُنْتَبَذَ فِيْهِ قَالَتْ نَهَانَا فِيْ ذٰلِكَ اَهْلَ الْبَيْتِ اَنْ نَنْتَبِذَ فِى الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ قُلْتُ اَمَا ذَكَرَتِ الْجَرَّ وَالْحَنْتَمَ قَالَ اِنَّمَا اُحَدِّثُكَ مَا سَمِعْتُ اُحَدِّثُ مَا لَمْ اَسْمَعْ .

৫১৮৫. ইবরাহীম (র) বলেন, আমি আসওয়াদ (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা)-কে সেই পাত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন, যাতে নাবীয নামক পানীয় তৈরি করা না পসন্দ ? তিনি বলেন, হাঁ, আমি জিজ্ঞেস করেছি, হে মুসলিম জননী ! কোন্ পাত্রে নাবীয নামক পানীয় তৈরি করতে নবী (স) নিষেধ করেছেন ? তিনি বলেন, আমাদের আহলি বাইকে তিনি দুব্বা ও মুযাফ্‌ফাত নামীয় পাত্রে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন। আমি (ইবরাহীম) জিজ্ঞেস করলাম, আয়েশা (রা)-এর নিকট জার নামীয় কলসী ও হানতাম নামীয় পাত্রের কথাও কি উল্লেখ করেছেন ? আসওয়াদ বলেন, আমি যা শুনেছি, তাই তোমার নিকট বলছি, যা শুনিনি তাও কি বলতে হবে ?

٥١٨٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ اَبِىْ اَوْفٰى قَالَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنِ الْجَرِّ الْاَخْضَرِ قُلْتُ اَيُشْرَبُ فِى الْاَبْيَضِ قَالَ لاَ.

৫১৮৬. আবদুল্লাহ্ ইবনে আবু আওফা (রা) বলেন, নবী (স) সবুজ রং-এর কলসী ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে সাদা রং-এর কলসী পানি পানের জন্য ব্যবহার করতে পারবো ? তিনি বললেন, না।[৩]

৯-অনুচ্ছেদ ঃ খেজুরের যে সিরাপ নেশা সৃষ্টি করে না।

٥١٨٧- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ اَنَّ اَبَا اُسَيْدِ السَّاعِدِيَّ دَعَا النَّبِىَّ ﷺ لِعُرْسِهٖ فَكَانَتْ امْرَاَتُهٗ خَادِمَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّهِىَ الْعَرُوْسُ فَقَالَتْ مَا تَدْرُوْنَ مَا اَنْقَعْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنْقَعْتُ لَهٗ تَمَرَاتٍ مِّنَ اللَّيْلِ فِىْ تَوْرٍ .

৫১৮৭. সাহল ইবনে সাদ সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। আবু উসাইদ সাইদী (রা) তাঁর বিয়ের ভোজে নবী (স)-কে দাওয়াত করেন। সেই সময় তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ নববধূই পরিবেশনে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি বলেন, আপনারা কি জানেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (স)-কে কিসের রস পান করিয়েছি ? আমি তাঁর জন্য রাতে কাঠের পাত্রে কয়েকটি খেজুর ভিজিয়ে রেখেছিলাম।

১০-অনুচ্ছেদ ঃ বাযিক (শরাব) এবং যিনি প্রত্যেক নেশাদার পানীয় নিষিদ্ধ করেন। উমার, আবু উবাইদা ও মুয়ায (রা) খেজুর বা আঙ্গুরের তরল রস পাকানোর পর এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত রয়ে গেলে সেই শরবত পান করা জায়েয মনে করেন।[৪] বারাআ ইবনে আযেব ও আবু জুহাইফা (রা) জ্বাল দেয়ার পর অর্ধেক হয়ে যাওয়া শরবত পান করেছেন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আঙ্গুরের রস যতক্ষণ তাজা থাকে পান করো। উমার (রা) বলেন, আমি (আমার ছেলে) উবাইদুল্লাহ্‌র মুখ থেকে শরাবের গন্ধ পেয়েছি। আমি তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবো। যদি সে নেশাগ্রস্ত হয়, তাকে আমি বেত্রাঘাত করব।

---

৩. সে কারণেই এসব পাত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়। যে পাত্রেই মদ তৈরি করা হোক, সেটার ব্যবহারই নিষিদ্ধ।

৪. বাযিক আঙ্গুরের রস, যা সামান্য পাকানো ও নেশাযুক্ত। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে খেজুর বা আঙ্গুরের তরল রস জ্বাল দিয়ে দুই-তৃতীয়াংশ বিশুষ্ক করলে যদি তাতে মাদকতা বিদ্যমান না থাকে, তাহলে সেটা পান করা জায়েয।

٥١٨٨- عَنْ اَبِى الْجُوَيْرِيَةِ قَالَ سَاَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْبَاذِقِ فَقَالَ سَبَقَ مُحَمَّدٌ ﷺ الْبَاذَقَ فَمَا اَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ قَالَ الشَّرَابُ الْحَلاَلُ الطَّيِّبُ قَالَ لَيْسَ بَعْدَ الْحَلاَلِ الطَّيِّبِ الاَّ الْحَرَامُ الْخَبِيْثُ .

৫১৮৮. আবুল জুয়াইরিয়া (র) বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে 'বাযিক' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'বাযিক'কে নবী মুহাম্মাদ (স) আগেই হারাম করেছেন। যে জিনিস নেশা সৃষ্টি করে, তা হারাম। তিনি বলেন, শরবত তো হালাল, পবিত্র।[৫] তিনি বলেন, পবিত্র হালালের পর তো কেবল অপবিত্র ও ঘৃণ্য হারামই থাকে।

٥١٨٩- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ .

৫১৮৯. আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) মিষ্টি দ্রব্য ও মধু (খেতে) ভালোবাসতেন।

১১-অনুচ্ছেদ ঃ কাঁচা-পাকা খেজুর একত্রে মিলালে তাতে নেশার সৃষ্টি হলে এবং দুই প্রকারের রান্না করা খাদ্য এক পাত্রে মিশানো জায়েয নয় বলে যাঁরা মনে করেন।

٥١٩٠- عَنْ اَنَسٍ قَالَ انِّىْ لَاَسْقِىْ اَبَا طَلْحَةَ وَاَبَا دُجَانَةَ وَسُهَيْلَ بْنَ الْبَيْضَاءِ خَلِيْطَ بُسْرٍ وَتَمْرٍ اِذْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ فَقَذَفْتُهَا وَاَنَا سَاقِيْهِمْ وَاَصْغَرُهُمْ وَانَّا نَعُدُّهَا يَوْمَئِذٍ الْخَمْرَ .

৫১৯০. আনাস (রা) বলেন, আমি আবু তালহা (রা), আবু দুজানা (রা) ও সুহায়েল ইবনে বায়দা (রা)-কে কাঁচা ও শুকনো খেজুর মিশিয়ে তৈরি কৃত মদ পান করাচ্ছিলাম। ইতিমধ্যে মদ হারাম হলো। সাথে সাথে আমি তা ছুঁড়ে ফেললাম। আমি তাঁদের সাকী ছিলাম এবং আমার বয়সও ছিল তাদের চেয়ে কম। তাদের জন্য আমিই মদ তৈরি করেছিলাম।

٥١٩١- عَنْ جَابِرٍ يَقُوْلُ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنِ الزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَالرُّطَبِ .

৫১৯১. জাবের (রা) বলেন, নবী (স) কিশমিশ, খোরমা, কাঁচা ও পাকা খেজুর থেকে প্রস্তুত নেশাকর পানীয় পান করতে নিষেধ করেছেন।

٥١٩٢- عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يُّجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّهْوِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيْبِ وَالْيُنْبَذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ .

৫১৯২. আবু কাতাদা (রা) বলেন, নবী (স) খোরমা ও কাঁচা খেজুর এবং খোরমা ও কিশমিশ একত্র করে ভিজাতে নিষেধ করেছেন, এর প্রতিটিকে আলাদা আলাদা ভিজাতে বলেছেন।[৬]

---

৫. শরবত তো পবিত্র, হালাল একথা কে বলেছেন তা স্পষ্ট নয়, অনেকের মতে ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন।

৬. আরবে খেজুর, কিশমিশ প্রভৃতি পানিতে ভিজিয়ে শরবত বানানো হতো এবং তা পানীয় হিসেবে ব্যবহার করা হতো। তা বেশীক্ষণ ভিজিয়ে রাখলে তাতে মাদকতা সৃষ্টি হতো। এজন্যে তা একত্রে ভিজাতে নিষেধ করা হয়েছে।

১২-অনুচ্ছেদ ঃ দুধ পান এবং আল্লাহ্ তাআলার বাণী ঃ

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيْكُمْ مِمَّا فِىْ بُطُوْنِهٖ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِيْنَ .

"এবং নিশ্চয় তোমাদের জন্য গৃহপালিত চতুষ্পদ পশুর মধ্যে (অনেক) শিক্ষণীয় রয়েছে। আমি তোমাদেরকে এগুলোর উদরস্থিত গোবর ও রক্তের মধ্য হতে খাঁটি দুধ পান করিয়ে থাকি—যা পানকারীদের জন্য তৃপ্তিকর"–(সূরা আন-নাহ্‌ল ঃ ৬৬)।

٥١٩٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِهٖ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَقَدَحِ خَمْرٍ .

৫১৯৩. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, মিরাজের রাতে রসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে এক পেয়ালা দুধ ও এক পেয়ালা মদ রাখা হয়েছিল।

٥١٩٤- عَنْ اُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ شَكَّ النَّاسُ فِىْ صِيَامِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ فَاَرْسَلْتُ اِلَيْهِ بِاِنَاءٍ فِيْهِ لَبَنٌ فَشَرِبَ وَكَانَ سُفْيَانُ رُبَّمَا قَالَ شَكَّ النَّاسُ فِىْ صِيَامِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ فَاَرْسَلَتْ اِلَيْهِ اُمُّ الْفَضْلِ فَاِذَا وُقِفَ عَلَيْهِ قَالَ هُوَ عَنْ اُمِّ الْفَضْلِ .

৫১৯৪. উম্মুল ফাদল (রা) বলেন, আরাফাতের দিন রসূলুল্লাহ্ (স) রোযা রেখেছেন কি না এ সম্পর্কে লোকদের সন্দেহ হলো। আমি তার নিকট এক পেয়ালা দুধ পাঠালাম। তিনি তা পান করলেন। সুফিয়ান প্রায়ই বলতেন, আরাফাতের দিন রসূলুল্লাহ্ (স)-এর রোযা সম্পর্কে লোকদের সন্দেহ হলো। উম্মুল ফাদল (রা) তার খেদমতে দুধ পাঠিয়ে দিলেন। বর্ণনাকারী উমায়ের মওকূফ হাদীস হিসেবে এটি রেওয়ায়াত করলে (যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো) তিনি বললেন, এটি উম্মুল ফাদল থেকে 'মারফূ' হাদীস রূপে বর্ণিত।

٥١٩٥- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ جَاءَ اَبُوْ حُمَيْدٍ بِقَدَحٍ مِّنْ لَبَنٍ مِّنَ النَّقِيْعِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَّ خَمَّرْتَهُ وَلَوْ اَنْ تَعْرُضَ عَلَيْهِ عُوْدًا .

৫১৯৫. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আবু হুমাইদ (রা) নকী নামক স্থান থেকে এক পেয়ালা দুধ নিয়ে আসলেন। তাঁকে রসূলুল্লাহ্ (স) বললেন, এটা ঢেকে আনলে না কেন এক টুকরো কাঠ দিয়ে হলেও ?

٥١٩٦- عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ اَبُوْ حُمَيْدٍ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ مِنَ النَّقِيْعِ بِاِنَاءٍ مِّنْ لَبَنٍ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلاَّ خَمَّرْتَهُ وَلَوْ اَنْ تَعْرُضَ عَلَيْهِ عُوْدًا .

৫১৯৬. জাবের (রা) বলেন, আবু হুমাইদ নামে একজন আনসার সাহাবী নাকী নামক জায়গা থেকে এক পেয়ালা দুধ নিয়ে নবী (স)-এর দরবারে আসলেন। তখন নবী (স) বললেন, এটা ঢেকে আননি কেন এর উপর একটি কাঠি দিয়ে হলেও ?

٥١٩٧- عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ مَكَّةَ وَاَبُوْ بَكْرٍ مَعَهُ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ مَرَرْنَا بِرَاعٍ وَقَدْ عَطِشَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ فَحَلَبْتُ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ فِيْ قَدَحٍ فَشَرِبَ حَتّٰى رَضِيْتُ وَاَتَانَا سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ عَلٰى فَرَسٍ فَدَعَا عَلَيْهِ فَطَلَبَ اِلَيْهِ سُرَاقَةُ اَنْ لاَّ يَدْعُوْ عَلَيْهِ وَاَنْ يَّرْجِعَ فَفَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ

৫১৯৭. বারাআ (রা) বলেন, নবী (স) মক্কা থেকে (মদীনা) পদার্পণ করলেন। আবু বাক্র (রা) তাঁর সাথে ছিলেন। আবু বাক্র (রা) বলেন, আমরা এক রাখালের নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলাম। রসূলুল্লাহ (স)-এর খুব পিপাসা পেলো। আবু বাক্র (রা) বলেন, আমি অল্প পরিমাণ দুধ একটি পেয়ালায় দোহন করে আনলাম। তিনি তা পান করলেন। আমি খুবই খুশী হলাম। (এ সময়) সুরাকা ইবনে জুশুম ঘোড়ায় চড়ে আমাদের নিকট আসলো। নবী (স) তাকে বদ্দোআ দিলেন। সে তাঁর নিকট আরয করলো, তিনি যেন তাকে বদ্দোআ না দেন এবং সে যেন ফিরে যেতে পারে। নবী (স) তাই করলেন।

٥١٩٨- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نِعْمَ الصَّدَقَةُ اللِّقْحَةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً وَّالشَّاةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً تَغْدُوْ بِاِنَاءٍ وَّتَرُوْحُ بِاٰخَرَ .

৫১৯৮. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ কতই না উত্তম সদকা একটি দুধেল উট্নী কিংবা দুধেল বকরী যা ভোরে এক বরতন এবং সন্ধ্যায় এক বরতন দুধ দান করে।

(١)٥١٩٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ شَرِبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ وَقَالَ اِنَّ لَهُ دَسَمًا.

৫১৯৯.(১) ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) দুধ পান করলেন, অতপর কুল্লি করলেন এবং বললেন, এতে তৈলাক্ততা আছে।

٥١٩٩.(٢) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رُفِعَتُ (دُفِعْتُ) اِلَى السِّدْرَةِ فَاِذَا اَرْبَعَةُ اَنْهَارٍ نَهَرَانِ ظَاهِرَانِ وَنَهْرَانِ بَاطِنَانِ فَاَمَّا الظَّاهِرَانِ النِّيْلُ وَالْفُرَاتُ وَاَمَّا الْبَاطِنَانِ فَنَهرَانِ فِى الْجَنَّةِ فَاُتِيْتُ بِثَلٰثَةِ اَقْدَاحٍ قَدَحٌ فِيْهِ لَبَنٌ وَقَدَحٌ فِيْهِ عَسَلٌ وَقَدَحٌ فِيْهِ خَمْرٌ فَاَخَذْتُ الَّذِيْ فِيْهِ اللَّبَنُ فَشَرِبْتُ فَقِيْلَ لِيْ اَصَبْتَ الْفِطْرَةَ اَنْتَ وَاُمَّتُكَ .

৫১৯৯.(২) আরেক সূত্রে আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত আমাকে ওঠানো হলো। তখন চারটি নহর (ঝর্ণাধারা) নজরে আসলো। দু'টি ছিল যাহেরী নহর, আর দু'টি ছিলো বাতেনী নহর। যাহেরী নহর দু'টি হলো নীল ও ফোরাত নদীদ্বয়। বাতেনী নহর দু'টি বেহেশতে আছে। অতপর আমার সামনে তিনটি পেয়ালা আনা হলো ঃ একটিতে দুধ, একটিতে মধু ও একটিতে মদ। যে পেয়ালায় দুধ ছিল আমি সেটি নিলাম এবং তা পান করলাম। তখন আমাকে বলা হলো, তুমি এবং তোমার উম্মাত স্বভাবধর্ম পেয়ে গেলে।

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ টাটকা পানি প্রার্থনা।

٥٢٠٠- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ اَبُوْ طَلْحَةَ اَكْثَرَ اَنْصَارِيٍّ بِالْمَدِيْنَةِ مَالاً مِّنْ نَّخْلٍ وَكَانَ اَحَبُّ مَالِهِ اِلَيْهِ بِيْرُحَاءٍ وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيْهَا طَيِّبٍ قَالَ اَنَسٌ فَلَمَّا نَزَلَتْ (لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ) قَامَ اَبُوْ طَلْحَةَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ (لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ) وَاِنَّ اَحَبَّ مَالِيْ اِلَيَّ بَيْرُ حَاءَ وَاِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلّٰهِ اَرْجُوْ بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللّٰهِ فَضَعْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ حَيْثُ اَرَاكَ اللّٰهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَخٍ ذٰلِكَ مَالٌ رَابِحٌ اَوْ رَائِحٌ شَكَّ عَبْدُ اللّٰهِ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَاِنِّيْ اَرٰى اَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْاَقْرَبِيْنَ فَقَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ اَفْعَلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَسَّمَهَا اَبُوْ طَلْحَةَ فِيْ اَقَارِبِهِ وَفِيْ بَنِيْ عَمِّهِ .

৫২০০. আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, আবু তালহা (রা) মদীনার আনসারগণের মধ্যে খেজুর বাগানের দিক দিয়ে সবার চেয়ে অধিক ধনী ছিলেন। তাঁর সর্বাধিক প্রিয় সম্পদ ছিল 'বীরে হাআ' নামক খেজুর বাগান। এটি মসজিদে নববীর সামনে অবস্থিত ছিল। রসূলুল্লাহ (স) এ বাগানে যেতেন এবং সেখানে সুস্বাদু পানি পান করতেন। আনাস (রা) বলেন, যখন কুরআনের আয়াত ঃ "যতক্ষণ তোমরা তোমাদের প্রিয়বস্তু থেকে দান না কর, ততক্ষণ তোমরা কল্যাণ অর্জন করতে পারবে না"-(সূরা আলে ইমরান ঃ ৯২)। নাযিল হলো তখন আবু তালহা (রা) উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ যা তোমাদের প্রিয় তা হতে যদি খরচ না কর, তবে তোমরা কখনও নেকী অর্জন করতে পারবে না।" আর আমার অধিক প্রিয় সম্পদ হলো 'বীরে হাআ' বাগানটি। আমি তা আল্লাহ্র রাহে দান করে দিচ্ছি। এর বিনিময়ে আমি আল্লাহ্র কাছে নেকী ও (আখেরাতে) সঞ্চয়ের আশা করি। হে আল্লাহ্র রসূল ! যে খাতে খরচ করতে আল্লাহ আপনাকে নির্দেশ করেন সেই খাতে তা খরচ করুন। রসূলুল্লাহ (স) বললেন, কি উত্তম, এতো মুনাফার জিনিস। কিংবা (রাবীর সন্দেহ) তিনি বলেছেন, বৃদ্ধি পাওয়ার মাল। তুমি যা বলেছ, তা আমি শুনেছি। কিন্তু আমার মতে তুমি তা তোমার নিকট আত্মীয়-স্বজনদের দান করে দাও। আবু তালহা (রা) বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমি তাই করবো। অতএব আবু তালহা (রা) সেই বাগানটি তার আত্মীয় এবং চাচাত ভাইদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন।

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ দুধের সঙ্গে পানি মিশিয়ে পান করা।

٥٢٠١- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ رَاٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ شَرِبَ لَبَنًا وَاَتٰى دَارَهُ فَحَلَبْتُ شَاةً فَشِبْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْبِئْرِ فَتَنَاوَلَ الْقَدَحَ فَشَرِبَ وَعَنْ يَّسَارِهِ اَبُوْ بَكْرٍ وَّعَنْ يَّمِيْنِهِ اَعْرَابِيٌّ فَاَعْطَى الْاَعْرَابِيَّ فَضْلَهُ ثُمَّ قَالَ الْاَيْمَنَ .

৫২০১. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (স)-কে দুধ পান করতে দেখলেন। রসূলুল্লাহ (স) আনাস (রা)-এর গৃহে গিয়েছেন। তখন আমি বকরীর দুধ দোহন করি। অতপর কূপ হতে রসূলুল্লাহ (স)-এর জন্যে পানি এনে দুধের সাথে মিশাই। অতপর তিনি পেয়ালা নিয়ে নিলেন এবং (দুধ) পান করলেন। তাঁর বামে আবু বাক্‌র (রা) এবং ডানে একজন বেদুইন ছিল। তিনি (স) অবশিষ্ট দুধ তাকে দিলেন, অতপর বললেন, ডান দিক থেকে।

٥٢٠٢- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَّهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ اِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ فِيْ شَنَّةٍ وَاِلاَّ كَرَعْنَا قَالَ وَالرَّجُلُ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِيْ حَائِطِهِ قَالَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عِنْدِيْ مَاءٌ بَائِتٌ فَانْطَلَقَ اِلَى الْعَرِيْشِ قَالَ فَانْطَلَقَ بِهِمَا فَسَكَبَ فِيْ قَدَحٍ ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنٍ لَّهُ قَالَ فَشَرِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ شَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِيْ جَاءَ مَعَهُ

৫২০২. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। নবী (স) একজন আনসারী ব্যক্তির নিকট গেলেন, তাঁর সাথে তাঁর একজন সাহাবীও ছিলেন। আনসারীকে নবী (স) বললেন, তোমার নিকট রাতে মশকে রাখা পানি আছে কি ? নতুবা আমি অন্যত্র গিয়ে পান করবো। সেই আনসারী তখন তাঁর বাগানে পানি সেচন করছিলেন। তিনি বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমার নিকট রাতে রক্ষিত পানি আছে। মেহেরবানী করে আমার ঝুপড়িতে চলুন। অতপর আনসারী নবী (স) ও তাঁর সাহাবীকে ঝুপড়িতে নিয়ে গেলেন এবং একটি পেয়ালায় পানি নিয়ে তাতে ছাগলের দুধ দোহন করলেন। রসূলুল্লাহ (স) তা পান করলেন। অতপর তাঁর সাথে আগন্তুক সাহাবীও পান করলেন।

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ মিষ্টি ও মধু পান করা। যুহরী (র) বলেন, মানুষের পেশাব ভীষণ জরুরী প্রয়োজনেও পান করা হালাল হবে না। কারণ তা নাপাক। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ "তোমাদের জন্য পাক জিনিসসমূহ হালাল করা হয়েছে"-(সূরা আল মায়েদা ঃ ৪)। ইবনে মাসউদ (রা) নেশা জাতীয় জিনিসসমূহ সম্পর্কে বলেছেন, আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য যা হারাম করেছেন, তাতে তোমাদের নিরাময় রাখেননি।

٥٢٠٣- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ الْحَلْوَاءُ وَالْعَسَلُ .

৫২০৩. আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) মিষ্টি দ্রব্য ও মধু খুব পসন্দ করতেন।

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ দাঁড়িয়ে পানি পান করা।

٥٢٠٤- عَنِ النَّزَّالِ قَالَ أُتِيَ عَلِيٌّ عَلَى بَابِ الرَّحْبَةِ بِمَاءٍ فَشَرِبَ قَائِمًا فَقَالَ إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَّشْرَبَ وَهُوَ قَائِمٌ وَإِنِّيْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي فَعَلْتُ .

৫২০৪. নায্যাল (র) বলেন, কুফা মসজিদের প্রাঙ্গনে আলী (রা)-কে পানি দেয়া হলো। তিনি তা দাঁড়িয়ে পান করলেন, অতপর বললেন, কোন কোন লোক দাঁড়িয়ে পানি পান করা অপসন্দ করে। আমি নবী (স)-কে (তদ্রূপ) করতে দেখেছি, যেরূপ তোমরা আমাকে করতে দেখলে।

٥٢٠٥- عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ قَعَدَ فِيْ حَوَائِجِ النَّاسِ فِيْ رَحْبَةِ الْكُوْفَةِ حَتَّى حَضَرَتْ صَلٰوةُ الْعَصْرِ ثُمَّ أُتِيَ بِمَاءٍ فَشَرِبَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَذَكَرَ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضْلَهُ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُوْنَ الشُّرْبَ قَائِمًا وَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ .

৫২০৫. আলী ইবনে আবু তালিব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি যোহরের নামায পড়লেন, অতপর জনগণের বিভিন্ন অভাব-অভিযোগ সমাধানের জন্য কুফা (মসজিদের) আঙ্গিনায় বসে পড়লেন। এই অবস্থায় আসর নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেল। তখন পানি আনা হলে তিনি এর কিছুটা পান করলেন এবং হাত-মুখ ধুইলেন, শো'বা মাথা ও পা (ধোয়ার) কথাও উল্লেখ করেছেন, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে অবশিষ্ট পানি পান করলেন, অতপর বললেন, মানুষ দাঁড়িয়ে পানি পান করা দূষণীয় মনে করে। অথচ নবী (স) এভাবেই পান করেছেন, যেরূপ আমি করলাম।

٥٢٠٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَرِبَ النَّبِيُّ ﷺ قَائِمًا مِّنْ زَمْزَمَ .

৫২০৬. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স) যমযমের পানি দাঁড়িয়ে পান করেছেন।[৭]

১৭-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি উটের পিঠে বসে পানি পান করে।

---

৭. বহু হাদীসে দাঁড়িয়ে পান করতে নিষেধ করা হয়েছে। সবদিক বিচার-বিবেচনা করে হাদীসবেত্তাগণ এভাবে সমাধান দিয়েছেন যে, পানি দাঁড়িয়ে পান করা জায়েয হলেও যেহেতু ক্ষতিকর, তাই অনেকের মতে মাকরূহ। কারণ পাকস্থলী অতি স্পর্শকাতর ও দুর্বল। দাঁড়িয়ে পানি পান করলে সবেগে পানি পেটে যায় এবং পাকস্থলীতে আঘাত পড়ে। তবে ফযীলাত ও বরকতের পানি দাঁড়িয়ে পান করা সর্বসম্মতভাবে উত্তম। যেমন যমযমের পানি ও উযুর পর পাত্রের অবশিষ্ট পানি। এ পানি যেহেতু পরিমাণে কম থাকে তাই ক্ষতির আশংকা নেই।

৫২০٧- عَنْ اُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ اَنَّهَا اَرْسَلَتْ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ فَاَخَذَهُ بِيَدِهِ فَشَرِبَهُ زَادَ مَالِكٌ عَنْ اَبِي النَّضْرِ عَلَى بَعِيْرِهِ .

৫২০৭. উম্মুল ফাদল বিনতুল হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (স)-এর নিকট এক পেয়ালা দুধ পাঠান। তখন তিনি (স) আরাফার দিনের অপরাহ্নে অবস্থান করছিলেন। তিনি হাত বাড়িয়ে দুধ নিয়ে নিলেন এবং তা পান করলেন। মালিক (র) আবুন নাদরের সূত্রে আরও বর্ণনা করেছেন ঃ এই সময় তিনি (স) উটের পিঠে ছিলেন।

১৮-অনুচ্ছেদ ঃ পানীয় দ্রব্য ডান দিক থেকে বন্টন।

৫২০٨- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيْبَ بِمَاءٍ وَعَنْ يَمِيْنِهِ اَعْرَابِيٌّ وَعَنْ شِمَالِهِ اَبُوْ بَكْرٍ فَشَرِبَ ثُمَّ اَعْطَى الْاَعْرَابِيَّ وَقَالَ الْاَيْمَنُ فَالْاَيْمَنُ .

৫২০৮. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে দুধ আনা হলো। তাতে পানি মিশানো ছিল। তার ডান দিকে ছিল এক বেদুঈন এবং বাম দিকে আবু বাক্‌র (রা)। তিনি (স) দুধ পান করলেন, তারপর তা বেদুঈনকে দিলেন এবং বললেন, ডান দিকের লোকের হক, অতপর তার ডানের ব্যক্তি পাওয়ার উপযুক্ত।

১৯-অনুচ্ছেদ ঃ বয়োজ্যেষ্ঠকে আগে পান করতে দেয়ার জন্য ডানের ব্যক্তির নিকট অনুমতি চাইতে হবে কি ?

৫২০٩- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِيْنِهِ غُلَامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ الْاَشْيَاخُ فَقَالَ لِلْغُلَامِ اَتَاذَنُ لِيْ اَنْ اُعْطِيَ هٰؤُلَاءِ فَقَالَ الْغُلَامُ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَاُوْثِرُ بِنَصِيْبِيْ مِنْكَ اَحَدًا قَالَ فَتَلَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ يَدِهِ .

৫২০৯. সাহল ইবনে সাদ (রা) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট পানীয় আনা হলো। তিনি তা থেকে পান করলেন। তাঁর ডানে ছিল এক যুবক এবং বামে ছিলেন কয়েকজন প্রবীণ লোক। তিনি (স) যুবককে বলেন, এদেরকে আগে দিতে তুমি কি আমাকে অনুমতি দিবে ? যুবক বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আল্লাহ্‌র কসম ! আপনার তরফ থেকে আমার ভাগে আসা জিনিসে আমার ওপর আমি কাউকে অগ্রাধিকার দিব না। রাবী বলেন, রসূলুল্লাহ (স) দুধের পেয়ালাটি যুবকের হাতে অর্পণ করলেন।

২০-অনুচ্ছেদ ঃ পাত্রে মুখ লাগিয়ে পানি পান করা।

٥٢١٠- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلٰى رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَّهُ فَسَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ وَصَاحِبُهُ فَرَدَّ الرَّجُلُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِاَبِيْ اَنْتَ وَاُمِّيْ وَهِيَ سَاعَةٌ حَارَّةٌ وَهُوَ يُحَوِّلُ فِيْ حَائِطٍ لَهُ يَعْنِي الْمَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ فِيْ شَنَّةٍ وَاِلَّا كَرَعْنَا وَالرَّجُلُ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِيْ حَائِطٍ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عِنْدِيْ مَاءٌ بَاتَ (بَائِتٌ) فِيْ شَنَّةٍ فَانْطَلَقَ اِلَى الْعَرِيْشِ فَسَكَبَ فِيْ قَدَحٍ مَاءٍ ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنٍ لَّهُ فَشَرِبَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ اَعَادَ فَشَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِيْ جَاءَ مَعَهُ .

৫২১০. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) এক আনসার ব্যক্তির নিকট গেলেন। তাঁর সাথে তার একজন সাহাবীও ছিলেন। নবী (স) ও তাঁর সাহাবী (আনসারীকে) সালাম দিলেন। তিনি সালামের জবাব দিয়ে নিবেদন করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আপনার জন্য আমার মা-বাপ কুরবান হোক ! সময়টি ছিল অত্যন্ত গরমের। সেই লোকটি তখন তার বাগানে পানি সেচ করছিলেন। নবী (স) বললেন, তোমার কাছে মশকে রাতে রক্ষিত (ঠাণ্ডা) পানি যদি থাকে (তা পান করাও) না হয় আমি (অন্যত্র) পানি পান করবো। লোকটি বাগানে পানি সেচরত ছিলেন। তিনি বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার কাছে রাতে মশকে রাখা পানি আছে। সুতরাং তিনি নবী (স)-কে একটি ঝুপড়িতে নিয়ে গেলেন। তিনি একটি পাত্রে পানি ঢেলে তাতে নিজের ছাগলের দুধ দোহন করলেন। নবী (স) তা পান করলেন। তিনি আবার পানি আনলেন। এবার তার সাথে আসা সাহাবী পান করলেন।

২১-অনুচ্ছেদ ঃ ছোটরা বড়দের খেদমত করবে।

٥٢١١- عَنْ اَنَسٍ قَالَ كُنْتُ قَائِمًا عَلَى الْحَيِّ اَسْقِيْهِمْ عُمُوْمَتِيْ وَاَنَا اَصْغَرُهُمُ الْفَضِيْخَ فَقِيْلَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ فَقَالَ اَكْفِئْهَا فَكَفَأْنَاهَا قُلْتُ لاَنَسٍ مَّا شَرَابُهُمْ قَالَ رُطَبٌ وَّبُسْرٌ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَنَسٍ وَكَانَتْ خَمْرَهُمْ فَلَمْ يُنْكِرْ اَنَسٌ وَحَدَّثَنِيْ بَعْضُ اَصْحَابِيْ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسًا يَقُوْلُ كَانَتْ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ .

৫২১১. আনাস (রা) বলেন, আমি গোত্রের মাঝে দাঁড়িয়ে আমার চাচাদেরকে ফাদীখ নামক মদ পান করাচ্ছিলাম। আমি তাঁদের সবার চেয়ে বয়সে ছোট ছিলাম। এমন সময় মদ হারাম হওয়ার কথা ঘোষিত হলো। তখন আমার চাচা বললেন, এটা উপুড় করে ফেলে দাও। আমি তা উল্টিয়ে ফেলে দিলাম। (রাবী সুলাইমান বলেন,) আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, তাদের মদ কি দিয়ে তৈরি হতো ? তিনি বলেন, কাঁচা-পাকা খেজুর দিয়ে। আবু বাক্র ইবনে আনাস (র) বলেন, এটাই ছিল তাঁদের শরাব। আনাস (রা)

একথা অস্বীকার করেননি। সুলাইমান বলেন, আমার কোন সাথী বর্ণনা করেছেন, তিনি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ তখনকার দিনে এটাই ছিল তাঁদের শরাব।

২২-অনুচ্ছেদ ঃ খাবার পাত্র ঢেকে রাখা।

٥٢١٢- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ اَوْ اَمْسَيْتُمْ فَكُفُّوْا صِبْيَانَكُمْ فَاِنَّ الشَّيَاطِيْنَ تَنْتَشِرُ حِيْنَئِذٍ فَاِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِّنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوْهُمْ (فَحُلُّوْهُمْ) وَاَغْلِقُوْا الْاَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا وَّاَوْكُوْا قِرَبَكُمْ وَاذْكُرُوْا اسْمَ اللّٰهِ وَخَمِّرُوْا اٰنِيَتَكُمْ وَاذْكُرُوْا اسْمَ اللّٰهِ وَلَوْ اَنْ تَعْرُضُوْا عَلَيْهَا شَيْئًا وَاَطْفِئُوْا مَصَابِيْحَكُمْ .

৫২১২. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যখন রাতের আঁধার নেমে আসে, কিংবা যখন সন্ধ্যা হয় তখন তোমাদের শিশুদেরকে (ঘরে) আটকে রাখ। কারণ এ সময় শয়তানেরা ছড়িয়ে পড়ে। রাতের কিছু সময় অতিক্রান্ত হলে তাদের ছেড়ে দাও এবং আল্লাহ্র নাম নিয়ে ঘরের দরযাগুলো বন্ধ করে দাও। কারণ শয়তান বন্ধ দরযা খোলে না। আর বিসমিল্লাহ পড়ে তোমাদের মশকগুলোর মুখ বন্ধ করে দাও, আল্লাহ্র নাম নিয়ে খাবার পাত্রগুলো ঢেকে দাও। এমনকি কাঠ দিয়ে হলেও আড়াআড়ি ভাবে তার ওপর রেখে দাও। (শোয়ার সময়) বাতিগুলো নিভিয়ে দাও।

٥٢١٣- عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَطْفِئُوْا الْمَصَابِيْحَ اِذَا رَقَدْتُمْ وَغَلِّقُوْا (اَغْلِقُوْا) الْاَبْوَابَ وَاَوْكُوْا الْاَسْقِيَةَ وَخَمِّرُوْا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ وَاَحْسِبُهُ قَالَ وَلَوْ بِعُوْدٍ تَعْرُضُهُ عَلَيْهِ .

৫২১৩. জাবের (রা) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, তোমরা (রাতে) ঘুমানোর সময় বাতিগুলো নিভিয়ে দাও, (ঘরের) দরযাগুলো বন্ধ করে দাও, পানপাত্রের মুখ বন্ধ করে দাও, খাবার ও পানীয়ের পাত্রগুলো ঢেকে রাখ। সম্ভবত তিনি একথাও বলেছেন যে, অন্তত একটি কাঠ দিয়ে হলেও আড়াআড়িভাবে তার ওপর রেখে দাও।

২৩-অনুচ্ছেদ ঃ মশকের মুখ ভেঙ্গে পানি পান করা।

٥٢١٤- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اِخْتِنَاثِ الْاَسْقِيَةِ يَعْنِىْ اَنْ تُكْسَرَ اَفْوَاهُهَا فَيُشْرَبَ مِنْهَا .

৫২১৪. আবু সায়ীদ আল-খুদরী (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) 'ইখতিনাস' অর্থাৎ মশকের মুখ ভেঙ্গে তাতে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।

٥٢١٥- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْهٰى عَنِ اخْتِنَاثِ الْاَسْقِيَةِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ مَعْمَرٌ اَوْ غَيْرُهُ هُوَ الشُّرْبُ مِنْ اَفْوَهِهَا .

৫২১৫. আবু সায়ীদ আল-খুদরী (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে মশকের মুখে পানি পান করতে নিষেধ করতে শুনেছি। আবদুল্লাহ-মা'মার প্রমুখ বলেছেন, 'ইখতিনাস' অর্থ মশকের মুখে পানি পান করা।

২৪-অনুচ্ছেদ ঃ মশকের মুখে পানি পান করা।

٥٢١٦- عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِاَشْيَاءَ قِصَارٍ حَدَّثَنَا بِهَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ الْقِرْبَةِ اَوِ السِّقَاءِ وَاَنْ يَّمْنَعَ جَارَهُ اَنْ يَّغْرِزَ خَشَبَةً (خَشَبَهُ) فِىْ جِدَارِهِ .

৫২১৬. ইকরিমা (র) বলেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন কতগুলো ছোট ছোট বিষয় অবগত করাবো না যা আবু হুরাইরা (রা) আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন ? (তাহলো) রসূলুল্লাহ (স) মশকের মুখে পানি পান করতে এবং কোন ব্যক্তিকে তার দেয়ালের সাথে তার প্রতিবেশীর খুঁটি গাড়তে বাধা দিতে নিষেধ করেছেন।

٥٢١٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يُّشْرَبَ مِنْ فِى السِّقَاءِ .

৫২১৭. আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। নবী (স) মশকের মুখে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।

٥٢١٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِى السِّقَاءِ .

৫২১৮. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স) মশকের মুখে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।

২৫-অনুচ্ছেদ ঃ পানপাত্রে নিঃশ্বাস না ফেলা।

٥٢١٩- عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا شَرِبَ اَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِى الْاِنَاءِ وَاِذَا بَالَ اَحَدُكُمْ فَلاَ يَمْسَحْ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ وَاِذَا تَمَسَّحَ اَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَمَسَّحْ بِيَمِيْنِهِ.

৫২১৯. আবু কাতাদা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন পানি পানকালে পানপাত্রে নিঃশ্বাস না ফেলে। তোমাদের কেউ যেন পেশাব করাকালে ডান হাতে তার পুরুষাঙ্গ স্পর্শ না করে। যদি কারো স্পর্শ করতেই হয়, তবে সে যেন ডান হাতে তা স্পর্শ না করে।

২৬-অনুচ্ছেদ ঃ দুই বা তিন নিঃশ্বাসে পানি পান করা।

٥٢٢٠- عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ اَنَسٌ يَتَنَفَّسُ فِى الْاِنَاءِ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلْثًا وَزَعَمَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ ثَلاَثًا.

৫২২০. সুমামা ইবনে আবদুল্লাহ (র) বলেন, আনাস (রা) দুই কিংবা তিন নিঃশ্বাসে পানি পান করতেন এবং তাঁর ধারণা নবী (স)ও তিন নিঃশ্বাসে পানি পান করতেন।

২৭-অনুচ্ছেদ ঃ স্বর্ণের পাত্রে পান করা।

٥٢٢١- عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ كَانَ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ فَاسْتَسْقٰى فَاَتَاهُ دِهْقَانٌ بِقَدَحٍ فِضَّةٍ فَرَمَاهُ بِهٖ فَقَالَ اِنِّىْ لَمْ اَرْمِهٖ اِلاَّ اِنِّىْ نَهَيْتُهُ فَلَمْ يَنْتَهِ وَاِنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهَانَا عَنِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ وَالشُّرْبِ فِىْ اٰنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَقَالَ هُنَّ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا وَهِىَ لَكُمْ فِى الْاٰخِرَةِ .

৫২২১. ইবনে আবু লাইলা (র) বলেন, হুযাইফা (রা) মাদায়েনে ছিলেন। তিনি পানি পান করতে চাইলেন। এক গ্রাম্যলোক তাঁর নিকট রৌপ্য পাত্রে পানি নিয়ে আসলে হুযাইফা (রা) তা ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন, আমি এটা ফেলতাম না। আমি তাকে নিষেধ করেছিলাম কিন্তু তারপরও সে নিবৃত্ত হয়নি। নবী (স) আমাদেরকে মোটা ও মিহি রেশমী বস্ত্র ব্যবহার করতে এবং স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রে পান করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন ঃ দুনিয়াতে এগুলো কাফেরদের জন্য এবং আখেরাতে তোমাদের জন্য।

২৮-অনুচ্ছেদ ঃ রূপার পাত্র।

٥٢٢٢- عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ خَرَجْنَا مَعَ حُذَيْفَةَ وَذَكَرَ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَ تَشْرَبُوْا فِىْ اٰنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلاَ تَلْبَسُوْا الْحَرِيْرَ وَالدِّيْبَاجَ فَاِنَّهَا لَهُمْ فِى الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِى الْاٰخِرَةِ .

৫২২২. আবু লাইলা (র) বলেন, আমরা হুজাইফা (রা)-এর সাথে বের হলাম। তিনি উল্লেখ করলেন যে, নবী (স) বলেছেন ঃ তোমরা স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রে পান করো না এবং মোটা ও মিহি রেশমী বস্ত্র পরিধান করো না। কেননা দুনিয়ায় এগুলো কাফেরদের জন্য এবং আখেরাতে তোমাদের জন্য।

٥٢٢٣- عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الَّذِىْ يَشْرَبُ فِىْ اِنَاءِ (اٰنِيَةِ) الْفِضَّةِ اِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِىْ بَطْنِهٖ نَارَ جَهَنَّمَ .

৫২২৩. নবী পত্নী উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, যে লোক রৌপ্য পাত্রে পান করে সে তার পেটে জাহান্নামের আগুন ঢুকায়।

٥٢٢٤- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ اَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِشِ وَاِجَابَةِ الدَّاعِىْ وَاِفْشَاءِ السَّلاَمِ وَنَصْرِ الْمَظْلُوْمِ وَاِبْرَارِ الْمُقْسِمِ (الْقَسَمِ) وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيْمِ

الذَّهَبِ وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ اَوْ قَالَ اٰنِيَةِ الْفِضَّةِ وَعَنِ الْمَيَاثِرِ وَالْقَسِّيِّ وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ وَالْاِسْتَبْرَقِ .

৫২২৪. বারাআ ইবনে আযেব (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (স) আমাদেরকে সাতটি জিনিসের নির্দেশ দিয়েছেন এবং সাতটি জিনিস নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদেরকে রোগীকে দেখতে যেতে, জানাযায় অংশগ্রহণ করতে, হাঁচির জবাব দিতে, দাওয়াত দানকারীর দাওয়াত কবুল করতে, সালামের প্রচলন করতে, মযলুমের সাহায্য করতে এবং শপথকারীর শপথ পূর্ণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করতে, রৌপ্য পাত্রে পান করতে, মাইসারা ও কাসসী নামীয় নরম রেশমী বস্ত্র এবং মিহি রেশমী কাপড়, মোটা ও খাঁটি রেশমী বস্ত্র ও কারুকার্য খচিত রেশমী কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন।

২৯-অনুচ্ছেদ ঃ পেয়ালায় পান করা।

٥٢٢٥- عَنْ اُمِّ الْفَضْلِ اَنَّهُمْ شَكُّوْا فِىْ صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ فَبُعِثَ اِلَيْهِ بِقَدَحٍ مِّنْ لَّبَنٍ فَشَرِبَهُ .

৫২২৫. উম্মুল ফাদল (রা) হতে বর্ণিত। আরাফাতের দিন নবী (স) রোযা রেখেছেন কি না এই ব্যাপারে লোকজনের সন্দেহ হলো। তাঁর নিকট এক পেয়ালা দুধ পাঠানো হলে তিনি তা পান করলেন।

৩০-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর পেয়ালায় পান করা এবং তাঁর পাত্রের বর্ণনা। আবু বুরদা (রা) বলেন, আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম (রা) আমাকে বললেন, যে পাত্রে নবী (স) পান করেছেন সে পাত্রে আমি কি তোমাকে পান করাবো না ?

٥٢٢٦- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اِمْرَأَةٌ مِّنَ الْعَرَبِ فَاَمَرَ اَبَا اُسَيْدٍ السَّاعِدِيَّ اَنْ يُّرْسِلَ اِلَيْهَا فَاَرْسَلَ اِلَيْهَا فَقَدِمَتْ فَنَزَلَتْ فِىْ اُجُمِ بَنِىْ سَاعِدَةَ فَخَرَجَ اِلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ حَتّٰى جَاءَ هَا فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَاِذَا امْرَأَةٌ مُّنَكِّسَةٌ رَاْسَهَا فَلَمَّا كَلَّمَهَا النَّبِيُّ ﷺ قَالَتْ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ فَقَالَ قَدْ اَعَزْتُكِ مِنِّىْ فَقَالُوْا لَهَا اَتَدْرِيْنَ مَنْ هٰذَا قَالَتْ لاَ قَالُوْا هٰذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَاءَ لِيَخْطُبَكِ قَالَتْ كُنْتُ اَنَا اَشْقٰى مِنْ ذٰلِكَ فَاَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَئِذٍ حَتّٰى جَلَسَ فِىْ سَقِيْفَةِ بَنِىْ سَاعِدَةَ هُوَ وَاَصْحَابُهُ ثُمَّ قَالَ اَسْقِنَا يَا سَهْلُ فَخَرَجْتُ (اَخْرَجْتُ) لَهُمْ بِهٰذَا الْقَدْحِ فَاَسْقَيْتُهُمْ فِيْهِ فَاَخْرَجَ لَنَا سَهْلُ ذٰلِكَ الْقَدَحَ فَشَرِبْنَا مِنْهُ قَالَ ثُمَّ اسْتَوْهَبَهُ عُمَرُ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بَعْدَ ذٰلِكَ فَوَهَبَهُ لَهُ .

৫২২৬. সাহল ইবনে সাদ (রা) বলেন, নবী (স)-এর সামনে আরবের এক নারীর কথা উল্লেখ করা হলো। তিনি ঐ নারীর নিকট কাউকে পাঠিয়ে তাকে ডেকে আনার জন্য উসাইদ সাইদীকে নির্দেশ দিলেন। তিনি তার নিকট লোক পাঠালে ঐ নারী আসলো এবং বনী সায়েদা গোত্রের দুর্গে গিয়ে উঠলো। নবী (স) তার উদ্দেশ্যে বের হলেন এবং তার নিকট গেলেন। তিনি দুর্গে প্রবেশ করে দেখলেন স্ত্রীলোকটি মাথা নত করে আছে। নবী (স) তার সাথে কথা বললে সে বলে উঠলো, আমি আপনার থেকে আল্লাহ্‌র নিকট পানাহ চাই। তিনি (স) বললেন, আমি তোমাকে পানাহ দিলাম। লোকজন তাকে বললো, ইনি কে তুমি কি তা জান ? সে বলল, না। তাঁরা বললেন, ইনি রসূলুল্লাহ (স), এসেছিলেন তোমার নিকট বিয়ের পয়গাম নিয়ে। সে বললো, আমি বড়ই হতভাগী। তারপর নবী (স) সেদিনই সাকীফায়ে বনী সায়েদায় কদম রাখলেন। তিনি ও তাঁর সাহাবীগণ সেখানে বসে পড়লেন। নবী (স) বললেন, হে সাহল ! আমাদেরকে পানি পান করাও। (সাহল বলেন,) আমি তাদের জন্য এ পেয়ালাটি নিয়ে এলাম এবং এটিতে করে তাদের সবাইকে পানি পান করালাম। সাহল (রা) সেই পেয়ালাটি আমাদের জন্য বের করলেন। আমরা তাতে পানি পান করলাম। এরপর উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) তাঁর নিকট সেই পেয়ালাটি পেতে চাইলেন। তিনি সেটি তাঁকে দান করলেন।

٥٢٢٧ـ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ قَالَ رَاَيْتُ قَدَحَ النَّبِيِّ ﷺ عِنْدَ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ وَكَانَ قَدِ انْصَدَعَ فَسَلْسَلَهُ بِفِضَّةٍ قَالَ وَهُوَ قَدَحٌ جَيِّدٌ عَرِيْضٌ مِّنْ نُضَارٍ قَالَ قَالَ اَنَسٌ لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْ هٰذَا الْقَدَحِ اَكْثَرَ مِنْ كَذَا وَكَذَا قَالَ وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ اِنَّهُ كَانَ فِيْهِ حَلْقَةٌ مِّنْ حَدِيْدٍ فَاَرَادَ اَنَسٌ اَنْ يَّجْعَلَ مَكَانَهَا حَلْقَةً مِّنْ ذَهَبٍ اَوْ فِضَّةٍ فَقَالَ لَهُ اَبُوْ طَلْحَةَ لاَ تُغَيِّرَنَّ (لاَ تُغَيِّرْ) شَيْئًا صَنَعَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَتَرَكَهُ .

৫২২৭. আসেম আল-আহওয়াল (র) বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-এর নিকট নবী (স)-এর পেয়ালাটি দেখেছি। এটি ফেটে গিয়েছিল। অতপর তিনি তাতে রূপা দিয়ে জোড়া লাগান। পেয়ালাটি অতি উত্তম, চওড়া এবং 'নুদার' কাঠের তৈরী। আসেম বলেন, আনাস (রা) বললেন, আমি এ পেয়ালায় করে রসূলুল্লাহ (স)-কে এত এত বারের চেয়েও অধিক পান করিয়েছি। আসেমের বর্ণনা, ইবনে সীরীন (র) বলেন, এ পেয়ালায় লোহার একটি 'হলকা' লাগানো ছিল। তাই আনাস (রা) তাতে লোহার জায়গায় সোনা বা রূপার একটি 'হলকা' লাগাতে চান। তাঁকে আবু তালহা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) যে জিনিস তৈরি করেছেন, সেটাকে পরিবর্তন করো না। অতপর তিনি তার ইচ্ছা ত্যাগ করেন।

৩১-অনুচ্ছেদ ঃ বরকতের পানি পান করা এবং বরকতের পানি।

٥٢٢٨ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ هٰذَا الْحَدِيْثَ قَالَ لَقَدْ رَاَيْتُنِيْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ حَضَرَتِ الْعَصْرُ وَلَيْسَ مَعَنَا مَاءٌ غَيْرَ فَضْلَةٍ فَجُعِلَ فِيْ اِنَاءٍ فَاُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ

بِهِ فَاَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ وَفَرَّجَ اَصَابِعَهُ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى اَهْلِ الْوُضُوْءِ الْبَرَكَةُ مِنَ اللّٰهِ فَلَقَدْ رَاَيْتُ الْمَاءَ يَتَفَجَّرُ مِنْ بَيْنِ اَصَابِعِهِ فَتَوَضَّاَ النَّاسُ وَشَرِبُوْا فَجَعَلْتُ لاَ اٰلُوْا مَاجَعَلْتُ فِيْ بَطْنِيْ مِنْهُ فَعَلِمْتُ اَنَّهُ بَرَكَةٌ قُلْتُ لِجَابِرٍ كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ اَلْفًا وَّاَرْبَعَ مِائَةٍ وَّعَنْ جَابِرٍ خَمْسَ عَشَرَةَ مِائَةً .

৫২২৮. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর সাথে ছিলাম। আসর নামাযের সময় হয়ে গেল। কিন্তু আমাদের সাথে সামান্য পানি ছিল, তা একটি পাত্রে ঢেলে নবী (স)-এর নিকট আনা হলো। তিনি তাতে তাঁর হাত ঢুকালেন এবং আঙ্গুলগুলো ফাঁক করলেন, অতপর বললেন, যারা উযু করতে চাও, আস। বরকত দানের মালিক আল্লাহ। আমি দেখতে পেলাম তাঁর (স) আঙ্গুলগুলোর মধ্য থেকে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। সবাই উযু করলেন এবং পানও করলেন। আমিও যতটা সম্ভব পেট ভরে পান করলাম। কেননা, আমি বুঝতে পেরেছি এটা বরকতের পানি। আমি (অধস্তন রাবী) জাবের (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, ঐ দিন আপনারা কতজন ছিলেন? তিনি বলেন, এক হাজার চার শতজন। অপর এক সূত্রে জাবের (রা) থেকে এই সংখ্যা পনর শতজন বর্ণিত হয়েছে।

অধ্যায়–৪৭

كِتَابُ الْمَرْضٰى (الطِّبِّ)

(রোগ, রোগী ও চিকিৎসা)

১-অনুচ্ছেদ ঃ রোগের (গুনাহের) কাফ্ফারা। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا يُّجْزَ بِهٖ

"কেউ মন্দ কাজ করলে তার প্রতিফল সে পাবেই"–(সূরা আন-নিসা ঃ ১২৩)।

٥٢٢٩- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ مُصِيْبَةٍ تُصِيْبُ الْمُسْلِمَ اِلاَّ كَفَّرَ اللّٰهُ بِهَا عَنْهُ حَتّٰى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا.

৫২২৯. নবী (স)-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ মুসলমানের ওপর যে কোন বিপদ-মুসীবতই আসে, আল্লাহ্ তাআলা এর বদলে তার গুনাহ মিটিয়ে দেন, এমনকি তার শরীরে কাঁটাবিদ্ধ হলে তার দ্বারাও।

٥٢٣٠- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا يُصِيْبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَّلاَ وَصَبٍ وَّلاَ هَمٍّ وَّلاَ حَزَنٍ (حُزْنٍ) وَّلاَ اَذًى وَّلاَ غَمٍّ حَتّٰى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا اِلاَّ كَفَّرَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ .

৫২৩০. আবু সায়ীদ খুদরী এবং আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ মুসলমান কোন যাতনা, রোগ-কষ্ট, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, নির্যাতন ও শোকের শিকার হলে, এমনকি তার দেহে কাঁটাবিদ্ধ হলেও, এর বদলে আল্লাহ্ তাআলা তার গুনাহ্ মাফ করে দেন।[১]

٥٢٣١- عَنْ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَالْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ تُفَيِّئُهَا الرِّيْحُ مَرَّةً وَتَعْدِلُهَا مَرَّةً وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَالْاَرْزَةِ لاَ تَزَالُ حَتّٰى يَكُوْنَ انْجِعَافُهَا مَرَّةً وَّاحِدَةً .

৫২৩১. কাব (রা) হতে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ মু'মিনের উদাহরণ হলো যেমন শস্য ক্ষেতের কোমল চারা গাছ। তা হাওয়ার দোলায় দোলে, একবার কাত হয়, আবার সোজা হয়ে দাঁড়ায়। আর মুনাফিকের উদাহরণ হলো, যেমন বিরাটকায় বৃক্ষ। সদা-সর্বদা দৃঢ়ভাবে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত (আক্রান্ত হলে) এক ঝটকায় সমূলে উৎপাটিত হয়ে যায়।

---

১. অন্যায় ও গুনাহ করলে এর প্রতিফল আখেরাতে ভোগ করতে হবে। কিন্তু ঈমানদারের ওপর কোন কষ্ট-মুসীবত আসলে, রোগ-শোক, কিংবা যুলুম-পীড়ন হলে এর বদলে আল্লাহ্ তাআলা তার গুনাহ মাফ করে দেন। আখেরাতে সে নিষ্কৃতি পেয়ে যায়। এজন্যই রোগ ইত্যাদিকে গুনাহর কাফ্ফারা বলা হয়েছে।

٥٢٣٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ مِنْ حَيْثُ اَتَتْهَا الرِّيْحُ كَفَاَتْهَا فَاِذَا اعْتَدَلَتْ تَكَفَّأُ بِالْبَلاَءِ وَالْفَاجِرُ كَالاَرْزَةِ صَمَّاءَ مُعْتَدِلَةً حَتّٰى يَقْصِمَهَا اللّٰهُ اِذَا شَاءَ .

৫২৩২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ মু'মিনের উদাহরণ হলো শস্য ক্ষেতের কোমল চারা গাছ। তা যে কোন দিকের হাওয়ার দোলায় দোলে, একবার কাত হয়, আবার সোজা হয়। এভাবে ঈমানদার বালা-মুসীবত হতে রক্ষা পায়। আর বদকার হলো বিরাটকায় বৃক্ষের মতো। তা সোজা হয়ে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে (বাতাসে কাত হয় না), কিন্তু আল্লাহ তাআলা যখন চান সমূলে উৎপাটিত করেন।

٥٢٣٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُّصِبْ مِنْهُ .

৫২৩৩. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা যার কল্যাণ করতে চান, তাকে মুসীবতে ফেলেন।

২-অনুচ্ছেদ ঃ রোগের তীব্রতা।

٥٢٣٤- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ اَحَدًا اَشَدَّ عَلَيْهِ الْوَجَعُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

৫২৩৪. আয়েশা (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর চেয়ে রোগ-যাতনা বেশী ভোগ করতে আর কাউকে দেখিনি।

٥٢٣٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فِىْ مَرَضِهٖ وَهُوَ يُوْعَكُ وَعْكًا شَدِيْدًا قُلْتُ اِنَّكَ لَتُوْعَكُ وَعْكًا شَدِيْدًا قُلْتُ اِنَّ ذَاكَ بِاَنَّ لَكَ اَجْرَيْنِ قَالَ اَجَلْ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيْبُهُ اَذًى اِلاَّ حَاتَّ اللّٰهُ عَنْهُ خَطَايَاهُ كَمَا تَحَاتُّ وَرَقُ الشَّجَرِ .

৫২৩৫. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর নিকট তাঁর রুগ্নাবস্থায় আসলাম। তিনি কঠিন জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন। আমি বললাম, আপনার সওয়াব বোধ হয় দ্বিগুণ, তাই এমন জ্বরে আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি বলেন, হাঁ, কোন মুসলমানের ওপর কোন দুঃখ-যাতনা আসলে আল্লাহ তাআলা তার গুনাহগুলো ঝরিয়ে দেন, যেমন বৃক্ষ হতে তার পাতাসমূহ ঝরে যায়।

৩-অনুচ্ছেদ ঃ সকলের চেয়ে বেশী কঠিন পরীক্ষা নবীগণের ওপর, তারপর ক্রমান্বয়ে স্তর অনুপাতে।

٥٢٣٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يُوْعَكُ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ تُوْعَكُ وَعْكًا شَدِيْدًا قَالَ اَجَلْ اِنِّىْ اُوْعَكُ كَمَا يُوْعَكُ رَجُلاَنِ مِنْكُمْ قُلْتُ

ذٰلِكَ اِنَّ لَكَ اَجْرَيْنِ قَالَ اَجَلْ ذٰلِكَ كَذٰلِكَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيْبُهُ اَذًى شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا اِلاَّ كَفَّرَ اللّٰهُ بِهَا سَيِّاٰتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا .

৫২৩৬. আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে হাযির হলাম। তিনি ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন। আমি বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আপনি ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি বলেন, হাঁ, তোমাদের মধ্যকার দু'জনের সমপরিমাণ জ্বর আমার হয়ে থাকে। আমি বললাম, আপনার যে দ্বিগুণ সওয়াব। তিনি বললেন, হাঁ, আসল ব্যাপার তাই। যদি কোন মুসলমান কাঁটাবিদ্ধ হওয়ার ব্যথা কিংবা তার চেয়ে কঠিন কোন কষ্ট পায়, তাহলে আল্লাহ তাআলা এর দ্বারা তার গুনাহসমূহ দূর করে দেন, যেভাবে বৃক্ষ হতে পাতাগুলো ঝরে যায়।

৪-অনুচ্ছেদ ঃ রোগীকে দেখতে যাওয়া অপরিহার্য।

٥٢٣٧- عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَطْعِمُوْا الْجَائِعَ وَعُوْدُوْا الْمَرِيْضَ وَفُكُّوْا الْعَانِىْ .

৫২৩৭. আবু মূসা আশয়ারী (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তোমরা ক্ষুধার্তকে খাবার দাও, রোগীর সেবা করো এবং কয়েদীকে মুক্ত করো।

٥٢٣٨- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ نَهَانَا عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَلُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ وَالْاِسْتَبْرَقِ وَعَنِ الْقَسِّيِّ وَالْمِيْثَرَةِ وَاَمَرَنَا اَنْ نَتَّبِعَ الْجَنَائِزَ وَنَعُوْدَ الْمَرِيْضَ وَنُفْشِىَ السَّلاَمَ .

৫২৩৮. বারাআ ইবনে আযেব (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) আমাদেরকে সাতটি জিনিসের নির্দেশ দিয়েছেন এবং সাতটি জিনিস করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদেরকে স্বর্ণের আংটি পরতে, রেশমের মিহি কাপড়, মোটা ও খাঁটি রেশমী কাপড় ও কারুকার্য করা রেশমী কাপড় পরিধান করতে, 'কাসসী' ও 'মীসারা' নামের বস্ত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। তিনি জানাযার অনুগমন করতে, রোগীকে দেখতে যেতে এবং সালামের বেশী বেশী প্রসার করার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন।[২]

৫-অনুচ্ছেদ ঃ সংজ্ঞাহীন ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া।

٥٢٣٩- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ مَرِضْتُ مَرَضًا فَاَتَانِى النَّبِىُّ ﷺ يَعُوْدُنِىْ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَهُمَا مَاشِيَانِ فَوَجَدَانِىْ اُغْمِىَ عَلَىَّ فَتَوَضَّاَ النَّبِىُّ ﷺ ثُمَّ صَبَّ وَضُوْءَهُ عَلَىَّ فَاَفَقْتُ فَاِذَا النَّبِىُّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ اَصْنَعُ فِىْ مَالِىْ كَيْفَ اَقْضِىْ فِىْ مَالِىْ فَلَمْ يُجِبْنِىْ بِشَىْءٍ حَتّٰى نَزَلَتْ اٰيَةُ الْمِيْرَاثِ .

২. পূর্ণ বিবরণের জন্য হাদীস নং ৫২২৪ দ্র.।

৫২৩৯. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লাম। নবী (স) ও আবু বাক্‌র (রা) পদব্রজে আমাকে দেখতে আসলেন। তাঁরা আমাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পেলেন। নবী (স) উযু করলেন এবং উদ্বৃত্ত পানি আমার গায়ে ছিটিয়ে দিলেন। ফলে আমার সংজ্ঞা ফিরে আসলে দেখলাম, নবী (স) হাযির। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমার সম্পত্তির ব্যাপারে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবো ? আমার ধন-সম্পদের ব্যাপারে কি ফায়সালা করে যাব ? নবী (স) আমার কথার কোন জবাব দিলেন না। ইতিমধ্যে মীরাস সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হলো।

৬-অনুচ্ছেদ ঃ মৃগী রোগীর ফযীলাত।

٥٢٤٠- عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ قَالَ قَالَ لِىْ ابْنُ عَبَّاسٍ اَلاَ اُرِيكَ اِمْرَاَةً مِّنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلٰى قَالَ هٰذِهِ الْمَرْاَةُ السَّوْدَاءُ اَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَتْ اِنِّىْ اُصْرَعُ وَاِنِّىْ اَتَكَشَّفُ (اَنْكَشِفُ) فَادْعُ اللّٰهَ لِىْ قَالَ اِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ وَاِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللّٰهَ اَنْ يُّعَافِيَكِ فَقَالَتْ اَصْبِرُ فَقَالَتْ اِنِّىْ اَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللّٰهَ اَنْ لاَّ اَتَكَشَّفُ فَدَعَا لَهَا .

৫২৪০. আতা ইবনে আবু রাবাহ (র) বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) আমাকে বলেন, আমি কি তোমাকে একজন বেহেশতী মহিলা দেখাবো না ? আমি বললাম, নিশ্চয়। তিনি বললেন, এ কৃষ্ণকায় মহিলাটি। সে নবী (স)-এর নিকট এসে বললো, আমি মৃগী রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকি এবং আমার ছতর খুলে যায়। আপনি আমার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করুন। নবী (স) বললেন, তুমি চাইলে সবর কর, তোমার জন্য বেহেশত রয়েছে। আর তুমি চাইলে আমি দোয়া করতে পারি যেন আল্লাহ তোমায় নিরাময় দান করেন। মহিলাটি বললো, আমি সবর করবো। সে তারপর বলল, আমার ছতর খুলে যায়। আপনি আল্লাহর নিকট দোয়া করুন যাতে আমার ছতর না খোলে। নবী (স) তার জন্য দোয়া করলেন।

٥٢٤١- عَنْ عَطَاءٍ اَنَّهُ رَاٰى اُمَّ زُفَرَ تِلْكَ اِمْرَاَةٌ طَوِيْلَةٌ سَوْدَاءَ عَلٰى سِتْرِ الْكَعْبَةِ .

৫২৪১. আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উম্মে যাফরকে কাবার গেলাফের নিকট দেখতে পেয়েছেন। সে দীর্ঘাঙ্গী ও কৃষ্ণকায় ছিল।

৭-অনুচ্ছেদ ঃ দৃষ্টিশক্তি লোপপ্রাপ্ত ব্যক্তির ফযীলাত।

٥٢٤٢- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ قَالَ اِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِىْ بِحَبِيْبَتَيْهِ فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ يُرِيْدُ عَيْنَيْهِ .

৫২৪২. আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ তাআলা বলেছেন, যখন আমি আমার কোন বান্দাকে তার অতি প্রিয় দু'টি বস্তু—অর্থাৎ তার চক্ষুদ্বয়ের ব্যাপারে পরীক্ষায় ফেলি এবং সে সবর করে, তখন এর বিনিময়ে তাকে আমি বেহেশত দান করি।

৮-অনুচ্ছেদ ঃ নারীদের পুরুষ রোগীকে দেখতে যাওয়া। উম্মুদ দারদা (রা) মসজিদে অবস্থানরত এক আনসারী পুরুষ রোগীকে দেখতে যান।

٥٢٤٣ـ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وُعِكَ اَبُوْ بَكْرٍ وَّبِلَالٌ قَالَتْ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا فَقُلْتُ يَا اَبَتِ كَيْفَ تَجِدُكَ قَالَتْ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ اِذَا اَخَذَتْهُ الْحُمّٰى يَقُوْلُ :

كُلُّ امْرِءٍ مُصَبَّحٌ فِيْ اَهْلِهِ + وَالْمَوْتُ اَدْنٰى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ .

وَكَانَ بِلَالٌ اِذَا اَقْلَعَتْ عَنْهُ يَقُوْلُ :

اَلَا لَيْتَ شِعْرِىْ هَلْ اَبِيْتَنَّ لَيْلَةً + بِوَادٍ وَّحَوْلِىْ اِذْخِرٌ وَّجَلِيْلُ .

وَهَلْ اَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مِجَنَّةٍ + وَهَلْ تَبْدُوْنَ لِىْ شَامَةٌ وَّطَفِيْلُ .

قَالَتْ عَائِشَةُ فَجِئْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ اَوْ اَشَدَّ اَللّٰهُمَّ وَصَحِّحْهَا وَبَارِكْ لَنَا فِىْ مُدِّهَا وَصَاعِهَا وَانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ .

৫২৪৩. আয়েশা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) যখন (হিজরত করে) মদীনা আসলেন, তখন আবু বাক্র (রা) ও বিলাল (রা) ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হলেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি দু'জনের কাছে গেলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, আব্বাজান ! আপনার অবস্থা কেমন ? হে বিলাল ! আপনার কি অবস্থা ? আয়েশা (রা) বলেন, আবু বাক্র (রা) জ্বরে আক্রান্ত হলে আবৃত্তি করতেন ঃ

প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বীয় পরিজনের মাঝে
(রাত কাটায় এবং) সকাল করে।
কিন্তু মৃত্যু তার জুতার ফিতারও
অতি নিকটবর্তী।

বিলাল (রা) জ্বরে আক্রান্ত হলে আবৃত্তি করতেন ঃ
হায়, আমি যদি এমন তৃণভূমিতে রাত কাটাতাম
আমার পাশে থাকতো ইযখির ও জালীল (ঘাস)।
আমি যদি কোন দিন মাজিন্না কূপের
নিকট অবতরণ করতাম।
আমি কি দেখতে পাবো
'শামা ও তাফীল কূপ !

আয়েশা (রা) বলেন, অতপর আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসলাম এবং তাঁকে (এঁদের অবস্থা সম্পর্কে) অবহিত করলাম। নবী (স) দোয়া করলেন ঃ হে আল্লাহ্ ! মক্কার প্রতি আমাদের যেরূপ ভালোবাসা মদীনার প্রতিও তদ্রূপ কিংবা তার চেয়েও অধিক ভালোবাসা আমাদেরকে দান করো। হে আল্লাহ্ ! মদীনার আবহাওয়াকে স্বাস্থ্যকর বানিয়ে দাও, আমাদের জন্য এখানকার মুদ্দ ও সা-এ বরকত দাও এবং এখানকার জ্বরকে তুলে নিয়ে জুহ্ফা নামক স্থানে নিক্ষেপ কর।[৩]

৯-অনুচ্ছেদ ঃ রুগ্ন শিশুদের দেখতে যাওয়া।

٥٢٤٤- عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ ابْنَةَ (بِنْتَ) لِلنَّبِيِّ ﷺ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِ وَهُوَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَسَعْدُ وَاُبَىٌّ نَحْسِبُ اَنَّ ابْنَتِىْ قَدْ حُضِرَتْ فَاشْهَدْنَا فَاَرْسَلَ اِلَيْهَا السَّلاَمَ وَيَقُوْلُ اِنَّ لِلَّهِ مَااَخَذَ وَمَا اَعْطٰى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِاَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَحْتَسِبْ وَالْتَصْبِرْ فَاَرْسَلَتْ تُقْسِمُ عَلَيْهِ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ وَقُمْنَا فَرُفِعَ الصَّبِىُّ فِىْ حَجْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ فَفَاضَتْ عَيْنَا النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ مَّا هٰذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ هٰذِهِ رَحْمَةٌ وَّضَعَهَا اللّٰهُ فِىْ قُلُوْبِ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ وَلاَ يَرْحَمُ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ اِلاَّ الرُّحَمَاءَ .

৫২৪৪. উসামা ইবনে যায়েদ (রা) হতে বর্ণিত। নবী (স)-এর এক কন্যা তাঁর নিকট বলে পাঠালেন ঃ আমার শিশু কন্যার মৃত্যু আসন্ন। আপনি আমাদের এখানে আসুন ! উসামা (রা) সাদ ও উবাই ইবনে কাব (রা) তখন নবী (স)-এর সাথে ছিলেন। তিনি (স) তাঁর নিকট সালাম পাঠালেন এবং বললেন, আল্লাহ্ তাআলা যা চান নিয়ে নেন এবং যা চান দিয়ে যান (সবই তাঁর)। তিনি সবকিছুরই একটা মেয়াদ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। সুতরাং সে যেন সওয়াবের প্রত্যাশা করে এবং সবর করে। এরপর আবারও তিনি কসম দিয়ে নবী (স)-এর নিকট লোক পাঠালেন। নবী (স) উঠলেন, আমরাও উঠলাম। (মরণাপন্ন) শিশুটিকে নবী (স)-এর কোলে তুলে দেয়া হল। তার কণ্ঠে তখন গড়গড় শব্দ হচ্ছিল এবং শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত উঠা-নামা করছিল। নবী (স)-এর দু'চোখ থেকে অশ্রু বয়ে গেল। সাদ (রা) নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! এ কি ? তিনি বললেন, এটা রহমত। আল্লাহ তাআলা তাঁর যে বান্দার দিলে চান, তা রেখে দেন। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর সদয় ও মেহেরবান বান্দাদেরই রহম করেন।

১০-অনুচ্ছেদ ঃ রুগ্ন বেদুইনকে দেখতে যাওয়া।

---

৩. মক্কা ও মদীনার আবহাওয়া একরূপ ছিল না। মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় যাওয়ার পর অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। আবু বাক্‌র (রা) ও বিলাল (রা)-ও মদীনার সেই প্রতিকূল আবহাওয়ায় ভীষণ জ্বরে ভোগেন। এই অবস্থায় স্বীয় জন্মভূমির কথা, সেখানকার বিভিন্ন স্থান ও প্রকৃতির কথা মনে পড়া স্বাভাবিক। তাই জ্বরের প্রকোপে মক্কা ও মক্কার বিভিন্ন স্থানের কথা মনে করে তাঁরা দুঃখ প্রকাশ করেছেন। মরণের কথা চিন্তা করেছেন।

মুদ্দ ও সা হলো পরিমাপের একক। অর্থাৎ এখানে তাঁদের খাদ্যদ্রব্যে যেন বরকত আসে, অভাব দূর হয়ে যায়।

٥٢٤٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلٰى اَعْرَابِيٍّ يَعُوْدُهُ قَالَ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا دَخَلَ عَلٰى مَرِيْضٍ يَّعُوْدُهُ فَقَالَ لَهُ لَا بَاسَ طُهُوْرٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ قَالَ قُلْتُ طُهُوْرٌ كَلَّا بَلْ هِيَ (هُوَ) حُمَّى تَفُوْرُ اَوْ تَثُوْرُ عَلٰى شَيْخٍ كَبِيْرٍ تُزِيْرُهُ الْقُبُوْرَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَنَعَمْ اِذًا -

৫২৪৫. ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। নবী (স) এক বেদুঈনকে দেখতে গেলেন। আর নবী (স) যখন কোন রোগীকে দেখতে যেতেন তখন তাকে বলতেন, কোন ক্ষতি নেই, ইনশাআল্লাহ তুমি সব গুনাহ থেকে পাক হয়ে যাবে। বেদুঈন বললো, আপনি বলছেন, এটা গুনাহ থেকে পাক করে দিবে। কখনও নয়, বরং এ জ্বর এক থুড়থুড়ে বৃদ্ধের ওপর চড়াও হয়েছে। তাকে কবর যিয়ারত করিয়ে ছাড়বে। নবী (স) বললেন, তবে তাই হবে।

১১-অনুচ্ছেদ ঃ রুগ্ন মুশরিককে দেখতে যাওয়া।

٥٢٤٦- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ غُلَامًا لِيَهُوْدَ كَانَ يَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ فَمَرِضَ فَاَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُوْدُهُ فَقَالَ اَسْلِمْ فَاَسْلَمَ وَقَالَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْهِ لَمَّا حُضِرَ اَبُوْ طَالِبٍ جَاءَهُ النَّبِيُّ ﷺ.

৫২৪৬. আনাস (রা) হতে বর্ণিত। এক ইহূদীর ছেলে নবী (স)-এর খেদমত করতো। তার অসুখ হলে নবী (স) তাকে দেখতে গেলেন। তিনি তাকে বললেন, তুমি ইসলাম কবুল কর। অতপর সে ইসলাম গ্রহণ করলো। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, আবু তালিবের মৃত্যু আসন্ন হলে নবী (স) তাঁর কাছে আগমন করেন।

১২-অনুচ্ছেদ ঃ কোন রোগীকে দেখতে গিয়ে নামাযের সময় হলে সেখানেই তাদেরসহ জামায়াতে নামায আদায় করবে।

٥٢٤٧- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ يَعُوْدُوْنَهُ فِيْ مَرَضِهِ فَصَلّٰى بِهِمْ جَالِسًا فَجَعَلُوْا يُصَلُّوْنَ قِيَامًا فَاَشَارَ اِلَيْهِمْ اَنْ اجْلِسُوْا فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ اِنَّ الْاِمَامَ لَيُؤْتَمُّ بِهِ فَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَاِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا وَاِنْ صَلّٰى جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا قَالَ الْحُمَيْدِيُّ هٰذَا الْحَدِيْثُ مَنْسُوْخٌ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ لِاَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اٰخِرَمَا صَلّٰى صَلّٰى قَاعِدًا وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامٌ .

৫২৪৭. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। নবী (স)-এর অসুখের সময় লোকজন তাঁকে দেখতে আসলো। তিনি (স) বসে তাঁদের নামায পড়ালেন এবং লোকজন দাঁড়িয়ে পড়তে লাগল।

তিনি তাদেরকেও ইশারায় বসতে বললেন। নামায শেষ করে নবী (স) বলেন, ইমাম এজন্য যে, তার অনুসরণ করা হবে। যখন ইমাম রুকূ করে, তোমরাও রুকূ করো, যখন মাথা উঠাবে তোমরাও মাথা উঠাও এবং যখন বসে নামায পড়ে তোমরাও বসে নামায পড়। হুমাইদী বলেন, এ হাদীসটি মানসূখ (রহিত) হয়ে গেছে। আবু আবদুল্লাহ বলেন, কেননা নবী (স) জীবনের শেষ নামায বসেই পড়েছেন এবং লোকেরা তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে নামায পড়েছে।

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ রোগীর গায়ে হাত রাখা।

٥٢٤٨- عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ اَنَّ اَبَاهَا قَالَ تَشَكَّيْتُ بِمَكَّةَ شَكْوًى شَدِيْدًا فَجَاءَنِي النَّبِيُّ ﷺ يَعُوْدُنِيْ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ اِنِّيْ اَتْرُكُ مَالاً وَاِنِّيْ لاَ اَتْرُكُ اِلاَّ ابْنَةً وَّاحِدَةً فَاُوْصِيْ بِثُلُثَيْ مَالِيْ وَاَتْرُكُ الثُّلُثَ فَقَالَ لاَ قُلْتُ فَاُوْصِيْ بِالنِّصْفِ وَاَتْرُكُ النِّصْفَ قَالَ لاَ قُلْتُ فَاُوْصِيْ بِالثُّلُثِ وَاَتْرُكُ لَهَا الثُّلُثَيْنِ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلٰى جَبْهَتِهٖ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهِيْ وَبَطْنِيْ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اشْفِ سَعْدًا وَاَتِمَّ لَهُ هِجْرَتَهُ فَمَا زِلْتُ اَجِدُ بَرْدَهُ عَلٰى كَبِدِيْ فِيْمَا يُخَالُ اِلَيَّ حَتَّى السَّاعَةِ .

৫২৪৮. আয়েশা বিনতে সাদ (র) হতে বর্ণিত। তাঁর পিতা বলেন, আমি মক্কায় ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ি। নবী (স) আমাকে দেখতে আসলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র নবী ! আমি সম্পদ রেখে যাচ্ছি এবং আমার একটি মাত্র মেয়ে আছে। আমি কি আমার সম্পদের দুই-তৃতীয়াংশ ওসিয়াত করে যাব আর এক-তৃতীয়াংশ রেখে যাব ? তিনি (স) বলেন, না। আমি বললাম, তাহলে অর্ধেক ওসিয়াত করে যাই, আর অর্ধেক রেখে যাই ? তিনি বলেন, না। আমি বললাম, এক-তৃতীয়াংশ ওসিয়াত করি আর তার জন্য দুই-তৃতীয়াংশ রেখে যাই ? তিনি বলেন, এক-তৃতীয়াংশ (ওসিয়াত করতে পার) এবং এক-তৃতীয়াংশও অনেক বেশী। অতপর তিনি (স) আমার কপালে তাঁর হাত রাখলেন, তারপর আমার মুখমণ্ডলে ও পেটে হাত বুলালেন এবং দোয়া করলেন ঃ হে আল্লাহ্ ! সাদকে শেফা ও নিরাময় দান কর এবং তার হিজরত পূর্ণ কর। (সা'দ বলেন,) তখন থেকে এখন পর্যন্ত আমি হৃদয়ে শীতলতা ও প্রশান্তি অনুভব করছি।[৪]

٥٢٤٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ دَخَلْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يُوْعَكُ فَمَسِسْتُهُ بِيَدِيْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ تُوْعَكُ وَعْكًا شَدِيْدًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَجَلْ اِنِّيْ اُوْعَكُ كَمَا يُوْعَكُ رَجُلاَنِ مِنْكُمْ فَقُلْتُ ذٰلِكَ اِنَّ لَكَ اَجْرَيْنِ

৪. হিজরত পূর্ণ করার তাৎপর্য এই যে, তখন মক্কা ছিল হিজরতের স্থান। সেখান থেকে মদীনায় হিজরতের নির্দেশ হয়ে গেছে। তাই এ জায়গায় মৃত্যু হওয়া সাদ (রা)-এর অপসন্দ ছিল। মহানবী (স) তাঁর হিজরত সমাধা হওয়ার দোয়া করলেন। সাদ (রা) হিজরত করে মদীনায় যান এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন।

فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَجَلْ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيْبُهُ اَذًى مَرَضٌ فَمَا سِوَاهُ اِلاَّ حَطَّ اللّٰهُ لَهُ سَيِّاٰتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا.

৫২৪৯. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে হাজির হলাম, তখন তাঁর অসুখ ছিল। আমি তাঁর গায়ে আমার হাত দিলাম এবং বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আপনার গায়ে খুব জ্বর ! রসূলুল্লাহ (স) বললেন, হাঁ, তোমাদের দুইজনের সমান আমার জ্বর উঠেছে। আমি বললাম, আপনার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব হওয়ার কারণে। রসূলুল্লাহ (স) বললেন, হাঁ। পুনরায় রসূলুল্লাহ (স) বলেন, যে কোন মুসলমানই যদি দুঃখ-যাতনা পায়, চাই তা রোগযন্ত্রণা হোক কিংবা অন্য কোন কষ্ট, তাহলে আল্লাহ তায়ালা (এর বিনিময়ে) তার গুনাহগুলো ঝরিয়ে দেন, যেমন বৃক্ষ থেকে পাতাসমূহ ঝরে পড়ে।

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ রোগীকে কি বলবে এবং রোগী কি জবাব দিবে ?

٥٢٥٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ مَرْضِهِ فَمَسِسْتُهُ وَهُوَ يُوْعَكُ وَعْكًا شَدِيْدًا فَقُلْتُ اِنَّكَ لَتُوْعَكُ وَعْكًا شَدِيْدًا وَّذٰلِكَ اَنَّ لَكَ اَجْرَيْنِ قَالَ اَجَلْ وَمَا مِنْ مُّسْلِمٍ يُصِيْبُهُ اَذًى اِلاَّ حَاتَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ كَمَا تَحَاتُّ وَرَقُ الشَّجَرِ .

৫২৫০. আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর অসুখের সময় তাঁর খেদমতে আসলাম এবং তাঁকে স্পর্শ করলাম। (দেখলাম) তাঁর ভীষণ জ্বর। আমি বললাম, আপনার অত্যধিক জ্বর উঠেছে। কারণ আপনার সওয়াবও দ্বিগুণ। তিনি বললেন, হাঁ, কোন মুসলমান যখন কোন কষ্ট ভোগ করবে তার গুনাহগুলো ঝরে যায়, যেরূপ ঝরে যায় বৃক্ষের পাতাগুলো।

٥٢٥١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ عَلٰى رَجُلٍ يَعُوْدُهُ فَقَالَ لاَ بَاسَ طَهُوْرٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَقَالَ كَلاَّ بَلْ هِيَ حُمّٰى تَفُوْرُ عَلٰى شَيْخٍ كَبِيْرٍ كَيْمَا (حَتّٰى) تُزِيْرَهُ الْقُبُوْرَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَنَعَمْ اِذًا.

৫২৫১. ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) এক রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে গেলেন। তিনি তাকে বলেন, অস্থির হবে না, ইনশাআল্লাহ (রোগযন্ত্রণা দ্বারা গুনাহ থেকে তুমি) পাক-পবিত্র হয়ে যাবে। লোকটি বললো, কখনও নয়, বরং এ প্রচণ্ড জ্বর একজন বৃদ্ধ লোকের ওপর চড়াও হয়েছে যা তাকে কবরে নিয়ে ছাড়বে। নবী (স) বললেন, হাঁ, তাই হবে।

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ যানবাহনে চড়ে, পদব্রজে এবং অন্যের সাথে গাধার পিঠে চড়ে রোগীকে দেখতে যাওয়া।

٥٢٥٢- عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ عَلَى إِكَافٍ عَلَى قَطِيفَةٍ فَدَكِيَّةٍ وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ وَرَاءَهُ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ فَسَارَ حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ أُبَيِّ ابْنِ سَلُولٍ وَذٰلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللّٰهِ وَفِي الْمَجْلِسِ أَخْلَاطٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ خَمَّرَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أُبَيٍّ أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ قَالَ لَا تُغَبِّرُوا عَلَيْنَا فَسَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ وَوَقَفَ وَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللّٰهِ فَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أُبَيٍّ يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ إِنَّهُ لَا أَحْسَنَ مِمَّا تَقُولُ إِنْ كَانَ حَقًّا فَلَا تُؤْذِنَا بِهِ فِي مَجْلِسِنَا وَارْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ فَمَنْ جَاءَكَ فَاقْصُصْ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ رَوَاحَةَ بَلٰى يَا رَسُولَ اللّٰهِ فَاغْشَنَا بِهِ فِي مَجَالِسِنَا فَإِنَّا نُحِبُّ ذٰلِكَ فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ حَتَّى كَادُوا يَتَثَاوَرُونَ فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ ﷺ يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا فَرَكِبَ النَّبِيُّ ﷺ دَابَّتَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ أَيْ سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ يُرِيدُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ أُبَيٍّ قَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اعْفُ عَنْهُ وَاصْفَحْ وَلَقَدْ أَعْطَاكَ اللّٰهُ مَا أَعْطَاكَ وَلَقَدِ اجْتَمَعَ أَهْلُ هٰذِهِ الْبَحْرَةِ أَنْ يُتَوِّجُوهُ فَيُعَصِّبُوهُ فَلَمَّا رَدَّ ذٰلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ اللّٰهُ شَرِقَ بِذٰلِكَ فَذٰلِكَ الَّذِي فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ .

৫২৫২. উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) একটি গাধার পিঠে সওয়ার হলেন। এর পিঠে গদীর ওপর ছিল ফাদাক এলাকার তৈরী চাদর। উসামা (রা)-কে নবী (স) তাঁর পেছনে বসান। তিনি বদর যুদ্ধের পূর্বে সাদ ইবনে উবাদা (রা)-কে দেখতে যান। তিনি পথ চলছেন। শেষে একটি মজলিসের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। এ মজলিসে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূলও উপস্থিত ছিল। এটা তার ইসলাম কবুল করার আগের ঘটনা। এ বৈঠকে মুসলমান, মুশরিক, মূর্তিপূজক এবং ইহূদী সবাই ছিল। মজলিসে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা)-ও ছিলেন। সওয়ারীর জানোয়ারের (পায়ের) ধূলা মজলিসের লোকদেরকে প্রায় ঢেকে ফেলে। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই চাদর দ্বারা তার নাক চেপে ধরে বললো, আমাদের ওপর ধূলা উড়াবেন না। নবী (স) সালাম করে থেমে গেলেন এবং সওয়ারী থেকে নেমে পড়লেন, তাদের সবাইকে আল্লাহ্র দিকে ডাকলেন, ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং তাদেরকে কুরআন পড়ে শুনালেন। তখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তাঁকে বললো, হে আগন্তুক ! তুমি যা কিছু বলছো, আমি তা ভালো মনে করি না, যদি তা সত্যও হয়। অতএব আমাদের সভায় আমাদের কষ্ট দিও না, আপন ঘরে চলে যাও এবং

যে ব্যক্তি তোমার ঘরে যাবে, তাকেই এসব শোনাবে। ইবনে রাওয়াহা (রা) বললেন, হাঁ, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আপনি আমাদের মজলিসে আসবেন। আমরা (আপনার) এ বক্তৃতা পসন্দ করি, ভালোবাসি। অতপর মুসলমান, মুশরিক ও ইহূদীদের পরস্পরের মধ্যে গাল-মন্দ ও তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়ে গেল এবং শেষ পর্যন্ত মারামারি বাধার উপক্রম হলো। সবাই নীরব না হওয়া পর্যন্ত নবী (স) সেখানে দাঁড়িয়েই রইলেন। হট্টগোল বন্ধ হবার পর নবী (স) তাঁর বাহনে সওয়ার হলেন এবং সাদ ইবনে উবাদা (রা)-এর নিকট গেলেন। তিনি তাকে বললেন, হে সাদ ! আবু হুবাব অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে উবাই যা বলেছে, তুমি কি তা শোননি ? সাদ (রা) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! তাকে মাফ করে দিন ! তাকে ক্ষমা করুন ! আপনাকে আল্লাহ্ যা দেয়ার তা দিয়েছেন (অর্থাৎ নবুয়াত)। এ শহরের নাগরিকরা তাকে রাজমুকুট পরানো এবং তার মাথায় পাগড়ী বাঁধার জন্য সমবেত হয়েছিল। আপনাকে আল্লাহ্ তাআলা যে সত্য দীন দান করেছেন, তার কারণে তার অভিষেক রদ হয়ে গেল। আপনি যা দেখলেন, এ আচরণ সে করেছে সেই বিদ্বেষবশত।

٥٢٥٣- عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ يَعُوْدُنِيْ لَيْسَ بِرَاكِبِ بَغْلٍ وَّلاَ بِرْذَوْنٍ .

৫২৫৩. জাবের (রা) বলেন, নবী (স) আমাকে দেখার জন্যে আসলেন। তিনি খচ্চরেও সওয়ার ছিলেন না, ঘোড়ায়ও না।

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ আমি রোগাক্রান্ত, আহ্ ! আমার মাথা, আমার জ্বর আমাকে ক্লেশ দিচ্ছে ইত্যাকার কথা বলা রোগীর জন্য বৈধ। আইউব (আ)-এর কথা ঃ "আমি দুঃখ-কষ্টে পড়েছি, তুমি তো দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু"-(সূরা আল-আম্বিয়া ঃ ৮৩)।

٥٢٥٤- عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ مَرَّ بِي النَّبِيُّ ﷺ وَاَنَا اُوْقِدُ تَحْتَ الْقِدْرِ فَقَالَ اَيُؤْذِيْكَ هَوَامُّ رَاْسِكَ قُلْتُ نَعَمْ فَدَعَا الْحَلاَّقَ فَحَلَقَهُ ثُمَّ اَمَرَنِيْ بِالْفِدَاءِ .

৫২৫৪. কাব ইবনে উজরা (রা) বলেন, আমার পাশ দিয়ে নবী (স) যাচ্ছিলেন। সে সময় আমি রান্না করছিলাম। তিনি (স) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে কি তোমার মাথার পোকাগুলো কষ্ট দিচ্ছে ? আমি জবাব দিলাম, হাঁ। তিনি ক্ষৌরকার ডাকালেন এবং সে আমার মাথা মুড়িয়ে দিল। অতপর তিনি (স) আমাকে ফিদিয়া দানের হুকুম করলেন।

٥٢٥٥- عَنْ قَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ وَارَاْسَاهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاكِ لَوْ كَانَ وَاَنَا حَيٌّ فَاَسْتَغْفِرَ لَكِ وَاَدْعُوْ لَكِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ وَاَثُكْلِيَاهُ وَاللّٰهِ اِنِّيْ لاَظُنُّكَ تُحِبُّ مَوْتِيْ وَلَوْ كَانَ ذَاكَ لَظَلَلْتَ اٰخِرَ يَوْمِكَ مُعَرِّسًا بِبَعْضِ اَزْوَاجِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَلْ اَنَا وَارَاْسَاهُ لَقَدْ هَمَمْتُ اَوْ اَرَدْتُ اَنْ اُرْسِلَ اِلٰى اَبِيْ بَكْرٍ وَّابْنِهِ وَاَعْهَدَ اَنْ يَّقُوْلَ الْقَائِلُوْنَ اَوْ يَتَمَنَّى الْمُتَمَنُّوْنَ ثُمَّ قُلْتُ يَاْبَى اللّٰهُ وَيَدْفَعُ الْمُؤْمِنُوْنَ اَوْ يَدْفَعُ اللّٰهُ وَيَاْبَى الْمُؤْمِنُوْنَ .

৫২৫৫. কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ (র) বলেন, আয়েশা (রা) বলেন ঃ ব্যথায় মাথা গেল ! হায় মাথা ! তখন রসূলুল্লাহ (স) বললেন, হায়, তুমি এ মাথা ব্যথায় আক্রান্ত থেকে যদি মরে যেতে আর আমি বেঁচে থাকতাম এবং তোমার জন্য মাগফিরাত কামনা করতে পারতাম, দোয়া করতে সক্ষম হতাম তবে কতই না ভাল হতো ! আয়েশা (রা) বললেন, আফ্‌সোস ! আল্লাহ্‌র কসম ! আমার তো মনে হয়, আপনি আমার মরণটাই চান। আর তাই যদি ঘটে তাহলে এর পরদিনই আপনি আপনার অন্যান্য বিবিদের সাথে রাত যাপন করতে পারবেন। নবী (স) বললেন, না, বরং আমি নিজেও মাথার ব্যথায় ভুগছি। আমি ইচ্ছা পোষণ করেছি, আবু বাক্‌র ও তাঁর ছেলেকে ডেকে পাঠাবো এবং তাদেরকে কিছু ওসিয়াত করে যাব, যেন লোকেরা কিছু বলতে না পারে, আর আকাংখাকারীরাও কোন আকাংখা করতে না পারে। পুনরায় আমি চিন্তা করলাম, আল্লাহ তায়ালা (অন্যের খিলাফত) পসন্দ করবেন না, ঈমানদারগণও তা মঞ্জুর করবে না। কিংবা তিনি একথা বলেছেন, আল্লাহ তাআলা রাজি হবেন না এবং ঈমানদারগণও পসন্দ করবে না।[৫]

٥٢٥٦- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُوْعَكُ فَمَسِسْتُهُ بِيَدِىْ فَقُلْتُ اِنَّكَ لَتُوْعَكُ وَعْكًا شَدِيْدًا قَالَ اَجَلْ كَمَا يُوْعَكُ رَجُلاَنِ مِنْكُم قَالَ لَكَ اَجْرَانِ قَالَ نَعَمْ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيْبُهُ اَذًى مَرَضٌ فَمَا سِوَاهُ اِلاَّ حَطَّ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا.

৫২৫৬. ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমি একবার নবী (স)-এর খেদমতে গেলাম। তখন তিনি জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন। আমি তাঁর গায়ে হাত দিলাম এবং আরয করলাম, আপনার জ্বরের প্রকোপ তো ভীষণ ! তিনি (স) বললেন, হাঁ, তোমাদের দু'জন লোকের সমপরিমাণ জ্বর আমার একার। ইবনে মাসউদ (রা) বললেন, আপনার তো দ্বিগুণ সওয়াব তাই। হুযুর (স) বললেন, হাঁ, কোন মুসলমান যদি কষ্ট পায়, তা রোগ-যন্ত্রণাই হোক কিংবা অন্য কোন কারণেই হোক, তাহলে আল্লাহ তাআলা তার গুনাহগুলো দূরীভূত করে দেন, যেভাবে বৃক্ষ তার পাতাগুলো ঝরিয়ে দেয়।

٥٢٥٧- عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ جَاءَ نَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعُوْدُنِىْ مِنْ وَجَعٍ اِشْتَدَّ بِىْ زَمَنَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقُلْتُ بَلَغَ بِىْ مَا تَرٰى وَاَنَا ذُوْمَالٍ وَلاَ يَرِثُنِىْ اِلاَّ ابْنَةٌ

---

৫. আয়েশা (রা)-এর ধারণা হয়েছিল এ রোগ-যন্ত্রণায় তিনি মারা যাবেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র তরফ থেকে রসূলুল্লাহ (স) জেনে গেছেন যে, এ যাত্রা তিনি মরবেন না। তাই আয়েশা (রা)-কে তিনি (স) বলেছেন, তুমি ভয় করো না। এ যাত্রা বেঁচে যাবে। কিন্তু এ অসুখে আমি আর সেরে উঠবো না। এখন আমার নিদারুণ দুশ্চিন্তা মুসলিম উম্মাহ্‌র দায়িত্ব কার ওপর দিয়ে যাই। আবু বাক্‌র (রা)-এর কথাই রসূল (স) চিন্তা করেছেন। কারণ, তিনি ভিন্ন অন্যে খিলাফত আল্লাহও পসন্দ করবেন না, জাতিও মেনে নিবে না। কিন্তু তারপরও হুযুর (স) আবু বাক্‌র (রা)-কে মনোনীত করে যাননি কিংবা কিছু লিখে দেননি। কারণ, মুসলমানরা নিজেদের ব্যাপার নিজেরাই চিন্তা করে ঠিক করুক, ইজতিহাদের সওয়াব পাক, এ ব্যাপারে চেষ্টা করুক এবং সর্বসম্মতভাবে হযরত আবু বাক্‌র (রা)-এর হাতে বয়াত করুক এটাই মহানবী (স) চেয়েছিলেন, এজন্য নেতা নির্বাচনের ভার জনগণের ওপরই দিয়ে গেলেন। এটাই ইসলামী গণতন্ত্র।

হযরত আয়েশা (রা) নবী (স)-কে যে কথা বলেছেন, তা স্বামী-স্ত্রীর স্বাভাবিক মান-অভিমানের কথা।

لِىْ اَفَاَتَصدَّقُ بِثُلُثَى مَالِىْ قَالَ لاَقُلْتُ بِالشَّطْرِ قَالَ لاَقُلْتُ الثُّلُثُ قَالَ الثُّلُثُ كَثِيْرٌ (اِنَّكَ) اَنْ تَدَعَ (تَذَرَ) وَرَثَتَكَ اَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِّنْ اَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ وَلَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِىْ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ اِلاَّ اُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتّٰى مَاتَجْعَلُ فِىْ فِىْ امْرَأَتِكَ .

৫২৫৭. সাদ ইবনে আবু ওক্কাস (রা) বলেন, বিদায় হজ্জের বছর আমার যে কঠিন রোগ হয়েছিল, সে সময় আমাকে দেখার জন্য রসূলুল্লাহ (স) আমার নিকট আসলেন। আমি নিবেদন করলাম, সে জিনিস আমার নিকটে এসে গেছে, যা আপনি দেখছেন (মৃত্যু)। আমি সম্পদশালী লোক। আমার ওয়ারিস হিসেবে মাত্র একটি মেয়ে রেখে যাচ্ছি। আমি কি আমার দুই-তৃতীয়াংশ সম্পদ দান করে যাব ? হুযুর (স) বললেন, না। আমি বললাম, অর্ধেক ? তিনি বললেন, না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তিন ভাগের এক ভাগ ? তিনি বললেন, তিন ভাগের এক ভাগও অনেক বেশী। ওয়ারিসরা মানুষের কাছে হাত পেতে ফিরতে বাধ্য হবে এমন নিঃস্ব অবস্থায় রেখে যাওয়ার চেয়ে তাদেরকে ধনবান রেখে যাওয়া তোমার জন্য অতি উত্তম। আর আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টিলাভের জন্য তুমি যাই খরচ করবে, তোমাকে তার প্রতিদান দেয়া হবে, এমনকি (খাদ্যের) সেটিও (লোকমা) যা তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দাও।

১৭-অনুচ্ছেদ ঃ রোগীর একথা বলা ঃ তোমরা আমার নিকট থেকে উঠে যাও।

٥٢٥٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا حُضِرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَفِى الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيْهِمْ (مِنْهُم) عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ هَلُمَّ اَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لاَتَضِلُّوْا بَعْدَهُ فَقَالَ عُمَرُ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ وَعِنْدَكُمُ الْقُرْاٰنُ حَسْبُنَا كِتَابُ اللّٰهِ فَاخْتَلَفَ اَهْلُ الْبَيْتِ فَاخْتَصَمُوْا مِنْهُمْ مَنْ يَّقُوْلُ قَرِّبُوْا يَكْتُبُ لَكُمُ النَّبِىُّ ﷺ كِتَابًالَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَّقُوْلُ مَا قَالَ عُمَرُ فَلَمَّا اَكْثَرُوْا اللَّغْوَ وَالاِخْتِلاَفَ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُوْمُوْا عَنِّىْ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَّقُوْلُ اِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَاحَالَ بَيْنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَبَيْنَ اَنْ يَّكْتُبَ لَهُمْ ذٰلِكَ الْكِتَابَ مِنْ اِخْتِلاَفِهِمْ وَلَغَطِهِمْ .

৫২৫৮. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স)-এর ওফাতের সময় যখন ঘনিয়ে আসলো, তখন ঘরে কিছু লোক ছিলেন। তাদের মধ্যে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-ও ছিলেন। নবী (স) বললেন, এসো, আমি তোমাদের একটি বিষয় লিখে দিতে চাই, যাতে পরে তোমরা আর কখনও গোমরাহ না হও। উমার (রা) বললেন, নবী (স) ভীষণ অসুস্থ। তোমাদের নিকট আল-কুরআন তো আছেই। আমাদের জন্য আল্লাহ্র কিতাবই যথেষ্ট। এ নিয়ে ঘরে উপস্থিত লোকজনদের মধ্যে উচ্চবাচ্য বেড়ে গেল এবং বিতর্ক শুরু হলো। কেউ

কেউ বলতে লাগলেন, তার কাছে কিছু দাও, যাতে নবী (স) কিছু লিখে দেন, যেন এরপরে তোমরা আর বিপথগামী না হও। আবার কেউ কেউ উমার (রা)-এর কথার পুনরাবৃত্তি করল। নবী (স)-এর সামনে অনর্থক ঝগড়া ও শোরগোল বেড়ে গেলে তিনি (স) বললেন, তোমরা আমার নিকট থেকে উঠে যাও।

উবাইদুল্লাহ (র) বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) বলতেন, বিষয় এই যে, লোকজনের বিতর্ক ও শোরগোল তাদের জন্য ওসিয়াতনামা লিখে দেয়ার ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য বাধা হয়ে দাঁড়ালো।

১৮-অনুচ্ছেদ ঃ রুগ্ন শিশুকে দোয়ার জন্য (বুজুর্গদের নিকট) নিয়ে যাওয়া।

٥٢٥٩- عَنِ السَّائِبِ يَقُوْلُ ذَهَبَتْ بِىْ خَالَتِىْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ ابْنَ اُخْتِىْ وَجِعٌ فَمَسَحَ رَاْسِىْ وَدَعَا لِىْ بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ تَوَضَّاَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَّضُوْئِهٖ وَقُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهٖ فَنَظَرْتُ اِلٰى خَاتَمِ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ زِرِّ الْحَجَلَةِ .

৫২৫৯. সায়েব (রা) বলেন, আমার খালা আমাকে রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট নিয়ে গেলেন এবং আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমার বোনের ছেলেটি অসুস্থ। তিনি (স) আমার মাথায় হাত বুলালেন এবং আমার জন্য বরকতের দোয়া করলেন। এরপর উযু করলেন। আমি তার উযুর অবশিষ্ট পানিটুকু পান করলাম এবং তার পেছনে দাঁড়ালাম। আমি তাঁর দুই কাঁধের মাঝখানে মোহরে নবুয়াত দেখতে পেলাম যা ছিল তাঁবুর বোতাম সদৃশ (গোলাকার)।

১৯-অনুচ্ছেদ ঃ রোগীর মৃত্যু কামনা করা নিষেধ।

٥٢٦٠- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَا يَتَمَنَّيَنَّ اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ مِنْ ضُرٍّ اَصَابَهُ فَاِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلاً فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِّىْ وَتَوَفَّنِىْ اِذَا (مَا) كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّىْ .

৫২৬০. আনাস ইবনে মালেক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন, কোন মুসীবতে পড়ে তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। যদি সেইরূপ কিছু করতেই হয়, তবে সে যেন বলে, "হে আল্লাহ ! যতোদিন বেঁচে থাকা আমার জন্য কল্যাণকর, ততোদিন তুমি আমাকে জিন্দা রাখ এবং যখন মৃত্যুই আমার পক্ষে মঙ্গলজনক হয়, তখন আমাকে মৃত্যুদান কর।"

٥٢٦١- عَنْ قَيْسِ ابْنِ اَبِىْ حَازِمٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلٰى خَبَّابٍ نَعُوْدُهُ وَقَدِ اكْتَوٰى سَبْعَ كَيَّاتٍ فَقَالَ اِنَّ اَصْحَابَنَا الَّذِيْنَ سَلَفُوْا مَضَوْا وَلَمْ تَنْقُصْهُمُ الدُّنْيَا وَاِنَّا اَصَبْنَا

مَالاَ نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا اِلاَّ التُّرَابَ وَلَوْلاَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهَانَا اَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ ثُمَّ اَتَيْنَاهُ مَرَّةً اُخْرٰى وَهُوَ يَبْنِىْ حَائِطًا لَهُ فَقَالَ اِنَّ الْمُسْلِمَ يُؤْجَرُ فِىْ كُلِّ شَىْءٍ يُنْفِقُهُ اِلاَّ فِىْ شَىْءٍ يَجْعَلُهُ فِىْ هٰذَا التُّرَابِ .

৫২৬১. কায়েস ইবনে আবু হাযেম (র) বলেন, আমরা অসুস্থ খাব্বাব (রা)-কে দেখতে গেলাম। তিনি তাঁর দেহের সাত জায়গায় দাগ লাগিয়েছিলেন। তিনি বললেন, আমাদের সাথীরা চলে গিয়েছেন, তাঁরা এ অবস্থায় বিদায় হয়েছেন যে, দুনিয়ার ভোগ-বিলাস তাঁদের আমলের কোনরূপ ক্ষতি সাধন করতে পারেনি। অথচ আমরা এত ধন-সম্পদের মালিক হয়েছি যে, মাটি ছাড়া তা রাখার জায়গা পাচ্ছি না (জমিজমা করে, ইমারত গড়ে মাটিতেই ধন ব্যয় করছি)। যদি নবী (স) আমাদেরকে মৃত্যু কামনা করতে নিষেধ না করতেন, তাহলে আমি মৃত্যু কামনা করতাম।

অতপর আর একদিন আমরা তার নিকটে উপস্থিত হলাম। তখন তিনি তাঁর বাগানের একটি দেয়াল নির্মাণ করছিলেন। তিনি বললেন, মুসলমান যা এ মাটিতে খরচ করে তা ছাড়া আর সব খরচের বিনিময়ে সে সওয়াব পেয়ে থাকে।

٥٢٦٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَنْ يُّدْخِلَ اَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةَ قَالُوْا وَلاَ اَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لاَوَلاَ اَنَا اِلاَّ اَنْ يَّتَغَمَّدَنِىَ اللّٰهُ بِفَضْلٍ وَّرَحْمَةٍ فَسَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا وَلاَ يَتَمَنَّيَنَّ اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ اِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ اَنْ يَّزْدَادَ خَيْرًا وَّاِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ اَنْ يَّسْتَعْتِبَ .

৫২৬২. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ কোন ব্যক্তির নেক আমল কখনও তাকে জান্নাতে নিতে পারবে না। লোকেরা বললো, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনাকেও না ? তিনি (স) বললেন, না, আমাকেও না, যতোক্ষণ না আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও রহমত আমাকে ঘিরে ফেলে। অতএব তোমরা মধ্যম পন্থা অবলম্বন করো এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের চেষ্টা কর। তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। কেননা সে ভালো লোক হলে আশা করা যায় বেশী বেশী নেক আমল করার সুযোগ পাবে এবং পাপী হলে (আল্লাহ্‌র কাছে) অনুশোচনা করার সুযোগ লাভ করবে।

٥٢٦٣- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ مُسْتَنِدُ اِلَىَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاَلْحِقْنِىْ بِالرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى .

৫২৬৩. আয়েশা (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে আমার গায়ে ঠেস দেয়া অবস্থায় বলতে শুনেছি ঃ "হে আল্লাহ ! আমাকে মাফ করে দাও, আমার ওপর রহম করো এবং রফীকে আলার (তোমার) সাথে আমার মিলন ঘটাও।"

২০-অনুচ্ছেদ ঃ রোগীর জন্য সাক্ষাতকারীর দোয়া। আয়েশা বিনতে সাদ (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত, নবী (স) বলেন ঃ হে আল্লাহ ! সাদকে নিরাময় দান করো।

٥٢٦٤ـ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اَتَى مَرِيْضًا اَوْ اُتِىَ بِهٖ قَالَ اَذْهِبِ الْبَاْسَ رَبَّ النَّاسِ اِشْفِ وَاَنْتَ الشَّافِىْ لاَشِفَاءَ اِلاَّ شِفَاءُكَ شِفَاءً لاَيُغَادِرُ سَقَمًا.

৫২৬৪. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) কোন রোগীর নিকট গেলে কিংবা রোগীকে তাঁর নিকট আনা হলে তিনি বলতেন ঃ "হে পরোয়ারদেগার ! কষ্ট দূর করে দাও, নিরাময়দান করো। তুমিই নিরাময়দানকারী ! তোমার নিরাময়দানই হলো আসল নিরাময়। তুমি এমন নিরাময়দান করো যা কোন রোগই অবশিষ্ট রাখবে না।" জারীর (র) থেকে এক সূত্রে আছে "রোগীকে নিয়ে আসার" কথা এবং অপর সূত্রে আছে "রোগীর নিকট যাওয়ার" কথা।

২১-অনুচ্ছেদ ঃ রোগীর সাথে সাক্ষাতকারীর উযু করা।

٥٢٦٥ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ دَخَلَ عَلَىَّ النَّبِىُّ ﷺ وَاَنَا مَرِيْضٌ فَتَوَضَّا فَصَبَّ عَلَىَّ اَوْ قَالَ صُبُّوْا عَلَيْهِ فَعَقَلْتُ فَقُلْتُ لاَيَرِثُنِىْ اِلاَّ كَلاَلَةٌ فَكَيْفَ الْمِيْرَاثُ فَنَزَلَتْ اٰيَةُ الْفَرَائِضِ .

৫২৬৫. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে নবী (স) আমার নিকট আসলেন। তিনি উযু করলেন এবং আমার গায়ে (অবশিষ্ট) পানি ছিটিয়ে দিলেন কিংবা বললেন, এর গায়ে ছিটিয়ে দাও। ফলে আমার জ্ঞান ফিরে আসলো। আমি বললাম, 'কালালা'[৬] ভিন্ন আমার কোন ওয়ারিস নেই। আমার পরিত্যক্ত সম্পদ কিভাবে বণ্টন করা হবে ? তখন মীরাস বণ্টনের আয়াত নাযিল হয়।

২২-অনুচ্ছেদ ঃ জ্বর ও মহামারী দূর হওয়ার জন্য দোয়া করা।

٥٢٦٦ـ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وُعِكَ اَبُوْ بَكْرٍ وَّبِلاَلٌ قَالَتْ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا فَقُلْتُ يَا اَبَتِ كَيْفَ تَجِدُكَ وَيَا بِلاَلُ كَيْفَ تَجِدُكَ قَالَتْ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ اِذَا اَخَذَتْهُ الْحُمّٰى يَقُوْلُ + كُلُّ امْرِءٍ مُصَبَّحٌ فِىْ اَهْلِهٖ + وَالْمَوْتُ اَدْنٰى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهٖ .

وَكَانَ بِلاَلٌ اِذَا اُقْلِعَ عَنْهُ يَرْفَعُ عَقِيْرَتَهُ فَيَقُوْلُ : اَلاَ لَيْتَ شِعْرِىْ هَلْ اَبِيْتَنَّ لَيْلَةً + بِوَادٍ وَّحَوْلِىْ اِذْخِرٌ وَّجَلِيْلٌ .

৬. 'কালালা' অর্থ এমন লোক যার পিতাও নেই সন্তানও নেই অর্থাৎ পিতৃহীন, নিঃসন্তান ব্যক্তি।

وَهَلْ اَرِدَنْ يَوْمًا مِّيَاهَ مَجِنَّةٍ ـ وَهَلْ تَبْدُوَنْ لِىْ شَامَةٌ وَّطَفِيْلُ .

قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَجِئْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ اَوْ اَشَدَّ حُبًّا وَصَحِّحْهَا وَبَارِكْ لَنَا فِىْ صَاعِهَا وَمُدِّهَا وَانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ .

৫২৬৬. আয়েশা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) (হিজরত করে) মদীনায় এলেন, আবু বাক্‌র (রা) ও বিলাল (রা)-এর ভীষণ জ্বর হলো। আয়েশা (রা) বলেন, আমি দু'জনেরই নিকট গেলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে আব্বাজান ! আপনি কেমন আছেন ? হে বিলাল ! আপনি কেমন আছেন ? আবু বাক্‌র (রা)-এর জ্বর হলে বলতেন ঃ
প্রত্যেক লোকই আপন পরিজনের মাঝে (রাত কাটিয়ে) ভোর করে।
মরণ তার জুতার রশিটিরও অতি নিকটে।

বিলাল (রা)-এর জ্বর হলে উচ্চৈস্বরে বলতেন ঃ
হায় ! আমি যদি রাত কাটাতে পারতাম।
এমন প্রান্তরে আমার পাশে থাকতো ইযখির এবং জালীল (ঘাস)।
আর যদি আমি মাজিন্নাহ্ নামক কূপের নিকট অবতরণ করতাম।
আমি কি শামা ও তাফীল কূপ দু'টি দেখতে পাব ?'

আয়েশা (রা) বলেন, অতপর আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এসে তাঁকে (তাঁদের অবস্থা সম্পর্কে) অবহিত করলাম। তিনি (স) দোয়া করলেন ঃ

হে আল্লাহ ! মক্কার প্রতি আমাদের যেরূপ ভালোবাসা, মদীনার প্রতিও অনুরূপ কিংবা তার চেয়েও অধিক ভালোবাসা আমাদের মাঝে সৃষ্টি করে দাও। হে আল্লাহ ! মদীনার আবহাওয়াকে স্বাস্থ্যকর বানিয়ে দাও। আমাদের জন্য এখানকার 'মুদ্দ' ও 'সা'-এ বরকত দান করো এবং এখানকার জ্বর তুলে নিয়ে জুহ্‌ফা নামক স্থানে নিক্ষেপ কর।

অধ্যায়–৪৮

كِتَابُ الطِّبِّ

(চিকিৎসা)

১-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেননি, যার চিকিৎসা ব্যবস্থা করেননি।

٥٢٦٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَاانْزَلَ اللّٰهُ دَاءً اِلاَّ اَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً .

৫২৬৭. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, আল্লাহ তায়ালা এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেননি, যার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেননি।

২-অনুচ্ছেদ ঃ নারী-পুরুষ কি একে অপরের চিকিৎসা করতে পারে ?

٥٢٦٨- عَنْ رُبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ كُنَّا نَغْزُوْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَسْقِى الْقَوْمَ وَنَخْدُمُهُمْ وَنَرُدُّ الْقَتْلٰى وَالْجَرْحٰى اِلَى الْمَدِيْنَةِ .

৫২৬৮. রুবাই বিনতে মুয়াওবিয ইবনে আফরা (রা) বলেন, আমরা মহিলারা রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে জিহাদে শরীক হতাম। আমরা সৈনিকদের পানি পান করাতাম, তাদের সেবা-শুশ্রূষা করতাম এবং নিহত ও আহতদের মদীনায় পৌঁছাতাম।[১]

৩-অনুচ্ছেদ ঃ তিনটি জিনিসে নিরাময় আছে।

٥٢٦٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الشِّفَاءُ فِىْ ثَلاَثَةٍ شَرْبَةِ عَسَلٍ وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ وَكَيَّةِ نَارٍ وَاَنْهٰى اُمَّتِىْ عَنِ الْكَيِّ .

৫২৬৯. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ বহু রোগের নিরাময় তিন জিনিসে নিহিত—মধু পান, রক্তমোক্ষণ ও গরম লোহা দিয়ে দাগানো। কিন্তু আমি আমার উম্মাতকে গরম লোহা দ্বারা দাগাতে নিষেধ করছি। অপর বর্ণনায় মধু ও রক্তমোক্ষণের কথা উল্লেখ আছে।

٥٢٧٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الشِّفَاءُ فِىْ ثَلٰثَةٍ فِىْ شَرْطَةِ مِحْجَمٍ اَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ اَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ وَاَنْهٰى اُمَّتِىْ عَنِ الْكَيِّ .

---

১. পুরুষদের একার পক্ষে শত্রুর মুকাবিলা অসম্ভব হয়ে পড়লে ইসলামী রাষ্ট্রের হেফাযতের জন্য মুসলিম নারীদের ওপরও জিহাদ ফরয হয়ে যায়। সেই চরম মুহূর্তে স্বামীর অনুমতি লাভেরও প্রয়োজন হয় না। অবশ্য সর্বাবস্থায় ইসলামী শালীনতার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

৫২৭০. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, রোগ নিরাময় তিন জিনিসে নিহিত ঃ রক্তমোক্ষণ, মধুপান অথবা তপ্ত লোহা দ্বারা দাগ দেয়া। কিন্তু আমি আমার উম্মাতকে দাগাতে নিষেধ করছি।

৪-অনুচ্ছেদ ঃ মধু দ্বারা চিকিৎসা করা। আল্লাহ্ তায়ালার বাণী ঃ

فِيْهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ

"এতে মানুষের জন্য রয়েছে আরোগ্য"–(সূরা আন-নাহ্‌ল ঃ ৬৯)।

٥٢٧١- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ .

৫২৭১. আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) মিষ্টি ও মধু খুব ভালোবাসতেন।

٥٢٧٢- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنْ كَانَ فِيْ شَيْءٍ مِّنْ اَدْوِيَتِكُمْ اَوْ يَكُوْنُ فِيْ شَيْءٍ مِّنْ اَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ فَفِيْ شَرْطَةِ مِحْجَمٍ اَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ اَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ تُوَافِقُ الدَّاءَ وَمَا اُحِبُّ اَنْ اَكْتَوِيَ .

৫২৭২. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ যদি তোমাদের ঔষধগুলোর কোনটার মধ্যে কল্যাণ থেকে থাকে তবে তা রয়েছে ঃ রক্তমোক্ষণ, মধু পান কিংবা আগুন দ্বারা দাগ দেয়ার মধ্যে—যদি তা রোগ অনুযায়ী হয়। তবে আগুন দ্বারা দাগ দেয়া আমি পসন্দ করি না।

٥٢٧٣- عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ اَخِيْ يَشْتَكِيْ بَطْنَهُ فَقَالَ اَسْقِهِ عَسَلاً ثُمَّ اَتَى الثَّانِيَةَ فَقَالَ اَسْقِهِ عَسَلاً ثُمَّ اَتَى الثَّالِثَةَ فَقَالَ اَسْقِهِ عَسَلاً ثُمَّ اَتَاهُ فَقَالَ قَدْ فَعَلْتُ فَقَالَ صَدَقَ اللّٰهُ وَكَذَبَ بَطْنُ اَخِيْكَ اَسْقِهِ عَسَلاً فَسَقَاهُ فَبَرَاَ .

৫২৭৩. আবু সায়ীদ (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (স)-এর নিকট এসে বললো, আমার ভাইয়ের পেটের অসুখ হয়েছে। তিনি (স) বললেন, তাকে মধু পান করাও। সে আবার আসলো (এবং একই কথা বললো)। তিনি বললেন, তাকে মধু পান করাও। লোকটি আবার আসলো (এবং সে কথাই বললো)। এবারও নবী (স) বললেন, তাকে মধু পান করাও। এরপরে লোকটি আবারও আসলো এবং বললো, (আপনার পরামর্শ অনুযায়ী) আমি কাজ করেছি। নবী (স) বললেন, আল্লাহ্‌র কালাম সত্য কিন্তু তোমার ভাইয়ের পেট সত্য নয়। (যাও আবার) তাকে মধু পান করাও। অতপর লোকটি (এবার গিয়ে) তাকে মধু পান করাল এবং সে ভালো হয়ে গেল।[২]

২. এখানে 'আল্লাহ্‌র কালাম' সত্য একথা দ্বারা فِيْهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ আল্লাহ্‌র একথার দিকে ইশারা করা হয়েছে। তোমার ভাইয়ের পেট সত্য নয়—একথার মর্মার্থ হলো, তোমার ভাইয়ের পেটে দোষ বা অসুবিধা রয়ে গেছে।

৫-অনুচ্ছেদ ঃ উটের দুধ দ্বারা চিকিৎসা।

٥٢٧٤ـ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ نَاسًا كَانَ بِهِمْ سَقَمٌ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰـهِ اٰوِنَا وَاَطْعِمْنَا فَلَمَّا صَحُّوْا قَالُوْا اِنَّ الْمَدِيْنَةَ وَخِمَةٌ فَاَنْزَلَـهُمُ الْحَرَّةَ فِيْ ذَوْدٍ لَـهُ فَقَالَ اشْرَبُوْا اَلْبَانَهَا فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوْا رَاعِيَ النَّبِيِّ ﷺ وَاسْتَاقُوْا ذَوْدَهُ فَبَعَثَ فِيْ اٰثَارِهِمْ فَقَطَّعَ اَيْدِيَهُمْ وَاَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ (سَمَلَ) اَعْيُنَهُمْ فَرَاَيْتُ الرَّجُلَ مِنْهُم يَكْدِمُ الْاَرْضَ بِلِسَانِهِ حَتّٰى يَمُوْتَ قَالَ سَلَامٌ فَبَلَغَنِيْ اَنَّ الْحَجَّاجَ قَالَ لِاَنَسٍ حَدِّثْنِيْ بِاَشَدِّ عُقُوْبَةٍ عَاقَبَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَحَدَّثَهُ بِهٰذَا فَبَلَغَ الْحَسَنَ فَقَالَ وَدِدْتُ اَنَّهُ لَمْ يُحَدِّثْهُ بِهٰذَا.

৫২৭৪. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। কিছু লোক রোগাক্রান্ত ছিল। তারা বললো, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমাদেরকে আশ্রয় দিন এবং খাবার দিন। তারা কিছুটা সুস্থ হলে বললো, মদীনার আবহাওয়া অনুকূল নয়। নবী (স) তাদেরকে তাঁর কিছু উটসহ 'হার্‌রা' নামক স্থানে পাঠালেন এবং বলে দিলেন, তোমরা এ উটের দুধ পান করতে থাক। তারা রোগ মুক্ত হয়ে নবী (স)-এর উটের রাখালকে হত্যা করলো এবং উটগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে গেল। তিনি তাদের পিছু ধাওয়া করার জন্য কয়েকজন লোক পাঠালেন। (তারা ধরা পড়লে) তিনি তাদের হাত-পা কাটার এবং সুঁই দিয়ে তাদের চোখগুলো ফুঁড়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। আমি তাদের একজনকে জিহ্বা দিয়ে মাটি চাটতে দেখেছি, অবশেষে সে মারা গেল।

সাল্লাম (র) বর্ণনা করেন, আমি অবগত হয়েছি যে, হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ আনাস (রা)-কে বলল, আমার নিকট নবী (স)-এর কঠোরতম শাস্তিদান সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করুন। তখন তিনি এই হাদীস বর্ণনা করেন। হাসান বসরী (র) এ খবর পেয়ে আক্ষেপ করে বলেন, হায় তিনি যদি তার নিকট এ হাদীসটি না বলতেন।[৩]

৬-অনুচ্ছেদ ঃ উটের পেশাব দ্বারা চিকিৎসা।

٥٢٧٥ـ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ نَاسًا اجْتَوَوْا فِي الْمَدِيْنَةِ فَاَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يَلْحَقُوْا بِرَاعِيْهِ يَعْنِي الْاِبِلَ فَيَشْرَبُوْا مِنْ اَلْبَانِهَا وَاَبْوَالِهَا فَلَحِقُوْا بِرَاعِيْهِ فَشَرِبُوْا مِنْ اَلْبَانِهَا وَاَبْوَالِهَا حَتّٰى صَلُحَتْ اَبْدَانُهُمْ فَقَتَلُوْا الرَّاعِيَ وَسَاقُوْا

৩. 'হাজ্জাজ' উমাইয়া রাজতন্ত্রের প্রাদেশিক গভর্নর ছিল সে অত্যন্ত যালিম ও হাজার হাজার লোকের হত্যাকারী ছিল। নবী (স)-এর এ কঠোর সাজার খবর পেয়ে সে আরও কঠোর ও নিষ্ঠুর হয়ে যেতে পারে, এ আশংকায় হাসান বসরী (র) উপরিউক্ত মন্তব্য করেন।

সাজাপ্রাপ্তদের সংখ্যা ছিল আট। তাদেরকে এরূপ কঠোর সাজাদানের কারণ হলো—তারাও নবী করীম (স)-এর রাখালটির সাথে অনুরূপ আচরণ করেছিল। তাই হাতের বদলে হাত, পায়ের বদলে পা ও চোখের বদলে চোখ—এ নীতির ভিত্তিতে তাদেরও অনুরূপ সাজার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। কারো কারো মতে, কিসাস-এর আয়াত নাযিল হওয়ার আগেই এ ঘটনা ঘটেছিল। পরে যখন এ সম্পর্কে শাস্তির বিধান নাযিল হয় তখন থেকে অনুরূপ শাস্তি প্রদান নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

الْاِبِلَ فَبَلَغَ النَّبِىَّ ﷺ فَبَعَثَ فِىْ طَلَبِهِمْ فَجِئَ بِهِمْ فَقَطَّعَ اَيْدِيَهُمْ وَاَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ اَعْيُنَهُمْ قَالَ قَتَادَةُ فَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ سِيْرِيْنَ اَنَّ ذٰلِكَ كَانَ قَبْلَ اَنْ تَنْزِلَ الْحُدُوْدُ.

৫২৭৫. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। মদীনার আবহাওয়া কতিপয় লোকের জন্য প্রতিকূল হলে নবী (স) তাদেরকে তাঁর উট রাখালের সাথে বাস করার নির্দেশ দিলেন এবং উটের দুধ ও পেশাব পান করতে বললেন।[8] সুতরাং তারা উটপালের রাখালের সাথে গিয়ে থাকতে লাগলো এবং উটের দুধ ও পেশাব পান করতে থাকলো। শেষ পর্যন্ত তাদের শরীর সুস্থ হলে তারা রাখালকে হত্যা করে এবং উটগুলো লুণ্ঠন করে নিয়ে গেলো। নবী (স)-এর নিকট এ খবর পৌঁছলে তিনি এই দুর্বৃত্তদের তালাশে লোক পাঠালেন। তাদেরকে পাকড়াও করে নিয়ে আসা হলো। তিনি তাদের হাত-পা কেটে ফেলার নির্দেশ দিলেন এবং সুঁই দিয়ে তাদের চোখ ফুঁড়ে দেয়ালেন। কাতাদা (র) বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন আমার নিকট বর্ণনা করেছেন—এটা ছিল হদ্দ–এর বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বেকার ঘটনা।

৭-অনুচ্ছেদ ঃ কালিজিরা (দ্বারা চিকিৎসা)।

٥٢٧٦- عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ خَرَجْنَا وَمَعَنَا غَالِبُ بْنُ اَبْجَرَ فَمَرِضَ فِى الطَّرِيْقِ فَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ وَهُوَ مَرِيْضٌ فَعَادَهُ ابْنُ اَبِىْ عَتِيْقٍ فَقَالَ لَنَا عَلَيْكُمْ بِهٰذِهِ الْحُبَيْبَةِ السَّوْدَاءِ فَخُذُوْا مِنْهَا خَمْسًا اَوْ سَبْعًا فَاسْتَحَقُوْهَا ثُمَّ اقْطُرُوْهَا فِىْ اَنْفِهِ بِقَطَرَاتِ زَيْتٍ فِىْ هٰذَا الْجَانِبِ وَفِىْ هٰذَا الْجَانِبِ فَاِنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْنِىْ اَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ هٰذِهِ الْحَبَّةَ السَّوْدَاءَ شِفَاءٌ مِّنْ كُلِّ دَاءٍ اِلاَّ مِنَ السَّامِ قُلْتُ وَمَا السَّامُ قَالَ الْمَوْتُ .

৫২৭৬. খালিদ ইবনে সা'দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা সফরে বের হলাম। গালিব ইবনে আবজারও আমাদের সাথে ছিল। পথিমধ্যে সে অসুস্থ হয়ে পড়লো। অতপর আমরা মদীনা পৌঁছলাম এবং তখনও সে অসুস্থ ছিল। ইবনে আবু আতীক (র) তাকে দেখতে এলেন এবং আমাদের বলেন, তোমরা কিছু কালিজিরা সংগ্রহ করো। এর পাঁচ-সাতটি দানা নিয়ে পিষে তারপর জয়তুন তেলের সাথে মিশিয়ে ওর নাকের উভয় ছিদ্রপথে কয়েক ফোঁটা ঢেলে দাও। কেননা, আয়েশা (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি নবী (স)-কে বলতে শুনেছেন ঃ এ কালিজিরায় সাম ছাড়া আর সব রোগের নিরাময় আছে। আমি বললাম, সাম কি ? তিনি বলেন ঃ মৃত্যু।

8. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, পেশাব নাপাক ও হারাম। হাদীসে উল্লেখিত পেশাব পানের অনুমতি বিশেষ অবস্থা ও প্রয়োজনবশত দেয়া হয়েছিল।

٥٢٧٧ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِى الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءٌ مِّنْ كُلِّ دَاءٍ اِلاَّ السَّامَ .

৫২৭৭. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছেন ঃ কালিজিরার মধ্যে মৃত্যু ছাড়া সকল রোগের নিরাময় নিহিত।

৮-অনুচ্ছেদ ঃ রোগীর জন্য লঘুপাক খাদ্য।

٥٢٧٨ـ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا كَانَتْ تَاْمُرُ بِالتَّلْبِيْنِ لِلْمَرِيْضِ وَلِلْمَحْزُوْنِ عَلَى الْهَالِكِ وَكَانَتْ تَقُوْلُ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ التَّلْبِيْنَ تُجِمُّ فُؤَادَ الْمَرِيْضِ وَتَذْهَبُ بِبَعْضِ الْحُزْنِ .

৫২৭৮. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রোগী ও কারো মৃত্যুতে শোকাকুল ব্যক্তিকে 'তালবিনা' খেতে নির্দেশ দিতেন এবং বলতেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ 'তালবিনা' রোগীর প্রাণে শক্তি সঞ্চার করে, শান্তি দান করে এবং দুশ্চিন্তা দূর করে।

٥٢٧٩ـ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا كَانَتْ تَاْمُرُ بِالتَّلْبِيْنَةِ وَتَقُوْلُ هُوَ الْبَغِيْضُ النَّافِعُ .

৫২৭৯. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি 'তালবিনা' খাওয়ার আদেশ করতেন এবং বলতেন, এটা কারো অপসন্দ হলেও উপকারী জিনিস।[৫]

৯-অনুচ্ছেদ ঃ নাক দ্বারা ঔষধ সেবন।

٥٢٨٠ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اِحْتَجَمَ وَاَعْطَى الْحَجَّامَ اَجْرَهُ وَاسْتَعَطَ.

৫২৮০. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) রক্তমোক্ষণ করিয়েছেন এবং রক্তমোক্ষণকারীকে তার মজুরীও দিয়েছেন এবং নাকে ঔষধ দিয়েছেন।

১০-অনুচ্ছেদ ঃ চন্দন কাঠ ঔষধ হিসেবে ব্যবহার।

٥٢٨١ـ عَنْ اُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ عَلَيْكُمْ بِهٰذَا الْعُوْدِ الْهِنْدِيِّ فَاِنَّ فِيْهِ سَبْعَةَ اَشْفِيَةٍ يُسْتَعَطُ بِهٖ مِنَ الْعُذْرَةِ وَيُلَدُّ بِهٖ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ وَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِابْنٍ لِىْ لَمْ يَاْكُلِ الطَّعَامَ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّ عَلَيْهِ .

---

৫. 'তালবিনা' এক প্রকার লঘুপাক খাদ্য—যা রোগীর খাদ্য হিসেবে উপযোগী ও উপকারী। আটা, মধু ও পানি মিশিয়ে তা তৈরি করা হয়। কারো কারো মতে, এতে দুধও দেয়া হয়। এটা রোগীর পক্ষে উপকারী।

৫২৮১. উম্মে কায়েস বিনতে মিহসান (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা এই উদে হিন্দী[৬] ব্যবহার করবে। কেননা, এতে সাত প্রকার রোগের নিরাময় আছে। (শিশুদের) আলজিব ফুলে ব্যথা হলে তা ঘষে পানির সাথে ফোঁটা ফোঁটা করে তার নাকে দিবে। ফুসফুস আবরক ঝিল্লীর প্রদাহ হলে ঐরূপে (তৈরি করে) পান করাবে। আমি একদিন আমার শিশু পুত্রকে সাথে করে নবী (স)-এর খেদমতে হাযির হলাম। আমার ছেলে তখনও শক্ত খাবার ধরেনি। সে নবী (স)-এর কাপড়ে পেশাব করে দিল। তিনি পানি আনিয়ে তা কাপড়ে ঢেলে দিলেন।

১১-অনুচ্ছেদ ঃ রক্তমোক্ষণের সময়। আবু মূসা আশআরী (রা) রাতের বেলা রক্তমোক্ষণ করাতেন।

٥٢٨٢ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ .

৫২৮২. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স) রোযা অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করিয়েছেন।

১২-অনুচ্ছেদ ঃ সফরে ও এহ্রাম অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করানো। ইবনে বুহাইনা (রা) নবী (স)-এর হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥٢٨٣ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

৫২৮৩. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স) ইহ্রাম অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করিয়েছেন।

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ অসুখের দরুন রক্তমোক্ষণ করানো।

٥٢٨٤ـ عَنْ اَنَسٍ اَنَّهُ سُئِلَ عَنْ اَجْرِ الْحَجَّامِ فَقَالَ احْتَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَجَمَهُ اَبُوْ طَيْبَةَ وَاَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ فَخَفَّفُوْا عَنْهُ وَقَالَ اِنَّ اَمْثَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ وَقَالَ لاَ تُعَذِّبُوْا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ مِنَ الْعُذْرَةِ وَعَلَيْكُمْ بِالْقُسْطِ .

৫২৮৪. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রক্তমোক্ষণকারীর মজুরী সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন, নবী (স) রক্তমোক্ষণ করিয়েছেন। আবু তাইবা তার রক্তমোক্ষণ করে। তিনি তাকে দুই সা' খাদ্যদ্রব্য দান করেন। এছাড়া তিনি (স) আবু তাইবার মালিকদের সাথে কথা বলে তার উপর ধার্যকৃত দৈনিকের পরিমাণ হ্রাস করতে বলেন। তারা তার থেকে উসুলের হার কমিয়ে দেয়। তিনি (স) আরও বলেন ঃ তোমরা যেসব পদ্ধতিতে চিকিৎসা করাচ্ছ, রক্তমোক্ষণ করানো এবং কোস্ত বাহরী ব্যবহার তার মধ্যে অতি উত্তম ব্যবস্থা। তিনি আরো বলেন ঃ তোমাদের শিশুদের জিহ্বার তালু দাবিয়ে তাদের কষ্ট দিও না। তোমরা কোস্ত ব্যবহার করো।[৭]

---

৬. উদে হিন্দী বা ভারতীয় কাঠ হলো গিরিমল্লিকা ফুল গাছের কাঠ। ইউনানী শাস্ত্রমতে এর নাম কোস্ত হিন্দী অথবা কোস্ত শিরীন। আর আরবীতে উদ মানে কাঠ এবং হিন্দী মানে ভারতবর্ষীয়। এ কাঠ ভারতবর্ষে পাওয়া যায় বলে আরবরা এ নাম দিয়েছে।

৭. কোস্ত বাহরী এক জাতীয় সাদা কাঠবিশেষ। তা রোগে ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

٥٢٨٥- عَنْ عَاصِمٍ حَدَّثَ اَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَادَ الْمُقَنَّعَ ثُمَّ قَالَ لاَ اَبْرَحُ حَتّٰى تَحْتَجِمَ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ فِيْهِ شِفَاءً .

৫২৮৫. আসেম (র) থেকে বর্ণিত। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) 'মুকান্না' নামে এক রোগীকে দেখতে গেলেন, অতপর বললেন, তুমি রক্তমোক্ষণ না করানো পর্যন্ত আমি যাব না। কেননা আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ এতে রোগের নিরাময় আছে।

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ মাথায় রক্তমোক্ষণ করানো।

٥٢٨٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُحَيْنَةَ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِحْتَجَمَ بِلَحْيِ جَمَلٍ مِّنْ طَرِيْقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِىْ وَسَطِ رَأْسِهٖ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِحْتَجَمَ فِىْ رَأْسِهٖ .

৫২৮৬. আবদুল্লাহ ইবনে বুহাইনা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (স) মক্কার পথে লাহ্ইয়ে জামাল নামক স্থানে ইহ্রাম অবস্থায় তাঁর মাথার মধ্যখানে রক্তমোক্ষণ করান। অন্য সূত্রে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) তাঁর মাথায় রক্তমোক্ষণ করিয়েছেন।

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ অর্ধ কিংবা পুরো মাথা ব্যথায় রক্তমোক্ষণ।

٥٢٨٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اِحْتَجَمَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ رَأْسِهٖ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ وَّجَعٍ كَانَ بِهٖ بِمَاءٍ يُقَالُ لَهُ لَحْىُ جَمَلٍ . وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِىْ رَأْسِهٖ مِنْ شَقِيْقَةٍ كَانَتْ بِهٖ .

৫২৮৭. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) মাথা ব্যথার কারণে ইহ্রাম অবস্থায় তাঁর মাথায় রক্তমোক্ষণ করান। তখন তিনি লাহ্ইয়ে জামাল নামক কূপের নিকট ছিলেন। অন্য সূত্রে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) অর্ধ মাথা বেদনায় ইহ্রাম অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করান।

٥٢٨٨- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنْ كَانَ فِىْ شَىْءٍ مِّنْ اَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ فَفِىْ شَرْبَةِ عَسَلٍ اَوْ شَرْطَةِ مِحْجَمٍ اَوْ لَذْعَةٍ مِّنْ نَارٍ وَّمَا اُحِبُّ اَنْ اَكْتَوِىَ .

৫২৮৮. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের ঔষধগুলোর মধ্যে যদি কোন উত্তম ঔষধ থেকে থাকে, তবে তা হলো মধুর শরবত, রক্তমোক্ষণ করানো কিংবা আগুন দ্বারা দাগ দেয়া। কিন্তু আমি আগুন দ্বারা দাগ দেয়া পসন্দ করি না।

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ অসুস্থাতার কারণে মাথা মুণ্ডন করা।

৫২٨٩- عَنْ كَعْبٍ هُوَ ابْنُ عُجْرَةَ قَالَ اَتٰى عَلَىَّ النَّبِىُّ ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَاَنَا اُوْقِدُ تَحْتَ بُرْمَةٍ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَنْ رَاْسِىْ فَقَالَ اَيُؤْذِيْكَ هَوَامُّكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاحْلِقْ وَصُمْ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ اَوْ اَطْعِمْ سِتَّةً اَوِ انْسُكْ نَسِيْكَةً قَالَ اَيُّوْبُ لاَ اَدْرِىْ بِاَيَّتِهِنَّ بَدَاَ.

৫২৮৯. কাব ইবনে উজরা (রা) বলেন, হোদায়বিয়ার সন্ধিকালে নবী (স) আমার নিকট এলেন। তখন আমি রান্না করছিলাম এবং আমার মাথা থেকে উকুন ঝরে পড়ছিল। তিনি (স) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে তোমার পোকাগুলো কি কষ্ট দিচ্ছে? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বলেন, মাথা মুড়িয়ে ফেল এবং তিন দিন রোযা রাখ কিংবা ছ'জন মিসকীনকে আহার করাও অথবা একটি পশু কুরবানী দাও। আইউব বলেন, আমার জানা নেই তিনি (উর্ধতন রাবী) এগুলোর মধ্যে প্রথমে কোন কথাটি বলেছিলেন।

১৭-অনুচ্ছেদ ঃ উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা নিজেকে কিংবা অন্যকে দহন করা এবং যে ব্যক্তি দহন করে না তার মর্যাদা।

৫٢٩٠- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنْ كَانَ فِىْ شَىْءٍ مِّنْ اَدْوِيَتِكُمْ شِفَاءٌ فَفِىْ شَرْطَةِ مِحْجَمٍ اَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ وَمَا اُحِبُّ اَنْ اَكْتَوِىَ .

৫২৯০. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ তোমাদের ঔষধগুলোর মধ্যে যদি কোন নিরাময় থেকে থাকে, তবে তা রক্তমোক্ষণ করানো কিংবা আগুন দ্বারা দাগ দেয়ার মধ্যে রয়েছে। কিন্তু আমি আগুন দ্বারা দাগ দেয়া পসন্দ করি না।

৫٢٩١- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ لاَرُقْيَةَ اِلاَّ مِنْ عَيْنٍ اَوْحُمَةٍ فَذَكَرْتُهُ لِسَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عُرِضَتْ عَلَىَّ الْاُمَمُ فَجَعَلَ النَّبِىُّ وَالنَّبِيَّانِ يَمُرُّوْنَ مَعَهُمُ الرَّهْطُ وَالنَّبِىُّ لَيْسَ مَعَهُ اَحَدٌ حَتّٰى رُفِعَ لِىْ (وَقَعَ فِىْ) سَوَادٌ عَظِيْمٌ قُلْتُ مَا هٰذَا اُمَّتِىْ هٰذِهٖ قِيْلَ بَلْ هٰذَا مُوْسٰى وَقَوْمُهُ قِيْلَ انْظُرْ اِلَى الْاُفُقِ فَاِذَا سَوَادٌ يَمْلاَءُ الْاُفُقَ ثُمَّ قِيْلَ لِىْ انْظُرْ هٰهُنَا وَهٰهُنَا فِىْ اٰفَاقِ السَّمَاءِ فَاِذَا سَوَادٌ قَدْ مَلاَ الْاُفُقَ قِيْلَ هٰذِهٖ اُمَّتُكَ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ هٰؤُلاَءِ سَبْعُوْنَ اَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ ثُمَّ دَخَلَ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ فَاَفَاضَ الْقَوْمُ وَقَالُوْا نَحْنُ الَّذِيْنَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَاتَّبَعْنَا رَسُوْلَهُ فَنَحْنُ هُمْ اَوْ اَوْلاَدُنَا الَّذِيْنَ وُلِدُوْا فِى الْاِسْلاَمِ فَاِنَّا وُلِدْنَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَبَلَغَ النَّبِىَّ ﷺ فَخَرَجَ فَقَالَ هُمُ الَّذِيْنَ لاَ يَسْتَرْقُوْنَ وَلاَ يَتَطَيَّرُوْنَ

وَلاَ يَكْتَوُوْنَ وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ فَقَالَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ اَمِنْهُمْ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ فَقَامَ اٰخَرُ فَقَالَ اَمِنْهُمْ اَنَا فَقَالَ سَبَّقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ.

৫২৯১. ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বলেন, বদনজর কিংবা বিষাক্ত প্রাণীর দংশন ছাড়া (অন্য কোন ব্যাপারে) মন্ত্র জায়েয নেই। আমি সাঈদ ইবনে জুবাইর (র)-এর নিকট একথা উল্লেখ করলে তিনি বলেন, আমাদের নিকট ইবনে আব্বাস (রা) হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন ঃ আমার সম্মুখে উম্মাতদেরকে উপস্থিত করা হল। অতপর একজন কিংবা দু'জন নবী পথ অতিক্রম করতে লাগলেন। তাদের সাথে দশের অধিক লোক ছিল না। কিন্তু একজন নবীর সাথে কোন লোকই ছিল না। অতপর আমার সামনে একটি বিরাট দল উপস্থিত হল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরা কি ? এরা কি আমার উম্মাত ? বলা হল, বরং তিনি মূসা (আ) ও তাঁর জাতি। বলা হল, উপরের দিকে তাকাও। দেখলাম, একটি জামায়াত সারা আসমান জুড়ে আছে। পুনরায় আমাকে বলা হল এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখ। আমি দেখলাম, একটি জামায়াত সম্পূর্ণ ঊর্ধলোক ঘিরে আছে। বলা হল, এরা তোমার উম্মাত। এদের মধ্যে সত্তর হাজার বিনা হিসেবে বেহেশতে যাবে। অতপর নবী (স) (হুজরার) ভেতরে চলে গেলেন এবং সকলকে একথা স্পষ্ট করে বলে দেননি যে, বিনা হিসেবে যারা বেহেশতে যাবে তারা কারা। সবাই বাদানুবাদ করতে লাগল এবং বলতে লাগল, তারা হচ্ছি আমরা যারা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছি এবং তার রসূলের অনুসরণ করছি কিংবা আমরা ও আমাদের সন্তান-সন্ততি ইসলামে যাদের জন্ম। কেননা আমাদের জন্ম হয়েছে জাহিলিয়াতের যুগে। নবী (স)-এর নিকট এ (বাদানুবাদের) খবর পৌঁছলে তিনি বেরিয়ে এলেন এবং বলেন, এরা সেইসব লোক, যারা মন্ত্র পাঠ করে না, বদফালি[৮] করে না, আগুন দিয়ে দাগ দেয় না এবং আপন রবের উপর ভরসা রাখে। তখন উক্কাশা ইবনে মিহসান বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমি কি তাদের অন্তর্ভুক্ত আছি ? তিনি বলেন, হ্যাঁ। আরেকজন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমিও কি তাঁদের অন্তর্ভুক্ত আছি ? তিনি (স) বলেন, তোমার আগেই উক্কাশা সে সুযোগ লাভ করেছে।

১৮-অনুচ্ছেদ ঃ চোখের ব্যথায় সুরমা ব্যবহার। এ সম্পর্কে উম্মু আতিয়্যা (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে।

٥٢٩٢ـ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَاشْتَكَتْ عَيْنُهَا فَذَكَرُوْهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ وَذَكَرُوْا لَهُ الْكُحْلَ وَاَنَّهُ يَخَافُ عَلٰى عَيْنِهَا فَقَالَ لَقَدْ كَانَتْ اِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِيْ بَيْتِهَا فِيْ شَرِّ اَحْلاَسِهَا اَوْ فِيْ اَحْلاَسِهَا فِيْ شَرِّ بَيْتِهَا فَاِذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بَعْرَةً فَلاَ (فَهَلاَّ) اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا.

৮. 'বদফালি করে না', মানে পেঁচা প্রভৃতি পাখীর ডাকে বা অন্য কোনভাবে অশুভ ও অমঙ্গল লক্ষণ নির্ণয় করা এবং তাতে বিশ্বাস করা। এটা ইসলামে হারাম।

৫২৯২. উম্মু সালামা (রা) হতে বর্ণিত। এক মহিলার স্বামী মারা গেল এবং তার চোখে ব্যথা হল। লোকেরা এ ঘটনাটি নবী (স)-এর নিকট উল্লেখ করল এবং সুরমার কথাও বলল। সে তার চোখ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা করছে। নবী (স) বলেন, তোমাদের এক একজন মেয়েলোক তার ঘরে সবচেয়ে মন্দ ও নিকৃষ্ট পোশাকে কিংবা (বলেছেন) সবচেয়ে নিকৃষ্ট গৃহে নিজস্ব পোশাকে (বছর ধরে) পড়ে থাকত। যখন কোন কুকুর ঐ পথ দিয়ে যেত, সে মেয়েলোকটি তার প্রতি উটের পায়খানা প্রভৃতি আবর্জনা ছুঁড়ে মারত। এখন কি সে চার মাস দশ দিনও সবর করতে পারে না?

১৯-অনুচ্ছেদ ঃ কুষ্ঠরোগ। আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, ছোঁয়াচে বা সংক্রামক ব্যাধি বলতে কিছু নেই, অশুভ লক্ষণ বা অমঙ্গলের চিহ্ন বলতে কিছু নেই, পেঁচা সম্পর্কে অশুভ ধারণার কোন বাস্তবতা নেই এবং সফর মাসকে অশুভ মনে করারও কোন ভিত্তি নেই। তবে কুষ্ঠরোগী থেকে দূরে সরে যাও যেরূপ বাঘ থেকে দূরে ভেগে থাক।[৯]

২০-অনুচ্ছেদ ঃ 'মান্না' চোখের জন্য ঔষধ বিশেষ।

৫২৯٣- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ .

৫২৯৩. সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি, ব্যাঙের ছাতা 'মান্না'-এর অনুরূপ এবং এর রস চোখের জন্য ঔষধ বিশেষ।

---

৯. এসব জাহিলী যুগের বিশ্বাস। ইসলামে এসব বিশ্বাস করা হারাম। হাদীসে "ছোঁয়াচে বা সংক্রামক ব্যাধি বলতে কিছু নেই" এবং শেষে কুষ্ঠরোগী থেকে দূরে থাকার জন্য নির্দেশ দেয়ায় বাহ্যিক দৃষ্টিতে এ দু'টো কথাকে পরস্পর বিরোধী মনে হচ্ছে। কিন্তু আসলে বক্তব্য দু'টিতে কোন অসামঞ্জস্য নেই। কারণ জাহিলী যুগে মনে করা হত ছোঁয়াচে রোগীর সংস্পর্শে গেলেই রোগ হয়। এখানে যে আল্লাহ তায়ালার ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে ক্রিয়াশীল, তারা এটা বিশ্বাস করত না। ইসলামের দৃষ্টিতে রোগ-ব্যাধি আল্লাহ্‌র সৃষ্টি, যাকে ইচ্ছা দেন, যাকে ইচ্ছা হেফাজত করেন। অবশ্য কার্যকারণ বলতে একটা জিনিস আছে। আমরা কেবল এ উপকরণ ও কার্যকারণটাই দেখি। কিন্তু এ দু'টি জিনিসের স্রষ্টাও আল্লাহ তায়ালা, তাই তিনি 'মুসাব্বিবুল আসবাব' (সব কার্যকারণ ও উপকরণের মহাকারক) ও স্রষ্টা। এ দু'টির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও একমাত্র আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ও মর্জির উপর নির্ভরশীল। তাদের নিজস্ব এখতিয়ার বলতে কোন কিছু নেই। কিন্তু জাহিলিয়াতের যুগে মানুষের বদ্ধমূল বিশ্বাস ছিল—এ বাহ্যিক উপকরণ ও কার্যকারণ সূত্রেই রোগ ছড়ায়। আল্লাহ্‌র তাতে কোন হাত নেই। ইসলাম এ বিশ্বাসের ঘোর বিরোধী। তাই ইসলাম এ কার্যকারণ ও উপকরণ সম্পর্কে সাবধান ও সতর্ক থাকতে বলে। সেটার স্রষ্টাও সম্পর্ণরূপে আল্লাহ তায়ালা। এ বিশ্বাস পোষণ করতেই ইসলাম নির্দেশ দেয়। বাহ্যিক উপকরণ ও কার্যকারণ সূত্র যতই ষোলকলায় পূর্ণ হোক, তাতে রোগ হওয়ার আশংকা হতে পারে কিন্তু আল্লাহ তায়ালার হুকুম ভিন্ন রোগ হতেই পারে না। এটাই হল মুসলমানদের ঈমান। বর্তমান বিজ্ঞান উপকরণ ও কার্যকারণই আবিষ্কার করতে পেরেছে এবং এ দু'টোই রোগের মূল বলে বিশ্বাস করেছে এবং এ পর্যন্ত এসেই ক্ষান্ত হয়েছে। কিন্তু কারণেরও কারণ আছে। ইসলাম সেই মহাকারণ পর্যন্ত পৌছে গেছে এবং অন্যদেরকে পৌছার পথ দেখিয়েছে। এ কার্যকারণ ও উপকরণ অর্থাৎ সংক্রমণ (Infection) যদি রোগ উৎপত্তি ও সৃষ্টির মূল হত, তাহলে প্রথম যে ব্যক্তির রোগ হয় তার রোগ এলো কোথা থেকে?

ইসলামের এ বিশ্বাসের একটি মানবিক দিকও রয়েছে। এ সংক্রমণের ওপর বিশ্বাস করলে এ ধরনের ব্যাধির রোগীরা সবাই অস্পৃশ্যে পরিণত হবে। তখন মানবতার হক আদায়ে নিদারুণ বাধার সৃষ্টি হবে। আল্লাহ্‌র অগণিত বান্দাহ রোগে সেবা-শুশ্রূষা পাবে না। তাই রসূলুল্লাহ (স) একদিকে কুষ্ঠ, প্লেগ প্রভৃতি সংক্রামক রোগ হতে সতর্কতা অবলম্বন করতে বলেন, অপরদিকে মানবতার হক, দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে সব রকমের সংস্কার উপেক্ষা করে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে দায়িত্ব আদায়ে তৎপর হতে নির্দেশ দেন।

২১-অনুচ্ছেদ ঃ রোগীর মুখের এক পাশ দিয়ে ঔষধ প্রয়োগ।

٥٢٩٤ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَّعَائِشَةَ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ قَبَّلَ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مَيِّتٌ قَالَ وَقَالَتْ عَائِشَةُ لَدَدْنَاهُ فِيْ مَرَضِهِ فَجَعَلَ يُشِيْرُ اِلَيْنَا اَنْ لاَّ تَلُدُّنِيْ فَقُلْنَا كَرَاهِيَةُ الْمَرِيْضِ لِلدَّوَاءِ فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ اَلَمْ اَنْهَكُمْ اَنْ تَلُدُّوْنِيْ قُلْنَا كَرَاهِيَةَ الْمَرِيْضِ لِلدَّوَاءِ فَقَالَ لاَ يَبْقَى اَحَدٌ فِى الْبَيْتِ اِلاَّ لُدَّ وَاَنَا اَنْظُرُ اِلاَّ الْعَبَّاسَ فَاِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ .

৫২৯৪. ইবনে আব্বাস ও আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) ইনতিকাল করলে আবু বাক্র (রা) নবী (স)-কে (তাঁর কপালে) চুমু দিলেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমরা তাঁর অসুখের সময় তাঁর মুখের ভেতর ঔষধ ঢেলে দেই কিন্তু তিনি আমাদেরকে ইশারায় তাঁর মুখে ঔষধ দিতে নিষেধ করেন। আমরা মনে করলাম, রোগী ঔষধ খেতে অনীহা প্রকাশ করেই থাকে। তিনি সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে বলেন, আমি কি তোমাদেরকে আমার মুখে ঔষধ দিতে নিষেধ করিনি? আমরা বললাম, আমরা তো সাধারণ রোগীদের অনীহা প্রকাশের ন্যায় মনে করেছিলাম। তিনি বলেন, ঘরে কেউ আমার নযরে পড়লে ঔষধ না গিলিয়ে কাউকে ছাড়ব না, আব্বাস ছাড়া। কেননা তিনি তোমাদের সাথে (আমাকে ঔষধ সেবনে) জড়িত ছিলেন না।

٥٢٩٥ـ عَنْ اُمِّ قَيْسٍ قَالَتْ دَخَلْتُ بِابْنٍ لِيْ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ اَعْلَقْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ فَقَالَ عَلَى مَا تَدْغَرْنَ اَوْلاَدَكُنَّ بِهٰذَا الْعِلاَقِ عَلَيْكُنَّ بِهٰذَا الْعُوْدِ الْهِنْدِيِّ فَاِنَّ فِيْهِ سَبْعَةَ اَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ يُسْعَطُ مِنَ الْعُذْرَةِ يُلَدُّ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ فَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُوْلُ بَيَّنَ لَنَا اثْنَيْنِ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَنَا خَمْسَةً قُلْتُ لِسُفْيَانَ فَاِنَّ مَعْمَرًا يَقُوْلُ اَعْلَقْتُ عَلَيْهِ قَالَ لَمْ يَحْفَظْ اِنَّمَا قَالَ اَعْلَقْتُ عَنْهُ حَفِظْتُهُ مِنْ فِي الزُّهْرِيِّ وَوَصَفَ سُفْيَانُ الْغُلاَمَ يَحَنَّكُ بِالْاِصْبَعِ وَاَدْخَلَ سُفْيَانُ فِيْ حَنَكِهِ اِنَّمَا يَعْنِيْ رَفْعَ حَنَكِهِ بِاِصْبَعِهِ وَلَمْ يَقُلْ اَعْلِقُوْا عَنْهُ شَيْئًا .

৫২৯৫. উম্মু কায়েস (রা) বলেন, আমি আমার ছেলেকে নিয়ে রসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে হাজির হলাম। ছেলেটির আলজিহ্বা ফোলার অসুখ ছিল। আমি তার জিহ্বায় সজোরে চাপ দিয়েছিলাম। তিনি বলেন, এভাবে আপন সন্তানদের গলা চেপে কেন তাদেরকে তোমরা কষ্ট দিচ্ছ? তোমরা এই কোস্ত হিন্দী ব্যবহার কর। কেননা তাতে সাতটি রোগের নিরাময় আছে। ফুসফুস আবরক ঝিল্লীর প্রদাহও তার অন্তর্ভুক্ত। আলজিহ্বা ফোলার ব্যথা হলে তা ঘষে পানির সাথে মিশিয়ে ফোঁটা ফোঁটা করে নাকের ভেতর দিবে, আর ফুসফুস আবরক ঝিল্লীর প্রদাহ হলে মুখ দিয়ে তা খাওয়াতে হবে।

সুফিয়ান বলেন, আমি যুহরীকে বলতে শুনেছি, আমাদের নিকট দু'টি রোগের কথাই বর্ণনা করা হয়েছে। বাকী পাঁচটির কথা বলা হয়নি। আলী ইবনে আবদুল্লাহ্ বর্ণনা করেন, আমি সুফিয়ানকে বললাম, মামার বর্ণনা করেন, "আলাক্তু আলাইহি"। তিনি বলেন, মামারের স্মরণ নেই। আমি যুহরীর মুখেই শুনে মনে রেখেছি যে, তিনি "আলাক্তু আনহু" বলতেন। আর সুফিয়ান সেই ছেলেটির বর্ণনা দিয়েছেন, আঙ্গুল দিয়ে যার তালুতে চাপ দেয়া হয়েছে। সুফিয়ান নিজের তালুতে আঙ্গুল চেপে বুঝিয়ে দেন। আর কেউই "আলিকু আনহু শাইআন" বাক্য বর্ণনা করেননি।

২২-অনুচ্ছেদ ঃ

٥٢٩٦- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاشْتَدَّ وَجَعُهُ اِسْتَاذَنَ اَزْوَاجَهُ فِي اَنْ يُمَرَّضَ فِيْ بَيْتِيْ فَاَذِنَّ لَهُ فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلَاهُ فِي الْاَرْضِ بَيْنَ عَبَّاسٍ وَاٰخَرَ فَاَخْبَرتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ هَلْ تَدْرِيْ مَنِ الرَّجُلُ الْاٰخَرُ الَّذِيْ لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ عَلِيٌّ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ مَا دَخَلَ بَيْتَهَا وَاشْتَدَّ بِهٖ وَجَعُهُ هَرِيْقُوْا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لَمْ تُحْلَلْ اَوْكِيَتُهُنَّ لَعَلِّيْ اَعْهَدُ اِلَى النَّاسِ قَالَتْ فَاَجْلَسْنَاهُ فِيْ مِخْضَبٍ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ طَفِقْنَا نَصُبُّ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْقِرَبِ حَتّٰى جَعَلَ يُشِيْرُ اِلَيْنَا اَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ قَالَتْ وَخَرَجَ اِلَى النَّاسِ فَصَلّٰى لَهُمْ وَخَطَبَهُمْ .

৫২৯৬. নবী পত্নী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রসূলুল্লাহ (স)-এর স্বাস্থ্যের অবনতি হল এবং রোগ অত্যন্ত বেড়ে গেল, তখন তিনি আমার ঘরে থাকার জন্য তাঁর স্ত্রীগণের কাছে অনুমতি চাইলেন। সবাই তাঁকে অনুমতি দিলেন। তিনি দু'জন লোকের কাঁধে ভর দিয়ে বের হলেন এবং তাঁর পা দু'টি আব্বাস (রা) এবং অপর এক ব্যক্তির মধ্যখানে মাটিতে টেনে টেনে যাচ্ছিলেন। আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে এটা অবহিত করলে জিজ্ঞেস করেন, আয়েশা (রা) অন্য লোকটির নাম বলেননি তিনি কে ছিলেন তুমি কি জান ? আমি বললাম, না। তিনি বলেন, সে ছিল আলী (রা)। আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) যখন তাঁর ঘরে পদার্পণ করলেন এবং তাঁর রোগকষ্ট খুবই বেড়ে গেল তখন তিনি বলেন, যেসব মশকের মুখ এখনো খোলা হয়নি (আবদ্ধ ও পানি ভরা) আমার গায়ে সেসব মশকের সাত মশক পানি ঢেলে দাও, আমি লোকদেরকে কিছু উপদেশ দিব। আয়েশা (রা) বলেন, আমরা তাকে হাফসা (রা)-এর একটি মিখযাবে (কাপড় কাচার পাত্র) বসালাম এবং তাঁর গায়ে ওসব মশক থেকে পানি ঢালতে লাগলাম। শেষে তিনি ইশারায় বলেন, তোমরা তোমাদের কাজ সমাধা করেছ। এরপর তিনি লোকজনের নিকট গেলেন, তাদের নামায পড়ালেন এবং সবার সামনে ভাষণ দিলেন।

২৩-অনুচ্ছেদ ঃ আলজিহ্বা ফুলে ব্যথা হওয়া।

٥٢٩٧۔ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبدِ اللّٰهِ اَنَّ اُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ الْاَسَدِيَّةَ اَسَدَ خُزَيْمَةَ وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْاُوَلِ اللاَّتِىْ بَايَعْنَ النَّبِيَّ ﷺ وَهِيَ اُخْتُ عُكَّاشَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا اَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِابْنٍ لَّهَا قَدْ اَعْلَقَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَلاَمَ تَدْغَرْنَ اَوْلاَدَكُنَّ بِهٰذَا الْعِلاَقِ عَلَيْكُمْ بِهٰذَا الْعُوْدِ الْهِنْدِيِّ فَاِنَّ فِيْهِ سَبْعَةَ اَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ يُرِيْدُ الْكُسْتَ وَهُوَ الْعُوْدُ الْهِنْدِيُّ .

৫২৯৭. উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। উম্মু কায়েস বিনতে মিহসান আসাদিয়া আসাদ খুজাইমা গোত্রের মহিলা ছিলেন। প্রথমে হিজরতকারিণী মহিলাদের মধ্যে যাঁরা নবী (স)-এর নিকট বাই'আত করেছিলেন, তিনি তাদের অন্যতমা এবং তিনি উক্কাশা (রা)-এর বোন ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেছেন, তিনি তাঁর ছেলেকে সাথে নিয়ে রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসলেন। তার আলজিহ্বা ফোলার দরুন তাতে চাপ দেয়া হয়েছিল। নবী (স) বলেন, কেন তোমরা আপন সন্তানদের জিহ্বার তালুতে চাপ দিয়ে তাদের কষ্ট দাও ? এ চন্দন কাঠ ব্যবহার কর, কেননা এতে সাত রকম রোগের চিকিৎসা হয়। এর একটি হল ফুসফুস আবরক ঝিল্লীর প্রদাহ।

২৪-অনুচ্ছেদ ঃ দাস্ত বন্ধ হওয়ার চিকিৎসা।

٥٢٩٨۔ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اَخِىْ اِسْتَطْلَقَ بَطْنُهُ فَقَالَ اسْقِهِ عَسَلاً فَسَقَاهُ فَقَالَ اِنِّىْ سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدْهُ اِلاَّ اِسْتِطْلاَقًا فَقَالَ صَدَقَ اللّٰهُ وَكَذَبَ بَطْنُ اَخِيْكَ .

৫২৯৮. আবু সায়ীদ (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এসে বলল, আমার ভাইয়ের পেট ছুটেছে (দাস্ত হচ্ছে)। তিনি বলেন, তাকে মধু পান করাও। সে (গিয়ে) মধু পান করাল। পরে (এসে) বলল, আমি তাকে মধু পান করিয়েছি কিন্তু দাস্ত আরও বেড়ে গেছে। নবী (স) বলেন, আল্লাহ্‌র কালাম সত্য। তোমার ভাইয়ের পেট সত্য নয়।

২৫-অনুচ্ছেদ ঃ 'সাফার' পেটের পীড়া ছাড়া আর কিছু নয়।

٥٢٩٩۔ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ عَدْوٰى وَلاَ صَفَرَ وَلاَهَامَةَ فَقَالَ اَعْرَابِىٌّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَا بَالُ اِبِلِىْ تَكُوْنُ فِى الرَّمْلِ كَاَنَّهَا الظِّبَاءُ فَيَاتِىْ الْبَعِيْرُ الْاَجْرَبُ فَيَدْخُلُ بَيْنَهَا فَيُجْرِبُهَا فَقَالَ فَمَنْ اَعْدَى الْاَوَّلَ .

৫২৯৯. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, ছোঁয়াচে বলতে কোন রোগ নেই, সাফারও নেই এবং পেঁচার মধ্যে অমঙ্গল বলতে কিছু নেই। তখন একজন গ্রাম্য লোক

বলল, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! তাহলে আমার উটগুলোর এ দশা হয় কেন ? এগুলো থাকে চারণভূমিতে। দেখতে বন্য হরিণের ন্যায় সুন্দর। অতপর সেখানে একটি চর্মরোগে আক্রান্ত উট আসে, আমার উটগুলোর মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং সেগুলোকেও চর্ম রোগাক্রান্ত বানিয়ে দেয়। নবী (স) বলেন, তাহলে প্রথম উটটির মধ্যে রোগ সৃষ্টি করল কে ?

২৬-অনুচ্ছেদ ঃ ফুসফুস আবরক ঝিল্লীর প্রদাহ।

٥٣٠٠- عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ اللَّاتِي بَايَعْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهِيَ أُخْتُ عُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِابْنٍ لَّهَا قَدْ عَلَقَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ فَقَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا تَدْغَرُوْنَ أَوْلَادَكُمْ بِهٰذِهِ الْأَعْلَاقِ عَلَيْكُم بِهٰذَا الْعُوْدِ الْهِنْدِيِّ فَإِنَّ فِيْهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ يُرِيْدُ الْكُسْتَ .

৫৩০০. উম্মু কায়েস বিনতে মিহসান (রা) প্রথম পর্যায়ের মুহাজির মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। প্রথম যারা রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট বাইআত করেন তিনিও তাদের একজন ছিলেন। তিনি উক্কাশা ইবনে মিহসানের বোন। তিনি বলেন, তিনি তাঁর একটি ছোট ছেলে নিয়ে রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসলেন। তার আলজিহ্বা ফোলায় ব্যথা হয়েছিল। এজন্য তার তালুতে সজোরে চাপ দেয়া হয়েছিল। নবী (স) বলেন, এভাবে যে তোমরা তোমাদের সন্তানদের তালু দাবিয়ে তাদের কষ্ট দিচ্ছ, সে ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় কর। তোমরা এ চন্দন কাঠ ব্যবহার করতে পার। ওতে সাত রকম রোগের চিকিৎসা হয়ে থাকে। ওসব রোগের একটি হল ফুসফুস আবরক ঝিল্লীর প্রদাহ।

٥٣٠١- عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ وَأَنَسَ بْنَ النَّضْرِ كَوَيَاهُ وَكَوَاهُ أَبُوْ طَلْحَةَ بِيَدِهِ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَذِنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِأَهْلِ بَيْتٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ أَنْ يَّرْقُوْا مِنَ الْحُمَةِ وَالْأُذُنِ قَالَ أَنَسٌ كُوِيْتُ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَيٌّ وَّشَهِدَنِيْ أَبُوْ طَلْحَةَ وَأَنَسُ بْنُ النَّضْرِ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَبُوْ طَلْحَةَ كَوَانِيْ .

৫৩০১. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। আবু তালহা (রা) ও আনাস ইবনে নাদর (রা) তাঁকে উত্তপ্ত লোহা দ্বারা সেক দিয়েছেন। আর আবু তালহা তাঁকে নিজ হাতে সেক দিয়েছেন।

অন্য এক সনদসূত্রে আনাস ইবনে মালেক (রা) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (স) একজন আনসারীর ঘরের পরিবার-পরিজনকে কোন বিষাক্ত প্রাণী দংশন করলে এবং কানে বেদনা হলে ঝাড়-ফুঁক করতে অনুমতি দিয়েছেন। আনাস (রা) বর্ণনা করেন, আমাকে রসূলুল্লাহ (স)-এর জীবদ্দশায় উত্তপ্ত লোহা দ্বারা সেক দেয়া হয়েছে। আমার নিকট তখন আবু তালহা (রা), আনাস ইবনে নাদর (রা) ও যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) উপস্থিত ছিলেন এবং আবু তালহা (রা) আমাকে সেক দেন।

২৭-অনুচ্ছেদ ঃ রক্ত বন্ধ করার জন্য চাটাই পুড়ে ছাই দেয়া।

٥٣٠٢- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ لَمَّا كُسِرَتْ عَلَى رَأْسِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْبَيْضَةُ وَأُدْمِيَ وَجْهُهُ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ وَكَانَ عَلِيٌّ يَخْتَلِفُ بِالْمَاءِ فِي الْمِجَنِّ وَجَاءَتْ فَاطِمَةُ تَغْسِلُ عَنْ وَّجْهِهِ الدَّمَ فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ الدَّمَ يَزِيْدُ عَلَى الْمَاءِ كَثْرَةً عَمِدَتْ اِلٰى حَصِيْرٍ فَاحْرَقَتْهَا وَاَلْصَقَتْهَا عَلٰى جُرْحِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرَقَأَ الدَّمُ .

৫৩০২. সাহল ইবনে সাদ আস-সাইদী (রা) বলেন, যখন (উহুদের ময়দানে) রসূলুল্লাহ (স)-এর মাথায় লৌহ শিরস্ত্রাণ চূর্ণ হয়ে গেল, তাঁর মুখমণ্ডল রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেল এবং দাঁত ভেঙ্গে গেল। আলী (রা) ঢাল ভর্তি করে এনে পানি দিতে থাকলেন এবং ফাতিমা (রা) তাঁর মুখমণ্ডলের রক্ত ধুইতে লাগলেন। কিন্তু ফাতিমা (রা) যখন দেখলেন যে পানির তুলনায় রক্ত বেশী, তখন তিনি একটি চাটাই পোড়ালেন এবং রসূলুল্লাহ (স)-এর ক্ষতস্থানে (ছাই) লাগিয়ে দিলেন। ফলে রক্ত বন্ধ হয়ে গেল।

২৮-অনুচ্ছেদ ঃ জ্বর জাহান্নামের তাপ হতে।

٥٣٠٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْحُمّٰى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَاَطْفِئُوْهَا بِالْمَاءِ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يَقُوْلُ اَكْشِفْ عَنَّا الرِّجْزَ .

৫৩০৩. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, জ্বর জাহান্নামের তাপ হতে। অতএব তোমরা এর তাপ পানির সাহায্যে নির্বাপিত কর।[১০]

٥٣٠٤- عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ اَنَّ اَسْمَاءَ بِنْتَ اَبِي بَكْرٍ كَانَتْ اِذَا اُتِيَتْ بِالْمَرْأَةِ قَدْ حُمَّتْ تَدْعُوْ لَهَا اَخَذَتِ الْمَاءَ فَصَبَّتْهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَيْبِهَا وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاْمُرُنَا اَنْ نَبْرُدَهَا بِالْمَاءِ .

৫৩০৪. ফাতিমা বিনতে মুনযির (র) থেকে বর্ণিত। আসমা বিনতে আবু বাকর (রা)-এর নিকট জ্বরে আক্রান্ত কোন নারী দু'আর জন্য আনা হলে তিনি হাতে পানি নিতেন এবং তা ওই নারীর জামার ফাঁক দিয়ে তার গায়ে ছিটিয়ে দিতেন। তিনি বলতেন, রসূলুল্লাহ (স) পানি দ্বারা গায়ের জ্বর ঠাণ্ডা করতে আমাদেরকে নির্দেশ দিতেন।

---

১০. বিজ্ঞানের মতে সকল তাপের উৎস সূর্য। বেহেশত-দোযখ যেহেতু বিজ্ঞানের গবেষণা বহির্ভূত। সেহেতু এ সম্পর্কে বিজ্ঞানের সাথে বিরোধ-অবিরোধের কোন প্রশ্নই উঠে না। ইসলামের দৃষ্টিতে জ্বরের উৎপত্তি জাহান্নামের উত্তাপ থেকে হয়ে থাকে। কারণ, জাগতিক সকল তাপের উৎস জাহান্নাম। সেখান থেকেই আল্লাহ্‌র কুদরতে জগতের সকল রকম গরম ও উত্তাপের সৃষ্টি হয়। তাই সূর্যের উত্তাপের উৎসও জাহান্নাম। জ্বরে পানি ও বরফের ব্যবহার বর্তমানে বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত এবং একটি সাধারণ ব্যবস্থা। জ্বর বেড়ে গেলে মাথায় পানি ঢেলে তাপ নিবারণ একটি ডাক্তারী বিধান, এমনকি অতিমাত্রায় উত্তাপ বেড়ে গেলে রোগীর সারা শরীর পানি দিয়ে ঠাণ্ডা করা হয়। নবী (স)-এর এ বাণী তাই চিকিৎসাশাস্ত্র সম্মত।

٥٣٠٥- عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابْرِدُوهَا بِالْمَاءِ .

৫৩০৫. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, জাহান্নামের উত্তাপ হতে জ্বরের উৎপত্তি। অতএব তোমরা পানির সাহায্যে তা ঠাণ্ডা করো।

٥٣٠٦- عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابْرِدُوهَا بِالْمَاءِ .

৫৩০৬. রাফে ইবনে খাদীজ (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি, জাহান্নামের তাপ থেকে জ্বরের উৎপত্তি। সুতরাং তোমরা পানি দ্বারা তা ঠাণ্ডা করো।

২৯-অনুচ্ছেদ ঃ কেউ অস্বাস্থ্যকর এলাকা ত্যাগ করলে।

٥٣٠٧- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ حَدَّثَ اَنَّ نَاسًا اَوْ رِجَالاً مِّنْ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ قَدِمُوْا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَتَكَلَّمُوْا بِالْاِسْلاَمِ وَقَالُوْا يَانَبِيَّ اللّٰهِ اِنَّا كُنَّا اَهْلَ ضَرْعٍ وَلَمْ نَكُنْ اَهْلَ رِيْفٍ وَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِيْنَةَ فَاَمَرَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِذَوْدٍ وَبِرَاعٍ وَّاَمَرَهُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا فِيْهِ فَيَشْرَبُوْا مِنْ اَلْبَانِهَا وَاَبْوَالِهَا فَانْطَلَقُوْا حَتّٰى كَانُوْا بِنَاحِيَةِ الْحَرَّةِ كَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلاَمِهِمْ وَقَتَلُوْا رَاعِىَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاسْتَاقُوْا الذَّوْدَ فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِىْ اٰثَارِهِمْ وَاَمَرَ بِهِمْ فَسَمَرُوْا اَعْيُنَهُمْ وَقَطَعُوْا اَيْدِيَهُمْ وَتُرِكُوْا فِىْ نَاحِيَةِ الْحَرَّةِ حَتّٰى مَاتُوْا عَلٰى حَالِهِمْ .

৫৩০৭. আনাস ইবনে মালেক (রা) বর্ণনা করেছেন, 'উক্ল' ও 'উরাইনার' কিছু লোক রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসলো এবং ইসলাম গ্রহণ করলো। তারা বলল, হে আল্লাহ্র নবী! আমরা পশুপালনকারী, চাষাবাদকারী ছিলাম না। মদীনার আবহাওয়া তাদের স্বাস্থ্যের অনুকূল হয়নি। তখন রসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে একটি রাখালসহ একপাল উট প্রদানের নির্দেশ দিলেন এবং তাদেরকে সেই উটের দুধ ও পেশাব পান করতে বলেন। লোকগুলো রওয়ানা হয়ে 'হার্‌রা' এলাকার নিকট পৌঁছে মুর্তাদ হয়ে গেল (ইসলাম ত্যাগ করলো), রসূলুল্লাহ (স)-এর রাখালটি হত্যা করল এবং উটগুলোকে হাঁকিয়ে নিয়ে গেল। এ খবর নবী (স)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি দুর্বৃত্তদের পিছু ধাওয়া করার জন্য লোক পাঠালেন। অতপর তাঁর নির্দেশ মোতাবেক সুঁই দিয়ে তাদের চোখ ফুঁড়ে দেয়া হল এবং পা কেটে ফেলা হল। অতপর তাদেরকে সেই 'হার্‌রা' এলাকায় ফেলে রেখে আসা হল এবং তাঁরা এ অবস্থায় মারা গেল।

৩০-অনুচ্ছেদ ঃ প্লেগ-মহামারী সম্পর্কে।

٥٣٠٨ـ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ يُحَدِّثُ سَعْدًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُوْنِ بِاَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوْاهَا وَاِذَا وَقَعَ بِاَرْضٍ وَاَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوْا مِنْهَا.

৫৩০৮. উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে সাদ (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন, তোমরা কোন স্থানে মহামারীর প্রাদুর্ভাব হয়েছে শুনলে সেখানে যেও না। আর কোন স্থানে মহামারী দেখা দেয়ার সময় তোমরা সেখানে অবস্থানরত থাকলে ওখান থেকে চলে যেও না।

٥٣٠٩ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ اِلَى الشَّامِ حَتّٰى اِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيَهُ أُمَرَاءُ الاَجْنَادِ اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَاَصْحَابُهُ فَاَخْبَرُوْهُ اَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِرَضِ الشَّامِ قَالَ بْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ عُمَرُ اُدْعُ لِى الْمُهَاجِرِيْنَ الاَوَّلِيْنَ فَدَعَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُم وَاَخْبَرَهُمْ اَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَاخْتَلَفُوْا فَقَالَ بَعضُهُم قَدْ خَرَجْتَ لاَمْرٍ وَلاَ نَرٰى اَن تَرْجِعَ عَنْهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَعكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَاَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلاَ نَرٰى اَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلٰى هٰذَا الْوَبَاءِ فَقَالَ ارْتَفِعُوْا عَنِّى ثُمَّ قَالَ ادْعُوْا لِى الاَنْصَارَ فَدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ فَسَلَكُوْا سَبِيْلَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَاخْتَلَفُوْا كَاخْتِلاَفِهِمْ فَقَالَ ارْتَفِعُوْا عَنِّى ثُمَّ قَالَ ادْعُ لِىْ مَنْ كَانَ هٰهُنَا مِن مَّشِيخَةِ قُرَيْشٍ مِّنْ مُّهَاجِرَةِ الْفَتْحِ فَدَعَوْتُهُمْ فَلَمْ يَخْتَلِفْ مِنْهُم عَلَيهِ رَجُلاَنِ فَقَالُوا نَرٰى اَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلاَ تُقْدِمَهُم عَلٰى هٰذَا الْوَبَاءِ فَنَادٰى عُمَرُ فِى النَّاسِ اِنِّىْ مُصَبِّحٌ عَلٰى ظَهْرٍ فَاَصْبِحُوْا عَلَيْهِ قَالَ اَبُوْا عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ اَفِرَارًا مِّنْ قَدَرِ اللّٰهِ فَقَالَ عُمَرُ لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا اَبَا عُبَيْدَةَ نَعَمْ نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ اِلٰى قَدَرِ اللّٰهِ اَرَاَيتَ لَوْ كَانَ لَكَ اِبِلٌ هَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدْوَتَانِ اِحْدَاهُمَا خَصِبَةٌ وَّالاُخْرٰى جَدْبَةٌ اَلَيْسَ اِنْ رَّعَيْتَ الْخَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللّٰهِ وَاِنْ رَعَيتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللّٰهِ قَالَ فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوفٍ وَّكَانَ مُتَغَيِّبًا فِىْ بَعْضِ حَاجَتِهِ فَقَالَ اِنَّ عِنْدِىْ فِى هٰذَا عِلْمًا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِاَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوْا عَلَيْهِ وَاِذَا وَقَعَ بِاَرْضٍ وَّاَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوْا فِرَارًا مِّنْهُ قَالَ فَحَمِدَ اللّٰهَ عُمَرُ ثُمَّ انْصَرَفَ.

৫৩০৯. আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) (তাঁর খেলাফতকালে মদীনা হতে) সিরিয়া রওয়ানা হন। 'সার্‌গ' নামক স্থানে সেনাবাহিনী প্রধান হযরত আবু উবাইদা ইবনুল জার্‌রাহ (রা) ও তাঁর সঙ্গীগণ হযরত উমার (রা)-এর সাথে দেখা করলেন। তারা তাঁকে অবহিত করেন যে, সিরিয়ায় মহামারীর প্রাদুর্ভাব হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, উমার (রা) বললেন, তোমরা প্রবীণ মুহাজিরগণকে আমার নিকট ডেকে আন। সুতরাং তাদেরকে ডেকে এনে সমবেত করা হলে উমার (রা) তাঁদের পরামর্শ চাইলেন এবং তাঁদেরকে অবহিত করলেন যে, সিরিয়ায় মহামারী দেখা দিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে তাঁদের মধ্যে মতভেদ হল। কেউ বলেন, আপনি যে উদ্দেশ্যে বেরিয়ে এসেছেন তা থেকে ফিরে যাওয়া আমাদের মত নয়। আর কেউ বলেন, আপনার সাথে মুসলিম সমাজের অবশিষ্ট প্রবীণ ব্যক্তিবর্গ এবং রসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবীগণ রয়েছেন। সেই মহামারীর মুখে তাঁদেরকে ঠেলে দেয়া আমরা ভালো মনে করি না। উমার (রা) তাঁদেরকে চলে যেতে বলেন। পুনরায় নির্দেশ দিলেন, আমার নিকট মদীনাবাসী আনসারগণকে ডেকে আন। আমি তাদেরকে ডেকে আনলাম। উমার (রা) তাদের নিকটও পরামর্শ চাইলেন। তারাও মুহাজিরগণের পথ অবলম্বন করলেন এবং তারাও অনুরূপ মতভেদে লিপ্ত হলেন। তখন উমার (রা) এদেরকেও বলেন, আপনারা চলে যান। আবার তিনি বলেন, এবার আমার নিকট কুরাইশ বংশের সেসব প্রবীণ ব্যক্তিকে ডেকে আন যাঁরা মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে হিজরত করেছিলেন। আমি তাদেরকে ডেকে আনলাম। কিন্তু তাঁরা দু'জনও এ ব্যাপারে কোনরূপ মতবিরোধ করেননি। তাঁরা সবাই এক হয়ে বলেন ঃ আমাদের অভিমত হল এ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে নিয়ে ফিরে যাওয়া। আর তাদেরকে মহামারীর মুখে ঠেলে না দেয়াই উচিত। তাই উমার (রা) সকলের মধ্যে ঘোষণা করে দিলেন যে, আগামীকাল ভোরেই আমি ফিরে যাওয়ার জন্য সওয়ারীর পিঠে আরোহণ করব। সুতরাং লোকজন অতি ভোরে তাঁর নিকট আসলো। আবু উবাইদা ইবনুল জার্‌রাহ (রা) জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি আল্লাহ্‌র তাকদীর (ফায়সালা) থেকে পালিয়ে যেতে চান ? উমার (রা) বলেন, হে আবু উবাইদা ! তুমি ভিন্ন অন্য কেউ যদি একথা বলত ! হাঁ, আমরা আল্লাহ্‌র (এক) তাকদীর হতে আল্লাহর (আরেক) তাকদীরের দিকেই পালাচ্ছি। বলতো তোমার নিকট উট আছে। তুমি (তা চরাতে) এক উপত্যকায় নিয়ে গেলে। তাতে আছে দু'টি ময়দান। একটি সবুজ-শ্যামল, অপরটি শুষ্ক ও ধূসর। ব্যাপারটি কি এরূপ নয় যে, যদি তুমি সবুজ-শ্যামল প্রান্তরে চরাও, তবে আল্লাহ্‌র তাকদীর অনুযায়ী তা করলে। আর যদি শুষ্ক ও ধূসর প্রান্তর নির্বাচন করলে, সেটাও আল্লাহ্‌র তাকদীরের কারণেই করলে। ইত্যবসরে আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) এসে পৌঁছলেন। কোন প্রয়োজনে ব্যস্ত থাকায় তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, আপনাদের বিতর্কিত বিষয়ে একটি হাদীস আমার জানা আছে। আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ যখন তোমরা শুনতে পাও যে, কোন স্থানে মহামারী দেখা দিয়েছে, তবে সেখানে যেও না। আর যখন কোথাও তা ছড়িয়ে পড়ে এবং তুমি সেখানে থেকে থাক তাহলে ওখান থেকে পালিয়ে যেও না। উমার (রা) আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন, অতপর (মদীনার দিকে) প্রত্যাবর্তন করলেন।

٥٣١٠ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرٍ اَنَّ عُمَرَ خَرَجَ اِلَى الشَّامِ فَلَمَّا كَانَ بِسَرْغَ بَلَغَهُ اَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَاَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوفٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ

ﷺ قَالَ اِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِاَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوْا عَلَيْهِ وَاِذَا وَقَعَ بِاَرْضٍ وَاَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوْا فِرَارًا مِّنْهُ .

৫৩১০. আবদুল্লাহ্ ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। উমার (রা) সিরিয়া যাত্রা করলেন। 'সারগ' নামক স্থানে পৌঁছে তিনি খবর পেলেন যে, সিরিয়ায় মহামারী দেখা দিয়েছে। তখন আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (স) ইরশাদ করেছেন ঃ যখন তোমরা শোন যে, কোন জায়গায় মহামারীর প্রাদুর্ভাব হয়েছে তোমরা সেখানে যেও না। আর কোন জায়গায় তার প্রাদুর্ভাব ঘটলে এবং তোমরা সেখানে থেকে থাকলে সেখান থেকে পালিয়ে যেও না।

٥٣١١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَدْخُلُ الْمَدِيْنَةَ الْمَسِيْحُ وَلاَ الطَّاعُوْنُ .

৫৩১১. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন ঃ মদীনায় মসীহ দাজ্জাল ও প্লেগ রোগ ঢুকতে পারবে না।

٥٣١٢- عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ قَالَتْ قَالَ لِىْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يَحْيٰى بِمَا مَاتَ قُلْتُ مِنَ الطَّاعُوْنِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الطَّاعُوْنُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ .

৫৩১২. হাফসা বিনতে সিরীন (র) বলেন, আনাস ইবনে মালেক (রা) আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন, (তোমার ভাই) ইয়াহ্ইয়া কি রোগে মরেছে ? আমি বললাম, প্লেগ রোগে। তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ্ (স) বলেন, প্লেগ রোগ। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য শাহাদাত।

٥٣١٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْمَبْطُوْنُ شَهِيْدٌ وَالْمَطْعُوْنُ شَهِيْدٌ .

৫৩১৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, কলেরা বা পেটের দাস্ত ও প্লেগ রোগে মৃত্যু ঘটলে (সেই মুসলমান) শহীদ।

৩১-অনুচ্ছেদ ঃ প্লেগরোগে ধৈর্যধারণকারীর সওয়াব।

٥٣١٤- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهَا اَخْبَرَتْ اَنَّهَا سَاَلَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الطَّاعُوْنِ فَاَخْبَرَهَا نَبِىُّ اللّٰهُ ﷺ اَنَّهُ كَانَ عَذَابًا يَّبْعَثُهُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ فَجَعَلَهُ اللّٰهُ رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَّقَعُ الطَّاعُوْنُ فَيَمْكُثُ فِىْ بَلَدِهِ صَابِرًا يَّعْلَمُ اَنَّهُ لَنْ يُّصِيْبَهُ اِلاَّ مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ اِلاَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِ الشَّهِيْدِ .

৫৩১৪. নবী পত্নী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি প্লেগ রোগ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করেন। নবী (স) তাঁকে জানান যে, এর সূচনা হয়েছিল আযাবরূপে। আল্লাহ যাদের উপর চান তা পাঠান। কিন্তু আল্লাহ তাআলা একে ঈমানদারদের জন্য রহমত স্বরূপ বানিয়ে রেখেছেন। কোথাও যদি প্লেগ মহামারী ছড়িয়ে পড়ে এবং তথাকার কোন বান্দাহ একথা জেনে-বুঝেই ধৈর্য সহকারে সে শহরে অবস্থান করে যে, আল্লাহ তার ভাগ্যে যা লিখে দিয়েছেন সেই বিপদ ছাড়া আর কিছুই তার উপর আসবে না, তবে সে শহীদের অনুরূপ সওয়াব পাবে।

৩২-অনুচ্ছেদ ঃ কুরআন এবং সূরা 'ফালাক ও নাস' পড়ে ফুঁ দেয়া।

٥٣١٥- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْفُثُ عَلٰى نَفْسِهِ فِي الْمَرَضِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ فَلَمَّا ثَقُلَ كُنْتُ اَنْفُثُ عَلَيْهِ بِهِنَّ وَاَمْسَحُ بِيَدِهِ نَفْسَهُ لِبَرَكَتِهَا فَسَاَلْتُ الزُّهْرِيَّ كَيْفَ يَنْفُثُ قَالَ كَانَ يَنْفُثُ عَلٰى يَدَيْهِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ .

৫৩১৫. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) যে অসুখে ইন্তেকাল করেন, তাতে সূরা 'ফালাক ও নাস' পড়ে নিজের দেহে ফুঁ দিতেন। তাঁর রোগযাতনা অত্যধিক বেড়ে গেলে আমি তা পড়ে তাঁর উপর দম করতাম এবং বরকতের জন্য তাঁর হাতখানা তাঁর গায়ের উপর দিয়ে বুলিয়ে নিতাম। মামার বলেন, আমি যুহরীকে জিজ্ঞেস করলাম, কিভাবে তিনি দম করতেন ? তিনি বলেন, তিনি তাঁর দুই হাতের উপর দম করতেন, তারপর তা তাঁর মুখমণ্ডলে মলতেন।

৩৩-অনুচ্ছেদ ঃ সূরা ফাতিহা পড়ে ফুঁ দেয়া।

٥٣١٦- عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ نَاسًا مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ اَتَوْا عَلٰى حَيٍّ مِنْ اَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَقْرُوْهُمْ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذٰلِكَ اِذَا لُدِغَ سَيِّدُ اُولٰئِكَ فَقَالُوْا هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ اَوْ رَاقٍ فَقَالُوْا نَعَمْ اِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُوْنَا وَلاَ نَفْعَلُ حَتّٰى تَجْعَلُوْا لَنَا جُعْلاً فَجَعَلُوْا لَهُمْ قَطِيْعًا مِّنَ الشَّاءِ فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ وَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ وَيَتْفِلُ فَبَرَأَ فَاَتَوْا بِالشَّاءِ فَقَالُوْا لاَ نَاْخُذُهُ حَتّٰى نَسْاَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَسَاَلُوْهُ فَضَحِكَ وَقَالَ وَمَا اَدْرَاكَ اَنَّهَا رُقْيَةٌ خُذُوْهَا وَاضْرِبُوْا لِيْ بِسَهْمٍ .

৫৩১৬. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর একদল সাহাবী আরবের কোন এক গোত্রের নিকট আসেন। সেই গোত্রের লোকেরা তাঁদের কোন মেহমানদারী করেনি। এমতাবস্থায় ওদের গোত্রপতিকে বিষাক্ত প্রাণী দংশন করে। গোত্রের লোকেরা এসে তাঁদের নিকট জানতে চায়, তাঁদের কাছে এর কোন ঔষধ কিংবা ঝাঁড়ফুঁক আছে কি না। সাহাবীগণ বলেন, হাঁ, কিন্তু তোমরা আমাদের মেহমানদারী করনি। তাই যতক্ষণ তোমরা আমাদের জন্য (এর বিনিময়ে) একটা কিছু নির্দিষ্ট না করবে, ততক্ষণ আমরা এর

কোনটাই করব না। তারা এর বিনিময়ে কয়েকটি বকরী দিতে রাজী হল। তখন একজন সাহাবী সূরা ফাতিহা পড়া শুরু করলেন এবং থুথু জমা করে সেই গোত্রপতির গায়ে মেখে দিলেন। ফলে সে ভাল হয়ে গেল। গোত্রের লোকেরা কয়েকটি বকরী নিয়ে এলো। সাহাবীগণ বলেন, আমরা আমাদের নবী (স)-কে জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত বকরীগুলো গ্রহণ করতে পারি না। সুতরাং তাঁরা (এসে) নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করেন। নবী (স) (তা শুনে) হেসে দিলেন এবং বলেন ঃ তোমরা কি করে জানলে যে, সূরা ফাতিহা মন্ত্রের কাজ করে ? যাক, তোমরা বকরীগুলো নিয়ে নাও এবং তাতে আমার জন্যও ভাগ রেখ।

৩৪-অনুচ্ছেদ ঃ সূরা ফাতিহা দ্বারা ঝাড়-ফুঁকের বিনিময়ে শর্ত নির্ধারণ করা।

٥٣١٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ نَفَرًا مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مَرُّوْا بِمَاءٍ فِيْهِمْ لَدِيْغٌ اَوْ سَلِيْمٌ فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ الْمَاءِ فَقَالَ هَلْ فِيْكُمْ مِنْ رَّاقٍ اِنَّ فِي الْمَاءِ رُجُلاً لَدِيْغًا اَوْ سَلِيْمًا فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلٰى شَاءٍ فَبَرَأَ فَجَاءَ بِالشَّاءِ اِلٰى اَصْحَابِهِ فَكَرِهُوْا ذٰلِكَ وَقَالُوْا اَخَذْتَ عَلٰى كِتَابِ اللّٰهِ اَجْرًا حَتّٰى قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَخَذَ عَلٰى كِتَابِ اللّٰهِ اَجْرًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَحَقَّ مَا اَخَذْتُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا كِتَابُ اللّٰهِ .

৫৩১৭. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর একদল সাহাবী একটি জনপদ অতিক্রম করছিলেন যেখানে পানি ছিল। তাদের মধ্যে সাপে কাটা একটি লোক ছিল। পানির নিকট বসবাসকারী লোকদের একজন সাহাবীগণের নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, আপনাদের মধ্যে ঝাড়ফুঁক জানা কেউ আছেন কি ? পানির স্থানে বিচ্ছু কাটা একজন লোক আছে। একজন সাহাবী সেখানে গেলেন এবং কয়েকটি বকরী দানের শর্তে সূরা ফাতিহা পড়লেন (ফুঁ দিলেন)। ফলে লোকটি ভাল হয়ে গেল। তিনি ছাগলগুলো নিয়ে সাহাবীগণের নিকট আসলেন। কিন্তু তাঁরা তা অপসন্দ করলেন এবং বলতে লাগলেন, তুমি আল্লাহ্‌র কিতাবের বিনিময়ে মজুরী নিলে ? শেষে তারা মদীনা পৌছে নবী (স)-এর সমীপে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল !এ লোক আল্লাহ্‌র কিতাবের বিনিময়ে মজুরী নিয়েছে। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, যেসব জিনিসের বিনিময়ে মজুরী নেয়া যায় তার মধ্যে সবচেয়ে বড় হকদার হল আল্লাহ্‌র কিতাবের মজুরী।

৩৫-অনুচ্ছেদ ঃ বদ্‌নযর লাগলে ঝাড়ফুঁক করা।

٥٣١٨- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوْ اَمَرَ اَنْ يُّسْتَرْقٰى مِنَ الْعَيْنِ .

৫৩১৮. আয়েশা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) আমাকে অথবা (অন্য কাউকে) বদ্‌নযর লাগলে ঝাড়ফুঁক করতে হুকুম দিয়েছেন।

৫৩১৯- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى فِيْ بَيْتِهَا جَارِيَةً فِيْ وَجْهِهَا سَفْعَةٌ فَقَالَ اسْتَرْقُوْا لَهَا فَإِنَّ بِهَا النَّظْرَةَ .

৫৩১৯. উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) উম্মে সালামা (রা)-এর ঘরে একটি মেয়েকে দেখতে পেলেন। তার চেহারায় (নযর লাগার) চিহ্ন ছিল। তখন তিনি বলেন, এর জন্য ঝাড়ফুঁক করাও। কেননা তার উপর নযর লেগেছে।

৩৬-অনুচ্ছেদ ঃ নযর লাগা একটি বাস্তব ব্যাপার।

৫৩২০- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْعَيْنُ حَقٌّ وَنَهَى عَنِ الْوَشْمِ .

৫৩২০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, নযর লাগা একটি বাস্তব সত্য। তিনি (গায়ে) উলকি আঁকতে নিষেধ করেছেন।[১১]

৩৭-অনুচ্ছেদ ঃ সাপ-বিচ্ছুর দংশনে ঝাড়ফুঁক করা।

৫৩২১- عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الرُّقْيَةِ مِنَ الْحُمَةِ فَقَالَتْ رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ الرُّقْيَةَ مِنْ كُلِّ ذِيْ حُمَةٍ .

৫৩২১. আসওয়াদ (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বিষাক্ত জীবের দংশনে ঝাড়ফুঁক করার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, নবী (স) যে কোন বিষাক্ত প্রাণীর দংশনে ঝাড়ফুঁক করার অনুমতি দিয়েছেন।[১২]

৩৮-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর ঝাড়-ফুঁক।

৫৩২২- عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَثَابِتٌ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَقَالَ ثَابِتٌ يَا أَبَا حَمْزَةَ اشْتَكَيْتُ فَقَالَ أَنَسٌ أَلاَ أَرْقِيْكَ بِرُقْيَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَلَى قَالَ اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُذْهِبَ الْبَاسِ اِشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ لاَ شَافِيَ إِلاَّ أَنْتَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا .

৫৩২২. আবদুল আযীয (র) বলেন, আমি এবং সাবিত (র) আনাস ইবনে মালেক (রা)-এর নিকট গেলাম। সাবিত বললেন, হে আবু হামযা ! আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি। আনাস (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) যা পড়ে ঝাড়ফুঁক করতেন, তা পড়ে আমি তোমাকে ফুঁ দেব কি ? তিনি বলেন, হাঁ। তিনি পড়লেন ঃ "আল্লাহুম্মা রব্বান নাস মাযহিবিল বাস ইশফে আনতাশ শাফী লা শাফিয়া ইল্লা আন্তা শিফায়ান লা ইউগাদিরু সাকমান" (আয় আল্লাহ ! মানুষের মালিক, ব্যাধি ও কষ্ট নিবারণকারী, নিরাময় দান কর, তুমি ছাড়া অন্য কেউ নিরাময়দানকারী নেই। এমন নিরাময় দান কর, যা কোন রোগকে ছাড়ে না)।

১১. আরবে সেকালে হাতে কিংবা দেহের কোন অংশে সুঁচালো জিনিস দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কোন কিছুর চিত্র বা নকসা অংকন করা হত। নবী (স) এটা করতে নিষেধ করেছেন।

১২. কুরআনের আয়াত দ্বারা ঝাড়ফুঁক করা জায়েয। কিন্তু শিরকজনিত মন্ত্রপূত করা সম্পূর্ণ হারাম।

٥٣٢٣- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُعَوِّذُ بَعْضَ اَهْلِهِ يَمْسَحُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى وَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ اَذْهِبِ الْبَاسَ وَاشْفِهِ اَنْتَ الشَّافِيْ لاَ شِفَاءَ اِلاَّ شِفَاءُكَ شِفَاءً لاَّ يُغَادِرُ سَقَمًا.

৫৩২৩. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) সূরা নাস ও সূরা ফালাক পড়ে তাঁর কোন কোন বিবির ব্যথার স্থানে আপন ডান হাতখানা বুলিয়ে দিতেন এবং এ দোয়া পড়তেন ঃ "আল্লাহুম্মা রব্বান নাস আযহিবিল বাস ওয়াশফিহী আন্তাশ শাফী, লা শিফায়া ইল্লা শিফাউকা শিফায়ান লা ইউগাদিরু সাকামান" ("আয় আল্লাহ ! সব মানুষের পরোয়ারদিগার ব্যথা দূর করে দাও। তাকে শেফাদান কর। তুমিই রোগমক্তি দানকারী। তোমার শেফা ভিন্ন আর কোন শেফা নেই। এমন শেফাদান কর, যা কোন রোগকেই বাদ দেয় না)।"

٥٣٢٤- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَرْقِيْ يَقُوْلُ اَمْسَحِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ بِيَدِكَ الشِّفَاءُ لاَ كَاشِفَ لَهُ اِلاَّ اَنْتَ .

৫৩২৪. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। (রোগ হলে) রসূলুল্লাহ (স) নিম্নোক্ত দোয়া পড়ে ফুঁ দিতেন ঃ "আমসাহিল বাসা রব্বান নাস, বিইয়াদিকাশ শিফাউ, লা কাশিফা লাহু ইল্লা আন্তা" ("হে মানুষের মালিক ! এ ব্যথাটি দূর করে দাও। আরোগ্য দান তো একমাত্র তোমারই হাতে। তুমি ছাড়া আর কেউ এ ব্যথা দূর করতে পারে না।")

٥٣٢٥- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لِلْمَرِيْضِ بِسْمِ اللّٰهِ تُرْبَةُ اَرْضِنَا بِرِيْقَةِ بَعْضِنَا يُشْفَى سَقِيْمُنَا بِاِذْنِ رَبِّنَا.

৫৩২৫. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) রোগীর জন্য এ দোয়া করতেন ঃ "বিসমিল্লাহি তুরবাতু আরদিনা বিরিকাতে বাদিনা ইউশফা সাকীমুনা বিইযনি রব্বিনা" ["আল্লাহ্‌র নামে,আমাদের এই জমিনের মাটি, আমাদের একজনের থুথুর সাথে (মিশানো হচ্ছে এ উদ্দেশ্যে,) আমাদের রবের হুকুমে যেন আমাদের রোগী আরোগ্য লাভ করে]।"

٥٣٢٦- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ فِيَ الرُّقْيَةِ بِسْمِ اللّٰهِ تُرْبَةُ اَرْضِنَا وَرِيْقَةُ بَعْضِنَا يُشْفَى سَقِيْمُنَا بِاِذْنِ رَبِّنَا.

৫৩২৬. আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) ঝাড়ফুঁকে এ দোয়া পড়তেন ঃ বিসমিল্লাহি তুরবাতু আরদিনা ওয়ারীকাতু বাদিনা ইউশফা সাকীমুনা বিইযনি রব্বিনা। ["আল্লাহর নামে আমাদের জমিনের মাটি এবং আমাদের একজনের থুথু (মিশিয়ে রোগে ব্যবহার করছি এ উদ্দেশ্যে যে,) আমাদের রবের হুকুমে যেন আমাদের রোগী আরোগ্য লাভ করে]।"

৩৯-অনুচ্ছেদ ঃ ঝাড়ফুঁকের সময় থুথু নিক্ষেপ।

٥٣٢٧- عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ الرُّؤْيَا مِنَ اللّٰهِ وَالْحُلْمُ مِنَ

الشَّيْطَانِ فَاِذَا رَأَى اَحَدُكُمْ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُثْ حِيْنَ يَسْتَيْقِظُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَيَتَعَوَّذْ مِنْ شَرِّهَا فَاِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ وَقَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ فَاِنْ كُنْتُ لاَرَى الرُّؤْيَا اَثْقَلَ عَلَىَّ مِنَ الْجَبَلِ فَمَا هُوَ الاَّ اَنْ سَمِعْتُ هٰذَا الْحَدِيْثَ فَمَا اُبَالِيْهَا.

৫৩২৭. আবু কাতাদা (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি, (ভালো) স্বপ্ন আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে হয়ে থাকে। আর খারাপ স্বপ্ন হয় শয়তানের তরফ থেকে। তোমাদের কেউ অমনোপুত স্বপ্ন দেখলে ঘুম থেকে সে জেগে যেন তিনবার থুথু ফেলে এবং এর অনিষ্ট থেকে পানাহ চায়। তাহলে এ খারাপ স্বপ্নে তার কোন ক্ষতি হবে না। আবু সালামা (রা) বলেন, আমি যখন এমন স্বপ্ন দেখি, যা আমার নিকট পাহাড়ের চেয়েও অধিক ভারি বোধহয়, এ হাদীস শোনার পর থেকে আমি সেই স্বপ্নের কোন পরোয়াই করি না।

٥٣٢٨- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَوٰى اِلٰى فِرَاشِهٖ نَفَثَ فِىْ كَفَّيْهِ بِقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَّبِالْمُعَوِّذَتَيْنِ جَمِيْعًا ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ وَمَا بَلَغَتْ يَدَاهُ مِنْ جَسَدِهٖ قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَمَّا اشْتَكٰى كَانَ يَاْمُرُنِىْ اَنْ اَفْعَلَ ذٰلِكَ بِهٖ قَالَ يُوْنُسُ كُنْتُ اَرٰى ابْنَ شِهَابٍ يَصْنَعُ ذٰلِكَ اِذَا اَتٰى اِلٰى فِرَاشِهٖ .

৫৩২৮. আয়েশা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) যখন নিজ বিছানায় ঘুমাতে আসতেন, তখন আপন দু' হাতের তালুতে সূরা "কুল হুআল্লাহু আহাদ, সূরা নাস ও সূরা ফালাক পড়ে দম করতেন। তারপর উভয় কজির তালু মুখমণ্ডলে মূলে নিতেন আর দেহের যতদূর হাত দু'খানা পৌঁছত ততটুকুতে তা বুলাতেন। আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) অসুস্থ হয়ে পড়লে আমাকে অনুরূপ করতে হুকুম দিতেন। ইউনুস বলেন, ইবনে শিহাব যখন তাঁর বিছানায় ঘুমাতে যেতেন, তখন তাঁকে আমি অনুরূপ করতে দেখতাম।

٥٣٢٩- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّ رَهْطًا مِّنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنْطَلَقُوْا فِىْ سَفْرَةٍ سَافَرُوْهَا حَتّٰى نَزَلُوْا بِحَيٍّ مِّنْ اَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوْهُمْ فَاَبَوْا اَنْ يُّضَيِّفُوْهُمْ فَلُدِغَ سَيِّدُ ذٰلِكَ الْحَيِّ فَسَعَوا لَهُ بِكُلِّ شَىْءٍ لاَيَنْفَعُهُ شَىْءٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ اَتَيْتُمْ هٰؤُلاَءِ الرَّهْطَ الَّذِيْنَ قَدْ نَزَلُوْا بِكُمْ لَعَلَّهُ اَنْ يَّكُوْنَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَىْءٌ فَاَتَوْهُمْ فَقَالُوْا يٰاَيُّهَا الرَّهْطُ اِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ فَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَىْءٍ لاَ يَنْفَعُهُ شَىْءٌ فَهَلْ عِنْدَ اَحَدٍ مِّنْكُمْ شَىْءٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَعَمْ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَرَاقٍ وَّلٰكِنْ وَاللّٰهِ لَقَدِ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُوْنَا فَمَا اَنَا بِرَاقٍ لَّكُمْ حَتّٰى تَجْعَلُوْا لَنَا جُعْلاً فَصَالَحُوْهُمْ عَلٰى قَطِيْعٍ مِّنَ الْغَنَمِ فَانْطَلَقَ فَجَعَلَ يَتْفِلُ وَيَقْرَاُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ حَتّٰى لَكَاَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَانْطَلَقَ يَمْشِىْ مَا بِهٖ قَلَبَةٌ قَالَ فَاَوْفُوْهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِىْ صَالَحُوْهُمْ عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمُ اقْسِمُوْا فَقَالَ الَّذِىْ رَقٰى لَا تَفْعَلُوْا حَتّٰى نَاتِىَ (تَاتُوْا) رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرُوْا لَهُ فَقَالَ وَمَا يُدْرِيْكَ اَنَّهَا رُقْيَةٌ اَصَبْتُمْ اَقْسِمُوْا وَاضْرِبُوْا لِىْ مَعَكُمْ بِسَهْمٍ .

৫৩২৯. আবু সাইদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স)-এর একদল সাহাবী সফরে রওয়ানা হন। তারা আরবের কোন এক গোত্রের নিকট এসে তাদের কাছে মেহমানদারী দাবি করেন। কিন্তু তারা মেহমানদারী করতে অস্বীকার করে। সেই গোত্রের সরদারকে বিষাক্ত প্রাণী দংশন করে। গোত্রের লোকজন সব রকমের চেষ্টা চালালেও কিছু লাভ হল না। তখন তাদের একজন বলল, এই যে দল যা তোমাদের কাছে এসে অবস্থান নিয়েছে, যদি তোমরা তাদের নিকট যেতে ! তাদের কারো নিকট ঔষধ থাকতে পারে। অতপর তারা সাহাবীদের নিকট এসে বলল, হে দলের লোকজন ! আমাদের সরদারকে বিষাক্ত প্রাণীতে কেটেছে। আমরা সব রকমের চেষ্টা-তদবির শেষ করেছি কিন্তু কোন ফায়দা হয়নি। তোমাদের কারও নিকট কিছু আছে কি ? সাহাবীগণের একজন বলেন, হাঁ, আল্লাহর কসম ! আমি ঝাড়-ফুঁক জানি। কিন্তু আমরা তোমাদের নিকট মেহমানদারী দাবি করেছিলাম। তোমরা মেহমানদারী করতে রাজী হওনি। আল্লাহর কসম ! তোমরা যতক্ষণ না মজুরী নির্ধারণ করবে, আমি ঝাড়-ফুঁক করব না। তারা কয়েকটি ছাগল দিতে রাজী হল। ঐ সাহাবী রওয়ানা দিয়ে সেখানে পৌঁছলেন এবং আল হামদুলিল্লাহহি রাব্বিল আলামীন' পড়ে ফুঁ দিতে লাগলেন। তাতে গোত্রপতি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে চলাফেরা করতে লাগলেন। শর্ত মোতাবেক তারা তাঁর পারিশ্রমিক প্রদান করলে সাহাবীদের একজন বলেন, এগুলো ভাগ করে দাও। কিন্তু যাঁরা ঝাড়-ফুঁক করেছিলেন, তাঁরা বলেন, যতক্ষণ না আমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে বিষয়টি অবহিত করি এবং জেনে নেই যে, এ ব্যাপারে তিনি আমাদেরকে কি হুকুম দেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তা বন্টন কর না। সুতরাং তাঁরা রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট পৌঁছে তার নিকট পুরো ব্যাপারটি তুলে ধরলেন। তিনি বলেন, তারা কি করে জানল যে, এতে ঝাড়-ফুঁকের কাজ হয় ? যাক তোমরা ঠিকই করেছ। তোমরা তা ভাগ করে নাও এবং তোমাদের সাথে আমার জন্যও একভাগ নির্ধারণ কর।

৪০-অনুচ্ছেদ ঃ ব্যথার জায়গায় ঝাড়-ফুঁককারীর ডান হাত বুলানো।

٥٣٣٠- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُعَوِّذُ بَعْضَهُمْ يَمْسَحُهُ بِيَمِيْنِهٖ اَذْهِبِ الْبَاْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِىْ لَا شِفَاءَ اِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا .

৫৩৩০. আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) তাঁর কোন স্ত্রীর ব্যথার জায়গায় তাঁর ডান হাত বুলাতেন এবং এই দু'আ পড়তেন ঃ "আযহিবিল বাস, রাব্বান নাস ওয়া শাফে আন্তাশ শাফী, লা শিফায়া ইল্লাহ শিফাউকা শিফায়ান লাইউগাদিরু সাকমান" ("মানুষের রব ! কষ্ট দূর কর, শেফাদান কর, তুমিই আরোগ্যদানকারী। তোমার নিরাময় ভিন্ন আর কোন নিরাময় নেই। এমন শেফা দাও, যা কোন রোগকেই বাদ দেয় না।)"

৪১-অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষকে নারীর ঝাড়ফুঁক করা।

٥٣٣١ـ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَنْفِثُ عَلٰى نَفْسِهٖ فِىْ مَرَضِهِ الَّذِىْ قُبِضَ فِيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ فَلَمَّا ثَقُلَ كُنْتُ اَنَا اَنْفِثُ عَلَيْهِ بِهِنَّ فَاَمْسَحُ بِيَدِ نَفْسِهٖ لِبَرَكَتِهَا فَسَاَلْتُ ابْنَ شِهَابٍ كَيْفَ كَانَ يَنْفِثُ قَالَ يَنْفِثُ عَلٰى يَدَيْهِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ .

৫৩৩১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। যে অসুখে নবী (স) ইন্তেকাল করেন, সে অসুখে তিনি সূরা 'ফালাক' ও সূরা 'নাস' পড়ে নিজের উপর ফুঁ দিতেন। কষ্ট যখন বেড়ে গেল, তখন আমি তা পড়ে ফুঁ দিতাম এবং বরকতের জন্য তাঁর হাত তাঁর দেহে বুলিয়ে দিতাম। (মামার বলেন,) আমি ইবনে শিহাবকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কিভাবে ফুঁ দিতেন ? তিনি বলেন, তিনি তাঁর দুই হাতে ফুঁ দিতেন, তারপর হাত দু'খানা তাঁর মুখমণ্ডলে বুলিয়ে দিতেন।

৪২-অনুচ্ছেদ ঃ যে লোক ঝাড়ফুঁক করে না বা করায় না।

٥٣٣٢ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِىُّ ﷺ يَوْمًا فَقَالَ عُرِضَتْ عَلَىَّ الْاُمَمُ فَجَعَلَ يَمُرُّ النَّبِىُّ مَعَهُ الرَّجُلُ وَالنَّبِىُّ مَعَهُ الرَّجُلَانِ وَالنَّبِىُّ مَعَهُ الرَّهْطُ وَالنَّبِىُّ لَيْسَ مَعَهُ الرَّهْطُ وَالنَّبِىُّ مَعَهُ اَحَدٌ وَرَاَيْتُ سَوَدًا كَثِيْرًا سَدَّ الْاُفُقَ فَرَجَوْتُ اَنْ تَكُوْنَ اُمَّتِىْ فَقِيْلَ هٰذَا مُوْسٰى فِىْ قَوْمِهٖ ثُمَّ قِيْلَ لِىَ اُنْظُرْ فَرَاَيْتُ سَوَادًا كَثِيْرًا سَدَّ الْاُفُقَ فَقِيْلَ لِىْ اُنْظُرْ هٰكَذَا وَهٰكَذَا فَرَاَيْتُ سَوَادًا كَثِيْرًا سَدَّ الْاُفُقَ فَقِيْلَ هٰؤُلَاءِ اُمَّتُكَ وَمَعَ هٰؤُلَاءِ سَبْعُوْنَ اَلْفًا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ وَلَمْ يُبَيَّنْ لَهُمْ فَتَذَاكَرَ اَصْحَابُ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالُوْا اَمَّا نَحْنُ فَوُلِدْنَا فِى الشِّرْكِ وَلٰكِنَّ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَلٰكِنْ هٰؤُلَاءِ هُمْ اَبْنَاءُنَا فَبَلَغَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ هُمُ الَّذِيْنَ لَا يَتَطَيَّرُوْنَ وَلَا يَسْتَرْقُوْنَ وَلَا يَكْتَوُوْنَ وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ فَقَالَ اَمِنْهُمْ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ فَقَامَ اٰخَرُ فَقَالَ اَمِنْهُمْ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ .

৫৩৩২. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, একদিন নবী (স) আমাদের নিকট এসে বলেন, (নবীগণের) উম্মাতদেরকে আমার সামনে পেশ করা হয়েছিল। একজন নবী হেঁটে যাচ্ছিলেন এবং তাঁর সাথে ছিল মাত্র একজন লোক। আরেকজন নবীর সাথে ছিল কেবল দু'জন লোক। অন্য একজন নবীর সাথে ছিল একদল লোক। একজন নবীর সাথে কেউই ছিল না। আবার এক বিরাট জামায়াত দেখলাম, যা গোটা আকাশ জুড়ে ছিল। আমি আকাংখা

করলাম, এ জামায়াতটি যদি আমার উম্মাত হত ! বলা হলো, এটি মূসা (আ) ও তাঁর জাতি। আমাকে পুনরায় বলা হলো, আপনি ভালো করে লক্ষ্য করুন। তখন আমি আকাশ জোড়া এক বিশাল জামায়াত দেখলাম। আমাকে আবার বলা হলো, আপনি এদিক-ওদিক দেখুন। আমি এক বিরাট জামায়াত দেখতে পেলাম, যা আকাশ জুড়ে ছিল। এবার আমাকে জানানো হলো, এরা আপনার উম্মাত। এদের সাথে সত্তর হাজার লোক আছে, যারা বিনা হিসেবে বেহেশতে যাবে। অতপর লোকজন এদিক-সেদিক চলে গেল কিন্তু তিনি তাদের সম্পর্কে সুস্পষ্ট কিছু বলেননি। নবী (সা)-এর সাহাবীগণ এ সম্পর্কে জল্পনা-কল্পনা করতে লাগলেন। তাঁরা বলেন, আমরা তো শিরক-এর যুগে জন্মেছি। তারপর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি, বরং ওরা হবে আমাদের সন্তানরাই। অতপর এ খবর নবী (স)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বলেন, তারা সেইসব লোক যারা অশুভ-অমঙ্গল চিহ্ন মানে না, ঝাড়ফুঁক করায় না এবং (উত্তপ্ত শলাকা দ্বারা শরীরে) দাগ লাগায় না। সদা-সর্বদা তারা তাদের রবের উপর ভরসা রাখে। উক্কাশা ইবনে মিহ্সান (রা) উঠে দাঁড়ান এবং আরয করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আমি কি তাদের অন্তর্ভুক্ত হব ? তিনি বলেন, হাঁ। আরেক ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে বলে, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আমিও কি তাদের মধ্যে আছি ? তিনি বলেন, এ ব্যাপারে 'উক্কাশা তোমার অগ্রগামী হয়ে গেছে।

৪৩-অনুচ্ছেদ ঃ কোন কিছুকে অশুভ মনে করা।

٥٣٣٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَعَدْوٰى وَلاَ طِيَرَةَ وَالشُّؤْمُ فِىْ ثَلٰثٍ فِى الْمَرْأَةِ وَالدَّارِ وَالدَّابَّةِ .

৫৩৩৩. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, রোগের সংক্রমণ এবং অশুভ লক্ষণ বলতে কিছু নেই। নারী, ঘর ও পশু এ তিন জিনিসে অমঙ্গল রয়েছে।[১৩]

٥٣٣٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَطِيَرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَألُ قَالُوْا وَمَا الْفَألُ قَالَ الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا اَحَدُكُمْ .

৫৩৩৪. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, অশুভ বা কুলক্ষণ বলতে কিছু নেই। শুভ লক্ষণ হলো ফাল। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, ফাল কি ? তিনি বলেন, তোমাদের কেউ (অদৃশ্য থেকে) যে ভালো ও সুন্দর কথা শুনতে পায় তা।

৪৪-অনুচ্ছেদ ঃ ফাল (শুভ লক্ষণ)।

٥٣٣٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ طِيَرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَألُ قَالُوْا وَمَا الْفَألُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا اَحَدُكُمْ .

---

১৩. যে নারীর সঙ্গ সুখকর নয়, যে নারীর সন্তান হয় না, যে নারী কলংকিতা, যে নারী কর্কশভাষিণী, যে গৃহ সংকীর্ণ, যে ঘরে মানুষ থাকতে চায় না, যে ঘরের প্রতিবেশী অনিষ্টকারী এবং যে পশু কোন কাজের নয়, যে ঘোড়া যুদ্ধের উপযুক্ত নয় বা কোন কাজে আসে না, সেই নারী, ঘর ও পশু থেকে দূরে থাকা উচিত। মহানবী (স)-এর কথার অর্থ অশুভ লক্ষণ বলতে কিছু নেই। যদি অশুভ লক্ষণ বলতে কিছু থাকতো তবে তা এ সবের মধ্যেই থাকতো।

৫৩৩৫. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন, অশুভ ও কুলক্ষণ বলে কিছু নেই, বরং ফাল হলো শুভ বা ভালো। সবাই জিজ্ঞেস করলেন, ফাল কি, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ? তিনি বলেন, তোমাদের কেউ (অদৃশ্য থেকে) যে উত্তম কথা শুনতে পায় তা।

٥٣٣٦- عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ عَدْوٰى وَلاَ طِيَرَةَ وَيُعْجِبُنِى الْفَأْلُ الصَّالِحُ اَلْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ .

৫৩৩৬. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, রোগ সংক্রমণের কোন ভিত্তি নেই এবং অশুভ লক্ষণেরও কোন বাস্তবতা নেই। আর শুভ ফাল (অর্থাৎ অদৃশ্য থেকে শ্রুত) উৎকৃষ্ট কথা আমার নিকট পসন্দনীয়।

৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ হামাহ্‌ বলতে কিছু নেই।[১৪]

٥٣٣٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ قَالَ لاَ عَدْوٰى وَلاَ طِيَرَةَ وَلاَ هَامَةَ وَلاَ صَفَرَ .

৫৩৩৭. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, রোগ সংক্রমণ বলতে কিছু নেই, অশুভ লক্ষণ নেই, হামাহ্‌ নেই এবং সফর মাসও অশুভ নয়।

৪৬-অনুচ্ছেদ ঃ গণৎকারের ভবিষ্যদ্বাণী।

٥٣٣٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى فِىْ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ اقْتَتَلَتَا فَرَمَتْ اِحْدٰهُمَا الْاُخْرٰى بِحَجَرٍ فَاَصَابَ بَطْنَهَا وَهِىَ حَامِلٌ فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا الَّذِىْ فِىْ بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوْا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَضٰى اَنَّ دِيَةَ مَا فِىْ بَطْنِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ اَوْ اَمَةٌ فَقَالَ وَلِىُّ الْمَرْأَةِ الَّتِىْ غُرِمَتْ كَيْفَ اَغْرَمُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ لاَ شَرِبَ وَلاَ اَكَلَ وَلاَ نَطَقَ وَلاَ اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذٰلِكَ يُطَلُّ (بَطَلَ) فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّمَا هٰذَا مِنْ اِخْوَانِ الْكُهَّانِ .

১৪. জাহিলী যুগে আরবরা 'হামাহ' শব্দ দ্বারা কতগুলো অশুভ লক্ষণকে বুঝাত। তাদের বিশ্বাসমতে কোন ব্যক্তি নিহত হলে এবং তার প্রতিশোধ না নেয়া হলে তার মস্তক থেকে একটি কীটের আবির্ভাব হয়। তা তার কবরের চারপাশে চক্কর দিতে থাকে আর পানি দাও পানি দাও বলে চিৎকার করতে থাকে। হত্যার প্রতিশোধ না নেয়া পর্যন্ত এই অবস্থা চলতে থাকে। এই কুসংস্কারপূর্ণ বিশ্বাসকে হামাহ বলে। কোন কোন বিশ্লেষকের মতে হামাহ অর্থ পেঁচা। কারো ঘরে পেঁচা রাত যাপন করলে এটাকে অশুভ লক্ষণ গণ্য করা হতো। সে বিশ্বাস করতো যে, এটা তার বা তার কোন নিকটাত্মীয়ের মৃত্যুর ইংগিতবাহী। কোন কোন বিশ্লেষকের মতে, জাহিলী যুগের লোকেরা বিশ্বাস করতো যে, মৃত ব্যক্তির হাড়গোড় একটি উড়ন্ত পাখিতে রূপান্তরিত হয় এবং এটাকেই হামাহ বলে। মহানবী (স) এসব কুসংস্কার অলীক ধারণাপ্রসূত বলে অভিহিত করেন এবং জনগণকে তা প্রত্যাখ্যান করতে বলেন–(সম্পাদক)।

৫৩৩৮. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) হুযাইল গোত্রের দুই নারীর বিচার করেন। এরা দু'জন মারামারি করেছিল। একজন অন্যজনের প্রতি পাথর মারে এবং তার পেটে পতিত হয়। সে ছিল গর্ভবতী। (পাথরের আঘাতে) তার গর্ভপাত হয়ে যায়। তারা নবী (স)-এর নিকট মোকদ্দমা পেশ করলে তিনি গর্ভস্থ বাচ্চাটির দিয়াতস্বরূপ একটি গোলাম কিংবা দাসী প্রদানের রায় দিলেন। অপরাধিনীর অভিভাবক বলল, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমি তার দিয়াত কিভাবে আদায় করবো, যে পানাহার করেনি, কথা বলেনি, চিৎকারও করেনি ? এতো বাতিলযোগ্য বিষয়। নবী (স) বলেন, লোকটি তো দেখছি গণৎকারদের ভাই।

٥٣٣٩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرٰى بِحَجَرٍ فَطَرَحَتْ جَنِيْنَهَا فَقَضٰى فِيْهِ النَّبِيُّ ﷺ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيْدَةٍ .

وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى فِي الْجَنِيْنِ يُقْتَلُ فِيْ بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيْدَةٍ فَقَالَ الَّذِيْ قُضِيَ عَلَيْهِ كَيْفَ أَغْرَمُ مَا لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ وَمِثْلُ ذٰلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّمَا هٰذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ .

৫৩৩৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। দু'জন মহিলার একজন আরেকজনের প্রতি পাথর নিক্ষেপ করে। ফলে ঐ মহিলার গর্ভপাত হয়ে যায় ; ঘটনার বিচারে নবী (স) একটি গোলাম বা দাসীদানের নির্দেশ দেন। অন্য এক সনদে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (র) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) গর্ভস্থ ভ্রূণ হত্যার দায়ে একটি গোলাম বা দাসী প্রদানের হুকুম দেন। যার বিরুদ্ধে এ রায় দেয়া হয়েছিল,সে বলল, আমি তার দিয়াত কিভাবে দেব, যে পানাহার করেনি, কথা বলেনি এবং চীৎকারও করেনি ? এতো বাতিলযোগ্য বিষয়। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, এতো দেখছি গণকদের ভাই।

٥٣٤٠- عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ .

৫৩৪০. আবু মাসউদ (রা) বলেন, নবী (স) কুকুরের মূল্য, যেনাকারিণীর মজুরী এবং গণকের মজুরী নিষিদ্ধ করেছেন।

٥٣٤١- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَاسٌ عَنِ الْكُهَّانِ فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّهُمْ يُحَدِّثُوْنَنَا أَحْيَانًا بِشَيْءٍ فَيَكُوْنُ حَقًّا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا مِنَ الْجِنِّيْ فَيَقُرُّهَا فِيْ أُذُنِ وَلِيِّهِ فَيَخْلِطُوْنَ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ .

৫৩৪১. আয়েশা (রা) বলেন, কতিপয় লোক রসূলুল্লাহ (স)-কে গণকদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, তারা কিছুই নয় (তাদের কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়)। লোকজন আরয করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! তারা কোন কোন সময় এমন কথা বলে, যা সত্য হয়। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, একটি জিন ঐ সত্য কথাটি (উর্ধ জগতে) ত্বরিত গতিতে শুনে নেয় এবং তার বন্ধু (গণকের) কানে তা তুলে দেয়, অতপর গণক ঐ কথাটির সাথে শত শত মিথ্যা মিলিয়ে প্রকাশ করে।[১৫]

৪৭-অনুচ্ছেদ ঃ যাদু সম্পর্কে। আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ .

"বরং কুফরী করেছে সেই শয়তানেরা, যারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত"–(সূরা আল-বাকারা ঃ ১০২)।

وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتٰى .

"যাদুকর সফল হবে না, সে যতই (দক্ষতা) অর্জন করুক"–(সূরা ত্বাহা ঃ ৬৯)।

اَفَتَاْتُوْنَ السِّحْرَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ .

"তোমরা কি দেখে-শুনেও যাদুর কবলে পড়বে"–(সূরা আম্বিয়া ঃ ৩)?

يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى .

"তাদের যাদুর কারণে তার মনে হল যেন তা ছুটাছুটি করছে"–(সূরা ত্বাহা ঃ ৬৬)।

وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ .

"এবং গিরায় ফুঁ দানকারিণীর অনিষ্ট থেকে"–(সূরা আল ফালাক ঃ ৪)।

আন-নাফাসাত অর্থ যাদুকরগণ এবং তুসহারূন অর্থ যাদু, ভেলকি।

٥٣٤٢- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَحَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَجُلٌ مِّنْ بَنِىْ زُرَيْقٍ يُقَالُ لَهُ لَبِيْدُ بْنُ الْاَعْصَمِ حَتّٰى كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ اَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّىْءَ وَمَا فَعَلَهُ حَتّٰى اِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ اَوْ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَّهُوَ عِنْدِىْ لٰكِنَّهُ دَعَا وَدَعَا

১৫. পৃথিবীর বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত ফেরেশতাদেরকে জানিয়ে দেয়া হয়। উর্ধজগতে ফেরেশতাগণ ঐসব বিষয়ে পরস্পর আলোচনাকালে জিন-শয়তান অতি কষ্টে তা শুনার চেষ্টা করে। উর্ধজগতে জিনদের পৌঁছার পথে উল্কাপাতসহ অনেক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। এসব বাধা ডিংগিয়ে জিন-শয়তান চুরি করে ত্বরিতবেগে ফেরেশতাদের আলোচনা শুনে নেয় এবং ভূপৃষ্ঠে এসে তা তার বন্ধু গণকের কানে বিশেষ পদ্ধতিতে তুলে দেয়। গণক ঐ কথার সাথে শত মিথ্যা মিশিয়ে তা প্রকাশ করে। ফলে গণকের জিনের মারফত পাওয়া দুই একটি কথা সত্য হয় এবং বাকি শত মিথ্যা কথা এর নীচে চাপা পড়ে যায়। একথাটি সত্য হওয়ার কারণে গণকের প্রতি মানুষ ভবিষ্যত জানার জন্য ঝুঁকে পড়ে। তার ব্যবসাও জমজমাট হয়। গণকদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন হারাম। কারণ, এতে তাদেরকে গায়েব জানার অধিকারী মনে করা হয়। এটা পরিষ্কার শির্ক।

ثُمَّ قَالَ يَاعَائِشَةُ اَشَعَرْتِ اَنَّ اللّٰهَ اَفْتَانِىْ فِيْمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيْهِ اَتَانِىْ رَجُلَانِ فَقَعَدَ اَحَدُهُمَا عِنْدَ رَاْسِىْ وَالْاٰخَرُ عِنْدَ رِجْلَىَّ فَقَالَ اَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهٖ مَا وَجَعُ الرَّجُلِ قَالَ مَطْبُوْبٌ قَالَ مَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيْدُ بْنُ الْاَعْصَمِ قَالَ فِىْ اَىِّ شَيْءٍ قَالَ فِىْ مُشْطٍ وَّمُشَاطَةٍ وَّجُفِّ طَلْعِ نَخْلَةٍ ذَكَرٍ قَالَ وَاَيْنَ هُوَ قَالَ فِىْ بِئْرِ ذَرْوَانَ فَاَتَاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ نَاسٍ مِّنْ اَصْحَابِهٖ فَجَاءَ فَقَالَ يَاعَائِشَةُ كَاَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ اَوْ كَاَنَّ رُءُوْسَ نَخْلِهَا رُءُوْسُ الشَّيَاطِيْنِ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلَا اَسْتَخْرَجْتَهُ قَالَ قَدْ عَافَانِىَ اللّٰهُ فَكَرِهْتُ اَنْ اُثَوِّرَ عَلَى النَّاسِ فِيْهِ شَرًّا فَاَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ وَعَنْ هِشَامٍ فِىْ مُشْطٍ وَّمُشَاقَةٍ وَيُقَالُ الْمُشَاطَةُ مَايَخْرُجُ مِنَ الشَّعَرِ اِذَا مُشِطَ وَالْمُشَاقَةُ مِنْ مُشَاقَةِ الْكَتَّانِ .

৫৩৪২. আয়েশা (রা) বলেন, মদীনার যুরাইক গোত্রের লবীদ ইবনুল আসাম নামে জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (স)-এর উপর যাদু করে। ফলে নবী (স)-এর অবস্থা এমন হয় যে, কোন কাজ সম্পর্কে তাঁর মনে হতো সেটি তিনি করেছেন, অথচ তা তিনি করেননি। একদিন অথবা রাতে তিনি আমার নিকটে ছিলেন। কিন্তু বারবার তিনি দোয়া করলেন, অতপর বলেন, হে আয়েশা ! তুমি কি অবগত আছ যে, আমি যা জানতে চেয়েছিলাম, আল্লাহ আমাকে তা জানিয়ে দিয়েছেন ? আমার নিকট দু'জন লোক এসেছিল। তাদের একজন আমার মাথার নিকট এবং অপরজন আমার পায়ের কাছে বসলো। একজন তার সাথীকে জিজ্ঞেস করে, এ ব্যক্তির কি রোগ হয়েছে ? অপরজন বলল, তাঁকে যাদু করা হয়েছে। প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, কে যাদু করেছে ? দ্বিতীয় ব্যক্তি জবাব দিল, লবীদ ইবনুল আসাম। প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, কোন জিনিসের মধ্যে ? দ্বিতীয় ব্যক্তি বললো, চিরুনীর ভগ্নাংশ ও মাথার চুল সবুজ অর্থাৎ কাঁচা খেজুরের খোলসে ঢুকিয়ে। প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, এসব জিনিস কোথায় ? দ্বিতীয়জন বললো, 'জারওয়ান' নামক কূপের ভেতরে। অতপর রসূলুল্লাহ (স) তাঁর কয়েকজন সাহাবীসহ সেই কূপের নিকট গেলেন, তারপর ফিরে এসে বলেন, হে আয়েশা ! ঐ কূপের পানি মেহেন্দী পেষা পানির মতো লাল হয়ে গেছে। আর সেই কূপের আশপাশের খেজুর গাছগুলোর মাথা যেন শয়তানের মাথার মতো। আমি আরয করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আপনি তা প্রকাশ করেননি কেন ? তিনি বলেন, আমাকে আল্লাহ তাআলা আরোগ্য দান করেছেন। তাই আমি মানুষের মাঝে এর অপচর্চা ছড়িয়ে দেয়া পসন্দ করি না। সুতরাং তিনি কূপটি ভরাট করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন এবং তা ভরাট করে দেয়া হলো। হিশামের মতে যাদুর উপকরণ ছিল চিরুনী ও কাত্তানের টুকরো। বুখারী (র) বলেন, মুশতাহ হলো চিরুনী করার ফলে যে চুল উঠে যায় তা। আর মুশাকাহ হলো কাত্তান।

৪৮-অনুচ্ছেদ ঃ শিরক ও যাদু ধ্বংসাত্মক পাপ।

٥٣٤٣ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اجْتَنِبُوْا الْمُوْبِقَاتِ الشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَالسِّحْرُ .

৫৩৪৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, তোমরা ধ্বংস ও বিনাশকারী জিনিসগুলো অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সাথে শিরক ও যাদু থেকে দূরে থাক।

৪৯-অনুচ্ছেদ ঃ যাদু মুক্ত হওয়ার চিকিৎসা করা কি জায়েয ? কাতাদা (র) বলেন, আমি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, এক লোকের উপর যাদুটোনা করা হয়েছে, কিংবা (যাদু করে) তাকে তার স্ত্রী হতে বিমুখ করে রাখা হয়েছে, এখন তার থেকে (যাদুর প্রতিক্রিয়া) দূর করা কি হালাল ? তিনি জবাব দিলেন, তাতে কোন ক্ষতি নেই। কারণ, এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য ভালো করা। আর যা কল্যাণ ও উপকার করে তা নিষিদ্ধ নয়।

٥٣٤٤ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سُحِرَ حَتّٰى كَانَ يُرٰى اَنَّهُ يَاْتِىْ النِّسَاءَ وَلاَ يَاْتِيْهِنَّ قَالَ سُفْيَنُ وَهٰذَا اَشَدُّ مَا يَكُوْنُ مِنَ السِّحْرِ اِذَا كَانَ كَذَا قَالَ فَانْتَبَهَ مِنْ نَوْمِهٖ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ اَعَلِمْتِ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَفْتَانِىْ فِيْمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيْهِ اَتَانِىْ رَجُلاَنِ فَقَعَدَ اَحَدُهُمَا عِنْدَ رَاْسِىْ وَالْاٰخَرُ عِنْدَ رِجْلَىَّ فَقَالَ الَّذِىْ عِنْدَ رَاْسِى لِلْاٰخَرِ مَا بَالُ الرَّجُلِ قَالَ مَطْبُوْبٌ قَالَ وَمَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيْدُ بْنُ اَعْصَمَ رَجُلٌ مِّنْ بَنِىْ زُرَيْقٍ حَلِيْفٌ لِّيَهُوْدَ كَانَ مُنَافِقًا قَالَ وَفِيْمَ قَالَ فِىْ مُشْطٍ وَّمُشَاقَةٍ قَالَ وَاَيْنَ قَالَ فِىْ جُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ تَحْتَ رَعُوْفَةٍ فِىْ بِئْرِ ذَرْوَانَ قَالَتْ فَاَتَى النَّبِىُّ ﷺ الْبِئْرَ حَتّٰى اسْتَخْرَجَهُ فَقَالَ هٰذِهِ الْبِئْرُ الَّتِىْ اُرِيْتُهَا وَكَاَنَّ مَاءَ هَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ وَكَاَنَّ نَخْلَهَا رُؤُسُ الشَّيَاطِيْنِ قَالَ فَاسْتُخْرِجَ قَالَتْ فَقُلْتُ اَفَلاَ اَىْ تَنَشَّرْتَ فَقَالَ اَمَا وَاللّٰهِ فَقَدْ شَفَانِىْ وَاَكْرَهُ اَنْ اُثِيْرَ عَلٰى اَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ شَرًّا.

৫৩৪৪. আয়েশা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স)-এর উপর যাদু করা হয়। তাঁর অবস্থা এমন হয়ে যায় যে, তিনি তাঁর বিবিদের নিকট যেতেন না, অথচ তাঁর মনে হতো তিনি তাঁদের নিকট হয়েই এসেছেন। সুফিয়ান বলেন, যখন এ অবস্থা হয় তখন (বুঝতে হবে) এটা মারাত্মক যাদুর প্রতিক্রিয়া। অতপর নবী (স) একদিন ঘুম থেকে জেগে বলেন, হে আয়েশা ! তুমি কি অবগত আছ আমি যা জানতে চেয়েছিলাম আল্লাহ তাআলা আমাকে তা জানিয়ে দিয়েছেন ? আমার নিকট দু'জন লোক এসে একজন আমার মাথার কাছে এবং অপরজন আমার পায়ের কাছে বসলো। আমার মাথার নিকট বসা লোকটি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলো, তার কি অসুখ হয়েছে ? দ্বিতীয়জন জবাব দিল, তাকে যাদু করা হয়েছে।

প্রথমজন প্রশ্ন করলো, কে যাদু করেছে ? দ্বিতীয় ব্যক্তি বললো, লবীদ ইবনুল আসাম। সে বনী যুরাইকের লোক, ইহূদীদের মিত্র এবং মোনাফিক। প্রথমজন জিজ্ঞেস করলো, কিসের দ্বারা যাদু করা হয়েছে ? দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, চিরুনীর খণ্ডাংশ এবং মাথা আঁচড়ানোতে ঝরে পড়া চুলে। প্রথমজন বলল, তা কোথায় ? দ্বিতীয়জন বললো, নর খেজুর গাছের সবুজ খোসার ভেতর ঢুকিয়ে 'যারওয়ান' কূপে পাথরের নীচে চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে। আয়েশা (রা) বলেন, অতপর নবী (স) চিরুনী ইত্যাদি খুঁজে বের করার জন্য ঐ কূপের নিকট গেলেন এবং বলেন, এটিই সেই কূপ, যা আমাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছিল। এর পানি যেন মেহেন্দী ভেজা পানির ন্যায়। কূপের আশপাশের খেজুর গাছগুলোর মাথা যেন শয়তানের মাথা। (হাদীস বর্ণনাকারী) বলেন, (কূপ হতে যাদুর) ওসব জিনিস বের করা হলো। আয়েশা (রা) বলেন, আমি আরয করলাম, আপনি এটা প্রচার করেননি কেন ? তিনি বলেন, আল্লাহ্র কসম ! আল্লাহ্ আমাকে আরোগ্যদান করেছেন। কারো বদকাজ মানুষের মাঝে মশহুর করে দেয়া আমি পসন্দ করি না।[১৬]

৫০-অনুচ্ছেদ ঃ যাদুটোনা।

٥٣٤٥- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُحِرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اِنَّهُ لَيُخَيَّلُ اِلَيْهِ اَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْئَ وَمَا فَعَلَهُ حَتّٰى اِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ عِنْدِيْ دَعَا اللّٰهَ وَدَعَاهُ ثُمَّ قَالَ اَشَعَرْتِ يَاعَائِشَةُ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَفْتَانِيْ فِيْمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيْهِ قُلْتُ وَمَا ذَاكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ جَاءَ نِيْ رَجُلَانِ فَجَلَسَ اَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِيْ وَالْاٰخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ ثُمَّ قَالَ اَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ مَاوَجَعُ الرَّجُلِ قَالَ مَطْبُوْبٌ قَالَ وَمَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيْدُ بْنُ الْاَعْصَمِ الْيَهُوْدِيُّ مِنْ بَنِيْ زُرَيْقٍ قَالَ فِيْمَا ذَا قَالَ فِيْ مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ وَجُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ قَالَ فَاَيْنَ هُوَ قَالَ فِيْ بِئْرِ ذِيْ اَرْوَانَ قَالَ فَذَهَبَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ اُنَاسٍ مِّنْ اَصْحَابِهِ اِلَى الْبِئْرِ فَنَظَرَ اِلَيْهَا وَعَلَيْهَا نَخْلٌ ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى عَائِشَةَ فَقَالَ وَاللّٰهِ لَكَاَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ وَلَكَاَنَّ نَخْلَهَا رُؤُسُ الشَّيٰطِيْنِ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَاَخْرَجْتَهُ قَالَ لَا اَمَّا اَنَا فَقَدْ عَافَانِيَ اللّٰهُ وَشَفَانِيْ وَخَشِيْتُ اَنْ اُثَوِّرَ عَلَى النَّاسِ مِنْهُ شَرًّا وَّاَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ .

৫৩৪৫. আয়েশা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স)-কে যাদু করা হলো। ফলে তাঁর মনে হতো, তিনি কোন কাজ করছেন অথচ তা তিনি করেননি। একদিন তিনি আমার নিকট ছিলেন। তিনি আল্লাহ্র নিকট বারবার দোয়া করতে থাকেন, অতপর বলেন, হে আয়েশা ! তুমি কি অবগত হয়েছ, আমি যা জানতে চেয়েছিলাম, আল্লাহ্ তাআলা আমাকে তা জানিয়ে দিয়েছেন ? আমি বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ ! তা কি ? তিনি বলেন, আমার নিকট দু'জন

১৬. যাদুটোনা করা হারাম। তবে কেউ যাদু করলে, অনুরূপ যাদুর মাধ্যমে চিকিৎসা করা জায়েয। কিন্তু শরীয়াত বিরোধী তন্ত্রমন্ত্র দ্বারা কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা নিষিদ্ধ।

লোক আসে। তাদের একজন আমার মাথার কাছে এবং অপরজন পায়ের কাছে বসে। তাদের একজন তার সাথীকে জিজ্ঞেস করলো, এ ব্যক্তির কি অসুখ ? দ্বিতীয় ব্যক্তি বললো, একে যাদু করা হয়েছে। প্রথমজন জিজ্ঞেস করলো, কে করেছে ? সে জবাব দিল, লবীদ ইবনুল আসাম। সে ছিল ইহূদী, যুরাইক গোত্রের লোক। প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, কিসের দ্বারা ? দ্বিতীয়জন বললো, চিরুনীর খণ্ডাংশ এবং চিরুনীতে ঝরে পড়া চুল নর গাছের কাঁচা খেজুরের খোসায় ঢুকিয়ে। সে জিজ্ঞেস করলো, তা কোথায় ? সে জবাব দিল, 'যি-আরওয়ান'-এর কূপের মধ্যে। বর্ণনাকারী বলেন, নবী (স) তাঁর কয়েকজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে ঐ কূপের নিকট গেলেন, সেটি ভাল করে দেখলেন। তার পাশে একটি খেজুর গাছ ছিল। নবী (স) আয়েশা (রা)-এর নিকট ফিরে এসে বলেন, আল্লাহ্‌র কসম ! সেই কূপের পানি মেহেন্দী ভিজানো পানির ন্যায় ছিল। এর আশেপাশের খেজুর গাছগুলোর মাথা যেন শয়তানের মাথার মতো। আমি বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আপনি তা (জনসমক্ষে) প্রকাশ করেননি কেন ? তিনি বলেন, না। আল্লাহ্ তাআলা আমাকে ভালো করেছেন, আরোগ্য দান করেছেন। ঐ লোকটির বদকাজ সর্বসমক্ষে প্রকাশ করে দিতে আমি ভয় করছি। অতপর তিনি যাদুর ঐসব বস্তু মাটিতে পুঁতে ফেলার নির্দেশ দেন এবং তা পুঁতে ফেলা হয়।

৫১-অনুচ্ছেদ ঃ ভাষণে যাদুকরি প্রভাব।

٥٣٤٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَدِمَ رَجُلاَنِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا فَعَجِبَ النَّاسُ لِبَيَانِهِمَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرٌ اَوْ اِنَّ بَعْضَ الْبَيَانِ لَسِحْرٌ .

৫৩৪৬. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। প্রাচ্য থেকে দু'জন লোক আসলো এবং তারা বক্তৃতা দিল। তাদের বক্তৃতায় লোকজন খুবই মুগ্ধ ও মোহিত হলো। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, নিশ্চয় কোন কোন বক্তৃতায় যাদুকরি প্রভাব আছে।

৫২-অনুচ্ছেদ ঃ মদীনার আজওয়া খেজুর দ্বারা যাদুটোনার চিকিৎসা করা।

٥٣٤٧- عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنِ اصْطَبَحَ كُلَّ يَوْمٍ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرُّهُ سَمٌّ وَلاَ سِحْرٌ ذٰلِكَ الْيَوْمَ اِلَى اللَّيْلِ وَقَالَ غَيْرُهُ سَبْعَ تَمَرَاتٍ .

৫৩৪৭. সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রতি দিন ভোরে কয়েকটি আজওয়া খেজুর খাবে ঐ দিন রাত পর্যন্ত কোন বিষ এবং কোন যাদুটোনাই তার ক্ষতি করতে পারবে না। অপর বর্ণনায় সাতটি খেজুর উল্লেখ আছে।

٥٣٤٨- عَنْ سَعْدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ تَصَبَّحَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرُّهُ ذٰلِكَ الْيَوْمَ سَمٌّ وَلاَ سِحْرٌ .

৫৩৪৮. সাদ (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, যে লোক ভোর বেলায় সাতটি 'আজওয়া খেজুর খাবে সেদিন কোন বিষ বা কোন যাদুটোনা তার ক্ষতি করতে পারবে না।

৫৩-অনুচ্ছেদ ঃ হামাহ বলতে কিছু নেই।

٥٣٤٩ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ عَدْوٰى وَلاَ صَفَرَ وَلاَ هَامَةَ فَقَالَ اَعْرَابِىٌّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَا بَالُ الاِبِلِ تَكُوْنُ فِى الرَّمْلِ لَكَاَنَّهَا الظِّبَاءُ فَيُخَالِطُهَا الْبَعِيْرُ الاَجْرَبُ فَيُجْرِبُهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَمَنْ اَعْدَى الاَوَّلَ .

وَعَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ بَعْدُ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ يُوْرِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلٰى مُصِحٍّ وَاَنْكَرَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ الْحَدِيْثَ الاَوَّلَ قُلْنَا اَلَمْ تُحَدِّثْ اَنَّهُ لاَ عَدْوٰى فَرَطَنَ بِالْحَبَشِيَّةِ فَقَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ فَمَا رَاَيْتُهُ نَسِىَ حَدِيْثًا غَيْرَهُ .

৫৩৪৯. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন, রোগের সংক্রমণ বলতে কিছু নেই, সফর মাসে অমঙ্গলের কোন ভিত্তি নেই এবং হামাহ-এর কোন অস্তিত্ব নেই। এক বেদুঈন বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! তাহলে উটের এ দশা কেন হয় যে, উট পাল ময়দানে হরিণের মতো (সুস্থ ও সুন্দর) থাকে। তাদের সাথে চর্ম রোগাক্রান্ত একটি উট এসে (এই সুস্থ) উটপালের সাথে মিশে এবং এগুলোকেও চর্মরোগী বানিয়ে দেয়। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, তাহলে প্রথম উটটির চর্মরোগ কোথা থেকে আসলো ?

আবু সালামার বর্ণনা, তিনি আবু হুরাইরা (রা)-কে পরে বলতে শুনেছেন, নবী (স) বলেছেন, কেউ যেন কখনও সুস্থ উটের সাথে চর্মরোগাক্রান্ত উট না রাখে। আবু হুরাইরা (রা) প্রথমোক্ত হাদীসটি অস্বীকার করেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি 'লা আদওয়া' বর্ণনা করেননি ? তিনি হাবশী ভাষায় এমন কিছু কথা বলেন, যা আমার বুঝে আসেনি। আবু সালামা বলেন, আবু হুরাইরা (রা) এ হাদীসটি ভিন্ন আর কোন হাদীস ভুলেননি।

৫৪-অনুচ্ছেদ ঃ রোগ সংক্রমণ নেই।

٥٣٥٠ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ عَدْوٰى وَلاَ طِيَرَةَ اِنَّمَا الشُّؤْمُ فِىْ ثَلٰثٍ فِى الْفَرَسِ وَالْمَرْاَةِ وَالدَّارِ .

৫৩৫০. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, কোন রোগ সংক্রমণ এবং কুলক্ষণ বলতে কিছু নেই। (যদি অশুভ বা কুলক্ষণ বলে কিছু থাকতো তাহলে) ঘোড়া, নারী এবং গৃহ এ তিন জিনিসেই থাকতো।

٥٣٥١ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ عَدْوٰى قَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ

بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تُوْرِدُوا الْمُمْرِضُ عَلَى الْمُصِحِّ .

وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ عَدْوٰى فَقَامَ اَعْرَابِيٌّ فَقَالَ اَرَاَيْتَ الْاِبِلَ تَكُوْنُ فِى الرِّمَالِ اَمْثَالَ الظِّبَاءِ فَيَاتِيْهَا الْبَعِيْرُ الْاَجْرَبُ فَتَجْرَبُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَمَنْ اَعْدَى الْاَوَّلَ .

৫৩৫১. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, কোন রোগ সংক্রমণ নেই। আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (র) আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন, নবী (স) বলেছেন, তোমরা (চর্ম) রোগাক্রান্ত উট সুস্থ উটের সাথে রেখো না। অন্য এক সনদসূত্রে আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, রোগ সংক্রমণ নেই। এক বেদুঈন উঠে দাঁড়িয়ে বললো, তাহলে এ ব্যাপারে আপনার কি রায় যে, উট চারণ ভূমিতে হরিণের মতো (সুস্থ ও সুন্দর) থাকে। এসব উটের মাঝে একটি চর্মরোগাক্রান্ত উট এসে মিশে এবং সবগুলোকে চর্মরোগী বানিয়ে দেয়? নবী (স) জিজ্ঞেস করলেন, প্রথম উটটির চর্মরোগ আসলো কোথা থেকে?

٥٣٥٢- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ عَدْوٰى وَلاَ طِيَرَةَ وَيُعْجِبُنِى الْفَالُ قَالُوْا وَمَا الْفَالُ قَالَ كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ .

৫৩৫২. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, কোন রোগ সংক্রমণ নেই, কুলক্ষণ বলতে কিছু নেই। 'ফাল' আমার পসন্দনীয়। লোকজন আরয করলো, 'ফাল' কি? তিনি বলেন, উত্তম বাক্য।

৫৫-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-কে বিষপ্রয়োগের বর্ণনা। আয়েশা (রা) নবী (স) থেকে এ সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥٣٥٣- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ قَالَ فُتِحَتْ خَيْبَرُ اُهْدِيَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَاةٌ فِيْهَا سَمٌّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اجْمَعُوْا اِلَىَّ مَنْ كَانَ هٰهُنَا مِنَ الْيَهُوْدِ فَجُمِعُوْا لَهُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّيْ سَائِلُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَهَلْ اَنْتُمْ صَادِقِيَّ (صَادِقُوْنِيْ) عَنْهُ فَقَالُوْا نَعَمْ يَا اَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَبُوْكُمْ قَالُوْا اَبُوْنَا فُلاَنٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَذَبْتُمْ بَلْ اَبُوْكُمْ فُلاَنٌ فَقَالُوْا صَدَقْتَ وَبَرِرْتَ فَقَالَ هَلْ اَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ اِنْ سَاَلْتُكُمْ عَنْهُ فَقَالُوْا نَعَمْ يَا اَبَا الْقَاسِمِ وَاِنْ كَذَبْنَاكَ عَرَفْتَ كَذِبَنَا كَمَا عَرَفْتَهُ فِيْ اَبِيْنَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَهْلُ النَّارِ فَقَالُوْا

نَكُوْنُ فِيهَا يَسِيرًا ثُمَّ تَخْلُفُوْنَنَا فِيهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اخْسَئُوْا فِيهَا وَاللّٰهِ لاَ نَخْلُفُكُمْ فِيهَا اَبَدًا ثُمَّ قَالَ لَهُمْ فَهَلْ اَنْتُمْ صَادِقِىَّ عَنْ شَىْءٍ اِنْ سَاَلْتُكُمْ عَنْهُ قَالُوْا نَعَمْ فَقَالَ هَلْ جَعَلْتُمْ فِىْ هٰذِهِ الشَّاةِ سَمًّا فَقَالُوْا نَعَمْ فَقَالَ مَاحَمَلَكُمْ عَلٰى ذٰلِكَ فَقَالُوْا اَرَدْنَا اِنْ كُنْتَ كَذَّابًا نَسْتَرِيْحُ مِنْكَ وَاِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّكَ .

৫৩৫৩. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, খায়বার বিজিত হলে রসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য একটি (ভাজা) বকরী হাদিয়া পাঠানো হয়। তাতে বিষ মিশ্রিত ছিল। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, এখানকার ইহূদী সবাইকে আমার সামনে জমায়েত করো। অতএব তাঁর সামনে সবাইকে জমায়েত করা হলো। রসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে বলেন, আমি তোমাদেরকে একটি বিষয় জিজ্ঞেস করতে চাই। তোমরা কি সে ব্যাপারে আমার নিকট সত্য কথা বলবে ? তারা বলল, হাঁ, হে আবুল কাসেম ! রসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের পিতা কে ? তারা বললো, অমুক আমাদের পিতা। তিনি বলেন, তোমরা মিথ্যা বলেছ, বরং তোমাদের পিতা অমুক। তারা বললো, আপনি ঠিকই বলেছেন এবং সত্য বলেছেন। তিনি আবার বলেন, যদি আমি তোমাদেরকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করি তবে তোমরা কি সে ব্যাপারে আমার নিকট সত্য কথা বলবে ? তারা বললো, হাঁ, হে আবুল কাসেম। কারণ, আমরা যদি মিথ্যা বলি, তাহলে আপনি আমাদের মিথ্যা ধরে ফেলবেন, যেমন ধরে ফেলেছেন আমাদের পিতা সম্পর্কে মিথ্যা বলা। রসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, জাহান্নামী কারা ? তারা বললো, আমরা স্বল্প মেয়াদ পর্যন্ত (জাহান্নামে) থাকবো, অতপর আমাদের বদলে তোমরা থাকবে। রসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে বলেন, চিরকাল তোমরাই লাঞ্ছিত হও জাহান্নামে। আল্লাহ্‌র কসম ! আমরা কখনও তাতে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত হবো না। পুনরায় তিনি তাদেরকে বলেন, আমি তোমাদেরকে কোন প্রশ্ন করলে তোমরা কি সে ব্যাপারে আমার নিকট সত্য কথা বলবে। তারা বলল, হাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি এ বকরিটির গোশতে বিষ মিশিয়েছ ? তারা বললো, হাঁ। তিনি বলেন, কোন্ বস্তু তোমাদেরকে এ কাজ করতে প্ররোচিত করেছে ? তারা বললো, আমাদের উদ্দেশ্য ছিল যদি আপনি (নবুওয়াতের) মিথ্যা দাবিদার হয়ে থাকেন, তাহলে (আপনি খতম হয়ে যাবেন এবং) আমরা আপনার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে যাব। আর যদি আপনি নবী হন, বিষ আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

৫৬-অনুচ্ছেদ ঃ বিষপান, তার দ্বারা চিকিৎসা এবং বিপদজনক জিনিস বা অপবিত্র বস্তু দ্বারা চিকিৎসা।

٥٣٥٤ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ تَرَدّٰى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدّٰى فِيهَا خَالِدًا مُّخَلَّدًا فِيهَا اَبَدًا وَمَنْ تَحَسّٰى سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسَمُّهُ فِىْ يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا اَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ

نَفْسَهُ بِحَدِيْدَةٍ فَحَدِيْدَتُهُ فِيْ يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِيْ بَطْنِهِ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا اَبَدًا.

৫৩৫৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, যে লোক স্বেচ্ছায় পাহাড় থেকে পড়ে আত্মহত্যা করে, সে জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে এবং জাহান্নামেও সে চিরকাল অনুরূপ পতিত হতে থাকবে। আর যে লোক বিষপানে আত্মহত্যা করে, সেই বিষ থাকবে তার হাতে এবং দোযখে সে তা পান করতে থাকবে চিরদিন। আর যে ব্যক্তি লোহার অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করে, সেই লোহা তার হাতে থাকবে চিরকাল। জাহান্নামে সেই লোহা দ্বারা সে তার পেটে আঘাত করতে থাকবে অনন্তকাল।

٥٣٥٥ـ عَنْ سَعْدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنِ اصْطَبَحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرُّهُ ذٰلِكَ الْيَوْمَ سَمٌّ وَّلاَ سِحْرٌ.

৫৩৫৫. সাদ (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি ভোরবেলা সাতটি 'আজওয়া' খেজুর খাবে, ঐদিন কোন বিষ বা যাদুটোনা তার কোনরূপ অনিষ্ট করতে পারবে না।

৫৭-অনুচ্ছেদ ঃ গর্দভীর দুধ।

٥٣٥٦ـ عَنْ اَبِيْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ اَكْلِ كُلِّ ذِيْ نَابٍ مِّنَ السَّبُعِ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَلَمْ اَسْمَعْهُ حَتّٰى اَتَيْتُ الشَّامَ وَزَادَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ وَسَاَلْتُهُ هَلْ يَتَوَضَّأُ اَوْ تُشْرَبُ اَلْبَانُ الْاُتُنِ اَوْ مَرَارَةُ السَّبُعِ (السِّبَاعِ) قَالَ الزُّهْرِيُّ وَلَمْ اَسْمَعْهُ حَتّٰى اَتَيْتَ الشَّامَ وَازَادَ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ وَسَئَلْتُهُ هَلْ نَتَوَضَّأُ اَوْ نَشْرَبُ اَلْبَانَ الْاُتُنِ اَوْ مَرَارَةَ السَّبُعِ اَوْ اَبْوَالَ الْاِبِلِ قَالَ قَدْ كَانَ الْمُسْلِمُوْنَ يَتَدَاوَوْنَ بِهَا فَلاَ يُرَوْنَ بِذٰلِكَ بَاْسًا فَاَمَّا اَلْبَانُ الْاُتُنِ فَقَدْ بَلَغَنَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ لُحُوْمِهَا وَلَمْ يَبْلُغْنَا عَنْ اَلْبَانِهَا اَمْرٌ وَّلاَ نَهْيٌ وَاَمَّا مَرَارَةُ السَّبُعِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيُّ اَنَّ اَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ اَكْلِ كُلِّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السَّبُعِ.

৫৩৫৬. আবু সালামা আল-খুশানী (রা) বলেন, নবী (স) শ্বদন্ত হিংস্র জন্তু খেতে নিষেধ করেছেন। যুহরী (র) বলেন, আমি সিরিয়ায় আসা পর্যন্ত এ হাদীসটি শুনিনি। আর লাইসের বর্ণনায় আরো আছে যে, ইউনুস (র) ইবনে শিহাব (যুহরী) থেকে বর্ণনা করেছেন, আমি (আবু ইদরীসকে) জিজ্ঞেস করলাম, আমরা কি গর্দভীর দুধ দিয়ে উযু করতে কিংবা তা

পান করতে পারি কিংবা হিংস্র জন্তুর পিত্তরস অথবা উটের পেশাব ব্যবহার করতে পারি ? তিনি বলেন, (আগেকার) মুসলমানগণ উটের পেশাব চিকিৎসার কাজে ব্যবহার করতেন এবং তাতে কোনরূপ অন্যায় মনে করতেন না। তবে গর্দভীর দুধ সম্পর্কে আমরা এতটুকু অবহিত হয়েছি যে, রসূলুল্লাহ্ (স) গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন কিন্তু এর দুধপান সম্বন্ধে কোন অনুমতি বা নিষেধ আমাদের নিকট পৌঁছেনি। আর হিংস্র জন্তুর পিত্তরস সম্পর্কে ইবনে শিহাব (র) আবু ইদরীস খাওলানী থেকে বর্ণনা করেছেন, আবু সালাবা আল-খুশানী (রা) বলেছেন, রসূলুল্লাহ্ (স) শ্বদন্ত হিংস্র জন্তু খেতে নিষেধ করেছেন।

৫৮-অনুচ্ছেদ ঃ পাত্রে মাছি পড়লে।

٥٣٥٧ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِىْ اِنَاءِ اَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ فَاِنَّ فِىْ اَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وَّفِى الْاٰخَرِ دَاءً .

৫৩৫৭. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ (স) বলেন, তোমাদের কারো পাত্রে মাছি পড়লে সে যেন গোটা মাছিটা তাতে ডুবিয়ে দেয়, অতপর তা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। কেননা এর একটি ডানায় নিরাময় এবং অপর ডানায় রোগ আছে।

অধ্যায়-৪৯

كِتَابُ اللِّبَاسِ
(পোশাক)

১-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّتِى اَخْرَجَ بِعِبَادِه .

"আপনি বলুন, আল্লাহর সৃষ্ট সৌন্দর্য উপকরণ কে হারাম করেছে, যা তিনি আপন বান্দাদের জন্য উদ্ভাবন করেছেন"-(আল আরাফ ঃ ৩২)? নবী (স) বলেন, তোমরা খাও, পান কর, পোশাক পরিধান কর এবং দান-খয়রাত কর। তবে অপব্যয় ও অহংকার পরিহার করো। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, যা চাও খাও এবং যা খুশী পর, যদি দু'টি জিনিস পরিহার করতে পার ঃ অপব্যয় ও অহংকার।

٥٣٥٨- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَيَنْظُرُ اللّٰهُ اِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ

৫৩৫৮. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ (স) বলেন, যে ব্যক্তি অহংকারবশে নিজ পরিধেয় বস্ত্র মাটিতে টেনে টেনে চলে তার প্রতি আল্লাহ্ দৃষ্টিপাত করবেন না।[১]

২-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি বিনা অহংকারে পোশাক (মাটিতে) টেনে টেনে চলে।

٥٣٥٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَحَدَ شِقَّى اِزَارِىْ يَسْتَرْخِى اِلاَّ اَنْ اَتَعَاهَدَ ذٰلِكَ مِنْهُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيَلاَءَ .

৫৩৫৯. আবদুল্লাহ ইবনে ওমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, যে লোক পরিধানের কাপড় অহংকারবশে (পায়ের গোছার নীচে), ঝুলিয়ে চলে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দিকে (রহমতের) দৃষ্টিতে তাকাবেন না। আবু বাক্র সিদ্দীক (রা) বলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার লুঙ্গির একদিক ঝুলে পড়ে, যদি না আমি তাতে গিরা দেই (এবং বিশেষ লক্ষ্য রাখি)। নবী (স) বলেন, যারা অহংকারবশে তা করে আপনি তাদের অন্তর্ভুক্ত নন।[২]

٥٣٦٠- عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ وَنَحْنُ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَقَامَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ مُسْتَعْجِلاً حَتّٰى اَتَى الْمَسْجِدَ وَثَابَ النَّاسُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَجُلِّىَ عَنْهَا

১. বিনা ওযরে ইচ্ছাকৃতভাবে পরিধানের লুঙ্গি, পায়জামা, জামা, জুব্বা ইত্যাদি পায়ের গোছার নীচে ঝুলিয়ে দেয়া নিষিদ্ধ। গর্ব-অহংকারের ভাব অন্তরে না থাকলেও তা ড়িষিদ্ধ। নারীরা এর ব্যতিক্রম। তাদের পায়ের পাতাও ঢেকে রাখার অনুমতি আছে।

২. আবু বাক্র (রা)-এর স্তুপট ও কোমরের গড়নটাই এমন ছিল যে, পায়জামা ও লুঙ্গি পরলে অলক্ষ্যে নীচে নেমে যেত। এটা দূষণীয় নয়হ০

ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا وَقَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ فَاِذَا رَاَيْتُم مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوْا وَادْعُوا اللّٰهِ حَتّٰى يَكْشِفُهَا.

৫৩৬০. আবু বাক্‌রা (রা) বলেন, আমরা নবী (স)-এর নিকট ছিলাম। তখন সূর্যগ্রহণ হলো। তিনি ত্বরিত গতিতে পরিধেয় বস্ত্র টানতে টানতে উঠে দাঁড়ান এবং মসজিদে এসে পৌঁছেন। লোকজন দ্রুত জমায়েত হলে তিনি দুই রাকাআত নামায পড়েন। অতপর সূর্য উজ্জল হয়ে গেল (গ্রহণমুক্ত হলো)। অতপর তিনি আমাদের দিকে ফিরে বলেন, চন্দ্র ও সূর্য আল্লাহ তাআলার নিদর্শনাবলীর মধ্যে দু'টি নিদর্শন। যখন তোমরা এদের মধ্যে অনুরূপ কিছু দেখবে, তখন নামায পড়বে এবং গ্রহণমুক্ত হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর নিকট দোয়া করতে থাকবে।

৩-অনুচ্ছেদ ঃ পরিধেয় বস্ত্র গুটিয়ে রাখা।

٥٣٦١- عَنْ اَبِىْ جُحَيْفَةَ قَالَ رَاَيْتُ بِلاَلاً جَاءَ بِعَنَزَةٍ فَرَكَزَهَا ثُمَّ اَقَامَ الصَّلٰوةَ فَرَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ فِىْ حُلَّةٍ مُشَمِّرًا فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ اِلَى الْعَنَزَةِ وَرَاَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَّ يَمُرُّوْنَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ وَّرَاءِ الْعَنَزَةِ .

৫৩৬১. আবু জুহাইফা (রা) বলেন, আমি দেখলাম, বিলাল (রা) একটি বর্শা নিয়ে এসে তা মাটিতে গেঁড়ে দিলেন, তারপর নামাযের ইকামত দিলেন। আমি দেখলাম, রসূলুল্লাহ (স) একটি 'হুল্লা' পরিধান করে তা গুটিয়ে ধরে বেরিয়ে এলেন এবং বর্শার দিকে মুখ করে দুই রাক্‌আত নামায পড়েন। আমি মানুষ ও পশুকে তাঁর সামনে বর্শার বহির্দিক দিয়ে অতিক্রম করতে দেখেছি।

৪-অনুচ্ছেদ ঃ পায়ের যে গোছার নিচে কাপড় ঝুলিয়ে দেয়া হয় তা দোযখে যাবে।

٥٣٦٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْاِزَارِ فَفِى النَّارِ .

৫৩৬২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, যে ব্যক্তি পায়ের গোছার নিচে পর্যন্ত পরিধেয় বস্ত্র পরবে, সেই গোছা দোযখে যাবে।

৫-অনুচ্ছেদ ঃ অহংকারবশে গোছার নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরা।

٥٣٦٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَنْظُرُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلٰى مَنْ جَرَّ اِزَارَهُ بَطَرًا.

৫৩৬৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, যে লোক অহংকারবশে তার পরিধেয় গোছার নিচে ঝুলিয়ে টেনে টেনে চলে তার প্রতি আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন দৃষ্টিপাত করবেন না।

٥٣٦٤- عن ابى هريرة يقول قال النبى او قال ابو القاسم ﷺ بينما رجل يمشى فى حلة تعجبه نفسه مرجل جمته اذ خسف الله به فهو يتجلجل (يتجلل) الى يوم القيامة .

৫৩৬৪. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, নবী অর্থাৎ আবুল কাসেম (স) বলেছেন, একদা এক ব্যক্তি 'হুল্লা' পরিধান করে মাথায় চিরুনী করে অহংকারী চিত্তে পথ চলছিল। হঠাৎ আল্লাহ তাআলা তাকে মাটিতে ধ্বসিয়ে দেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত সে এভাবে ধ্বসে যেতে থাকবে।

٥٣٦٥- عن عبد الله حدث ان رسول الله ﷺ قال بينما رجل يجر ازاره اذ خسف به فهو يتجلجل فى الارض الى يوم القيامة .

৫৩৬৫. আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, এক ব্যক্তি (গোছার নীচে) পরিধেয় ঝুলিয়ে পথ চলছিল। এ অবস্থায় হঠাৎ তাকে ধ্বসিয়ে দেয়া হয় এবং কিয়ামত পর্যন্ত সে যমীনে ধ্বসে যেতে থাকবে।

٥٣٦٦- عن جرير بن زيد قال كنت مع سالم بن عبد الله بن عمر على باب داره فقال سمعت ابا هريرة سمع النبى ﷺ نحوه .

৫৩৬৬. জারীর ইবনে যায়েদ (র) বলেন, আমি সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-এর সাথে তাঁর ঘরের দরজায় ছিলাম। তখন তিনি বলেন, আমি আবু হুরাইরা (রা)-কে নবী (স) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করতে শুনেছি।

٥٣٦٧- عن شعبة قال لقيت محارب بن دثار على فرس وهو ياتى مكانه الذى يقضى فيه فسألته عن هذا الحديث فحدثنى فقال سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله ﷺ من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله اليه يوم القيامة فقلت لمحارب اذكر ازاره قال ما خص ازارا ولا قميصا .

৫৩৬৭. শোবা (র) বলেন, আমি মুহারিব ইবনে দিসারের সাথে দেখা করলাম। তখন তিনি ঘোড়ায় চড়ে বিচারালয়ের দিকে যাচ্ছিলেন। আমি তাঁর কাছে এ হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-কে বলতে শুনেছি, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি অহংকারবশে পরিধানের কাপড় গোছার নীচে ঝুলিয়ে চলবে, আল্লাহ তাআলা তার দিকে কিয়ামতের দিন দৃষ্টিপাত করবেন না। আমি মুহারিবকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কি লুঙ্গির কথাও উল্লেখ করেছেন? তিনি বলেন, তিনি জামা-পায়জামা কোনটাই নির্দিষ্ট করেননি।

৬-অনুচ্ছেদ ঃ ঝালর বা পাড়যুক্ত ইযার (লুঙ্গি বা পায়জামা)। যুহরী, আবু বাক্‌র ইবনে মুহাম্মাদ, হামযা ইবনে আবু উসাইদ ও মুয়াবিয়া ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (র) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা নকশাদার পাড়যুক্ত ইযার পরিধান করেছেন।

٥٣٦٨- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا جَالِسَةٌ وَعِنْدَهُ اَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ كُنْتُ تَحْتَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِىْ فَبَتَ طَلَاقِىْ فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ ابْنَ الزَّبِيْرِ وَاِنَّهُ وَاللّٰهِ مَا مَعَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِلاَّ مِثْلَ هٰذِهِ الْهُدْبَةِ وَاَخَذَتْ هُدْبَةً مِّنْ جِلْبَابِهَا فَسَمِعَ خَالِدُ ابْنُ سَعِيْدٍ قَوْلَهَا وَهُوَ بِالْبَابِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ قَالَتْ فَقَالَ خَالِدٌ يَا اَبَا بَكْرٍ اَلاَ تَنْهٰى هٰذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلاَ وَاللّٰهِ مَا يَزِيْدُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى التَّبَسُّمِ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَعَلَّكِ تُرِيْدِيْنَ اَنْ تَرْجِعِىْ اِلٰى رِفَاعَةَ لاَ حَتّٰى يَذُوْقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوْقِىْ عُسَيْلَتَهُ فَصَارَ سُنَّةً بَعْدَهُ .

৫৩৬৮. নবী পত্নী আয়েশা (রা) বলেন, রিফায়া আল-কুরাযীর স্ত্রী রসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে এলো। তখন আমি বসা ছিলাম। আবু বাক্‌র (রা)-ও মহানবী (স)-এর নিকট উপস্থিত ছিলেন। রিফায়ার স্ত্রী বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমি রিফায়ার বিবাহ বন্ধনে ছিলাম। সে আমাকে বিবাহ বন্ধন ছিন্নকারী তালাক দেয়। এরপর আবদুর রহমান ইবনুয যুবাইরের সাথে আমার বিয়ে হয়। কিন্তু আল্লাহ্‌র কসম, ইয়া রসূলাল্লাহ ! তার নিকট (বিশেষ অঙ্গটি) কাপড়ের পাড়ের মতো ভিন্ন আর কিছুই নাই। মহিলাটি তার চাদরের ডোরাদার পাড় ধরে দেখালো। খালিদ ইবনে সায়ীদ (রা) দরজায় দাঁড়িয়ে মহিলার কথা শুনতে পেলেন। তিনি ভেতরে প্রবেশের অনুমতি পাননি। খালিদ (রা) বলেন, হে আবু বাক্‌র! এ মহিলাটিকে বাধা দিচ্ছেন না কেন ? সে যে (লজ্জার) কথা রসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে বলছে। আল্লাহ্‌র কসম ! রসূলুল্লাহ (স) কেবল মুচকি হাসলেন, তারপর সেই স্ত্রীলোকটিকে বলেন, বোধ হয় তুমি রিফায়ার নিকট ফিরে যেতে চাও। এমনটি হতে পারে না, যতক্ষণ না সে (আবদুর রহমান) তোমার সাথে এবং তুমি তার সাথে সঙ্গম-সুখ লাভ করবে। এরপর থেকে এ নিয়মই প্রবর্তিত হল।[৩]

৭-অনুচ্ছেদ ঃ চাদর সম্পর্কে। আনাস (রা) বলেন, এক বেদুঈন নবী (স)-এর চাদর টেনে ধরেছিল।

٥٣٦٩- عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَلِيًّا قَالَ فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِرِدَائِهِ فَارْتَدٰى بِهِ ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِىْ وَاتَّبَعْتُهُ اَنَا وَزَيْدُ ابْنُ حَارِثَةَ حَتّٰى جَاءَ الْبَيْتَ الَّذِىْ فِيْهِ حَمْزَةُ فَاسْتَاذَنَ فَاَذِنُوْا لَهُمْ .

৩. অর্থাৎ এ ঘটনাটি শরীয়াতের একটি বিধানে পরিণত হয়ে গেছে। তিন তালাকের পর কোন মহিলার অন্যখানে বিয়ে হওয়ার পর নতুন স্বামী-স্ত্রীতে সঙ্গম-সুখ লাভ করতে হবে। এরপর দ্বিতীয় স্বামী কোন কারণে তাকে তালাক দিলেই কেবল সে ইদ্দাত পালনের পর প্রথম স্বামীকে বিয়ে করতে পারবে।

৫৩৬৯. আলী (রা) বলেন, নবী (স) তাঁর চাদরটি চাইলেন। তিনি তা গায়ে দিলেন, অতপর হেঁটে চললেন। আমি এবং যায়েদ ইবনে হারিসা (রা)-ও তাঁর পেছনে পেছনে চললাম। অবশেষে যে ঘরে হামজা (রা) ছিলেন তিনি সেখানে যান। তিনি ঘরে ঢোকার অনুমতি চাইলে তারা এঁদেরকে অনুমতি দিলেন।

৮-অনুচ্ছেদ ঃ জামা পরিধান করা। ইউসুফ (আ)-এর ঘটনায় আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِىْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِىْ يَاتِ بَصِيْرًا.

"তোমরা আমার এ জামাটি নিয়ে যাও এবং তা আমার পিতার মুখমণ্ডলের উপর রেখে দাও। তাতে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে।"–(সূরা ইউসুফ ঃ ৯৩)

٥٣٧٠ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَايَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيْصَ وَلاَ السَّرَاوِيْلَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ الْخُفَّيْنِ اِلاَّ اَنْ لاَّ يَجِدَ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ مَا هُوَ اَسْفَلُ مِنَ الْكَعْبَيْنِ .

৫৩৭০. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ ! ইহ্‌রামধারী ব্যক্তি কোন্ ধরনের কাপড় পরিধান করবে ? রসূলুল্লাহ (স) বলেন, সে জামা, পায়জামা, টুপী ও মোজা পরতে পারবে না। তবে যে ব্যক্তি জুতা যোগাড় করতে সক্ষম হবে না, সে পায়ের গোছার নীচে মোজা পরবে। (গোছার উপরে উঠতে পারবে না)।

٥٣٧١ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَتَى النَّبِىُّ ﷺ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اُبَىٍّ بَعْدَ مَا اُدْخِلَ قَبْرَهُ فَامَرَ بِهٖ فَاُخْرِجَ وَوُضِعَ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيْقِهٖ وَاَلْبَسَهُ قَمِيْصَهُ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ .

৫৩৭১. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে কবরে রাখা হলে নবী (স) তার নিকট আগমন করলেন এবং তার লাশ কবর থেকে তুলে আনার হুকুম দিলেন। অতএব তাকে বের করে আনা হালো এবং তাকে নবী (স)-এর দুই হাঁটুর উপর রাখা হলো। তিনি তার উপর ফুঁ দিলেন এবং তাকে আপন জামাটি পরিয়ে দিলেন। আল্লাহ অধিক ভালো জানেন।

٥٣٧٢ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا تُوُفِّىَ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ اُبَىٍّ جَاءَ ابْنُهُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَعْطِنِىْ قَمِيْصَكَ اُكَفِّنْهُ فِيْهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَاسْتَغْفِرْ لَهٗ فَاَعْطَاهُ قَمِيْصَهُ وَقَالَ اِذَا فَرَغْتَ فَاٰذِنَّا فَلَمَّا فَرَغَ اٰذَنَهُ بِهٖ فَجَاءَ لِيُصَلِّىَ عَلَيْهِ فَجَذَبَهُ عُمَرُ فَقَالَ اَلَيْسَ قَدْ نَهَاكَ اللّٰهُ اَنْ تُصَلِّىَ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ فَقَالَ (اسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ) فَنَزَلَتْ (وَلاَ تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلاَ تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ) فَتَرَكَ الصَّلٰوةَ عَلَيْهِمْ .

৫৩৭২. আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মারা গেলে তার পুত্র [আবদুল্লাহ (রা)] রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসেন এবং আরয করেন, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমাকে আপনার জামাটি দান করুন। এটি দিয়ে আমি তাকে কাফন পরাবো। আপনি তার (জানাযার) নামায পড়িয়ে দিন এবং তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নবী (স) তাঁকে তাঁর জামাটি দিলেন এবং বলেন, যখন (সব ঠিকঠাক করার পর) অবসর হবে, আমাকে খবর দিবে। তিনি অবসর হয়ে তাঁকে খবর দিলেন। অতপর নবী (স) এসে তার (জানাযার) নামায পড়াতে অগ্রসর হলেন। উমার (রা) তাঁকে টেনে ধরে বলেন, আল্লাহ তাআলা কি আপনাকে মুনাফিকদের (জানাযার) নামায পড়তে নিষেধ করেননি ? আর আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন ঃ "আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন বা না করুন, (এমনকি) আপনি যদি তাদের জন্য সত্তরবারও ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তবুও আল্লাহ্ কখনও তাদেরকে মাফ করবেন না"–(সূরা আত-তাওবা ঃ ৮০)। অতপর এ আয়াত নাযিল হলো ঃ "তাদের মধ্যে যে মরে তার নামায আপনি কখনও পড়বেন না এবং তার কবরের পাশেও দাঁড়াবেন না"–(সূরা আত-তাওবা ঃ ৮৪)। তখন থেকে নবী (স) মুনাফিকদের (জানাযার) নামায পড়া বর্জন করেন।[৪]

৯-অনুচ্ছেদ ঃ বুকের কাছে বা অন্যত্র জামা খোলার ঘর রাখা।

٥٣٧٣ـ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ ضَرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلَ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيْدٍ قَدِ اضْطُرَّتْ اَيْدِيَهُمَا اِلٰى ثُدِيِّهِمَا وَتَرَاقِيْهِمَا فَجَعَلَ الْمُتَصَدِّقُ كُلَّمَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ اِنْبَسَطَتْ عَنْهُ حَتّٰى تَغْشٰى اَنَامِلَهُ وَتَعْفُوَ اَثَرَهُ وَجَعَلَ الْبَخِيلُ كُلَّمَا هَمَّ بِصَدَقَةٍ قَلَصَتْ وَاَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ بِمَكَانِهَا قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَاَنَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بِاِصْبَعِهِ هٰكَذَا فِىْ جَيْبِهِ (جُبَّتِهِ) فَلَوْ رَاَيْتَهُ يُوَسِّعُهَا وَلاَ تَوَسَّعُ .

৫৩৭৩. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) এক বখীল এবং একজন দাতার উদাহরণ বর্ণনা করেছেন। বখীল ও দাতা হলো এমন দুই ব্যক্তির ন্যায়, যারা লোহার দু'টি বর্ম পরিধান করে আছে। তাদের দু'জনের দু'টি হাতই বুক ও ঘাড় পর্যন্ত প্রলম্বিত। দাতা যখনই দান করার ইচ্ছা করে, তখন তার বর্মটি আরও প্রশস্ত হয়ে পা পর্যন্ত প্রলম্বিত হয় এবং পায়ের আঙ্গুলগুলোকেও ঢেকে ফেলে। আর বখীল যখন দান করার ইচ্ছা করে, তখন সেই বর্মটি তার গায়ে আরও সংকীর্ণ হতে থাকে এবং প্রতিটি 'হলকা' (আংটা) নিজ নিজ জায়গায় অনড় হয়ে থাকে। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) তাঁর আঙ্গুলগুলো আপন ঘাড়ে স্থাপন করে এভাবে বলেন। তুমি তাকে দেখবে সে তা প্রশস্ত করতে চাচ্ছে কিন্তু প্রশস্ত হচ্ছে না।

---

৪. উপরোক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পর থেকে নবী (স) মুনাফিকদের জানাযা পড়া বর্জন করেন।

১০-অনুচ্ছেদ ঃ সফরে সংকীর্ণ হাতার জামা পরা।

٥٣٧٤- عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ انْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ اَقْبَلَ فَتَلَقَّيْتُهُ (فَلَقِيْتُهُ) بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ كُمَّيْهِ فَكَانَا ضَيِّقَيْنِ فَاَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ (بَدَنِه) فَغَسَلَهُمَا وَمَسَحَ بِرَاْسِهِ وَعَلَى خُفَّيْهِ .

৫৩৭৪. মুগীরা ইবনে শোবা (রা) বলেন, নবী (স) প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে গেলেন। তিনি ফিরে এলে আমি পানি নিয়ে তাঁর নিকট এলাম। তিনি উযূ করলেন। তিনি শামী (সিরিয়) জুব্বা পরিহিত ছিলেন। তিনি কুল্লি করেন, নাকে পানি দেন এবং মুখ ধৌত করেন, অতপর (জামার) হাতা থেকে হাত বের করতে চাইলেন কিন্তু হাতা খুব সংকীর্ণ থাকায় জুব্বার নীচ দিয়ে বের করেন। তিনি দুই হাত ধৌত করেন এবং মাথা ও (পায়ের) মোজার উপর মাসেহ করেন।

১১-অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধে পশমী জুব্বা পরিধান করা।

٥٣٧٥- عَنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي سَفَرٍ فَقَالَ اَمَعَكَ مَاءٌ قُلْتُ نَعَمْ فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فِي سَوَادِ اللَّيْلِ ثُمَّ جَاءَ فَاَفْرَغْتُ عَلَيْهِ الْاِدَاوَةَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوْفٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ اَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا حَتَّى اَخْرَجَهُمَا مِنْ اَسْفَلِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ مَسَحَ بِرَاْسِهِ ثُمَّ اَهْوَيْتُ لاَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ دَعْهُمَا فَاِنِّي اَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا

৫৩৭৫. মুগীরা (রা) বলেন, আমি এক সফরে রাতের বেলা নবী (স)-এর সাথে ছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সাথে পানি আছে কি ? আমি বললাম, হাঁ। তিনি তাঁর সওয়ারী থেকে নামলেন এবং হেঁটে চললেন, এমনকি রাতের আঁধারে আমার নযরের বাইরে চলে গেলেন। তিনি ফিরে এলে আমি পাত্র থেকে তাঁর জন্য পানি ঢালতে থাকলাম। তিনি মুখ ও দুই হাত ধুইলেন। এ সময় তাঁর গায়ে একটি পশমী জুব্বা ছিল। তিনি জুব্বা থেকে হাত বের করতে না পারায় তা জুব্বার নীচ দিয়ে বের করেন, তারপর হাত দু'টি ধুইলেন, মাথা মাসেহ করলেন। অতপর আমি তাঁর মোজা খুলে দেয়ার জন্য নীচে ঝুঁকলাম। তিনি বলেন, ঐ দু'টিকে থাকতে দাও। কেননা আমি তা পবিত্র অবস্থায় পরিধান করেছি। অতপর তিনি মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ করলেন।

১২-অনুচ্ছেদ ঃ রেশমবিহীন ক্বাবা ও রেশমী ক্বাবা। কথিত আছে, যে জামার পেছন দিক ফাড়া তাই ক্বাবা।

٥٣٧٦- عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ اَنَّهُ قَالَ قَسَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَقْبِيَةً وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ شَيْئًا فَقَالَ مَخْرَمَةُ يَا بُنَيَّ انْطَلِقْ بِنَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ

فَقَالَ ادْخُلْ فَادْعُهُ لِيْ قَالَ فَدَعَوْتُهُ لَهُ فَخَرَجَ اِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِّنْهَا فَقَالَ خَبَأْتُ هٰذَا لَكَ قَالَ فَنَظَرَ اِلَيْهِ فَقَالَ رَضِيَ مَخْرَمَةُ .

৫৩৭৬. মিসওয়ার ইবনে মাখ্‌রামা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) কিছু সংখ্যক 'ক্বাবা' বণ্টন করেন কিন্তু মাখ্‌রামাকে কিছুই দেননি। মাখরামা (রা) বলেন, হে আমার পুত্র ! আমার সাথে রসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে চলো। আমি তাঁর সাথে চললাম। সেখানে পৌঁছে তিনি বলেন, ভেতরে যাও এবং তাঁকে আমার আসার খবর দাও। আমি গিয়ে তাঁকে অবহিত করলাম। তিনি তার নিকট বেরিয়ে এলেন এবং ক্বাবাগুলো থেকে একটি ক্বাবাও সাথে আনলেন। তিনি বলেন, আমি এটি তোমার জন্য রেখেছিলাম। নবী (স) তাঁর দিকে তাঁকিয়ে বলেন, মাখরামা (এবার) খুশী হয়েছে।

٥٣٧٧- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَنَّهُ قَالَ اُهْدِىَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرُّوْجُ حَرِيْرٍ فَلَبِسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيْهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيْدًا كَالْكَارِهِ لَهُ ثُمَّ قَالَ لاَ يَنْبَغِىْ هٰذَا لِلْمُتَّقِيْنَ .

৫৩৭৭. উকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স)-কে হাদিয়াস্বরূপ একটি রেশমী ক্বাবা দেয়া হয়েছিল। তিনি তা পরিধান করে নামায পড়েন। তিনি নামায থেকে অবসর হয়ে এটিকে খুলে এমনভাবে ছুঁড়ে মারলেন, যেন এটি তিনি খুবই অপসন্দ করছেন। এরপর তিনি বলেন, মুত্তাকীদের জন্য এটি উপযোগী নয়।

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ টুপি প্রসঙ্গে। মুতামির বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, আমি আনাস (রা)-কে মাথায় হলুদ রঙের রেশমী টুপি পরিধান করতে দেখেছি।

٥٣٧٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَلْبَسُوْا الْقُمُصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيْلاَتِ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ اِلاَّ اَحَدٌ لاَّ يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَس خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوْا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَّلاَ الْوَرْسُ .

৫৩৭৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ ! মুহরিম কি ধরনের কাপড় পরিধান করবে ? রসূলুল্লাহ (স) বলেন, সে জামা, পাগড়ী, পায়জামা, টুপি ও মোজা পরবে না। যার জুতা নেই সে মোজা পরতে পারবে, তবে তাকে গোছার নীচ পর্যন্ত মোজার উপরিভাগ কেটে ফেলতে হবে। আর যাফরান ও 'ওয়ারস' রঙে রঞ্জিত কাপড়ও তোমরা পরিধান করবে না।

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ পায়জামা প্রসঙ্গে।

٥٣٧٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ لَّمْ يَجِدْ اِزَارًا فَلْيَلْبَس سَرَاوِيْلَ وَمَنْ لَّمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبِس خُفَّيْنِ .

৫৩৭৯. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, যে ব্যক্তির ইযার নেই সে পায়জামা পরতে পারবে এবং যার জুতা নেই সে মোজা পরতে পারবে।

٥٣٨٠ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا تَأْمُرُنَا اَنْ نَلْبَسَ اِذَا اَحْرَمْنَا قَالَ لاَ تَلْبَسُوْا الْقَمِيْصَ وَلاَ السَّرَاوِيْلَ وَالْعَمَائِمَ وَالْبَرَانِسَ وَالْخِفَافَ اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ نَعْلاَنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوْا شَيْئًا مِّنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَّلاَ وَرْسٌ .

৫৩৮০. আবদুল্লাহ (রা) বলেন, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ ! ইহ্রাম অবস্থায় আপনি আমাদেরকে কোন্ ধরনের পোশাক পরিধানের হুকুম দেন ? তিনি বলেন, তোমরা জামা, পায়জামা, পাগড়ী, টুপি ও মোজা পরবে না। তবে যে ব্যক্তির জুতা নেই সে গিরার নীচে মোজা পরবে। আর যাফরান ও ওয়ারস রঙে রঞ্জিত কোন কাপড় তোমরা পরিধান করবে না।

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ পাগড়ীর বর্ণনা।

٥٣٨١ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيْصَ وَلاَ الْعِمَامَةَ وَلاَ السَّرَاوِيْلَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَّلاَ وَرْسٌ وَلاَ الْخُفَّيْنِ اِلاَّ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَاِنْ لَّمْ يَجِدْهُمَا فَلْيَقْطَعْهُمَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ .

৫৩৮১. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, ইহ্রামধারী ব্যক্তি জামা, পাগড়ী, পায়জামা ও টুপি পরবে না এবং যাফরান ও ওয়ারস রঙে রঞ্জিত কাপড়ও নয়। মোজাও পরা যাবে না, তবে যার জুতা নেই (তার জন্য অনুমতি আছে)। জুতা না পেলে সে (টাখনু) গিরার নীচ থেকে মোজার উপরিভাগ কেটে নেবে।

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ চাদর ইত্যাদি দ্বারা মাথা ও মুখ ঢাকা। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স) বাইরে আসলেন। তিনি কালো পট্টি বাঁধা অবস্থায় ছিলেন। আনাস (রা) বলেন, নবী (স) চাদরের পাড় দিয়ে তাঁর মাথা বেঁধেছিলেন।

٥٣٨٢ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ هَاجَرَ اِلَى الْحَبْشَةِ (نَاسٌ) مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَتَجَهَّزَ اَبُوْ بَكْرٍ مُهَاجِرًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى رِسْلِكَ فَاِنِّىْ اَرْجُوْ اَنْ يُّؤْذَنَ لِىْ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَوْتَرْجُوْهُ بِاَبِىْ اَنْتَ قَالَ نَعَمْ فَحَبَسَ اَبُوْ بَكْرٍ نَفْسَهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ لِصُحْبَتِهِ وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمُرِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَبَيْنَا نَحْنُ يَوْمًا جُلُوْسٌ فِىْ بَيْتِنَا فِىْ نَحْرِ الظَّهِيْرَةِ فَقَالَ قَائِلٌ لاَبِىْ بَكْرٍ هٰذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

مُقْبِلاً مُتَقَنِّعًا فِىْ سَاعَةٍ لَّمْ يَكُنْ يَأْتِيْنَا فِيهَا قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ فِدًا لَّهُ بِاَبِىْ وَاُمِّىْ وَاللّٰهِ اِنْ جَاءَ بِهٖ فِىْ هٰذِهِ السَّاعَةِ اِلاَّ لاَمْرٍ فَجَاءَ النَّبِىُّ ﷺ فَاسْتَاذَنَ فَاَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ فَقَالَ حِيْنَ دَخَلَ لاَبِىْ بَكْرٍ اَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ قَالَ اِنَّمَا هُمْ اَهْلُكَ بِاَبِىْ اَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَاِنِّىْ قَدْ اُذِنَ لِىْ فِى الْخُرُوْجِ قَالَ فَالصُّحْبَةُ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَخُذْ بِاَبِىْ اَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِحْدٰى رَاحِلَتَىَّ هَاتَيْنِ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ بِالثَّمَنِ قَالَتْ فَجَهَّزْنَاهُمَا اَحَثَّ (اَحَبَّ) الْجِهَازِ وَصَنَعْنَا (صَنَعْنَا) لَهُمَا سُفْرَةً فِىْ جِرَابٍ فَقَطَعَتْ اَسْمَاءُ بِنْتُ اَبِىْ بَكْرٍ قِطْعَةً مِّنْ نِطَاقِهَا فَاَوْكَتْ بِهِ الْجِرَابَ وَلِذٰلِكَ كَانَتْ تُسَمّٰى ذَاتُ النِّطَاقِ (النِّطَاقَيْنِ) ثُمَّ لَحِقَ النَّبِىُّ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ بِغَارٍ فِىْ جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ ثَوْرٌ فَمَكُثَ فِيْهِ ثَلٰثَ لَيَالٍ يَّبِيْتُ عِنْدَهُمَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ وَهُوَ غُلاَمٌ شَابٌّ لَقِنٌ ثَقِفٌ فَيَرْحَلُ مِنْ عِنْدِهِمَا سَحَرًا فَيُصْبِحُ مَعَ قُرَيْشٍ بِمَكَّةَ كَبَائِتٍ فَلاَ يَسْمَعُ اَمْرًا يُكَادَانِ بِهٖ اِلاَّ وَعَاهُ حَتّٰى يَاتِيَهُمَا بِخَبَرِ ذٰلِكَ الْيَوْمِ حِيْنَ يَخْتَلِطُ الظَّلاَمُ وَيَرْعٰى عَلَيْهِمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ مَوْلٰى اَبِىْ بَكْرٍ مِنْحَةً مِّنْ غَنَمٍ فَيُرِيْحُهُ عَلَيْهِمَا حِيْنَ تَذْهَبُ سَاعَةٌ مِّنَ الْعِشَاءِ فَيَبِيْتَانِ فِىْ رِسْلِهَا حَتّٰى يَنْعِقَ بِهَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ بِغَلَسٍ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ مِّنْ تِلْكَ اللَّيَالِى الثَّلٰثِ .

৫৩৮২. আয়েশা (রা) বলেন, একদল মুসলমান হাবশায় (ইথিওপিয়ায়) হিজরত করলেন। আবু বাক্‌র (রা)-ও হিজরতের উদ্দেশ্যে মালসামান যোগাড় করলেন। তখন নবী (স) বলেন, তুমি একটু অপেক্ষা করো। আমি আশা করছি, আমাকেও হিজরতের অনুমতি দেয়া হবে। আবু বক্‌র (রা) বলেন, আমার মা-বাপ আপনার জন্য কুরবান হোক ! আপনিও কি হিজরতের আশা রাখেন ? তিনি বলেন, হাঁ। অতপর আবু বাক্‌র (রা) নবী (স)-এর সংগী হওয়ার উদ্দেশ্যে অবস্থান করলেন। তিনি নিজের দু'টি সওয়ারীর পশুকে চার মাস ধরে সামুর গাছের পাতা খাওয়াতে থাকলেন। উরওয়া (র) বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, একদিন আমরা ঠিক দুপুরে আমাদের ঘরে বসা ছিলাম। এমনি সময় এক ব্যক্তি আবু বাক্‌র (রা)-কে বলেন, এই যে রসূলুল্লাহ (স) মুখমণ্ডল ঢেকে তাশরীফ এনেছেন এবং তিনি এমন সময় এসেছেন—সচরাচর এ সময় তিনি আমাদের এখানে আসেন না। আবু বক্‌র (রা) বলেন, তাঁর জন্য আমার মা-বাপ কুরবান হোক। আল্লাহ্‌র কসম ! তিনি নিশ্চয় কোন

জরুরী বিষয় নিয়ে এ সময় এসেছেন। সুতরাং নবী (স) এসে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। অনুমতি পেয়ে তিনি ভেতরে প্রবেশ করলেন। তিনি আবু বাক্‌র (রা)-কে বলেন, আপনার নিকট যারা আছে তাদেরকে সরিয়ে দিন। আবু বাক্‌র (রা) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমার মা-বাপ আপনার জন্য কুরবান হোক ! এরা তো আপনার ঘরেরই লোক। নবী (স) বলেন, আমাকেও হিজরতের অনুমতি দেয়া হয়েছে। আবু বাক্‌র (রা) বলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমার মা-বাপ আপনার জন্য কুরবান হোক ! আমিও কি সাথী হবো ? তিনি বলেন, হাঁ। আবু বাক্‌র (রা) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমার মা-বাপ আপনার জন্য কুরবান হোক ! আমার দু'টি সওয়ারী প্রস্তুত, আপনি যে কোন একটি নিয়ে নিন। নবী (স) বলেন, মূল্যের বিনিময়ে। আয়েশা (রা) বলেন, আমরা তাঁদের জন্য সফরের মাল-সামান তৈরি করলাম, নাশতা তৈরি করে চামড়ার থলের মধ্যে রাখলাম। আবু বাক্‌র (রা)-এর কন্যা আসমা (রা) তাঁর ওড়না ছিঁড়ে এক টুকরা দিয়ে থলের মুখ বেঁধে দিলেন। এ জন্যই তাঁকে 'যাতুন-নিতাক' বলা হয়। অতপর নবী (স) ও আবু বাক্‌র (রা) দু'জনই সাওর পাহাড়ের গুহায় গিয়ে আত্মগোপন করেন। সেখানে তাঁরা তিন রাত কাটান। আবদুল্লাহ ইবনে আবু বাক্‌র (রা) অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও সুদক্ষ যুবক ছিল। সে তাদের নিকট রাত কাটাতো এবং ভোর রাতে তাদের কাছ থেকে চলে আসতো। অতপর সকাল বেলা মক্কার কুরাইশদের সাথে এমনভবে মিশে যেত, যেন সে রাতও তাদেরই সাথে কাটিয়েছে। কারো কোন কথা শুনলে সে তা মনে রাখতো। রাত হলে তিনি দিনের সব খবর তাদেরকে এসে জানিয়ে দিত। আবু বাক্‌র (রা)-এর গোলাম আমের ইবনে ফুহাইরা তাদের আশপাশের দুধেল ছাগল নিয়ে চরাতো। এক ঘড়ি রাত অতিক্রান্ত হলে সে ছাগল নিয়ে তাদের নিকট যেত এবং তাদেরকে দুধপান করাতো। আবদুল্লাহ ও আমের দু'জনই ওখানে রাত কাটাতো। শেষে আমের ইবনে ফুহাইরা রাতের আঁধারেই ছাগল নিয়ে চলে আসতো। ওই তিন রাতের প্রতি রাতেই সে এরূপ করেছে।

১৭-অনুচ্ছেদ ঃ লৌহ শিরস্ত্রাণ।

٥٣٨٣ـ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلٰى رَاْسِهِ الْمِغْفَرُ .

৫৩৮৩. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। মক্কা বিজয়ের বছর নবী (স) মক্কায় প্রবেশকালে তাঁর মাথায় ছিল লৌহ শিরস্ত্রাণ।

১৮-অনুচ্ছেদ ঃ ডোরাদার কালো চাদর এবং ইয়ামনী হিবর। খাব্বাব (রা) বলেন, আমরা নবী (স)-এর নিকট অভিযোগ করতে গেলাম, তখন তিনি তাঁর ডোরাদার চাদরে হেলান দিয়ে ছিলেন।

٥٣٨٤ـ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ اَمْشِيْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيْظُ الْحَاشِيَةِ فَاَدْرَكَهُ اَعْرَابِيٌّ فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيْدَةً حَتّٰى نَظَرْتُ اِلٰى نَظَرْتُ صَفْحَةِ عَاتِقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اَثَّرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الْبُرْدِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ

ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مُرْلِيْ مِنْ مَالِ اللّٰهِ الَّذِيْ عِنْدَكَ فَالْتَفَتَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ ضَحِكَ ثُمَّ اَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ .

৫৩৮৪. আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে হেঁটে চলছিলাম। তাঁর গায়ে চওড়া ডোরাদার একখানা নাজরানী চাদর ছিল। এক বেদুঈন তাঁকে কাছে পেল। সে তাঁর চাদরখানা ধরে এত জোরে টান দিল যার ফলে আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর কাঁধে চাদরের ডোরার দাগ ফুটে উঠতে দেখেছি। তারপর বেদুঈনটি বললো, হে মুহাম্মাদ ! আপনার নিকট আল্লাহর যে সম্পদ আছে তা থেকে আমাকে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিন। রসূলুল্লাহ (স) তার দিকে তাকিয়ে হাসলেন, অতপর তাকে কিছু দান করার নির্দেশ দিলেন।

٥٣٨٥- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَتْ اِمْرَأَةٌ بِبُرْدَةٍ قَالَ سَهْلٌ هَلْ تَدْرِيْ مَا الْبُرْدَةُ قَالَ نَعَمْ هِيَ الشَّمْلَةُ مَنْسُوْجٌ فِيْ حَاشِيَتِهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ نَسَجْتُ هٰذِهِ بِيَدِيْ اَكْسُوْكَهَا فَاَخَذَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُحْتَاجًا اِلَيْهَا فَخَرَجَ اِلَيْنَا وَاِنَّهَا لَاِزَارُهُ فَجَسَّهَا (فَحَسَّنَهَا) رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اكْسُنِيْهَا قَالَ نَعَمْ فَجَلَسَ مَا شَاءَ اللّٰهُ فِي الْمَجْلِسِ ثُمَّ رَجَعَ فَطَوَاهَا ثُمَّ اَرْسَلَ بِهَا اِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ مَا اَحْسَنْتَ سَاَلْتَهَا اِيَّاهُ وَقَدْ عَرَفْتَ اَنَّهُ لَا يَرُدُّ سَائِلًا فَقَالَ الرَّجُلُ وَاللّٰهِ مَا سَاَلْتُهَا اِلَّا لِتَكُوْنَ كَفَنِيْ يَوْمَ اَمُوْتُ قَالَ سَهْلٌ فَكَانَتْ كَفَنَهُ .

৫৩৮৫. সাহ্‌ল ইবনে সাদ (রা) বলেন, একবার এক মহিলা একখানা 'বুরদা' (চাদর) নিয়ে আসলো। সাহল (রা) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি জান, 'বুরদা' কী ? সে বললো, হাঁ। তা এমন চাদর যার পাড় ডোরাযুক্ত। মহিলাটি নিবেদন করলো, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আপনাকে পরানোর জন্যই আমি নিজের হাতে এ কারুকার্য করেছি। রসূলুল্লাহ (স) তা নিয়ে নিলেন এবং তাঁর এ চাদরের প্রয়োজনও ছিল। অতপর তিনি আমাদের নিকট আগমন করলেন ঐ চাদরটি ইযার হিসেবে পরিধান করে। উপস্থিত লোকদের একজন তা স্পর্শ করে বলল, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আপনি এটি আমাকে পরিধানের জন্য দিয়ে দিন। নবী (স) বলেন, হাঁ, নিয়ে নাও। অতপর তিনি ঐ বৈঠকে যতক্ষণ আল্লাহ চাইলেন বসে রইলেন, অতপর চলে গেলেন এবং সেই চাদরটি ভাঁজ করে ঐ লোকটির নিকট পাঠিয়ে দিলেন। লোকজন সেই লোকটিকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি তাঁর নিকট চাদরটি চেয়ে ভালো করনি। অথচ তুমি জান যে, তিনি কোন আবেদনকারীকেই বিমুখ করেন না। সে বললো, আল্লাহ্‌র কসম ! আমি তা কেবল এ উদ্দেশ্যেই চেয়েছি যে, আমি মারা গেলে তা যেন আমার কাফন হয়। সাহল (রা) বলেন, ঐ চাদরে লোকটিকে কাফন দেয়া হয়।

٥٣٨٦- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ اُمَّتِيْ زُمْرَةٌ هِيَ سَبْعُوْنَ اَلْفًا تُضِيْئُ وُجُوْهُهُمْ اِضَاءَةَ الْقَمَرِ فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ

الْاَسَدِىُّ يَرْفَعُ نَمِرَةً عَلَيْهِ قَالَ ادْعُ اللّٰهَ لِىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْ يَّجْعَلَنِىْ مِنْهُم فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُم ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَّجْعَلَنِىْ مِنْهُم فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَبَقَكَ عُكَّاشَةُ .

৫৩৮৬. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ আমার উম্মাতের সত্তর হাজারের একটি দল বিনা হিসেবে বেহেশতে যাবে। তাদের চেহারা চাঁদের মতো উজ্জ্বল হবে। তখন উক্‌কাশা ইবনে মিহসান আসাদী (রা) আপন চাদরখানা উপরে তুলে দাঁড়িয়ে বলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আল্লাহর নিকট আমার জন্য দোয়া করুন, তিনি যেন আমাকেও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি দোয়া করলেন, আয় আল্লাহ ! একেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। এরপর মদীনার এক আনসারী উঠে দাঁড়িয়ে নিবেদন করলো, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমার জন্যও আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করুন, তিনি যেন আমাকেও তাদের দলভুক্ত করেন। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, উক্‌কাশা তোমার আগে সে সুযোগ নিয়ে গেছে।

٥٣٨٧ـ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ اَىُّ الثِّيَابِ كَانَ اَحَبُّ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْحِبَرَةُ .

৫৩৮৭. কাতাদা (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কিরূপ পোশাক নবী (স)-এর সর্বাধিক প্রিয় ছিল ? তিনি বলেন, 'হিবারা' (ইয়ামনের এক প্রকার চাদর)।

٥٣٨٨ـ عَن اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ اَحَبُّ الثِّيَابِ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ اَنْ يَّلْبَسَهَا الْحِبَرَةَ .

৫৩৮৮. আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) 'হিবারা' (ইয়ামন দেশীয় সবুজ রঙের ডোরাযুক্ত চাদর) পরতে অধিক পসন্দ করতেন।

٥٣٨٩ـ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَخْبَرَتْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ تُوُفِّىَ سُجِّىَ بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ .

৫৩৮৯. নবী পত্নী আয়েশা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) ইন্তিকাল করলে তাঁকে 'হিবারা' চাদর দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়।

১৯-অনুচ্ছেদ ঃ উলের চাদর ও কারুকার্যময় উলের চাদর।

٥٣٩٠ـ عَنْ عَائِشَةَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالاَ لَمَّا نَزَلَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيْصَةً لَّهُ عَلٰى وَجْهِهِ فَاِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَّجْهِهِ فَقَالَ وَهُوَ كَذٰلِكَ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوْا .

৫৩৯০. আয়েশা (রা) ও আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) মৃত্যু শয্যাগত থাকা অবস্থায় চাদর দ্বারা আপন মুখমণ্ডল ঢেকে রাখতেন, শ্বাস নিতে অসুবিধা হলে তা মুখমণ্ডল থেকে সরিয়ে ফেলতেন এবং এ অবস্থায় বলতেন, ইহূদী ও নাসারাদের উপর আল্লাহ্র লা'নত। তারা তাদের নবীদের কবরকে সিজদার স্থান[৫] বানিয়ে নিয়েছে। তারা যা করছে তা থেকে নবী (স) স্বীয় উম্মাতকে সতর্ক করেন।

٥٣٩١- عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ قَالَ اَخْرَجَتْ اِلَيْنَا عَائِشَةَ كِسَاءً وَاِزَارًا غَلِيْظًا فَقَالَتْ قُبِضَ رُوْحُ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ هٰذَيْنِ .

৫৩৯১. আবু বুরদা (র) বলেন, আয়েশা (রা) একখানা চাদর ও মোটা কাপড়ের একটি ইযার আমাদের নিকট বের করে বলেন, যখন নবী (স) ইনতিকাল করেন তখন এ দু'টি তাঁর পরিধানে ছিল।

٥٣٩٢- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ خَمِيْصَةٍ لَهُ لَهَا اَعْلَامٌ فَنَظَرَ اِلٰى اَعْلَامِهَا نَظْرَةً فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ اذْهَبُوْا بِخَمِيْصَتِىْ هٰذِهِ اِلٰى اَبِىْ جَهْمٍ فَاِنَّهَا اَلْهَتْنِىْ اٰنِفًا عَنْ صَلَاتِىْ وَائْتُوْنِىْ بِاَنْبِجَانِيَّةِ اَبِىْ جَهْمِ بْنِ حُذَيْفَةَ بْنِ غَانِمٍ مِّنْ بَنِىْ عَدِىِّ بْنِ كَعْبٍ .

৫৩৯২. আয়েশা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) পশমী চাদর গায়ে দিয়ে নামায পড়লেন। চাদরটি কারুকার্য খচিত ছিল। সেই কারুকার্যের প্রতি তাঁর নযর পড়লে তিনি সালাম ফিরিয়ে বলেন, আমার এ চাদরটি আবু জাহমের নিকট নিয়ে যাও। এটি ইতিমধ্যেই আমাকে নামাযে অমনোযোগী করে দিয়েছে। আর আমার জন্য বনী আদী ইবনে কা'ব গোত্রের হুযায়ফা ইবনে গানিমের পুত্র আবু জাহমের 'আম্বেজানী' (কারুকার্যহীন সাধারণ) চাদর নিয়ে এসো।

২০-অনুচ্ছেদ ঃ ইশতিমালুস-সাম্মা।[৬]

٥٣٩٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَعَنْ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتّٰى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغِيْبَ وَاَنْ يَّحْتَبِىَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلٰى فَرْجِهِ مِنْهُ شَىْءٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ وَاَنْ يَّشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ -

৫. ইহূদী-খৃস্টানরা তাদের নবীগণের কবরে সম্মানার্থে সিজদা করে থাকে, সেইসব কবরকে কিবলা বানায়, সেদিকে মুখ করে উপাসনা করে। এটা সম্পূর্ণ শিরক। অনুরূপ কোন পীর-বুর্জগের কবরে করলেও তা শিরক হবে। নবী (স) এ হাদীসে নিষেধ করেছেন—তাঁর কবরের সাথেও যেন অনুরূপ কোন আচরণ না করা হয়।

৬. দুইভাবে কাপড় পরিধান—(১) এক দিকের কাঁধ আবৃত করে এবং অপর কাঁধ অনাবৃত রেখে কাপড় পরা। (২) একই কাপড়ে সমস্ত দেহ জড়িয়ে এমনভাবে বসা যে, গুপ্তাঙ্গ অনাবৃত হয়ে যায়-(সম্পাদক)।

৫৩৯৩. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, নবী (স) মুলামাসা, মুনাবাযা ও দু'টি নামায থেকে নিষেধ করেছেন। ফযরের নামায পড়ার পর সূর্য উপরে না উঠা পর্যন্ত এবং আসরের পর সূর্য অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত (নফল নামায পড়া নিষিদ্ধ)। তিনি একটি মাত্র কাপড় এমনভাবে পরতেও নিষেধ করেছেন, যার ফলে লজ্জাস্থান ও আসমানের মধ্যখানে কোন কিছু থাকে না এবং ইসতিমালুস-সাম্মাও নিষেধ করেছেন।

٥٣٩٤- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ نَهٰى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِى الْبَيْعِ وَالْمُلاَمَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الاٰخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ اَوْ بِالنَّهَارِ وَلاَ يُقَلِّبُهُ الاَّ بِذٰلِكَ وَالْمُنَابَذَةُ اَنْ يَّنْبِذَ الرَّجُلُ اِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهٖ وَيَنْبِذَ الاٰخَرُ ثَوْبَهٗ وَيَكُوْنُ ذٰلِكَ بَيْعَهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَّلاَ تَرَاضٍ وَاللِّبْسَتَيْنِ اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَالصَّمَّاءُ اَنْ يَّجْعَلَ ثَوْبَهٗ عَلٰى اَحَدِ عَاتِقَيْهِ فَيَبْدُوْ اَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ وَاللِّبْسَةُ الاُخْرٰى اِحْتِبَاؤُهٗ بِثَوْبِهٖ وَهُوَ جَالِسٌ لَيْسَ عَلٰى فَرْجِهٖ مِنْهُ شَىْءٌ .

৫৩৯৪. আবু সায়ীদ খুদরী (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) দুই ধরনের পোশাক ও দুই রকম বিক্রয় নিষেধ করেছেন। তিনি বেচা-কেনায় 'মুলামাসা' ও 'মুনাবাযা' নিষেধ করেছেন। 'মুলামাসা' হলো, কোন লোক অন্য লোকের কাপড় রাতে কিংবা দিনে কেবল স্পর্শ করলেই, উল্টে-পাল্টে না দেখলেও এতেই বিক্রয় বাধ্যকর হয়ে গেল। আর 'মুনাবাযা' হলো, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির দিকে তার কাপড় ছুঁড়ে মারলো এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি তার কাপড়ও তার প্রতি ছুঁড়ে মারলো। না দেখে এবং পরস্পর গররাজিতে তাদের এ বেচা-কেনা হয়ে গেল, এটা নিষেধ। নবী (স) ইশতিমালুস সাম্মাও নিষিদ্ধ করেছেন। সাম্মা হলো, নিজের কাপড় নিজের এক কাঁধে এমনভাবে তুলে দেয়া, যাতে অন্য কাঁধটি খোলা থেকে যায়। আর অপর যে পোশাক পরতে তিনি নিষেধ করেছেন তাহলো, একটি কাপড় পেঁচিয়ে এমনভাবে বসা যাতে তার লজ্জাস্থানে কোন কাপড়ই থাকে না।

২১-অনুচ্ছেদ ঃ এক কাপড়ে ঘাড় ও হাঁটু পেঁচিয়ে বসা।

٥٣٩٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ اَنْ يَّحْتَبِىَ الرَّجُلُ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلٰى فَرْجِهٖ مِنْهُ شَىْءٌ وَاَنْ يَّشْتَمِلَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلٰى اَحَدِ شِقَّيْهِ وَعَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ .

৫৩৯৫. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) দুই ধরনের পোশাক (পরিধান) নিষেধ করেছেন। (এক) পুরুষের একটি মাত্র কাপড়ে এমনভাবে গুটিয়ে বসা যে, তার লজ্জাস্থানে এর কিছুই থাকে না। (দুই) একটি মাত্র কাপড় এমনভাবে পেঁচিয়ে গায়ে দেয়া, যাতে তার গায়ের একদিক সম্পূর্ণ খোলা থাকে। আর তিনি 'মুলামাসা' ও 'মুনাবাযা' নিষিদ্ধ করেছেন।

٥٣٩٦- عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ اِشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَاَنْ يَّحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِيْ ثَوْبٍ وَّاحِدٍ لَيْسَ عَلٰى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْئٌ .

৫৩৯৬. আবু সায়ীদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) ইশতিমালুস সাম্মা নিষিদ্ধ করেছেন, আর নিষিদ্ধ করেছেন পুরুষকে একটি মাত্র কাপড় এমনভাবে পরতে, যাতে তার লজ্জাস্থানের উপর ঐ কাপড়ের কিছু থাকে না।

২২-অনুচ্ছেদ ঃ নকশীদার কালো পশমী চাদর।

٥٣٩٧- عَنْ اُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدٍ اُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِثِيَابٍ فِيْهَا خَمِيْصَةٌ سَوْدَاءُ صَغِيْرَةٌ فَقَالَ مَنْ تَرَوْنَ اَنْ نَكْسُوْ هٰذِهٖ فَسَكَتَ الْقَوْمُ قَالَ ائْتُوْنِيْ بِاُمِّ خَالِدٍ فَاُتِيَ بِهَا تُحْمَلُ (تُحْتَمَلُ) فَاَخَذَ الْخَمِيْصَةَ بِيَدِهٖ فَاَلْبَسَهَا وَقَالَ اَبْلِيْ وَاَخْلِقِيْ وَكَانَ فِيْهَا عَلَمٌ اَخْضَرُ اَوْ اَصْفَرُ فَقَالَ يَا اُمَّ خَالِدٍ هٰذَا سَنَاهْ وَسَنَاهْ بِالْحَبَشِيَّةِ حَسَنٌ .

৫৩৯৭. উম্মু খালিদ বিনতে খালিদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর নিকট কিছু কাপড় আনা হলো। তার মধ্যে কালো বর্ণের একটি ছোট পশমী চাদরও ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের কাকে এ কাপড়টি দান করব ? সবাই চুপ করে রইলো। তখন তিনি বলেন, আমার নিকট উম্মু খালিদকে নিয়ে এসো। সুতরাং তাকে বহন করে আনা হলো। নবী (স) চাদরটি তাঁর হাতে নিলেন এবং তাকে পরিয়ে দিয়ে দোয়া করেন। আল্লাহ করুন, সে যেন এ কাপড়টি পুরাতন হওয়া এবং তাতে তালি দেয়া পর্যন্ত দীর্ঘজীবি হয়। চাদরটিতে সবুজ কিংবা হলুদ রংয়ের নকশী করা ছিল। তিনি বলেন, হে খালিদের মা ! এটা কি সুন্দর! হাবশী ভাষায় 'সানাহ্' অর্থ সুন্দর।

٥٣٩٨- عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَمَّا وَلَدَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ قَالَتْ لِيْ يَا اَنَسُ اُنْظُرْ هٰذَا الْغُلَامَ فَلَا يُصِيْبَنَّ شَيْئًا حَتّٰى تَغْدُوَ بِهٖ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُحَنِّكُهُ فَغَدَوْتُ بِهٖ فَاِذَا هُوَ فِيْ حَائِطٍ وَعَلَيْهِ خَمِيْصَةٌ حُرَيْثِيَّةٌ وَّهُوَ يَسِمُ الظَّهْرَ الَّذِيْ قَدِمَ عَلَيْهِ فِي الْفَتْحِ .

৫৩৯৮. আনাস (রা) বলেন, উম্মু সুলাইম (রা)-এর একটি পুত্র সন্তান হলে তিনি আমাকে বলেন, হে আনাস ! তুমি এ বাচ্চাটির প্রতি সযত্ন দৃষ্টি রাখ এবং সকালে তাকে নিয়ে গিয়ে নবী (স) কর্তৃক তার মিষ্টি মুখ না করানো পর্যন্ত তাকে কিছু খেতে বা পান করতে দিও না। আমি তাকে নিয়ে গিয়ে দেখলাম, তিনি এক বাগানে অবস্থান করছেন। তাঁর গায়ে একখানা হুরাইসিয়া পশমী চাদর ছিল। যে সওয়ারীতে আরোহণ করে তিনি মক্কা বিজয় অভিযান চালিয়েছিলেন, বাগানে তিনি সেটির পিঠে চিহ্ন লাগাচ্ছিলেন।

২৩-অনুচ্ছেদ ঃ সবুজ পোশাক।

٥٣٩٩- عَنْ عِكْرِمَةَ اَنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَ اِمْرَاَتَهُ فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الزَّبِيْرِ

الْقُرَظِيُّ قَالَتْ عَائِشَةُ وَعَلَيْهَا خِمَارٌ اَخْضَرُ فَشَكَتْ اِلَيْهَا وَاَرَتْهَا خُضْرَةً بِجِلْدِهَا فَلَمَّا جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالنِّسَاءُ يَنْصُرُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا قَالَتْ عَائِشَةُ مَا رَاَيْتُ مِثْلَ مَا يَلْقَى الْمُؤْمِنَاتُ لَجِلْدُهَا اَشَدُّ خُضْرَةً مِّنْ ثَوْبِهَا قَالَ وَسَمِعَ اَنَّهَا قَدْ اَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَجَاءَ وَمَعَهُ اِبْنَانِ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا قَالَتْ وَاللّٰهِ مَا لِىْ اِلَيْهِ مِنْ ذَنْبٍ اِلاَّ اَنَّ مَا مَعَهُ لَيْسَ بِاَغْنٰى عَنِّىْ مِنْ هٰذِهِ وَاَخَذَتْ هُدْبَةً مِّنْ ثَوْبِهَا فَقَالَ كَذَبَتْ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ لاَنْفُضُهَا نَفْضَ الْاَدِيْمِ وَلٰكِنَّهَا نَاشِزٌ تُرِيْدُ رِفَاعَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاِنْ كَانَ ذٰلِكَ لَمْ تَحِلِّى لَهُ اَوْ لَمْ تَصْلُحِىْ لَهُ حَتّٰى يَذُوْقَ مِنْ عُسَيْلَتِكِ قَالَ وَاَبْصَرَ مَعَهُ ابْنَيْنِ لَهُ فَقَالَ بَنُوْكَ هٰؤُلاَءِ قَالَ نَعَمْ قَالَ هٰذَا الَّذِىْ تَزْعُمِيْنَ مَا تَزْعُمِيْنَ فَوَاللّٰهِ لَهُمْ اَشْبَهُ بِهِ مِنَ الْغُرَابِ بِالْغُرَابِ .

৫৩৯৯. ইকরিমা (র) থেকে বর্ণিত। রিফায়া (রা) তাঁর স্ত্রীকে তালাক দেন। অতপর আবদুর রহমান ইবনুয যুবাইর আল-কুরাযী (রা) তাকে বিয়ে করেন। আয়েশা (রা) বলেন, ঐ মহিলা সবুজ ওড়না পরিহিতা ছিল। সে (এসে) আয়েশা (রা)-এর নিকট (তার স্বামীর বিরুদ্ধে) অভিযোগ করলো এবং আপন দেহের চামড়া দেখালো। তাতে (স্বামীর প্রহারে) সবুজ দাগ পড়েগিয়েছিল। রসূলুল্লাহ (স) আগমন করলে, নারীরা যেহেতু একে অন্যের সমর্থন করে থাকে, আয়েশা (রা) বলেন, আমি কোন ঈমানদার মহিলার সাথে এরূপ নিন্দনীয় আচরণ হতে দেখিনি। তার চামড়া (প্রহারে) তার কাপড়ের চেয়েও অধিক সবুজ হয়ে গেছে। রাবী বলেন, আবদুর রহমান (রা) শুনতে পান যে, তার স্ত্রী রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট গিয়েছে। সুতরাং তিনি তার অন্য স্ত্রীর পক্ষের দু'টি পুত্রকে সাথে নিয়ে আসলেন। অভিযোগকারিনী বললো, আল্লাহর কসম ! আমি তার প্রতি কোন ত্রুটি করিনি। তবে তার নিকট যে জিনিস (অর্থাৎ বিশেষ অঙ্গ) আছে, তাতে আমার তৃপ্তি হয় না। (একথা বলে) সে তার কাপড়ের পাড় ধরে দেখালো। তখন আবদুর রহমান বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আল্লাহ্‌র কসম ! সে মিথ্যা বলেছে। আমি তো তাকে চরম তৃপ্তি দিয়েই থাকি। কিন্তু সে নাফরমান। সে আবার রিফায়ার নিকট ফিরে যেতে চায়। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, ব্যাপার যখন এই, তখন তুমি তার জন্য হালাল হবে না, কিংবা একথা বলেছেন, তুমি তার সাথে বিয়ের যোগ্য হবে না, যতক্ষণ না আবদুর রহমান তোমার সাথে যৌন সুখ উপভোগ করে। পরে আবদুর রহমানের সাথে তার ছেলে দু'টিকে দেখে নবী (স) জিজ্ঞেস করেন, এরা কি তোমার ছেলে ? সে বললো, হাঁ। তিনি বলেন, তুমি যা দাবি করেছ তো করেছ। আল্লাহ্‌র কসম ! কাকের সাথে কাকের যেমন সাদৃশ্য তার চেয়েও অধিক সাদৃশ্য রয়েছে আবদুর রহমানের সাথে তার ছেলেদের।

২৪-অনুচ্ছেদ ঃ সাদা পোশাক।

٥٤٠٠- عَنْ سَعْدٍ قَالَ رَأَيْتُ بِشِمَالِ النَّبِيِّ ﷺ وَبِيَمِيْنِهِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيْضٌ يَوْمَ أُحُدٍ مَّا رَأَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلاَ بَعْدُ.

৫৪০০. সাদ (রা) বলেন, আমি উহুদের দিন নবী (স)-এর ডানে-বাঁয়ে দু'জন লোক দেখলাম। তারা সাদা পোশাক পরিহিত ছিল। আমি তাদেরকে এর আগে-পরে কখনো দেখিনি।

٥٤٠١- عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضُ وَهُوَ نَائِمٌ ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَدِ اسْتَيْقَظَ وَقَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ثُمَّ مَاتَ عَلٰى ذٰلِكَ اِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ قَالَ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ قُلْتُ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ قَالَ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ قُلْتُ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ قَالَ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ عَلٰى رَغْمِ اَنْفِ اَبِيْ ذَرٍّ وَكَانَ اَبُوْ ذَرٍّ اِذَا حَدَّثَ بِهٰذَا قَالَ وَاِنْ رَغِمَ اَنْفُ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ هٰذَا عِنْدَ الْمَوْتِ اَوْ قَبْلَهُ اِذَا تَابَ وَنَدِمَ وَقَالَ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ قَبْلُ .

৫৪০১. আবু যার (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর নিকট আসলাম। তখন তিনি সাদা পোশাক পরে ঘুমাচ্ছিলেন। আমি পুনরায় গেলে তিনি জাগলেন এবং বললেন, যে বান্দাহ "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" কবুল করেছে এবং এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, সে অবশ্যই বেহেশতে যাবে। আমি বললাম, যদিও সে যেনা করে এবং চুরি করে তবুও ? তিনি বললেন, যদিও সে যেনা করে ও চুরি করে তবুও। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, যদিও সে যেনা করে এবং চুরি করে তবুও ? তিনি বললেন, যদিও সে যেনা করে এবং চুরি করে তবুও। পুনরায় আমি জানতে চাইলাম, যদিও যেনা করে এবং চুরি করে তারপরও ? তিনি বললেন, যদিও সে যেনা করে এবং চুরি করে। আবু যার-এর নাক ভূলুণ্ঠিত হোক ! আবু যার (রা) যখনই এ হাদীস বর্ণনা করতেন, তখন "আবু যার-এর নাক ভূলুণ্ঠিত হোক" কথাটুকুও বলতেন। আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) বলেন, এটা মৃত্যুর সময় কিংবা তারও আগের ঘটনা, যখন সে বান্দা তওবা করে নিল, লজ্জিত হলো এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বললো—তখন তার পূর্বে কৃত অপরাধ মাফ করে দেয়া হয়।

২৫-অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষের রেশমী পোশাক পরিধান সম্পর্কে এবং এর যতটুকু পরিমাণ জায়েয।

٥٤٠٢- عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ قَالَ اَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ بِاَذْرَبِيْجَانَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْحَرِيْرِ اِلاَّ هٰكَذَا وَاَشَارَ بِاِصْبَعَيْهِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الْاِبْهَامَ قَالَ فِيْمَا عَلِمْنَا اَنَّهُ يَعْنِى الْاَعْلاَمَ .

৫৪০২. কাতাদা (র) বলেন, আমি আবু উসমান আন-নাহদী (র)-কে বলতে শুনেছি, আমরা উতবা ইবনে ফারকাদ (রা)-এর সাথে আযারবাইজানে ছিলাম। আমাদের কাছে উমার (রা)-এর পত্র আসলো। (তাতে লেখা ছিল) রসূলুল্লাহ (স) রেশমী কাপড় ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছেন। তবে এতটুকু জায়েয আছে। (একথা বলে) তিনি তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলে ইশারা করেন। রাবী বলেন, আমাদের জানামতে, এই ইশারা দ্বারা তিনি সূচিকর্ম বুঝিয়েছেন।[৮]

٥٤٠٣ـ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ قَالَ كَتَبَ اِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِاَذَرْبِيْجَانَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ اِلاَّ هٰكَذَا وَصَفَ لَنَا النَّبِىُّ ﷺ اِصْبَعَيْهِ وَرَفَعَ زُهَيْرٌ اَلْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةَ .

৫৪০৩. আবু উসমান (র) বলেন, আমরা আযারবাইজানে অবস্থানকালে উমার (রা) আমাদের নিকট পত্র লিখলেন যে, নবী (স) রেশমী কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন, তবে এতটুকু জায়েয। আমাদেরকে নবী (স) তাঁর দুই আঙ্গুলে ইশারা করে বুঝিয়ে দেন। যুহাইর (র) মধ্যমা ও তর্জনী উত্তোলন করেন।

٥٤٠٤ـ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ قَالَ كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ فَكَتَبَ اِلَيْهِ عُمَرُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَ يَلْبَسُ الْحَرِيْرَ فِى الدُّنْيَا اِلاَّ لَمْ يَلْبَسْ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْهُ وَاَشَارَ اَبُوْ عُثْمَانَ بِاِصْبَعَيْهِ الْمُسَبِّحَةِ وَالْوُسْطٰى .

৫৪০৪. আবু উসমান (র) বলেন, আমরা উতবা (রা)-এর সাথে ছিলাম। তাঁর নিকট উমার (রা) পত্র লিখেন যে, নবী (স) বলেছেন, দুনিয়ায় সেই ব্যক্তিই রেশমী কাপড় পরিধান করে যে আখেরাতে তা পরিধানের বাসনা রাখে না। আবু উসমান (র) তাঁর তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করেন যতটুকু পরিমাণ জায়েয তা বুঝানোর জন্য।

٥٤٠٥ـ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ كَانَ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ فَاسْتَسْقٰى فَاَتَاهُ دِهْقَانُ بِمَاءٍ فِىْ اِنَاءٍ مِّنْ فِضَّةٍ فَرَمَاهُ بِهٖ وَقَالَ اِنِّىْ لَمْ اَرْمِهِ اِلاَّ اَنِّىْ نَهَيْتُهُ فَلَمْ يَنْتَهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَالْحَرِيْرُ وَالدِّيْبَاجُ هِىَ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِى الْاٰخِرَةِ .

৫৪০৫. ইবনে আবু লাইলা (র) বলেন, হুযাইফা (রা) মাদায়েনে ছিলেন। তিনি পানি চাইলেন। এক গ্রাম্য লোক একটি রৌপ্য পাত্রে পানি নিয়ে আসলো। হুযাইফা (রা) তা ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন, আমি এটি ছুঁড়ে ফেলতাম না। আমি তাকে নিষেধ করেছিলাম, কিন্তু সে মানেনি। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, সোনা, রুপা এবং মোটা ও মিহি রেশম দুনিয়ায় কাফেরদের জন্য আর তোমাদের জন্য হলো আখেরাতে।

---

৮. হানাফী মাযহাব মতে চার আঙ্গুল পরিমাণ রেশমী বস্ত্র ব্যবহার জায়েয আছে।

٥٤٠٦- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ اَعَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ شَدِيْدًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِي الدُّنْيَا فَلَنْ يَلْبَسَهُ فِي الْاٰخِرَةِ .

৫৪০৬. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। শোবা (র) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি নবী (স) থেকে ? তিনি জোর দিয়ে বলেন, নবী (স) থেকে। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়ায় রেশমী বস্ত্র পরিধান করবে সে আখেরাতে কখনও তা পরিধান করতে পারবে না।

٥٤٠٧- عَنْ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ يَقُوْلُ قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْاٰخِرَةِ .

৫৪০৭. সাবিত (র) বলেন, আমি ইবনুয যুবাইর (রা)-কে তাঁর ভাষণে বলতে শুনেছি ঃ মুহাম্মাদ (স) বলেছেন, যে লোক দুনিয়ায় রেশমী বস্ত্র পরিধান করবে, আখেরাতে সে তা পরতে পারবে না।

٥٤٠٨- عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرِ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْاٰخِرَةِ .

৫৪০৮. ইবনুয যুবাইর (রা) বলেন, আমি উমার (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী (স) বলেছেন, যে লোক দুনিয়ায় রেশমী পোশাক পরবে, আখেরাতে সে তা পরিধান করতে পারবে না।

٥٤٠٩- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْحَرِيْرَ فَقَالَتْ ائْتِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَلْهُ قَالَ فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ سَلِ ابْنَ عُمَرَ قَالَ فَسَاَلْتُ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ اَخْبَرَنِي اَبُوْ حَفْصٍ يَعْنِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيْرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْاٰخِرَةِ فَقُلْتُ صَدَقَ وَمَا كَذَبَ اَبُوْ حَفْصٍ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

৫৪০৯. ইমরান ইবনে হিত্তান (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে রেশমী বস্ত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন ঃ তুমি ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট যাও এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করো। আমি গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তুমি ইবনে উমার (রা) -এর নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করো। আমি গিয়ে ইবনে উমার (রা)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমার নিকট আবু হাফস অর্থাৎ হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ দুনিয়ায় সে ব্যক্তিই রেশমী কাপড় পরিধান করে আখেরাতে যার ভাগে তা নেই। আমি বললাম, তিনি ঠিকই বলেছেন। আবু হাফস (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর উপর মিথ্যারোপ করেননি।

২৬-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি রেশমী বস্ত্র কেবল স্পর্শ করে, পরিধান করে না। এ ব্যাপারে আনাস (রা) নবী (স) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥٤١٠- عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ اُهْدِىَ لِلنَّبِيِّ ﷺ ثَوْبُ حَرِيْرٍ فَجَعَلْنَا نَلْمِسُهُ وَنَتَعَجَّبُ مِنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَتَعْجَبُوْنَ مِنْ هٰذَا قُلْنَا نَعَمْ قَالَ مَنَادِيْلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِى الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنْ هٰذَا.

৫৪১০. বারাআ (রা) বলেন, নবী (স)-কে একখানা রেশমী বস্ত্র উপহার দেয়া হলে আমরা তা হাত দিয়ে স্পর্শ করে দেখতে লাগলাম এবং এর প্রশংসা করলাম। নবী (স) বলেন, তোমরা এতে বিস্মিত হচ্ছ ? আমরা জবাব দিলাম, হাঁ। তিনি বলেন, বেহেশতে সাদ ইবনে মুয়াযের রুমাল এর চেয়ে অধিক উত্তম।

২৭-অনুচ্ছেদ ঃ রেশমী বস্ত্র বিছানার চাদর হিসেবে ব্যবহার। উবাইদা (র) বলেছেন, তা পরিধান তুল্য।

٥٤١١- عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ نَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ اَنْ نَشْرَبَ فِىْ اٰنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَاَنْ نَاْكُلَ فِيْهَا وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ وَاَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ .

৫৪১১. হুযাইফা (রা) বলেন, নবী (স) আমাদেরকে সোনা-রুপার পাত্রে পানাহার করতে, মোটা ও মিহি রেশমী কাপড় পরতে এবং তাতে বসতে নিষেধ করেছেন।

২৮-অনুচ্ছেদ ঃ ক্বাস্সী পরিধান করা। আবু বুরদা (র) বলেন, আমি আলী (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, 'ক্বাস্সী' কি ? তিনি বলেন, এটা এক ধরনের কাপড়, সিরিয়া কিংবা মিসর থেকে আমাদের দেশে আমদানী হয়ে থাকে। চওড়া দিক থেকে তাতে উৎরুঞ্জের ন্যায় রেশম দ্বারা নকশী করা হয়। আর 'মীসারা' এমন কাপড় যা স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের জন্য চাদরের ন্যায় বানিয়ে রাখে এবং তা হলুদ বর্ণের হয়ে থাকে। জারীর (র) ইয়াযীদ থেকে তাঁর বর্ণিত হাদীসে বলেন, 'ক্বাস্সী' হলো ডোরাদার এমন কাপড়, যা মিসর থেকে আমদানী হতো এবং তাতে রেশম থাকতো। আর 'মীসারা' হলো বন্য হিংস্র পশুর চামড়া দ্বারা প্রস্তুত বস্ত্র।

٥٤١٢- عَنِ الْبَرَاءِ ابْنِ عَازِبٍ قَالَ نَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ وَالْقَسِّيِّ وَقَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ قَوْلُ عَاصِمٍ اَكْثَرُ وَاَصَحُّ فِى الْمِيْثَرَةِ .

৫৪১২. বারাআ ইবনে আযেব (রা) বলেন, আমাদেরকে নবী (স) লাল রং-এর 'মীসারা' ও ক্বাস্সী পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। আবু আবদুল্লাহ (বুখারী) বলেন, মীসারা সম্পর্কে আসেমের কথাই অধিকাংশের মতে অধিক সঠিক।

২৯-অনুচ্ছেদ ঃ চর্মরোগী পুরুষদের জন্য রেশমী কাপড় পরিধানের অনুমতি।

٥٤١٣- عَنْ اَنَسٍ قَالَ رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ لِلزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ فِىْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ لِحَكَّةٍ بِهِمَا.

৫৪১৩. আনাস (রা) বলেন, নবী (স) যুবাইর (রা) ও আবদুর রহমান (রা)-কে তাদের চর্মরোগ হওয়ার দরুন রেশমী কাপড় পরিধানের অনুমতি দিয়েছেন।

৩০-অনুচ্ছেদ ঃ নারীদের জন্য রেশমী বস্ত্র।

٥٤١٤ـ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَسَانِيْ النَّبِيُّ ﷺ حُلَّةً سِيَرَاءَ فَخَرَجْتُ فِيْهَا فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِيْ وَجْهِهِ فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِيْ .

৫৪১৪. আলী (রা) বলেন, নবী (স) আমাকে পরার জন্য লাল রংয়ের একখানা রেশমী 'হুল্লাহ' দান করেন। আমি সেটি পরে বের হলে নবী (স)-এর চেহারায় অসন্তুষ্টি লক্ষ্য করলাম। আমি তা টুকরা টুকরা করে আমার ঘরের মেয়েলোকদের মধ্যে বণ্টন করে দিলাম।

٥٤١٥ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عُمَرَ رَاٰى حُلَّةَ سِيَرَاءَ تُبَاعُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوِ ابْتَعْتَهَا تَلْبَسُهَا لِلْوَفْدِ اِذَا اَتَوْكَ وَالْجُمُعَةِ قَالَ اِنَّمَا يَلْبَسُ هٰذِهٖ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ وَاَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ بَعْدَ ذٰلِكَ اِلٰى عُمَرَ حُلَّةَ سِيَرَاءَ حَرِيْرًا فَكَسَاهَا اِيَّاهُ فَقَالَ عُمَرُ كَسَوْتَنِيْهَا وَقَدْ سَمِعْتُكَ تَقُوْلُ فِيْهَا مَا قُلْتَ فَقَالَ اِنَّمَا بَعَثْتُ اِلَيْكَ لِتَبِيْعَهَا اَوْ تَكْسُوْهَا.

৫৪১৫. আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। উমার (রা) একখানা লাল রেশমী 'হুল্লাহ' বিক্রয় হতে দেখে বলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আপনি এটি কিনে নিলে ভালো হতো। কোন প্রতিনিধিদল আপনার নিকট আসলে এবং জুমুআর দিন আপনি এটি পরতে পারতেন। তিনি বলেন, এটি সে লোকই পরবে, (আখেরাতে) যার কোন অংশ নেই। এর পরের ঘটনা। নবী (স) উমার (রা)-এর নিকট পরিধানযোগ্য রেশমের একখানা লাল 'হুল্লাহ' পাঠালেন এবং বিশেষভাবে এটি তাঁকেই দান করেন। উমার (রা) বলেন, আপনি আমাকে এটি পরার জন্য পাঠিয়েছেন। অথচ এ কাপড় সম্পর্কে আপনি যা মন্তব্য করেছেন, তা আমি শুনেছি। নবী (স) বলেন, এটি আমি তোমার নিকট পাঠিয়েছি এজন্য যে, হয় এটি তুমি বিক্রয় করবে নতুবা কাউকে পরতে দিবে।

٥٤١٦ـ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ رَاٰى عَلٰى اُمِّ كُلْثُوْمٍ بِنْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بُرْدَ حَرِيْرٍ سِيَرَاءَ .

৫৪১৬. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (স)-এর কন্যা উম্মু কুলসূম (রা)-এর গায়ে লাল রেশমী চাদর দেখেছেন।

৩১-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স) যে মানের পোশাক ও বিছানা যথেষ্ট মনে করতেন।

٥٤١٧ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَبِثْتُ سَنَةً وَّاَنَا اُرِيْدُ اَنْ اَسْأَلَ عُمَرَ عَنِ الْمَرْاَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَجَعَلْتُ اَهَابُهُ فَنَزَلَ يَوْمًا مَنْزِلاً فَدَخَلَ الْاَرَاكَ

فَلَمَّا خَرَجَ سَأَلْتُهُ فَقَالَ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ ثُمَّ قَالَ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لاَ نَعُدُّ النِّسَاءَ شَيْئًا فَلَمَّا جَاءَ الاِسْلاَمُ وَذَكَرَهُنَّ اللّٰهُ رَأَيْنَا لَهُنَّ بِذٰلِكَ عَلَيْنَا حَقًّا مِنْ غَيْرِ اَنْ نُدْخِلَهُنَّ فِيْ شَيْءٍ مِّنْ اُمُوْرِنَا وَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِيْ كَلاَمٌ فَاَغْلَظَتْ لِيْ فَقُلْتُ لَهَا وَاِنَّكِ لَهُنَاكِ قَالَتْ تَقُوْلُ هٰذَا لِيْ وَابْنَتُكَ تُؤْذِى النَّبِيَّ ﷺ فَاَتَيْتُ حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا اِنِّيْ اُحَذِّرُكِ اَنْ تَعْصِيَ (تُغْضِبِيْ) اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَتَقَدَّمْتُ اِلَيْهَا فِيْ اَذَاهُ فَاَتَيْتُ اُمَّ سَلَمَةَ فَقُلْتُ لَهَا فَقَالَتْ اَعْجَبُ مِنْكَ يَا عُمَرُ قَدْ دَخَلْتَ فِيْ اُمُوْرِنَا فَلَمْ يَبْقَ اِلاَّ اَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَزْوَاجِهِ فَرَدَّدَتْ وَكَانَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ اِذَا غَابَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَشَهِدْتُهُ اَتَيْتُهُ بِمَا يَكُوْنُ وَاِذَا غِبْتُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَشَهِدَ اَتَانِيْ بِمَا يَكُوْنُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ مَنْ حَوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَدِ اسْتَقَامَ لَهُ فَلَمْ يَبْقَ اِلاَّ مَلِكُ غَسَّانَ بِالشَّامِ كُنَّا نَخَافُ اَنْ يَاتِيَنَا فَمَا شَعَرْتُ اِلاَّ بِالْاَنْصَارِيِّ وَهُوَ يَقُوْلُ اِنَّهُ قَدْ حَدَثَ اَمْرٌ قُلْتُ لَهُ وَمَا هُوَ اَجَاءَ الْغَسَّانِيُّ قَالَ اَعْظَمُ مِنْ ذَاكَ طَلَّقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نِسَاءَهُ فَجِئْتُ فَاِذَا الْبُكَاءُ مِنْ حُجَرِهِنَّ كُلِّهَا وَاِذَا النَّبِيُّ ﷺ قَدْ صَعِدَ فِيْ مَشْرُبَةٍ لَّهُ وَعَلٰى بَابِ الْمَشْرُبَةِ وَصِيْفٌ فَاَتَيْتُهُ فَقُلْتُ اسْتَاذِنْ لِيْ فَاَذِنَ لِيْ فَدَخَلْتُ فَاِذَا النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى حَصِيْرٍ قَدْ اَثَّرَ فِيْ جَنْبِهِ وَتَحْتَ رَأْسِهِ مِرْفَقَةٌ مِّنْ اَدَمٍ حَشْوُهَا لِيْفٌ وَاِذَا اُهُبٌ مُعَلَّقَةٌ وَّقَرَظٌ فَذَكَرْتُ الَّذِيْ قُلْتُ لِحَفْصَةَ وَاُمِّ سَلَمَةَ وَالَّذِيْ رَدَّتْ عَلَىَّ اُمُّ سَلَمَةَ فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَبِثَ تِسْعًا وَّعِشْرِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ نَزَلَ .

৫৪১৭. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি এক বছর ধরে সেই দুই মহিলা সম্পর্কে উমার (রা)-কে জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলাম যারা নবী (স)-এর বিরুদ্ধে পরস্পরের সহায়ক হয়েছিলেন। কিন্তু আমি তাঁকে ভয় করতাম। একদিন তিনি এক স্থানে অবতরণ করলেন এবং একটি 'আরাক' বৃক্ষের নিকট (প্রাকৃতিক প্রয়োজনে) গেলেন। ফিরে এলে আমি তাঁকে (সেই দুই মহিলা সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, তারা ছিলো আয়েশা ও হাফ্সা (রা)। পুনরায় তিনি মন্তব্য করলেন, আমরা জাহিলিয়াতের জমানায় নারীদেরকে গুরুত্বই দিতাম না। যখন ইসলাম আসলো এবং আল্লাহ তাআলা তাদের অধিকার সম্পর্কে উল্লেখ করলেন, তখন আমরা তাদের অধিকার দিতে থাকলাম। তবে আমাদের পুরুষদের ব্যাপারে তাদেরকে নাক গলাতে দিতাম না। একদা আমার ও আমার স্ত্রীর মধ্যে বাদানুবাদ

হলো। আমার স্ত্রী আমাকে খুব রুঢ় জবাব দিল। তখন আমি তাকে বললাম, তুমি ! আর এ তোমার আস্পর্দা ! সে উত্তর করলো, হাঁ, আমাকে তুমি একথা বলছো, আর তোমার মেয়ে নবী (স)-কে যাতনা দিচ্ছে। (একথা শুনে) আমি হাফ্সার নিকট আসলাম এবং তাকে বললাম, আমি তোমাকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্য হওয়া থেকে সর্তক করছি। আমি প্রথমে হাফ্সাকে, তারপর উম্মু সালামাকে একই কথা বললাম। তিনি জবাব দিলেন, হে উমার ! আমি অবাক হচ্ছি যে, তুমি আমাদের সব ব্যাপারেই হস্তক্ষেপ করো। শেষ পর্যন্ত এখন রসূলুল্লাহ (স) এবং তাঁর বিবিদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করতে শুরু করলে ! (একথা বলে) তিনি আমার উপদেশ প্রত্যাখ্যান করেন।

একজন আনসারী যখন পালাক্রমে রসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে অনুপস্থিত থাকতেন, তখন আমি তাঁর দরবারে হাজির থাকতাম। সেখানে যা কিছু হতো, আমি এসে সেই আনসারীর নিকট বর্ণনা করতাম। যখন আমি রসূলুল্লাহ (স) থেকে অনুপস্থিত থাকতাম আর সে উপস্থিত থাকতো, তখন ওখানে যা কিছু ঘটতো, সে এসে আমার নিকট সব বলতো। রসূলুল্লাহ (স)-এর পার্শ্ববর্তী এলাকার রাজা বা শাসক সবাই তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে, কেবল সিরিয়ার গাস্সানের বাদশাহ ছাড়া। সে আমাদের উপর হামলা করে বসতে পারে বলে আমাদের আংশকা ছিল। হঠাৎ আমি দেখলাম, সেই আনসারী এসে বলতে লাগলো, এক ভীষণ ব্যাপার ঘটে গেছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কি ব্যাপার ? গাস্সানীরা এসে গেছে নাকি ? সে বললো, তার চেয়েও মারাত্মক ব্যাপার। রসূলুল্লাহ (স) তাঁর বিবিদেরকে তালাক দিয়েছেন। সুতরাং আমি (ওখানে) এসে দেখি রসূলের বিবিদের সবার হুজরা থেকে কান্নার আওয়াজ বেরিয়ে আসছে। আর নবী (স) তাঁর হুজরার উপরিতলে উঠে অবস্থান করছেন এবং এর দরজায় একটি গোলাম ছিল। আমি তার নিকট গেলাম এবং বললাম, আমার জন্য ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাও। (অনুমতি পাওয়ার পর) আমি ভেতরে গেলাম। দেখলাম নবী (স) একটি চাটাইয়ের উপর শুয়ে আছেন। চাটাইয়ের দাগ তাঁর পার্শ্বদেশে বসে গেছে। তাঁর মাথার নীচে ছিল চামড়ার বালিশ। এর ভেতরে ভরা ছিল খেজুরের ছাল। সেখানে কয়েকটি চামড়া লটকানো ছিল, চামড়া রং করার কিছু ঘাসও ছিল। আমি হাফসা ও উম্মু সালামাকে যা বলেছিলাম এবং উম্মু সালামা আমার কথার যে জবাব দিয়েছিলেন, তা সবই তাঁর নিকট উল্লেখ করলাম। রসূলুল্লাহ (স) হেসে দিলেন। তিনি উনত্রিশ রাত সেখানে কাটালেন, তারপর নেমে এলেন।

٥٤١٨- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ يَقُوْلُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتْنَةِ مَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْخَزَائِنِ مَنْ يُّوْقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ كَمْ مِنْ كَاسِيَةٍ فِى الدُّنْيَا عَارِيَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ الزُّهْرِىُّ وَكَانَتْ هِنْدُ لَهَا اَزْرَارٌ فِىْ كُمَّيْهَا بَيْنَ اَصَابِعِهَا.

৫৪১৮. উম্মু সালামা (রা) বলেন, রাতে নবী (স) একথা বলতে বলতে ঘুম থেকে জেগে উঠলেন : "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, কত ফিতনা রাতে নাযিল হয়েছে, আরও নাযিল হয়েছে কত ধনভাণ্ডার। এমন কে আছে যে এ হুজরাগুলোর রমনীদেরকে জাগিয়ে দিবে ?

দুনিয়ায় উত্তম পোশাক পরিহিতা কত যে নারী কিয়ামতের দিন থাকবে বিবস্ত্র। যুহরী (র) বলেন, হিন্দের আস্তিন দু'টির মধ্যে আঙ্গুলগুলোর কাছাকাছি স্থানে বোতাম মারা ছিল (যুহরী তাঁর থেকেই এ হাদীস বর্ণনা করেছেন)।

৩২-অনুচ্ছেদ ঃ কাউকে নতুন কাপড় পরিয়ে তার জন্য দোয়া করা।

٥٤١٩- عَنْ أُمِّ خَالِدٍ قَالَتْ أُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِثِيَابٍ فِيْهَا خَمِيْصَةٌ سَوْدَاءُ قَالَ مَنْ تَرَوْنَ نَكْسُوْهَا هٰذِهِ الْخَمِيْصَةَ فَاَسْكَتَ الْقَوْمُ قَالَ ائْتُوْنِيْ بِاُمِّ خَالِدٍ فَأُتِيَ بِيْ النَّبِيُّ ﷺ فَاَلْبَسَهَا بِيَدِهِ وَقَالَ اَبْلِيْ وَاَخْلِقِيْ (اَخْلِفِيْ) مَرَّتَيْنِ فَجَعَلَ يَنْظُرُ اِلٰى عَلَمِ الْخَمِيْصَةِ وَيُشِيْرُ بِيَدِهِ اِلَيَّ وَيَقُوْلُ يَا اُمَّ خَالِدٍ هٰذَا سَنَا يَا اُمَّ خَالِدٍ هٰذَا سَنَا وَالسَّنَا بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ الْحَسَنُ قَالَ اِسْحَاقُ حَدَّثَتْنِيْ اِمْرَأَةٌ مِّنْ اَهْلِيْ اَنَّهَا رَاَتْهُ عَلٰى اُمِّ خَالِدٍ .

৫৪১৯. উম্মু খালিদ (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উপহার স্বরূপ কিছু কাপড় আনা হলো। তার মধ্যে একখানা কালো চাদরও ছিলো। রসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের কি খেয়াল, এ চাদর আমি কাকে পরাবো ? সকলে চুপ রইলেন। তিনি বলেন, আমার নিকট উম্মু খালিদকে নিয়ে এসো। অতপর আমাকে নবী (স)-এর নিকট আনা হলো। তিনি নিজ হাতে আমাকে তা পরিয়ে দিলেন এবং দু'বার বলেন, তুমি অনেক পোশাক পরিধান পর্যন্ত দীর্ঘজীবী হও। তারপর তিনি চাদরখানার নকশা ও কারুকার্যের প্রতি দেখতে থাকেন এবং আপন হাতে সেদিকে ইশারা করে বলেন, হে উম্মু খালিদ ! হাযা সানা (এটা কত সুন্দর)! হাবশী ভাষায় 'সানা' মানে সুন্দর। ইসহাক (র) বলেন, আমার পরিবারের এক মহিলা বর্ণনা করেছে, সে উম্মু খালিদের ঐ চাদরটি তার গায়ে দেখেছে।

৩৩-অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষদের জন্য যাফরানী রংয়ের কাপড় ব্যবহার নিষিদ্ধ।

٥٤٢٠- عَنْ اَنَسٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يَّتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ .

৫৪২০. আনাস (রা) বলেন, নবী (স) পুরুষদেরকে যাফরানী রংয়ের কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন।

৩৪-অনুচ্ছেদ ঃ যাফরানী রংয়ের কাপড়।

٥٤٢١- عَنِ بْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يَّلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا بِوَرْسٍ اَوْ بِزَعْفَرَانَ .

৫৪২১. ইবনে উমার (রা) বলেন, নবী (স) ইহরামধারী ব্যক্তিকে 'ওয়ারস' কিংবা যাফরানে রঞ্জিত কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন।

৩৫-অনুচ্ছেদ ঃ লাল কাপড়।

٥٤٢٢- عَنِ الْبَرَاءِ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مَرْبُوعًا وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِى حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا اَحْسَنَ مِنْهُ .

৫৪২২. বারাআ (রা) বলেন, নবী (স) উচ্চতায় মধ্যম ধরনের ছিলেন। আমি তাঁকে লাল 'হুল্লা' পরিহিত দেখেছি। তাঁর চেয়ে বেশী সুন্দর কোন জিনিস আমার নযরে আসেনি।

৩৬-অনুচ্ছেদ ঃ লাল 'মীসারা'।

٥٤٢٣- عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ اَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِسَبْعٍ عِيَادَةِ الْمَرِيْضِ وَاِتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَنَهَانَا عَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ وَالْقَسِّيِّ وَالْاِسْتَبْرَقِ وَمَيَاثِرِ الْحُمْرِ .

৫৪২৩. বারাআ (রা) বলেন, নবী (স) আমাদেরকে সাতটি জিনিসের নির্দেশ দিয়েছেন ঃ রোগীকে দেখতে যেতে, জানাযার অনুসরণ করতে, হাঁচিদানকারীর জবাব দিতে। আর তিনি আমাদেরকে মোটা ও মিহি রেশমী কাপড়, কাস্‌সী কাপড়, মিহি বা চিকন রেশমী কাপড় এবং লাল 'মীসারা' কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন।

৩৭-অনুচ্ছেদ ঃ পশমমুক্ত পাকা চামড়ার জুতা ইত্যাদি।

٥٤٢٤- عَنْ سَعِيْدٍ اَبِى مَسْلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ اَنَسًا اَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّى فِى نَعْلَيْهِ قَالَ نَعَمْ .

৫৪২৪. সায়ীদ আবু মাসলামা (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী (স) কি জুতা পরে নামায পড়তেন ? তিনি বলেন, হাঁ।

٥٤٢٥- عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ اَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ اَرْبَعًا لَمْ اَرَ اَحَدًا مِنْ اَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا قَالَ مَاهِىَ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ رَأَيْتُكَ لاَتَمَسُّ مِنَ الْاَرْكَانِ اِلاَّ الْيَمَانِيَيْنِ وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ وَرَأَيْتُكَ تَصْنَعُ بِالصُّفْرَةِ وَرَأَيْتُكَ اِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ اَهَلَّ النَّاسُ اِذَا رَأَوُا الْهِلاَلَ وَلَمْ تُهِلَّ اَنْتَ حَتّٰى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ اَمَّا الْاَرْكَانُ فَاِنِّى لَمْ اَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَمَسُّ اِلاَّ الْيَمَانِيَيْنِ وَاَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ فَاِنِّىْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِى لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيْهَا فَاَنَا اُحِبُّ اَنْ اَلْبَسَهَا وَاَمَّا الصُّفْرَةُ فَاِنِّى رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَصْبُغُ بِهَا فَاَنَا اُحِبُّ اَنْ اَصْبُغَ بِهَا وَاَمَّا الْاِهْلاَلُ فَاِنِّىْ لَمْ اَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُهِلُّ حَتّٰى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ .

৫৪২৫. উবাইদ ইবনে জুরাইজ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, আমি আপনাকে এমন চারটি কাজ করতে দেখছি, যা আপনার সাথীগণকে করতে দেখিনি। তিনি বলেন ঃ 'হে ইবনে জুরাইজ ! সেগুলো কি কি ? ইবনে জুরাইজ বলেন ঃ আমি দেখলাম, আপনি দু'টি রুকনে ইয়ামানী ছাড়া খানায়কাবার অপর রুকন-গুলোতে তাওয়াফের সময় চুমু দেন না, পশমমুক্ত পাকা চামড়ার জুতা পরেন এবং কাপড়কে হলুদ রংয়ে রঞ্জিত করেন। আপনি যখন মক্কায় ছিলেন, তখন লোকজন চাঁদ দেখে ইহরাম বেঁধেছিল। কিন্তু আপনি ইয়াওমুত 'তারবিয়া' অর্থাৎ চাঁদের আট তারিখে ইহরাম বাঁধলেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, রুকনগুলোকে চুমু দেয়ার ব্যাপারে কথা এই যে, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে শুধু দু'টি রুকনে ইয়ামানীকেই চুমু দিতে দেখেছি। পশমমুক্ত পাকা চামড়ার জুতার ব্যাপার এই যে, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে এমন জুতা পায়ে দিতে দেখেছি, যাতে পশম ছিল না এবং উযু করে তিনি তাতে পা ঢুকাতেন। এজন্যে আমি অনুরূপ জুতা পরা পসন্দ করি। আর হলুদ রংয়ের ব্যাপার হলো, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে ঐ রং ব্যবহার করতে দেখেছি। তাই আমিও ঐ রং ভালোবাসি। বাকি রইলো ইহরাম। আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে তাঁর জন্তুযান রওয়ানা করার পরই ইহরাম বাঁধতে দেখেছি (৮ই যিলহিজ্জায়)।

٥٤٢٦- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّلْبَسَ الْمُحرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا بِزَعفَرَانَ اَوْ وَرَسٍ وَقَالَ مَنْ لَّمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ .

৫৪২৬. ইবনে উমার (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) ইহরাম বাঁধা অবস্থায় কোন ব্যক্তিকে যাফরান বা ওয়ারস দ্বারা রঞ্জিত কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, যার জুতা নেই ইহরাম অবস্থায় সে যেন মোজা পরে এবং তা পায়ের গোছার নীচ থেকে (উপরের অংশ) কেটে ফেলে।

٥٤٢٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ اِزَارٌ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيْلَ وَمَنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُ نَعْلاَنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ .

৫৪২৭. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন, যার লুঙ্গি নেই সে যেন পায়জামা পরে। আর যার জুতা নেই সে যেন ইহ্‌রাম অবস্থায় মোজা পরে।

৩৮-অনুচ্ছেদ ঃ প্রথমে ডান পায়ে জুতা পরবে।

٥٤٢٨- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِى طُهُوْرِه وَتَرَجُّلِه وَتَنَعُّلِه .

৫৪২৮. আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) উযু করা, মাথা আঁচড়ানো এবং জুতা পরা ডান দিক থেকে শুরু করা পসন্দ করতেন।

৩৯-অনুচ্ছেদ ঃ বাম পায়ের জুতা আগে খুলবে।

٥٤٢٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا انْتَعَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِيْنِ وَاِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ لِتَكُنِ الْيُمْنٰى اَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَاٰخِرَهُمَا تُنْزَعُ .

৫৪২৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, তোমাদের কেউ যখন জুতা পরবে তখন প্রথমে ডান পায়ে পরবে এবং যখন খুলবে তখন আগে বাম পায়ের জুতা খুলবে, যেন পায়ে দেয়ার সময় ডান পা প্রথমে হয় এবং খোলার সময় শেষে হয়।

৪০-অনুচ্ছেদ ঃ এক পায়ে জুতা পরে হাঁটবে না।

٥٤٣٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَمْشِىْ اَحَدُكُمْ فِىْ نَعْلٍ وَّاحِدٍ لِيُحْفِهِمَا جَمِيْعًا اَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيْعًا .

৫৪৩০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, তোমাদের কেউ এক পায়ে জুতা পরে যেন চলাফেরা না করে। সে হয় দু'খানাই খুলে খালি পায়ে হাঁটবে ; নতুবা দু'খানাই পায়ে দিবে।

৪১-অনুচ্ছেদ ঃ এক জুতায় দু'টি ফিতা। কেউ কেউ একটি ফিতাকেও জায়েয মনে করেন।

٥٤٣١- عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا اَنَسٌ اَنَّ نَعْلَ (نَعْلَىِ) النَّبِىِّ ﷺ كَانَ لَهَا (لَهُمَا) قِبَالاَنِ

৫৪৩১. কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। আনাস (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী (স)-এর জুতায় দু'টি ফিতা ছিল

٥٤٣٢- عَنْ عِيْسَى بْنِ طَهْمَانَ قَالَ خَرَجَ اِلَيْنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ بِنَعْلَيْنِ لَهُمَا قِبَالاَنِ فَقَالَ ثَابِتُ الْبُنَانِىُّ هٰذِهِ نَعْلُ النَّبِىِّ ﷺ .

৫৪৩২. ঈসা ইবনে তাহমান (র) বলেন, আনাস ইবনে মালেক (রা) এক জোড়া জুতা আমাদের নিকট বের করে আনলেন। জুতা জোড়ার প্রতিটির মধ্যে দু'টি করে রশি ছিল। সাবিত আল-বুনানী (র) বলেন, এটা নবী (স)-এর জুতা।

৪২-অনুচ্ছেদ ঃ লাল চামড়ার তাঁবু।

٥٤٣٣- عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ فِىْ قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ اَدَمٍ وَّرَاَيْتُ بِلاَلاً اَخَذَ وَضُوْءَ النَّبِىِّ ﷺ وَالنَّاسُ يَبْتَدِرُوْنَ الْوَضُوْءَ فَمَنْ اَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهٖ وَمَنْ لَّمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا اَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهٖ .

৫৪৩৩. ওয়াহ্হব ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর নিকট আসলাম। এ সময় তিনি লাল চামড়ার তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। আমি বিলাল (রা)-কে দেখলাম,

তিনি নবী (স)-এর উযুর বেচে যাওয়া পানি নিয়ে নিলেন। অন্য সব লোকও ঐ পানি কার আগে কে লুফে নেবে সেই চেষ্টায় লিপ্ত। যিনিই ওখান থেকে কিছু পানি পেলেন, তিনি তা আপন মুখে মাখলেন। আর যিনি তার কিছুই পেলেন না, তিনি তাঁর সাথীর হাতের ভিজা জায়গা থেকে মুছে নিলেন।

٥٤٣٤- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ اِلَى الْاَنْصَارِ وَجَمَعَهُمْ فِىْ قُبَّةٍ مِّنْ اَدَمٍ .

৫৪৩৪. আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, নবী (স) মদীনার আনসারগণকে ডেকে পাঠান এবং সবাইকে চামড়ার তাঁবুতে জমায়েত করলেন।

৪৩-অনুচ্ছেদ ঃ চাটাই ইত্যাদিতে বসা।

٥٤٣٥- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَحْتَجِرُ (يُحْتَجِرُ) حَصِيْرًا بِاللَّيْلِ فَيُصَلِّىْ (عَلَيْهِ) وَيَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ فَيَجْلِسُ عَلَيْهِ فَجَعَلَ النَّاسُ يَثُوْبُوْنَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَيُصَلُّوْنَ بِصَلَاتِهِ حَتّٰى كَثُرُوْا فَاَقْبَلَ فَقَالَ يَاَيُّهَا النَّاسُ خُذُوْا مِنَ الْاَعْمَالِ مَا تُطِيْقُوْنَ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَمَلُّ حَتّٰى تَمَلُّوْا وَاِنَّ اَحَبَّ الْاَعْمَالِ اِلَى اللّٰهِ مَا دَامَ وَاِنْ قَلَّ .

৫৪৩৫. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) রাতের বেলা চাটাই দিয়ে একটি কোঠা বানিয়ে নিতেন এবং (সেখানে) নামায পড়তেন। আর দিনের বেলা তিনি তা বিছিয়ে তাতে বসতেন। অতপর নবী (স)-এর নিকট লোকজন জমা হয়ে তাঁর সাথে নামায পড়তে লাগলো। এমনকি যখন তাঁদের সংখ্যা বেড়ে গেল তখন নবী (স) তাদেরকে বলেন ঃ হে লোক সকল ! এমন আমল অবলম্বন করো, যা করা তোমাদের সাধ্যে কুলায়। এ জন্য যে, আল্লাহ অস্থির হবেন না (প্রতিদান দিতে ক্লান্ত হবেন না)—যে পর্যন্ত তোমরা অস্থির (ক্লান্ত) না হবে। আর আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে অধিক পসন্দীয় আমল হলো সেটি —যা কম হলেও নিয়মিত করা যায়।

৪৪-অনুচ্ছেদ ঃ সোনার বোতাম যুক্ত পোশাক। মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁর পিতা মাখরামা (রা) তাঁকে বলেন, হে ছেলে ! আমি খবর পেয়েছি, নবী (স)-এর নিকট কিছু সংখ্যক জুব্বা এসেছে। তিনি সেগুলো বণ্টন করছেন। তাই আমার সাথে তাঁর নিকট চলো। আমরা গিয়ে নবী (স)-কে তাঁর ঘরেই পেলাম। পিতা আমাকে বলেন, বেটা ! নবী (স)-কে আমার জন্য ডাকো। আমার কাছে তা অপসন্দ ঠেকলো। তাই জিজ্ঞেস করলাম, আপনার জন্য বুঝি রসূলুল্লাহ (স)-কে ডাকবো ? তিনি বলেন, তিনি স্বৈরাচারী নন যে, ডাকে সাড়া দিবেন না। অবশেষে আমি তাঁকে ডাকলাম। তিনি বেরিয়ে আসলেন। এ সময় তাঁর গায়ে মিহি রেশমের একটি জুব্বা ছিল। তাতে সোনার বোতাম লাগানো ছিল। তিনি বলেন, হে মাখরামা ! এটি তোমার জন্য আমি লুকিয়ে রেখেছি। তিনি মাখরামাকে তা দিলেন।

৪৫-অনুচ্ছেদ ঃ সোনার আংটি।

٥٤٣٦- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ يَقُوْلُ نَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ عَنْ سَبْعٍ نَهٰى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ اَوْ قَالَ حَلْقَةِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْحَرِيرِ وَالْاِسْتَبْرَقِ وَالدِّيْبَاجِ وَالْمِيْثَرَةِ وَالْحَمْرَاءِ وَالْقَسِّيِّ وَاٰنِيَةِ الْفِضَّةِ وَاَمَرَنَا بِسَبْعٍ بِعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ وَاِتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ وَرَدِّ السَّلَامِ وَاِجَابَةِ الدَّاعِيْ وَاِبْرَارِ الْمُقْسِمِ وَنَصْرِ الْمَظْلُوْمِ.

৫৪৩৬. বারাআ ইবনে আযেব (রা) বলেন, নবী (স) আমাদেরকে সাতটি জিনিস ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। এগুলো হলো ঃ সোনার আংটি, মোটা রেশম, মিহি রেশম, সূক্ষ্ম রেশম, লাল রংয়ের রেশমী কাপড়ের আসন, 'কাস্‌সী' কাপড় ও রৌপ্য পাত্র। আর তিনি আমাদেরকে সাতটি কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ রোগীকে দেখতে যেতে, জানাযার অনুগমন করতে, হাঁচিদানকারীর জবাব দিতে, সালামের জবাব দিতে, কারো দাওয়াতে সাড়া দিতে, কসম পূর্ণ করতে এবং মজলুমের সাহায্য করতে।

٥٤٣٧- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ نَهٰى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ .

৫৪৩৭. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) সোনার আংটি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

٥٤٣٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَّجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِيْ كَفَّهُ فَاتَّخَذَهُ النَّاسُ فَرَمٰى بِهٖ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِّنْ وَّرِقٍ اَوْ فِضَّةٍ .

৫৪৩৮. আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) সোনার একটি আংটি পরেন এবং তার পাথর তাঁর হাতের তালুর দিকে রাখেন। দেখাদেখি লোকেরাও অনুরূপ সোনার আংটি পরলো। তখন তিনি তা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং রূপার একটা আংটি বানিয়ে নিলেন।

৪৬-অনুচ্ছেদ ঃ রূপার আংটি।

٥٤٣٩- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ اَوْ فِضَّةٍ وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِيْ بَطْنَ كَفِّهٖ وَنَقَشَ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَاتَّخَذَ النَّاسُ مِثْلَهُ فَلَمَّا رَاٰهُمْ قَدِ اتَّخَذُوْهَا رَمٰى بِهٖ وَقَالَ لَا اَلْبَسُهُ اَبَدًا ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَ الْفِضَّةِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَلَبِسَ الْخَاتَمَ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ اَبُوْ بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ حَتّٰى وَقَعَ مِنْ عُثْمَانَ الْفِضَّةُ فِيْ بِئْرِ اَرِيْسَ .

৫৪৩৯. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) সোনার কিংবা রূপার একটি আংটি পরলেন এবং এর মোহর রাখলেন তাঁর হাতের তালুর দিকে। তাতে مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ। (মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রসূল) কথাটি খোদিত ছিল। লোকেরাও অনুরূপ আংটি পরতে লাগলো। তিনি যখন দেখলেন যে, তারাও অনুরূপ আংটি বানিয়েছে, তখন তিনি তা ছুঁড়ে ফেলে দেন এবং বলেন, আমি কখনও তা পরবো না। তারপর তিনি রূপার আংটি পরলেন। লোকজনও রূপার আংটি পরা শুরু করলো। ইবনে উমার (রা) বলেন, নবী (স) -এর পর সেই আংটিটি আবু বাকর (রা), তারপর উমার (রা) এবং শেষে উসমান (রা) পরেছিলেন। অতপর উসমান (রা)-এর হাত থেকে এটি 'আরীস' নামক কূপে পড়ে যায়। বহু খোঁজাখুজির পরও তা আর পাওয়া যায়নি।

৪৭-অনুচ্ছেদ ঃ

٥٤٤٠ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَلْبَسُ خَاتَمًا مِّنْ ذَهَبٍ فَنَبَذَهُ فَقَالَ لاَ اَلْبَسُهُ اَبَدًا فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَهُمْ .

৫৪৪০. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) সোনার আংটি পরতেন। তিনি (হারাম হওয়ার পর) তা ছুঁড়ে ফেলে দেন এবং বলেন ঃ আমি তা আর কখনো পরবো না। তখন সবাই নিজ নিজ সোনার আংটিও খুলে ফেলেন।

٥٤٤١ـ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ رَاٰى فِىْ يَدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خَاتَمًا مِّنْ وَّرِقٍ يَوْمًا وَّاحِدًا ثُمَّ اِنَّ النَّاسَ اصْطَنَعُوْا الْخَوَاتِيْمَ مِنْ وَّرِقٍ وَّلَبِسُوْهَا فَطَرَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَاتَمَهُ فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَهُمْ .

৫৪৪১. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একদিনই রসূলুল্লাহ (স)-এর হাতে রূপার আংটি দেখেছেন। অতপর লোকেরাও রূপার আংটি তৈরি করালো এবং তা ব্যবহার করতে লাগলো। তখন রসূলুল্লাহ (স) নিজ আংটিটি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। অতপর লোকেরাও নিজ নিজ আংটি ছুঁড়ে ফেলে দিল।

৪৮-অনুচ্ছেদ ঃ আংটির পাথর।

٥٤٤٢ـ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سُئِلَ اَنَسٌ هَلِ اتَّخَذَ النَّبِىُّ ﷺ خَاتَمًا قَالَ اَخَّرَ لَيْلَةً صَلٰوةَ الْعِشَاءِ اِلٰى شَطْرِ اللَّيْلِ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَكَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى وَبِيْصِ خَاتَمِهِ قَالَ اِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَنَامُوا وَاِنَّكُمْ لَمْ (لَنْ) تَزَالُوْا فِىْ صَلَاةٍ مُنْذُ اِنْتَظَرْتُمُوْهَا .

৫৪৪২. হুমাইদ (র) বলেন, আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, নবী (স) কি আংটি পরতেন ? তিনি বলেন, একদা তিনি এশার নামায মধ্যরাত পর্যন্ত বিলম্ব করেন। নামায শেষে তিনি আমাদের দিকে ফিরে বসেন। আমি যেন তাঁর আংটির উজ্জ্বলতার দিকে

তাকিয়ে রইলাম। তিনি বলেন, লোকেরা নামায পড়ে ঘুমিয়ে গেছে। আর তোমরা যতক্ষণ ধরে নামাযের অপেক্ষায় আছ ততক্ষণ নামাযেই রত আছ।

٥٤٤٣ـ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ خَاتَمُهُ مِنْ فِضَّةٍ وَكَانَ فَصُّهُ مِنْهُ .

৫৪৪৩. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর আংটি ছিল রূপার তৈরি। এর পাথরও ছিল রূপার।

৪৯-অনুচ্ছেদ ঃ লোহার আংটি।

٥٤٤٤ـ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلاً يَقُوْلُ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ جِئْتُ أَهَبُ نَفْسِي فَقَامَت طَوِيلاً فَنَظَرَ وَصَوَّبَ فَلَمَّا طَالَ مَقَامُهَا فَقَالَ رَجُلٌ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ قَالَ عِنْدَكَ شَيْءٌ تُصْدِقُهَا قَالَ لاَ قَالَ انْظُرْ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ وَاللّٰهِ إِنْ وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ اذْهَبْ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لاَ وَاللّٰهِ وَلاَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَعَلَيْهِ إِزَارٌ مَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ فَقَالَ أُصْدِقُهَا إِزَارِي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِزَارُكَ إِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ فَتَنَحَّى الرَّجُلُ فَجَلَسَ فَرَآهُ النَّبِيُّ ﷺ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَقَالَ مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ سُوْرَةُ كَذَا وَكَذَا السُّوَرِ عَدَّدَهَا قَالَ قَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ .

৫৪৪৪. সাহল (রা) বলেন, এক মহিলা নবী (স)-এর দরবারে এসে বলল, আমি নিজকে হেবা করতে এসেছি। সে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। নবী (স) তখন তাকে সতর্ক দৃষ্টিতে দেখলেন এবং মাথা নীচু করে নিলেন। দাঁড়ানো অবস্থায় তার অনেক সময় কেটে গেলে এক ব্যক্তি বলল ঃ আপনার যদি প্রয়োজন না থাকে তাহলে তাকে আমার সাথে বিয়ে দিন। নবী (স) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, মোহরানা দেয়ার মতো তোমার নিকট কিছু আছে ? সে বললো, না। তিনি বলেন, বাড়িতে গিয়ে খুঁজে দেখ। লোকটি চলে গেল, অতপর ফিরে এসে বললো ঃ আল্লাহ্র কসম ! আমি কিছুই পেলাম না। তিনি বলেন, আবার যাও এবং তালাশ করে দেখ যদি একটি লোহার আংটিও হয়। লোকটি গিয়ে আবার ফিরে এসে বললো ঃ আল্লাহ্র কসম ! একটি লোহার আংটিও নেই। তার পরনে একটি লুঙ্গি ছিল কিন্তু কোন চাদর ছিল না। সে বললো, আমি আমার লুঙ্গিটিই তাকে মোহরস্বরূপ দিয়ে দিব। নবী (স) বলেন, তোমার লুঙ্গি যদি সে নিয়ে পরে, তবে তোমার গায়ে কিছুই থাকবে না (বিবস্ত্র হয়ে যাবে)। আর যদি তুমি তা পর তাহলে তার গায়ে কিছু রইলো না। সুতরাং লোকটি এক পাশে গিয়ে বসে পড়লো। নবী (স) তাকে চলে যেতে দেখে ডাকার আদেশ করলেন। অতএব তাকে ডাকা হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কুরআনের কিছু অংশ কি তোমার মুখস্ত আছে ? সে নাম উল্লেখ করে বললো, হাঁ, অমুক

অমুক সূরা মুখস্ত আছে। নবী (স) বলেন ঃ কুরআনের যতটুকু তোমার মুখস্ত আছে, তার বিনিময়ে আমি তাকে তোমার সাথে বিবাহ দিলাম।

৫০-অনুচ্ছেদ ঃ আংটির ওপর নকশা খোদিত করা।

٥٤٤٥- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَرَادَ اَنْ يَّكْتُبَ اِلٰى رَهْطٍ اَوْ اُنَاسٍ مِّنَ الْاَعَاجِمِ فَقِيْلَ لَهُ اِنَّهُمْ لاَ يَقْبَلُوْنَ كِتَابًا اِلاَّ عَلَيْهِ خَاتَمٌ فَاتَّخَذَ النَّبِىُّ ﷺ خَاتَمًا مِّنْ فِضَّةٍ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَكَاَنِّىْ بِوَبِيْصِ اَوْ بِبَصِيْصِ الْخَاتَمِ فِىْ اِصْبَعِ النَّبِىِّ ﷺ اَوْ فِىْ كَفِّهِ .

৫৪৪৫. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) আজমীদের (অনারবদের) একটি দলের নিকট লিখে পাঠাতে চাইলেন। তাঁকে বলা হলো, তারা পত্রের উপর সীলমোহর যুক্ত না হলে তা গ্রহণ করে না। তখন নবী (স) রূপার একটি আংটি বানিয়ে নিলেন। তাতে مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ অংকিত ছিল। আমি যেন এখনও নবী (স)-এর আঙ্গুলে কিংবা তাঁর হাতের তালুতে ঐ আংটির উজ্জ্বল্য দেখতে পাচ্ছি।

٥٤٤٦- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اتَّخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَاتَمًا مِّنْ وَّرِقٍ وَّكَانَ فِىْ يَدِهِ ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِىْ يَدِ اَبِىْ بَكْرٍ ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِىْ يَدِ عُمَرَ ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِىْ يَدِ عُثْمَانَ حَتّٰى وَقَعَ بَعْدُ فِىْ بِئْرِ اَرِيْسٍ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ .

৫৪৪৬. ইবনে উমার (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) রূপার একটি আংটি নিলেন। এটি তাঁর হাতে ছিল। তাঁর পরে আবু বাক্‌র (রা) খলীফা হলে এটি তাঁর হাতে গেল। তাঁর পরে উমার (রা)-এর হাতে এলো। তাঁর পরে উসমান (রা)-এর আমলে তাঁর হাতে ছিল। শেষ পর্যন্ত এটি (তার সময়ে মদীনার) আরীস নামক কূপে পড়ে গেল। আংটির উপর مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ অংকিত ছিল।[৯]

৫১-অনুচ্ছেদ ঃ কনিষ্ঠ আঙ্গুলে আংটি পরা

٥٤٤٧- عَنْ اَنَسٍ قَالَ صَنَعَ (اِصْطَنَعَ) النَّبِىُّ ﷺ خَاتَمًا قَالَ اِنَّا قَدِ اتَّخَذْنَا خَاتَمًا وَنَقَشْنَا فِيْهِ نَقْشًا فَلاَ يَنْقُشْ (يَنْقُشَنَّ) عَلَيْهِ اَحَدٌ قَالَ فَاِنِّىْ لاَرٰى بَرِيْقَهُ فِىْ خِنْصَرِهِ .

৫৪৪৭. আনাস (রা) বলেন, নবী (স) একটি আংটি বানিয়ে নিলেন এবং বলেন, আমরা একটি আংটি গ্রহণ করেছি এবং এটির উপর নকশা খোদাই করেছি। আর কেউ যেন নিজ আংটিতে ঐ বাক্য খোদাই না করে। রেওয়ায়াতকারী বলেন, আমি অবশ্যই নবী (স)-এর কনিষ্ঠ আঙ্গুলে আংটির চাকচিক্য অবলোকন করেছি।

৫২-অনুচ্ছেদ ঃ কোন জিনিসে সীলমোহর দেয়ার জন্য কিংবা আহলে কিতাব প্রমুখের ঐ নিকট পত্র পাঠানোর জন্য আংটি পরা।

৯. এ আংটি তাদের সবার আমলে সরকারী কাজকর্মে সীলমোহর হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

٥٤٤٨- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا اَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يَكْتُبَ اِلَى الرُّوْمِ قِيْلَ لَهُ اِنَّهُمْ لَنْ يَّقْرَؤُا كِتَابَكَ اِذَا لَمْ يَكُنْ مَخْتُوْمًا فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِّنْ فِضَّةٍ وَّنَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ فَكَاَنَّمَا اَنْظُرُ اِلٰى بَيَاضِهِ فِىْ يَدِهِ .

৫৪৪৮. আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, নবী (স) রোমান সম্রাট কায়সারের নিকট পত্র পাঠাতে মনস্থ করলে তাঁকে বলা হলো, মোহরাঙ্কিত না থাকলে রোমানরা আপনার পত্র পড়বে না। সুতরাং তিনি রূপার একটি আংটি গ্রহণ করলেন। তাতে অঙ্কিত ছিল 'মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ।' আমি যেন তাঁর হাতে সেই আংটির দ্যুতি এখনো দেখতে পাচ্ছি।

৫৩-অনুচ্ছেদ ঃ আংটির পাথর হাতের তালুর দিকে রাখা।

٥٤٤٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِصْطَنَعَ خَاتَمًا مِّنْ ذَهَبٍ وَّيَجْعَلُ (جَعَلَ) فَصَّهُ فِىْ بَطْنِ كَفِّهِ اِذَا لَبِسَهُ فَاصْطَنَعَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَ مِنْ ذَهَبٍ فَرَقِىَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ فَقَالَ اِنِّىْ كُنْتُ اِصْطَنَعْتُهُ وَاِنِّىْ لاَاَلْبَسُهُ فَنَبَذَهُ وَنَبَذَ النَّاسُ وَقَالَ جُوَيْرِيَةُ وَلاَ اَحْسِبُهُ اِلاَّ قَالَ فِىْ يَدِهِ الْيُمْنٰى .

৫৪৪৯. আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, নবী (স) সোনার একটি আংটি তৈরি করালেন। তিনি সেটি পরলে এর পাথর তাঁর হাতের তালুর দিকে রাখতেন। লোকেরাও সোনার আংটি তৈরি করাল। নবী (স) মিম্বরে উঠলেন, আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন এবং ভাষণে বললেন, আমি এ আংটি তৈরি করেছিলাম। কিন্তু এখন আর আমি এটি ব্যবহার করবো না। একথা বলে তিনি আংটিটি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। লোকেরাও নিজ নিজ আংটি ফেলে দিল। জুওয়াইরিয়া বর্ণনা করেছেন, সম্ভবত রেওয়ায়াতকারী একথাও বলেছেন যে, আংটিটি তাঁর ডান হাতে ছিল।

৫৪-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর বাণী ঃ কেউ নিজের আংটিতে তাঁর আংটির অনুরূপ নকশা করবে না।

٥٤٥٠- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِّنْ فِضَّةٍ وَّنَقَشَ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَقَالَ اِنِّىْ اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِّنْ وَرِقٍ وَنَقَشْتُ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَلاَ يَنْقُشُنَّ اَحَدٌ عَلٰى نَقْشِهِ .

৫৪৫০. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) রূপার একটি আংটি বানিয়ে নিলেন এবং তাতে 'মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ' বাক্যটি অংকিত করালেন এবং বললেন, আমি রূপার একটি আংটি বানিয়েছি। তাতে 'মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ' কথাটি অংকন করেছি। সুতরাং কেউ যেন তার আংটিতে একথাটি অংকন না করায়।

৫৫-অনুচ্ছেদ ঃ আংটিতে কি তিন লাইনে নকশা খোদাই করতে হবে ?

٥٤٥١- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ لَمَّا اسْتُخْلِفَ كَتَبَ لَهُ وَكَانَ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلٰثَةَ اَسْطُرٍ مُحَمَّدٌ سَطْرٌ وَرَسُوْلُ سَطْرٌ وَاللّٰهُ سَطْرٌ وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ يَدِهِ وَفِيْ يَدِ اَبِيْ بَكْرٍ بَعْدَهُ وَفِيْ يَدِ عُمَرَ بَعْدَ اَبِيْ بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ جَلَسَ عَلٰى بِئْرِ اَرِيْسَ قَالَ فَاَخْرَجَ الْخَاتَمَ فَجَعَلَ يَعْبَثُ بِهِ فَسَقَطَ قَالَ فَاخْتَلَفْنَا ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ مَعَ عُثْمَانَ فَنَنْزَحُ الْبِئْرَ فَلَمْ نَجِدْهُ .

৫৪৫১. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। যখন আবু বাক্‌র (রা) খলীফা হলেন, তখন তিনি আনাস (রা)-এর নিকট পত্র লিখলেন। আর আংটির মোহরের কথাটি তিন লাইনে অংকিত ছিল—'মুহাম্মাদ' এক লাইনে, 'রসূল' এক লাইনে এবং 'আল্লাহ' লাইনে।

আবু আবদুল্লাহ (বুখারী) বলেন, অন্য এক সনদে আনাস (রা) বলেছেন, নবী (স)-এর আংটিটি তাঁর হাতেই ছিল। তাঁর ইনতিকালের পর সেই আংটি আবু বাক্‌র (রা)-এর হাতে আসলো। আবু বাক্‌র (রা)-এর ইন্তিকালের পর উমার (রা)-এর হাতে ছিল। অতপর যখন উসমান (রা)-এর আমল এলো, তখন তিনি 'আরীস' নামক কূপের পাড়ে বসে আংটিটি আঙ্গুল থেকে খুলে নাড়াচাড়া করছিলেন। হঠাৎ তা কূপে পড়ে গেল। তিন দিন পর্যন্ত উসমান (রা)-সহ আমরা অনুসন্ধান চালালাম। কূপের সমস্ত পানি বাইরে ফেলে দিলাম কিন্তু তবুও আংটিটি আর পেলাম না।

৫৬-অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের আংটি পরা। আয়েশা (রা)-এর কতগুলো সোনার আংটি ছিল।

٥٤٥٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيْدَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَصَلّٰى قَبْلَ الْخُطْبَةِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَزَادَ ابْنُ وَهَبٍ عَنِ ابْنُ جُرَيْجٍ فَاَتَى النِّسَاءَ فَجَعَلْنَ يُلْقِيْنَ الْفَتَخَ وَالْخَوَاتِيْمَ فِيْ ثَوْبِ بِلَالٍ .

৫৪৫২. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর সাথে ঈদের নামাযে উপস্থিত ছিলাম। তিনি খুতবাদানের আগে নামায আদায় করেন। আবু আবদুল্লাহ (বুখারী) বলেন, ইবনে ওয়াহ্‌ব (র) ইবনে জুরাইজের সূত্রে আরো বর্ণনা করেছেন যে, নামায শেষে নবী (স) মহিলাদের নিকট এলেন। তখন তারা বিলাল (রা)-এর কাপড়ে তাদের ক্ষুদ্র বৃহৎ আংটিগুলো খুলে রেখে দেন।

৫৭-অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের হার ও সুগন্ধযুক্ত কাঠের মালা পরিধান করা।

٥٤٥٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ عِيْدٍ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلُ وَلَا بَعْدُ ثُمَّ اَتَى النِّسَاءَ فَاَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرْاَةُ تَصَدَّقُ بِخُرْصِهَا وَسِخَابِهَا .

৫৪৫৩. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স) ঈদের দিন বাইরে এসে দুই রাক্‌আত নামায পড়লেন। এই নামাযের আগেও তিনি নফল নামায পড়েননি এবং পরেও না। অতপর তিনি মহিলাদের নিকট গেলেন এবং তাদেরকে সদাকা দান করার হুকুম দিলেন। তখন মহিলারা তাদের নাকের বালী ও গলার মালা দান করে।

৫৮-অনুচ্ছেদ ঃ কণ্ঠহার ধার নেয়া।

٥٤٥٤ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ هَلَكَتْ قِلاَدَةٌ لاَسْمَاءَ فَبَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ طَلَبِهَا رِجَالاً فَحَضَرَتِ الصَّلٰوةُ وَلَيْسُوْا عَلٰى وُضُوْءٍ وَلَمْ يَجِدُوْا مَاءً فَصَلُّوْا وَهُمْ عَلٰى غَيْرِ وُضُوْءٍ فَذَكَرُوْا ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اٰيَةَ التَّيَمُّمِ وَعَنْ عَائِشَةَ اِسْتَعَارَتْ مِنْ اَسْمَاءَ .

৫৪৫৪. আয়েশা (রা) বলেন, আসমা (রা)-এর কণ্ঠহার আমার নিকট থেকে হারিয়ে গিয়েছিল। নবী (স) সেটি তালাশ করতে কয়েকজন লোক পাঠান। ইতিমধ্যে নামাযের ওয়াক্ত এসে গেল। লোকদের উযূ ছিল না। উযূ করার পানিও পাওয়া গেল না। তখন তারা বিনা উযূতে নামায পড়েন। এ বিষয়টি তাঁরা নবী (স)-এর নিকট উল্লেখ করলে আল্লাহ তাআলা তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল করেন। আয়েশা (রা) থেকে অন্য সনদে বর্ণিত। তিনি এ হারটি আসমা (রা) থেকে ধার নিয়েছিলেন।

৫৯-অনুচ্ছেদ ঃ মহিলার জন্য কানবালা। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স) মহিলাদেরকে দান-খয়রাত করার জন্য নির্দেশ দেন। আমি তাদেরকে তাদের কান ও গলার দিকে হাত বাড়াতে দেখলাম।

٥٤٥٥ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلّٰى يَوْمَ الْعِيْدِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا ثُمَّ اَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَاَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرْاَةُ تُلْقِيْ قُرْطَهَا .

৫৪৫৫. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) ঈদের দিন দুই রাক্‌আত নামায পড়লেন। না তিনি এর আগে নামায পড়লেন, না এর পরে। অতপর তিনি বিলাল (রা)-সহ মহিলাদের নিকট যান এবং তাদেরকে দান-খয়রাত করার হুকুম দেন। তখন তারা নিজেদের কানবালাগুলো খুলে দান করেন।

৬০-অনুচ্ছেদ ঃ শিশুদের গলার মালা।

٥٤٥٦ـ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سُوْقٍ مِّنْ اَسْوَاقِ الْمَدِيْنَةِ فَانْصَرَفَ فَانْصَرَفْتُ فَقَالَ اَيْنَ لُكَعُ ثَلاَثًا اُدْعُ الْحَسَنَ ابْنَ عَلِيٍّ فَقَامَ الْحَسَنُ بْنُ

عَلِيٍّ يَمْشِيْ وَفِيْ عُنُقِهِ السِّخَابُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ هٰكَذَا فَقَالَ الْحَسَنُ بِيَدِهِ هٰكَذَا فَالْتَزَمَهُ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اُحِبُّهُ فَاَحْبِبْهُ وَاَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَمَا كَانَ اَحَدٌ اَحَبَّ اِلَيَّ مِنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بَعْدَ مَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا قَالَ .

৫৪৫৬. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, মদীনার এক বাজারে আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে ছিলাম। তিনি (সেখান থেকে ফিরে) আসলেন এবং আমিও তাঁর সাথে ফিরে আসলাম। তিনি তিনবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ ছোট্ট বাচ্চাটি কোথায় ? হাসান ইবনে আলীকে ডাকো। তখন হাসান ইবনে আলী (রা) উঠে হেঁটে আসলেন। তাঁর গলায় পুঁতি ইত্যাদির মালা ছিল। নবী (স) আপন হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলেন, এসো। হাসান (রা)-ও তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং দু'জনই দু'জনকে জড়িয়ে ধরলেন। অতপর নবী (স) দোয়া করলেন ঃ হে আল্লাহ ! আমি তাকে ভালোবাসি, আপনিও তাকে ভালোবাসেন। আর যে লোক তাকে ভালোবাসে আপনি তাকেও ভালোবাসুন। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, যখন রসূলুল্লাহ (স) একথা বলেছেন, তারপর থেকে আমার নিকট হাসান ইবনে আলী (রা)-এর চেয়ে অধিক প্রিয় আর কেউ ছিল না।

৬১-অনুচ্ছেদ ঃ যেসব পুরুষ নারীর বেশ এবং যেসব নারী পুরুষের বেশ ধারণ করে।

٥٤٥٧ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ .

৫৪৫৭. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) নারীদের বেশধারী পুরুষদের এবং পুরুষদের বেশধারী নারীদের অভিসম্পাত করেছেন।[১০]

৬২-অনুচ্ছেদ ঃ নারীর বেশধারী পুরুষকে ঘর থেকে বহিষ্কার করা।

٥٤٥٨ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُخَنَّثِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ اَخْرِجُوْهُمْ مِنْ بُيُوْتِكُمْ قَالَ فَاَخْرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فُلاَنًا (فُلاَنَةً) وَاَخْرَجَ عُمَرُ فُلاَنًا .

৫৪৫৮. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স) নারীদের বেশধারী পুরুষদের এবং পুরুষদের বেশধারী নারীদের অভিসম্পাত করেছেন। তিনি বলেছেন, এদেরকে তোমাদের ঘর থেকে বের করে দাও। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স) অমুককে এবং উমার (রা) অমুককে বের করে দিয়েছেন।

---

১০. পুরুষ কর্তৃক নারীর বেশ এবং নারী কর্তৃক পুরুষের বেশ ধারণ করা হারাম। এটা যেমন পোশাকে, তদ্রূপ সাজসজ্জা, অলঙ্কার, বেশভুষা, চালচলন ইত্যাদি ক্ষেত্রেও হারাম।

٥٤٥٩- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا وَفِى الْبَيْتِ مُخَنَّثٌ فَقَالَ لِعَبْدِ اللّٰهِ أَخِىْ أُمِّ سَلَمَةَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ إِنْ فُتِحَ (فَتَحَ اللّٰهُ) لَكُمْ غَدًا الطَّائِفُ فَإِنِّىْ أَدُلُّكَ عَلٰى بِنْتِ غَيْلَانَ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَدْخُلَنَّ هٰؤُلَاءِ عَلَيْكُنَّ .

৫৪৫৯. উম্মু সালামা (রা) বর্ণনা করেন, নবী (স) তাঁর নিকট উপস্থিত ছিলেন। তখন সেই ঘরে মেয়েলী স্বভাবের এক ব্যক্তিও ছিল। সে উম্মু সালামা (রা)-এর ভাই আবদুল্লাহ্কে বললো, হে আবদুল্লাহ ! যদি আগামীকাল আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে তায়েফে বিজয় দান করেন তাহলে আমি তোমাকে গাইলানের এক নারীকে দেখাব, যার সামনে যেতে পেটে চার ভাঁজ পড়ে এবং পেছনে যেতে আট ভাঁজ পড়ে। তখন নবী (স) বলেন, এরা যেন তোমাদের নিকট কখনো আসতে না পারে। ইমাম বুখারী (র) বলেন, "চার ভাজে আবির্ভূত হয় এবং প্রস্থান করে" অর্থাৎ তার মেদবহুল পেটে চারটি ভাজ পড়ে এবং সে তৎসহ আবির্ভূত হয়। "সে আট আট ভাজে প্রস্থান করে" অর্থাৎ ঐ চার ভাজের আটটি প্রান্তসহ প্রস্থান করে।

৬৩-অনুচ্ছেদ ঃ গোঁফ কেটে ফেলা। ইবনে উমার (রা) এমনভাবে তাঁর গোঁফ কাটতেন যে, চামড়ার শুভ্রতা দেখা যেতো এবং তিনি দাড়ি ও গোঁফের মাঝখানের চুলও কেটে ফেলতেন।

٥٤٦٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ .

৫৪৬০. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, গোঁফ কেটে ফেলা মানুষের স্বভাবের ফিতরাতের অন্তর্গত।

٥٤٦١- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رِوَايَةً الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِّنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالْاِسْتِحْدَادُ نَتْفُ الْاِبِطِ وَتَقْلِيْمُ الْأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ .

৫৪৬১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। ফিতরাত (স্বভাব) হলো পাঁচটি জিনিস কিংবা পাঁচটি কাজ ঃ খতনা করা, (নাভীর নীচে) ক্ষুর ব্যবহার করা, বগলের লোম উপড়ে ফেলা, নখ কাটা ও গোঁফ কেটে ফেলা।

৬৪-অনুচ্ছেদ ঃ নখ কাটা।

٥٤٦٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مِنَ الْفِطْرَةِ حَلْقُ الْعَانَةِ وَتَقْلِيْمُ الْأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ .

৫৪৬২. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, নাভীর নীচের লোম চেঁছে ফেলা, নখ কাটা এবং গোঁফ কাটা ফিতরাতের অন্তর্গত।

٥٤٦٣ـ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ اَلْخِتَانُ وَالْاَسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيْمُ الْاَظْفَارِ وَنَتْفُ الْاَبِطِ .

৫৪৬৩. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি, ফিতরাত হলো পাঁচটি কাজ ঃ খতনা করা, (নাভীর নীচে) ক্ষুর ব্যবহার করা, মোচ কাটা, নখ কাটা এবং বগলের লোম উপড়িয়ে ফেলা।

٥٤٦٤ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ خَالِفُوْا الْمُشْرِكِيْنَ وَفِّرُوْا اللُّحٰى وَاَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ اِذَا حَجَّ اَوِ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلٰى لِحْيَتِهٖ فَمَا فَضَلَ اَخَذَهُ .

৫৪৬৪. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, তোমরা মুশরিকদের বিপরীত করো, দাড়ি বড় রাখ ও মোচ কেটে ফেল। ইবনে উমার (রা) যখন হজ্জ কিংবা উমরা করতেন, তখন তিনি দাড়ির চুল মুষ্টিবদ্ধ করে ধরতেন এবং মুষ্টির বাইরের অংশ কেটে ফেলতেন।

৬৫-অনুচ্ছেদ ঃ দাড়ি বাড়ানো। 'আফাও' অর্থ বর্ধিত করো। তাদের মাল বর্ধিত হয়েছে।

٥٤٦٥ـ عَنِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْهَكُوْا الشَّوَارِبَ وَاَعْفُوْا اللُّحٰى.

৫৪৬৫. ইবনে উমার (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তোমরা মোচ কেটে ফেল এবং দাড়ি বড় করো।

৬৬-অনুচ্ছেদ ঃ বার্ধক্য সম্পর্কিত বর্ণনা।

٥٤٦٦ـ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ سَاَلْتُ اَنَسًا اَخَضَبَ النَّبِىُّ ﷺ قَالَ لَمْ يَبْلُغِ الشَّيْبَ اِلَّا قَلِيْلاً .

৫৪৬৬. মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (র) বলেছেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী (স) কি খেযাব লাগিয়েছিলেন ? তিনি বলেন, নবী (স)-এর মাত্র কয়েক গাছি চুল সাদা হয়েছিল।

٥٤٦٧ـ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ سُئِلَ اَنَسٌ عَنْ خِضَابِ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ مَا يَخْضِبُ لَوْ شِئْتُ اَنْ اَعُدَّ شَمَطَاتِهٖ فِىْ لِحْيَتِهٖ .

৫৪৬৭. সাবিত (র) বলেন, আনাস (রা)-কে নবী (স)-এর খেযাব লাগানো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, নবী (স)-এর চুল খেযাব ব্যবহার করার মত সাদা হয়নি। আমি তাঁর দাড়ির সাদা চুল গোনতে চাইলে তা অনায়াসে গোনতে পারতাম।

٥٤٦٨ـ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ اَرْسَلَنِىْ اَهْلِىْ اِلٰى اُمِّ سَلَمَةَ بِقَدَحٍ مِّنْ مَّاءٍ وَقَبَضَ اِسْرَائِيْلُ ثَلٰثَ اَصَابِعَ مِنْ قُصَّةٍ فِيْهِ شَعَرٌ مِّنْ شَعَرِ النَّبِىِّ ﷺ وَكَانَ اِذَا اَصَابَ الْاِنْسَانَ عَيْنٌ اَوْ شَىْءٌ بَعَثَ اِلَيْهَا مِخْضَبَهُ فَاطَّلَعْتُ فِى الْحُجُلِ (الْجُلْجُلِ) فَرَاَيْتُ شَعَرَاتٍ حُمْرًا .

৫৪৬৮. উসমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মাওহাব (র) বলেন, আমার পরিবারের লোকজন এক পেয়ালা পানি দিয়ে আমাকে উম্মু সালামা (রা)-এর নিকট পাঠায়। (বর্ণনাকারী) ইসরাইল উম্মু সালামার নিকট রক্ষিত একটি রূপার পেয়ালা থেকে তিন কোশ পানি নিলেন। এ পানিতে নবী (স)-এর কয়েক গাছি চুল ছিল। কোন লোকের উপর বদনযর লাগলে কিংবা তার কোন রোগকষ্ট হলে সে উম্মু সালামা (রা)-এর নিকট পানির পাত্র পাঠিয়ে দিত। (উসমানের বর্ণনা) আমি সেই পাত্রের মধ্যে তাকিয়ে কয়েকগাছি লাল চুল দেখতে পেয়েছি।

٥٤٦٩ـ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى اُمِّ سَلَمَةَ فَاَخْرَجَتْ اِلَيْنَا شَعَرًا مِّنْ شَعَرِ النَّبِىِّ ﷺ مَخْضُوْبًا ـ وَعَنِ ابْنِ مَوْهَبٍ اَنَّ اُمَّ سَلَمَةَ اَرَتْهُ شَعَرَ النَّبِىِّ ﷺ اَحْمَرَ .

৫৪৬৯. উসমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মাওহাব (র) বলেন, আমি উম্মু সালামা (রা)-এর নিকট গেলাম। তখন তিনি নবী (স)-এর কয়েক গাছি খেযাবকৃত চুল বের করে আনলেন। অন্য সূত্রে ইবনে মাওহাব (র) থেকে বর্ণিত। উম্মু সালামা (রা) ইবনে মাওহাবকে নবী (স)-এর কয়েকগাছি লাল চুল দেখান।

৬৭-অনুচ্ছেদ ঃ খেযাব সম্পর্কে।

٥٤٧٠ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى لَا يَصْبُغُوْنَ فَخَالِفُوْهُمْ .

৫৪৭০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন, ইহূদী ও খৃস্টানরা চুল রঞ্জিত করে না। সুতরাং তোমরা তাদের বিপরীত করো।[১১]

১১. এ হাদীসে চুল-দাড়ি সাদা হলে রং করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তবে বিশেষ কোন রংয়ের উল্লেখ করা হয়নি। এ হাদীস অনুযায়ী একদল আলেম কালো খেযাব ব্যবহার জায়েয বলেছেন। মুসলিম শরীফের এক হাদীসে কালো খেযাব ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে। তাই একদল আলেম কালো খেযাব ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

বিশিষ্ট তাবেয়ী ইবনে শিহাব যুহরী (র) বলেছেন, চেহারা যৌবনসুলভ ও তাজা থাকা পর্যন্ত যুবা বয়সে আমরা কালো খেযাব ব্যবহার করতাম। আর চেহারা ভেঙ্গে গেলে এবং দাঁত খসে পড়লে বার্ধক্যে আমরা কালো খেযাব দেয়া পরিহার করতাম।" সাহাবীগণের মধ্যে হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা), উকবা ইবনে আমের (রা), উসমান ইবনে আফফান (রা), আবু হুরাইরা (রা), জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা), হাসান (রা) এবং হুসাইন (রা) কালো খেযাব ব্যবহার জায়েয বলেছেন।

৬৮-অনুচ্ছেদ ঃ কোঁকড়ানো চুল।

٥٤٧١- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ بِالطَّوِيْلِ الْبَائِنِ وَلاَ بِالْقَصِيْرِ وَلَيْسَ بِالاَبْيَضِ الاَمْهَقِ وَلَيْسَ بِالاَدَمِ وَلَيْسَ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ وَلاَ بِالسَّبْطِ بَعَثَهُ اللّٰهُ عَلٰى رَاْسِ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً فَاَقَامَ بِمَكَّةَ عَشَرَ سِنِيْنَ وَبِالْمَدِيْنَةِ عَشَرَ سِنِيْنَ وَتَوَفَّاهُ اللّٰهُ عَلٰى رَاْسِ سِتِّيْنَ سَنَةً وَلَيْسَ فِيْ رَاْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُوْنَ شَعَرَةً بَيْضَاءَ .

৫৪৭১. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) উচ্চতায় অতি লম্বাও ছিলেন না, অতি বেঁটেও ছিলেন না। তিনি বিলকুল সাদাও ছিলেন না, পিঙ্গল বর্ণও ছিলেন না। তাঁর চুল পুরোপুরি কোঁকড়ানোও ছিল না, একেবারে সোজাও ছিল না। আল্লাহ তাআলা তাঁকে চল্লিশ বছর বয়সে নবুয়াত দান করেন। তিনি মক্কায় দশ বছর এবং মদীনায় দশ বছর ছিলেন। আল্লাহ তাআলার হুকুমে ষাট বছর বয়সে তাঁর ওফাত হয়। এ সময় পর্যন্ত তাঁর মাথা ও দাড়িতে কুড়িটি সাদা চুলও ছিল না।[১২]

٥٤٧٢- عَنِ الْبَرَاءِ يَقُوْلُ مَا رَاَيْتُ اَحَدًا اَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَعْضُ اَصْحَابِي عَنْ مَالِكٍ اَنَّ جُمَّتَهُ لَتَضْرِبُ قَرِيْبًا مِّنْ مَّنْكِبَيْهِ قَالَ اَبُو اِسْحَاقَ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ مَّا حَدَّثَ بِهِ قَطُّ اِلاَّ ضَحِكَ تَابَعَهُ شُعْبَةُ شَعَرُهُ يَبْلُغُ شَحْمَةَ اُذُنَيْهِ .

৫৪৭২. বারাআ (রা) বর্ণনা করেন, আমি লাল চাদর পরিহিত অবস্থায় নবী (স)-এর চেয়ে অধিক সুন্দর আর কাউকে দেখিনি। (ইমাম বুখারী বলেন), আমার কোন এক বন্ধু মালেক (র) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী (স)-এর মাথার চুল তাঁর ঘাড় পর্যন্ত এসে যেত। আবু ইসহাক (র) বলেন, আমি বারাআ (রা)-কে এ হাদীস একাধিকবার বর্ণনা করতে শুনেছি। যখনই তিনি এ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তখনই হেসেছেন। শোবা (র) বলেন, তাঁর চুল তাঁর দুই কানের লতি পর্যন্ত পৌঁছে যেত।

٥٤٧٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اُرَانِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَرَاَيْتُ رَجُلاً اٰدَمَ كَاَحْسَنِ مَا اَنْتَ رَاءٍ رَجُلاً مِّنْ اُدْمِ الرِّجَالِ لَهُ لِمَّةٌ كَاَحْسَنِ مَااَنْتَ رَاءٍ مِّنَ اللِّمَمِ قَدْ رَجَّلَهَا فَهِيَ تَقْطُرُ مَاءً مُّتَّكِئًا عَلٰى رَجُلَيْنِ اَوْ عَلٰى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ فَسَاَلْتُ مَنْ هٰذَا فَقِيْلَ الْمَسِيْحُ بْنُ مَرْيَمَ وَاِذَا

১২. মহানবী (স)-এর জীবনীকার ও ইতিহাসবিদদের সর্বসম্মত রায় হলো—তিনি ৬৩ বছর বয়সে ওফাত পান। তিনি ১৩ বছর মক্কায় এবং ১০ বছর মদীনায় অবস্থান করেন। এখানে জন্ম, নবুয়াত প্রাপ্তি ও মৃত্যু সালের ভগ্নাংশ হিসাবে ধরা হয়নি।

اَنَا بِرَجُلٍ جَعْدٍ قَطَطٍ اَعْوَرِ الْعَيْنِ الْيُمْنٰى كَاَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ فَسَاَلْتُ مَنْ هٰذَا فَقِيْلَ الْمَسِيْحُ الدَّجَّالُ .

৫৪৭৩. আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ (স) বলেন, এক রাতে কাবা ঘরের কাছে আমি গমের বর্ণের মতো একজন সুন্দর পুরুষকে স্বপ্নে দেখতে পাই। তাঁর মতো সুন্দর মানুষ তোমরা দেখনি। তাঁর চুল তাঁর কানের লতি পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল এবং তিনি এতো সুন্দর ছিলেন যে, তাঁর মতো সুন্দর চুলওয়ালা তোমরা কাউকে দেখনি। তাঁর চুলগুলো আঁচড়ানো ছিল। চুল থেকে যেন পানি টপকে পড়ছে। তিনি দুইজন লোকের উপর ভর করে কিংবা বলেছেন, দুইজন লোকের কাঁধে ভর দিয়ে কাবার তাওয়াফ করেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে ? বলা হলো, ইনি মরিয়ম-তনয় ঈসা মসীহ (আ)। পরেই আমি আরেকটি লোক দেখলাম, তার চুল কোঁকড়ানো, ডান চোখ কানা, যেন তা আঙ্গুরের মত বেরিয়ে রয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ লোকটি কে ? বলা হলো, মসীহ্ দাজ্জাল।

٥٤٧٤ـ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَضْرِبُ شَعَرُهُ مَنْكِبَيْهِ .

৫৪৭৪. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর মাথার চুল তাঁর ঘাড় পর্যন্ত এসে যেতো।

٥٤٧٥ـ عَنْ اَنَسٍ كَانَ يَضْرِبُ شَعَرُ النَّبِيِّ ﷺ مَنْكِبَيْهِ .

৫৪৭৫. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর মাথার চুল (কখনও কখনও) তাঁর দু' কাঁধ পর্যন্ত এসে যেতো।

٥٤٧٦ـ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَاَلْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ شَعَرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ كَانَ شَعَرُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَجِلاً لَيْسَ بِالسَّبِطِ وَلاَ الْجَعْدِ بَيْنَ اُذُنَيْهِ وَعَاتِقِه.

৫৪৭৬. কাতাদা (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে রসূলুল্লাহ্ (স)-এর চুল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (স)-এর চুল না অধিক কোঁকড়ানো ছিল, না একেবারে সোজা ছিল, বরং এ দুই অবস্থার মাঝামাঝি ছিল এবং তা তাঁর উভয় কান ও ঘাড়ের মাঝ বরাবর ঝুলন্ত ছিল।

٥٤٧٧ـ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ ضَخْمَ الْيَدَيْنِ لَمْ اَرَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَكَانَ شَعَرُ النَّبِيِّ ﷺ رَجِلاً لاَ جَعْدُ وَلاَ سَبِطَ .

৫৪৭৭. আনাস (রা) বলেন, নবী (স)-এর উভয় হাত ছিল লম্বা ও মাংশল। তাঁর মত এমনটি আমি আর কারো হাত দেখিনি। নবী (স)-এর চুল ছিল ঢেউ খেলানো, না অতি কোঁকড়ানো, আর না একেবারে সোজা।

٥٤٧٨ـ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ ضَخْمَ الْيَدَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ حَسَنَ الْوَجْهِ لَمْ اَرَ بَعْدَهُ وَلاَ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَكَانَ بَسِطَ (سَبِطَ) الْكَفَّيْنِ .

৫৪৭৮. আনাস (রা) বলেন, নবী (স)-এর উভয় হাত-পা সুঠাম ও মাংশল ছিল। তাঁর চেহারা মোবারক এমন সুন্দর ছিল যে, আমি আগে-পরে তাঁর মত আর কাউকে দেখিনি। তাঁর হাতের তালু ছিল মসৃণ।

٥٤٧٩- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَوْ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ ضَخْمَ الْقَدَمَيْنِ حَسَنَ الْوَجْهِ لَمْ اَرَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَعَنْ اَنَسٍ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ شَثْنَ الْقَدَمَيْنِ وَالْكَفَّيْنِ وَعَنْ اَنَسٍ اَوْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ ضَخْمَ الْكَفَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ لَمْ اَرَ بَعْدَهُ شِبْهًا لَهُ .

৫৪৭৯. আনাস ইবনে মালেক (রা) কিংবা আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স)-এর পা দু'টি ছিল সুঠাম। তাঁর চেহারা এত সুন্দর-সুশ্রী ছিল যে, তাঁর মত এমনটি আমি আর দেখিনি। আরেক সনদে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর উভয় পা ও পাঞ্জা গোশতে পুরু ছিল। অন্য একটি সনদে আনাস (রা) কিংবা জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর উভয় হাত-পা লম্বা ও মাংশল ছিল। তাঁর পরে তাঁর অনুরূপ আমি আর কাউকে দেখিনি।

٥٤٨٠- عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرُوْا الدَّجَالَ فَقَالَ اِنَّهُ مَكْتُوْبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ اَسْمَعْهُ قَالَ ذَاكَ وَلٰكِنَّهُ قَالَ لَمَّا اِبْرَاهِيْمُ فَانْظُرُوْا اِلٰى صَاحِبِكُمْ وَاَمَّا مُوْسٰى فَرَجُلٌ اٰدَمُ جَعْدٌ عَلٰى جَمَلٍ اَحْمَرَ مَخْطُوْمٍ بِخُلْبَةٍ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلَيْهِ اِذَا انْحَدَرَ فِى الْوَادِىْ يُلَبِّىْ .

৫৪৮০. মুজাহিদ (র) বলেন, আমরা ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট বসা ছিলাম। লোকজন দাজ্জালের কথা উল্লেখ করলো। একজন বললো ঃ দাজ্জালের দুই চোখের মাঝ বরাবর আরবীতে কাফির শব্দ লেখা থাকবে। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি তাঁকে কখনো একথা বলতে শুনিনি। তবে নবী (স) বলেছেন, যদি ইবরাহীম (আ)-কে দেখতে হয়, তাহলে তোমাদের এই সাথীর (অর্থাৎ আমার) দিকে তাকাও। আর মূসা (আ) হবে গমের বর্ণধারী, কোঁকড়ানো চুলওয়ালা, লাল উটের পিঠে আরোহণকারী। আমি যেন তাঁকে এখন দেখতে পাচ্ছি। তিনি উপত্যকায় অবতরণকালে লাব্বাইক বলবেন।

৬৯-অনুচ্ছেদ ঃ আঠালো জিনিস দ্বারা মাথার চুল জড়ো করা।

٥٤٨١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُوْلُ مَنْ ضَفَّرَ فَلْيَحْلِقْ وَلَا تَشَبَّهُوْا بِالتَّلْبِيْدِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُوْلُ لَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مُلَبِّدًا .

৫৪৮১. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি উমার (রা)-কে বলতে শুনেছি, যে লোক মাথার চুলের জট পাকিয়েছে সে যেন তা মুড়িয়ে ফেলে। আর তোমরা

তালবীদকারীদের মত চুল জট পাকিও না। ইবনে উমার (রা) বলতেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে চুল জড়ো করতে দেখেছি।[১৩]

٥٤٨٢ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُهِلُّ مُلَبِّدًا يَقُوْلُ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لاَ يَزِيْدُ عَلٰى هٰؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ .

৫৪৮২. ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে চুল জড়ানো অবস্থায় লাব্বাইক বলতে শুনেছি। তিনি বলছিলেন ঃ "লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইকা, ইন্নাল হামদা ওয়ান্ নিমাতা লাকা ওয়াল মুলকা লা শারীকা লাকা।" হে প্রভু ! আমি হাযির ! হাযির !! তোমার কোন শরীক নেই। হাযির আমি। সকল প্রশংসা, নিয়ামত এবং রাজত্ব-কর্তৃত্ব কেবল তোমারই। তোমার কোন শরীক নেই।" একথাগুলোর অধিক তিনি আর কিছু বলেননি।

٥٤٨٣ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا شَانُ النَّاسِ حَلُّوْا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ اَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ اِنِّىْ لَبَّدْتُ رَأْسِىْ وَقَلَّدْتُ هَدْىِ فَلاَ اَحِلُّ حَتّٰى اَنْحَرَ.

৫৪৮৩. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে নবী পত্নী হাফসা (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রসূল ! কি ব্যাপার, লোকজন উমরার ইহ্রাম খুলে ফেলেছে, অথচ আপনি আপনার উমরার ইহ্রামমুক্ত হননি ? তিনি বলেন, আমি আমার মাথার চুলগুলোকে জমিয়ে নিয়েছি এবং আমার কুরবানীর পশুর গলায় 'কালাদা' পরিয়েছি।[১৪] তাই তা কুরবানী না করা পর্যন্ত আমি ইহ্রামমুক্ত হবো না।

৭০-অনুচ্ছেদ ঃ মাথার মাঝখানে সিঁথি কাটা।

٥٤٨٤ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ اَهْلِ الْكِتَابِ فِيْمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيْهِ وَكَانَ اَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُوْنَ اَشْعَارَهُمْ وَكَانَ الْمُشْرِكُوْنَ يَفْرِقُوْنَ رُؤُسَهُمْ فَسَدَلَ النَّبِيُّ ﷺ نَاصِيَتَهُ ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ.

৫৪৮৪. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, কোন ব্যাপারে কোন বিধান নাযিল না হওয়া অবধি, সে ব্যাপারে নবী (স) আহলে কিতাবদের অনুসরণে কাজ করতে পসন্দ করতেন। আহলে

১৩. রসূলুল্লাহ (স) যে বছর হজ্জ করেন, সে সময় তাঁর মাথায় বাবরি চুল ছিল। তাওয়াফ করতে অসুবিধা হওয়ার কারণে তিনি আঠাল জিনিস দ্বারা তাঁর মাথার চুল জড়ো করেছিলেন। এটাকেই তালবীদ বলে। তাই কেবল বাবরি চুলওয়ালার ইহরাম অবস্থায় তালবীদ করা মুস্তাহাব, ইহ্রামের বাইরে মাকরূহ। এ কারণে হাদীসে ইহ্রামের বাইরে জটাধারী থেকে নিষেধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, কেউ যদি মাথায় জটা বানায় তা যেন মুড়িয়ে ফেলা হয়।

১৪. 'কালাদা' (মালা) পরানো অর্থাৎ কুরবানীর পশুকে বিশেষভাবে সাজানো, যাতে দেখলেই বুঝা যায় যে, এটি কুরবানীর পশু।

কিতাব তাদের মাথার চুলগুলো ছেড়ে ঝুলিয়ে দিত এবং মুশরিকরা চুলগুলো দুই ভাগ করে রাখতো। নবী (স) তাঁর চুলগুলো ছেড়ে ঝুলিয়ে রাখেন, পরে সিঁথি কাটেন।

٥٤٨٥- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانِّيْ اَنْظُرُ اِلٰى وَبِيْصِ الطِّيْبِ فِيْ مَفَارِقِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

৫৪৮৫. আয়েশা (রা) বলেন, আমি যেন নবী (স)-এর সিঁথির মধ্যে সুগন্ধির চমক দেখতে পাচ্ছি। অথচ তিনি ইহরাম অবস্থায় ছিলেন।

৭১-অনুচ্ছেদ ঃ কেশগুচ্ছ বা বেণি।

٥٤٨٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ خَالَتِيْ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَهَا فِيْ لَيْلَتِهَا قَالَ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ فَقُمْتُ عَنْ يَّسَارِهِ قَالَ فَاَخَذَ بِذُؤَابَتِيْ فَجَعَلَنِيْ عَنْ يَّمِيْنِهِ.

৫৪৮৬. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এক রাতে আমি আমার খালা মায়মূনা বিনতুল হারিস (রা)-এর নিকট ছিলাম। ঐ রাতে রসূলুল্লাহ (স)-ও তাঁর নিকট ছিলেন। রসূলুল্লাহ (স) রাতে নামায পড়তে দাঁড়ান। আমিও উঠে তাঁর বাম পাশে দাঁড়ালাম। নবী (স) আমার কেশগুচ্ছ ধরে আমাকে তাঁর ডান পাশে নিয়ে দাঁড় করান।

٥٤٨٧- عَنْ بِشْرٍ بِهٰذَا وَقَالَ بِذُؤَابَتِيْ اَوْ بِرَأْسِيْ .

৫৪৮৭. আবু বিশর (র) উপরের হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তাতে বর্ণনা করেন যে, ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, তিনি আমার দুই গুচ্ছ কেশ বা মাথা ধরেন।

৭২-অনুচ্ছেদ ঃ মাথার চুল আংশিক কেটে ফেলা এবং আংশিক রেখে দেয়া।

٥٤٨٨- عَنِ ابْنِ عُمَرَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْهٰى عَنِ الْقَزَعِ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ قُلْتُ وَمَا الْقَزَعُ فَاَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ قَالَ اِذَا حَلَقَ (حُلِقَ) الصَّبِيُّ وَتَرَكَ (تُرِكَ) هٰهُنَا شَعَرَةً وَهٰهُنَا وَهٰهُنَا فَاَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ اِلٰى نَاصِيَتِهٖ وَجَانِبَيْ رَأْسِهٖ قِيْلَ لِعُبَيْدِ اللّٰهِ فَالْجَارِيَةُ وَالْغُلَامُ قَالَ لَا اَدْرِيْ هٰكَذَا قَالَ الصَّبِيِّ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ وَعَاوَدْتُهُ فَقَالَ اَمَّا الْقُصَّةُ وَالْقَفَا لِلْغُلَامِ فَلَا بَأْسَ بِهِمَا وَلٰكِنَّ الْقَزَعَ اَنْ يُّتْرَكَ بِنَاصِيَتِهٖ شَعَرٌ وَلَيْسَ فِيْ رَأْسِهٖ غَيْرُهُ وَكَذٰلِكَ شَقُّ رَأْسِهٖ هٰذَا اَوْ هٰذَا.

৫৪৮৮. ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে কাযাআ নিষিদ্ধ করতে শুনেছি। উবাইদুল্লাহ (র) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, কাযাআ কি ? উবাইদুল্লাহ (র) আমাদেরকে ইশারা করে বলেন, নাফে (র) বলেছেন, শিশুর মাথা কামানোর সময় এখানে-সেখানে অকর্তিত চুল রেখে দেয়া। একথা বলে উবাইদুল্লাহ (র) তাঁর কপাল ও মাথার দুই পাশের

দিকে ইশারা করে আমাদেরকে দেখিয়েছেন। উবাইদুল্লাহ্‌কে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ ছেলে ও মেয়ের ব্যাপারে কি হুকুম ? তিনি বলেন, আমি জানি না। এভাবে নাফে কেবল ছেলে শব্দই উল্লেখ করেছেন। উবাইদুল্লাহ বলেন, আমি নাফেকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ছেলের সম্মুখ ভাগের এবং গর্দানের চুল কামিয়ে ফেলায় কোন ক্ষতি নেই। তবে কাযাআ হলো— কপালের উপরে মাথার সম্মুখ ভাগে চুল রেখে দেয়া এবং এছাড়া মাথার বাকি অংশে কোন চুল না রাখা। মাথার চুল অর্ধেক কামিয়ে ফেলা আর অর্ধেক রেখে দেয়াও কাযাআর অন্তর্ভুক্ত।

٥٤٨٩- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْقَزَعِ .

৫৪৮৯. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ (স) কাযাআ নিষিদ্ধ করছেন।

৭৩-অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে খোশবু লাগানো।

٥٤٩٠- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيَّبْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِيَدِىْ لِحُرْمِهٖ وَطَيَّبْتُهٗ بِمِنًى قَبْلَ اَنْ يُفِيْضَ .

৫৪৯০. আয়েশা (রা) বলেন, আমি নিজ হাতে নবী (স)-কে ইহরাম বাঁধার সময় খোশবু লাগিয়েছি এবং তাওয়াফে ইফাদার আগে মিনায়ও খোশবু লাগিয়েছি।

৭৪-অনুচ্ছেদ ঃ চুল-দাড়িতে খোশবু দেয়া।

٥٤٩١- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اُطَيِّبُ النَّبِيَّ ﷺ بِاَطْيَبِ مَا نَجِدُ حَتّٰى اَجِدَ وَبِيْصَ الطِّيْبِ فِىْ رَأْسِهٖ وَلِحْيَتِهٖ .

৫৪৯১. আয়েশা (রা) বলেন, সর্বোত্তম খোশবু যা পেতাম, আমি তা নবী (স)-এর গায়ে লাগাতাম, এমনকি আমি তাঁর মাথা ও দাড়িতে খোশবুর চমক দেখতে পাই।

৭৫-অনুচ্ছেদ ঃ চুল আচড়ানো।

٥٤٩٢- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ مِنْ جُحْرٍ فِىْ دَارِ النَّبِيِّ ﷺ يَحُكُّ رَأْسَهٗ بِالْمِدْرٰى فَقَالَ لَوْ عَلِمْتُ اَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهَا فِىْ عَيْنِكَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِذْنُ مِنْ قِبَلِ الْاَبْصَارِ .

৫৪৯২. সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (স)-এর ঘরে ছিদ্রপথ দিয়ে উঁকি মারে। তখন নবী (স) মিদরা (এক জাতীয় চিরুনী) দিয়ে তাঁর মাথা আঁচড়াচ্ছিলেন। তিনি বলেন, যদি আমি জানতাম যে, তুমি উঁকি মেরেছ তাহলে আমি এটি তোমার চোখে ঢুকিয়ে দিতাম। দৃষ্টিশক্তির কারণেই অনুমতি নেয়ার বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে।[১৫]

---

১৫. এভাবে উঁকি মেরে কারো ঘরে দেখা নিষেধ। অনুমতি নিয়ে সরাসরি ঘরে গিয়ে কাজ সারতে হবে।

৭৬-অনুচ্ছেদ ঃ হায়েয অবস্থায় স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর মাথায় চিরুনী করা।

٥٤٩٣- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَأَنَا حَائِضٌ .

৫৪৯৩. আয়েশা (রা) বলেন, আমি হায়েয অবস্থায় রসূলুল্লাহ (স)-এর মাথার চুল আচড়ে দিতাম। অন্য এক সনদে আয়েশা (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

৭৭-অনুচ্ছেদ ঃ ডান পাশ থেকে চুল আচড়ানো শুরু করা।

٥٤٩٤- عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ مَا اسْتَطَاعَ فِيْ تَرَجُّلِهِ وَوُضُوْئِهِ .

৫৪৯৪. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) মাথায় চিরুনী করতে এবং উযু করতে যথাসাধ্য ডান দিক থেকে শুরু করা পসন্দ করতেন।[১৬]

৭৮-অনুচ্ছেদ ঃ কস্তুরী সম্পর্কে।

٥٤٩٥- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ أٰدَمَ لَهُ إِلاَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِيْ وَأَنَا أَجْزِيْ بِهِ وَلَخَلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ .

৫৪৯৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, বনী আদমের প্রতিটি কাজ তার নিজের জন্যই। কেবল রোযা এর ব্যতিক্রম। কেননা রোযা আমারই জন্য এবং আমিই এর বিনিময় দিব। আর রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ তাআলার নিকট কস্তুরীর চেয়েও বেশী সুবাসপূর্ণ।

৭৯-অনুচ্ছেদ ঃ খোশবু লাগানো মুস্তাহাব।

٥٤٩٦- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ ﷺ عِنْدَ إِحْرَامِهِ بِأَطْيَبِ مَا أَجِدُ.

৫৪৯৬. আয়েশা (রা) বলেন, আমার নিকট সহজলভ্য যে উত্তম খোশবু থাকতো, আমি তা নবী (স)-এর গায়ে তাঁর ইহরাম বাঁধার সময় লাগাতাম।

৮০-অনুচ্ছেদ ঃ খোশবু ফিরিয়ে দেয়া অনুচিত।

٥٤٩٧- عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرُدُّ الطِّيْبَ وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لاَ يَرُدُّ الطِّيْبَ .

৫৪৯৭. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি কখনো খোশবু ফিরিয়ে দিতেন না এবং তাঁর জানামতে নবী (স)-ও খোশবু ফিরিয়ে দিতেন না।[১৭]

১৬. যে কোন কাজ ডান থেকে শুরু করা মুস্তাহাব। তবে মসজিদে ঢুকতে ডান পা এবং মসজিদ হতে বের থেকে বাম পা আগে দিতে হয় এবং পায়খানা-পেশাবখানায় তার বিপরীত করতে হয়।

১৭. অর্থাৎ কেউ তাঁকে খোশবু হাদিয়া দিলে তিনি তা গ্রহণ করতেন, ফিরিয়ে দিতেন না।

৮১-অনুচ্ছেদ ঃ 'যারীরা' নামীয় খোশবু।

٥٤٩٨- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِيْ بِذَرِيْرَةٍ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِلْحِلِّ وَالْاِحْرَامِ .

৫৪৯৮. আয়েশা (রা) বলেন, আমি বিদায় হজ্জে রসূলুল্লাহ (স)-এর গায়ে নিজ হাতে ইহরাম বাঁধা ও খোলার সময় 'যারীরা' নামীয় খোশবু লাগিয়েছি।

৮২-অনুচ্ছেদ ঃ সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য দাঁত ঘষে সরু করে ফাঁক সৃষ্টি করা।

٥٤٩٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ لَعَنَ اللّٰهُ الْوَشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللّٰهِ مَا لِيْ لاَ اَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ مَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا .

৫৪৯৯. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ তাআলা লানত করেছেন এমন সব নারীর উপর, যারা দেহে উলকি উৎকীর্ণ করে এবং করায়, যারা কপাল প্রশস্ত করার জন্য কপালের উপরিভাগের চুলগুলো উপড়ে ফেলে এবং যারা সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য দাঁত ঘষে সরু ও ফাঁক সৃষ্টি করে, যা আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে বদলে দেয়। অতপর আমি কেন তার উপর লা'নত করবো না। কেননা আল্লাহ্‌র কিতাবে আছে ঃ "যা কিছু রসূল তোমাদেরকে দেন তা গ্রহণ করো, আর যা থেকে নিষেধ করেন, তা পরিহার করো।"
–(সূরা আল-হাশর ঃ ৭)

৮৩-অনুচ্ছেদ ঃ পরচুলা লাগানো।

٥٥٠٠- عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ اَبِيْ سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُوْلُ وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِّنْ شَعَرٍ كَانَتْ بِيَدِ حَرَسِيٍّ اَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْهٰى عَنْ مِثْلِ هٰذِهِ وَيَقُوْلُ اِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ حِيْنَ اتَّخَذَ هٰذِهِ نِسَاؤُهُمْ وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ .

৫৫০০. হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আওফ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি হজ্জের বছর মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা)-কে মিম্বরের উপর (সাধারণ সমাবেশে) বলতে শুনেছেন। তিনি তাঁর দেহরক্ষীর হাত থেকে একগুচ্ছ চুল হাতে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের আলেমগণ কোথায়? আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে পরচুলার ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে শুনেছি। আমি তাঁকে আরো বলতে শুনেছি, বনী ইসরাঈল ধ্বংস হয়েছে ঠিক তখন, যখন তাদের নারীরা পরচুলা ধারণ করেছে। অপর এক সনদে আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা লা'নত করেছেন এমন সব নারীকে যারা পরচুলা লাগিয়ে দেয় এবং নিজেরাও লাগায়, আর যারা দেহে উলকি উৎকীর্ণ করে এবং করায়।

٥٥٠١- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ جَارِيَةً مِّنَ الْاَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ وَاَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَعَّطَ شَعَرُهَا فَاَرَادُوْا اَنْ يَّصِلُوْهَا فَسَاَلُوْا النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ .

৫৫০১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। মদীনার এক আনসার যুবতী বিবাহ করার পর রোগাক্রান্ত হয়। ফলে তার মাথার চুল উঠে যায়। পরিবারের লোকেরা তার মাথায় পরচুলা লাগাতে চাইলেন এবং এ ব্যাপারে নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, যে নারী অন্যের মাথায় পরচুলা লাগায় এবং যে নারী নিজে পরচুলা লাগায়, তাদের উভয়কে আল্লাহ্ তাআলা লা'নত করেছেন।

٥٥٠٢- عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ اَنَّ امْرَأَةً جَاءَ تْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ اِنِّىْ اَنْكَحْتُ اِبْنَتِىْ ثُمَّ اَصَابَهَا شَكْوٰى فَتَمَرَّقَ (تَمَزَّقَ) رَاْسُهَا وَزَوْجُهَا يَسْتَحِثُّنِىْ بِهَا اَفَاَصِلُ رَاْسَهَا (شَعَرَهَا) فَسَبَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ .

৫৫০২. আসমা বিনতে আবু বাক্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা রসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট এসে বললো, আমি আমার মেয়েকে বিবাহ দিয়েছি। অতপর সে রোগাক্রান্ত হলে তার মাথার চুলগুলো ঝরে যায়। এখন তার স্বামী তার প্রতি কোন আকর্ষণ বোধ করে না। আমি কি তার মাথায় পরচুলা লাগিয়ে দিব ? রসূলুল্লাহ্ (স) মন্দ বললেন ঃ যে নারী অন্যের মাথায় পরচুলা লাগায় এবং যে নারী নিজে তা ব্যবহার করে।

٥٥٠٣- عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَتْ لَعَنَ النَّبِىُّ ﷺ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

৫৫০৩. আসমা বিনতে আবু বাক্‌র (রা) বলেন, যে নারী পরচুলা লাগানোর কাজ করে এবং যে নারী নিজে তা ব্যবহার করে, নবী (স) উভয়কে লা'নত করেছেন।

٥٥٠٤- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ .

৫৫০৪. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ (স) বলেন, যে নারী পরচুলা লাগানোর কাজ করে এবং যে নিজে তা লাগায়, যে অপরের অঙ্গে উলকি উৎকীর্ণ করে এবং যে নিজে উলকি আঁকায় আল্লাহ্ তাআলা তাদের সকলকে অভিসম্পাত করেছেন।

٥٥٠٥- عَنْ عَمْرِو ابْنِ مُرَّةَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِيْنَةَ اٰخِرَ قَدْمَةٍ قَدِمَهَا فَخَطَبَنَا فَاَخْرَجَ كُبَّةً مِّنْ شَعَرٍ قَالَ مَا كُنْتُ اَرٰى اَحَدًا يَفْعَلُ هٰذَا غَيْرَ الْيَهُوْدِ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ سَمَّاهُ الزُّوْرَ يَعْنِى الْوَاصِلَةَ فِى الشَّعْرِ .

৫৫০৫. সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (র) বলেন, মুয়াবিয়া (রা) শেষবার যখন মদীনায় আসলেন, তিনি আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন। তিনি এক গোছা চুল বের করে বলেন, ইহূদী ভিন্ন আর কাউকে আমি এ কাজ করতে (পরচুলা ব্যবহার করতে) দেখিনি। নিসন্দেহে নবী (স) একে (পরচুলা ব্যবহারকে) প্রতারণা বলে আখ্যায়িত করেছেন।

৮৪-অনুচ্ছেদ ঃ ভ্রূ উপড়ে ফেলা।

٥٥٠٦- عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ لَعَنَ عَبْدُ اللّٰهِ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللّٰهِ فَقَالَتْ اُمُّ يَعْقُوْبَ مَاهٰذَا قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ وَمَا لِىْ لَااَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَفِىْ كِتَابِ اللّٰهِ قَالَتْ وَاللّٰهِ لَقَدْ قَرَأْتُ مَابَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُهٗ قَالَ وَاللّٰهِ لَئِنْ قَرَأْتِيْهِ لَقَدْ وَجَدْتِيْهِ مَااٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَانَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا .

৫৫০৬. আলকামা (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) লা'নত করলেন এমন সব নারীকে যারা অপরের অঙ্গে উলকি উৎকীর্ণ করে, (কপাল প্রশস্ত করার জন্য) যারা কপালের উপরিভাগের চুলগুলো উপড়ে ফেলে এবং যারা সৌন্দর্যের জন্য দাঁত সরু ও এর ফাঁক বড় করে আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে বদলে দেয়। তখন উম্মু ইয়াকূব জিজ্ঞেস করলেন, এটা কেন ? আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি কেন তাকে লা'নত করবো না, যাকে রসূলুল্লাহ (স) লা'নত করেছেন এবং আল্লাহ্‌র কিতাবেও (তাই আছে)? উম্মু ইয়াকূব (রা) বলেন, আমি সম্পূর্ণ কুরআন পড়েছি, কিন্তু তাতে তো এটা পেলাম না। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, যদি তুমি কুরআন পড়তে তবে আল্লাহ্‌র কসম ! তুমি তাতে এটা অবশ্যই পেতে ঃ "রসূল তোমাদেরকে যা দেন তা আঁকড়ে ধর এবং যা থেকে বারণ করেন, তা থেকে বিরত থাক"–(সূরা আল-হাশর ঃ ৭)।

৮৫-অনুচ্ছেদ ঃ যে নারী পরচুলা লাগায়।

٥٥٠٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَعَنَ النَّبِىُّ ﷺ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ .

৫৫০৭. ইবনে উমার (রা) বলেন, যে নারী পরচুলা লাগানোর কাজ করে এবং যে নিজে লাগায়, যে নারী অপরের অঙ্গে উলকি উৎকীর্ণ করে এবং যে তা উৎকীর্ণ করায়—এদের সকলকে নবী (স) লা'নত করেছেন।

٥٥٠٨- عَنْ اَسْمَاءَ قَالَتْ سَاَلَتِ امْرَاَةٌ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ ابْنَتِىْ اَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ فَامَّرَقَ شَعَرُهَا وَاِنِّىْ زَوَّجْتُهَا اَفَاَصِلُ فِيْهِ فَقَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُوْلَةَ .

৫৫০৮. আসমা (রা) বলেন, এক মহিলা নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমার মেয়েটি হামে আক্রান্ত হয়েছিল। ফলে তার মাথার চুল ঝরে গেছে। আমি তাকে বিয়ে দিয়েছি। আমি কি তার মাথায় পরচুলা লাগাতে পারি ? রসূলুল্লাহ (স) বলেন, যে নারী পরচুলা লাগানোর কাজ করে এবং যে নিজে পরচুলা লাগায়, আল্লাহ তাদেরকে লা'নত করেছেন।

٥٥٠٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ اَوْ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْوَاشِمَةُ وَالْمُوْتَشِمَةُ وَالْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ يَعْنِىْ لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ

৫৫০৯. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি নবী (স) থেকে শুনেছি কিংবা নবী (স) ইরশাদ করেছেন, যে নারী অপরের অঙ্গে উলকি উৎকীর্ণ করে এবং যে নারী তা করায়, যে নারী পরচুলা লাগানোর কাজ করে এবং যাকে লাগায় অর্থাৎ নবী (স) এসব নারীকে লা'নত করেছেন।

٥٥١٠- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَوَشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ وَالْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللّٰهِ مَا لِىْ لاَ اَلْعَنُ مَنْ لَّعَنَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ .

৫৫১০. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আল্লাহ তাআলা লা'নত করেছেন এমন সব নারীকে যারা অপরের অঙ্গে উলকি উৎকীর্ণ করে এবং যারা তা করায়, যারা কপালের উপরিভাগের চুল উপড়ে ফেলে, যারা সৌন্দর্যের জন্য ঘষে দাঁত সরু ও ফাঁক করে আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতিকে বদলে দেয়। অতপর আমি কেন তাকে লা'নত করবো না, যাকে স্বয়ং রসূলুল্লাহ (স) লানত করেছেন এবং যা আল্লাহ্‌র কিতাবেও আছে।

৮৬-অনুচ্ছেদ ঃ যে নারী উলকি উৎকীর্ণ করে।

٥٥١١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْعَيْنُ حَقٌّ وَنَهٰى عَنِ الْوَشْمِ .

৫৫১১. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ বদনযর লাগা সত্য। তিনি অঙ্গে উলকি উৎকীর্ণ করতে নিষেধ করেছেন।

٥٥١٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ اُمِّ يَعْقُوْبَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ مِثْلَ حَدِيْثِ مَنْصُوْرٍ .

৫৫১২. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকেও এ বিষয়ে হাদীস বর্ণিত আছে। আবদুর রহমান ইবনে আবেস উম্মু ইয়াকূব থেকে আবদুল্লাহর হাদীসটি মানসূরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٥١٣- عَنْ عَوْنِ بْنِ اَبِىْ جُحَيْفَةَ قَالَ رَاَيْتُ اَبِىْ فَقَالَ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَلَعَنَ اٰكِلَ الرِّبٰوا وَمُوْكِلَهٗ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ .

৫৫১৩. আওন ইবনে আবু জুহাইফা (র) বলেন, আমি আমার আব্বাকে বলতে শুনেছি, নবী (স) রক্তের মূল্য ও কুকুরের মূল্য নিষিদ্ধ করেছেন এবং সূদখোর, সূদদাতা, অঙ্গে উলকি উৎকীর্ণকারী নারী এবং যে নারী তা করায় এদের সকলকে লানত করেছেন।

৮৭-অনুচ্ছেদ ঃ যে নারী নিজ দেহে উলকি উৎকীর্ণ করায়।

٥٥١٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اُتِىَ عُمَرُ بِاِمْرَأَةٍ تَشِمُ فَقَامَ اَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ مَنْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فِى الْوَشْمِ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَقُمْتُ فَقُلْتُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنَا سَمِعْتُ قَالَ مَا سَمِعْتَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تَشِمْنَ وَلاَ تَسْتَوْشِمْنَ.

৫৫১৪. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, উমার (রা)-এর নিকট দেহে উলকি উৎকীর্ণকারী এক নারীকে আনা হলো। উমার (রা) দাঁড়িয়ে বলেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্র দোহাই দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, উলকি উৎকীর্ণ করার ব্যাপারে নবী (স) থেকে কে কি শুনেছ ? আবু হুরাইরা (রা) বলেন, আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন ! আমি শুনেছি। উমার (রা) জিজ্ঞেস করেন, কি শুনেছ ? আমি বললাম, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি, কোন নারী যেন অঙ্গে উলকি উৎকীর্ণ না করে এবং না করায়।

٥٥١٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَعَنَ النَّبِىُّ ﷺ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ.

৫৫১৫. ইবনে উমার (রা) বলেন, নবী (স) এমন নারীকে লানত করেছেন, যে পরচুলা লাগানোর কাজ করে এবং যাকে তা লাগায়, যে নারী অপরের দেহে উলকি উৎকীর্ণ করে এবং যে তা করায়।

٥٥١٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللّٰهِ مَالِىْ لاَ اَلْعَنُ مَنْ لَّعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ .

৫৫১৬. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্ তাআলা লানত করেছেন এমন সব নারীকে যারা অন্যের দেহে উলকি উৎকীর্ণ করে এবং যে তা করায়, যারা কপালের উপরের চুল উপড়ে ফেলে, যারা সৌন্দর্য বর্দ্ধনের জন্য দাঁত ঘষে সরু ও ফাঁক করে আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন আনে। আমি কেন তাকে লানত করবো না, যাকে স্বয়ং রসূলুল্লাহ (স) লানত করেছেন এবং যা আল্লাহ্র কিতাবেও আছে।

৮৮-অনুচ্ছেদ ঃ ছবি।

٥٥١٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اَبِىْ طَلْحَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ تَدْخُلُ الْمَلٰئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَّلاَ تَصَاوِيْرُ وَابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا طَلْحَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ

৫৫১৭. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আবু তালহা (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন, ফেরেশতাগণ সেই ঘরে প্রবেশ করেন না, যাতে রয়েছে কুকুর এবং সেই ঘরেও না যাতে আছে প্রাণীর ছবি। অন্য সূত্রে ইবনে আব্বাস (রা) আবু তালহা (রা) থেকে বলেন, আমি নবী (স) থেকে শুনেছি।

৮৯-অনুচ্ছেদ ঃ কিয়ামতের দিন ছবি নির্মাতার শাস্তিভোগ।

٥٥١٨- عَنْ مُسْلِمٍ قَالَ كُنَّا مَعَ مَسْرُوْقٍ فِىْ دَارِ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ فَرَاٰى فِىْ صُفَّتِهِ تَمَاثِيْلَ فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُوْنَ .

৫৫১৮. মুসলিম (র) বলেন, আমরা মাসরূকসহ ইয়াসার ইবনে নুমাইর-এর ঘরে ছিলাম। মাসরূক তাঁর ঘরের উচ্চ সমতলে কতগুলো ছবি দেখতে পেলেন। তিনি বললেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে কঠিন আযাব ভোগকারী হবে ছবি নির্মাতাগণ।

٥٥١٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَخْبَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الَّذِيْنَ يَصْنَعُوْنَ هٰذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ اَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ .

৫৫১৯. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, যারা এসব ছবি তৈরি করবে, কিয়ামতের দিন তাদেরকে আযাব দেয়া হবে এবং বলা হবে, তোমরা যা বানিয়েছ তাতে প্রাণ সঞ্চার করো।

৯০-অনুচ্ছেদ ঃ ছবি ভেঙ্গে ফেলা।

٥٥٢٠- عَنْ عَائِشَةَ حَدَّثَتْ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِىْ بَيْتِهِ شَيْئًا فِيْهِ تَصَالِيْبُ (تَصَاوِيْرُ) اِلاَّ نَقَضَهُ .

৫৫২০. আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী (স) আপন গৃহে প্রাণীর ছবিযুক্ত কোন জিনিস পেলেই তা ভেঙ্গে ফেলতেন।

٥٥٢١- عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ دَارًا بِالْمَدِيْنَةِ فَرَاٰى اَعْلاَهَا مُصَوِّرًا يُصَوِّرُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ

كَخَلْقِى فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً وَّلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً ثُمَّ دَعَا بِتَوْرٍ مِّنْ مَّاءٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ حَتَّى بَلَغَ ابِطَهُ فَقُلْتُ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ اَشَئٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مُنْتَهَى الْحِلْيَةِ .

৫৫২১. আবু যুরআ (র) বলেন, আমি আবু হুরাইরা (রা)-এর সাথে মদীনার এক বাড়ীতে প্রবেশ করলাম। তিনি দেখতে পেলেন, এক ব্যক্তি গৃহের উপরিভাগে ছবি অংকন করছে। তখন তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, (আল্লাহ্ তাআলা বলেন), আমার সৃষ্টির মতো যে লোক কোন প্রাণী সৃষ্টি করতে যায়, তার চেয়ে বড় যালিম আর কে আছে ? তাহলে তারা একটি শস্যদানা এবং একটি অণু সৃষ্টি করুক তো দেখি। আবু হুরাইরা (রা) পানির পাত্র আনালেন এবং বগল পর্যন্ত পানি পৌঁছিয়ে তাঁর উভয় হাত ধৌত করলেন আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আবু হুরাইরা ! আপনি কি রসূলুল্লাহ (স) থেকে এ ব্যাপারে কিছু শুনেছেন ? তিনি বলেন, অলংকার পরার চূড়ান্ত জায়গা পর্যন্ত ধৌত করতে হবে।

৯১-অনুচ্ছেদ ঃ যেসব জিনিস পদদলিত করা হয় তা ছবিযুক্ত হলে।

٥٥٢٢- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ سَفَرٍ وَّقَدْ سَتَرْتُ بِقِرَامٍ لِّيْ عَلَى سَهْوَةٍ لِّيْ فِيْهَا تَمَاثِيْلُ فَلَمَّا رَاٰهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَتَكَهُ وَقَالَ اَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُضَاهُوْنَ بِخَلْقِ اللّٰهِ قَالَتْ فَجَعَلْنَاهُ وِسَادَةً اَوْ وِسَادَتَيْنِ .

৫৫২২. আয়েশা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) (তাবুক) সফর থেকে ফিরে আসলেন। আমি আমার ঘরের দরযায় বা আঙ্গিনায় একটি পর্দা ঝুলিয়ে রেখেছিলাম। তাতে প্রাণীর প্রতিকৃতি ছিল। রসূলুল্লাহ (স) এটি দেখে ছিঁড়ে ফেলেন এবং বলেন, কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন আযাব ভোগ করবে এমন সব লোক, যারা আল্লাহ্র সৃষ্ট জিনিসের নকল করে। আয়েশা (রা) বলেন, অতপর আমি সেই পর্দাটি দিয়ে একটি কিংবা দু'টি আসন তৈরি করে নেই।

٥٥٢٣- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ سَفَرٍ وَّعَلَّقْتُ دُرْنُوْكًا فِيْهِ تَمَاثِيْلُ فَاَمَرَنِيْ اَنْ اَنْزِعَهُ فَنَزَعْتُهُ وَكُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ .

৫৫২৩. আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) এক সফর থেকে ফিরে আসলেন। আমি দরজায় একটি পর্দা টানিয়ে রেখেছিলাম, তা ছবিযুক্ত ছিল। নবী (স) আমাকে তা নামিয়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন। আমি তা নামিয়ে ফেললাম। আমি এবং নবী (স) একই পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করতাম।

৯২-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি ছবিযুক্ত বিছানায় বসতে পসন্দ করে না।

٥٥٢٤- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيْهَا تَصَاوِيْرُ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ فَقُلْتُ اَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ مِمَّا اَذْنَبْتُ قَالَ مَا هٰذِهِ النُّمْرُقَةُ قُلْتُ لِتَجْلِسَ عَلَيْهَا

وَتَوَسَّدَهَا قَالَ اِنَّ اَصْحَابَ هٰذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ اَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ وَاِنَّ الْمَلٰئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ الصُّوْرَةُ .

৫৫২৪. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ছবিযুক্ত একটি গদি বা আসন খরিদ করলেন। নবী (স) এটি দেখে দরজায় দাঁড়িয়ে গেলেন, ভেতরে প্রবেশ করলেন না। আমি বললাম, আমি আল্লাহ্র দরবারে আমার গুনাহ্ থেকে তওবা করছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ গদিটি কেন? আমি বললাম, আপনার বসার এবং বালিশ হিসেবে ব্যবহারের জন্য। তিনি বলেন, এসব ছবি যারা তৈরি করেছে, কিয়ামতের দিন তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। তাদেরকে বলা হবে, যে জিনিস তোমরা বানিয়েছ, তাতে জীবন দান করো। ফেরেশতারা কখনো এমন ঘরে প্রবেশ করেন না, যাতে প্রাণীর ছবি থাকে।

٥٥٢٥- عَنْ اَبِيْ طَلْحَةَ صَاحِبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْمَلٰئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ الصُّوْرَةُ قَالَ بُسْرٌ ثُمَّ اشْتَكٰى زَيْدٌ فَعُدْنَاهُ فَاِذَا عَلٰى بَابِهِ سِتْرٌ فِيْهِ صُوْرَةٌ فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللّٰهِ رَبِيْبِ مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصُّوَرِ يَوْمَ الْاَوَّلِ فَقَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ اَلَمْ تَسْمَعْهُ حِيْنَ قَالَ اِلاَّ رَقْمًا فِيْ ثَوْبٍ .

৫৫২৫. রসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবী আবু তালহা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, নিশ্চয় রহমতের ফেরেশতা যে ঘরে প্রাণীর ছবি আছে, সে ঘরে প্রবেশ করেন না। বুসর (র) বলেন, অতপর যায়েদ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আমরা তাকে দেখতে গেলাম। তাঁর ঘরের দরযায় ছবিযুক্ত একখানা পর্দা লটকানো ছিল। নবী পত্নী মায়মূনা (রা)-এর প্রতিপালিত উবাইদুল্লাহকে আমি বললাম, যায়েদ কি গত পরশু আমাদের নিকট ছবি সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করেননি? উবাইদুল্লাহ বলেন, তিনি যখন বলেছিলেন, তখন তুমি কি শোননি যে, তিনি কাপড়ে লতাপাতার নকশী করার কথা বাদ দিয়েই বলেছিলেন?

৯৩-অনুচ্ছেদ ঃ ছবিযুক্ত কাপড়ে নামায পড়া মাকরূহ।

٥٥٢٦- عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ اَمِيْطِيْ عَنِّيْ فَاِنَّهُ لاَ تَزَالُ تَصَاوِيْرُهُ تَعْرِضُ لِيْ فِيْ صَلاَتِيْ .

৫৫২৬. আনাস (রা) বলেন, আয়েশা (রা)-এর একখানা পর্দা ছিল। এটি তিনি তাঁর ঘরের এক পাশে লটকিয়ে দিয়েছিলেন। নবী (স) তাঁকে বলেন, পর্দাটি আমার থেকে দূরে সরিয়ে ফেল। এর ছবিগুলো আমার নামাযে বাধার সৃষ্টি করে।[১৮]

---

১৮. এগুলো প্রাণীর ছবি ছিল না, ছিল লতাপাতার নকশী করা। এর প্রতি নামাযের সময় নযর চলে যায় এবং মনের একাগ্রতা নষ্ট হয়। তাই সামনে থেকে তা সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

৯৪-অনুচ্ছেদ ঃ যে ঘরে ছবি থাকে সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করেন না।

٥٥٢٧ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ وَعَدَ النَّبِيَّ ﷺ جِبْرِيْلُ فَرَاثَ عَلَيْهِ حَتّٰى اشْتَدَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَقِيَهُ فَشَكَا اِلَيْهِ مَا وَجَدَ فَقَالَ لَهُ اِنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ وَّلاَ كَلْبٌ .

৫৫২৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, জিবরাঈল (আ) নবী (স)-এর সাক্ষাতে আসার ওয়াদা করলেন, কিন্তু আসতে দেরী করেন। এতে নবী (স) শংকিত হলেন। তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে আসলেন। তখন জিবরাঈল (আ)-এর সাথে তার দেখা হলো। নবী (স) তাঁর বিলম্বের জন্য তাঁর কাছে তার মনোকষ্টের কথা বললেন। জিবরাঈল (আ) তাঁকে বলেন, যে ঘরে প্রাণীর ছবি থাকে আর যে ঘরে কুকুর থাকে, আমরা সে ঘরে প্রবেশ করি না।

৯৫-অনুচ্ছেদ ঃ প্রাণীর ছবিওয়ালা ঘরে যে ব্যক্তি প্রবেশ করে না।

٥٥٢٨ـ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيْهَا تَصَاوِيْرُ فَلَمَّا رَاٰهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ فَعَرَفَتْ فِيْ وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَّةَ وَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ وَاِلٰى رَسُوْلِهٖ مَاذَا اَذْنَبْتُ قَالَ مَا بَالُ هٰذِهِ النُّمْرُقَةِ فَقَالَتْ اشْتَرَيْتُهَا لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَصْحَابَ هٰذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ اَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ وَقَالَ اِنَّ الْبَيْتَ الَّذِيْ فِيْهِ الصُّوَرُ لاَ تَدْخُلُهُ الْمَلٰئِكَةُ .

৫৫২৮. নবী পত্নী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ছবিযুক্ত একটি আসন খরিদ করেন। রসূলুল্লাহ (স) তা দেখে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং ভেতরে প্রবেশ করলেন না। আয়েশা (রা) তাঁর চেহারায় অসন্তোষের ভাব লক্ষ্য করে বলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দরবারে তওবা করছি। আমি কি অপরাধ করেছি ? তিনি বলেন, এ আসনটি কেন ? আয়েশা (রা) বলেন, আপনার বসার এবং বালিশ হিসেবে ব্যবহারের জন্যই আমি এটি খরিদ করেছি। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, এ ছবিগুলো যারা তৈরি করেছে, কিয়ামতের দিন তাদেরকে আযাব দেয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, তোমারা যা সৃষ্টি করেছ, তাতে জীবন দান করো। তিনি আরও বলেন, যে ঘরে প্রাণীর ছবি থাকে সে ঘরে ফেরেশতা ঢুকেন না।

৯৬-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি চিত্রকরকে অভিসম্পাত দেয়।

٥٥٢٩ـ عَنْ اَبِيْ جُحَيْفَةَ اَنَّهُ اشْتَرٰى غُلاَمًا حَجَّامًا فَقَالَ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْبَغِيِّ وَلَعَنَ اٰكِلَ الرِّبٰوا وَمُوْكِلَهُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْمُصَوِّرَ .

৫৫২৯. আবু জুহাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রক্তমোক্ষণকারী একটি গোলাম খরিদ করেন, অতপর বলেন, নবী (স) রক্তের মূল্য ও কুকুরের মূল্য এবং যেনাকারিণীর উপার্জন নিষিদ্ধ করেছেন। যে সূদ খায়, যে সূদ দেয়, যে অঙ্গে উলকি উৎকীর্ণ করে এবং যে উৎকীর্ণ করায়, আর যে ছবি অংকন করে, এদের সকলকে নবী (স) লানত করেছেন।

৯৭-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি ছবি অংকন করে, কিয়ামতের দিন সেই ছবিতে প্রাণ সঞ্চারের জন্য তাকে বাধ্য করা হবে। কিন্তু সে তা করতে সক্ষম হবে না।

٥٥٣٠- عَنْ قَتَادَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُمْ يَسْئَلُوْنَهُ وَلاَ يَذْكُرُ النَّبِىَّ ﷺ حَتّٰى سُئِلَ فَقَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا ﷺ يَقُوْلُ مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً فِى الدُّنْيَا كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَنْ يَّنْفُخَ فِيْهَا الرُّوْحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ .

৫৫৩০. কাতাদা (র) বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (র)-এর নিকট ছিলাম। লোকজন তাঁকে বিভিন্ন প্রশ্ন করছিল। তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আমি মুহাম্মাদ (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ যে লোক দুনিয়াতে কোন প্রাণীর ছবি অংকন করবে, কিয়ামতের দিন তাতে রূহ ফুঁকে দেয়ার জন্য তাকে বাধ্য করা হবে, কিন্তু সে তা করতে সক্ষম হবে না।

৯৮-অনুচ্ছেদ ঃ জন্তুযানে কারো পেছনে আরোহণ করা।

٥٥٣١- عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَكِبَ عَلٰى حِمَارٍ عَلٰى اِكَافٍ عَلَيْهِ قَطِيْفَةٌ فَدَكِيَّةٌ وَّاَرْدَفَ اُسَامَةَ وَرَاءَهُ .

৫৫৩১. উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) একটি গাধার পিঠে আরোহণ করলেন। এর পিঠে 'ফাদাক' নামক স্থানে তৈরি চাদর ছিল। তিনি তাঁর পেছনে উসামা (রা)-কে আরোহণ করান।

৯৯-অনুচ্ছেদ ঃ জন্তুযানের পিঠে তিনজন বসা।

٥٥٣٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ مَكَّةَ اِسْتَقْبَلَهُ اُغَيْلِمَةُ بَنِىْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَحَمَلَ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاٰخَرَ خَلْفَهُ .

৫৫৩২. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স) মক্কায় তাশরীফ আনলে আবদুল মুত্তালিব গোত্রের তরুণ ছেলেরা তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য এগিয়ে আসে। নবী (স) তাদের একজনকে সওয়ারীর উপর তাঁর সামনে এবং আরেকজনকে তাঁর পেছনে তুলে নিলেন।

১০০-অনুচ্ছেদ ঃ মালিক কর্তৃক জন্তুযানে নিজের সামনে অন্যকে বসানো। কারও মতে, যিনি বাহনের মালিক, সামনে বসার অধিকার তাঁর বেশী। তবে কাউকে তিনি অনুমতি দিলে সেটা ভিন্ন কথা।

٥٥٣٣- عَنْ اَيُّوْبَ ذُكِرَ الْاَشَرُّ الثَّلٰثَةُ عِنْدَ عِكْرِمَةَ فَقَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَتٰى رَسُوْلُ

اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ حَمَلَ قُثَمَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْفَضْلَ خَلْفَهُ اَوْ قُثَمَ خَلْفَهُ وَالْفَضْلَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَيُّهُمْ شَرٌّ اَوْ اَيُّهُمْ خَيْرٌ .

৫৫৩৩. আইউব (র) থেকে বর্ণিত। ইকরামার নিকট কেউ উল্লেখ করলো যে, (সওয়ারীর পিঠে) তিনজন একত্রে বসা অতি নিকৃষ্ট কাজ। তখন ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) আসার সময় কুসামকে সামনে এবং ফযলকে পেছনে তুলে বসিয়েছেন। এখন তাদের মধ্যে কে ভালো আর কে মন্দ ?

১০১-অনুচ্ছেদ ঃ জন্তুযানে পুরুষের পেছনে পুরুষের বসা।

٥٥٣٤- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ بَيْنَا اَنَا رَدِيفُ النَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ اِلاَّ اٰخِرَةُ الرَّحْلِ فَقَالَ يَا مُعَاذُ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذُ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ هَلْ تَدْرِيْ مَا حَقُّ اللّٰهِ عَلٰى عِبَادِهِ قُلْتُ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ حَقُّ اللّٰهِ عَلٰى عِبَادِهِ اَنْ يَّعْبُدُوْهُ وَلاَ يُشْرِكُوْابِهِ شَيْئًا ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ هَلْ تَدْرِيْ مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ اِذَا فَعَلُوْهُ قُلْتُ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ اَنْ لاَّ يُعَذِّبَهُمْ .

৫৫৩৪. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) বলেন, একদা আমি জন্তুযানে নবী (স)-এর পেছনে আরোহিত ছিলাম। আমার এবং নবী (স)-এর মাঝে জিনের প্রান্তদেশ ছাড়া আর কোন আড়াল ছিল না। তিনি বলেন, হে মুয়ায ! আমি জবাব দিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ ! লাব্বাইকা ওয়া সাদাইকা। অতপর তিনি কিছুক্ষণ চললেন এবং পুনরায় ডাকলেন, হে মুয়ায ! আমি বললাম, লাব্বাইকা ইয়া রসূলাল্লাহ ! ওয়া সাদাইকা। এরপর তিনি কিছুক্ষণ চললেন। আবার বললেন, হে মুয়ায ! আমি বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ ! লাব্বাইকা ওয়া সাদাইকা। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জানো, বান্দাদের উপর আল্লাহ্র অধিকার কি ? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই বেশী জানেন। তিনি বলেন, বান্দাদের উপর আল্লাহ্র অধিকার এই যে, তারা আল্লাহ্র ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকেই শরীক করবে না। তিনি পুনরায় কিছুক্ষণ চললেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, হে মুয়ায ইবনে জাবাল ! আমি বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ ! লাব্বাইকা ওয়া সাদাইকা। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জানো, আল্লাহ্র উপর বান্দাদের অধিকার কি, যখন তারা তা করলো ? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূল অধিক অবগত আছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্র উপর বান্দাদের অধিকার হলো তিনি শাস্তি দিবেন না।

১০২-অনুচ্ছেদ ঃ জন্তুযানে মাহ্‌রাম পুরুষের পেছনে নারীর বসা।

٥٥٣٥- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اَقْبَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ خَيْبَرَ وَاِنِّىْ لَرَدِيْفُ اَبِىْ طَلْحَةَ وَهُوَ يَسِيْرُ وَبَعْضُ نِسَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَدِيْفُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ عَثَرَتِ النَّاقَةُ فَقُلْتُ الْمَرْأَةَ فَنَزَلْتُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهَا اُمُّكُمْ فَشَدَدْتُ الرَّحْلَ وَرَكِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا دَنَا اَوْ رَاَى الْمَدِيْنَةَ قَالَ اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ .

৫৫৩৫. আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে খায়বার এলাকা থেকে ফিরে আসছিলাম। আমি আবু তালহা (রা)-এর পেছনে সওয়ারীর পিঠে উপবিষ্ট ছিলাম। আর রসূলুল্লাহ (স)-এর পেছনে বসা ছিলেন তাঁর একজন স্ত্রী। হঠাৎ উটনীটি হোঁচট খেল। তখন আমি বলে উঠলাম, মহিলা, মহিলা, এবং সওয়ারী থেকে নেমে পড়লাম। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, ইনি তোমাদের আম্মা। অতপর আমি সওয়ারীকে শক্ত করে বাঁধলাম এবং রসূলুল্লাহ (স) তার পিঠে আরোহণ করলেন। যখন তিনি মদীনার নিকট পৌঁছলেন কিংবা বলেছেন, যখন তিনি মদীনা দেখতে পেলেন তখন বলেন ঃ আইবূনা, তাইবূনা আবিদূনা, লিরব্বিনা হামিদূনা" (আমরা প্রত্যাগমনকারী, তওবাকারী, ইবাদতকারী, আপন রবের প্রশংসাকারী)।

১০৩-অনুচ্ছেদ ঃ চিত হয়ে শোয়া এবং এক পায়ের উপর অপর পা রাখা।

٥٥٣٦- عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ اَنَّهُ اَبْصَرَ النَّبِىَّ ﷺ يَقْطَجِعُ (مُضْطَجِعًا) فِى الْمَسْجِدِ رَافِعًا اِحْدٰى رِجْلَيْهِ عَلَى الْاُخْرٰى .

৫৫৩৬. আব্বাদ ইবনে তামীম (র) থেকে তাঁর চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি নবী (স)-কে মসজিদে নববীতে এক পায়ের উপর অপর পা রেখে শায়িত অবস্থায় দেখেছেন।

অধ্যায়-৫০

كِتَابُ الْاَدَابِ

(আদব-আখলাকের বর্ণনা)

১-অনুচ্ছেদ ঃ দয়া-অনুগ্রহ এবং সুসম্পর্ক। আল্লাহ্ তাআলার বাণী ঃ

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ط.

"আমরা মানুষকে তাদের পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের তাকিদ করেছি"—সূরা আল আনকাবূত ঃ ৮)।

٥٥٣٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ سَاَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ اَىُّ الْعَمَلِ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ قَالَ الصَّلٰوةُ عَلٰى وَقْتِهَا قَالَ ثُمَّ اَىٌّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ ثُمَّ اَىٌّ قَالَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ بِهِنَّ وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِىْ .

৫৫৩৭. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ কাজটি আল্লাহ্র নিকট বেশী প্রিয় ? তিনি বললেন ঃ সময় মতো নামায আদায় করা। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কোন্টি ? তিনি (স) বললেন ঃ পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। তিনি আবারও জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কোন্টি ? নবী (স) বললেন ঃ আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, নবী (স) আমাকে এসব কথা বলেছেন। যদি আমি তাঁকে আরও জিজ্ঞেস করতাম, তাহলে তিনি আমার নিকট আরও বর্ণনা করতেন।

২-অনুচ্ছেদ ঃ উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অগ্রাধিকারী কে ?

٥٥٣٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ اَحَقُّ (النَّاسِ) بِحُسْنِ صَحَابَتِىْ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ اَبُوْكَ .

৫৫৩৮. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসো বললো ঃ হে আল্লাহ্র রসূল ! আমার কাছে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অগ্রাধিকারী কে ? তিনি বললেন ঃ তোমার মা। লোকটি বললো, তারপর কে ? তিনি বললেন ঃ তোমার মা। সে আবারও জিজ্ঞেস করলো ঃ তারপর কে ? তিনি বললেন ঃ তারপরও তোমার মা। লোকটি আবারও জিজ্ঞেস করলো ঃ তারপর কে ? তিনি বললেন ঃ তারপর তোমার পিতা।

৩-অনুচ্ছেদ ঃ পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়া কেউ জিহাদে অংশগ্রহণ করবে না।

٥٥٣٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ أُجَاهِدُ قَالَ لَكَ أَبَوَانِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ.

৫৫৩৯. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করলো, আমি কি জিহাদ করবো ? তিনি বললেন ঃ তোমার পিতা-মাতা জীবিত আছে ? সে জবাব দিল ঃ হাঁ। নবী (স) বললেন ঃ তবে তাদের দু'জনের জন্য জিহাদ (চেষ্টা-তদবীর) করো।[১]

৪-অনুচ্ছেদ ঃ কেউ যেন নিজ পিতা-মাতাকে গালি না দেয়।

٥٥٤٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ اَكْبَرِ الْكَبَائِرِ اَنْ يَّلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ اَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ اَبَاهُ وَيَسُبُّ اُمَّهُ فَيَسُبُّ اُمَّهُ .

৫৫৪০. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ কবীরা গুনাহগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক হলো—কোন লোকের তার পিতা-মাতাকে লানত (অভিসম্পাত) করা। জিজ্ঞেস করা হলো ঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল ! কিভাবে একজন লোক তার পিতা-মাতার প্রতি লানত করতে পারে ? নবী (স) বললেন ঃ এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির পিতাকে গালি দেয়। তখন ঐ ব্যক্তি পূর্বোক্ত ব্যক্তির পিতাকে গালি দেয়। এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির মাকে গালি দেয়, ফলে অপর ব্যক্তিও তার মাকে গালি দেয়।[২]

৫-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করে তার দোয়া কবুল হয়।

٥٥٤١- عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا ثَلٰثَةُ نَفَرٍ يَتَمَاشَوْنَ اَخَذَهُمُ الْمَطَرُ فَمَالُوْا (فَاَوَوْا) اِلٰى غَارٍ فِى الْجَبَلِ فَا نْحَطَّتْ عَلٰى فَمِ (بَابِ) غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِّنَ الْجَبَلِ فَاَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ اُنْظُرُوْا اَعْمَالاً عَمِلْتُمُوْهَا لِلّٰهِ صَالِحَةً فَدْعُوا اللّٰهَ بِهَا لَعَلَّهُ يُفَرِّجُهَا فَقَالَ اَحَدُهُمْ اَللّٰهُمَّ اِنَّهُ كَانَ لِىْ وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيْرَانِ وَلِىْ صِبْيَةٌ صِغَارٌ كُنْتُ اَرْعٰى عَلَيْهِم فَاِذَا رُحْتُ عَلَيْهِم فَحَلَبْتُ بَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ اَسْقِيْهِمَا قَبْلَ وَلَدِىْ وَاِنَّهُ نَاٰى بِى الشَّجَرُ يَوْمًا فَمَا اَتَيْتُ حَتّٰى

---

১. জিহাদ যদি ফরযে আইন না হয় এবং পিতা-মাতা যদি মুসলমান হন, তবে এ হাদীস অনুযায়ী জিহাদে যেতে তাদের অনুমতির প্রয়োজন হবে। আর জিহাদ যদি ফরযে আইন হয় তাহলে তাদের অনুমতি ছাড়াই অংশগ্রহণ করতে হবে। তখন আর অনুমতির দরকার হবে না। অন্যান্য ইবাদতের ব্যাপারেও একই বিধান।

২. প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির পিতা-মাতাকে গালি দেয়ার কারণেই সে প্রথম ব্যক্তির পিতা-মাতাকে গালি দেয়। যদি সে গালি না দিত, তাহলে দ্বিতীয় ব্যক্তিও প্রতিউত্তরে প্রথমোক্ত ব্যক্তির পিতা-মাতাকে গালি দিত না। সুতরাং প্রথম ব্যক্তি নিজেই তার বাপকে গালি দেয়ার কারণ। অতএব, সে নিজেই যেন তার পিতা-মাতাকে গালি দিল।

اَمْسَيْتُ فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ اَحْلُبُ فَجِئْتُ بِالْحِلاَبِ فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤُسِهِمَا اَكْرَهُ اَنْ اُوقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا وَاَكْرَهُ اَنْ اَبْدَأَ بِالصِّبْيَةِ قَبْلَهُمَا وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغُوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ فَلَمْ يَزَلْ ذٰلِكَ دَابِىْ وَدَابَهُمْ حَتّٰى طَلَعَ الْفَجْرُ فَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنِّىْ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا فُرْجَةً نَرٰى مِنْهَا السَّمَاءَ فَفَرَّجَ اَللّٰهُ لَهُمْ فُرْجَةً حَتّٰى يَرَوْنَ مِنْهَا السَّمَاءَ وَقَالَ الثَّانِىْ اَللّٰهُمَّ اِنَّهُ كَانَتْ لِىْ ابْنَةُ عَمٍّ اُحِبُّهَا كَاَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ فَطَلَبْتُ اِلَيْهَا نَفْسَهَا فَاَبَتْ حَتّٰى اٰتِيَهَا بِمِائَةِ دِيْنَارٍ فَسَعَيْتُ حَتّٰى جَمَعْتُ مِائَتَ دِيْنَارٍ فَلَقِيْتُهَابِهَا فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ يَا عَبْدَ اللّٰهِ اتَّقِ اللّٰهِ وَلاَ تَفْتَحِ الْخَاتَمَ فَقُمْتُ عَنْهَا اَللّٰهُمَّ فَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنِّىْ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا فَفَرَجَ لَهُمْ فُرْجَةً وَقَالَ الْاٰخَرُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ كُنْتُ اسْتَاْجَرْتُ اَجِيْرًا بِفَرَقِ اَرُزٍّ فَلَمَّا قَضٰى عَمَلَهُ قَالَ اَعْطِنِىْ حَقِّىْ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ فَتَرَكَهُ وَرَغِبَ عَنْهُ فَلَمْ اَزَلْ اَزْرَعُهُ حَتّٰى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَّرَاعِيَهَا فَجَاءَنِىْ فَقَالَ اتَّقِ اللّٰهِ وَلاَ تَظْلِمْنِىْ وَاَعْطِنِىْ حَقِّىْ فَقُلْتُ اذْهَبْ اِلٰى ذٰلِكَ الْبَقَرِ وَرَاعِيْهَا فَقَالَ اتَّقِ اللّٰهِ وَلاَ تَهْزَاْ بِىْ فَقُلْتُ اِنِّىْ لاَ اَهْزَاُ بِكَ فَخُذْ ذٰلِكَ الْبَقَرَ وَرَاعِيَهَا فَاَخَذَهُ فَانْطَلَقَ بِهَا فَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنِّىْ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَاخْرُجْ مَا بَقِىَ فَفَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُمْ .

৫৫৪১. ইবনে উমছর (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ ভিন ব্যক্তি পথ চলছিল হঠাৎ বৃষ্টিপাত শুরু হলে তারা এজটি পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিল। একটি ব্রিছট প্রস্তরখণ্ড গুহার মুখে এসে পড়ায় গুহার মুখ বন্ধ হয়েগেল। তখন তারা একে অপরকে বললো, তোমরা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে যেসব নেক আমল করেছো সেসব আমলের প্রতি লক্ষ্য কর এবং সেগুলোর অসিলায় আল্লাহর নিকট দোয়া করো যাতে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য গুহার মুখ উনুক্ত করে দেন। তাদের একজন স্মরণ করে বললো ঃ হে আল্লাহ ! আমার মা-বাপ অতি বৃদ্ধ ছিলেন এবং আমার ছিল ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। আমি তাদের জন্য পশু চরাতাম। সন্ধ্যা বেলা ফিরে এসে আমি পশুগুলো দোহন করতাম এবং আমার ছেলেমেয়েদের পান করানোর আগে আমার পিতা-মাতাকে পান করাতাম। একদিন চারণক্ষেত্রের সন্ধানে বহুদূরে পশু পাল নিয়ে উপনীত হলাম। তাই ফিরে আসতে দেরী হয়ে গেল। এসে দেখলাম তারা দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমি যথানিয়মে দুধ দোহন করলাম এবং দুধ নিয়ে তাঁদের শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকলাম। তাঁদেরকে ঘুম থেকে

জাগানো ভালো মনে করলাম না এবং তাঁদের আগে ছেলেমেয়েদেরকে পান করানোও ভাল মনে করলাম না। অথচ আমার ছেলেমেয়েরা ক্ষুধার জ্বালায় আমার পায়ের কাছে পড়ে কান্নাকাটি করছিল। আমার ও ছেলেমেয়েদের এ অবস্থা ভোর পর্যন্ত চললো। হে আল্লাহ ! যদি তুমি মনে কর যে, শুধু তোমার সন্তুষ্টির জন্যই আমি এটা করেছি, তাহলে এ পাথরটি এতটা সরিয়ে দাও, যেন আমরা আকাশ দেখতে পাই। তখন আল্লাহ তাআলা পাথরটি একটু সরিয়ে দিলেন এবং তারা আকাশ দেখতে পেল।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বললো ঃ হে আল্লাহ ! আমার একটি চাচাতো বোন ছিল। পুরুষ মানুষ নারীদেরকে যতটা ভালোবাসতে পারে, আমিও তাকে ততটা ভালোবাসতাম। আমি তার কাছে তার দেহটি চেয়ে বসলাম। কিন্তু সে এক শত দীনানের বিনিময় ছাড়া তা করতে অস্বীকার করলো। সুতরাং আমি চেষ্টা করে এক শত দীনার সঞ্চয় করলাম এবং তা নিয়ে তার কাছে গেলাম। যখন আমি তার দুই পায়ের মাঝখানে বসলাম, সে বলে উঠলো, হে আল্লাহ্‌র বান্দাহ ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং অধিকার বিহীনভাবে আমার সতীত্ব নষ্ট করো না। তখন আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। হে আল্লাহ ! যদি তুমি মনে কর যে, আমি কেবল তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্যই তা করেছিলাম, তাহলে পাথরটি হটিয়ে দাও। তখন আল্লাহ তাআলা পাথরটি আরেকটু সরিয়ে দিলেন।

সর্বশেষ বক্তি বললো ঃ হে আল্লাহ ! আমি এক 'ফারাক'[৩] (পরিমাণ বিশেষ) চালের বিনিময়ে একজন শ্রমিক নিয়োগ করেছিলাম। সে তার কাজ সমাধা করার পর এসে বললো, আমার পাওনা দিয়ে দাও। আমি তার সামনে তার প্রাপ্য পেশ করলে সে তা প্রত্যাখ্যান করলো এবং গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালো। আমি তা বরাবর কৃষি কাজে খাটালাম। শেষ পর্যন্ত তা দিয়ে কিছু সংখ্যক গরু কিনলাম ও তার রাখাল নিয়োগ করলাম। অতপর মজদুরটি একদিন আমার নিকট এসে বললো ঃ আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং আমার উপর যুলুম করো না। আমাকে আমার প্রাপ্য দিয়ে দাও। আমি বললাম, ঐ গরু এবং রাখালের নিকট যাও। সে বললো ঃ আল্লাহ্‌কে ভয় করো। আমাকে বিদ্রূপ করো না। আমি বললাম ঃ আমি তোমাকে বিদ্রূপ করছি না। ঐসব গরু এবং তার রাখালকে নিয়ে নাও। সুতরাং সে ঐগুলো নিয়ে চলে গেল। যদি তুমি মনে কর যে, শুধু তোমার সন্তুষ্টিলাভের জন্যই আমি এ কাজ করেছি তাহলে পাথরটির বাকি অংশটুকুও সরিয়ে দাও। সুতরাং আল্লাহ তাআলা বাকিটুকুও সরিয়ে দিলেন এবং তাদের বিপদ দূর করলেন।

৬-অনুচ্ছেদ ঃ পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়া কবীরা গুনাহ।

٥٥٤٢- عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوْقَ الْاُمَّهَاتِ وَمَنْعَ وَهَاتِ وَوَأْدَ الْبَنَاتِ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَاِضَاعَةَ الْمَالِ .

৫৫৪২. মুগীরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা মায়েদের নাফরমানী করা, হকদারের হক না দেয়া এবং কন্যা সন্তানদের জীবিত কবর দেয়া তোমাদের উপর হারাম করেছেন। আর আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য অন্যের সম্পর্কে ভিত্তিহীন মন্তব্য করা, অতিমাত্রায় যাঞ্চা করা এবং ধন-সম্পদ নষ্ট করা অপসন্দ করেন।

৩. 'ফারাক' আরব দেশের প্রচলিত একটি পরিমাপ বিশেষ, ষোল রতলে এক ফারাক।

٥٥٤٣- عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ اُنَبِّئُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَائِرِ قُلْنَا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَلْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ اَلاَ وَقَوْلُ الزُّوْرِ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ مَرَّتَيْنِ فَمَا زَالَ يَقُوْلُهَا حَتّٰى قُلْتُ لاَ يَسْكُتُ .

৫৫৪৩. আবু বাক্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ্ সম্পর্কে অবহিত করবো না ? আমরা বললাম ঃ হাঁ, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। তিনি হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলেন। তিনি উঠে বসলেন এবং বললেন ঃ শোন ! মিথ্যা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। জেনে নাও, মিথ্যা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। একথাটি তিনি একাধারে বলে চললেন, এমনকি আমি ভাবলাম তিনি হয়তো থামবেন না।

٥٥٤٤- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْكَبَائِرَ اَوْ سُئِلَ عَنِ الْكَبَائِرِ فَقَالَ الشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ فَقَالَ اَلاَ اُنَبِّئُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَائِرِ قَالَ قَوْلُ الزُّوْرِ اَوْ قَالَ شَهَادَةُ الزُّوْرِ قَالَ شُعْبَةُ وَاَكْثَرُ ظَنِّىْ اَنَّهُ قَالَ شَهَادَةُ الزُّوْرِ

৫৫৪৪. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (স) কবীরা গুনাহসমূহের কথা উল্লেখ করলেন অথবা তাঁকে কবীরা গুনাহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করা, কাউকে হত্যা করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। অতপর তিনি বলেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে মারাত্মক কবীরা গুনাহ সম্পর্কে অবহিত করবো না ? তিনি বলেন ঃ মিথ্যা বলা কিংবা বললেন, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। শোবা (হাদীসের একজন বর্ণনাকারী) বলেন ঃ আমার দৃঢ় ধারণা যে, রসূলুল্লাহ্ (স) মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার কথাই বলেছেন।

৭-অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিক পিতার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা।

٥٥٤٥- عَنْ اَسْمَاءَ ابْنَةِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَتْ اَتَتْنِىْ اُمِّىْ رَاغِبَةً فِىْ عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ فَسَاَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ اَصِلُهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيْهَا لاَ يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ .

৫৫৪৫. আসমা বিনতে আবু বাক্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর যমানায় আমার অমুসলিম মা আমার নিকট আসলে আমি নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম ঃ আমি কি তাঁর সাথে রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়তার আচরণ করবো ? তিনি বললেন ঃ হাঁ। ইবনে উয়াইনা বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা তার ব্যাপারেই এ আয়াত নাযিল করেছেন ঃ "আল্লাহ তাআলা তোমাদের এমন লোকদের সাথে রক্ত সম্পর্ক অনুযায়ী সদাচরণ করতে নিষেধ করেন না, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে দীনের ব্যাপারে যুদ্ধ করেনি।"[৪]

৪. এখানে মুশরিক মায়ের সাথে রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়তা বজায় রাখার এবং সে অনুযায়ী আচরণ করার আদেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং মুশরিক পিতার ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য।

৮-অনুচ্ছেদ ঃ স্বামী থাকা অবস্থায় কোন মহিলার আপন মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার করা। লাইস বলেন ঃ হিশাম তার পিতা উরওয়ার মাধ্যমে আসমা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। আসমা (রা) বলেন ঃ যে যমানায় নবী (স) কুরাইশদের সাথে চুক্তি করেছিলেন, সে সময় আমার মুশরিক মা আমার পিতার সাথে আসলে আমি নবী (স)-এর নিকট এ মর্মে আরয করলাম যে, আমার মা এসেছেন এবং তিনি মুশরিক। আমি কি তার সাথে রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়তার আচরণ করবো ? তিনি বলেন ঃ হাঁ, তোমার মায়ের সাথে ভালো আচরণ কর।

٥٥٤٦ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَخْبَرَ اَنَّ اَبَا سُفْيَانَ اَخْبَرَه اَنَّ هِرَقْلَ اَرْسَلَ اِلَيْهِ فَقَالَ فَمَا يَاْمُرُكُمْ يَعْنِىْ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ يَاْمُرُنَا بِالصَّلٰوةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ .

৫৫৪৬. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন যে, আবু সুফিয়ান তাঁকে জানিয়েছেন। (রোম সম্রাট) হিরাক্লিয়াস আবু সুফিয়ানকে ডেকে পাঠালেন [এবং নবী (স) সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন]। তখন তিনি বলেন ঃ নবী (স) আমাদেরকে নামায পড়তে, দান-সদকা করতে, পবিত্রতা অবলম্বন করতে এবং রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়তা বজায় রাখতে আদেশ করেন।

৯-অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিক ভাইয়ের সাথে সুসম্পর্ক রাখা।

٥٥٤٧ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ يَقُوْلُ رَاٰى عُمَرُ حُلَّةً سِيَرَاءَ تُبَاعُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ابْتَعْ هٰذِهٖ وَالْبَسْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاِذَا جَاءَكَ الْوُفُوْدُ قَالَ اِنَّمَا يَلْبَسُ هٰذِهٖ مَنْ لَّا خَلَاقَ لَهُ فَاُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ مِنْهَا بِحُلَلٍ فَاَرْسَلَ اِلٰى عُمَرَ بِحُلَّةٍ فَقَالَ كَيْفَ اَلْبَسُهَا وَقَدْ قُلْتَ فِيْهَا مَا قُلْتَ قَالَ اِنِّىْ لَمْ اُعْطِكَهَا لِتَلْبَسَهَا وَلٰكِنْ لِتَبِيْعَهَا اَوْ تَكْسُوْهَا فَاَرْسَلَ بِهَا عُمَرُ اِلٰى اَخٍ لَّهُ مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ قَبْلَ اَنْ يُّسْلِمَ .

৫৫৪৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ উমার (রা) একখানা রেশমী জামা বিক্রয় হতে দেখে বললেন, হে আল্লাহ্র রসূল ! আপনি এটি খরিদ করে নিন। জুমআর দিন এবং কোন প্রতিনিধিদল আসলে আপনি তা পরিধান করবেন। নবী (স) বললেন ঃ সে লোকই কেবল এটি পরিধান করতে পারে আখেরাতে যার কোন হিস্যা নেই। অতপর এক সময় নবী (স)-এর নিকট ঐরূপ কতিপয় জামা আসলে তিনি তার একটি উমার (রা)-এর জন্য পাঠান। উমার (রা) বলেন ঃ আমি এটি কি করে পরবো, আপনি ইতিপূর্বে এ জাতীয় জামা সম্বন্ধে যা বলার বলেছেন ? তিনি বলেন ঃ আমি তোমাকে এটি পরার জন্য দেইনি, দিয়েছি এ জন্যে যে, হয় এটি তুমি বিক্রয় করে ফেলবে কিংবা অন্য কাউকে পরতে দিবে। তখন উমার (রা) সেটি তাঁর মক্কাবাসী এক ভাইকে পাঠিয়ে দিলেন যে তখনও ইসলাম কবুল করেনি।[৫]

৫. 'হুল্লা' হলো ঢিলা জামা বা গাউন জাতীয় পরিধেয়।

১০-অনুচ্ছেদ ঃ আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহারের মর্যাদা।

٥٥٤٨- عَنْ اَبِيْ اَيُّوبَ الْاَنْصَارِيِّ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْبِرْنِيْ بِعَمَلٍ يُّدْخِلُنِيْ الْجَنَّةَ وَعَنْ اَبِيْ اَيُّوبَ الْاَنْصَارِيِّ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْبِرْنِيْ بِعَمَلٍ يُدْخِلْنِيْ الْجَنَّةَ فَقَالَ الْقَوْمُ مَا لَهُ مَا لَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرَبٌ مَالَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَعْبُدُ اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلٰوةَ وَتُؤْتِيْ الزَّكٰوةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ ذَرْهَا قَالَ كَاَنَّهُ عَلٰى رَاحِلَتِهِ .

৫৫৪৮. আবু আইউব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বললো ঃ হে আল্লাহ্র রসূল ! আমাকে এমন একটি আমল বাতলে দিন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। অপর এক সনদেও আবু আইউব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বললো ঃ হে আল্লাহ্র রসূল ! আমাকে এমন একটি আমল বলে দিন যা আমাকে জান্নাতে পৌঁছিয়ে দেবে। লোকেরা বললো, তার কি হয়েছে, তার কি হয়েছে ? রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ তার একটি প্রয়োজন আছে। অতপর নবী (স) তাকে বলেন ঃ আল্লাহ্র ইবাদাত করবে, তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক করবে না, নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়ের সাথে সদ্ব্যবহার করবে। তারপর বললেন ঃ এবার ছেড়ে দাও। বর্ণনাকারীর বর্ণনা ঃ নবী (স) বা লোকটি একটি জন্তুযাবে আরোহী ছিলেন।

১১-অনুচ্ছেদ ঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার গুনাহ।

٥٥٤٩- عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ اَخْبَرَ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ .

৫৫৪৯. যুবাইর ইবনে মুতইম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (স)-কে বলতে শুনেছেন ঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

১২-অনুচ্ছেদ ঃ আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহারের দরুন রিযিক বৃদ্ধি পায়।

٥٥٥٠- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُّبْسَطَ لَهُ فِيْ رِزْقِهِ وَاَنْ يُّنْسَاَ لَهُ فِيْ اَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ .

৫৫৫০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি এটা ভালো মনে করে যে, তার রিযিক এবং হায়াত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হোক সে যেন তার আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।

٥٥٥١- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يُّبْسَطَ لَهُ فِيْ رِزْقِهِ وَيُنْسَاَ لَهُ فِيْ اَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ .

৫৫৫১. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি চায় যে, তার রিযিক বেড়ে যাক এবং তার হায়াত দীর্ঘায়িত হোক সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখে।[৬]

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করে আল্লাহ্ তার সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করেন।

٥٥٥٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتّٰى اِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ قَالَتِ الرَّحِمُ هٰذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيْعَةِ قَالَ نَعَمْ اَمَا تَرْضَيْنَ اَنْ اَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَاَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ قَالَتْ بَلٰى يَا رَبِّ قَالَ فَهُوَ لَكِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاقْرَؤُا اِنْ شِئْتُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا اَرْحَامَكُمْ .

৫৫৫২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা সমস্ত মাখলুক সৃষ্টি করলেন। অতপর সৃষ্টির কাজ শেষ হলে জরায়ু (রক্ত সম্বন্ধ) বললো ঃ এটি কি রক্তের বন্ধন ছিন্ন করা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থীর স্থান ? আল্লাহ বলেন ঃ হাঁ, তুমি কি সন্তুষ্ট নও যে, আমি তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করি, যে তোমার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে, আর তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি, যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ? জরায়ু বললো, হাঁ, হে আমার রব ! আল্লাহ বলেন ঃ তাই তোমাকে দেয়া হলো। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, তোমরা ইচ্ছা করলে এ আয়াতটি পড়তে পার ঃ "অতপর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবত তোমরাও পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে ফেলবে"–(সূরা মুহাম্মাদ ঃ ২২)।

٥٥٥٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ الرَّحِمَ شُجْنَةٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ اللّٰهُ مَنْ وَّصَلَكَ وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَكَ قَطَعْتُهُ .

৫৫৫৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ "রাহম" (জরায়ু) শব্দটির উৎপত্তি (رحمن) রাহমান থেকে। আত্মীয়তা আল্লাহ রহমানুর রহীমের সাথে জোড়া লাগা ডালস্বরূপ। সুতরাং আল্লাহ বলেছেন ঃ যে তোমার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে আমিও তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করি। আর যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি।

٥٥٥٤- عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الرَّحِمُ شَجْنَةٌ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ .

---

৬. এখানে হায়াত দীর্ঘ হওয়ার অর্থ স্বল্প সময়ে অনেক নেক কাজ করার তাওফীক বা এমন অনেক কাজ করা যার ফলে মরেও অমর হয়ে থাকে। কিংবা এমন নেক কাজ করা, মৃত্যুর পরও যার সওয়াব জারি থাকে। অথবা আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে কারো হায়াত বাড়িয়েও দিতে পারেন। রিযিক বাড়িয়ে দেয়া অর্থ, রিযিকে বরকত দেয়া কিংবা আয়-উপার্জন বাড়িয়ে দেয়া।

৫৫৫৪. নবী (স)-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ আর-রাহেম শব্দটি আল্লাহ্‌র গুণবাচক নাম 'আর-রহমান' (পরম দয়ালু) থেকে উৎপন্ন। যে ব্যক্তি রাহেম বা রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে আমিও তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করি এবং যে তা ছিন্ন করে আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি।

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক সজীব থাকে তার প্রতি যত্নশীল থাকলে।

٥٥٥٥- عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ جِهَارًا غَيْرَ سِرٍّ يَقُوْلُ اِنَّ آلَ اَبِيْ (فُلاَنٍ) قَالَ عَمْرٌوْ فِيْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ بَيَاضٌ لَيْسُوْا بِاَوْلِيَائِيْ اِنَّمَا وَلِيِّيَ اللّٰهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَلٰكِنْ لَهُمْ رَحِمٌ اَبُلُّهَا بِبَلاَلِهَا يَعْنِيْ اَصِلُهَا بِصِلَتِهَا.

৫৫৫৫. আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-কে গোপনে নয়, উচ্চ কণ্ঠে বলতে শুনেছি ঃ আবু (তালিব)-এর গোষ্ঠী [বুখারী (র)-এর উস্তাদ আমরের বর্ণনা, মুহাম্মাদ ইবনে জাফরের কিতাবে 'আলে আবি শব্দের পর খালি জায়গা ছিল] আমার সহযোগী ও সমর্থক নয়। কেবল আল্লাহ্‌ এবং নেককার ঈমানদাররাই হলেন আমার সহযোগী ও সমর্থক। অপর এক সনদে আমর ইবনুল আস (রা) বর্ণনা করেছেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ তবে তাদের সাথে রয়েছে আমার রক্তসম্পর্কের আত্মীয়তা। তাই আমি তাদের সাথে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে যাব।

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ প্রতিদানে আত্মীয়তার হক আদায় হয় না।

٥٥٥٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سُفْيَانُ لَمْ يَرْفَعْهُ الْاَعْمَشُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَرَفَعَهُ حَسَنٌ وَفِطْرٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ وَلٰكِنِ الْوَاصِلُ الَّذِيْ اِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا.

৫৫৫৬. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। সুফিয়ান বলেছেন, আ'মাশ এ হাদীসের সনদ নবী (স) পর্যন্ত পৌছাননি। আর হাসান ও ফিতর এটির সনদ নবী (স) পর্যন্ত পৌছিয়েই বর্ণনা করেছেন। নবী (স) বলেছেন ঃ প্রতিদান দানকারী আত্মীয়তার হক আদায়কারী নয়। আত্মীয়তার হক আদায়কারী হলো সেই ব্যক্তি, যে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা হলে তা সংযুক্ত করে।

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিক অবস্থায় আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারীর ইসলাম গ্রহণ।

٥٥٥٧- عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ اَخْبَرَ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اُمُوْرًا كُنْتُ اَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صِلَةٍ وَعَتَاقَةٍ وَصَدَقَةٍ هَلْ (كَانَ) لِيْ فِيْهَا مِنْ اَجْرٍ قَالَ حَكِيْمٌ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَسْلَمْتَ عَلٰى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ.

৫৫৫৭. হাকীম ইবনে হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল! জাহিলী যুগে আমি যেসব ভাল কাজ করতাম ঃ যেমন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, ক্রীতদাস মুক্ত করা এবং দান-খয়রাত করা—এসব কাজের জন্য আমি কি কোন পুরস্কার পাব ? হাকীম (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ পূর্বকৃত এসব নেক কাজসহই তুমি ইসলাম গ্রহণ করেছ।

১৭-অনুচ্ছেদ ঃ অন্যের শিশু কন্যার সাথে খেলা, তাকে চুমু খাওয়া এবং তার সাথে হাসি-তামাশা করা।

٥٥٥٨- عَنْ أُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدِ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَتْ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَعَ اَبِىْ وَعَلَىَّ قَمِيْصٌ اَصْفَرُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَنَهْ سَنَهْ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ وَهِىَ بِالْحَبْشِيَّةِ حَسَنَةٌ قَالَتْ فَذَهَبْتُ اَلْعَبُ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ فَزَبَرَنِىْ اَبِىْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعْهَا ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبْلِىْ وَاَخْلِقِىْ ثُمَّ اَبْلِىْ وَاَخْلِقِىْ ثُمَّ اَبْلِىْ وَاَخْلِقِىْ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَبَقِيَتْ حَتّٰى ذَكَرَ يَعْنِىْ مِنْ بَقَائِهَا.

৫৫৫৮. উম্মে খালিদ বিনতে খালিদ ইবনে সায়ীদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার আব্বার সাথে রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে গিয়েছিলাম। আমার গায়ে ছিল হলুদ কামিজ। রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ সানাহ ! সানাহ ! রাবী আবদুল্লাহ বলেন, হাবশী ভাষায় এর অর্থ চমৎকার। উম্মে খালিদ (রা) বলেন, এরপর আমি মোহরে নবুওয়াত নিয়ে খেলতে লাগলাম। তখন আমার আব্বা আমাকে মৃদু তিরস্কার করলেন। রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ তাকে খেলতে দাও। এরপর রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ তুমি এ কাপড় পরিধান করো যতক্ষণ না তা পুরনো ও জীর্ণ হয়। তারপর আবার পরিধান কর যতক্ষণ না তা পুরনো ও জীর্ণ হয়। তারপর আবার পরিধান কর যতক্ষণ না তা পুরনো ও জীর্ণ হয় (অর্থাৎ দীর্ঘদিন টিকে থাক)। আবদুল্লাহ্র বর্ণনা, ওই কাপড় অনেক দিন পর্যন্ত ব্যবহারোপযোগী ছিল।

১৮-অনুচ্ছেদ ঃ সন্তান-সন্ততিকে আদর-স্নেহ করা, চুমু দেয়া এবং তার সাথে গলাগলি করা। আনাস (রা) বলেন, নবী (স) তার সন্তান ইবরাহীমকে নিয়ে চুমু দিয়েছেন এবং তাঁর ঘ্রাণ নিয়েছেন।

٥٥٥٩- عَنِ ابْنِ اَبِىْ نُعْمٍ قَالَ كُنْتُ شَاهِدًا لِابْنِ عُمَرَ وَسَاَلَهُ رَجُلٌ عَنْ دَمِ الْبَعُوْضِ فَقَالَ مِمَّنْ اَنْتَ قَالَ مِنْ اَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ اُنْظُرُوْا اِلٰى هٰذَا يَسْاَلُنِىْ عَنْ دَمِ الْبَعُوْضِ وَقَدْ قَتَلُوْا ابْنَ النَّبِىِّ ﷺ وَسَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ هُمَا رَيْحَانَتَاىَ مِنَ الدُّنْيَا.

৫৫৫৯. ইবনে আবু নু'ম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি ইবনে উমার (রা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। এ সময় এক ব্যক্তি তাকে মশা-মাছির রক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথাকার অধিবাসী ? লোকটি বললো, আমি ইরাকের অধিবাসী। ইবনে উমার (রা) বললেন ঃ তোমরা এ লোকটির প্রতি লক্ষ্য কর, সে আমাকে মশা-মাছির রক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। অথচ এরাই নবী (স)-এর সন্তান [হযরত হোসাইন (রা)]-কে হত্যা করেছে। আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি, তারা দুইজন [হাসান-হোসাইন (রা)] দুনিয়ায় আমার দু'টি সুগন্ধি ফুল।

٥٥٦٠- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ جَاءَتْنِىْ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا ابْنَتَانِ تَسْأَلُنِىْ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِىْ غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ مَنْ يَلِى مِنْ هٰذِهِ الْبَنَاتِ شَيْئًا فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ .

৫৫৬০. নবী পত্নী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা তার দু'টি মেয়েকে সাথে নিয়ে কিছু চাইতে আমার কাছে আসলো। একটি মাত্র খেজুর ছাড়া সে আমার কাছে কিছু পেল না। আমি খেজুরটি তাকে দিলাম। সে খেজুরটি তার দুই মেয়েকে ভাগ করে দিল এবং তারপর চলে গেল। অতপর নবী (স) আসলেন। আমি তাঁর কাছে এ ঘটনা বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন ঃ যার ওপর এই মেয়েদের দায়িত্ব চাপিয়ে পরীক্ষায় নিক্ষেপ করা হয়েছে, সে যদি তাদের প্রতি ইহসান করে তবে তারা তার জন্য দোযখের আগুনের প্রতিবন্ধক হবে।

٥٥٦١- عَنْ أَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِى الْعَاصِ عَلٰى عَاتِقِهِ فَصَلّٰى فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا وَإِذَا رَفَعَ رَفَعَهَا .

৫৫৬১. আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী (স) বাড়ী থেকে বেরিয়ে আমাদের কাছে আসলেন। তখন উমামা বিনতে আবুল আস তার কাঁধের ওপর ছিল। তিনি ঐ অবস্থায় নামায পড়লেন। যখন তিনি রুকূ করতেন, তাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে রাখতেন এবং যখন উঠে দাঁড়াতেন, তখন তাকেও উঠিয়ে নিতেন।

٥٥٦٢- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَبَّلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيْمِيُّ جَالِسٌ فَقَالَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ إِنَّ لِىْ عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ .

৫৫৬২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রসূলুল্লাহ (স) হাসান ইবনে আলী (রা)-কে চুমু দিলেন। তখন আক্‌রা ইবনে হাবিস তামিমী (রা) তাঁর কাছে

উপবিষ্ট ছিলেন। আক্‌রা ইবনে হাবিস বললেন, আমার দশটি সন্তান আছে কিন্তু আমি কখনও তাদের কাউকে চুমু দেইনি। রসূলুল্লাহ (স) তার দিকে তাকালেন, তারপর বললেন ঃ যে ব্যক্তি অনুগ্রহ করে না সে অনুগ্রহীত হয় না।

٥٥٦٣- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ تُقَبِّلُوْنَ الصِّبْيَانَ فَمَا نُقَبِّلُهُمْ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَوَ اَمْلِكُ لَكَ اَنْ نَزَعَ اللّٰهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ .

৫৫৬৩. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক বেদুঈন নবী (স)-এর কাছে এসে বললো, আপনারা শিশুদেরকে চুমু দেন, কিন্তু আমরা তাদের চুমু দেই না। নবী (স) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা যদি তোমার অন্তর থেকে দয়া-মায়া উঠিয়ে নিয়ে থাকেন তাহলে আমি তোমাকে আর কি দিতে পারি ?

٥٥٦٤- عَنْ عُمَرِ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَدِمَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ سَبْىٌ فَاِذَا امْرَأَةٌ مِّنَ السَّبْىِ قَدْ تَحَلَّبَ ثَدْيُهَا بِسِقْىٍ اِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا فِى السَّبْىِ اَخَذَتْهُ فَاَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَاَرْضَعَتْهُ فَقَالَ لَنَا النَّبِىُّ ﷺ اَتَرَوْنَ هٰذِهٖ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِى النَّارِ قُلْنَا لاَ وَهِىَ تَقْدِرُ عَلٰى اَنْ لاَّ تَطْرَحَهُ فَقَالَ اللّٰهُ اَرْحَمُ بِعِبَادِهٖ مِنْ هٰذِهٖ بِوَلَدِهَا .

৫৫৬৪. উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স)-এর দরবারে কিছু সংখ্যক যুদ্ধবন্দী আসলো। তাদের মধ্যে এক মহিলাও ছিল। তার স্তন দুধে পরিপূর্ণ ছিল। বন্দীদের মাঝে সে কোন শিশুকে পেলেই তাকে জড়িয়ে ধরে বুকে লাগিয়ে দুধ পান করাতো। নবী (স) আমাদেরকে বললেন ঃ তোমরা কি মনে কর, এ মহিলা তার আপন সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে ? আমরা বললাম, না ; ক্ষমতা থাকলেও সে কখনও ফেলবে না। তখন নবী (স) বললেন ঃ এ মহিলা তার সন্তানের প্রতি যতটা দয়াপরবশ আল্লাহ্ তাআলা তাঁর বান্দাদের প্রতি তার চেয়েও অনেক বেশী দয়াপরবশ।

১৯-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তাআলা দয়া-মায়াকে এক শত ভাগে বিভক্ত করেছেন।

٥٥٦٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ جَعَلَ اللّٰهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ فَاَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ جُزْءً وَّاَنْزَلَ فِى الْاَرْضِ جُزْءً وَّاحِدًا فَمِنْ ذٰلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ حَتّٰى تَرْفَعَ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَّلَدِهَا خَشْيَةَ اَنْ تُصِيْبَهُ .

৫৫৬৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ তাআলা দয়া-মায়াকে এক শত ভাগে বিভক্ত করে তার নিরানব্বই ভাগ নিজের কাছে রেখেছেন এবং এক ভাগ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। এ এক ভাগের কারণেই

প্রাণীকুল একে অপরের প্রতি দয়া-মায়া দেখায়। এমনকি ঘোড়া তার শাবকের ওপর থেকে পা তুলে নেয় তার কষ্ট পাওয়ার আশংকায় (এ এক ভাগ থেকে প্রাপ্ত দয়া-মায়ার কারণেই)।

২০-অনুচ্ছেদ ঃ খাবারে অংশগ্রহণের আশংকায় সন্তান হত্যা করা।

٥٥٦٦ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الذَّنْبِ اَعْظَمُ قَالَ اَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ ثُمَّ قَالَ اَىُّ قَالَ اَنْ يَّقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ اَنْ يَّاكُلَ مَعَكَ ثُمَّ قَالَ اَىُّ قَالَ اَنْ تُزَانِىْ حَلِيْلَةَ جَارِكَ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيْقَ قَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ .

৫৫৬৬. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! সবচেয়ে বড় গুনাহ কোন্‌টি ? তিনি বলেন ঃ কাউকে আল্লাহ্‌র শরীক করা, অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কোন্‌টি ? নবী (স) বলেন ঃ তোমার সাথে খাদ্যে ভাগ বসাবে এ ভয়ে তোমার সন্তানকে হত্যা করা।[৭] আবার জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কোন্‌টি ? নবী (স) বলেন ঃ প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যেনা করা। অতপর আল্লাহ তাআলা নবী (স)-এর কথার সত্যতা প্রতিপন্ন করে নাযিল করলেন ঃ "আর যারা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য ইলাহ্‌কে ডাকে না (শিরক করে না)। তারা রহমান বান্দা"-(সূরা আল-ফুরকান ঃ ৬৮)।

২১-অনুচ্ছেদ ঃ শিশুদেরকে কোলে নেয়া।

٥٥٦٧ـ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ وَضَعَ صَبِيًّا فِىْ حِجْرِهِ يُحَنِّكُهُ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَاَتْبَعَهُ .

৫৫৬৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) একটি শিশুকে 'তাহনীক'[৮] করার জন্য তাঁর কোলে নিলেন। শিশুটি তাঁর গায়ে পেশাব করে দিলে তিনি পানি চেয়ে নিয়ে তা পেশাবের ওপর ঢেলে দিলেন।

---

৭. খাদ্যে ভাগ বসাবে এ আশংকায় অর্থাৎ খাদ্যাভাবের আশঙ্কায় সন্তান হত্যা ও ভ্রূণ হত্যা একই কথা এবং সমান গুনাহ, সুতরাং তা হারাম। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ "দারিদ্র্যের ভয়ে তোমরা সন্তান হত্যা করো না। আমি তাদেরকে রিযিক দেই এবং তোমাদেরকেও।"

ইসলামের দৃষ্টিতে দুনিয়ায় খাদ্যের কোন অভাব নেই। অভাবটা কৃত্রিম সৃষ্টি। এটা অনৈসলামী ব্যবস্থার ফল। ইসলামী সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থব্যবস্থা চালু হলে এ অভাব থাকতে পারে না। তাছাড়া সুষ্ঠু উৎপাদন ও সম্পদের বণ্টন ইসলামী নীতি অনুসারে হলেই কেবল অভাব দূর হতে পারে। শোষণ-বঞ্চনা, যুলুম-পীড়ন এবং দুর্নীতি চালু রেখে কেবল জনসংখ্যা হ্রাস করলে অভাব দূর হতে পারে না। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ এক মহামূল্যবান সম্পদ। সে শুধু পেট নিয়েই দুনিয়ায় আসে না, আসে দু'টো হাত, দু'টো পা, দু'টো চোখ, দু'টো কান এবং দৈহিক শক্তি ও মেধা শক্তি নিয়ে। তাই মানুষ হত্যা করে খাদ্যাভাব দূর করার প্রয়াস চালানো অর্থহীন। এতে অভাব কমে না, বরং দেখা দেয় এর আনুসঙ্গিক প্রতিক্রিয়া, অনাচার, ব্যভিচার, পারিবারিক অশান্তি ও অবৈধাচারের সয়লাব।

৮. 'তাহনীক' অর্থ খেজুর ইত্যাদি চিবিয়ে নবজাতকের মুখে তার রস দেয়া। এটা করা সুন্নাত।

২২-অনুচ্ছেদ ঃ শিশুকে রানের উপর রাখা।

٥٥٦٨- عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاْخُذُنِىْ فَيُقْعِدُنِىْ عَلٰى فَخِذِهٖ وَيُقْعِدُ الْحَسَنَ عَلٰى فَخِذِهِ الاخرى ثُمَّ يَضُمُّهُمَا ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ ارحَمْهُمَا فَاِنِّى اَرْحَمُهُمَا .

وَعَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ قَالَ التَّيْمِىُّ فَوَقَعَ فِىْ قَلْبِىْ مِنْهُ شَئٌ قُلْتُ حَدَّثْتُ بِهٖ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ اَسْمَعْهُ مِنْ اَبِىْ عُثْمَانَ فَنَظَرْتُ فَوَجَدْتُهُ عِنْدِىْ مَكْتُوْبًا فِيْمَا سَمِعْتُ.

৫৫৬৮. উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) আমাকে কাছে টেনে নিয়ে তাঁর এক উরুর উপর এবং হাসান (রা)-কে অন্য উরুর উপর বসাতেন, তারপর আমাদেরকে এক সাথে জড়িয়ে ধরে দোয়া করতেন ঃ "হে আল্লাহ ! আমি এদের দু'জনের প্রতি দয়াপরবশ। তুমিও তাদের প্রতি দয়া কর।"

আবু উসমান থেকে বর্ণিত। তাইমী বলেছেন, আমার মনে খটকা লাগলো যে, আমি আবু উসমান থেকে অমুক অমুক হাদীস বর্ণনা করেছি অথচ আমি তা আবু উসমান থেকে শুনিনি। তখন আমি আমার কাছে লিখিত আবু উসমান থেকে শ্রুত হাদীসসমূহ দেখলাম এবং তাতে এ হাদীসটিও পেয়ে গেলাম।

২৩-অনুচ্ছেদ ঃ উত্তমরূপে প্রতিশ্রুতি পালন ঈমানের অংশ।

٥٥٦٩- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا غِرْتُ عَلٰى امْرَأَةٍ مَا غِرْتُ عَلٰى خَدِيْجَةَ وَلَقَدْ هَلَكَتْ قَبْلَ اَنْ يَتَزَوَّجَنِىْ بِثَلٰثِ سِنِيْنَ لِمَا كُنْتُ اَسْمَعُهُ يَذْكُرُهَا وَلَقَدْ اَمَرَهُ رَبُّهُ اَنْ يُّبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ فِى الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ وَاِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ ثُمَّ يُهْدِىْ فِىْ خُلَّتِهَا مِنْهَا.

৫৫৬৯. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খাদীজা (রা)-এর প্রতি আমার যতটা ঈর্ষা হতো ততটা আর কারো প্রতি হয়নি। অথচ আমার বিয়ের তিন বছর আগেই তিনি ইনতিকাল করেন। আমি নবী (স)-কে প্রায়ই তাঁর কথা উল্লেখ করতে শুনতাম এবং নবী (স)-কে তাঁর রব এ মর্মে আদেশ দিয়েছিল যে, তিনি যেন তাকে জান্নাতে একটি মোতি ও স্বর্ণ নির্মিত প্রাসাদ লাভের সুখবর দান করেন। তাছাড়া রসূলুল্লাহ (স) যখনই বকরী যবেহ করতেন তখনই তার কিছু অংশ খাদীজা (রা)-এর বান্ধবীদের উপহার পাঠাতেন।

২৪-অনুচ্ছেদ ঃ ইয়াতীম লালন-পালনের মর্যাদা।

٥٥٧٠- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ فِى الْجَنَّةِ هٰكَذَا وَقَالَ بِاِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى .

৫৫৭০. সাহ্ল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ আমি এবং ইয়াতীমের তত্ত্বাবধানকারী জান্নাতে এরূপ নিকটবর্তী থাকবো। নবী (স) তাঁর শাহাদাত ও মধ্যমা আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করে দেখালেন।

২৫-অনুচ্ছেদ ঃ বিধবা নারীদের সাহায্যের জন্য চেষ্টা-সাধনা করা।

٥٥٧١- عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ يَرْفَعُهُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ السَّاعِىْ عَلَى الْاَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ كَالَّذِىْ يَصُوْمُ النَّهَارَ وَيَقُوْمُ اللَّيْلَ .

৫৫৭১. সাফওয়ান ইবনে সুলাইম (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, বিধবা এবং গরীব-মিসকীনের সাহায্য-সহায়তার জন্য চেষ্টা-সাধনাকারী সেই ব্যক্তির অনুরূপ যে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে অথবা সেই ব্যক্তির অনুরূপ যে দিনভর রোযা রাখে এবং রাতভর নামায পড়ে।

٥٥٧٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৫৫৭২. আবু হুরাইরা (রা) ও নবী (স) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২৬-অনুচ্ছেদ ঃ দরিদ্র ও অভাবীদের সাহায্যের জন্য চেষ্টা-সাধনা করা।

٥٥٧٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ السَّاعِىْ عَلَى الْاَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ يَشُكُّ الْقَعْنَبِىُّ كَالْقَائِمِ لاَيَفْتُرُ وَكَالصَّائِمِ لاَيُفْطِرُ .

৫৫৭৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ বিধবা ও দরিদ্রদের সাহায্যের জন্য চেষ্টা-সাধনাকারী আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারীর সমতুল্য। কানাবী বলেন, আমার ধারণা, “সারারাত নিরলস ইবাদতকারী এবং একাধারে রোযা পালনকারীর মতো” একথাটিও মালেক বলেছেন।

২৭-অনুচ্ছেদ ঃ মানুষ ও জীব-জন্তুর প্রতি দয়াপরবশ হওয়া।

٥٥٧٤- عَنْ اَبِىْ سُلَيْمَانَ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ اَتَيْنَا النَّبِىَّ ﷺ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُوْنَ فَاَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً فَظَنَّ اَنَّا اشْتَقْنَا اَهْلَنَا وَسَاَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا فِىْ اَهْلِنَا فَاَخْبَرْنَاهُ وَكَانَ رَقِيْقًا رَّحِيْمًا فَقَالَ ارْجِعُوْا اِلٰى اَهْلِيْكُمْ فَعَلِّمُوْهُمْ وَمُرُوْهُمْ وَصَلُّوْا كَمَا رَاَيْتُمُوْنِىْ اُصَلِّىْ اِذَا حَضَرَتِ الصَّلٰوةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ اَحَدُكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ اَكْبَرُكُمْ .

৫৫৭৪. আবু সুলাইমান মালেক ইবনুল হুয়াইরিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা প্রায় সমবয়স্ক কতিপয় যুবক নবী (স)-এর দরবারে হাযির হলাম এবং তাঁর কাছে

বিশ দিন অবস্থান করলাম। তিনি ধারণা করলেন, আমরা আমাদের পরিবার-পরিজনদের সাথে মিলিত হতে আগ্রহী। আমরা কাদেরকে বাড়ীতে রেখে এসেছি সে সম্পর্কে তিনি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন। আমরা তাঁকে তাদের সম্পর্কে অবহিত করলাম। তিনি ছিলেন কোমল-হৃদয় ও দয়াবান। তিনি বলেন ঃ তোমরা আপন পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যাও, তাদেরকে জ্ঞান শিক্ষা দাও, ভালো কাজের আদেশ কর এবং তোমরা আমাকে যেভাবে নামায পড়তে দেখেছো ঠিক সেভাবে নামায পড়। আর নামাযের সময় হলে তোমাদের একজন আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যকার বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি ইমামতি করবে।

٥٥٧٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِىْ بِطَرِيْقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيْهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَاِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَاْكُلُ الثَّرٰى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هٰذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِىْ كَانَ بَلَغَ بِىْ فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلاَ خُفَّهُ ثُمَّ اَمْسَكَهُ بِفِيْهِ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لَنَا فِى الْبَهَائِمِ اَجْرًا فَقَالَ نَعَمْ فِىْ كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ اَجْرٌ .

৫৫৭৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ এক ব্যক্তি পথ চলছিল ; এ সময় তার ভীষণ পিপাসা পেল। সে একটি কূপ দেখতে পেয়ে তাতে নামলো এবং পানি পান করে উঠে আসলো। হঠাৎ দেখলো, একটি কুকুর হাঁপাচ্ছে এবং পিপাসায় কাতর হয়ে কাদা চাটছে। লোকটি ভাবলো, প্রচণ্ড পিপাসায় আমি যেমন কষ্ট পেয়েছি কুকুরটিও ঠিক তেমনি কষ্ট পাচ্ছে। তাই সে কূপে নেমে তার মোজায় পানি ভরলো এবং তা দাঁতে কামড়ে ধরে উপরে উঠে এসে কুকুরটিকে পান করালো। আল্লাহ তার এ কাজকে মূল্য দিয়ে তাকে ক্ষমা করে দিলেন। লোকজন জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রসূল ! জীব- জন্তুর সেবাতেও কি আমাদের জন্য প্রতিদান আছে ? তিনি বলেন ঃ হাঁ, প্রত্যেক প্রাণধারীর সেবার জন্যই রয়েছে পুরস্কার।

٥٥٧٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ صَلٰوةٍ وَقُمْنَا مَعَهُ فَقَالَ اَعْرَابِىٌّ وَهُوَ فِى الصَّلٰوةِ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِىْ وَمُحَمَّدًا وَّلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا اَحَدًا فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِىُّ ﷺ قَالَ لِلاَعْرَابِىِّ لَقَدْ حَجَّرْتَ وَاسِعًا يُرِيْدُ رَحْمَةَ اللّٰهِ .

৫৫৭৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) নামাযে দাঁড়ালে আমরাও তাঁর সাথে দাঁড়ালাম। এক বেদুঈন নামাযের মধ্যে বললো, হে আল্লাহ ! আমার উপর এবং মুহাম্মাদ (স)-এর উপর রহম কর, আমাদের সাথে আর কারো উপর রহম করো না। নবী (স) সালাম ফিরিয়ে ঐ বেদুঈনকে বলেন ঃ তুমি একটি বিশাল বিষয়কে অর্থাৎ আল্লাহ্র রহমতকে সীমিত করে ফেলেছো।

٥٥٧٧- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ فِىْ تَرَاحُمِهِمْ

وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ اِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى .

৫৫৭৭. নোমান ইবনে বশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন ঃ পরস্পরের প্রতি দয়া-মায়া ও প্রেম-ভালবাসা প্রদর্শনে এবং পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার ক্ষেত্রে তুমি ঈমানদারদেরকে একটি দেহের মত দেখতে পাবে। দেহের কোন অঙ্গ অসুস্থ হলে গোটা দেহ অনিদ্রা এবং জ্বরে তার শরীক হয়ে যায়।

٥٥٧٨- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ .

৫৫৭৮. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ প্রতিটি ভালো কাজই সদাকা।

٥٥٧٩- عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ .

৫৫৭৯. জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ যে দয়া করে না, তার প্রতিও দয়া করা হয় না।

২৮-অনুচ্ছেদ ঃ প্রতিবেশীর হক আদায়ের ওসিয়াত। আল্লাহ্ তাআলার বাণী ঃ

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوْرًا (النساء : ٣٦)

"তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক করো না, আর মাতা-পিতার সাথে ভালো ব্যবহার করো এবং আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত যারা তাদের সাথেও। আল্লাহ্ কখনো ভালোবাসেন না দাম্ভিক ও আত্মগর্বীকে"-(সূরা আন-নিসা ঃ ৩৬)।

٥٥٨٠- عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَازَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِى بِالْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ .

৫৫৮০. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ জিবরাঈল (আ) প্রতিবেশীর ব্যাপারে আমাকে বরাবর ওসিয়াত করতে থাকেন, এমনকি আমার ধারণা হলো যে, অচিরেই প্রতিবেশীকে তিনি উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিবেন।

٥٥٨١- عَنِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَازَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِى بِالْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ.

৫৫৮১. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ জিবরাঈল (আ) সবসময় প্রতিবেশীর ব্যাপারে আমাকে ওসিয়াত করতে থাকেন। শেষে আমার ধারণা হল যে, হয়ত অচিরেই তিনি প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেবেন।

২৯-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তির অনিষ্টকারিতা থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয় তার গুনাহ।

٥٥٨٢- عَنْ اَبِىْ شُرَيْحٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ وَاللّٰهِ لاَ يُؤْمِنُ وَاللّٰهِ لاَ يُؤْمِنُ وَاللّٰهِ لاَ يُؤْمِنُ قِيْلَ وَمَنْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الَّذِىْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ.

৫৫৮২. আবু শুরাইহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ ! সে ব্যক্তি মু'মিন নয়, আল্লাহ্‌র শপথ ! সে লোক মু'মিন নয়, আল্লাহর শপথ ! সে লোক মু'মিন নয়। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! কে সেই ব্যক্তি ? তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তির অনিষ্টকারিতা থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।

৩০-অনুচ্ছেদ ঃ কোন মহিলা যেন তার প্রতিবেশিনীকে অবজ্ঞা না করে।

٥٥٨٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ .

৫৫৮৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ হে মুসলিম নারী সমাজ! কোন প্রতিবেশিনী কখনো যেন তার প্রতিবেশিনীকে (তার প্রেরিত উপহারকে) অবজ্ঞা না করে, এমনকি তা বকরীর পায়ের একটি ক্ষুর হলেও।

৩১-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখেরাতে ঈমান রাখে সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়।

٥٥٨٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ .

৫৫৮৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে সে যেন তার মেহ্‌মানকে সম্মান করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে সে যেন অবশ্যই ভাল কথা বলে অন্যথা চুপ থাকে।

٥٥٨٥- عَنْ اَبِىْ شُرَيْحٍ الْعَدَوِىِّ قَالَ سَمِعَتْ اُذُنَاىَ وَاَبْصَرَتْ عَيْنَاىَ حِيْنَ تَكَلَّمَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ

يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ قَالَ وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالضِّيَافَةُ ثَلٰثَةُ اَيَّامٍ فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذٰلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ .

৫৫৮৫. আবু শুরাইহ আদাবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী (স) বলেছেন তখন আমার দুই কান শুনেছে এবং দুই চোখ দেখেছে। তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে সে যেন তার প্রতিবেশীকে সম্মান করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে সে যেন পুরস্কারসহ মেহ্মানের আপ্যায়ণ ও সমাদর করে। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্র রসূল ! তার পুরস্কার কি ? তিনি বলেনঃ এক রাত ও এক দিনের জন্য উন্নত খাবার পরিবেশন করা। আর তিন দিন পর্যন্ত সাধারণ মেজবানীই যথেষ্ট। এর চেয়েও বেশী দিন অবস্থান করলে সেই মেহ্মানদারিটা হবে বদান্যতা। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে সে যেন ভাল কথা বলে অন্যথায় চুপ থাকে।

৩২-অনুচ্ছেদ ঃ দরজার নৈকট্য অনুযায়ী প্রতিবেশীদের হক।

٥٥٨٦- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِىْ جَارَيْنِ فَالٰى اَيِّهِمَا اُهْدِىْ قَالَ اِلٰى اَقْرَبِهِمَا مِنْكَ بَابًا.

৫৫৮৬. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রসূল ! আমার দু'জন প্রতিবেশী আছে। তাদের কার কাছে আমি হাদিয়া পাঠাবো ? তিনি বলেন ঃ যার দরজা তোমার বেশী নিকটে।

৩৩-অনুচ্ছেদ ঃ প্রতিটি ভাল কাজই সদাকা।

٥٥٨٧- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ.

৫৫৮৭. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ প্রতিটি ভাল কাজই সদাকা।

٥٥٨٨- عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ قَالُوْا فَاِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ فَيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالُوْا فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ اَوْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ فَيُعِيْنُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوْفَ قَالُوْا فَاِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ فَيَامُرُ بِالْخَيْرِ اَوْ قَالَ بِالْمَعْرُوْفِ قَالَ فَاِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَاِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ .

৫৫৮৮. আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ প্রত্যেক মুসলিমের সদাকা করা জরুরী। লোকজন জিজ্ঞেস করলো, কারো যদি সদাকা করার মত কিছু না থাকে ? তিনি বলেন ঃ সে নিজ হাতে কাজ করবে যাতে সে নিজেও উপকৃত হতে পারে এবং সদাকাও করতে পারে। লোকজন বললো ঃ যদি তা করার সামর্থ

তার না থাকে কিংবা তা না করে ? তিনি বলেন ঃ সে কোন অভাবী দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করবে। লোকজন বললো ঃ সে তাও যদি না করে ? তিনি বলেন ঃ ভালো কাজের আদেশ করবে। একজন জিজ্ঞেস করলো ঃ এটাও যদি সে না করে ? তিনি বলেন ঃ তাহলে সে যেন খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকে। সেটাই হবে তার সদাকা।

৩৪-অনুচ্ছেদ ঃ উত্তম কথা। আবু হুরাইরা (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, উত্তম কথাও সদাকা।

৫৫৮৯- عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ النَّارَ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ ثُمَّ ذَكَرَ النَّارَ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ قَالَ شُعْبَةُ أَمَّا مَرَّتَيْنِ فَلاَ أَشُكُّ ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ .

৫৫৮৯. আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন। নবী (স) জাহান্নামের কথা উল্লেখ করে তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন এবং অন্যদিকে মুখ ফিরালেন। পুনরায় তিনি জাহান্নামের উল্লেখ করে তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন এবং অন্য দিকে মুখ ফিরালেন। শোবা (র) বলেন ঃ তিনি দুইবার এরূপ করেছেন তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। তারপর নবী (স) বলেন ঃ এক টুকরা খোরমা দান করে হলেও তোমারা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচ। আর তাও যদি না পাও তবে উত্তম কথার বিনিময়ে হলেও।

৩৫-অনুচ্ছেদ ঃ সকল কাজে নম্রতা অবলম্বন।

৫৫৯০- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ دَخَلَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكُمْ قَالَتْ عَائِشَةُ فَفَهِمْتُهَا فَقُلْتُ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَهْلاً يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ.

৫৫৯০. নবী পত্নী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার একদল ইহূদী নবী (স)-এর কাছে এসে বললো, আসসামু আলাইকুম (তোমার মৃত্যু আপতিত হোক)। আয়েশা (রা) বলেন ঃ আমি তাদের একথার অর্থ বুঝে ফেললাম, তাই বললাম ঃ আলাইকুমুসসামু ওয়াল লানাতু (তোমাদের ওপর মৃত্যু ও অভিসম্পাত নেমে আসুক)। আয়েশা (রা) বলেন ঃ এতে রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ হে আয়েশা ! তুমি থামো। আল্লাহ তাআলা সব ব্যাপারে নম্রতা পসন্দ করেন। আমি বললাম ঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল ! তারা কি বলেছে তা আপনি কি শোনেননি ? রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ আমি নিজেও তো বলেছি, ওয়া আলাইকুম (এবং তোমাদের ওপরও)।

৫৫৯১- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَامُوا إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تُزْرِمُوهُ ثُمَّ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَصُبَّ عَلَيْهِ.

৫৫৯১. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। এক বেদুঈন মসজিদে পেশাব করলে লোকজন তার দিকে ছুটে গেল। রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ তাকে বাধা দিও না। অতপর তিনি এক বালতি পানি চেয়ে নিলেন এবং তা পেশাবের ওপর ঢেলে দিলেন।

৩৬-অনুচ্ছেদ ঃ ঈমানদারদের পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা।

٥٥٩٢- عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ جَالِسًا اِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَّسْاَلُ اَوْ طَالِبُ حَاجَةٍ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ اشْفَعُوْا فَلْتُؤْجَرُوْا وَلْيَقْضِ اللّٰهُ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ.

৫৫৯২. আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ একজন মু'মিন আরেকজন মু'মিনের জন্য একটি ইমারত স্বরূপ যার এক অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে। অতপর তিনি তাঁর এক হাতের আঙুল অন্য হাতের আঙুলের মধ্যে প্রবিষ্ট করে দেখালেন। নবী (স) উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় একজন লোক কিছু প্রার্থনা করলো কিংবা কোন প্রয়োজন পূরণের আবেদন জানালো। তখন তিনি আমাদের দিকে ফিরে বলেন ঃ তোমরা সুপারিশ করো যাতে তোমাদেরকেও তার প্রতিদান দেয়া হয়। আল্লাহ যা চান তা তার রসূলের মুখে ঘোষণা করেন।[১০]

৩৭-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهُ نَصِيْبٌ مِّنْهَا ج وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيْتًا ○

"যে ব্যক্তি ভাল কাজের সুপারিশ করে সে ওই কাজের সওয়াব থেকে একটা অংশ লাভ করবে। আর যে ব্যক্তি খারাপ কাজের সুপারিশ করে সে ঐ কাজের গুনাহ থেকে একটা অংশ পাবে। আল্লাহ সব বিষয়ের ওপর নজর রাখেন"–সূরা আন-নিসা ঃ ৮৫)। كِفْلٌ অর্থ অংশ। আবু মূসা আশআরী (রা) বলেন ঃ হাবশী ভাষায় كِفْلَيْنِ শব্দের অর্থ দ্বিগুণ পুরস্কার।

٥٥٩٣- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ اِذَا اَتَاهُ السَّائِلُ اَوْ صَاحِبُ الْحَاجَةِ قَالَ اشْفَعُوْا فَلْتُؤْجَرُوْا وَلْيَقْضِ اللّٰهُ عَلٰى لِسَانِ رَسُوْلِهِ مَا شَاءَ .

৫৫৯৩. আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর কাছে কোন যাঞ্চাকারী বা অভাবগ্রস্ত লোক আসলে তিনি বলতেন ঃ তোমরা (তার জন্য) সুপারিশ করো, তাহলে তোমরাও তার পুরস্কার লাভ করবে। আর আল্লাহ যা চান, তাঁর রসূলের জবানীতে তা কার্যকর করেন।

১০. ঈমানদারদের সমাজ একটি সীসা ঢালা প্রাচীরের মতো সুদৃঢ়। এর প্রতিটি ইট ইমারতের গাঁথুনীতে সুসংবদ্ধ আছে বলেই প্রাচীরটি সুদৃঢ় আছে। অন্যথায় তা খান খান হয়ে যেতে বাধ্য। সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমে এ সম্পর্ক দেখাতে হবে। নিজে অক্ষম হলে অপরকে সাহায্য করার সুপারিশ করবে। তাতেও সওয়াব ও প্রতিদান মিলবে।

৩৮-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স) অশালীন ছিলেন না এবং তিনি অশালীন কথাও বলতেন না।

٥٥٩٤- عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو حِيْنَ قَدِمَ مَعَ مُعَاوِيَةَ اِلَى الْكُوْفَةِ فَذَكَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَّلاَ مُتَفَحِّشًا وَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ اَخْيَرِكُمْ اَحْسَنَكُمْ خُلُقًا.

৫৫৯৪. মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা) মুআবিয়া (রা)-এর সাথে কুফায় আগমন করলে আমরা তার [আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা)-এর] কাছে গেলাম। তিনি রসূলুল্লাহ্ (স)-এর কথা উল্লেখ করে বলেন ঃ নবী (স) কখনও অশালীন ও অভদ্র ছিলেন না এবং অশিষ্ট ও অশালীন কথাও বলতেন না। তারপর তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ তোমাদের যার নৈতিক চরিত্র ও আচরণ ভালো সেই তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম।

٥٥٩٥- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ يَهُوْدَ اَتَوْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوْا اَلسَّامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ عَلَيْكُمْ وَلَعَنَكُمُ اللّٰهُ وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ قَالَ مَهْلاً يَا عَائِشَةُ عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ وَاِيَّاكِ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ قَالَتْ اَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوْا قَالَ اَوَلَمْ تَسْمَعِىْ مَا قُلْتُ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ فَيُسْتَجَابُ لِىْ فِيْهِمْ وَلاَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِىَّ.

৫৫৯৫. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। একদল ইহূদী নবী (স)-এর কাছে এসে (সালাম দেয়ার ছলে) বললো ঃ 'আসসামু আলাইকুম' (তোমার ওপর মৃত্যু নেমে আসুক)। জবাবে আয়েশা (রা) বললেন ঃ 'আলাইকুম ওয়া লাআনাকুমুল্লাহু ওয়া গাযেবাল্লাহু আলাইকুম (তোমাদের ওপর মৃত্যু নেমে আসুক। আল্লাহ্ তোমাদের ওপর লানত ও গযব নাযিল করুন)। তিনি বললেন ঃ আয়েশা ! থামো। কথায় নম্রতা অবলম্বন করা এবং রূঢ় আচরণ অশালীন কথা পরিহার করা তোমার কর্তব্য। আয়েশা (রা) বললেন ঃ তারা কি বলেছে তা কি আপনি শুনেননি ? নবী (স) বললেন ঃ আমি যা বলেছি, তুমি কি তা শোননি ? আমি তাদের যে জবাব দিয়েছি, তাদের ব্যাপারে আমার কথা কবুল হবে। কিন্তু আমার ব্যাপারে তাদের কথা কবুল হবে না।

٥٥٩٦- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ سَبَّابًا وَّلاَ فَحَّاشًا وَّلاَ لَعَّانًا كَانَ يَقُوْلُ لاَحَدِنَا عِنْدَ الْمَعْتَبَةِ مَا لَهُ تَرِبَ جَبِيْنُهُ.

৫৫৯৬. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) কখনো গাল-মন্দকারী, অশালীন বাক্য উচ্চারণকারী এবং লানতকারী ছিলেন না। আমাদের কাউকে কখনো তিরস্কার করতে হলে তিনি কেবল এতটুকু বলতেন যে, তার কি হলো ? তার কপাল ধূলি-মলিন হোক !

٥٥٩٧- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَجُلاً اِسْتَاذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا رَاٰهُ قَالَ بِئْسَ اَخُوْ

الْعَشِيْرَةِ وَبِئْسَ ابْنُ الْعَشِيْرَةِ فَلَمَّا جَلَسَ تَطَلَّقَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ وَجْهِهِ وَانْبَسَطَ إِلَيْهِ فَلَمَّا انْطَلَقَ الرَّجُلُ قَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ حِيْنَ رَأَيْتَ الرَّجُلَ قُلْتَ لَهُ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ تَطَلَّقْتَ فِيْ وَجْهِهِ وَانْبَسَطْتَ إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَائِشَةُ مَتٰى عَهِدْتِّنِيْ فَحَّاشًا إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللّٰهِ مَنْزِلَةً يَّوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ شَرِّهِ .

৫৫৯৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (স)-এর নিকট তাঁর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চাইলো। নবী (স) লোকটিকে দেখে বললেন ঃ গোষ্ঠীর নিকৃষ্ট সন্তান। লোকটি এসে বসলে নবী (স) তার সাথে প্রফুল্লচিত্তে সহজভাবে মিশলেন এবং ভদ্র আচরণ করলেন। লোকটি চলে গেলে আয়েশা (রা) নবী (স)-কে বললেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল ! লোকটিকে দেখে আপনি তার সম্পর্কে এরূপ এরূপ কথা বললেন। পরে আবার তার সাথে সহাস্য বদনে এবং আন্তরিকভাবে মেলামেশা করলেন। রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ হে আয়েশা ! তুমি আমাকে কখনো অশালীন কথা বলতে বা অশোভন আচরণ করতে দেখেছ ? কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র নিকট মর্যাদায় সবচেয়ে নিকৃষ্ট হবে সেই ব্যক্তি যার অনিষ্টকারিতার ভয়ে মানুষ তাকে এড়িয়ে চলে, তাকে পরিত্যাগ করে।

৩৯-অনুচ্ছেদ ঃ উত্তম নৈতিক চরিত্র ও দানশীলতা। কৃপণতা নিন্দনীয়। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন। নবী (স) গোটা মানবজাতির মধ্যে সবার চেয়ে বেশী দানশীল ছিলেন। রমযান মাসে তিনি আরো অধিক দানশীল হতেন। আবু যার (রা) বলেন ঃ নবী (স)-এর নবুয়াত লাভের খবর পেয়ে তিনি তাঁর ভাইকে বললেন, ওই উপত্যকায় যাও এবং তাঁর কথাগুলো শোন। অতপর তাঁর ভাই ফিরে এসে বলেন ঃ আমি তাঁকে উত্তম নৈতিক চরিত্র অর্জনের আদেশ দিতে দেখেছি।

٥٥٩٨- عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَجْوَدَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَانْطَلَقَ النَّاسُ قِبَلَ الصَّوْتِ فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ سَبَقَ النَّاسَ إِلَى الصَّوْتِ وَهُوَ يَقُوْلُ لَمْ تُرَاعُوْا لَمْ تُرَاعُوْا وَهُوَ عَلٰى فَرَسٍ لِأَبِيْ طَلْحَةَ عُرْيٍ مَا عَلَيْهِ سَرْجٌ فِيْ عُنُقِهِ سَيْفٌ فَقَالَ لَقَدْ وَجَدْتُهُ بَحْرًا أَوْ إِنَّهُ لَبَحْرٌ .

৫৫৯৮. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) সমস্ত মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সুদর্শন, সবচেয়ে অধিক দানশীল এবং সবচেয়ে বেশী সাহসী ছিলেন। এক রাতে মদীনাবাসীগণ একটি শব্দ শুনে ভিষণ ভীত হয়ে পড়লো। লোকজন আওয়াজের দিকে ছুটে চললো। নবী (স) রওনা হয়ে সবাইকে পেছনে ফেলে আওয়াজের দিকে এগিয়ে যান। তিনি বললেন ঃ ভীত হয়ো না, ভীত হয়ো না। তিনি আবু তালহা (রা)-এর ঘোড়ার খালি

পিঠে (জীনপোষ ছাড়া) আরোহিত ছিলেন। তাঁর গলায় ঝুলছিল তলোয়ার। অতপর নবী (স) বললেন ঃ আমি ঘোড়াটিকে সমুদ্র স্রোতের ন্যায় দ্রুতগামী পেলাম অথবা বাস্তবে এটি যেন সমুদ্র।

٥٥٩٩- عَنْ جَابِرٍ يَقُوْلُ مَا سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ شَيْءٍ قَطُّ فَقَالَ لاَ.

৫৫৯৯. জাবের (রা) বর্ণনা করেন, নবী (স)-এর নিকট কোন জিনিস চাওয়া হলে কখনো তিনি 'না' বলেননি।[১১]

٥٦٠٠- عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو يُحَدِّثُنَا اِذْ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاحِشًا وَّلاَ مُتَفَحِّشًا وَّاِنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ اِنَّ خِيَارَكُمْ اَحَاسِنُكُمْ (اَحْسَنُكُمْ) اَخْلاَقًا.

৫৬০০. মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-এর সাথে বসাছিলাম। তিনি আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করছিলেন। তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (স) অশালীন ও অভদ্র ছিলেন না। তিনি কখনো অশালীন কথা বলেননি। তিনি বলতেন ঃ তোমাদের মধ্যকার সর্বাধিক চরিত্রবান ব্যক্তিই সর্বোত্তম।

٥٦٠١- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَتْ اِمْرَأَةٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِبُرْدَةٍ فَقَالَ سَهْلٌ لِلْقَوْمِ اَتَدْرُوْنَ مَا الْبُرْدَةُ فَقَالَ الْقَوْمُ هِيَ الشَّمْلَةُ فَقَالَ سَهْلٌ هِيَ شَمْلَةٌ مَنْسُوْجَةٌ فِيْهَا حَاشِيَتُهَا فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَكْسُوْكَ هٰذِهِ فَاَخَذَهَا النَّبِيُّ ﷺ مُحْتَاجًا اِلَيْهَا فَلَبِسَهَا فَرَاهَا عَلَيْهِ رَجُلٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَحْسَنَ هٰذِهِ فَاكْسُنِيْهَا فَقَالَ نَعَمْ فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ ﷺ لاَمَهُ اَصْحَابُهُ قَالُوْا مَا اَحْسَنْتَ حِيْنَ رَاَيْتَ النَّبِيَّ ﷺ اَخَذَهَا مُحْتَاجًا اِلَيْهَا ثُمَّ سَاَلْتَهُ اِيَّاهَا وَقَدْ عَرَفْتَ اَنَّهُ لاَيُسْئَلُ شَيْئًا فَيَمْنَعَهُ فَقَالَ رَجَوْتُ بَرَكَتَهَا حِيْنَ لَبِسَهَا النَّبِيُّ ﷺ لَعَلِّيْ اُكَفَّنُ فِيْهَا.

৫৬০১. সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা একখানা 'বুরদা' নিয়ে নবী (স)-এর নিকট আসলো। সাহল (রা) লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন তোমরা কি জান, বুরদা কি ? লোকজন বললো, বুরদা হচ্ছে চাদর যা কাপড়ের থান। সাহল (রা) বলেন, বুরদা হচ্ছে পাড়বিশিষ্ট চাদর বা কাপড়ের থান। অতপর মহিলা বললো, হে আল্লাহ্র রসূল ! আমি আপনাকে এটি পরিধানের জন্য দিচ্ছি। নবী (স) চাদরখানা নিলেন এবং তাঁর ঐ কাপড়ের প্রয়োজনও ছিল। সাহাবাগণের একজন তা তাকে পরিধান করতে দেখে বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল ! এটা আমাকে পরতে দিন। নবী (স) বলেন, ঠিক আছে।

---

১১. অর্থাৎ যখনই তাঁর নিকট কিছু চাওয়া হয়েছে, সম্ভব হলে দিয়েছেন, না হয় চুপ থেকেছেন কিন্তু 'না' কখনো বলেননি।

নবী (স) উঠে চলে গেলে তার সংগী-সাথীগণ তাকে ভর্ৎসনা করে বলেন, তুমি ভালো কাজ করোনি। কারণ, তুমি দেখলে নবী (স) চাদরটি নিয়েছেন আর ওটির প্রয়োজনও তাঁর ছিল। অথচ তারপরও তুমি তাঁর কাছে সেটি চেয়ে বসলে। তোমার এও জানা আছে যে, তাঁর কাছে কোন জিনিস চাওয়া হলে তিনি কাউকে বিমুখ করেন না। সেই সাহাবী বলেন, নবী (স) চাদরটি পরেছেন দেখেই তাঁর বরকত লাভের আশায় আমি এ কাজ করেছি, যাতে চাদরটি আমার কাফন হতে পারে।

٥٦٠٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَنْقُصُ الْعِلْمُ (الْعَمَلُ) وَيُلْقَى الشُّحُّ وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ قَالُوْا وَمَا الْهَرْجُ قَالَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ .

৫৬০২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন ঃ সময় দ্রুত অতিক্রান্ত হবে, এলেম (ভাল কাজ) হ্রাস পাবে, মানুষের মনে কৃপণতা সৃষ্টি হবে এবং 'হারজ' বৃদ্ধি পাবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'হারজ' কি ? তিনি বলেন ঃ হত্যাকাণ্ড, হত্যাকাণ্ড।

٥٦٠٣- عَنْ اَنَسٍ قَالَ خَدَمْتُ النَّبِىَّ ﷺ عَشْرَ سِنِيْنَ فَمَا قَالَ لِىْ اُفٍّ وَّلاَ لِمَ صَنَعْتَ وَلاَ اَلاَّ صَنَعْتَ.

৫৬০৩. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দশ বছর নবী (স)-এর খেদমত করেছি। তিনি আমাকে কখনো উহ্ পর্যন্ত বলেননি কিংবা কখনও বলেননি যে, কেন তুমি এরূপ করলে বা কেন এরূপ করলে না ?

৪০-অনুচ্ছেদ ঃ আপন পরিবারে মানুষের আচরণ কেমন হবে ?

٥٦٠٤- عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَصْنَعُ فِىْ اَهْلِهِ قَالَتْ كَانَ فِىْ مِهْنَةِ اَهْلِهِ فَاِذَا حَضَرَتِ الصَّلٰوةُ قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ .

৫৬০৪. আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম ঃ নবী (স) আপন পরিবারে কি করতেন ? তিনি জবাব দিলেন ঃ নবী (স) পরিবারের লোকদের কাজে লেগে থাকতেন এবং নামাযের সময় হলে নামায পড়তে চলে যেতেন।

৪১-অনুচ্ছেদ ঃ ভালোবাসা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয়।

٥٦٠٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا اَحَبَّ اللّٰهُ عَبْدًا نَادٰى جِبْرَئِيْلَ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ فُلاَنًا فَاَحِبَّهُ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيْلُ فَيُنَادِىْ جِبْرِيْلُ فِىْ اَهْلِ السَّمَاءِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ فُلاَنًا فَاَحِبُّوْهُ فَيُحِبُّهُ اَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوْضَعُ لَهُ الْقَبُوْلُ فِى الْاَرْضِ .

৫৬০৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, আল্লাহ্ তাআলা কোন বান্দাকে ভালোবাসলে জিবরাঈল (আ)-কে ডেকে বলেন, আল্লাহ অমুক বান্দাকে ভালোবাসেন, তুমিও তাকে ভালোবাস। তখন জিবরাঈল (আ)-ও তাকে ভালোবাসেন। অতপর জিবরাঈল (আ) আসমানবাসীদের মধ্যে ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহ্ অমুক বান্দাকে ভালোবাসেন। তোমরাও তাকে ভালোবাস। তখন আসমানবাসীরাও তাকে ভালোবাসতে থাকে। তারপর পৃথিবীবাসীর মধ্যে তার জনপ্রিয়তা দান করা হয়।

৪২-অনুচ্ছেদ ঃ কেবল আল্লাহ্র জন্য ভালোবাসা।

٥٦٠٦- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَجِدُ اَحَدًا حَلاَوَةَ الْاِيْمَانِ حَتّٰى يُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ اِلاَّ لِلّٰهِ وَحَتّٰى اَنْ يُّقْذَفَ فِى النَّارِ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ اَنْ يَّرْجِعَ اِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْقَذَهُ اللّٰهُ وَحَتّٰى يَكُوْنَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا.

৫৬০৬. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ (আনন্দ) লাভ করবে না—যদি কাউকে তার ভালোবাসা কেবল আল্লাহ্র জন্য না হয়। যে কুফরী থেকে আল্লাহ্ তাকে মুক্তি দিয়েছেন সেই কুফরীর দিকে ফিরে যাওয়ার চেয়ে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়া যতক্ষণ তার কাছে সবচেয়ে বেশী প্রিয় না হয় এবং যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল তার নিকট অন্য সবকিছুর চেয়ে অধিক প্রিয় না হয়।[১২]

৪৩-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তাআলার বাণী ঃ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَيَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلاَ نِسَاۤءٌ مِّنْ نِسَاۤءٍ عَسٰۤى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ج وَلاَ تَلْمِزُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَلاَ تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ط بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ج وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰۤئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝ (الحجرات : ١١)

"হে মুমিনগণ ! কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে ; কারণ উপহাসের পাত্র ব্যক্তি উপহাসকারীর চেয়ে উত্তম হতে পারে। কোন নারীও যেন অপর কোন নারীকে উপহাস না করে। কারণ, উপহাসের পাত্রী নারী উপহাসকারিনীর চেয়ে উত্তম হতে পারে। আর তোমরা একে অপরকে দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। ঈমান গ্রহণের পর (কাউকে) মন্দ নামে ডাকা গর্হিত ও

১২. ঈমানদারের জন্য এ হাদীসটি অতি গুরুত্বপূর্ণ। একজন ঈমানদার এ তিনটি পর্যায় যখন অতিক্রম করবে তখনই কেবল খাঁটি ঈমানদারে পরিণত হবে। জীবনের সকল দুঃখ-কষ্টে, বাধা-বিপত্তিতে ও যুলুম-পীড়নে কেবল তখনই সে আল্লাহ্র হুকুম মেনে চলতে এবং রসূলের অনুসরণ করতে তৃপ্তি পাবে। এ শর্তগুলো যতদিন একজন ঈমানদারের মধ্যে পাওয়া না যাবে—ততদিন সে ঈমানের আসল স্বাদ অনুভব করতে সক্ষম হবে না।

নিন্দনীয়। যারা এরূপ আচরণ থেকে বিরত হয় না তারাই জালেম"–(সূরা আল-হুজুরাত ঃ ১১)।

٥٦٠٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يَّضْحَكَ الرَّجُلُ مِمَّا يَخْرُجُ مِنَ الْاَنْفُسِ وَقَالَ لِمَ (بِمَ) يَضْرِبُ اَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ ضَرْبَ الْفَحْلِ ثُمَّ لَعَلَّهُ يُعَانِقُهَا وَعَنْ هِشَامٍ جَلْدَ الْعَبْدِ.

৫৬০৭. আবদুল্লাহ ইবনে যামআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) কারো বায়ু নির্গত হওয়ার কারণে হাসতে নিষেধ করেছেন এবং তিনি আরো বলেন, তোমাদের কেউ তার স্ত্রীকে আস্তাবলে রক্ষিত উটের ন্যায় কিভাবে মারপিট করতে পারে অথচ এর পরপরই হয়তো সে তার সাথে মিলিত হবে? আর হিশাম (র) থেকে جلد العبد (ক্রীতদাসের ন্যায়) শব্দ বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ গোলামদের মতো স্ত্রীদেরকে মারধোর করে।

٥٦٠٨- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِمِنًى اَتَدْرُوْنَ اَىُّ يَوْمٍ هٰذَا قَالُوا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّ هٰذَا يَوْمٌ حَرَامٌ اَفَتَدْرُوْنَ اَىُّ بَلَدٍ هٰذَا قَالُوْا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ بَلَدٌ حَرَامٌ قَالَ اَتَدْرُوْنَ اَىُّ شَهْرٍ هٰذَا قَالُوْا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ شَهْرٌ حَرَامٌ قَالَ فَاِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ وَاَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِىْ شَهْرِكُمْ هٰذَا فِىْ بَلَدِكُمْ هٰذَا.

৫৬০৮. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) মীনায় অবস্থানকালে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কি জান এটি কোন্ দিন? সবাই বললেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রসূলই অধিক জানেন। তিনি বলেন ঃ এটি হারাম (পবিত্র) দিন। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কি জান এটি কোন্ শহর? সবাই বললেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রসূলই অধিক জানেন। তিনি বলেন ঃ এটি পবিত্র ও সম্মানিত শহর। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান এটি কোন্ মাস? লোকজন বললেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রসূল সবচেয়ে বেশী জানেন। তিনি বলেন ঃ এটি পবিত্র ও নিষিদ্ধ মাস। অতপর তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তোমাদের উপর তোমাদের রক্ত (জীবন), তোমাদের মাল ও তোমাদের ইজ্জত ঠিক তেমনি হারাম বা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন, যেমন তোমাদের আজকের এ দিন, তোমাদের এ মাস এবং তোমাদের এ শহর তোমাদের জন্য পবিত্র ও নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।

৪৪-অনুচ্ছেদ ঃ গালাগালি করা ও অভিশাপ দেয়া নিষেধ।

٥٦٠٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ.

৫৬০৯. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসেকী এবং তার সাথে ঝগড়া-ফাসাদ ও মারামারি করা কুফরী।

٥٦١٠- عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَيَرْمِى رَجُلٌ رَجُلاً بِالْفُسُوْقِ وَلاَ يَرْمِيْهِ بِالْكُفْرِ اِلاَّ ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ اِنْ لَّمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذٰلِكَ .

৫৬১০. আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (স)-কে বলতে শুনেছেন ঃ এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে যেন ফাসেক বা কাফের বলে অভিহিত না করে। কেননা বাস্তবে সেই ব্যক্তি তা না হলে তা অভিহিতকারী ব্যক্তির উপরই বর্তায়।

٥٦١١- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاحِشًا وَّلاَ لَعَّانًا وَّلاَ سَبَّابًا كَانَ يَقُوْلُ عِنْدَ الْمَعْتَبَةِ مَا لَهُ تَرِبَ (تَرِبَتْ) جَبِيْنُهُ.

৫৬১১. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) অশালীন, অভদ্র ও অভিসম্পাতকারী ছিলেন না এবং কখনো অশালীন কথা উচ্চারণ করতেন না। তিনি কখনো অসন্তুষ্ট হলে বলতেন ঃ তার কি হয়েছে? তার কপাল ধূলিমলিন হোক।

٥٦١٢- عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ الشَّجَرَةِ حَدَّثَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلٰى مِلَّةٍ غَيْرِ الْاِسْلاَمِ فَهُوَ كَمَا قَالَ وَلَيْسَ عَلٰى ابْنِ اٰدَمَ نَذْرٌ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْئٍ فِى الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهٖ وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهٖ .

৫৬১২. সাবেত ইবনুদ দাহ্হাক (রা) গাছের নীচে বাইয়াত গ্রহণকারী (বাইয়াতুর রিদওয়ান) সাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন ঃ রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি যদি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মের শপথ করে তাহলে সে তাই যা সে বললো। আর যে জিনিস মানুষের মালিকানা বহির্ভূত যদি মানত পূরণ করতে হবে না (বা তা মানত করা যাবে না)। কেউ দুনিয়ায় যে বস্তুর সাহায্যে আত্মহত্যা করবে কিয়ামতের দিন তাকে সে বস্তু দ্বারাই শাস্তি দেয়া হবে। যে ব্যক্তি কোন ঈমানদারকে লানত করলো সে যেন তাকে হত্যা করলো। যে ব্যক্তি কোন ঈমানদারকে কাফের বললো, সেটা তাকে হত্যার সমতুল্য।[১৩]

٥٦١٣- عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ رَجُلٌ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلاَنِ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَغَضِبَ اَحَدُهُمَا فَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتّٰى انْتَفَخَ وَجْهُهُ وَتَغَيَّرَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنِّىْ لاَعْلَمُ كَلِمَةً لَّوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ الَّذِىْ يَجِدُ قَالَ

১৩. অন্য ধর্মের শপথ করার অর্থ, যেমন সে বললো ঃ আমি যদি মিথ্যা বলি তাহলে আমি খৃস্টান, ইহূদী বা হিন্দু।

فَانْطَلَقَ اِلَيْهِ الرَّجُلُ فَاَخْبَرَهُ بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ تَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَقَالَ اَتُرٰى بِىْ بَاْسًا اَمَجْنُوْنٌ اَنَا اِذْهَبْ .

৫৬১৩. নবী (স)-এর সাহাবী সুলাইমান ইবনে সুরাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (স)-এর সামনে দু'জন লোক পরস্পরকে গালি দিল। তাদের একজন অতিমাত্রায় রাগান্বিত হয়ে গেল, এমনকি তার চেহারা ফুলে বিকৃত হয়ে গেল। তখন নবী (স) বললেন ঃ আমি এমন একটি কথা জানি যা সে বললে তার ক্রোধ তিরোহিত হতো। একথা শুনে এক ব্যক্তি লোকটির কাছে গিয়ে নবী (স)-এর এ উক্তিটি তাকে অবহিত করলো এবং বললো, তুমি শয়তান থেকে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাও (অর্থাৎ 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাযীম' পড়)। প্রত্যুত্তরে সে বললো ঃ আমার মধ্যে কি তুমি কোন খারাপ কিছু দেখতে পাচ্ছ ? আমি কি পাগল ? তুমি চলে যাও।

٥٦١٤ـ عَنْ اَنَسٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيُخْبِرَ النَّاسَ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَاحٰى رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ خَرَجْتُ لِاُخْبِرَكُمْ فَتَلَاحٰى فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَاِنَّهَا رُفِعَتْ وَعَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ خَيْرًا لَّكُمْ فَالْتَمِسُوْهَا فِى التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ .

৫৬১৪. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উবাদা ইবনুস সামেত (রা) আমার নিকট বর্ণনা করে বলেছেন ঃ রসূলুল্লাহ (স) লোকদেরকে 'লাইলাতুল কদর' সম্পর্কে অবহিত করার জন্য বেরিয়ে আসলেন। তখন দু'জন মুসলমান ঝগড়া করছিলো। নবী (স) বললেন ঃ আমি তোমাদেরকে (লাইলাতুল কদর সম্পর্কে) অবহিত করতে বেরিয়েছিলাম, কিন্তু অমুক ও অমুক ব্যক্তি পরস্পর ঝগড়া করছিল। তাই (তাদের ঝগড়ার দরুন) সেই জ্ঞান (আমার মন থেকে) তুলে নেয়া হয়েছে। হয়তো এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে। তোমরা তা (রমযানের শেষ দশ দিনের) নবম, সপ্তম ও পঞ্চম রাতে অনুসন্ধান করো।[১৪]

٥٦١٥ـ عَنِ الْمَعْرُوْرِ هُوَ ابْنُ سُوَيْدٍ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ رَاَيْتُ عَلَيْهِ بُرْدًا وَّعَلٰى غُلَامِهٖ بُرْدًا فَقُلْتُ لَوْ اَخَذْتَ هٰذَا فَلَبِسْتَهُ كَانَتْ حُلَّةٌ وَاَعْطَيْتَهُ ثَوْبًا اٰخَرَ فَقَالَ كَانَ بَيْنِىْ وَبَيْنَ رَجُلٍ كَلَامٌ وَّكَانَتْ اُمُّهُ اَعْجَمِيَّةٌ فَنِلْتُ مِنْهَا فَذَكَرَنِىْ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ لِىْ اَسَابَبْتَ فُلَانًا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ اَفَنِلْتَ مِنْ اُمِّهٖ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ اِنَّكَ امْرُؤٌ فِيْكَ جَاهِلِيَّةٌ قُلْتُ عَلٰى حِيْنِ سَاعَتِىْ هٰذِهٖ مِنْ كِبَرِ السِّنِّ قَالَ نَعَمْ هُمْ اِخْوَانُكُمْ

১৪. ঝগড়া ও কোন্দলের দরুন আল্লাহ্র রহমত উঠে যায়।

جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ اَيْدِيْكُمْ فَمَنْ جَعَلَ اللّٰهُ اَخَاهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلاَ يُكَلِّفُهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ فَاِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ .

৫৬১৫. আল-মারূর ইবনে সুয়াইদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু যার (রা) ও তাঁর ক্রীতদাসের গায়ে একই মানের চাদর দেখে বললাম, আপনি যদি এ চাদরটি নিয়ে পরতেন এবং তাকে অন্য কাপড় দিতেন, তাহলে আপনার একজোড়া (সম্পূর্ণ পোশাকই) হয়ে যেত। তখন আবু যার (রা) বলেন, আমার ও অপর এক ব্যক্তির মাঝে বিবাদ হচ্ছিল। তার মা ছিল অনারব। আমি তাকে তার মাকে খোটা দিয়ে গালি দিলে সে নবী (স)-এর কাছে গিয়ে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। নবী (স) আমাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কি অমুককে গালি দিয়েছ ? আমি বললাম, হাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি তাকে মা তুলে গালি দিয়েছ ? আমি বললাম, হাঁ। নবী (স) বললেন ঃ তুমি এমন মানুষ যার মধ্যে এখনো জাহিলী স্বভাব রয়ে গেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ বুড়ো বয়সেও ? তিনি বললেন ঃ হাঁ। তারা তোমাদের ভাই। আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তার যে ভাইকে তার অধীনস্ত করে দিয়েছেন সে ভাই নিজে যা খায় তাই যেন তাকেও খেতে দেয় এবং নিজে যা পরিধান করে তদনুরূপ যেন তাকেও পরিধান করতে দেয় এবং সাধ্যাতীত কাজ যেন তার উপরে চাপিয়ে না দেয়। যদি সাধ্যাতীত কোন কাজ তার উপর চাপানো হয় তাহলে সে যেন তাকে সহায়তা করে।

৪৫-অনুচ্ছেদ ঃ যেভাবে মানুষ সম্পর্কে উক্তি করা বৈধ। যেমন কাউকে লম্বা বা খাট বলা। নবী (স) একজন সাহাবীকে লক্ষ্য কর বলেছিলেন ঃ দুই (লম্বা) হাতওয়ালা কি বলে ? বদনাম বা হেয়প্রতিপন্ন করা উদ্দেশ্য না হলে বিভিন্ন খেতাবে ডাকা জায়েয।

٥٦١٦ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِىُّ ﷺ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ اِلٰى خَشَبَةٍ فِىْ مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ وَوَضَعَ يَدَهُ (يَدَيْهِ) عَلَيْهَا وَفِى الْقَوْمِ يَوْمَئِذٍ اَبُوْ بَكْرٍ وَّعُمَرُ فَهَابَا اَنْ يُّكَلِّمَاهُ وَخَرَجَ سَرْعَانُ النَّاسِ فَقَالُوْا قُصِرَتِ الصَّلٰوةُ وَفِى الْقَوْمِ رَجُلٌ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَدْعُوْهُ ذَا الْيَدَيْنِ فَقَالَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ اَنَسِيْتَ اَمْ قُصِرَتْ فَقَالَ لَمْ اَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ قَالُوْا بَلْ نَسِيْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ صَدَقَ ذُوالْيَدَيْنِ فَقَامَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ اَوْ اَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ وَكَبَّرَ ثُمَّ وَضَعَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ اَوْ اَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ وَكَبَّرَ.

৫৬১৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) আমাদেরকে যোহরের নামায দুই রাক্আত পড়ালেন এবং সালাম ফিরালেন। এরপর সিজদার জায়গার সামনে কাষ্ঠ খণ্ডের পাশে গিয়ে তার উপর তাঁর (দুই) হাত রাখলেন। সেখানে লোকজনের মধ্যে

আবু বাক্‌র (রা) এবং উমার (রা)-ও ছিলেন। তাঁরা দু'জন তাঁর সাথে কথাবার্তা বলতে সাহস পেলেন না। লোকজন বিস্মিত হয়ে খুব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসলো এবং বলতে লাগলো, নামায কি হ্রাস করা হয়েছে ? সেখানে একজন লোক ছিলেন নবী (স) যাকে যুল-ইয়াদাইন বলে ডাকতেন। তিনি আরয করলেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আপনার কি ভুল হয়ে গেছে না নামায হ্রাস করা হয়েছে ? নবী (স) বললেন ঃ আমি ভুলেও যাইনি এবং নামায হ্রাসও করা হয়নি। লোকজন বললো, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আপনি বরং ভুলে গেছেন। তিনি বললেন ঃ যুল ইয়াদাইন সত্য বলেছে। অতপর তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং আরো দুই রাক্‌আত নামায পড়ে সালাম ফিরালেন এবং পরে তাক্‌বীর বললেন, তারপর আগের সিজদাগুলোর অনুরূপ কিংবা তা থেকে দীর্ঘ সিজদা করলেন, তারপর (সিজদা থেকে) মাথা উঠালেন এবং তাক্‌বীর বললেন। আবার আগের সিজদার মতো কিংবা তার চেয়ে দীর্ঘ সিজদা করলেন, তারপর মাথা উঠালেন এবং তাকবীর বললেন।[১৫]

৪৬-অনুচ্ছেদ ঃ গীবত বা পরচর্চা। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ط اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ٥ (الحجرات : ١٢)

"তোমাদের কেউ যেন কারো গীবত না করো । তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পসন্দ করবে ? তোমরা তা ঘৃণা করবে। তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ তওবা কবুলকারী, অতিব দয়ালু"–সূরা আল হুজুরাত ঃ ১২)।

٥٦١٧ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى قَبْرَيْنِ فَقَالَ اِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ اَمَّا هٰذَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَاَمَّا هٰذَا فَكَانَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ ثُمَّ دَعَا بِعَسِيْبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ فَغَرَسَ عَلٰى هٰذَا وَاحِدًا وَّعَلٰى هٰذَا وَاحِدًا ثُمَّ قَالَ لَعَلَّهُ اَنْ يُّخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا.

৫৬১৭. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) দু'টি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তিনি বললেন ঃ এ দু'জন (কবরবাসীর) আযাব হচ্ছে। তবে বড় কোন বিষয়ের দরুন তাদের আযাব হচ্ছে না। এই কবরের লোকটি পেশাব থেকে নিজেকে রক্ষা করতো না (অর্থাৎ পাক থাকত না)। আর এই কবরের লোকটি গীবত বা পরচর্চা করে বেড়াতো। অতপর তিনি খেজুর গাছের একটা কাঁচা ডাল চেয়ে নিলেন এবং সেটিকে দুই টুকরা করে এক টুকরা এ কবরের উপর এবং অন্য টুকরা অপর কবরটির উপর গেড়ে দিয়ে বললেন ঃ যতক্ষণ এ ডাল দু'টি না শুকাবে ততক্ষণ হয়তো তাদের আযাব হ্রাস করা হবে।

৪৭-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর বাণী ঃ আনসারদের মধ্যে উত্তম পরিবার।

---

১৫. এ দু'টি হলো সহো সিজদা।

٥٦١٨ـ عَنْ اَبِىْ اُسَيْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ خَيْرُ دُوْرِ الْاَنْصَارِ بَنُوْ النَّجَّارِ .

৫৬১৮. আবু উসাইদ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ মদীনার আনসারদের পরিবারসমূহের মধ্যে বনু নাজ্জার গোত্রই সর্বোত্তম।

৪৮-অনুচ্ছেদ ঃ ফাসাদ সৃষ্টিকারী ও সংশয়বাদীদের গীবত জায়েয।

٥٦١٩ـ عَنْ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهُ قَالَتْ اِسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ ائْذَنُوْا لَهُ بِئْسَ اَخُوْ الْعَشِيْرَةِ اَوِ ابْنُ الْعَشِيْرَةِ فَلَمَّا دَخَلَ اَلَانَ لَهُ الْكَلَامَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قُلْتَ الَّذِىْ قُلْتَ لَهُ ثُمَّ اَلَنْتَ لَهُ الْكَلَامَ قَالَ اَىْ عَائِشَةُ اِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ اِتِّقَاءَ فُحْشِهِ.

৫৬১৯. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলো। তিনি বললেন ঃ তাকে অনুমতি দাও। সে গোত্রের নিকৃষ্ট লোক বা সন্তান। লোকটি ভেতরে প্রবেশ করলে নবী (স) তার সাথে বিনম্র ভাষায় কথাবার্তা বলেন। [আয়েশা (রা) বলেন ঃ] আমি বললাম ঃ হে আল্লাহ্র রসূল ! এ লোকটি সম্পর্কে যা বলার আপনি বলেছেন। তারপর তার সাথে বিনম্র ভাষায় কথাবার্তা বলেছেন। তিনি বললেন ঃ হে আয়েশা ! সেই মানুষ সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট যার অশ্লীল ও অশালীন কথাবার্তা থেকে বাঁচার জন্য মানুষ তাকে পরিত্যাগ করে।[১৬]

৪৯-অনুচ্ছেদ ঃ চোগলখোরী কবীরা গুনাহ।

٥٦٢٠ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ مِنْ بَعْضِ حِيْطَانِ الْمَدِيْنَةِ فَسَمِعَ صَوْتَ اِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِىْ قُبُوْرِهِمَا فَقَالَ يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِىْ كَبِيْرٍ وَاِنَّهُ لَكَبِيْرٌ كَانَ اَحَدُهُمَا لَايَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَكَانَ الْاٰخَرُ يَمْشِىْ بِالنَّمِيْمَةِ ثُمَّ دَعَا بِجَرِيْدَةٍ فَكَسَرَهَا بِكِسْرَتَيْنِ اَوْ ثِنْتَيْنِ فَجَعَلَ كِسْرَةً فِىْ قَبْرِ هٰذَا وَكِسْرَةً فِىْ قَبْرِ هٰذَا فَقَالَ لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا.

---

১৬. গীবত হলো, কারো পেছনে তার কোন দোষের কথা বলা—যা সে নাপসন্দ করে। সেই দোষের কথাটা সত্য না হয়ে যদি মিথ্যা হয় তবে তাহলো অপবাদ। গীবত হারাম। চোগলখোরীও এক প্রকার গীবত। চোগলখোরী হলো, একজনের নামে কোন কথা আরেকজনের নিকট লাগানো। ইমাম বুখারী (র)-এর মতে চোগলখোরী কবীরা গুনাহ। আলেমগণের মতে, শরীয়াতের দৃষ্টিতে কোন সৎ উদ্দেশ্যে গীবত করা মুবাহ। যেমন, যালিমকে যুলুম থেকে বিরত রাখার বা তার সংশোধনের জন্য তার গীবত জায়েয। শাসনকর্তা, কোন ক্ষমতার মালিক, বেদাতী ও ফাসেকের গীবতও জায়েয।

৫৬২০. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) মদীনার কোন এক বাগান থেকে বেরিয়ে আসলেন। তিনি দুই ব্যক্তির চিৎকার শুনলেন যাদেরকে কবরে আযাব দেয়া হচ্ছিল। নবী (স) বললেন ঃ তাদেরকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। যদিও বড় কোন কারণে তাদের শাস্তি দেয়া হচ্ছে না, তবুও তা গোনাহ হিসেবে বড়। তাদের একজন পেশাব থেকে সাবধান থাকতো না (সতর্কতা ও পবিত্রতা অবলম্বন করতো না)। আরেকজন পরচর্চা করে বেড়াতো। অতপর নবী (স) খেজুরের একটি তাজা ডাল চেয়ে নিলেন এবং তা দুই টুকরা করে এই কবরে এক টুকরা এবং ঐ করবে এক টুকরা গেড়ে দিলেন। তারপর তিনি বললেন ঃ যতক্ষণ এ ডাল না শুকাবে ততক্ষণ আশা করা যায় তাদের আযাব কিছুটা হ্রাস করা হবে।

৫০-অনুচ্ছেদ ঃ চোগলখোরী অপসন্দনীয় হওয়া।

আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ "পশ্চাতে নিন্দাকারী, চোগলখোরী করে বেড়ানোই যার স্বভাব।" وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ "ধ্বংস তাদের প্রত্যেকের জন্য যারা পেছনে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে।"

٥٦٢١- عَنْ هَمَّامٍ قَالَ كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ فَقِيلَ لَهُ اِنَّ رَجُلاً يَرْفَعُ الْحَدِيْثَ اِلَى عُثْمَانَ فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ .

৫৬২১. হাম্মাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হুযাইফা (রা)-এর সাথে ছিলাম। তাকে বলা হলো যে, এক লোক মানুষের কথা উসমান (রা)-এর নিকট বলে থাকে (চোগলখোরী করে)। হুযাইফা (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ কাত্তাত (যে অনিষ্ট করা ও শত্রুতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একজনের কথা আরেকজনের কাছে বলে থাকে সে) জান্নাতে যাবে না।[১৭]

৫১-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْرِ "তোমরা মিথ্যা বলা পরিত্যাগ কর।"

٥٦٢٢- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ اَنْ يَّدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

৫৬২২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলা, সে অনুযায়ী কাজ করা এবং অজ্ঞতা-মূর্খতা ছাড়লো না, তার পানাহার ত্যাগ করায় (রোযা রাখায়) আল্লাহ্‌র কোন প্রয়োজন নেই।[১৮]

৫২-অনুচ্ছেদ ঃ দু'মুখো নীতি বা কপটতা সম্পর্কে।

---

১৭. গীবত ও চোগলখোরীতে কিছুটা পার্থক্য আছে। ফাসাদ ও অশান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একজনের কথা আরেকজনের নিকট লাগানোকে চোগলখোরী বলা হয়। কিন্তু গীবতে ফাসাদ বা অশান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্য শর্ত নয়।

১৮. আল্লাহ এমন রোযা কবুল করেন না যা পালন করেও মানুষ মন্দ কথা ও খারাপ কাজ বর্জন করে না। এটা শুধু উপবাস হবে, রোযা হবে না।

٥٦٢٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ تَجِدُ مِنْ اَشَرِّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللّٰهِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِىْ يَاتِىْ هٰؤُلاَءِ بِوَجْهٍ وَّهٰؤُلاَءِ بِوَجْهٍ .

৫৬২৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন তুমি আল্লাহ্ তাআলার নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ হিসেবে দেখতে পাবে দু'মুখো নীতি অবলম্বনকারীকে যে একজনের কাছে একরূপ এবং আরেকজনের কাছে আরেক রূপ নিয়ে আসে।[১৯]

৫৩-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি তার সাথী সম্পর্কে কৃত মন্তব্য তাকে অবহিত করে।

٥٦٢٤- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَسَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قِسْمَةً فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ وَاللّٰهِ مَا اَرَادَ مُحَمَّدٌ بِهٰذَا وَجْهَ اللّٰهِ فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرْتُهُ فَتَمَعَّرَ وَجْهُهُ وَقَالَ رَحِمَ اللّٰهُ مُوْسٰى لَقَدْ اُوْذِىَ بِاَكْثَرَ مِنْ هٰذَا فَصَبَرَ .

৫৬২৪. ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) গনীমাতের মাল বণ্টন করলেন। আনসারদের এক লোক বললো, আল্লাহ্র শপথ ! এই বণ্টনের ব্যাপারে মুহাম্মাদ (স) আল্লাহ্র সন্তুষ্টির দিকে খেয়াল রাখেননি। অতপর আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে এ মন্তব্য অবহিত করলে তাঁর চেহারা লাল হয়ে গেল। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ মূসা (আ)-এর উপর রহম করুন। তাঁকে এর চেয়েও বেশী কষ্ট দেয়া হয়েছে কিন্তু মন্তব্য তিনি ধৈর্য ধারণ করেছেন।

৫৪-অনুচ্ছেদ ঃ অতিরঞ্জিত প্রশংসা অপসন্দনীয়।

٥٦٢٥- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ سَمِعَ النَّبِىُّ ﷺ رَجُلاً يُثْنِىْ عَلٰى رَجُلٍ وَيُطْرِيْهِ فِىْ الْمِدْحَةِ فَقَالَ اَهْلَكْتُمْ اَوْ قَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرَّجُلِ .

৫৬২৫. আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) এক ব্যক্তিকে আরেক ব্যক্তির অত্যধিক প্রশংসা করতে শুনে বললেন ঃ তুমি তাকে ধ্বংস করলে অথবা তার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিলে ?

٥٦٢٦- عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ اَنَّ رَجُلاً ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَاَثْنٰى عَلَيْهِ رَجُلٌ خَيْرًا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَيْحَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ يَقُوْلُهُ مِرَارًا اِنْ كَانَ اَحَدُكُمْ مَادِحًا لاَ مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ اَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا اِنْ كَانَ يُرٰى اَنَّهُ كَذٰلِكَ وَحَسِيْبُهُ اللّٰهُ وَلاَ يُزَكِّىْ عَلَى اللّٰهِ اَحَدًا .

১৯. অর্থাৎ মতলববাজ সুবিধাবাদীরা বিভিন্ন ব্যক্তি বা দলের নিকট বিভিন্ন রূপ ধরে উপস্থিত হয়ে নিজ মতলব হাসিল করে নেয় এবং নিজের আসল চেহারা গোপন করে রাখে।

৫৬২৬. আবু বাক্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (স)-এর সামনে এক লোকের কথা তুললো এবং তার প্রশংসা করলো। তখন নবী (স) বললেন ঃ তোমার জন্য আক্ষেপ! তুমি তোমার বন্ধুর ঘাড় ভেঙ্গে দিলে। তিনি বারবার একথা বলতে থাকলেন। তারপর তিনি বললেন ঃ যদি তোমাদের কারো প্রশংসা করতেই হয় তবে এতটুকু বলবে, আমি তার সম্পর্কে এরূপ ধারণা পোষণ করি, যদি তার ধারণায়ও তাই হয়। আর আল্লাহ্ই তার হিসাব গ্রহণকারী। কারণ আল্লাহ্র উপরে কিছুতেই আর কারো পবিত্রতা ঘোষণা করা উচিত নয়।

৫৫-অনুচ্ছেদ ঃ বিদ্যমান গুণেরই প্রশংসা করা উচিত। সাদ (রা) বলেন ঃ আমি নবী (স)-কে আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম ছাড়া পৃথিবীতে বিচরণকারী আর কোন মানুষ সম্পর্কে বলতে শুনিনি যে, সে জান্নাতি।

٥٦٢٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ ذَكَرَ فِى الْاِزَارِ مَا ذَكَرَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اِزَارِىْ يَسْقُطُ مِنْ اَحَدِ شِقَّيْهِ قَالَ اِنَّكَ لَسْتَ مِنْهُمْ .

৫৬২৭. আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ (স) ইযার (পায়জামা বা তহবন্দ) সম্বন্ধে যা বলার বললেন। আবু বাক্‌র (রা) আরয করলেন, হে আল্লাহ্র রসূল ! আমার ইযারের একদিক নীচে নেমে যায়। নবী (স) বলেন ঃ তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নও।

৫৬-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তাআলার বাণী ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ الاية

"অবশ্যই আল্লাহ্ 'আদল' (সুবিচার) ও ইহ্সান করার নির্দেশ দিচ্ছেন ------" (আয়াতের শেষ পর্যন্ত)।

আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেছেন ঃ

اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ ـ(يونس : ٢٣)

"তোমাদের বিদ্রোহ তোমাদের নিজেদেরই বিরুদ্ধে।"

ثُمَّ بُغِىَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللّٰهُ ـ(الحج : ٦٠)

"এরপরও যদি তার ওপর যুলুম করা হয় তবে আল্লাহ্ তাআলা অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন এবং মুসলমান বা কাফেরের জন্য ক্ষতিকর কাজ থেকে বিরত থাকা।

٥٦٢٨- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَكَثَ النَّبِىُّ ﷺ كَذَا وَكَذَا يُخَيَّلُ اِلَيْهِ اَنَّهُ يَاْتِىْ اَهْلَهُ وَلَا يَاْتِىْ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ لِىْ ذَاتَ يَوْمٍ يَا عَائِشَةُ اِنَّ اللّٰهَ اَفْتَانِىْ فِىْ اَمْرٍ اِسْتَفْتَيْتُهُ فِيْهِ اَتَانِىْ رَجُلَانِ فَجَلَسَ اَحَدُهُمَا عِنْدَ رِجْلَىَّ وَالْاٰخَرُ عِنْدَ رَاْسِىْ

فَقَالَ الَّذِيْ عِنْدَ رِجْلَيَّ لِلَّذِيْ عِنْدَ رَأْسِيْ مَا بَالُ الرَّجُلِ قَالَ مَطْبُوْبٌ يَعْنِيْ مَسْحُوْرًا قَالَ وَمَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيْدُ بْنُ اَعْصَمَ قَالَ وَفِيْمَ قَالَ فِيْ جُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ فِيْ مُشْطٍ وَّمُشَاقَةٍ تَحْتَ رَعُوْفَةٍ فِيْ بِئْرِ ذَرْوَانَ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ هٰذِهِ الْبِئْرُ الَّتِيْ أُرِيْتُهَا كَأَنَّ رُؤُسَ نَخْلِهَا رُؤُسُ الشَّيَاطِيْنِ وَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَأُخْرِجَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَهَلاَّ تَعْنِيْ تَنَشَّرْتَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَمَّا اللّٰهُ فَقَدْ شَفَانِيْ وَاَمَّا اَنَا فَاَكْرَهُ اَنْ أُثِيْرَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا قَالَتْ وَلَبِيْدُ بْنُ اَعْصَمَ رَجُلٌ مِّنْ بَنِيْ زُرَيْقٍ حَلِيْفٌ لِيَهُوْدَ .

৫৬২৮. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) এত এত দিন পর্যন্ত এমন অবস্থায় ছিলেন যে, তাঁর খেয়াল হতো তিনি তাঁর স্ত্রীদের কাছে এসেছেন। অথচ তিনি আসেননি (সহবাস করেননি)। আয়েশা (রা) বলেন, একদিন তিনি আমাকে বললেন ঃ হে আয়েশা ! আমি যে ব্যাপারে আল্লাহ্‌র কাছে জানতে চেয়েছিলাম সে ব্যাপারে তিনি আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন। আমার কাছে দু'জন লোক আসলো। তাদের একজন আমার দুই পায়ের কাছে এবং অপরজন আমার শিয়রে বসলো। পায়ের কাছে উপবিষ্ট লোক শিয়রে উপবিষ্ট লোকটিকে জিজ্ঞেস করলো, লোকটির কি হয়েছে ? সে বললো, তাকে যাদু করা হয়েছে। সে আবার জিজ্ঞেস করলো, কে তাকে যাদু করেছে ? দ্বিতীয়জন বললো, লাবীদ ইবনে আ'সাম। প্রথমজন জিজ্ঞেস করলো, কিসের মধ্যে ? সে বললো, চিরুনির সাথে চুল জড়িয়ে নর খেজুর গাছের পরাগ মাদি খেজুর গাছের খোসায় পুরে যারওয়ান কূপে একটি পাথরের নীচে চাপা দিয়ে। সুতরাং নবী (স) সেই কূপটির পাশে গেলেন এবং বললেন ঃ এটিই সেই কূপ যা আমাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে। এর পাশে খেজুর গাছগুলো যেন শয়তানের মুণ্ডের মতো এবং এর পানি যেন মেহেদি মিশ্রিত লাল। নবী (স) (কূপ থেকে) ঐগুলো বের করে আনার নির্দেশ দিলেন এবং তা বের করে আনা হলো। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! এরপরও কেন নয় অর্থাৎ আপনি একথাটি কেন প্রচার করেননি ? নবী (স) বলেন ঃ আল্লাহ আমাকে রোগমুক্ত করেছেন। জনগণের মধ্যে কারো দোষ প্রচার করা আমি পসন্দ করি না। আয়েশা (রা) বলেন, লাবীদ ইবনে আ'সাম ছিল বনী যুরাইক গোত্রের লোক। তারা ছিল ইহুদীদের মিত্র।

৫৭-অনুচ্ছেদ ঃ পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ ও অসাক্ষাতে নিন্দাবাদ নিষেধ। আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَO

"এবং হিংসুকের অনিষ্টকারিতা থেকে যখন সে হিংসা করে।"

٥٦٢٩ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ وَلاَ تَحَسَّسُوْا وَلاَ تَجَسَّسُوْا وَلاَ تَحَاسَدُوْا وَلاَ تَبَاغَضُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا.

৫৬২৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ তোমরা অলীখ ধারণা থেকে বিরত থাক। কারণ, অলীক ধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যা। তোমরা কারো দোষ অন্বেষণ করো না, গোয়েন্দাগিরি করো না, একে অন্যের প্রতি হিংসা করো না, অসাক্ষাতে পরস্পরের নিন্দাবাদ করো না, আল্লাহর বান্দাগণ ! সবাই ভাই ভাই হয়ে যাও।

٥٦٣٠ـ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَتَبَاغَضُوْا وَلاَ تَحَاسَدُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا وَّلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ

৫৬৩০. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ তোমরা একে অন্যের প্রতি ঘৃণা পোষণ করবে না, পরস্পরকে হিংসা করবে না এবং অসাক্ষাতে একে অপরের নিন্দা করবে না। আল্লাহর বান্দাগণ ! সবাই ভাই ভাই হয়ে যাও। কোন মুসলমানের পক্ষে তার (মুসলমান) ভাইকে তিন দিনের অধিক সময় বর্জন (সালাম দেয়া ও কথাবার্তা বলা বন্ধ) করা বৈধ নয়।

৫৮-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ز اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلاَ تَجَسَّسُوْا.

"হে ঈমানদারগণ ! তোমরা অধিক কুধারণা পোষণ থেকে বিরত থাক। কেননা কোন কোন কুধারণা পোষণ গুনাহ। আর তোমরা পরস্পরের দোষ অন্বেষণ করো না"–(সূরা আল হুজুরাত ঃ ১২)।

٥٦٣١ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ وَلاَ تَحَسَّسُوْا وَلاَ تَجَسَّسُوْا وَلاَ تَنَاجَشُوْا وَلاَ تَحَاسَدُوْا وَلاَ تَبَاغَضُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادًا لِلّٰهِ اِخْوَانًا.

৫৬৩১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ সাবধান ! তোমরা অলীক ধারণা পোষণ থেকে বিরত থাক। কেননা, অলীক ধারণা পোষণ সবচেয়ে বড় মিথ্যা। তোমরা পরস্পর দোষ অন্বেষণ করো না, গোয়েন্দাগিরিতে লিপ্ত হয়ো না, ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ধোঁকা দিও না, হিংসা করো না, ঘৃণা করো না এবং অসাক্ষাতে নিন্দাবাদ করো না। আল্লাহর বান্দাগণ ! সকলে ভাই ভাই হয়ে যাও।

৫৯-অনুচ্ছেদ ঃ যে ধরনের ধারণা পোষণ বৈধ।

٥٦٣٢- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا اَظُنُّ فُلاَنًا وَّفُلاَنًا يَعْرِفَانِ مِنْ دِيْنِنَا شَيْئًا وَقَالَ اللَّيْثُ كَانَا رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ .

৫৬৩২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ অমুক ও অমুক ব্যক্তি আমাদের দীন সম্পর্কে কিছু জানে বলে আমি মনে করি না। লাইস (র) বলেন, ঐ দুই ব্যক্তি ছিল মুনাফিক।

٥٦٣٣- عَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بِهٰذَا وَقَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا وَّقَالَ يَا عَائِشَةُ مَااَظُنُّ فُلاَنًا وَفُلاَنًا يَّعْرِفَانِ دِيْنَنَا الَّذِىْ نَحْنُ عَلَيْهِ .

৫৬৩৩. ইয়াহইয়া ইবনে বুকাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লাইস (র) আমার কাছে এই একই হাদীস বর্ণনা করেছেন। উক্ত হাদীসে আছে যে, আয়েশা (রা) বলেছেন, একদিন নবী (স) আমার কাছে এসে বললেন ঃ হে আয়েশা ! আমরা যে দীনের উপর কায়েম আছি অমুক ও অমুক লোক সে দীন সম্পর্কে কিছু জানে বলে আমি মনে করি না।[২০]

৬০-অনুচ্ছেদ ঃ ঈমানদার ব্যক্তি তার কৃতকর্ম গোপন রাখবে।

٥٦٣٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ كُلُّ اُمَّتِىْ مُعَافًى اِلاَّ الْمُجَاهِرِيْنَ وَاِنَّ مِنَ الْمُجَانَةِ (الْمُجَاهَرَةِ) اَنْ يَّعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلاً ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَيَقُوْلُ يَا فُلاَنُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللّٰهِ عَنْهُ .

৫৬৩৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ প্রকাশ্য গোনাহকারী ছাড়া আমার প্রত্যেক উম্মাতের গোনাহ মাফ করা হবে। প্রকাশ্য গোনাহ করার মধ্যে এটাও অন্তর্ভুক্ত যে, কেউ রাতের বেলা কোন (খারাপ) কাজ করে, যা আল্লাহ গোপন রেখেছিলেন। অথচ পরদিন সকাল বেলা সে বলে, হে অমুক ও অমুক ! গত রাতে আমি এই এই করেছি। সে রাত যাপন করল আর আল্লাহ তাআলা তার পর্দার আড়ালের তার কৃতকর্ম গোপন রাখলেন। কিন্তু সকালে সে তার উপর আল্লাহ্‌র দেয়া আবরণ খুলে ফেললো।

٥٦٣٥- عَنْ صَفْوَانَ ابْنِ مُحْرِزٍ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ ابْنَ عُمَرَ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِى النَّجْوٰى قَالَ يَدْنُوْ اَحَدُكُمْ مِنْ رَبِّهِ حَتّٰى يَضَعَ كَنَفَهُ عَلَيْهِ فَيَقُوْلُ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا مَرَّتَيْنِ فَيَقُوْلُ نَعَمْ وَيَقُوْلُ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا فَيَقُوْلُ نَعَمْ فَيُقَرِّرُهُ ثُمَّ يَقُوْلُ اِنِّىْ سَتَرْتُ عَلَيْكَ فِى الدُّنْيَا فَاَنَا اَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ .

২০. এখানে দুই মুনাফিক সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে। এরূপ ধারণা পোষণ জায়েয। কারো পক্ষ থেকে কারো দীন, ঈমান ও অন্য কোনরূপ ক্ষতির আশংকা থাকলে ক্ষতিকর ব্যক্তি সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য এরূপ কথা বলা বৈধ।

৫৬৩৫. সাফওয়ান ইবনে মুহরিয (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি ইবনে উমার (রা)-কে জিজ্ঞেস করলো, (কিয়ামতের দিন আল্লাহ ও ঈমানদার বান্দাহর মধ্যকার) গোপন আলোচনা সম্পর্কে আল্লাহ্র রসূল (স)-কে আপনি কিরূপ বলতে শুনেছেন ? তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যকার কেউ তার রবের এতটা নিকটবর্তী হবে যে, তার রব তাঁর হাত সেই বান্দার উপর রেখে বলবেন ঃ তুমি (দুনিয়ায়) অমুক অমুক কাজ করেছিলে ? সে বলবে, হাঁ। তিনি আবার বলবেন ঃ তুমি কি অমুক অমুক কাজ করেছিলে? সে বলবে, হাঁ। এভাবে তার থেকে স্বীকারোক্তি নিয়ে বলবেন ঃ আমি দুনিয়ায় তোমার গুনাহ গোপন করে রেখেছিলাম। আজ আমি তোমার সেই গুনাহ মাফ করে দিচ্ছি।

৬১-অনুচ্ছেদ ঃ গর্ব ও অহমিকা। মুজাহিদ (র) বলেন, ঘাড় বাঁকিয়ে বিতণ্ডাকারী, স্বীয় অন্তরে হিংসা পোষণকারী, ইতফুহূ অর্থ রাকাবাতুহূ (তার ঘাড়)।

٥٦٣٦- عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهَبٍ الْخُزَاعِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِاَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَاعِفٍ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لاَبَرَّهُ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِاَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ وَحَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كَانَتِ الْاَمَةُ مِنْ اِمَاءِ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ لَتَاْخُذُ بِيَدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَتَنْطَلِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ .

৫৬৩৬. হারিসা ইবনে ওয়াহাব আল খুযায়ী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতিদের পরিচয় জানিয়ে দিব না ? তারা অখ্যাত, দুর্বল, কোমল ও বিনয়ী স্বভাবের লোক।[২১] তারা যদি কোন বিষয়ে আল্লাহ্র শপথ করে তবে আল্লাহ্ তা অবশ্যই পূরণ করেন। আর আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামীদের পরিচয় জানাব না ? তারা বদমেজাজী, কঠোর, নিষ্ঠুর স্বভাবের, দাম্ভিক ও অহংকারী। অপর এক সনদে আনাস ইবনে মালেক (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ মদীনায় একজন ক্রীতদাসী ছিল। সে রসূলুল্লাহ (স)-এর হাত ধরে তাঁকে যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যেত। [রসূলুল্লাহ (স)-ও এমন বিনয়ী ও কোমল স্বভাবের ছিলেন যে, তিনি তার সাথে চলে যেতেন এবং তার প্রয়োজনীয় কাজ করে দিতেন। অথচ তখন তিনি রাষ্ট্রপ্রধানও ছিলেন]।

৬২-অনুচ্ছেদ ঃ কারো সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা। রসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী ঃ কোন মুসলমানের পক্ষে তার মুসলমান ভাইকে তিন দিনের অধিক সময়ের জন্য বর্জন করা (সালাম-কালাম বন্ধ রাখা) জায়েয নয়।

٥٦٣٧- عَنْ عَائِشَةَ حُدِّثَتْ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ فِىْ بَيْعٍ اَوْ عَطَاءٍ اَعْطَتْهُ عَائِشَةُ وَاللّٰهِ لَتَنْتَهِيَنَّ عَائِشَةُ اَوْ لَاَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا فَقَالَتْ اَهُوَ قَالَ هٰذَا قَالُوْا نَعَمْ قَالَتْ هُوَ لِلّٰهِ عَلَىَّ نَذْرٌ اَنْ لاَّ اُكَلِّمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ اَبَدًا فَاسْتَشْفَعَ ابْنُ الزُّبَيْرِ اِلَيْهَا

---

২১. 'যঈফ' শব্দের আসল অর্থ দুর্বল। তবে তরজমায় গৃহীত অর্থ ছাড়াও অবস্থা ও বৈষয়িক দিক দিয়ে 'দুর্বল' অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হতে পারে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানের অবস্থা অনুরূপ ছিল। তাই মানুষ তাদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো। কিন্তু তারপরও নীতিতে তাঁরা অতি কঠোর, আপোষহীন।

وَحِيْنَ طَالَتِ الْهِجْرَةُ فَقَالَتْ لاَ وَاللّٰهِ لاَأُشَفِّعُ فِيْهِ اَبَدًا وَّلاَ اَتَحَنَّثُ اِلٰى نَذْرِىْ فَلَمَّا طَالَ ذٰلِكَ عَلٰى ابْنِ الزُّبَيْرِ كَلَّمَ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْاَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوْثَ وَهُمَا مِنْ بَنِىْ زُهْرَةَ وَقَالَ لَهُمَا اَنْشُدُكُمَا بِاللّٰهِ لَمَّا اَدْخَلْتُمَانِىْ عَلٰى عَائِشَةَ فَاِنَّهَا لاَ يَحِلُّ لَهَا اَنْ تَنْذِرَ قَطِيْعَتِىْ وَاَقْبَلَ بِهِ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ مُشْتَمِلَيْنِ بِاَرْدِيَتِهِمَا حَتّٰى اسْتَاذَنَا عَلٰى عَائِشَةَ فَقَالاَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكِ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَنَدْخُلُ قَالَتْ عَائِشَةُ اُدْخُلُوْا قَالُوْا كُلُّنَا قَالَتْ نَعَمْ اُدْخُلُوْا كُلُّكُمْ وَلاَ تَعْلَمُ اَنَّ مَعَهُمَا ابْنَ الزُّبَيْرِ فَلَمَّا دَخَلُوْا دَخَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْحِجَابَ فَاعْتَنَقَ عَائِشَةَ وَطَفِقَ يُنَاشِدُهَا وَيَبْكِىْ وَطَفِقَ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ يُنَاشِدَانِهَا اِلاَّ مَا كَلَّمَتْهُ وَقَبِلَتْ مِنْهُ وَيَقُوْلاَنِ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَمَّا قَدْ عَلِمْتِ مِنَ الْهِجْرَةِ فَاِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلٰثِ لَيَالٍ فَلَمَّا اَكْثَرُوْا عَلٰى عَائِشَةَ مِنَ التَّذْكِرَةِ وَالتَّحْرِيْجِ طَفِقَتْ تُذَكِّرُهُمَا (نَذْرَهَا) وَتَبْكِىْ وَتَقُوْلُ اِنِّىْ نَذَرْتُ وَالنَّذْرُ شَدِيْدٌ فَلَمْ يَزَالاَ بِهَا حَتّٰى كَلَّمَتِ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَاَعْتَقَتْ فِىْ نَذْرِهَا ذٰلِكَ اَرْبَعِيْنَ رَقَبَةً وَّكَانَتْ تَذْكُرُ نَذْرَهَا بَعْدَ ذٰلِكَ فَتَبْكِىْ حَتّٰى تَبُلَّ دُمُوْعُهَا خِمَارَهَا.

৫৬৩৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন যে, তাঁর কোন একটি জিনিস বিক্রয় বা দান করার ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম ! হয় আয়েশা (রা) এ কাজ থেকে বিরত থাকবেন, নয়তো আমি তাকে সম্পদ দানের অযোগ্য বলে ঘোষণা করবো। আয়েশা (রা) জিজ্ঞেস করলেন, সত্যই কি সে এ ধরনের কথা বলেছে ? লোকেরা বললো, হাঁ। আয়েশা (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র নামে শপথ করছি যে, আমি ইবনে যুবাইরের সাথে কখনো কথা বলবো না। এ বিচ্ছেদ কাল দীর্ঘায়িত হলে ইবনে যুবাইর (রা) আয়েশা (রা)-এর নিকট মধ্যস্থতাকারী পাঠান। কিন্তু আয়েশা (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম ! আমি কখনো কারো সুপারিশ গ্রহণ করবো না এবং আমি আমার শপথ ভংগ করবো না ব্যাপারটি ইবনে যুবাইর (রা)-এর জন্য দীর্ঘায়িত হলে তিনি মিসওয়ার ইবনে মাখরামা ও আবদুর রহমান ইবনে আসওয়াদ ইবনে আবদে ইয়াগূসের সাথে কথা বললেন। তারা দু'জন বনী যোহরার লোক ছিলেন। ইবনে যুবাইর তাদেরকে বললেন, তোমাদের দু'জনকে আল্লাহ্‌র দোহাই দিচ্ছি, আমাকে তোমরা আয়েশা (রা)-এর সামনে পৌঁছিয়ে দাও। কেননা, আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার মানত মানা তাঁর জন্য জায়েয হয়নি। অতএব মিসওয়ার ও আবদুর রহমান (র) চাদর গায়ে জড়িয়ে ইবনে যুবাইর (রা)-কে সাথে নিয়ে চললেন। শেষ পর্যন্ত দু'জনে আয়েশা (রা)-এর কাছে প্রবেশের

অনুমতি চাইলেন। দু'জনই বললেন, আস্সালামু আলাইকে ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহ ! আমরা কি ভেতরে আসতে পারি ? তিনি বললেন, হাঁ, আস। তাঁরা বললেন, আমরা সবাই কি ভেতরে আসতে পারি ? আয়েশা বললেন, হাঁ, সবাই আস। আয়েশা (রা) জানতেন না যে, তাদের সাথে ইবনে যুবাইর (রা)-ও আছেন। সবাই ভেতরে প্রবেশ করলে ইবনে যুবাইর (রা) পর্দার ভেতরে গিয়ে আয়েশা (রা)-কে জড়িয়ে ধরে আল্লাহ্র দোহাই দিতে লাগলেন এবং কাঁদতে শুরু করলেন। মিসওয়ার ও আবদুর রমহানও তাঁকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে ইবনে যুবাইর (রা)-এর সাথে কথা বলতে তার ওজর ও অনুশোচনা গ্রহণ করতে বললেন। তাঁরা দু'জন [আয়েশা (রা)-কে] বললেন, আপনি তো জানেন, নবী (স) সালাম-কালাম ও দেখা-সাক্ষাত বন্ধ করে দিতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ কোন মুসলমানের জন্য তার মুসলমান ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশী দেখা-সাক্ষাত ও সালাম-কালাম বন্ধ রাখা জায়েয নয়। তাঁরা দু'জন যখন এভাবে আয়েশা (রা)-কে বুঝালেন এবং বারবার এর ক্ষতিকর দিক স্মরণ করিয়ে দিলেন তখন তিনিও কান্নাজড়িত কণ্ঠে তাঁদের দু'জনকে বললেন, আমি (কথা না বলার) মানত ও শপথ করে ফেলেছি এবং মানত অনেক কঠিন ব্যাপার। কিন্তু তাঁরা দু'জন বরাবর তাঁকে বুঝাতে থাকেন, যতক্ষণ না তিনি ইবনে যুবাইরের সাথে কথা বলেন। অতপর আয়েশা (রা) তাঁর কসমের কাফ্ফারা হিসেবে চল্লিশজন গোলাম আযাদ করেন। এরপর যখনই এ মানতের কথা তাঁর স্মরণ হতো তখনই তিনি কাঁদতেন, এমনকি তাঁর চোখের পানিতে তাঁর ওড়না ভিজে যেত।

٥٦٣٨- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَبَاغَضُوْا وَلاَ تَحَاسَدُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلٰثِ لَيَالٍ .

৫৬৩৮. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তোমরা পরস্পরকে ঘৃণা করো না, হিংসা করো না, অসাক্ষাতে কারো নিন্দাবাদ করো না (একে অপরের সাথে শত্রুতা পোষণ করো না)। আল্লাহ্র বান্দাগণ ! সকলে ভাই ভাই হয়ে যাও। একজন মুসলমানের জন্য তাঁর ভাইকে তিন রাতের বেশী (বিরাগবশত) পরিত্যাগ করা বৈধ নয়।

٥٦٣٩- عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَيَحِلُّ لِرَجُلٍ اَنْ يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلٰثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هٰذَا وَيُعْرِضُ هٰذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِىْ يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ .

৫৬৩৯. আবু আইউব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ কোন লোকের জন্য তার ভাইকে (মুসলমান) এভাবে পরিত্যাগ করা (কথাবার্তা না বলা) বৈধ নয় যে, উভয়ের সাক্ষাত হলে একে অপরের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। তাদের দু'জনের মধ্যে উত্তম সেই যে সালাম দ্বারা (কথাবার্তা) সূচনা করে।

৬৩-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র নাফরমানের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ জায়েয। কাব ইবনে মালেক (রা) বলেন যে, তিনি (তাবুক যুদ্ধে) নবী (স)-এর সাথে অংশগ্রহণ না করে মদীনায় থেকে গেলেন। নবী (স) ফিরে এসে সকল মুসলমানকে আমাদের সাথে কথা বলতে নিষেধ করলেন। কাব (রা) পঞ্চাশ রাতের কথা উল্লেখ করেছেন।

٥٦٤٠- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ لَاَعْرِفُ غَضَبَكِ وَرِضَاكِ قَالَتْ قُلْتُ وَكَيْفَ تَعْرِفُ ذَاكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِنَّكِ اِذَا كُنْتِ رَاضِيَةً قُلْتِ بَلٰى وَرَبِّ مُحَمَّدٍ وَاِذَا كُنْتِ سَاخِطَةً قُلْتِ لَا وَرَبِّ اِبْرَاهِيْمَ قَالَتْ قُلْتُ اَجَلْ لَسْتُ اُهَاجِرُ اِلَّا اسْمَكَ .

৫৬৪০. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ আমি তোমার ক্রোধ ও সন্তুষ্টি বুঝতে পারি। আয়েশা (রা) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! তা কিভাবে বুঝতে পারেন ? নবী (স) বললেন ঃ যখন তুমি সন্তুষ্ট থাক তখন বল, "বালা, ওয়া রব্বি মুহাম্মাদিন"—হ্যাঁ, মুহাম্মাদ (স)-এর রবের শপথ ! আর যখন তুমি অসন্তুষ্ট হও তখন বল ঃ লা ওয়া রব্বি ইবরাহীমা—না, ইবরাহীম (আ)-এর রবের কসম ! আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম ঃ জ্বি হাঁ, আমি কেবল আপনার নামটি বাদ দেই।[২২]

৬৪-অনুচ্ছেদ ঃ বন্ধুর সাথে কি সাক্ষাত করবে প্রতিদিন না সকালে ও সন্ধ্যায় ?

٥٦٤١- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ لَمْ اَعْقِلْ اَبَوَىَّ اِلَّا وَهُمَا يَدِيْنَانِ الدِّيْنَ وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْهِمَا يَوْمٌ اِلَّا يَاتِيْنَا فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَرَفَىِ النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً فَبَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوْسٌ فِىْ بَيْتِ اَبِىْ بَكْرٍ فِىْ نَحْرِ الظَّهِيْرَةِ قَالَ قَائِلٌ هٰذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَاتِيْنَا فِيْهَا قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ مَا جَاءَ بِهٖ فِىْ هٰذِهِ السَّاعَةِ اِلَّا اَمْرٌ قَالَ اِنِّىْ قَدْ اُذِنَ لِىْ بِالْخُرُوْجِ .

৫৬৪১. নবী (স)-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বুদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার পর থেকেই আমার পিতা-মাতাকে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন অনুসরণ করতে দেখিনি এবং তাঁদের এমন কোনদিন অতিক্রান্ত হতো না যেদিন রসূলুল্লাহ (স) সকাল-সন্ধ্যায় তাদের কাছে আসতেন না। একদিন ঠিক দুপুর বেলা যখন আমরা আবু বাক্‌রের ঘরে বসাছিলাম তখন একজন বলে উঠলো ঃ এই তো রসূলুল্লাহ (স) আসছেন। অথচ এ সময় কখনো তিনি আমাদের বাড়ীতে আসতেন না। আবু বাক্‌র (রা) বললেন ঃ এমন অসময়ে তিনি নিশ্চয়ই কোন প্রয়োজন ছাড়া আসেননি। নবী (স) এসে বললেন ঃ আমাকে হিজরতের অনুমতি দেয়া হয়েছে।

২২. এখানে রসূল (স)-এর ওপর নারাজি ও অসন্তুষ্টির কথা বলা হয়নি। কারণ, তা গুনাহ। এখানে মান-অভিমানের কথা বলা হয়েছে এবং মান-অভিমান স্বামী-স্ত্রীর গভীর প্রেমেরই প্রতীক। অভিমান ভাঙ্গার পর স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা আগের তুলনায় আরো বৃদ্ধি পায়। এ জাতীয় মান-অভিমান রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে হযরত আয়েশা (রা)-এরও হতো।

৬৫-অনুচ্ছেদ ঃ দেখা-সাক্ষাত করা। কারো সাথে সাক্ষাত করতে গিয়ে তাদের সাথে আহার কর। সালমান ফারসী (রা) নবী (স)-এর আমলে আবু দাররা (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করতে যান এবং তার সাথে খাবার গ্রহণ করেন।

٥٦٤٢ـ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ زَارَ اَهْلَ بَيْتٍ فِى الْاَنْصَارِ فَطَعِمَ عِنْدَهُمْ طَعَامًا فَلَمَّا اَرَادَ اَنْ يَّخْرُجَ اَمَرَ بِمَكَانٍ مِنَ الْبَيْتِ فَنُضِحَ لَهُ عَلٰى بِسَاطٍ فَصَلّٰى عَلَيْهِ وَدَعَا لَهُمْ .

৫৬৪২. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) এক আনসারী সাহাবীর বাড়ীতে বেড়াতে গেলেন। তাঁদের সাথে তিনি খাবারও গ্রহণ করলেন। পরে যখন তিনি সেখান থেকে চলে আসতে মনস্থ করলেন তখন নামাযের জন্য ঘরের এক জায়গায় বিছানা পাততে বললেন। সুতরাং তাঁর জন্য একটি চাটাই বিছিয়ে দেয়া হলো। নবী (স) তার উপর নামায পড়লেন এবং তাদের জন্য দোয়া করলেন।

৬৬-অনুচ্ছেদ ঃ প্রতিনিধিদলের সাথে সাক্ষাতের জন্য সাজসজ্জা করা।

٥٦٤٣ـ عَنْ يَحْىٰ بْنِ اِسْحَاقَ قَالَ قَالَ لِىْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ مَا الْاِسْتَبْرَقُ قُلْتُ مَا غَلُظَ مِنَ الدِّيْبَاجِ وَخَشُنَ مِنْهُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ يَقُوْلُ رَاٰى عُمَرُ عَلٰى رَجُلٍ حُلَّةً مِّنْ اِسْتَبْرَقٍ فَاَتٰى بِهَا النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اشْتَرِ هٰذِهِ فَالْبَسْهَا لِوَفْدِ النَّاسِ اِذَا قَدِمُوْا عَلَيْكَ فَقَالَ اِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيْرَ مَنْ لَاَّ خَلَاقَ لَهُ فَمَضٰى فِىْ ذٰلِكَ مَا مَضٰى ثُمَّ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ بَعَثَ اِلَيْهِ بِحُلَّةٍ فَاَتٰى بِهَا النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ بَعَثْتَ اِلَىَّ بِهٰذَا وَقَدْ قُلْتَ فِىْ مِثْلِهَا مَا قُلْتَ قَالَ اِنَّمَا بَعَثْتُ اِلَيْكَ لِتُصِيْبَ بِهَا مَالًا فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ الْعَلَمَ فِى الثَّوْبِ لِهٰذَا الْحَدِيْثِ .

৫৬৪৩. ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমাকে সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (র) জিজ্ঞেস করলেন, 'ইসতাবরাক কি ? আমি বললাম, মোটা খসখসে কারুকার্য খচিত (সুন্দর) রেশমী বস্ত্র। তিনি বললেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) -কে বলতে শুনেছি যে, উমার (রা) এক ব্যক্তির কাছে 'ইসতাবরাক'-এর 'হুল্লা' (চাদর ও লুঙ্গি) বা ইযার দেখলেন। তিনি সেটা নবী (স)-এর কাছে এনে বললেন, হে আল্লাহ্র রসূল! আপনি এ কাপড় খরিদ করে নিন। যখন জনগণের কোন প্রতিনিধিদল আসবে তখন আপনি তা পরিধান করবেন। নবী (স) বললেন ঃ রেশমী কাপড় সে লোকই পরিধান করে (আখেরাতে) যার কোন অংশ নেই। এ ঘটনার কিছুদিন পর নবী (স) উমার (রা)-এর জন্য এক জোড়া 'হুল্লা' পাঠালে তিনি তা নিয়ে নবী (স)-এর দেখমতে হাযির হয়ে বললেন ঃ আপনি এটি আমার জন্য পাঠিয়েছেন। অথচ আপনি নিজেই এ জাতীয় কাপড় ব্যবহার সম্পর্কে যা বলার বলেছেন। নবী (স) বললেন ঃ আমি তোমার কাছে এটি এজন্য

পাঠিয়েছি যে, তুমি এর বিনিময়ে অর্থ সংগ্রহ করবে। ইবনে উমার (রা) এ হাদীসের কারণেই পরিধেয় বস্ত্রে নকশা বা কারুকার্য অপসন্দ করতেন।

৬৭-অনুচ্ছেদ ঃ ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ও ভ্রাতৃ চুক্তি সম্পাদন। আবু জুহাইফা বলেন, নবী (স) সালমান ফারসী (রা) ও আবু দারদা (রা)-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করেন। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) বলেন, আমরা যখন (হিজরত করে) মদীনা আসলাম তখন নবী (স) আমার ও সাদ ইবনুর রাবী (রা)-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করেন।

٥٦٤٤- عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ فَاٰخَى النَّبِىُّ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ .

৫৬৪৪. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) হিজরত করে আমাদের কাছে আসলে নবী (স) তাঁর ও সাদ ইবনুর রবী (রা)-এর মধ্যে ভ্রাত্ত্বের বন্ধন[২৩] স্থাপন করে দেন। অতপর তিনি বিবাহ করলে নবী (স) তাকে বলেন ঃ একটি বকরী দিয়ে হলেও ওয়ালীমা কর।

٥٦٤٥- عَنْ عَاصِمٍ قَالَ قُلْتُ لِاَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَبَلَغَكَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَ حِلْفَ فِى الْاِسْلاَمِ فَقَالَ قَدْ حَالَفَ النَّبِىُّ ﷺ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْاَنْصَارِ فِىْ دَارِىْ .

৫৬৪৫. আসেম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি জানেন যে, ইসলামে চুক্তিভিত্তিক বন্ধন (হিল্‌ফ) নেই বলে নবী (স) বলেছেন। তখন তিনি বললেন, নবী (স) আমার ঘরে কুরাইশ ও আনসারদের উভয় দলকে চুক্তিভিত্তিক বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন।

৬৮-অনুচ্ছেদ ঃ মুচকি হাসি ও সাধারণ হাসি। ফাতিমা (রা) বলেন, নবী (স) আমাকে চুপে চুপে (একটি কথা) বললে আমি হাসলাম। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ তাআলাই হাসান ও কাঁদান।

٥٦٤٦- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِىَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَتَّ طَلاَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَجَاءَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَهَا اٰخِرَ ثَلٰثِ تَطْلِيْقَاتٍ فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَاِنَّهُ وَاللّٰهِ مَا مَعَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِلاَّ مِثْلُ هٰذِهِ الْهُدْبَةِ لِهُدْبَةٍ اَخَذَتْهَا مِنْ جِلْبَابِهَا قَالَ وَاَبُوْ بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ وَابْنُ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ بِبَابِ

২৩. হিজরতের পর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে নবী করীম (স) ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করে দিয়েছিলেন। মদীনাবাসী একেকজন আনসার মক্কার একেকজন মুহাজিরকে আপন ভাই হিসেবে বরণ করে নেন। তাঁদেরকে আপন স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির অংশ দান করেন। দীনী ভাইদের পরস্পরের এমন ভালোবাসা এবং মুহাজির সমস্যার এমন সমাধানের নযীর দুনিয়ায় আর নেই।

الْحُجْرَةِ لِيُؤْذَنَ لَهُ فَطَفِقَ خَالِدٌ يُنَادِي اَبَا بَكْرٍ يَا اَبَا بَكْرٍ اَلاَ تَزْجُرُ هٰذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَمَا يَزِيْدُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى التَّبَسُّمِ ثُمَّ قَالَ لَعَلَّكِ تُرِيْدِيْنَ اَنْ تَرْجِعِيْ اِلٰى رِفَاعَةَ لاَ حَتّٰى تَذُوْقِيْ عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوْقَ عُسَيْلَتَكِ .

৫৬৪৬. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রিফাআ আল-কুরাযী (রা) তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিলে আবদুর রহমান ইবনুয যুবাইর (রা) তাকে বিয়ে করলেন। একদা সেই মহিলা নবী (স)-এর দরবারে হাযির হয়ে আরয করলো, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমি প্রথমে রিফাআর স্ত্রী ছিলাম। সে আমাকে তিন তালাক দিলে আবদুর রহমান ইবনুয যুবাইর আমাকে বিয়ে করে। হে আল্লাহ্‌র রসূল, আল্লাহ্‌র কসম ! তার কাছে কাপড়ের এরূপ পুটলি ছাড়া আর কিছু নেই। সে তার মাথা ঢাকা জিলবাব (বড় চাদর)-এর প্রান্ত পেঁচিয়ে পুটলি করে দেখালো। বর্ণনাকারীর বর্ণনা, তখন আবু বাক্‌র (রা) নবী (স)-এর নিকট বসা ছিলেন। আর খালিদ ইবনে সায়ীদ ইবনে আস (রা) অনুমতি লাভের অপেক্ষায় হুজরার দরজার কাছে বসা ছিলেন। খালিদ (রা) আবু বাক্‌র (রা)-কে ডেকে বলেন, হে আবু বাক্‌র ! এ মহিলা রসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে খোলাখুলি যেসব কথা বলছে সে জন্য আপনি তাকে ধমক দেন না কেন ? (তার কথা শুনে) রসূলুল্লাহ্ (স) কেবল মুচকি হাসি দেন। পরে তিনি মহিলাকে বললেন ঃ সম্ভবত তুমি আবার রিফায়ার কাছে ফিরে যেতে যাচ্ছ। কিন্তু তা সম্ভব নয়, যতক্ষণ না তুমি তার থেকে এবং সে তোমার থেকে মিলনসুখ ভোগ করবে।

٥٦٤٧- عَنْ سَعْدٍ قَالَ اسْتَاْذَنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعِنْدَهُ نِسْوَةٌ مِّنْ قُرَيْشٍ يَّسْاَلْنَهُ وَيَسْتَكْثِرْنَهُ عَالِيَةٌ اَصْوَاتُهُنَّ عَلٰى صَوْتِهِ فَلَمَّا اسْتَاْذَنَ عُمَرُ تَبَادَرْنَ الْحِجَابَ فَاَذِنَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَدَخَلَ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَضْحَكُ فَقَالَ اَضْحَكَ اللّٰهُ سِنَّكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِاَبِيْ اَنْتَ وَاُمِّيْ فَقَالَ عَجِبْتُ مِنْ هٰؤُلاَءِ اللاَّتِيْ كُنَّ عِنْدِيْ لَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ تَبَادَرْنَ الْحِجَابَ فَقَالَ اَنْتَ اَحَقُّ اَنْ يَّهَبْنَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْهِنَّ فَقَالَ يَا عَدُوَّاتِ اَنْفُسِهِنَّ اَتَهَبْنَنِيْ وَلَمْ تَهَبْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْنَ اِنَّكَ اَفَظُّ وَاَغْلَظُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِيْهٍ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا اِلاَّ سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ .

৫৬৪৭. সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) রসূলুল্লাহ্ (স)-এর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তখন তাঁর কাছে কতিপয় কুরাইশ মহিলা উপস্থিত ছিল। তারা কোন বিষয়ে নবী (স)-এর কাছে দাবি করছিল এবং অধিক পরিমাণে দাবি করছিল। তাদের কণ্ঠস্বর নবী (স)-এর কণ্ঠস্বরকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু উমার (রা)

যখন (ভেতরে প্রবেশের) অনুমতি চাইলেন, তখন তারা তাড়াতাড়ি পর্দার আড়ালে চলে গেল। নবী (স) তাঁকে অনুমতি দিলে তিনি ভেতরে প্রবেশ করে দেখলেন, নবী (স) হাসছেন। উমার (রা) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমার আব্বা-আম্মা আপনার জন্য কুরবান হোক ! আল্লাহ সর্বদা আপনাকে হাসি-খুশীই রাখুন (ব্যাপারটা কি)! নবী (স) বললেন ঃ আমি এসব মহিলার জন্য আশ্চর্য হচ্ছি। তারা আমার কাছে উপস্থিত ছিল কিন্তু তোমার কণ্ঠস্বর শুনে তাড়াতাড়ি পর্দার আড়ালে চলে গেল। উমার (রা) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! ভয়ের পাত্র হিসেবে আপনিই অধিক উপযুক্ত। পরে তিনি সেই মহিলাদের উদ্দেশ করে বললেন ঃ হে নিজ নিজ প্রাণের দুশমনেরা ! তোমরা আমাকে ভয় করছো, অথচ রসূলুল্লাহ (স)-কে ভয় করছো না ? মহিলারা জবাব দিল, আপনি রসূলুল্লাহ (স)-এর চেয়ে কঠোর ভাষী ও পাষাণ হৃদয়। রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ হে খাত্তাবের পুত্র ! সেই মহান সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন ! শয়তান কখনো পথিমধ্যে তোমার সাক্ষাত পেলে তুমি যে পথে চল, সে তার বিপরীত পথে চলে যায়।

٥٦٤٨ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا كَانَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِالطَّائِفِ قَالَ اِنَّا قَافِلُوْنَ غَدًا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَقَالَ نَاسُ مِّنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لاَ نَبْرَحُ اَوْ نَفْتَحُهَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ فَاغْدُوْا عَلَى الْقِتَالِ قَالَ فَغَدَوْا فَقَاتَلُوْهُمْ قِتَالاً شَدِيْدًا وَكَثُرَ فِيْهِمُ الْجِرَاحَاتُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّا قَافِلُوْنَ غَدًا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ قَالَ فَسَكَتُوْا فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

৫৬৪৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) তায়েফ অভিযান কালে বললেন ঃ আগামীকাল আমরা ফিরে যাব ইনশাআল্লাহ। রসূলুল্লাহ (স)-এর কিছু সংখ্যক সাহাবা বললেন, আমরা বিজয় লাভ না করে এখান থেকে যাব না। তখন নবী (স) বললেন ঃ তাহলে তোমরা আগামীকাল যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। তাই পরদিন তাঁরা ভীষণ যুদ্ধ করলেন এবং তাঁদের অনেকে আহত হলেন। রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ ইনশাআল্লাহ আগামীকাল আমরা ফিরে যাব। এবার সবাই চুপ করে থাকলে রসূলুল্লাহ (স) হেসে ফেললেন।

٥٦٤٩ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَتَى رَجُلُ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ هَلَكْتُ وَقَعْتُ عَلَى اَهْلِىْ فِىْ رَمَضَانَ فَقَالَ اَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ لَيْسَ لِىْ قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لاَ اَسْتَطِيْعُ قَالَ فَاَطْعِمْ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا قَالَ لاَ اَجِدُ فَاُتِىَ بِعَرَقٍ فِيْهِ تَمْرٌ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ الْعَرَقُ الْمِكْتَلُ فَقَالَ اَيْنَ السَّائِلُ تَصَدَّقْ بِهَا قَالَ عَلَى اَفْقَرَ مِنِّىْ وَاللّٰهِ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا اَهْلُ بَيْتٍ اَفْقَرُ مِنَّا فَضَحِكَ النَّبِىُّ ﷺ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَالَ فَاَنْتُمْ اِذًا .

৫৬৪৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (স)-এর কাছে এসে বললো, আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। আমি রমযানে দিনের বেলা আমার স্ত্রীর সাথে

সহবাস করেছি। নবী (স) বললেন ঃ একটি ক্রীতদাস মুক্ত করে দাও। লোকটি বললো, আমার সে সামর্থ নেই। নবী (স) বললেন ঃ তাহলে একাধারে দুই মাস রোযা রাখ। সে বললো, সে শক্তিও আমার নেই। নবী (স) বললেন ঃ তাহলে ষাটজন দরিদ্রকে খাবার খাওয়াও। লোকটি বললো, সেই সঙ্গতিও আমার নেই। অতপর বড় একটি ঝুড়িভর্তি খেজুর আনা হলো। ইবরাহীম (র) বলেন, 'আরক' হলো এক প্রকার মাপের পাত্র। তখন নবী (স) জিজ্ঞেস করলেন ঃ ঐ প্রশ্নকর্তা কোথায় ? এটি নিয়ে যাও এবং দান করে দাও। লোকটি জিজ্ঞেস করলো, আমার থেকেও বেশী অভাবী যে তাকে দিব ? আল্লাহ্র কসম ! মদীনার দুই শিলাময় প্রান্তরের মধ্যবর্তী স্থানে আমাদের চেয়ে অধিক গরীব কোন পরিবার নেই। তখন নবী (স) হেসে ফেললেন, এমনকি তাঁর মাড়ির সামনের দাঁত পর্যন্ত দৃশ্যমান হয়ে উঠলো। অতপর তিনি বললেন ঃ তাহলে তোমরাই এর হকদার।

٥٦٥٠- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ اَمْشِىْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِىٌّ غَلِيْظُ الْحَاشِيَةِ فَاَدْرَكَهُ اَعْرَابِىٌّ فَجَبَذَ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيْدَةً قَالَ اَنَسٌ فَنَظَرْتُ اِلٰى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِىِّ ﷺ وَقَدْ اَثَّرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مُرْ لِىْ مِنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِىْ عِنْدَكَ فَالْتَفَتَ اِلَيْهِ فَضَحِكَ ثُمَّ اَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ .

৫৬৫০. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে পথ চলছিলাম। তাঁর গায়ে ছিল মোটা পাড়বিশিষ্ট নাজরানী চাদর। এক বেদুঈন তার কাছে এসে তাঁর চাদরটি ধরে জোরে টান দিল। আনাস (রা) বর্ণনা করেন, আমি লক্ষ্য করলাম, সজোরে টানার কারণে নবী (স)-এর কাঁধের উপর চাদরের পাড়ের ছাপ পড়ে গেছে। বেদুঈন বললো, হে মুহাম্মাদ (স) আল্লাহ্র যেসব অর্থ-সম্পদ আপনার কাছে আছে, তা থেকে আমাকে কিছু দেয়ার আদেশ দিন। নবী (স) তার দিকে তাকিয়ে হাসলেন এবং তাকে কিছু দেয়ার নির্দেশ দিলেন।

٥٦٥١- عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ مَا حَجَبَنِى النَّبِىُّ ﷺ مُنْذُ اَسْلَمْتُ وَلاَ رَاٰنِى اِلاَّ تَبَسَّمَ فِىْ وَجْهِىْ وَلَقَدْ شَكَوْتُ اِلَيْهِ اَنِّىْ لاَ اَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِىْ صَدْرِىْ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا.

৫৬৫১. জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণের পর থেকে নবী (স) আমাকে কখনো তাঁর কাছে যেতে বাঁধা দেননি এবং যখনই তিনি আমাকে দেখেছেন মুচকি হেসেছেন। আমি তাঁর কাছে অভিযোগ করলাম যে, আমি ঘোড়ার পিঠে স্থির হয়ে বসে থাকতে পারি না। তখন নবী (স) আমার বুকের উপর সজোরে তাঁর হাত মেরে এই বলে দোয়া করলেন ঃ "আল্লাহ ! তাকে দৃঢ়পদ রাখ এবং তাকে হিদায়াতদানকারী ও হিদায়াতপ্রাপ্ত করো।"

٥٦٥٢- عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ اُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَسْتَحِيْ مِنَ الْحَقِّ هَلْ عَلَى الْمَرْاَةِ غُسْلُ اِذَا احْتَلَمَتْ قَالَ نَعَمْ اِذَا رَاَتِ الْمَاءَ فَضَحِكَتْ اُمُّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ اَتَحْتَلِمُ الْمَرْاَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَبِمَ شَبَهُ الْوَلَدِ .

৫৬৫২. উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। উম্মে সুলাইম (রা) বললেন, হে আল্লাহ্র রসূল ! আল্লাহ তাআলা হক কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না। মেয়েদের স্বপ্নদোষ হলে কি তাদেরকে গোসল করতে হবে ? তিনি বললেন ঃ হাঁ। যদি পানি (তরল কিছু) দেখে। তখন উম্মে সালামা (রা) হেসে ফেললেন এবং বললেন ঃ মেয়েদেরও কি স্বপ্নদোষ হয় ? নবী (স) বললেন ঃ তা না হলে সন্তান কেন মায়ের মত হয় ?

٥٦٥٣- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مُسْتَجْمِعًا قَطُّ ضَاحِكًا حَتّٰى اُرٰى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ اِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ .

৫৬৫৩. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-কে কখনো সব দাঁত বের করে এমনভাবে হাসতে দেখিনি যে, তাঁর মুখ গহ্বর বা কণ্ঠ তালু পর্যন্ত দেখা যায়, বরং তিনি কেবল মুচকি হাসতেন।

٥٦٥٤- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَجُلاً جَاءَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ يَخْطُبُ بِالْمَدِيْنَةِ فَقَالَ قُحِطَ الْمَطَرُ فَسْتَسْقِ رَبَّكَ فَنَظَرَ اِلَى السَّمَاءِ وَمَا نَرٰى مِنْ سَحَابٍ فَاسْتَسْقٰى فَنَشَا السَّحَابُ بَعْضُهُ اِلٰى بَعْضٍ ثُمَّ مُطِرُوْا حَتّٰى سَالَتْ مَثَاعِبُ الْمَدِيْنَةِ فَمَا زَالَتْ اِلَى الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ مَا تُقْلِعُ ثُمَّ قَامَ ذٰلِكَ الرَّجُلُ اَوْ غَيْرُهُ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ غَرِقْنَا فَادْعُ رَبَّكَ يَحْبِسْهَا عَنَّا فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلٰثًا فَجَعَلَ السَّحَابُ يَتَصَدَّعُ عَنِ الْمَدِيْنَةِ يَمِيْنًا وَّشِمَالاً يُّمْطَرُ مَاحَوَالَيْنَا وَلاَ يُمْطَرُ مِنْهَا شَيْءٌ يُّرِيْهِمُ اللّٰهُ كَرَامَةَ نَبِيِّهِ ﷺ وَاِجَابَةَ دَعْوَتِهِ .

৫৬৫৪. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি জুমআর দিন মদীনায় নবী (স)-এর নিকট হাজির হলো। তখন তিনি (জুমআর) খোতবা দিচ্ছিলেন। লোকটি বললো, বৃষ্টি চলছে, এ জন্য আল্লাহর কাছে বৃষ্টি চেয়ে দোয়া করুন। নবী (স) আসমানের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। তখন আমরা আকাশে কোন মেঘ দেখি নাই। নবী (স) বৃষ্টির জন্য দোয়া করলেন। সাথে সাথে মেঘ দানা বাঁধতে থাকলো এবং খণ্ড খণ্ড মেঘ এসে জমা হলো। তারপর বৃষ্টি হতে লাগলো, এমনকি মদীনার নালাগুলো পর্যন্ত প্রবাহিত হতে থাকলো। বৃষ্টি একাধারে পরবর্তী জুমআ পর্যন্ত হতে থাকলো। তখন পুনরায় সেই ব্যক্তি কিংবা আরেকজন লোক উঠে

দাঁড়ালো। নবী (স) তখন (জুমআর) খোতবা দিচ্ছিলেন। সে বললো, আমরা তো ডুবে গেলাম। আপনি আপনার রবের কাছে দোয়া করুন তিনি যেন বৃষ্টি বন্ধ করে দেন। নবী (স) হেসে ফেললেন। তিনি দোয়া করলেন ঃ "হে আল্লাহ্ ! আমাদের আশেপাশের এলাকায় বৃষ্টি বর্ষণ করো, আমাদের ওপর বর্ষণ করো না।" দু'বার কিংবা তিনবার তিনি একথা বললেন। তখন মেঘমালা খণ্ড খণ্ড হয়ে মদীনা হতে ডানে-বায়ে সরে যেতে লাগলো এবং আমাদের আশপাশে বর্ষণ থেকে থাকলো। কিন্তু মদীনায় এক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়লো না। আল্লাহ্ তাআলা মদীনাবাসীকে তাঁর নবীর কারামত ও তাঁর দোয়া কবুল হওয়া দেখালেন।

৬৯-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তাআলার বাণী ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ٥(التوبة : ١١٩)

"হে ঈমানদারগণ ! আল্লাহ্কে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও"-(সূরা আত-তাওবা ঃ ১১৯) এবং মিথ্যা বলা নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে।

٥٦٥٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِىْ اِلَى الْبِرِّ وَاِنَّ الْبِرَّ يَهْدِىْ اِلَى الْجَنَّةِ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتّٰى يَكُوْنَ صِدِّيْقًا وَاِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِىْ اِلَى الْفُجُوْرِ وَاِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِىْ اِلَى النَّارِ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتّٰى يُكْتَبَ (يَكُوْنَ) عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا.

৫৬৫৫. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, নিশ্চয় সত্যবাদিতা মানুষকে নেকীর পথ দেখায় এবং নেকী জান্নাতের দিকে চালিত করে। আর মানুষ সত্য বলতে বলতে শেষ পর্যন্ত সিদ্দীক (পরম সত্যবাদী) হয়ে যায়। আর মিথ্যা (মানুষকে) পাপ কার্যের পথ দেখায় এবং পাপকার্য জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। মানুষ মিথ্যা বলতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত আল্লাহর নিকট জঘন্য মিথ্যাবাদী হিসেবে তার নাম লিপিবদ্ধ হয়ে যায়।

٥٦٥٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلٰثٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ .

৫৬৫৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, মুনাফিকের আলামত তিনটি ঃ যখন সে কথা বলে, মিথ্যা বলে ; ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে এবং তার নিকট আমানত রাখা হলে খেয়ানত করে।

٥٦٥٧- عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ رَاَيْتُ رَجُلَيْنِ اَتَيَانِىْ قَالاَ الَّذِىْ رَاَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ يَكْذِبُ بِالْكَذِبَةِ تُحْمَلُ عَنْهُ حَتّٰى تَبْلُغَ الْاٰفَاقَ فَيُصْنَعُ بِهٖ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

৫৬৫৭. সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ আমি (স্বপ্নে) দেখলাম, দু'জন লোক আমার নিকট এসে বললো ঃ আপনি (মিরাজের রাতে) যে লোকটিকে দেখেছিলেন যে, তার গাল চিরে ফেলা হচ্ছে সে ছিল জঘন্য মিথ্যাবাদী। সে এমনভাবে মিথ্যা রটাতো যে, দুনিয়ার কোণে কোণে তা ছড়িয়ে যেত। তাই কিয়ামত পর্যন্ত তার অনুরূপ শাস্তি হতে থাকবে।

৭০-অনুচ্ছেদ ঃ সত্য-সঠিক পথ।

٥٦٥٨- عَنْ حُذَيْفَةَ يَقُوْلُ اِنَّ اَشْبَهَ النَّاسِ دَلاًّ وَّسَمْتًا وَّهَدْيًا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِاِبْنُ اُمِّ عَبْدٍ مِّنْ حِيْنَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ اِلٰى اَنْ يَّرْجِعَ اِلَيْهِ لاَ نَدْرِىْ مَا يَصْنَعُ فِىْ اَهْلِهِ اِذَا خَلاَ .

৫৬৫৮. হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাড়ী থেকে বের হওয়া থেকে বাড়ীতে প্রবেশ করা পর্যন্ত চাল-চলন, রীতিনীতি ও অভ্যাসের দিক দিয়ে মানুষের মধ্যে রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে যার সর্বাধিক মিল রয়েছে, তিনি হলেন ইবনে উম্মে আব্‌দ অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)। তবে যখন তিনি পরিবারে একাকী থাকেন তখন কি করেন তা আমাদের জানা নেই।

٥٦٥٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اِنَّ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَاَحْسَنَ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ ﷺ.

৫৬৫৯. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, সর্বোত্তম কথা হলো আল্লাহ্‌র কিতাব এবং মুহাম্মদ (স)-এর পথনির্দেশনা হলো সর্বোত্তম পথনির্দেশনা।

৭১-অনুচ্ছেদ ঃ দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যধারণ করা। আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

"ধৈর্যশীলদেরকে অঢেল ও অপরিমিত পুরস্কার দেয়া হবে।"–(আয যুমার ঃ ১২)

٥٦٦٠- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ اَحَدٌ اَوْ لَيْسَ شَىْءٌ اَصْبَرَ عَلٰى اَذًى سَمِعَهُ مِنَ اللّٰهِ اِنَّهُمْ لَيَدْعُوْنَ لَهُ وَلَدًا وَّاِنَّهُ لَيُعَافِيْهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ .

৫৬৬০. আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, কষ্ট ও পীড়াদায়ক কথা শোনার পর আল্লাহ তাআলার চেয়ে অধিক ধৈর্যধারণকারী আর কেউ নেই। মানুষ তাঁর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করে কিন্তু তিনি তারপরও তাদেরকে উপেক্ষা করেন এবং রিযিক দান করেন।

٥٦٦١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَسَمَ النَّبِىُّ ﷺ قِسْمَةً كَبَعْضِ مَا كَانَ يَقْسِمُ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ وَاللّٰهِ اِنَّهَا لَقِسْمَةٌ مَّا اُرِيْدَ بِهَا وَجْهُ اللّٰهِ قُلْتُ اَمَّا اَنَا لاَقُوْلَنَّ لِلنَّبِىِّ ﷺ

فَاَتَيْتُهُ وَهُوَ فِىْ اَصْحَابِهِ فَسَارَرْتُهُ فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ وَغَضِبَ حَتّٰى وَدِدْتُ اَنِّىْ لَمْ اَكُنْ اَخْبَرْتُهُ ثُمَّ قَالَ قَدْ اُوْذِىَ مُوْسٰى بِاَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَصَبَرَ .

৫৬৬১. আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) (গনীমাতের মাল বা অন্যকিছু) যথারীতি বণ্টন করলেন। এক আনসারী মন্তব্য করলো, আল্লাহ্র কসম! এ ভাগ-বাটোয়ারায় আল্লাহ্র সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়নি। [আবদুল্লাহ (রা) বলেন], আমি বললাম, আমি নবী (স)-এর কাছে একথা অবশ্যই বলবো। সুতরাং আমি নবী (স) -এর কাছে গেলাম। তখন তিনি তাঁর সাহাবীদের সাথে বসা ছিলেন। আমি তাঁকে গোপনে কথাটি বললাম। তা নবী (স)-এর জন্যে অত্যন্ত পীড়াদায়ক বোধ হলো, তাঁর চেহারার রং বদলে গেল এবং তিনি রাগান্বিত হলেন, এমনকি আমি মনে করতে লাগলাম যে, আমি যদি তাঁকে কথাটা না বলতাম। অতপর তিনি বললেন ঃ মূসা (আ)-কে এর চেয়েও বেশী কষ্ট দেয়া হয়েছে কিন্তু তিনি সবর করেছেন।[২৪]

৭২-অনুচ্ছেদ ঃ সামনাসামনি কাউকে তিরস্কার বা ভর্ৎসনা না করা।

٥٦٦٢- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ شَيْئًا فَرَخَّصَ فِيْهِ فَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللّٰهَ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ اَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُوْنَ عَنِ الشَّيْئِ اَصْنَعُهُ فَوَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَعْلَمُهُمْ بِاللّٰهِ وَاَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً .

৫৬৬২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) একটা কিছু করলেন এবং লোকদেরকেও তা করার অনুমতি দিলেন। কিন্তু লোকেরা তা করা থেকে বিরত রইল। এ খবর নবী (স)-এর কাছে পৌঁছল। তিনি (লোকদের উদ্দেশে) কিছু বক্তব্য পেশ করলেন। বক্তৃতায় তিনি প্রথমে আল্লাহ্র প্রশংসা করলেন এবং তারপর বললেন ঃ লোকদের কি হয়েছে যে, এমন কাজ থেকে তারা বিরত থাকছে যা আমি করেছি? আল্লাহ্র কসম! আমি আল্লাহ্কে তাদের চেয়ে বেশী জানি এবং তাদের চেয়ে বেশী ভয়ও করি।[২৫]

---

২৪. মূসা (আ)-এর উম্মাতগণ তাঁর সাথে এর চেয়েও বেশী বেয়াদবি করেছে। কিন্তু তিনি সবর করেছেন। নবীগণ প্রতিটি কাজই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও নির্দেশের প্রতি লক্ষ্য রেখে করেন। কিন্তু কারো ব্যক্তিস্বার্থ সামান্যতম ক্ষুণ্ন হলেই সে অনুরূপ মন্তব্য করে বসে। এতে মনে কষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। রসূলুল্লাহ (স)-এরও অনুরূপ মনোকষ্ট হয়েছিল। কিন্তু তিনি ধৈর্যধারণ করেছিলেন।

২৫. লোকদের ধারণা ছিল—এ কাজটি না করাই বিধেয় এবং আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের বেশী উপযোগী। কিন্তু রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ কোন কিছু করা না করার ব্যাপারে আমার অনুসরণই হলো আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের একমাত্র উপায়।

রসূলুল্লাহ (স)-এর নিয়ম ছিল, কারো কোন কাজের সমালোচনা করতে হলে তিনি সাধারণভাবেই বিষয়টি উল্লেখ করতেন, ব্যক্তি বিশেষের নাম উল্লেখ করে বলতেন না। আসলে এভাবে ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করে না বলা সংশোধনের জন্য অধিকতর কার্যকর পন্থা। ব্যক্তি বিশেষের সমালোচনা না করে সাধারণভাবে তা উল্লেখ করলে বিশেষ লোকটি লজ্জা থেকে রক্ষা পায় এবং সে তার দোষ সংশোধনেরও সুযোগ পায়। অন্যরাও সাবধান হয়ে যায়। অবশ্য হারাম কাজের ক্ষেত্রে নবী (স) নির্দিষ্ট লোককে লক্ষ্য করে কথা বলতেন এবং তাকে সঠিক পথপ্রদর্শন করতেন।

٥٦٦٣- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اَشَدَّ حَيَاءً مِّنَ الْعَذْرَاءِ فِىْ خِدْرِهَا فَاِذَا رَاٰى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِىْ وَجْهِهِ .

৫৬৬৩. আবু সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঘরের নিভৃত কোণে অবস্থানকারিণী লাজুক নম্র কুমারী যুবতীদের চেয়েও নবী (স) অধিক লাজুক স্বভাবের ছিলেন। তিনি যদি এমন কিছু দেখতেন যা তার অপসন্দীয় তাহলে আমরা তাঁর চেহারা দেখে সেটা বুঝতে পারতাম।

৭৩-অনুচ্ছেদ ঃ যথার্থতা ছাড়াই কেউ তার মুসলমান ভাইকে কাফের বললে সে নিজেই তা হবে।

٥٦٦٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِاَخِيْهِ يَاكَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ اَحَدُهُمَا .

৫৬৬৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ কোন লোক যখন তার কোন ভাইকে 'হে কাফের' বলে সম্বোধন করলো, তখন তাদের একজন একথার উপযুক্ত হয়ে গেল।

٥٦٦٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِاَخِيْهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا اَحَدُهُمَا .

৫৬৬৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ কোন লোক তার কোন ভাইকে 'হে কাফের' বলে সম্বোধন করলে তাদের একজন কুফরীর শিকার হল।

٥٦٦٦- عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْاِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ وَمَنْ رَمٰى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ .

৫৬৬৬. সাবেত ইবনুদ দাহ্হাক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মের নামে মিথ্যা কসম করে সে সেরূপই হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি যে জিনিস দ্বারা আত্মহত্যা করবে জাহান্নামে সে জিনিস দ্বারাই তাকে শাস্তি দেয়া হবে। কোন মু'মিনকে লা'নত করা তাকে হত্যা করার সমতুল্য এবং কোন মু'মিন ব্যক্তিকে কুফরীর অভিযোগে অভিযুক্ত করা তাকে হত্যা করার সমান।

৭৪-অনুচ্ছেদ ঃ অজ্ঞতাবশত কিংবা তাবীলের ভিত্তিতে কেউ কাফের উক্তি করলেই উক্তিকারী কাফের না হওয়ার দলীল। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) হাতিব ইবনে আবু বলতা'আ (রা) সম্পর্কে বললেন যে, সে মুনাফিক। তখন নবী (স) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি করে জানলে ? আল্লাহ তাআলা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি উদ্ভাসিত হয়ে তাদের সম্পর্কে বলেন ঃ আমি তোমাদেরকে মাফ করে দিলাম।

٥٦٦٧- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّىْ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ يَاْتِى قَوْمَهُ فَيُصَلِّى بِهِمُ الصَّلٰوةَ فَقَرَاَ بِهِمُ الْبَقَرَةَ قَالَ فَتَجَوَّزَ رَجُلٌ فَصَلّٰى صَلٰوةً خَفِيْفَةً فَبَلَغَ ذٰلِكَ مُعَاذًا فَقَالَ اِنَّهُ مُنَافِقٌ فَبَلَغَ ذٰلِكَ الرَّجُلَ فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا قَوْمٌ نَعْمَلُ بِاَيْدِيْنَا وَنَسْقِىْ بِنَوَاضِحِنَا وَاِنَّ مُعَاذًا صَلّٰى بِنَا الْبَارِحَةَ فَقَرَاَ الْبَقَرَةَ فَتَجَوَّزْتُ فَزَعَمَ اَنِّىْ مُنَافِقٌ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَا مُعَاذُ اَفَتَّانٌ اَنْتَ ثَلٰثًا اِقْرَاْ وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَنَحْوَهَا.

৫৬৬৭. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। মুআয ইবনে জাবাল (রা) নবী (স) -এর সাথে নামায পড়তেন এবং তারপর নিজ গোত্রে ফিরে গিয়ে তাদের নামাযে ইমামতি করতেন। একদা তিনি নামাযে সূরা বাকারা পড়লেন। বর্ণনাকারী বলেন, এক ব্যক্তি নামায থেকে বেরিয়ে এসে আলাদাভাবে সংক্ষিপ্ত নামায পড়লো। মুআয (রা) এ বিষয়ে জানতে পেরে বললেন, সে মুনাফিক ! লোকটি একথা শুনে নবী (স)-এর কাছে গিয়ে বললো, হে আল্লাহ্র রসূল ! আমরা এমন এক জাতির লোক যারা নিজ হাতে কাজ করি এবং আমাদের উটগুলো দিয়ে পানি সেচন করি। মুআয (রা) গতরাতে আমাদের নিয়ে যে নামায পড়েছেন, তাতে তিনি সূরা বাকারা পাঠ করেছেন। তাই আমি আলাদা হয়ে সংক্ষিপ্ত সূরা দ্বারা নামায পড়ায় তিনি আমাকে মুনাফিক বলেছেন। একথা শুনে নবী (স) বলেন ঃ হে মুআয ! তুমি কি মানুষকে ফিতনায় নিক্ষেপকারী ? একথা তিনি তিনবার বলেন, তারপর বলেন ঃ তুমি নামাযে সূরা 'ওয়াশ-শামসি ওয়া দুহাহা' ও সূরা 'সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা এবং অনুরূপ সূরাগুলো পড়বে।[২৬]

٥٦٦٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِىْ حَلِفِهِ بِاللَّاتِ وَالْعُزّٰى فَلْيَقُلْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ اُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ .

৫৬৬৮. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যদি তার শপথে বলে ফেলে লাত ও উয্যার কসম[২৭], তাহ্লে সে যেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে। আর কেউ যদি তার বন্ধুকে বলে ঃ এসো, তোমার সাথে জুয়া খেলি, তাহলে সে যেন অবশ্যই সদাকা দেয়।

২৬. এখানে এশার নামাযের কথা বলা হয়েছে। হযরত মুআয (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর ইমামতিতে এশার নামায পড়ে নিজের গোত্রে এসে আবার তাদেরকে এশার নামায পড়াতেন। সম্ভবত এটা এমন সময়ের ঘটনা, যখন ফরয নামায দু'বার পড়া যেত, কিংবা রসূলের (স) সাথে তিনি নফল নামায পড়তেন এবং নিজ গোত্রে ফিরে গিয়ে ফরয পড়াতেন। ইমামকে মুক্তাদীদের অবস্থা বুঝে কিরাআত পড়তে হবে। মুক্তাদীদের মধ্যে অসুস্থ, দুর্বল, বৃদ্ধ কিংবা ব্যস্ত লোক থাকতে পারে। তাই তাদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে বড়, মধ্যম ধরনের বা ছোট সূরা দিয়ে নামায পড়ানো উচিত।

২৭. অজ্ঞতাবশত লাত-উয্যার নামে কসম করলে সদাকা দিতে হয়।

٥٦٦٩- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ اَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِىْ رَكْبٍ وَهُوَ يَحْلِفُ بِاَبِيْهِ فَنَادَاهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ اِنَّ اللّٰهَ يَنْهَاكُمْ اَنْ تَحْلِفُوْا بِاٰبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللّٰهِ وَاِلاَّ فَلْيَصْمُتْ .

৫৬৬৯. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি কাফেলার মধ্যে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর কাছে এমন সময় পৌঁছলেন যখন তিনি তাঁর পিতার নামে কসম করছিলেন। তাই রসূলুল্লাহ (স) তাকে ডেকে বললেন ঃ সাবধান ! আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে বাপ-দাদার নামে কসম করতে নিষেধ করেছেন। কাউকে যদি কসম করতেই হয় তাহলে সে যেন আল্লাহ্র নামে কসম করে, অন্যথায় চুপ থাকে।

৭৫-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশের ব্যাপারে ক্রোধ ও কঠোরতা জায়েয। আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ

جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ـ ط (التوبة : ٧٣)

"তুমি কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো এবং তাদের প্রতি কঠোর হও।"

٥٦٧٠- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ النَّبِىُّ ﷺ وَفِى الْبَيْتِ قِرَامٌ فِيْهِ صُوَرٌ فَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ ثُمَّ تَنَاوَلَ السِّتْرَ فَهَتَكَهُ وَقَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مِنْ اَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُصَوِّرُوْنَ هٰذِهِ الصُّوَرَ .

৫৬৭০. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বাড়ীতে আমার কাছে আসলেন এবং ঘরে অনেক ছবিযুক্ত পর্দা লটকানো ছিল। তাতে নবী (স)-এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। অতপর তিনি পর্দাটি হাতে নিলেন এবং তা ছিঁড়ে ফেললেন। আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) তখন এ কথাও বললেন যে, যারা এসব প্রাণীর ছবি তৈরি করে, কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠোর শাস্তি তাদেরকেই দেয়া হবে।

٥٦٧١- عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ قَالَ اَتٰى رَجُلُ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اِنِّىْ لاَتَاَخَّرُ عَنْ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ مِنْ اَجْلِ فُلاَنٍ مِّمَّا يُطِيْلُ بِنَا قَالَ فَمَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَطُّ اَشَدَّ غَضَبًا فِىْ مَوْعِظَةٍ مِّنْهُ يَوْمَئِذٍ قَالَ فَقَالَ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِيْنَ فَاَيُّكُمْ مَا صَلّٰى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ فَاِنَّ فِيْهِمُ الْمَرِيْضَ وَالْكَبِيْرَ وَذَاالْحَاجَةِ .

৫৬৭১. আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (স)-এর কাছে এসে বললো, অমুক ব্যক্তির কারণে আমি ফজরের নামাযে শরীক হই না। কারণ, সে নামায অনেক দীর্ঘায়িত করে। আবু মাসউদ (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে সেদিন উপদেশ দানকালে যতটা অসন্তুষ্ট হতে দেখেছি তার চেয়ে বেশী অসন্তুষ্ট হতে আর কখনো দেখিনি। তিনি বললেন ঃ হে জনগণ ! তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা

বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করে নামায থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে দেয়। তাই তোমাদের যারা নামায পড়াবে তারা যেন নামায সংক্ষিপ্ত করে। কেননা, মুসল্লীদের মধ্যে রোগী, বৃদ্ধ এবং ব্যস্ত লোকও থাকে।

٥٦٧٢ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَيْنَا النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّى رَاى فِى قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ نُخَامَةً فَحَكَّهَا بِيَدِهٖ فَتَغَيَّظَ ثُمَّ قَالَ اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا كَانَ فِى الصَّلٰوةِ فَاِنَّ اللّٰهَ حِيَالَ وَجْهِهٖ فَلاَ يَتَنَخَّمَنَّ حِيَالَ وَجْهِهٖ فِى الصَّلٰوةِ .

৫৬৭২. আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) নামাযরত অবস্থায় কিবলার দিকে মসজিদের দেয়াল গাত্রে থুথু দেখতে পেলেন। তিনি নিজ হাতে তা ঘষে সাফ করলেন কিন্তু খুব অসন্তুষ্ট হয়ে গেলেন। অতপর তিনি বললেন ঃ তোমাদের কেউ যখন নামাযরত থাকে তখন আল্লাহ্ তাআলা তার সামনেই থাকেন। অতএব তার উচিত নামাযের সময় সামনের দিকে থুথু নিক্ষেপ না করা।

٥٦٧٣ـ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِىِّ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ اللُّقْطَةِ فَقَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ اَعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا فَاِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَاَدِّهَا اِلَيْهِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ خُذْهَا فَاِنَّمَا هِىَ لَكَ اَوْ لاَخِيْكَ اَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَضَالَّةُ الاِبِلِ قَالَ فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اَحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ اَوِ احْمَرَّ وَجْهُهُ ثُمَّ قَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا حِذَاءُ هَا وَسِقَاؤُهَا حَتّٰى يَلْقَاهَا رَبُّهَا.

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ احْتَجَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حُجَيْرَةً مُخَصَّفَةً اَوْ حَصِيْرًا فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى فِيْهَا قَالَ فَتَتَبَّعَ اِلَيْهِ رِجَالٌ وَّجَاءُوْا يُصَلُّوْنَ بِصَلاَتِهٖ ثُمَّ جَاءُوْا لَيْلَةً فَحَضَرُوْا وَاَبْطَاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْهُمْ فَلَمْ يَخْرُجْ اِلَيْهِمْ فَرَفَعُوْا اَصْوَاتَهُمْ وَحَصَبُوْا الْبَابَ فَخَرَجَ اِلَيْهِمْ مُغْضَبًا فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا زَالَ بِكُمْ صَنِيْعُكُمْ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهُ سَيُكْتَبُ عَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُم بِالصَّلٰوةِ فِىْ بُيُوْتِكُمْ فَاِنَّ خَيْرَ صَلٰوةِ الْمَرْءِ فِىْ بَيْتِهٖ اِلاَّ الصَّلٰوةَ الْمَكْتُوْبَةَ .

৫৬৭৩. যায়েদ ইবনে খালেদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (স)-কে হারানো প্রাপ্তি (লুকতা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি বলেন ঃ তমি সে সম্পর্কে এক বছর পর্যন্ত জনসমক্ষে প্রচার করতে থাক। অতপর থলে ও এর মাথার বাঁধনটি চিনে রাখ, তারপর তা খরচ করতে পার। এরপর যদি তার মালিক আসে তবে তা তাকে

ফিরিয়ে দিও। লোকটি জিজ্ঞেস করলো ঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল ! হারিয়ে যাওয়া বকরীর বিধান কি ? তিনি বলেন ঃ তুমি পেলে সেটি নিয়ে নিবে। কেননা, সেটি হয় তোমার না হয় তোমার ভাইয়ের কিংবা বাঘের। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! হারানো উটের বিধান কি ? বর্ণনাকারী বলেন, এবার রসূলুল্লাহ (স) রাগান্বিত হলেন। এমনকি তাঁর উভয় গণ্ডদেশ কিংবা মুখমণ্ডল লাল হয়ে গেল। তিনি বললেন ঃ তাতে তোমার কি প্রয়োজন, যখন তার জুতা ও পানীয় তার সাথেই রয়েছে ? শেষ পর্যন্ত তা তার মালিকের হস্তগত হবে।

অপর এক সনদে যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) খেজুরের ডাল কিংবা পাতার চাটাই দ্বারা একটি ছোট কামরা বানিয়ে নিলেন। রসূলুল্লাহ (স) বেরিয়ে এসে ঐ কামরায় নামায পড়তে লাগলেন। তখন অনেক লোকজন এসে তাঁর সাথে নামাযে যোগ দিল। অতপর আর এক রাতে লোকজন এসে হাযির হলো। কিন্তু রসূলুল্লাহ (স) বিলম্ব করলেন এবং বের হলেন না। তখন লোকজন উচ্চৈস্বরে কথা বলতে শুরু করলো এবং নবী (স)-এর ঘরের দরজায় কঙ্করাঘাত করলো। [তাদের ধারণা, হুযুর (স) আসতে ভুলে গেছেন। তাই তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে তারা এসব করলো]। তখন নবী (স) রাগান্বিত হয়ে বেরিয়ে আসলেন এবং তাদেরকে বললেন ঃ তোমরা নিয়মিত যেভাবে এ কাজ করে যাচ্ছ তাতে আমার ধারণা হলো যে, অচিরেই এটা তোমাদের উপর ফরয করে দেয়া না হয়। সুতরাং তোমরা নিজ নিজ ঘরেই নামায পড়। কেননা, ফরয নামায ছাড়া মানুষের অন্য সব নামায ঘরে পড়াই উত্তম।

৭৬-অনুচ্ছেদ ঃ ক্রোধান্বিত হওয়ার ব্যাপারে সাবধান থাকা। আল্লাহ্ তাআলার বাণী ঃ

وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ۝ (الشورى : ٣٧)

"(আর তারাই হলো ঈমানদার) যারা কবীরা গুনাহ ও অশ্লীলতা থেকে বিরত থাকে এবং যখন ক্রোধান্বিত হয় তখন মাফ করে দেয়"–(সূরা আশ শূরা ঃ ৩৭)।

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ط وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ۝

"(তারাই হলো ঈমানদার) যারা প্রাচুর্যে ও অভাবে (উভয় অবস্থায়) আল্লাহ্‌র পথে দান করে, ক্রোধ দমন করে এবং মানুষকে মাফ করে দেয়। আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণ লোকদেরকেই ভালোবাসেন"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩৪)।

٥٦٧٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرْعَةِ اِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِىْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ .

৫৬৭৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ প্রকৃত বলবান ও বীর পুরুষ সে নয়, সে কুস্তিতে কাউকে হারিয়ে দেয়। আসল বীরপুরুষ হলো সেই ব্যক্তি যে ক্রোধের সময় নিজকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে।

٥٦٧٥ـ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلاَنِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ عِنْدَهُ جُلُوسٌ وَاَحَدُهُمَا يَسُبُّ صَاحِبَهُ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنِّي لاَعْلَمُ كَلِمَةً لَّوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ لَوْ قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ فَقَالُوا لِلرَّجُلِ اَلاَ تَسْمَعُ مَايَقُوْلُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ اِنِّي لَسْتُ بِمَجْنُوْنٍ .

৫৬৭৫. সুলাইমান ইবনে সুরাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ দুই ব্যক্তি নবী (স)-এর সামনেই গালমন্দে লিপ্ত হলো। আমরা তখন নবী (স)-এর সাথে বসেছিলাম। তাদের একজন অপরজনকে ক্রোধান্বিত হয়ে গালি দিচ্ছিল এবং তার চেহারা লাল হয়ে উঠেছিল। নবী (স) বললেন ঃ আমি এমন একটি কথা জানি, যদি লোকটি তা বলতো তাহলে তার ক্রোধ থাকত না। যদি সে اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ বলতো, তাহলে কত ভাল হতো ! তখন লোকজন সেই ব্যক্তিকে বললো, রসূলুল্লাহ (স) যা বলছেন, তুমি কি তা শুনতে পাচ্ছ না। সে বললো, আমি পাগল নই (যে, শুনবো না বা বুঝবো না)।

٥٦٧٦ـ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اَوْصِنِي قَالَ لاَ تَغْضَبْ فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ لاَ تَغْضَبْ .

৫৬৭৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (স)-কে বললো, আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ ক্রোধান্বিত হয়ো না। লোকটি বারবার তার অনুরোধের পুনরাবৃত্তি করলে নবী (স)-ও প্রতিবারই বলতে থাকলেন ঃ ক্রোধান্বিত হয়ো না।

৭৭-অনুচ্ছেদ ঃ লজ্জাশীলতা।

٥٦٧٧ـ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلْحَيَاءُ لاَ يَاتِي اِلاَّ بِخَيْرٍ فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ مَكْتُوبٌ فِي الْحِكْمَةِ اِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ وَقَارًا وَّاِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ سَكِيْنَةً فَقَالَ لَهُ عِمْرَانُ اُحَدِّثُكَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَتُحَدِّثُنِي عَنْ صَحِيْفَتِكَ .

৫৬৭৭. ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ লজ্জাশীলতা কল্যাণই বয়ে আনে। তখন বুশাইর ইবনে কা'ব বললেন, জ্ঞান বিষয়ক পুস্তক-সমূহে লেখা আছে, এমন কিছু কিছু লজ্জা আছে যা সম্মানের কারণ হয়, আর কোন কোন লজ্জা শান্তি ও স্বস্তি বয়ে আনে। ইমরান (রা) তাকে বললেন, আমি তোমাকে রসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীস বর্ণনা করছি, আর তুমি আমাকে তোমার পুস্তিকার কথা শোনাচ্ছ!

٥٦٧٨ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يُعَاتِبُ فِي الْحَيَاءِ يَقُوْلُ اِنَّكَ لَتَسْتَحِي حَتَّى كَاَنَّهُ يَقُوْلُ قَدْ اَضَرَّ بِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعْهُ فَاِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الاِيْمَانِ .

৫৬৭৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) এক লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। লোকটি লজ্জা সম্পর্কে তার ভাইকে তিরস্কার করে বলছিল ঃ তুমি খুব লাজুক, এতে তোমার দারুণ ক্ষতি হবে। তখন রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ তাকে ছেড়ে দাও। কেননা, লজ্জা ঈমানের অংশ।

٥٦٧٩- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِىْ خِدْرِهَا .

৫৬৭৯. আবু সায়ীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (স) নিভৃত কোণে অবস্থানকারিণী পর্দানশীন কুমারী মেয়েদের চেয়েও বেশী লাজুক ছিলেন।

৭৮-অনুচ্ছেদ ঃ তোমার লজ্জা-সম্ভ্রমবোধ না থাকলে তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পার।

٥٦٨٠- عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ مِمَّا اَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ الْاُوْلٰى اِذَا لَمْ تَسْتَحْيِىْ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ .

৫৬৮০. আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ পূর্ববর্তী যুগের নবীদের বাণীসমূহের মধ্য থেকে যেটি মানুষ লাভ করেছে সেটি হলো ঃ তোমার যদি লজ্জাই না থাকে তাহলে তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পার।

৭৯-অনুচ্ছেদ ঃ দীনি বিষয়ে জ্ঞানার্জনের জন্য হক কথা বলতে লজ্জা না করা।

٥٦٨١- عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ جَاءَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لاَيَسْتَحِىْ مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْاَةِ غُسْلٌ اِذَا احْتَلَمَتْ فَقَالَ نَعَمْ اِذَا رَاَتِ الْمَاءَ .

৫৬৮১. উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ উম্মে সুলাইম (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে এসে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আল্লাহ তাআলা হক কথা বলতে লজ্জা পান না। স্বপ্নদোষ হলে কি মহিলাদের গোসল করা ওয়াজিব ? তিনি বলেন ঃ হাঁ, যদি বীর্যপাত হয়।

٥٦٨٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ شَجَرَةٍ خَضْرَاءَ لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَلاَ يَتَحَاتُّ فَقَالَ الْقَوْمُ هِىَ شَجَرَةُ كَذَا هِىَ شَجَرَةُ كَذَا فَاَرَدْتُ اَنْ اَقُوْلَ هِىَ النَّخْلَةُ وَاَنَا غُلاَمٌ شَابٌّ فَاسْتَحْيَيْتُ فَقَالَ هِىَ النَّخْلَةُ .

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ وَزَادَ فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ فَقَالَ لَوْ كُنْتَ قُلْتَهَا لَكَانَ اَحَبَّ اِلَىَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا .

৫৬৮২. আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ মু'মিন লোকের উপমা এমন সবুজ-শ্যামল বৃক্ষ, যার পাতা ঝরে না। লোকজন বললো, সেটা তো অমুক বা অমুক বৃক্ষ। আমি বলতে চাইলাম যে, সেটা খেজুর গাছ। কিন্তু আমি কম বয়সের যুবক ছিলাম, তাই তা বলতে লজ্জাবোধ করলাম। তখন নবী (স) নিজেই বলেন যে, সেটি খেজুর গাছ।

অন্য এক সনদে ইবনে উমার (রা) থেকে অনুরূপই বর্ণিত রয়েছে। তবে তাতে আরো আছে ঃ অতপর আমি তা উমার (রা)-এর কাছে ব্যক্ত করলে তিনি বলেন ঃ যদি তুমি (লজ্জা না করে) কথাটি বলতে তাহলে তা আমার কাছে অমুক অমুক বস্তু থেকেও অধিক পসন্দনীয় হতো।

٥٦٨٣- عَنْ اَنَسٍ يَّقُوْلُ جَاءَتْ اِمْرَاَةٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا فَقَالَتْ هَلْ لَكَ حَاجَةٌ فِىَّ فَقَالَتْ اِبْنَتُهُ مَا اَقَلَّ حَيَاءَهَا فَقَالَ هِىَ خَيْرٌ مِّنْكِ عَرَضَتْ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَفْسَهَا.

৫৬৮৩. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা নবী (স)-এর খেদমতে এসে তাকে বিয়ে করার জন্য নবী (স)-এর কাছে আবেদন জানালো এবং বললো ঃ 'আমাকে কি আপনার প্রয়োজন আছে ? যখন আনাস (রা)-এর কন্যা বললো, মহিলা কত বেহায়া ! আনাস (রা) তাকে বলেন, সে তোমার চেয়ে উত্তম। সে রসূলুল্লাহ্ (স)-এর জন্য নিজেকে পেশ করেছে।

৮০-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর বাণী ঃ তোমরা সহজ করো, কঠিন করো না। নবী (স) মানুষের জন্য সবকিছু হালকা ও সহজ করতে ভালোবাসতেন।

٥٦٨٤- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَسِّرُوْا وَلَا تُعَسِّرُوْا وَسَكِّنُوْا وَلَا تُنَفِّرُوْا.

৫৬৮৪. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ তোমরা সহজ করো, কঠিন করো না এবং মানুষকে শান্তি ও স্বস্তি দাও, বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করো না।

٥٦٨٥- عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ (اَبُوْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ) قَالَ لَمَّا بَعَثَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ لَهُمَا يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا وَتَطَاوَعَا قَالَ اَبُوْ مُوْسَى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا بِاَرْضٍ يُّصْنَعُ فِيْهَا شَرَابٌ مِّنَ الْعَسَلِ يُقَالُ لَهُ الْبِتْعُ وَشَرَابٌ مِّنَ الشَّعِيْرِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

৫৬৮৫. আবু বুরদা (রা) থেকে তাঁর দাদা আবু মূসা আশআরী (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) যখন তাঁকে ও মুআয ইবনে জাবাল (রা)-কে ইয়ামান পাঠালেন, তখন তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ সহজ করবে, কঠিন করবে না, সুখবর শোনাবে, ভাগিয়ে দিবে না এবং তোমরা (দুইজন) একে অপরকে মেনে চলবে। আবু মূসা (রা) বললে, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমরা এমন এক এলাকায় যাচ্ছি যেখানে মধু থেকে বিত নামক শরাব তৈরি করা হয় এবং যব থেকে মিযর নামক শরাব বানানো হয়। রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ প্রতিটি নেশাকর বস্তুই হারাম।

٥٦٨٦- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ مَاخُيِّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ اَمْرَيْنِ قَطُّ الاَّ اَخَذَ اَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ اِثْمًا فَاِنْ كَانَ اِثْمًا كَانَ اَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِنَفْسِهٖ فِىْ شَىْءٍ قَطُّ اِلاَّ اَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللّٰهِ فَيَنْتَقِمَ بِهَا لِلّٰهِ .

৫৬৮৬. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স)-কে দু'টি বিষয়ের কোন একটি গ্রহণের এখতিয়ার দেয়া হলে এবং তা গোনাহের কাজ না হলে যেটি সহজতর তিনি সেটি গ্রহণ করেছেন। যদি তা গুনাহের কাজ হতো তবে তিনি তা থেকে সবার চেয়ে বেশী দূরে অবস্থান করতেন। রসূলুল্লাহ (স) কোন ব্যাপারে নিজ স্বার্থে কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। তবে আল্লাহ্‌র কোন নিষেধাজ্ঞার প্রকাশ্য লংঘন হলে তিনি তখন আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে প্রতিশোধ নিতেন।

٥٦٨٧- عَنِ الْاَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنَّا عَلٰى شَاطِئِ نَهْرٍ بِالْاَهْوَازِ قَدْ نَضَبَ عَنْهُ الْمَاءُ فَجَاءَ اَبُوْ بَرْزَةَ الْاَسْلَمِىُّ عَلٰى فَرَسٍ فَصَلّٰى وَخَلّٰى فَرَسَهُ فَانْطَلَقَتِ الْفَرَسُ فَتَرَكَ (فَخَلّٰى) صَلٰوتَهُ وَتَبِعَهَا حَتّٰى اَدْرَكَهَا فَاَخَذَهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَضٰى صَلَاتَهُ وَفِيْنَا رَجُلٌ لَهُ رَاْىٌ فَاَقْبَلَ يَقُوْلُ اُنْظُرُوا اِلٰى هٰذَا الشَّيْخِ تَرَكَ صَلٰوتَهُ مِنْ اَجْلِ فَرَسٍ فَاَقْبَلَ فَقَالَ مَا عَنَّفَنِىْ اَحَدٌ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ اِنَّ مَنْزِلِىْ مُتَرَاخٍ فَلَوْ صَلَّيْتُ وَتَرَكْتُهُ لَمْ اٰتِ اَهْلِىْ اِلَى اللَّيْلِ وَذَكَرَ اَنَّهُ صَحِبَ النَّبِىَّ ﷺ فَرَاٰى مِنْ تَيْسِيْرِهٖ .

৫৬৮৭. আল-আযরাক ইবনে কায়েস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা 'আহওয়ায' নামক স্থানে একটি নদীর তীরে অবস্থান করছিলাম। নদীর পানি শুকিয়ে গিয়েছিল। আবু বারযা আসলামী (রা) একটি ঘোড়ায় চড়ে আসলেন। ঘোড়াটিকে ছেড়ে দিয়ে তিনি নামায পড়তে লাগলেন। ঘোড়াটি ছুটে পালাতে থাকলে তিনি নামায ছেড়ে দিয়ে ঘোড়ার পেছনে পেছনে ছুটলেন, শেষ পর্যন্ত সেটিকে ধরে ফেললেন এবং ফিরে এসে নামায আদায় করলেন। আমাদের মধ্যে স্বতন্ত্র মতের একজন লোক ছিল। সে বলতে লাগলো, তোমরা এই বৃদ্ধের কাণ্ড দেখ, একটি ঘোড়ার কারণে তিনি নামায ছেড়ে দিয়েছেন। তখন আবু বারযা (রা) বললেন, আমি যখন থেকে রসূলুল্লাহ (স)-কে হারিয়েছি তখন থেকে (আজ পর্যন্ত) কেউ আমাকে তিরস্কার করেনি। তিনি আরও বললেন, আমার বাড়ী এখান থেকে

অনেক দূরে। যদি নামায পড়েই যেতাম এবং ঘোড়াটিকে সে অবস্থায় ছেড়ে দিতাম তাহলে রাত অবধিও আমি পরিবার-পরিজনদের কাছে পৌঁছতে পারতাম না। তিনি আরো বললেন যে, তিনি নবী (স)-এর সাহচর্য লাভ করেছেন এবং তাঁকে সহজ পন্থা অবলম্বন করতে দেখেছেন।[২৮]

٥٦٨٨- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ اَعْرَابِيًّا بَالَ فِى الْمَسْجِدِ فَثَارَ اِلَيْهِ النَّاسُ لِيَقَعُوْا بِهِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعُوْهُ وَاَهْرِيْقُوْا عَلٰى بَوْلِهِ ذَنُوْبًا مِّنْ مَاءٍ اَوْ سَجْلاً مِنْ مَّاءٍ فَاِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ .

৫৬৮৮. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। এক বেদুঈন মসজিদে নববীতে পেশাব করে ফেলল। লোকজন তাকে প্রহার করার জন্য তার দিকে ছুটে গেল। রসূলুল্লাহ (স) তাঁদেরকে বললেন ঃ তাকে ছেড়ে দাও এবং তার পেশাবের ওপর এক বালতি অথবা এক ঘটি পানি ঢেলে দাও। কেননা, তোমাদেরকে কোমলতা প্রদর্শনকারী হিসেবে পাঠানো হয়েছে, কঠোরতা অবলম্বনকারী হিসেবে নয়।[২৯]

৮১-অনুচ্ছেদ ঃ মানুষের প্রতি উৎফুল্লচিত্ত হওয়া। ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, মানুষের সাথে মেলামেশা কর কিন্তু তোমার দীন যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখ এবং পরিবারের লোকদের সাথে হাসি-ঠাট্টা করা।

٥٦٨٩- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَّقُوْلُ اِنْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ لَيُخَالِطُنَا حَتّٰى يَقُوْلُ لاَخٍ لِّىْ صَغِيْرٍ يَا اَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ .

৫৬৮৯. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) আমাদের বাড়ীর সকলের সাথে খুব মেলামেশা করতেন, এমনকি আমার এক ছোট ভাইয়ের সাথেও কথা বলতেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করতেন ঃ ওহে আবু উমাইর ! কি হলো তোমার নুগায়ের ?

٥٦٩٠- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ وَكَانَ لِىْ صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِى فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعْنَ مِنْهُ فَيُسَرِّبُهُنَّ اِلَىَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِى

৫৬৯০. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-এর উপস্থিতিতে পুতুল নিয়ে খেলতাম। আমার কিছু সংখ্যক বান্ধবী ছিল। তারাও আমার সাথে খেলত। যখন রসূলুল্লাহ (স) আমার ঘরে প্রবেশ করতেন তখন তারা নিজেদের লুকিয়ে রাখতো। কিন্তু নবী (স) তাদেরকে ডেকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিতেন। তারা আবার আমার সাথে খেলা করতো।

---

২৮. কোন ভয়, ক্ষয়-ক্ষতি ও পেরেশানীর আশংকা দেখা দিলে নামায ছেড়ে দিয়ে হাদীসে উল্লেখিত ঘটনার ন্যায় কাজ সমাধার পর পুনরায় নামায আদায় করা যায়। এটাও ইসলামের সহজতর পন্থা। নামায শুরু করলে শেষ করতেই হবে, এর ব্যতিক্রম কোন অবস্থাতেই করা যাবে না, এমন কঠোর ব্যবস্থা ইসলামে নেই।

২৯. পেশাব করার সময় বাধা দিলে পেশাবে বিঘ্ন ঘটে, দৈহিক ক্ষতি হয়। তাই নবী (স) সাহাবীগণকে বাধা দিলেন এবং লোকটিকে পেশাব করতে সুযোগ দিলেন। পরে তিনি পানি ঢেলে মসজিদ পাক-সাফ করার ব্যবস্থা করলেন।

৮২-অনুচ্ছেদ ঃ মানুষের সাথে ভদ্র ও নম্র ব্যবহার করা। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে ঃ আমরা কিছু লোকের সাথে প্রকাশ্যে হাসিমুখে মিশতাম কিন্তু আমাদের অন্তর তাদের উপর অভিশাপ বর্ষণ করতো।

٥٦٩١ـ عَنْ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّهُ اِسْتَاْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ ائْذَنُوْا لَهُ فَبِئْسَ ابْنُ الْعَشِيْرَةِ اَوْ بِئْسَ اَخُو الْعَشِيْرَةِ فَلَمَّا دَخَلَ اَلاَنَ لَهُ الْكَلاَمَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قُلْتَ مَا قُلْتَ ثُمَّ اَلَنْتَ لَهُ فِى الْقَوْلِ فَقَالَ اَىْ عَائِشَةُ اِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللّٰهِ مَنْ تَرَكَهُ اَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ .

৫৬৯১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। এক লোক নবী (স)-এর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চাইলো। তিনি বলেন ঃ তাকে আসতে দাও। সে গোত্রের নিকৃষ্ট সন্তান কিংবা নিকৃষ্ট ভাই। কিন্তু সে ভেতরে আসলে তিনি তার সাথে নম্রতার সাথে কথা বলেন। আমি তাকে বললাম ঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আপনি এ লোকটি সম্পর্কে যা বলার বলেছেন। অথচ সে ভেতরে আসলে আপনি তার সাথে নম্রভাবে কথা বললেন। নবী (স) বলেন ঃ হে আয়েশা! আল্লাহ তাআলার নিকট সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট হলো সেই ব্যক্তি যার অশালীন ও অসভ্য আচরণ থেকে বাঁচার জন্য মানুষ তাকে পরিত্যাগ করে।

٥٦٩٢ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اُهْدِيَتْ لَهُ اَقْبِيَةٌ مِّنْ دِيْبَاجٍ مُزَرَّرَةٌ بِالذَّهَبِ فَقَسَمَهَا فِىْ نَاسٍ مِّنْ اَصْحَابِهٖ وَعَزَلَ مِنْهَا وَاحِدًا لِمَخْرَمَةَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ خَبَأْتُ هٰذَا لَكَ قَالَ اَيُّوبُ بِثَوْبِهٖ وَاَنَّهُ يُرِيْهِ اِيَّاهُ وَكَانَ فِىْ خُلُقِهٖ شَىْءٌ وَعَنِ الْمِسْوَرِ قَدِمَتْ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ اَقْبِيَةٌ .

৫৬৯২. আবদুল্লাহ ইবনে আবু মুলাইকা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-কে স্বর্ণের বোতাম লাগানো কতিপয় রেশমী কুবা উপহার দেয়া হলে তিনি তা সাহাবীদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন এবং একটি মাখরামার জন্য আলাদা করে রাখলেন। মাখরামা (রা) আসলে তিনি তাকে বলেন ঃ আমি এটি তোমার জন্য আলাদা করে রেখেছি। রসূলুল্লাহ (স) যেভাবে উক্ত জামাটি মাখরামাকে দেখিয়ে বলেছিলেন, অধঃস্তন রাবী আইউব ঠিক তেমনিভাবে তার নিজের জামাটি হাতে নিয়ে দেখিয়ে বললেন। মাখরামার স্বভাবে কিছুটা কঠোরতা ছিল। অপর এক সনদে মিসওয়ার (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (স)-এর কাছে কতিপয় কুবা এসেছিল।

৮৩-অনুচ্ছেদ ঃ মুমিন ব্যক্তি একই গর্ত থেকে দুইবার দংশিত হয় না। মুআবিয়া (রা) বলেন, অভিজ্ঞতা বা অনুশীলন ছাড়া কেউ জ্ঞানী হতে পারে না।

٥٦٩٣- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ لاَ يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَّاحِدٍ مَرَّتَيْنِ .

৫৬৯৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ মুমিন ব্যক্তি একই গর্ত থেকে দু'বার দংশিত হয় না।

৮৪-অনুচ্ছেদ ঃ মেহমানদের হক।

٥٦٩٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرٍو قَالَ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَلَمْ اُخْبَرْ اَنَّكَ تَقُوْمُ اللَّيْلَ وَتَصُوْمُ النَّهَارَ قُلْتُ بَلٰى قَالَ فَلاَ تَفْعَلْ قُمْ وَنَمْ وَصُمْ وَاَفْطِرْ فَاِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَّاِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَّاِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّكَ عَسٰى اَنْ يَّطُوْلَ بِكَ عُمُرٌ وَّاِنَّ مِنْ حَسْبِكَ اَنْ تَصُوْمَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ فَاِنَّ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ اَمْثَالِهَا فَذٰلِكَ الدَّهْرُ كُلُّهُ قَالَ فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيَّ فَقُلْتُ فَاِنِّى اُطِيْقُ غَيْرَ ذٰلِكَ قَالَ فَصُمْ مِنْ كُلِّ جُمُعَةٍ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ قَالَ فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيَّ قُلْتُ اُطِيْقُ غَيْرَ ذٰلِكَ قَالَ فَصُمْ صَوْمَ نَبِيِّ اللّٰهِ دَاوُدَ قُلْتُ وَمَا صَوْمُ نَبِيِّ اللّٰهِ دَاوُدَ قَالَ نِصْفُ الدَّهْرِ .

৫৬৯৪. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) আমার কাছে এসে বললেন ঃ তুমি রাতভর ইবাদত করো এবং দিনে রোযা রাখ, এ বিষয়ে আমাকে যা অবহিত করা হয়েছে তা কি ঠিক নয়? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বলেন ঃ এমনটি করো না, রাতে নামাযও পড় এবং নিদ্রাও যাও, রোযাও রাখ এবং রোযাহীনও থাক। কেননা, তোমার উপর তোমার দেহের হক আছে, তোমার উপর তোমার চোখের হক আছে, তোমার সাথে যারা দেখা করতে আসে, তাদেরও তোমার উপর হক আছে এবং তোমার উপর তোমার স্ত্রীরও হক আছে। আশা করা যায়, তুমি দীর্ঘজীবী হবে। এ জন্যে প্রতি মাসে তিনটি রোযা রাখাই তোমার পক্ষে যথেষ্ট। কারণ, প্রতিটি সৎকাজের বিনিময়ে দশ গুণ প্রতিদান পাওয়া যায়। এভাবেই সারা বছরের রোযা হয়ে যাবে। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, আমি পীড়াপীড়ি করলে আমার উপর কঠোরতা আরোপিত হল। আমি বললাম, আমি এর চেয়েও বেশী শক্তি রাখি। তিনি বললেন ঃ তাহলে প্রতি সপ্তাহে তিন দিন রোযা রাখ। আবদুল্লাহ ইবনে আমর বলেন, আমি আবারও পীড়াপীড়ি আমি কঠোরতায় পতিত হলাম। আমি বললাম, আমি এর চেয়েও বেশী শক্তি রাখি। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্র নবী দাউদ (আ)-এর মত রোযা রাখ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ্র নবী দাউদ (আ)-এর রোযা কিরূপ? তিনি বলেন ঃ অর্ধ বছরের রোযা (অর্থাৎ তিনি একদিন পর একদিন রোযা রাখতেন)।

৮৫-অনুচ্ছেদ ঃ মেহমানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং স্বশরীরে তার খেদমত করা।

আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ ٥ (الذريت : ٢٤)

“তোমার কাছে কি ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানদের খবর এসেছে ?”

٥٦٩٥- عَنْ اَبِىْ شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَّلَيْلَةٌ وَالضِّيَافَةُ ثَلٰثَةُ اَيَّامٍ فَمَا كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلاَ يَحِلُّ لَهُ اَنْ يَّثْوِىَ عِنْدَهُ حَتّٰى يُحْرِجَهُ .

৫৬৯৫. আবু শুরাইহ আল-কা’বী (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে, সে যেন অবশ্যই তার মেহমানকে সম্মান করে। একদিন ও এক রাত তাকে উত্তররূপে আপ্যায়ন করতে হবে এবং তিন দিন পর্যন্ত মেহমানদারী করতে হবে। এর অধিক সদাকা হিসেবে গণ্য হবে। আর মেজবানের কষ্ট হতে পারে এত দীর্ঘ সময় কোন মেহমানের অবস্থান বৈধ নয়।

٥٦٩٦- عَنْ مَالِكٍ مِثْلَهُ وَزَادَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ .

৫৬৯৬. ইমাম মালেক (র)ও (উপরের হাদীসের) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তার রিওয়ায়াতে আরো আছে ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে সে যেন ভালো কথা বলে অন্যথা চুপ থাকে।

٥٦٩٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ .

৫৬৯৭. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের উপর ঈমান রাখে সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান পোষণ করে সে যেন তার অতিথিকে সম্মান করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান পোষণ করে সে যেন ভালো কথা বলে নতুবা চুপ থাকে।

٥٦٩٨- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَنَّهُ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلاَ يَقْرُوْنَنَا فَمَا تَرٰى فَقَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَاَمَرُوْا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِىْ لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوْا فَاِنْ لَّمْ يَفْعَلُوْا فَخُذُوْا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِىْ يَنْبَغِىْ لَهُمْ .

৫৬৯৮. উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রসূল ! আপনি আমাদেরকে বাইরে পাঠিয়ে থাকেন। আমরা এমন সব গোত্রের এলাকায় অবতরণ করি যারা আমাদের মেহমানদারি করে না। এ ব্যাপারে আপনার সিদ্ধান্ত কি ? রসূলুল্লাহ (স) আমাদেরকে বললেন ঃ যদি তোমরা কোন গোত্রের এলাকায় অবতরণ কর এবং তারা তোমাদের জন্য উপযুক্ত মেহমানদারির ব্যবস্থা করে তবে তা সাদরে গ্রহণ কর। কিন্তু যদি তারা (অনুরূপ কোন ব্যবস্থা) না করে, তবে তাদের থেকে এতটা হক আদায় করে নাও যা দেয়া তাদের উচিত ছিল।[৩০]

٥٦٩٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الاٰخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ .

৫৬৯৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের উপর ঈমান রাখে সে যেন অবশ্যই তার মেহমানকে সম্মান করে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের উপর ঈমান রাখে সে যেন অবশ্যই আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের উপর ঈমান রাখে সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে।

৮৬-অনুচ্ছেদ ঃ মেহমানের জন্য খাবার তৈরি করা এবং আনুষ্ঠানিকতা দেখানো।

٥٧٠٠- عَنْ عَوْنِ بْنِ اَبِىْ جُحَيْفَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اٰخَى النَّبِىُّ ﷺ بَيْنَ سَلْمَانَ وَاَبِى الدَّرْدَاءِ فَزَارَ سَلْمَانُ اَبَا الدَّرْدَاءِ فَرَاٰى اُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً فَقَالَ لَهَا مَا شَاْنُكِ قَالَتْ اَخُوْكَ اَبُوْ الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِى الدُّنْيَا فَجَاءَ اَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَ كُلْ فَاِنِّىْ صَائِمٌ قَالَ مَا اَنَا بِاٰكِلٍ حَتّٰى تَاْكُلَ فَاَكَلَ فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ اَبُوْ الدَّرْدَاءِ يَقُوْمُ فَقَالَ نَمْ فَنَامَ ثُمَّ ذَهَبَ يَقُوْمُ فَقَالَ نَمْ فَلَمَّا كَانَ اٰخِرُ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ قُمِ الْاٰنَ قَالَ فَصَلَّيَنَا فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ اِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِاَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَاَعْطِ كُلَّ ذِىْ حَقٍّ حَقَّهُ فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ صَدَقَ سَلْمَانُ اَبُوْ جُحَيْفَةَ وَهْبُ السُّوَائِىُّ يُقَالُ لَهُ وَهْبُ الْخَيْرِ.

৫৭০০. আওন ইবনে আবু জুহাইফা (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) সালমান ফারসী (রা) এবং আবু দারদা (রা)-এর মধ্যে ভ্রাতৃ সম্পর্ক স্থাপন করে দিলেন। সালমান (রা) আবু দারদা (রা)-এর সাথে দেখা করতে গিয়ে উম্মে দারদাকে

৩০. অর্থাৎ বাড়ীর মালিক মেহমানদারি না করলে প্রয়োজনে শক্তিপ্রয়োগে মেহমানের হক আদায় করা যায়।

পুরাতন জীর্ণ বস্ত্র পরিহিত দেখলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার এ অবস্থা কেন? তিনি বলেন, আপনার ভাই আবু দারদার দুনিয়াতে কোন প্রয়োজন নেই। ইতিমধ্যে আবু দারদা (রা) এসে গেলেন এবং সালমান (রা)-এর জন্য খাবার তৈরি করে বললেন, খাও। আমি রোযাদার। সালমান (রা) বললেন, তুমি না খেলে আমি খাব না। তখন তিনি খেলেন। রাত হলে আবু দারদা (রা) নামায পড়ার প্রস্তুতি নিলেন। সালমান (রা) বললেন, ঘুমাও। তাই তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। তিনি আবার নফল নামায পড়ার প্রস্তুতি নিলেন। সালমান (রা) বললেন, আরো ঘুমাও। অতপর রাতের শেষ ভাগে তিনি বললেন, এখন ওঠ। তখন দু'জনেই (উঠে) নামায পড়লেন। পরে সালমান (রা) তাঁকে বললেন, তোমার উপর তোমার রবের প্রতি কর্তব্য আছে, তোমার উপর তোমার নিজের প্রতি কর্তব্য আছে এবং তোমার উপর তোমার স্ত্রীর প্রতিও কর্তব্য আছে। তাই প্রত্যেক হকদারকে তার হক আদায় করতে হবে। পরে আবু দারদা (রা) নবী (স)-এর কাছে গিয়ে এ ঘটনা বর্ণনা করলে নবী (স) বলেন ঃ সালমান ঠিকই বলেছে। আবু জুহাইফা (রা) হলেন 'ওয়াহ্ব সুওয়ায়ী'। তাঁকে 'ওয়াহ্ব খায়ের'ও বলা হয়।

৮৭-অনুচ্ছেদ ঃ অতিথির সামনে ক্রুদ্ধ হওয়া ও অসহিষ্ণু হওয়া অবাঞ্ছনীয়।

٥٧٠١- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ تَضَيَّفَ رَهْطًا فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ دُوْنَكَ اَضْيَافَكَ فَاِنِّىْ مُنْطَلِقٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَافْرُغْ مِنْ قِرَاهُمْ قَبْلَ اَنْ اَجِيْءَ فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَاَتَاهُمْ بِمَا عِنْدَهُ فَقَالَ اطْعَمُوْا فَقَالُوْا اَيْنَ رَبُّ مَنْزِلِنَا قَالَ اطْعَمُوْا قَالُوْا مَا نَحْنُ بِاٰكِلِيْنَ حَتّٰى يَجِيْئَ رَبُّ مَنْزِلِنَا قَالَ اقْبَلُوْا عَنَّا قِرَاكُمْ فَاِنَّهُ اِنْ جَاءَ وَلَمْ تَطْعَمُوْا لَنَلْقَيَنَّ مِنْهُ فَاَبَوْا فَعَرَفْتُ اَنَّهُ يَجِدُ عَلَيَّ فَلَمَّا جَاءَ تَنَحَّيْتُ عَنْهُ فَقَالَ مَا صَنَعْتُمْ فَاَخْبَرُوْا فَقَالَ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ فَسَكَتُّ ثُمَّ قَالَ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ فَسَكَتُّ فَقَالَ يَا غُنْثَرُ اَقْسَمْتُ عَلَيْكَ اِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ صَوْتِيْ لَمَّا جِئْتَ فَخَرَجْتُ فَقُلْتُ سَلْ اَضْيَافَكَ فَقَالُوْا صَدَقَ اَتَانَا بِهِ قَالَ فَاِنَّمَا انْتَظَرْتُمُوْنِيْ وَاللّٰهِ لَا اَطْعَمُهُ اللَّيْلَةَ فَقَالَ الْاٰخَرُوْنَ وَاللّٰهِ لَا نَطْعَمُهُ حَتّٰى تَطْعَمَهُ قَالَ لَمْ اَرَ فِيْ الشَّرِّ كَاللَّيْلَةِ وَيْلَكُمْ مَا اَنْتُمْ لِمَ لَا تَقْبَلُوْنَ عَنَّا قِرَاكُمْ هَاتِ طَعَامَكَ فَجَاءَ بِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ فَقَالَ بِسْمِ اللّٰهِ الْاُوْلٰى لِلشَّيْطَانِ فَاَكَلَ وَاَكَلُوْا.

৫৭০১. আবদুর রহমান ইবনে আবু বাক্র (রা) থেকে বর্ণিত। আবু বাক্র (রা) একদল লোকের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করলেন। তিনি (পুত্র) আবদুর রহমানকে বললেন, আমি নবী (স)-এর কাছে যাচ্ছি। আমি ফিরে আসার পূর্বেই তুমি মেহমানদের আপ্যায়নের কাজ শেষ করবে। আবদুর রহমান (রা) উপস্থিত মত বাড়িতে যা ছিল তা মেহমানদের সামনে পেশ করে বললেন, খেয়ে নিন। মেহমানগণ জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের বাড়ীর মালিক

কোথায় ? আবদুর রহমান (রা) বললেন, আপনারা খেয়ে নিন। তাঁরা বললেন, বাড়ীর মালিক না আসা পর্যন্ত আমারা খাব না। তিনি বললেন, আমাদের পক্ষ থেকে মেহমানদারি কবুল করুন। যদি আপনারা খাবার না খান এবং তিনি ফিরে এসে তা দেখেন তবে আমাদেরকে তার অসন্তুষ্টির সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু তবুও তারা খেতে অস্বীকার করলেন। আমি বুঝতে পারলাম, তিনি (আব্বা) আমার উপর অবশ্যই ক্রুদ্ধ হবেন। তিনি ফিরে আসলে আমি নিজেকে আড়াল করার জন্য একপাশে সরে গেলাম। তিনি এসে জানতে চাইলেন, তোমরা কি করেছো ? তখন তারা তাকে সবকিছু জানালেন। তিনি ডাকলেন, হে আবদুর রহমান ! আমি চুপ থাকলাম। তিনি আবার ডাকলেন, হে আবদুর রহমান। এবারও আমি চুপ করে রইলাম। তিনি বললেন, ওরে মূর্খ, আমি তোকে আল্লাহ্র কসম দিচ্ছি, যদি আমার কথা শুনতে পেয়ে থাকিস। তখন আমি সামনে এসে বললাম, আপনি আপনার মেহমানদেরকে জিজ্ঞেস করুন। তারা বললেন, যে সে ঠিকই বলেছে। আমাদের সামনে সে খাবার নিয়ে এসেছিল। একথা শুনে আবু বাক্র (রা) বললেন, তোমরা আমার জন্য অপেক্ষা করেছো। আল্লাহ্র কসম ! আমি আজ রাতে খাব না। মেহমানগণ বললেন. আল্লাহ্র কসম ! আপনি না খেলে আমরাও খাব না। আবু বাক্র (রা) বললেন, আমি আজকের মতো খারাপ রাত আর দেখিনি। তোমাদের জন্য আফসোস ! তোমরা কেন আমার মেহমানদারি কবুল করছ না ? (তারপর বললেন ঃ) খাবার নিয়ে এসো। আবদুর রহমান খাবার নিয়ে আসলেন। তখন তিনি বিসমিল্লাহ্ বলে খাবার খেতে শুরু করলেন এবং বললেন ঃ প্রথম অবস্থা শয়তানের কারণে হয়েছিল। সুতরাং তিনিও খেলেন এবং মেহমানরাও খেলেন।

৮৮-অনুচ্ছেদ ঃ মেযবানকে মেহমানের একথা বলা যে, আপনি না খাওয়া পর্যন্ত আমি খাব না। এ ব্যাপারে নবী (স) থেকে আবু জুহাইফা (রা) হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥٧٠٢- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ جَاءَ اَبُوْ بَكْرٍ بِضَيْفٍ لَّهُ اَوْ بِاَضْيَافٍ لَّهُ فَاَمْسٰى عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَلَمَّا جَاءَ قَالَتْ لَهُ اُمِّىْ احْتَبَسْتُ عَنْ ضَيْفِكَ اَوْ عَنْ اَضْيَافِكَ اللَّيْلَةَ قَالَ مَا عَشَّيْتِهِمْ فَقَالَتْ عَرَضْنَا عَلَيْهِ اَوْ عَلَيْهِمْ فَاَبَوْا اَوْ فَاَبٰى فَغَضِبَ اَبُوْ بَكْرٍ فَسَبَّ وَجَدَّعَ (جَزِعَ) وَحَلَفَ لاَ يَطْعَمُهُ فَاخْتَبَاْتُ اَنَا فَقَالَ يَا غُنْثَرُ فَحَلَفَتِ الْمَرْاَةُ لاَ تَطْعَمُهُ حَتّٰى يَطْعَمَهُ فَحَلَفَ الضَّيْفُ اَوِ الْاَضْيَافُ اَنْ لاَ يَطْعَمَهُ اَوْ يَطْعَمُوْهُ حَتّٰى يَطْعَمَهُ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ كَاَنَّ هٰذِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَدَعَا بِالطَّعَامِ فَاَكَلَ وَاَكَلُوا فَجَعَلُوا لاَ يَرْفَعُوْنَ لُقْمَةً اِلاَّ رَبَا مِنْ اَسْفَلِهَا اَكْثَرُ مِنْهَا فَقَالَ يَا اُخْتَ بَنِىْ فِرَاسٍ مَا هٰذَا فَقَالَتْ وَقُرَّةِ عَيْنِىْ اِنَّهَا الْاٰنَ لَاَكْثَرُ قَبْلَ اَنْ نَّاْكُلَ فَاَكَلُوْا وَبَعَثَ بِهَا اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَذَكَرَ اَنَّهُ اَكَلَ مِنْهَا.

৫৭০২. আবদুর রহমান ইবনে আবু বাক্র (রা) থেকে বর্ণিত। আবু বাক্র (রা) একজন কিংবা কয়েকজন মেহমান নিয়ে (বাড়ী) আসলেন। তিনি বেশ কিছু রাত পর্যন্ত নবী (স)-

-এর কাছে অতিবাহিত করে ফিরে আসলে আমার আম্মা বললেন, আপনি আপনার মেহমান কিংবা মেহমানদেরকে আজ রাতের খাবার খাওয়াতে দেরী করে ফেলেছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এখনো তাদেরকে রাতের খাবার খাওয়াওনি ? আম্মা বললেন, আমরা তাঁর বা তাদের সামনে খানা হাযির করেছিলাম, কিন্তু তারা বা তিনি খেতে রাজী হননি। তখন আবু বাক্‌র (রা) রাগান্বিত হয়ে গেলেন, দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং খাবার গ্রহণ করবেন না বলে শপথ করলেন। আবদুর রহমান (রা) বর্ণনা করেন, আমি আত্মগোপন করলে তিনি বললেন ঃ ওরে মূর্খ, তাঁর স্ত্রীও (আমার আম্মা) কসম করলেন তিনি না খেলে তিনিও খাবেন না। ওদিকে মেহমান বা মেহমানগণও কসম করলেন যে, আবু বাক্‌র না খাওয়া পর্যন্ত তারাও খাবেন না। অতপর আবু বাক্‌র (রা) বললেন, এটা শয়তানের কাজ। তারপর তিনি খাবার আনতে বললেন এবং নিজে খেলেন, তারাও (মেহমানগণ) খাবার খেলেন। (খেতে বসে) তারা যে লোকমাই মুখে উঠাচ্ছিলেন তার নীচ থেকে তার চেয়েও বেশী খাবার বৃদ্ধি পাচ্ছিলো। তা দেখে আবু বাক্‌র (রা) বললেন ঃ হে বনী ফিরাসের বোন, এটা কি, তার স্ত্রীও (আশ্চর্য হয়ে) বললেন, হে আমার চোখের শীতলতা, আমাদের খাওয়ার আগে যে পরিমাণ খাবার ছিল এখন তো তার চেয়েও বেশী হয়ে গেছে। অতপর সবাই মিলে তা খেলেন। আবু বাক্‌র (রা) এ (বরকতময়) খাবার থেকে কিছু অংশ নবী (স)-এর খেদমতে পাঠিয়ে দিলেন। পরে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, নবী (স) তা খেয়েছেন।

৮৯-অনুচ্ছেদ ঃ প্রবীণদের সম্মান করা এবং প্রবীণরাই কথা বলার ও কিছু চাওয়ার সূচনা করবে।

٥٧٠٣- عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ وَسَهْلِ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ اَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ اَوْ حَدَّثَا اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُوْدٍ اَتَيَا خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِى النَّخْلِ فَقُتِلَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَهْلٍ فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلٍ وَحُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ ابْنَا مَسْعُوْدٍ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَتَكَلَّمُوْا فِىْ اَمْرِ صَاحِبِهِمْ فَبَدَأَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَكَانَ اَصْغَرَ الْقَوْمِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ كَبِّرِ الْكُبْرَ قَالَ يَحْيٰى لِيَلِىَ الْكَلَامَ الْاَكْبَرُ فَتَكَلَّمُوْا فِىْ اَمْرِ صَاحِبِهِمْ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَتَسْتَحِقُّوْنَ قَتِيْلَكُمْ اَوْ قَالَ صَاحِبَكُمْ بِاَيْمَانِ خَمْسِيْنَ مِنْكُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَمْرٌ لَمْ نَرَهُ قَالَ فَتُبْرِئُكُمْ يَهُوْدُ فِىْ اَيْمَانِ خَمْسِيْنَ مِنْهُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَوْمٌ كُفَّارٌ فَفَدَاهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ قِبَلِهِ قَالَ سَهْلٌ فَاَدْرَكْتُ نَاقَةً مِنْ تِلْكَ الْاِبِلِ قَدْ خَلَتْ مِرْبَدًا لَهُمْ فَرَكَضَتْنِىْ بِرِجْلِهَا.

৫৭০৩. রাফে ইবনে খাদীজ (রা) এবং সাহল ইবনে আবু হাসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে সাহল (রা) ও মুহাইয়াসা ইবনে মাসউদ (রা) খাইবারে আসলেন এবং একটি খেজুর বাগানে পৌঁছে পরস্পর আলাদা হয়ে গেলেন। অতপর আবদুল্লাহ ইবনে সাহল খুন হলেন। তখন আবদুর রহমান ইবনে সাহল এবং ইবনে মাসউদের (রা) দুই

পুত্র হুয়াইয়াসা ও মুহাইয়াসা নবী (স)-এর কাছে এসে তাদের সাথীর (হত্যার) ব্যাপারে আলোচনা করতে লাগলেন। আবদুর রহমান কথা শুরু করলেন। তিনি এ দলে সবার ছোট ছিলেন। নবী (স) বললেন ঃ বড়জনকে কথা বলতে দাও। ইয়াহ্ইয়া বলেন, এর অর্থ বয়সে যিনি বড় তিনি প্রথমে কথা বলবেন। অতপর তারা তাদের সাথীর হত্যার ব্যাপারে আলোচনা করলেন। নবী (স) তাদেরকে বললেন ঃ তোমরা কি পঞ্চাশবার কসম খেয়ে তোমাদের নিহত ব্যক্তির কিংবা বলেছেন তোমাদের সাথীর রক্তপণের হকদার হতে পারবে ? তারা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! এটা এমন এক ঘটনা যা আমরা স্বচক্ষে দেখিনি। নবী (স) বললেন, তাহলে ইহূদীরা তাদের পঞ্চাশজনকে দিয়ে কসম করিয়ে দোষমুক্ত হয়ে যাবে। তারা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! ওরা তো কাফের সম্প্রদায় (মিথ্যা কসম করা তাদের পক্ষে সম্ভব)। রসূলুল্লাহ্ (স) নিজের (সরকারের) পক্ষ থেকে তাদেরকে রক্তপণ (দিয়াত) দিয়ে দিলেন। সাহল বর্ণনা করেন, এ দিয়াতের উটগুলোর একটি আমি পেয়েছি আমি উটের খোঁয়াড়ে প্রবেশ করলে সেটি আমাকে লাথি মেরেছিলো।

٥٧٠٤ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَخْبِرُوْنِي بِشَجَرَةٍ مَثَلُهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ تُؤْتِي اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ بِاِذْنِ رَبِّهَا وَلاَ تُحَتُّ وَرَقُهَا فَوَقَعَ فِي نَفْسِي النَّخْلَةُ فَكَرِهْتُ اَنْ اَتَكَلَّمَ وَثَمَّ اَبُوْ بَكْرٍ وَّعُمَرُ فَلَمَّا لَمْ يَتَكَلَّمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ هِيَ النَّخْلَةُ فَلَمَّا خَرَجْتُ مَعَ اَبِي قُلْتُ يَا اَبَتَاهُ وَقَعَ فِي نَفْسِي النَّخْلَةُ قَالَ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَقُوْلَهَا لَوْ كُنْتَ قُلْتَهَا كَانَ اَحَبَّ اِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا قَالَ مَا مَنَعَنِي اِلاَّ اَنِّي لَمْ اَرَاكَ وَلاَ اَبَا بَكْرٍ تَكَلَّمْتُمَا فَكَرِهْتُ .

৫৭০৪. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (স) বললেন ঃ তোমরা আমাকে এমন একটি বৃক্ষের নাম বলো যার সাথে মুসলমানের সাদৃশ্য রয়েছে, যে বৃক্ষ হর-হামেশা তার রবের অভিপ্রায় অনুযায়ী ফল দিয়ে থাকে এবং যার পাতাও ঝরে না। [আবদুল্লাহ (রা) বলেন,] তখন আমার মনে ধারণা জাগলো যে, সেটি হবে খেজুর গাছ। কিন্তু আবু বাক্‌র (রা) ও উমার (রা) সেখানে উপস্থিত থাকায় তাঁদের সামনে সে কথা বলা আমি ভালো মনে করলাম না। তাঁরা দু'জনও যখন কোন কথা বললেন না তখন নবী (স) বললেন ঃ সেটি খেজুর গাছ। অতপর আমি যখন আমার আব্বার সাথে বেরিয়ে আসলাম তখন তাকে বললাম, আব্বাজান ! সেটি যে খেজুর গাছ সে ধারণা আমার মনেও জেগেছিলো। তিনি বললেন, তবে তুমি তা বললে না কেন ? তুমি যদি তা বলতে তাহলে তা আমার কাছে অমুক অমুক বস্তু থেকেও অধিক প্রিয়তর হতো। ইবনে উমার (রা) বললেন, আমি আপনাকে এবং আবু বাক্‌রকে কোন কথা বলতে দেখলাম না। তাই আমিও বলা পসন্দ করলাম না।

৯০-অনুচ্ছেদ ঃ যে ধরনের কবিতা, রাজায (আরবী কবিতার বিশেষ ছন্দ) এবং হুদী (উট চালনার উদ্দীপনামূলক গান) বৈধ এবং এর মধ্যে যেগুলো অবাঞ্ছিত।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُوْنَ ۝ اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِىْ كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ ۝ وَاَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَا لاَ يَفْعَلُوْنَ ۝ اِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّانْتَصَرُوْا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا ط وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَىَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ ۝

“আর বিভ্রান্তরা কবিদেরকে অনুসরণ করে। তুমি কি দেখ না তারা উদ্ভ্রান্ত হয়ে মাঠে-প্রান্তরে ঘুরে বেড়ায় এবং তারা যা করে না তাই বলে ? তবে তারা ছাড়া যারা ঈমান গ্রহণ করে সৎকাজ করে, আল্লাহ্‌কে বেশী বেশী স্মরণ করে এবং অত্যাচারিত হওয়ার পরই প্রতিশোধ গ্রহণ করে। অত্যাচারীরা অচিরেই জানতে পারবে তাদের প্রত্যাবর্তন স্থল কোথায়”–(সূরা আশ-শুয়ারা ঃ ২২৪-২২৭)।

٥٧٠٥- عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ اَخْبَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً .

৫৭০৫. উবাই ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ নিশ্চয় কোন কোন কবিতায় জ্ঞানের কথাও থাকে।

٥٧٠٦- عَنْ جُنْدُبٍ يَقُوْلُ بَيْنَمَا النَّبِىُّ ﷺ يَمْشِىْ اِذَا اَصَابَهُ حَجَرٌ فَعَثَرَ فَدَمِيَتْ اِصْبَعُهُ فَقَالَ : هَلْ اَنْتِ اِلاَّ اِصْبَعٌ دَمِيْتِ + وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَا لَقِيْتِ .

৫৭০৬. জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) একদা পথ চলাকালে একটি পাথরে হোঁচট খেলেন এবং পায়ের আঙ্গুলে আঘাতপ্রাপ্ত হলেন এবং তা থেকে রক্ত বের হলে তিনি তখন এ কবিতাংশটি আবৃত্তি করলেন ঃ

তুমি রক্ত রঞ্জিত একটি আঙ্গুল
বৈ কিছুই নও, আর তুমি যা
কিছু পেলে তা পেলে
আল্লাহ্‌র পথেই।

٥٧٠٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَاَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لَبِيْدٍ : اَلاَ كُلُّ شَىْءٍ مَّاخَلاَ اللّٰهَ بَاطِلٌ + وَكَادَ اُمَيَّةُ بْنُ اَبِى الصَّلْتِ اَنْ يُّسْلِمَ .

৫৭০৭. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ কোন কবির কথার মধ্যে সর্বাধিক সত্য কথা হচ্ছে কবি লাবীদের[৩১] এ উক্তি ঃ শোনো, আল্লাহ ছাড়া সবকিছুই বাতিল এবং উমাইয়া ইবনে আবিস সালাত ইসলাম গ্রহণ করার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল।

৩১. লাবীদ জাহেলী যুগের একজন প্রখ্যাত কবি ছিলেন এবং পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

٥٧٠٨ـ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى خَيْبَرَ فَسِرْنَا لَيْلاً فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ لِعَامِرِ بْنِ الْاَكْوَعِ اَلاَ تُسْمِعُنَا مِنْ هُنَيْهَاتِكَ قَالَ وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلاً شَاعِرًا فَنَزَلَ يَحْدُوْا بِالْقَوْمِ وَيَقُوْلُ ـ اَللّٰهُمَّ لَوْلاَ اَنْتَ مَاهْتَدَيْنَا : وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا ـ فَاغْفِرْ فِدَاءٌ لَّكَ مَا اقْتَفَيْنَا : وَثَبِّتِ الْاَقْدَامَ اِنْ لاَقَيْنَا وَاَلْقِيَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا : اِنَّا اِذَا صِيْحَ بِنَا اَتَيْنَا : وَبِالصِّيَاحِ عَوَّلُوْا عَلَيْنَا ـ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ هٰذَا السَّائِقُ قَالُوْا عَامِرُ ابْنُ الْاَكْوَعِ فَقَالَ يَرْحَمُهُ اللّٰهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ وَجَبَتْ يَاَ نَبِيَّ اللّٰهِ لَوْلاَ اَمْتَعْتَنَا بِهِ قَالَ فَاَتَيْنَا خَيْبَرَ فَحَاصَرْنَاهُمْ حَتّٰى اَصَابَتْنَا مَخْمَصَةٌ شَدِيْدَةٌ ثُمَّ اِنَّ اللّٰهَ فَتَحَهَا عَلَيْهِمْ فَلَمَّا اَمْسَى النَّاسُ الْيَوْمَ الَّذِىْ فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ اَوْقَدُوْا نِيْرَانًا كَثِيْرَةً فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا هٰذِهِ النِّيْرَانُ عَلٰى اَىِّ شَيْئٍ تُوْقِدُوْنَ قَالَ عَلٰى لَحْمٍ قَالَ عَلٰى اَىِّ لَحْمٍ قَالُوْا عَلٰى لَحْمِ الْحُمُرِ الْاِنْسِيَّةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَهْرِيْقُوْهَا وَاكْسِرُوْهَا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَوْنُهْرِيْقُهَا وَنَغْسِلُهَا قَالَ اَوْ ذَاكَ فَلَمَّا تَصَافَّ الْقَوْمُ كَانَ سَيْفُ عَامِرٍ فِيْهِ قِصَرٌ فَتَنَاوَلَ بِهِ يَهُوْدِيًّا لِيَضْرِبَهُ وَيَرْجِعُ ذُبَابُ سَيْفِهِ فَاَصَابَ رُكْبَةَ عَامِرٍ فَمَاتَ مِنْهُ فَلَمَّا قَفَلُوْا قَالَ سَلَمَةُ رَاٰنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَاحِبًا فَقَالَ لِىْ مَا لَكَ قُلْتُ فِدًى لَّكَ اَبِىْ وَاُمِّىْ زَعَمُوْا اَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ قَالَ مَنْ قَالَهُ قُلْتُ قَالَهُ فُلاَنٌ وَّفُلاَنٌ وَّفُلاَنٌ وَاُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ الْاَنْصَارِىُّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَذَبَ مَنْ قَالَهُ اِنَّ لَهُ لَاَجْرَيْنِ وَجَمَعَ بَيْنَ اِصْبَعَيْهِ اِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُّجَاهِدٌ قَلَّ عَرَبِىٌّ نَشَاَ بِهَا مِثْلُهُ .

৫৭০৮. সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে খায়বার অভিযানে বের হলাম। আমরা রাতের আঁধারে চলছিলাম। দলের একজন লোক আমের ইবনুল আকওয়া (রা)-কে বলেন, আপনি কি আমাদেরকে আপনার কবিতাগুলো গেয়ে শুনাবেন না ? বর্ণনাকারী বলেন, আমের (রা) একজন কবি ছিলেন। সুতরাং তিনি সুর করে হুদী[৩২] (গান) শোনাতে শুরু করলেন ঃ

৩২. 'হুদী' হলো গান গেয়ে গানের তালে তালে উট হাঁকিয়ে নেয়া।

"হে আল্লাহ ! তোমাকে ছাড়া আমরা পথের দিশা পেতাম।
দান করতাম না, নামাযও পড়তাম না।
তাই তুমি ক্ষমা করো আমাদের গুনাহ,
শত্রুর মোকাবিলায় দৃঢ় রাখো আমাদের পদযুগল।
নাযিল করো আমাদের উপর শান্তিধারা,
শত্রু যদি ডাকে মোদের ভুল পথে
প্রত্যাখ্যান করবো তা ঘৃণাভরে।
হৈচৈ-এ মেতে উঠেছে তারা আমাদের বিরুদ্ধে।

(এ হুদী শুনে) রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ হুদী গেয়ে উট পরিচালনাকারী কে ? লোকেরা বললো, 'আমের ইবনুল আকওয়া'। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তার ওপর রহম করুন ! দলের এক লোক বললো, হে আল্লাহ্র নবী ! তার শাহাদাত অবধারিত হয়ে গেল। আহ ! কতই না উত্তম হতো যদি দীর্ঘ সময় তার সাহচর্য লাভের সুযোগ আমাদের দিতেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতপর আমরা খায়বারে পৌঁছলাম এবং তা অবরোধ করলাম, এমনকি আমাদেরকে নিদারুণ খাদ্য কষ্টের সম্মুখীন হতে হলো। কিন্তু আল্লাহ্ আমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে বিজয় দান করলেন। বিজয়ের দিন সন্ধ্যার পর লোকজন অনেক চুলা জ্বালালে রসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কি কারণে এতো চুলা জ্বালাচ্ছো ? লোকেরা বললো, গোশত পাকানোর জন্য। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কিসের গোশত ? তারা বললো, গৃহপালিত গাধার গোশত। রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ এ গোশত ফেলে দাও এবং ডেকচিগুলো ভেংগে ফেল। এক ব্যক্তি বললো, "হে আল্লাহ্র রসূল ! (এমন কি হতে পারে না যে,) আমরা গোশতগুলো ফেলে দেই আর (ডেকচিগুলো) ধুয়ে নেই ? তিনি বললেন ঃ তোমরা তাও করতে পার। বর্ণনাকারী বলেন, সেনাবাহিনী ব্যূহ রচনা করলে আমের (রা) তার তলোয়ার দ্বারা এক ইহূদীকে আঘাত করেন। তার তরবারি ছিল ছোট। তাই তা ফিরে এসে তার হাঁটুতেই আঘাত করে এবং তাতেই তিনি শহীদ হন। সালামা (রা) বলেন, জিহাদ থেকে ফেরার সময় রসূলুল্লাহ (স) আমার বিবর্ণ চেহারা দেখে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কি ব্যাপার, তোমার কি হল ? আমি বললাম, আমার মা-বাপ আপনার জন্য কুরবান হোক! লোকজন বলছে যে, আমের (রা)-এর আমল বরবাদ হয়ে গেছে। রসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞেস করলেন ঃ একথা কে বলেছে ? আমি জানালাম, অমুক অমুক ব্যক্তি এবং উসাইদ ইবনে হুদাইর আনসারী বলেছে। তখন রসূলুল্লাহ (স) বললেন, যে একথা বলেছে, সে সত্য বলেনি। এরপর তিনি নিজের দু'টি আঙ্গুল একত্র করে বললেন ঃ আমেরের জন্য দ্বিগুণ সওয়াব রয়েছে। নিশ্চয় সে ছিল অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রমী মানুষ এবং মুজাহিদ, আল্লাহ্র পথের নিবেদিতপ্রাণ সৈনিক। তার মত আরব খুব কমই জন্ম নিয়েছে।

٥٧٠٩ـ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اَتَى النَّبِىُّ ﷺ عَلٰى بَعْضِ نِسَائِهٖ وَمَعَهُنَّ اُمُّ سُلَيْمٍ فَقَالَ وَيْحَكَ يَا اَنْجَشَةُ رُوَيْدَكَ سَوْقًا بِالْقَوَارِيْرِ قَالَ اَبُوْ قِلَابَةَ فَتَكَلَّمَ النَّبِىُّ ﷺ بِكَلِمَةٍ لَوْ تَكَلَّمَ بَعْضُكُمْ لَعِبْتُمُوْهَا عَلَيْهِ قَوْلَهُ سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيْرِ .

৫৭০৯. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) তাঁর কোন স্ত্রীর কাছে গেলেন। তাঁদের সাথে উম্মে সুলাইম (রা)-ও ছিলেন। নবী (স) উট পরিচালনা-কারীকে বলেন ঃ "হে আনজাশা ! তোমার জন্য আফসোস ! এসব কাচ পাত্রবাহী উটকে ধীরে-সুস্থে পরিচালনা কর। আবু কিলাবা (রা) বলেন, নবী (স) এমন একটি বাক্য ব্যবহার করেছেন, যদি অনুরূপ বাক্য তোমাদের কেউ ব্যবহার করতো তবে তোমরা তাতে তার দোষ ধরতে।

৯১-অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিকদের বিরুদ্ধে বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচনা করা।

٥٧١٠- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَاذَنَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِى هِجَاءِ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَكَيْفَ بِنَسَبِى فَقَالَ حَسَّانُ لَاَسُلَّنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِيْنِ - وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ ذَهَبْتُ اَسُبُّ حَسَّانَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ لَا تَسُبُّهُ فَاِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

৫৭১০. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাসসান ইবনে সাবিত (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে মুশরিকদের বিরুদ্ধে বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচনার অনুমতি চাইলে রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ আমার বংশকে (বিদ্রূপ থেকে) কিভাবে বাঁচাবে ? হাস্‌সান (রা) বলেন, আমি আপনাকে তাদের মধ্য থেকে এমন কৌশলে বের করে আনবো যেভাবে আটা থেকে চুল বের করে আনা হয়। উরওয়া (রা) বলেন, আমি হাস্‌সান (রা)-কে আয়েশা (রা)-এর সামনে গালি দিতে উদ্যত হলে তিনি বলেন, তাকে গালি দিও না। কেননা, সে রসূলুল্লাহ (স)-এর তরফ থেকে (কাফেরদের) জবাব দিত।[৩৩]

٥٧١١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ فِىْ قَصَصِهِ يَذْكُرُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اَخًا لَّكُمْ لَا يَقُوْلُ الرَّفَثَ يَعْنِىْ بِذَاكَ ابْنَ رَوَاحَةَ قَالَ :

وَفِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ يَتْلُوْ كِتَابَهٗ + اِذَا انْشَقَّ مَعْرُوْفٌ مِّنَ الْفَجْرِ سَاطِعُ
اَرَانَا الْهُدٰى بَعْدَ الْعَمٰى فَقُلُوْبُنَا + بِهٖ مُوْقِنَاتٌ اَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُ
يَبِيْتُ يُجَافِىْ جَنْبَهٗ عَلٰى فِرَاشِهٖ + اِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالْكَافِرِيْنَ الْمَضَاجِعُ

৫৭১১. আবু হুরাইরা (রা) তাঁর বর্ণনায় নবী (স)-এর উল্লেখ করে বলেন যে, তিনি (স) বলেছেন ঃ তোমাদের এক ভাই যে নোংরা কথাবার্তা বলে না। এর দ্বারা নবী (স) ইবনে রাওয়াহা (রা)-কেই বুঝাচ্ছিলেন। তিনি তাঁর একটি কবিতায় বলেছেন ঃ

৩৩. আরবের কাফেররা যখন কবিতা রচনা করে রসূলুল্লাহ (স)-কে গালি দিতে লাগলো, তখন হাস্‌সান (রা) তাদের জবাব দেয়ার জন্য অনুমতি চাইলেন। তিনি নিজেও আরবের একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। কিন্তু নবী করীম (স) সুকৌশলে এড়িয়ে গেলেন এবং গালির জবাবে গালিদানের অনুমতি দিলেন না। কেননা, গালির জবাবে গালি দেয়া ইসলামের নীতি নয়।

আর আমাদের মাঝে আছেন
আল্লাহ্র রসূল যিনি আল্লাহ্র
কিতাব পাঠ করে শুনান।
যখন ভোরের আলো ফুটে উঠে।
আঁধারের পর তিনি
আমাদেরকে হেদায়াতের পথ দেখালেন।
আমাদের হৃদয় এ ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয় পোষণ করে যে, তিনি যা বলেন তা সত্য, বাস্তব।
রাতের বেলা শয্যাসুখ হতে
থাকেন তিনি দূরে বহু দূরে,
যখন শয্যাসুখ ত্যাগ করা
মুশরিকদের জন্য সত্যিই কঠিন।

٥٧١٢- عَنْ حَسَّانُ بْنِ ثَابِتِ الْاَنْصَارِيِّ يَشْتَشْهِدُ اَبَا هُرَيْرَةَ فَيَقُوْلُ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ نَشَدْتُكَ بِاللّٰهِ هَلْ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يَا حَسَّانُ اَجِبْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ اَيِّدْهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ نَعَمْ .

৫৭১২. হাস্সান ইবনে সাবেত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু হুরাইরা (রা)-কে সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞেস করেন, হে আবু হুরাইরা আমি আপনাকে আল্লাহ্র কসম দিচ্ছি, আপনি কি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছেন যে, হে হাস্সান ! আল্লাহ্র রসূলের পক্ষ থেকে (কাফেরদের বিদ্রূপের) জবাব দাও ? হে আল্লাহ ! রূহুল কুদুস [জিবরাঈল (আ)] দ্বারা হাস্সানের সাহায্য কর। আবু হুরাইরা (রা) বলেন ঃ হাঁ।

٥٧١٣- عَنِ الْبَرَاءِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِحَسَّانَ اهْجُهُمْ اَوْ قَالَ هَاجِهِمْ وَجِبْرِيْلُ مَعَكَ .

৫৭১৩. বারা'আ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) হাস্সান (রা)-কে বলেন ঃ তাদের (কাফেরদের) বিরুদ্ধে বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচনা কর। জিবরাঈল (আ) তোমার সাথে আছেন।

৯২-অনুচ্ছেদ ঃ কবিতা নিয়ে কারো এতটা মেতে থাকা নিন্দনীয় যা তার জন্য আল্লাহ্র স্মরণ, জ্ঞানার্জন ও কুরআন চর্চায় প্রতিবন্ধক হয়।

٥٧١٤- عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَاَنْ يَّمْتَلِئَ جَوْفُ اَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَّهُ مِنْ يَّمْتَلِئَ شِعْرًا .

৫৭১৪. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ তোমাদের কারো পেট কবিতা দ্বারা পূর্ণ করার চেয়ে পূঁজ দ্বারা পূর্ণ করা অধিক শ্রেয়।

٥٧١٥- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ الرَّجُلِ قَيْحًا حَتَّى يَرِيَهُ خَيْرٌ مِّنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا.

৫৭১৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির পেট কবিতা দ্বারা পরিপূর্ণ করার চেয়ে পূঁজ খেয়ে পরিপূর্ণ করা অধিক উত্তম।

৯৩-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর উক্তি ঃ তোমার ডান হাত ধূলামলিন হোক এবং আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন।

٥٧١٦- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ بَعْدَ مَا نَزَلَ الْحِجَابُ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْعُقَيْسِ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَتُهُ قَالَ ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

৫৭১৬. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হিজাবের (পর্দার) আয়াত নাযিল হওয়ার পর আবুল কুয়াইসের ভাই আফ্‌লাহ্ আমার নিকট ভেতরে আসার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। আমি বললাম, আল্লাহ্‌র শপথ ! রসূলুল্লাহ (স) থেকে অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত আমি তাকে অনুমতি দিব না। কেননা, আমাকে (শিশুকালে) আবুল কুয়াইসের ভাই দুধপান করাননি, বরং আমাকে দুধপান করিয়েছেন আবুল কুয়াইসের স্ত্রী। অতপর রসূলুল্লাহ (স) আমার নিকট আসলে আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! পুরুষ তো আমাকে দুধপান করাননি, বরং তাঁর স্ত্রী আমাকে দুধ পান করিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ তাকে অনুমতি দাও। কেননা, সে তোমার চাচা। তোমার ডান হাত ধূলামলিন হোক ! এ জন্যেই আয়েশা (রা) বলতেন, রক্ত সম্পর্কের কারণে যেখানে বিয়ে হারাম, দুধপানের কারণেও সেসব ক্ষেত্রেও তোমরা বিয়ে হারাম করো।

٥٧١٧- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَنْفِرَ فَرَأَى صَفِيَّةَ عَلَى بَابِ خِبَائِهَا كَئِيبَةً حَزِينَةً لِأَنَّهَا حَاضَتْ فَقَالَ عَقْرَى حَلْقَى لُغَةُ قُرَيْشٍ إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا ثُمَّ قَالَ أَكُنْتِ أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ يَعْنِي الطَّوَافَ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَانْفِرِي إِذًا.

৫৭১৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) (হজ্জ শেষে) ফিরতে মনস্থ করলেন। সাফিয়া (রা) তাঁর তাঁবুর দরজায় বিষণ্ন বদনে ও দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কারণ, তাঁর ঋতুস্রাব দেখা দিয়েছিল। নবী (স) বললেন ঃ 'আক্‌রা', 'হালকা'। এ হলো কুরাইশদের আরবী বাগধারা। নিশ্চয় তুমি আমাদেরকে আটকে রাখবে। অতপর

তিনি বললেন ঃ তুমি কি কুরবানীর দিন তাওয়াফে ইফাদা করেছ ? সাফিয়া (রা) বললেন, হাঁ। নবী (স) বললেন ঃ তাহলে রওয়ানা হও।[৩৪]

৯৪-অনুচ্ছেদ ঃ যা'আমূ অর্থাৎ তারা মনে করে বা বলে উক্তি প্রসংগে।

٥٧١٨- عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ تَقُوْلُ ذَهَبْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هٰذِهِ فَقُلْتُ أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَّاحِدٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ زَعَمَ ابْنُ أُمِّي أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً قَدْ أَجَرْتُهُ فُلاَنُ بْنُ هُبَيْرَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ وَذَاكَ ضُحًى .

৫৭১৮. উম্মে হানী বিনতে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মক্কা বিজয়ের বছর রসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে হাযির হলাম। দেখলাম, তিনি গোসল করছেন এবং তাঁর কন্যা ফাতিমা (রা) তাঁকে পর্দা দিয়ে আড়াল করে রেখেছেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কে ? আমি জবাব দিলাম, আমি উম্মে হানী বিনতে আবু তালিব। তিনি বললেন ঃ উম্মে হানীকে খোশ আমদেদ। গোসল শেষ হলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং শরীরে একটি মাত্র কাপড় জড়িয়ে আট রাকআত নামায পড়লেন। নামায শেষ হলে আমি বললাম ঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমি হুবাইরার পুত্র অমুককে নিরাপত্তা দান করেছি। কিন্তু আমার ভ্রাতুষ্পুত্র [আলী (রা)] তাকে হত্যা করে ছাড়বে। রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ হে উম্মে হানী ! তুমি যাকে নিরাপত্তা দান করেছো আমিও তাকে নিরাপত্তা দান করলাম। তখন ছিল পূর্বাহ্ন।

৯৫-অনুচ্ছেদ ঃ একজন আরেকজনকে ওয়াইলাকা (তোমার জন্য দুঃখ) বলা।

٥٧١٩- عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلاً يَسُوْقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا وَيْلَكَ .

৫৭১৯. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) এক ব্যক্তিকে কুরবানীর একটি উট হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে দেখে বললেন ঃ এর পিঠে আরোহণ করো। লোকটি বললো, এটি কুরবানীর উট। তিনি পুনরায় বললেন ঃ এর পিঠে আরোহণ করো। সে বললো, এটি কুরবানীর উট। তিনি বললেন ঃ তোমার অকল্যাণ হোক, তুমি এর পিঠে আরোহণ করো।

৩৪. বিদায়ী তাওয়াফ করতে পারবেন না বলে হযরত সাফিয়া (রা) চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু তাওয়াফে ইফাদা করেছেন বলে বিদায়ী তাওয়াফ না হলেও চলে। এ মাসয়ালা জানার পর তিনি চিন্তামুক্ত হলেন।

٥٧٢٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاَى رَجُلاً يَسُوْقُ بَدَنَةً فَقَالَ لَهُ ارْكَبْهَا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا وَيْلَكَ قَالَ فِى الثَّانِيَةِ اَوْ فِى الثَّالِثَةِ .

৫৭২০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) এক ব্যক্তিকে কুরবানীর একটি উট হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে দেখে বললেন ঃ তুমি এর পিঠে আরোহণ করো। সে বললো, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! এটি তো কুরবানীর উট। নবী (স) দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয়বার বললেন ঃ তোমার অকল্যাণ হোক, তুমি এর পিঠে আরোহণ করো।

٥٧٢١- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَفَرٍ وَكَانَ مَعَهُ غُلاَمٌ لَهُ اَسْوَدَ يُقَالُ لَهُ اَنْجَشَةُ يَحْدُوْ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَيْحَكَ يَا اَنْجَشَةُ رُوَيْدَكَ بِالْقَوَارِيْرِ .

৫৭২১. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) এক সফরে ছিলেন। তাঁর সাথে ছিল আনজাশা নামক তাঁর কৃষ্ণ গোলাম। সে হুদী (উট চালনার গান) গেয়ে দ্রুত উট হাঁকিয়ে নিচ্ছিলো। নবী (স) তাকে বললেন ঃ হে আনজাশা ! তোমার অকল্যাণ হোক। এ কাঁচপাত্রগুলোকে একটু ধীরে নিয়ে চলো।

٥٧٢٢- عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ اَثْنَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ وَيْلَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ اَخِيْكَ ثَلاَثًا مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا لاَ مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ اَحْسِبُ فُلاَنًا وَاللّٰهُ حَسِيْبُهُ وَلاَ اُزَكِّى عَلَى اللّٰهِ اَحَدًا اِنْ كَانَ يَعْلَمُ .

৫৭২২. আবু বাক্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (স)-এর সামনে এক ব্যক্তির প্রশংসা করলে তিনি বলেন ঃ তোমার জন্য দুঃখ ! তুমি তোমার ভাইয়ের গর্দান কেটে ফেললে। তিনবার তিনি একথা বললেন। তোমাদের কাউকে যদি অন্য কারো প্রশংসা করতেই হয় তবে সে যেন বলে, আমি অমুক ব্যক্তি সম্পর্কে এরূপ ধারণা পোষণ করি। আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট এবং কেউই আল্লাহ্‌র সামনে কারো পবিত্রতা বর্ণনা করতে পারে না, একথা বলবে যদি ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে সে তা জানে।

٥٧٢٣- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ بَيْنَا النَّبِىُّ ﷺ يَقْسِمُ ذَاتَ يَوْمٍ قِسْمًا فَقَالَ ذُوالْخُوَيْصِرَةِ رَجُلٌ مِّنْ بَنِىْ تَمِيْمٍ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَعْدِلْ فَقَالَ وَيْلَكَ مَنْ يَّعْدِلُ اِذَا لَمْ اَعْدِلْ فَقَالَ عُمَرُ ائْذَنْ لِىْ فَلاَضْرِبْ عُنُقَهُ قَالَ لاَ اِنَّ لَهُ اَصْحَابًا يَحْقِرُ اَحَدُكُمْ صَلٰوتَهُ مَعَ صَلٰوتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمُرُوْقِ السَّهْمِ مِنَ

الرَّمِيَّةِ يُنْظَرُ اِلٰى نَصْلِهِ فَلاَ يُوْجَدُ فِيْهِ شَىْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ اِلٰى رِصَافِهِ فَلاَ يُوْجَدُ فِيْهِ شَىْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ اِلٰى نَضِيِّهِ فَلاَ يُوْجَدُ فِيْهِ شَىْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ اِلٰى قُذَذِهِ فَلاَ يُوْجَدُ فِيْهِ شَىْءٌ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ يَخْرُجُوْنَ عَلٰى حِيْنِ فُرْقَةٍ مِّنَ النَّاسِ اٰيَتُهُمْ رَجُلٌ اِحْدٰى يَدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْاَةِ اَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ اَشْهَدُ لَسَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَاَشْهَدُ اَنِّىْ كُنْتُ مَعَ عَلِيٍّ حِيْنَ قَاتَلَهُمْ فَالْتُمِسَ فِى الْقَتْلٰى فَاُتِىَ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِىْ نَعَتَ النَّبِىُّ ﷺ.

৫৭২৩. আবু সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী (স) যখন গনীমাতের সম্পদ ইত্যাদি বণ্টন করছিলেন, তখন যুল-খুওয়াইসিরা নামক বনী তামীম গোত্রের এক লোক বললো, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! ন্যায় ও ইনসাফের সাথে বণ্টন করুন। নবী (স) বললেন ঃ তোমার জন্য দুঃখ। আমি ইনসাফ না করলে আর কে ইনসাফ করবে ? উমার (রা) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। নবী (স) বললেন ঃ না (তা করো না)। কেননা, তার গোত্রে এমন সব লোক হবে যারা দৃশ্যত এমন ধার্মিক হবে যে, তোমাদের কেউ তাদের নামাযের তুলনায় নিজেদের নামাযকে এবং তাদের রোযার তুলনায় নিজেদের রোযাকে অতি নগণ্য মনে করবে। অথচ তারা দীন থেকে এমনভাবে খারিজ হয়ে যাবে যেমন তীর শিকারের দেহ ভেদ করে বেরিয়ে যায়। ওই তীরের অগ্রভাগ পরীক্ষা করলে তাতে কিছু পাওয়া যাবে না, এর অগ্রভাগের একটু নীচে পরীক্ষা করলেও কিছু পাওয়া যাবে না এবং তীরের মধ্যভাগ পরীক্ষা করলেও কিছু পাওয়া যাবে না। তীর গোবর ও রক্ত ভেদ করে দ্রুত বেরিয়ে গেছে। মুসলমানদের মধ্যে বিভেদের সময় এদের আবির্ভাব ঘটবে। যে আলামত দেখে তাদেরকে চেনা যাবে তাহলো তাদের এক ব্যক্তি হবে এমন যার একখানা হাতে হবে নারীদের স্তনের মত বা স্থূল মাংপিণ্ডের মত—যা ধীরে ধীরে আন্দোলিত হবে। আবু সায়ীদ খুদরী (রা) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি এটি নবী (স) থেকেই শুনেছি। আর আমি এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি আলী (রা)-এর সাথে এসব লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় উপস্থিত ছিলাম। নিহতদের মধ্যে সেই ব্যক্তিকে তালাশ করা হলো। অতপর তাকে ঠিক তেমনটিই পাওয়া গেল—যেমন বর্ণনা নবী (স) দিয়েছিলেন।[৩৫]

٥٧٢٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكْتُ فَقَالَ وَيْحَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلٰى اَهْلِىْ فِىْ رَمَضَانَ قَالَ اَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ مَا اَجِدُهَا قَالَ

৩৫. হাদীসের মূল ভাবার্থ হলো—এমন এক জাতীয় লোক মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্টি হবে—যারা ইসলামের আনুষ্ঠানিক ইবাদাত-বন্দেগী যথা নামায-রোযা ইত্যাদি খুবই তৎপরতার সাথে আঞ্জাম দিবে। কিন্তু চিন্তা ও আকীদা-বিশ্বাসের দিক দিয়ে তারা ইসলাম থেকে সম্পূর্ণ বেরিয়ে যাবে এবং বিশ্বাসী হবে ভিন্ন চিন্তাধারায়।

فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لاَ اَسْتَطِيْعُ قَالَ فَاَطْعِمْ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا قَالَ مَا اَجِدُ فَاُتِيَ بِعَرَقٍ فَقَالَ خُذْهُ فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَعَلٰى غَيْرِ اَهْلِيْ فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ مَا بَيْنَ طُنُبَيِ الْمَدِيْنَةِ اَحْوَجُ (اَفْقَرُ) مِنِّيْ فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتّٰى بَدَتْ اَنْيَابُهُ قَالَ خُذْهُ .

৫৭২৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (স)-এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। তিনি বললেন ঃ তোমার জন্য আফসোস (কি ঘটেছে ?)। লোকটি বললো, আমি রমযানে স্ত্রী সম্ভোগ করে ফেলেছি। তিনি বললেন ঃ একজন ক্রীতদাস মুক্ত কর। সে বললো, আমার সে সামর্থ নেই। তিনি বললেন ঃ তবে দুই মাস এক নাগাড়ে রোযা রাখ। সে বললো ঃ আমার রোযা রাখারও শক্তি নেই। নবী (স) বললেন ঃ তাহলে ষাটজন মিসকীনকে খাবার খাওয়াও। সে বললো, আমার সে সামর্থও নেই। অতপর এক 'আরাক' খেজুর আনা হলো। নবী (স) বললেন ঃ এটি নিয়ে যাও এবং দান করে দাও। সে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আপন পরিজনকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে দিব ? সেই সত্তার কসম ! যাঁর কব্জায় আমার জীবন, গোটা মদীনায় আমার চেয়ে অধিক অভাবী লোক আর নেই। তখন নবী (স) মৃদু হাসলেন এবং তাঁর দাঁতের মাঝখান পর্যন্ত দৃশ্যমান হয়ে উঠলো। তিনি বললেন ঃ তুমি নিজেই এগুলো নিয়ে নাও।

٥٧٢٥- عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ اَعْرَابِيًّا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْبِرْنِيْ عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ وَيْحَكَ اِنَّ شَانَ الْهِجْرَةِ شَدِيْدٌ فَهَلْ لَكَ مِنْ اِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ تُؤَدِّيْ صَدَقَتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاعْمَلْ مِنْ وَّرَاءِ الْبِحَارِ فَاِنَّ اللّٰهَ لَنْ يَّتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا.

৫৭২৫. আবু সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। এক বেদুঈন এসে বললো, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমাকে হিজরত সম্পর্কে অবহিত করুন। নবী (স) বললেন ঃ তোমার অকল্যাণ হোক ! হিজরত অতি কঠিন জিনিস। তোমার কি উট আছে ? সে বললো ঃ হাঁ, আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি ঐসব উটের যাকাত আদায় কর ? লোকটি বললো, হাঁ। তখন নবী (স) বললেন ঃ তবে সমুদ্রের পশ্চাদ ভূমিতে (অর্থাৎ নিজ গৃহে) থেকেই নিজের কাজ করে যাও। আল্লাহ তাআলা কখনো তোমার আমলের কিছুই নষ্ট করবেন না।

٥٧٢٦- عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَيْلَكُمْ اَوْ وَيْحَكُمْ قَالَ شُعْبَةُ شَكَّ هُوَ لاَ تَرْجِعُوْا بَعْدِيْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ .

৫৭২৬. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ তোমাদের অকল্যাণ হোক ! আমার পরে তোমরা কাফের হয়ে গিয়ে একে অন্যের গলা কেট না।

٥٧٢٧- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَجُلاً مِنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَتَى السَّاعَةُ قَائِمَةٌ قَالَ وَيْلَكَ وَمَا اَعْدَدْتَ لَهَا قَالَ مَا اَعْدَدْتُ لَهَا اِلاَّ اَنِّى اُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ قَالَ اِنَّكَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ فَقُلْنَا وَنَحْنُ كَذٰلِكَ قَالَ نَعَمْ فَفَرِحْنَا يَوْمَئِذٍ فَرَحًا شَدِيْدًا فَمَرَّ غُلاَمٌ لِلْمُغِيْرَةِ وَكَانَ مِنْ اَقْرَانِى فَقَالَ اِنْ اُخِّرَ هٰذَا فَلَنْ يُدْرِكَهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُوْمَ السَّاعَةُ وَاخْتَصَرَهُ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ اَنَسًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৫৭২৭. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। গ্রামের অধিবাসী এক লোক নবী (স)-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্র রসূল ! কিয়ামত কবে সংঘটিত হবে ? তিনি বললেন ঃ তোমার অকল্যাণ হোক ! এজন্য তুমি কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ ? সে বললো, আল্লাহ ও আল্লাহ্র রসূলকে ভালোবাসা ছাড়া আমার আর কোন প্রস্তুতি নেই। নবী (স) বললেন ঃ যাকে তুমি ভালোবাস, (আখেরাতে) তুমি তার সাথেই থাকবে। তখন আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রসূল ! আমরাও কি তদ্রূপ ? তিনি বললেন ঃ হাঁ। এতে সেদিন আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলাম। এমন সময় মুগীরার একটি ছোট ছেলে সেই জায়গা দিয়ে অতিক্রম করলো। সে আমার সমবয়সী ছিল। নবী (স) বললেন ঃ যদি এ বালকটি জীবিত থাকে, তবে সে বুড়ো হওয়ার আগেই কিয়ামত সংঘটিত হবে। শোবা (র) কাতাদা থেকে এ হাদীস সংক্ষেপে বর্ণনা করে বলেছেন, আমি আনাস (রা) থেকে এবং তিনি নবী (স) থেকে শুনেছেন।

৯৬-অনুচ্ছেদ ঃ মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ্র প্রতি ভালোবাসার আলামত। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِى يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ .

"হে নবী ! বলে দাও, যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভালোবাস তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ৩১)

٥٧٢٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ .

৫৭২৮. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ মানুষ (দুনিয়াতে) যে যাকে ভালোবাসবে (আখেরাতে) সে তার সাথেই থাকবে।

٥٧٢٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ تَقُوْلُ فِىْ رَجُلٍ اَحَبَّ قَوْمًا وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ .

৫৭২৯. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! এমন ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি কি বলেন, যে কিছু লোককে ভালোবাসে কিন্তু সে তাদের সাথে মিলিত হতে পারেনি। রসূলুল্লাহ (স) বললেন, যে যাকে ভালোবাসে আখেরাতে সে তার সাথে থাকবে।

٥٧٣٠- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قِيْلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اَلرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ قَالَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ .

৫৭৩০. আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স)-এর নিকট জিজ্ঞেস করা হলো, এক ব্যক্তি কোন জাতিকে ভালোবাসে, কিন্তু তাদের সাথে মিলিত হতে পারেনি (এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি)? তিনি বলেন, যে ব্যক্তি যাকে ভালোবাসবে (আখেরাতে) সে তার সাথে থাকবে।

٥٧٣١- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَا اَعْدَدْتَ لَهَا قَالَ مَا اَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيْرِ صَلٰوةٍ وَّلاَ صَوْمٍ وَلاَ صَدَقَةٍ وَلٰكِنِّىْ اُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ قَالَ اَنْتَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ .

৫৭৩১. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! কিয়ামত কবে হবে ? তিনি বলেন ঃ তার জন্য তুমি কি পাথেয় সংগ্রহ করেছ ? সে বললো, আমি নামায-রোযা ও দান-সদাকা বেশী কিছু করতে পারিনি। তবে আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূল (স)-কে ভালোবাসি। তিনি বলেন ঃ তুমি যাকে ভালোবাস আখেরাতে তার সাথেই থাকবে।

৯৭-অনুচ্ছেদ ঃ কেউ কাউকে 'দূর হ' বলা উচিত নয়।

٥٧٣٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاِبْنِ صَائِدٍ (صَيَّادٍ) قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيْئًا (خَبْأً) فَمَا هُوَ قَالَ الدُّخُّ قَالَ اخْسَاْ .

৫৭৩২. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) ইবনে সায়েদ (ইবনে সাইয়্যাদ) -কে বলেন ঃ আমি এই মুহূর্তে তোমার জন্য মনের মধ্যে একটি বিষয় গোপন করে রেখেছি, সেটা কি ? সে বললো ঃ আদ-দুখ। নবী (স) বললেন ঃ দূর হ।

٥٧٣٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَخْبَرَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ انْطَلَقَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ رَهْطٍ مِنْ اَصْحَابِهِ قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ حَتّٰى وَجَدَهُ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فِىْ اُطُمِ بَنِىْ مَغَالَةَ وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ يَوْمَئِذٍ الْحُلُمَ فَلَمْ يَشْعُرْ حَتّٰى ضَرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ظَهْرَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ اَتَشْهَدُ اَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَنَظَرَ اِلَيْهِ فَقَالَ اَشْهَدُ

اَنَّكَ رَسُوْلُ الْاُمِّيِّيْنَ ثُمَّ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ اَتَشْهَدُ اَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَرَضَّهُ النَّبِىُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ثُمَّ قَالَ لِابْنِ صَيَّادٍ مَاذَا تَرٰى قَالَ يَاْتِيْنِىْ صَادِقٌ وَّكَاذِبٌ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُلِّطَ عَلَيْكَ الْاَمْرُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ خَبَاْتُ لَكَ خَبِيْئًا قَالَ هُوَ الدُّخُّ قَالَ اخْسَاْ فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ قَالَ عُمَرُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَاْذَنُ لِىْ فِيْهِ اَضْرِبْ عُنُقَهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْ يَّكُنْ هُوَ لاَ تُسَلَّطُ عَلَيْهِ وَاِنْ لَّمْ يَكُنْ هُوَ فَلاَ خَيْرَلَكَ فِىْ قَتْلِهٖ قَالَ سَالِمٌ فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ انْطَلَقَ بَعْدَ ذٰلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ الْاَنْصَارِىُّ يَؤُمَّانِ النَّخْلَ الَّتِىْ فِيْهَا ابْنُ صَيَّادٍ حَتّٰى اِذَا دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَفِقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَّقِىْ بِجُذُوْعِ النَّخْلِ وَهُوَ يَخْتِلُ اَنْ يَّسْمَعَ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ اَنْ يَّرَاهُ وَابْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ عَلٰى فِرَاشِهٖ فِىْ قَطِيْفَةٍ لَهُ فِيْهَا رَمْرَمَةٌ اَوْ مَزْمَةٌ فَرَاَتْ اُمُّ بْنِ صَيَّادٍ النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ يَتَّقِىْ بِجُذُوْعِ النَّخْلِ فَقَالَتْ لِابْنِ صَيَّادٍ اَىْ صَافِ وَهُوَ اسْمُهُ هٰذَا مُحَمَّدٌ فَتَنَاهٰى ابْنُ صَيَّادٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ قَالَ سَالِمٌ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى النَّاسِ فَاَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ اِنِّىْ اُنْذِرُكُمُوْهُ وَمَا مِنْ نَبِىٍّ اِلاَّ وَقَدْ اَنْذَرَ قَوْمَهُ لَقَدْ اَنْذَرَهُ نُوْحٌ قَوْمَهُ وَلٰكِنِّىْ سَاَقُوْلُ لَكُمْ فِيْهِ قَوْلاً لَمْ يَقُلْهُ نَبِىٌّ لِقَوْمِهٖ تَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ اَعْوَرُ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِاَعْوَرَ .

৫৭৩৩. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি অবহিত করেন যে, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে তাঁর কয়েকজন সাহাবাসহ ইবনে সাইয়াদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাকে বনী মাগালার দুর্গের পাশে ছেলেদের সাথে ক্রীড়ারত পেলেন। সে বয়ঃপ্রাপ্তির নিকটবর্তী ছিল। সে নবী (স)-এর আগমন টের পায়নি। রসূলুল্লাহ (স) তার পিঠের উপর হাত দিয়ে টোকা দিলেন এবং তারপর জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহ্‌র রসূল ? সে নবী (স)-এর দিকে তাকিয়ে বললো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি উম্মীদের (নিরক্ষরদের) রসূল। ইবনে সাইয়াদ প্রশ্ন করলো, আপনি কি সাক্ষ্য দেন যে, আমি আল্লাহ্‌র রসূল ? তখন নবী (স) শক্ত হাতে তার কাপড় চেপে ধরলেন এবং বললেন ঃ আমি আল্লাহ ও তাঁর সব রসূলের উপর ঈমান এনেছি। তিনি পুনরায় ইবনে সাইয়াদকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কী দেখতে পাও ? সে বললো, আমার কাছে সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী এসে থাকে। নবী (স) বলেন ঃ ব্যাপারটি তোমার

জন্য সন্দেহজনক করে দেয়া হয়েছে। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ আমি তোমার জন্য মনের মধ্যে একটি কথা গোপন করে রেখেছি। সেটি কি ? সে বললো, ওটি আদ-দুখ বা ধোঁয়া। তিনি বললেন ঃ দূর হ তুই তোর সীমা অতিক্রম করতে পারবি না। উমার (রা) বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি কি আমায় অনুমতি দেবেন যে, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই? নবী (স) বললেন ঃ যদি এ সে-ই (দাজ্জালই) হয়, তবে তুমি তাকে কাবু করতে পারবে না। আর যদি সে তা না হয়ে থাকে, তবে তাকে হত্যা করায় তোমার কোন কল্যাণ নেই। সালেম (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-কে বর্ণনা করতে শুনেছি ঃ এরপর একদিন রসূলুল্লাহ (স) ও উবাই ইবনে কাব আনসারী (রা) ইবনে সাইয়াদ যেখানে ছিল, সেই খেজুর বাগানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। রসূলুল্লাহ (স) যখন বাগানে প্রবেশ করলেন, তখন গাছের পাতার আড়ালে থেকে চলতে লাগলেন। উদ্দেশ্য ছিল তাকে দেখে ফেলার আগেই তিনি ইবনে সাইয়াদের কিছু কথাবার্তা শুনবেন। এ সময় ইবনে সাইয়াদ নিজ বিছানায় একটি মখমলের চাদরের উপর শুয়েছিল এবং গুন্ গুন্ শব্দ করছিল। ইবনে সাইয়াদের মা নবী (স)-কে গাছের পাতার আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে আসতে দেখে ফেললো। তার মা তাকে বললো, হে সাফ (এটি তার ডাকনাম), দেখ, মুহাম্মাদ (স) আসছেন। তখন ইবনে সাইয়াদ গুন্ গুন্ শব্দ বন্ধ করে দিল। রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ যদি তার মা (আমার আগমন সম্পর্কে) তাকে না বলতো, তবে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যেত। সালেম (র) বলেন, আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন, রসূলুল্লাহ (স) জনসমাবেশে (ভাষণ দিতে) দাঁড়ালেন। আল্লাহ তাআলার যথোপযুক্ত প্রশংসা করলেন, অতপর দাজ্জালের প্রসংগ তুলে বললেন ঃ আমি তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করছি। আর এমন কোন নবী আসেননি যিনি তাঁর জাতিকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেননি। নূহ (আ)-ও তাঁর জাতিকে এ সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। তবে আমি তোমাদেরকে এমন একটি কথা বলবো, যা কোন নবীই তাঁর জাতিকে বলেননি। জেনে রাখ, দাজ্জাল কানা হবে। আর আল্লাহ তাআলা কানা নন।[৩৬]

৯৮-অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তির 'মারহাবা' (স্বাগতম) বলা। আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) ফাতিমা (রা)-কে বললেন, হে আমার কন্যা, মারহাবা (স্বাগতম)। উম্মে হানী (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর কাছে গেলে তিনি বলেন ঃ মারহাবা! হে উম্মে হানী !

٥٧٣٤ـ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَرْحَبًا بِالْوَفْدِ الَّذِيْنَ جَاؤُا غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ نَدْمٰى فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا حَيٌّ مِّنْ رَّبِيْعَةَ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مُضَرُ وَاِنَّا لاَ نَصِلُ اِلَيْكَ اِلاَّ فِى الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَمُرْنَا بِاَمْرٍ فَصْلٍ نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ وَنَدْعُوْ بِهِ مَنْ وَّرَاءَنَا فَقَالَ اَرْبَعٌ وَّاَرْبَعٌ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَصُوْمُوْا رَمَضَانَ وَاَعْطُوْا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ وَلاَ تَشْرَبُوْا فِى الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيْرِ وَالْمُزَفَّتِ .

৩৬. কানা হওয়া একটি দোষ বা ত্রুটি। কিন্তু আল্লাহ সকল প্রকার ত্রুটি থেকে মুক্ত।

৫৭৩৪. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধিদল নবী (স)-এর দরবারে আসলে তিনি বলেন, স্বাগতম, হে প্রতিনিধিদল! যারা অপমানিত ও লাঞ্ছিত না হয়েই এসে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে। তারা বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল ! আমরা রাবীআ গোত্রের লোক। আপনার আমাদের মাঝে রয়েছে মুদার গোত্র। আমরা আপনার দেখমতে (যুদ্ধ নিষিদ্ধ ঘোষিত চারটি) হারাম মাসেই কেবল আসতে পারি। সুতরাং আমাদেরকে এমন কিছু কথা বলে দিন যা মেনে চলে আমরা জান্নাতে যেতে পারি এবং আমাদের বাড়ী-ঘরে যারা রয়েছে তাদেরকেও এর দাওয়াত দিতে পারি। তিনি বলেন ঃ চারটি এবং চারটি বিষয় রয়েছে (অর্থাৎ চারটি বিষয় মেনে চলতে হবে এবং চারটি বিষয় থেকে বিরত থাকতে হবে) নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে, রমযানের রোযা রাখবে এবং গনীমাতের মালের এক-পঞ্চমাংশ বাইতুল মালে জমা দিবে। আর লাউয়ের খোল, মদ তৈরির সবুজ রং-এর বিশেষ কলস, খেজুর বৃক্ষের মূলের তৈরি মদের পাত্র এবং ভেতরে আলকাতরা মাখানো পাত্রে পান করবে না।*

৯৯-অনুচ্ছেদ ঃ (কিয়ামতের দিন) মানুষকে পিতার নামে ডাকা হবে।

٥٧٣٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْغَادِرُ يُرْفَعُ لَهُ لِوَاءٌ يَّوْمَ الْقِيَامَةِ يَقَالُ هٰذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ .

৫৭৩৫. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন চুক্তি বা অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর জন্য পতাকা উত্তোলন করা হবে এবং বলা হবে, এ হলো অমুকের পুত্র অমুকের চুক্তি ভঙ্গের নিদর্শন।

٥٧٣٦- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ هٰذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ .

৫৭৩৬. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন চুক্তি ভঙ্গকারীর জন্য ঝাণ্ডা উত্তোলন করা হবে এবং বলা হবে, এ হলো অমুকের পুত্র অমুকের চুক্তিভঙ্গ।[৩৭]

১০০-অনুচ্ছেদ ঃ 'আমার মন-মানসিকতা কলুষিত হয়ে গেছে'—এমন কথা না বলা।

٥٧٣٧- عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَقُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِيْ وَلٰكِنْ لِيَقُلْ لَقِسَتْ نَفْسِيْ .

* জাহিলী যুগে এসব পাত্রে মদ প্রস্তুত, সংরক্ষণ ও পান করা হতো।

৩৭. জাহিলী যুগে আরবে কেউ অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে হজ্জের মওসুমে বিশেষ পতাকা উত্তোলন করা হতো। উদ্দেশ্য মানুষ তাকে ভালো করে চিনুক, জানুক এবং তার থেকে হুঁশিয়ার থাকুক। একজন অন্যায়কারীকে ভালো করে পরিচিত করিয়ে দেয়ার এ ছিল আরবের একটি বিশেষ রীতি। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলাও বিদ্রোহীকে এভাবে সবার নিকট পরিচিত করে দিবেন।

৫৭৩৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ তোমাদের কেউ এ রূপ বলবে না, আমার মন-মানসিকতা কলুষিত হয়ে গেছে। তবে (একান্তই যদি বলতে হয় তাহলে) বলবে, আমার মন-মানসিকতা খারাপ হয়ে গেছে।

٥٧٣٨- عَنْ سَهْلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَقُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِى وَلٰكِنْ لِيَقُلْ لَقِسَتْ نَفْسِى .

৫৭৩৮. সাহল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ তোমাদের কেউ এরূপ বলবে না, আমার মন-মানসিকতা কলুষিত হয়ে গেছে। তবে (বলতেই যদি হয় তাহলে) বলবে, আমার মন-মানসিকতা খারাপ হয়ে গেছে।

১০১-অনুচ্ছেদ ঃ তোমরা কাল বা যুগকে গালি দিও না।

٥٧٣٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَسُبُّ بَنُوْ اٰدَمَ الدَّهْرَ وَاَنَا الدَّهْرُ بِيَدِىَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ .

৫৭৩৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা বলেন, বনী আদম কাল বা যুগকে গালি দিয়ে থাকে। অথচ আমিই হলাম যুগ। দিন এবং রাত আমারই কজায়।

٥٧٤٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْكَرْمَ وَلاَ تَقُوْلُوْا خَيْبَةَ الدَّهْرِ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الدَّهْرُ .

৫৭৪০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ তোমরা আঙ্গুর ফলকে 'করম' বলো না এবং যুগের অসফলতা বলো না। কেননা, আল্লাহ তাআলা নিজেই যুগ।[৩৮]

১০২-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর বাণী ঃ 'করম' হলো ঈমানদারের কলব বা মন। তিনি বলেছেন, নিঃস্ব হলো সেই ব্যক্তি যে কিয়ামতের দিন (আমলের দিক দিয়ে) হবে নিঃস্ব। সত্যিকার বীর হলো সেই ব্যক্তি, যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। তিনি আরো বলেছেন, আল্লাহ তাআলাই একমাত্র বাদশাহ। তিনি অন্য কারো মালিকানাই খারিজ করে দিয়েছেন। অতপর তিনি (দুনিয়ার) বাদশাহদের কথাও উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَاَ دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا -(النمل : ٣٤)

"বাদশাহরা কোন জনপদে প্রবেশ করলে তাকে বিপর্যস্ত করে।"-(সূরা নমল ঃ ৩৪)

৩৮. 'আল্লাহ তাআলা নিজেই যুগ'-এর অর্থ আল্লাহ তাআলা নিজেই কাল বা যুগ সৃষ্টি করেন, তিনিই এর মালিক। কালের আবর্তন-বিবর্তন সব তাঁরই হাতে নিবদ্ধ। সুতরাং কাল বা যুগকে গালি দিলে তা আল্লাহ তাআলার উপরই গিয়ে পড়ে। এজন্য যুগকে গালি দিতে নিষেধ করা হয়েছে। 'দিন-রাত তো আমারই কজায়' বলার অর্থ—দিন-রাতের আগমন নির্গমনেই কাল নিহিত। দিন-রাতের আগমন-নির্গমন আল্লাহ তাআলাই করে থাকেন। সুতরাং কালকে গালি দেয়া মানে আল্লাহকে গালি দেয়া।

٥٧٤١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَيَقُوْلُوْنَ الْكَرْمُ اِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ .

৫৭৪১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ লোকেরা (আঙ্গুরকে) 'করম' বলে। অথচ 'করম' হলো মু'মিনের মন।[৩৯]

১০৩-অনুচ্ছেদ ঃ 'আমার আব্বা-আম্মা আপনার জন্য কুরবান হোক'—কাউকে একথা বলা। এ ব্যাপারে যুবাইর (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন।

٥٧٤٢- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُفَدِّى اَحَدًا غَيْرَ سَعْدٍ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اِرْمِ فِدَاكَ اَبِىْ وَاُمِّى اُظُنُّهُ يَوْمَ اُحُدٍ .

৫৭৪২. আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাদ (রা) ছাড়া আর কারো জন্য রসূলুল্লাহ (স)-কে একথা বলতে শুনিনি যে, তীর চালাও, আমার আব্বা-আম্মা তোমার জন্য কুরবান হোক। আমার ধারণা, তিনি উহুদ যুদ্ধের দিন একথা বলেছেন।

১০৪-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ আমাকে তোমার জন্য কুরবান করুন বলা। আবু বাক্‌র (রা) নবী (স)-কে বলেন, আমার আব্বা-আম্মা আপনার জন্য কুরবান হোক।

٥٧٤٣- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ اَقْبَلَ هُوَ وَاَبُو طَلْحَةَ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ وَمَعَ النَّبِىِّ ﷺ صَفِيَّةُ مُرْدِفُهَا عَلَى رَاحِلَتِهِ فَلَمَّا كَانُوْا بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ عَثَرَتِ النَّاقَةُ فَصُرِعَ النَّبِىُّ ﷺ وَالْمَرْاَةُ وَاَنَّ اَبَا طَلْحَةَ قَالَ اَحْسِبُ قَالَ اِقْتَحَمَ عَنْ بَعِيْرِهِ فَاَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ جَعَلَنِىَ اللّٰهُ فِدَاكَ هَلْ اَصَابَكَ مِنْ شَىْءٍ قَالَ لاَ وَلٰكِنْ عَلَيْكَ بِالْمَرْاَةِ فَاَلْقَى اَبُوْ طَلْحَةَ ثَوْبَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَصَدَ قَصْدَهَا فَاَلْقَى ثَوْبَهُ عَلَيْهَا فَقَامَتِ الْمَرْاَةُ فَشَدَّ لَهُمَا عَلَى رَاحِلَتِهِمَا فَرَكِبَا فَسَارُوْا حَتَّى اِذَا كَانُوْا بِظَهْرِ الْمَدِيْنَةِ اَوْ قَالَ اَشْرَفُوْا عَلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ فَلَمْ يَزَلْ يَقُوْلُهَا حَتَّى دَخَلَ الْمَدِيْنَةَ .

৩৯. আরববাসী জাহিলী যুগে আঙ্গুরের গাছকে এবং আঙ্গুরের রসে তৈরি মদকে 'করম' বলতো। কারণ, মদ তাদেরকে খুব শান্তি দান করতো। এজন্য মদকে তারা প্রাণ দিয়ে ভালবাসতো। তাই মদ, মদের মূল উৎস আঙ্গুর এবং তারও উৎস আঙ্গুর গাছকে তারা 'করম' নামে ডাকতো। মদ যখন ইসলামে হারাম ঘোষণা হলো তখন এ সুন্দর নামে একটি হারাম জিনিসকে ডাকা রসূলুল্লাহ (স) পসন্দ করেননি।

৫৭৪৩. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ও আবু তালহা (রা) নবী (স)-এর সাথে মদীনায় আসছিলেন। নবী (স)-এর সাথে তার সওয়ারীর পেছনে সাফিয়া (রা)-ও ছিলেন। পথে এক জায়গায় উটের পা পিছলে গেলে নবী (স) ও সাফিয়া (রা) পড়ে যান। আমার মনে হয় উট থেকে ঝাপিয়ে পড়ে আবু তালহা (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহ্র নবী ! আল্লাহ্ আমাকে আপনার জন্য কুরবান করুন। আপনি কোনরূপ ব্যথা পেয়েছেন কি ? তিনি বলেন ঃ না, তবে সাফিয়াকে একটু দেখ। সুতরাং আবু তালহা (রা) কাপড়ে মুখ ঢাকলেন এবং তারপর সাফিয়া (রা)-এর দিকে অগ্রসর হয়ে তাঁর উপরও একখানা কাপড় টেনে দিলেন। তখন তিনি উঠে দাঁড়ালেন। অতপর তিনি নবী (স) এবং সাফিয়া (রা) উভয়ের জন্য হাওদা শক্ত করে বাঁধলেন। তাঁরা দু'জনই আরোহণ করলে সবাই রওয়ানা হলেন। তাঁরা মদীনার নিকটবর্তী হলে অথবা মদীনা দেখতে পেলে নবী (স) বলতে থাকলেন ঃ "আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী এবং আমরা ইবাদাত ও আপন রবের প্রশংসাকারী।" মদীনায় প্রবেশ না করা পর্যন্ত তিনি অবিরাম একথা বলতে থাকলেন।

১০৫-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তাআলার পসন্দনীয় নামসমূহ।

٥٧٤٤- عَنْ جَابِرٍ قَالَ وُلِدَ لِرَجُلٍ مِّنَّا غُلاَمٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقُلْنَالاَ نُكْنِيكَ اَبَا الْقَاسِمِ وَلاَ كَرَامَةَ فَاُخْبِرَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ سَمِّ ابْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ .

৫৭৪৪. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তির একটি পুত্র সন্তান গ্রহণ করলে নিলে সে তার নাম রাখলো কাসেম। আমরা তাকে বললাম, আমরা তোমাকে আবুল কাসেম (কাসিমের পিতা) বলে ডাকবো না এবং এজন্য মর্যাদাবানও মনে করবো না। [কেননা, তা রসূল (স)-এর উপনাম]। সে নবী (স)-কে একথা জানালে তিনি বলেন ঃ তোমার ছেলের নাম রাখো আবদুর রহমান।

১০৬-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর বাণী ঃ আমার নামে নাম রাখো কিন্তু আমার উপনামে কাউকে ডেকো না। আনাস (রা) নবী (স) থেকে একথা বর্ণনা করেছেন।

٥٧٤٥- عَنْ جَابِرٍ قَالَ وُلِدَ لِرَجُلٍ مِّنَّا غُلاَمٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقَالُوا لاَ نُكْنِيهِ حَتّٰى نَسْأَلَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ سَمُّوا بِاسْمِى وَلاَ تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِى .

৫৭৪৫. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তির একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সে তার নাম রাখলো কাসেম। সাহাবীগণ বললেন, আমরা নবী (স)-কে জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত তাকে আবুল কাসেম (কাসেমের পিতা ডাকনামে) ডাকবো না। জিজ্ঞেস করলে নবী (স) বলেন ঃ তোমরা আমার নামে নাম রাখো কিন্তু আমার উপনামে কাউকে ডেকো না।

٥٧٤٦- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ اَبُو الْقَاسِمِ ﷺ سَمُّوا بِاسْمِى وَلاَ تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِى .

৫৭৪৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। আবুল কাসেম (স) বলেন ঃ তোমরা আমার নামে নাম রাখো কিন্তু আমার ডাকনামে কাউকে ডেকো না।

٥٧٤٧- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقَالُوا لَانَكْنِيكَ بِاَبِى الْقَاسِمِ وَلَا نُنْعِمُكَ عَيْنًا فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ اَسْمِ اِبْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ .

৫৭৪৭. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তির একটি পুত্র সন্তান জন্ম করলে সে তার নাম রাখলো কাসেম। তখন সবাই বললো, আমরা তোমাকে আবুল কাসেম নামে ডাকবো না এবং এ নামে তোমাকে ডেকে সন্তুষ্টও করবো না। সুতরাং সে নবী (স)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে সেকথা বললো। নবী (স) বললেন ঃ তুমি তোমার ছেলের নাম আবদুর রহমান রাখো।

১০৭-অনুচ্ছেদ ঃ 'হাযন' জাতীয় নাম রাখা।

٥٧٤٨- عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَاهُ جَاءَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ مَا اسْمُكَ قَالَ حَزْنٌ قَالَ اَنْتَ سَهْلٌ قَالَ لَا اُغَيِّرُ اِسْمًا سَمَّانِيهِ اَبِى قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ فَمَا زَالَتِ الْحُزُونَةُ فِينَا بَعْدُ.

৫৭৪৮. ইবনুল মুসাইয়াব (র) থেকে বর্ণিত। তাঁর পিতা নবী (স)-এর কাছে গেলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার নাম কি ? তিনি বললেন, (আমার নাম) 'হাযন' (কঠিন ও কঠোর)। নবী (স) বলেন ঃ তোমার নাম 'সাহ্ল' (নরম ও কোমল)। তিনি বলেন, আমার পিতা আমার যে নাম রেখেছেন তা আমি বদলাতে চাই না। ইবনুল মুসাইয়াব বলেন, তখন থেকে এ নামের প্রভাবে আমাদের বংশে সর্বদা কঠোরতা বিদ্যমান রয়েছে।

٥٧٤٩- عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بِهٰذَا.

৫৭৪৯. সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়াব (র) তাঁর আব্বা মুসাইয়াব থেকে, তিনি সায়ীদের দাদা থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১০৮-অনুচ্ছেদ ঃ সুন্দর নামে নাম পরিবর্তন করা।

٥٧٥٠- عَنْ سَهْلٍ قَالَ اُتِىَ بِالْمُنْذِرِ بْنِ اَبِى اُسَيْدٍ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ حِينَ وُلِدَ فَوَضَعَهُ عَلَى فَخِذِهِ وَاَبُو اُسَيْدٍ جَالِسٌ فَلَهَا النَّبِىُّ ﷺ بِشَىْءٍ بَيْنَ يَدَيْهِ فَاَمَرَ اَبُو اُسَيْدٍ بِابْنِهِ فَاحْتُمِلَ مِنْ فَخِذِ النَّبِىِّ ﷺ فَاسْتَفَاقَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَيْنَ الصَّبِىُّ فَقَالَ اَبُو اُسَيْدٍ قَلَبْنَاهُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ مَا اسْمُهُ قَالَ فُلَانٌ قَالَ وَلٰكِنْ اسْمُهُ الْمُنْذِرُ فَسَمَّاهُ يَوْمَئِذٍ الْمُنْذِرَ .

৫৭৫০. সাহল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুনযির ইবনে আবী উসাইদ জন্মগ্রহণ করলে তাকে নবী (স)-এর খেদমতে আনা হলো। তিনি তাকে তাঁর উরুর উপর রাখলেন।

আবু উসাইদ (রা) তাঁর পাশে উপবিষ্ট ছিলেন। নবী (স) তাঁর সামনের কোন একটি জিনিসে মনযোগী হয়ে রইলেন। তখন আবু উসাইদ (রা) তার পুত্রকে নবী (স)-এর উরু থেকে উঠিয়ে নিতে বললে তাকে উঠিয়ে নেয়া হলো। উক্ত বিষয়ের প্রতি মনোযোগ শেষ হলে নবী (স) জিজ্ঞেস করলেন ঃ বাচ্চাটি কোথায় ? আবু উসাইদ (রা) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি তাকে বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছি। নবী (স) জিজ্ঞেস করলেন ঃ তার নাম কি ? তিনি বললেন ঃ অমুক। নবী (স) বললেন ঃ না, বরং তার নাম মুনযির। ঐ দিন থেকে তার নাম হলো মুনযির।

٥٧٥١- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ زَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ فَقِيلَ تُزَكِّى نَفْسَهَا فَسَمَّاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَيْنَبَ .

৫৭৫১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। যয়নব (রা)-এর মূল নাম ছিল বাররাহ (গুনাহ থেকে পাক-পবিত্র)। বলা হলো, এ নাম দ্বারা তিনি নিজের পবিত্রতা প্রকাশ করেছেন। তখন রসূলুল্লাহ (স) তার নাম পরিবর্তন করে রাখলেন যয়নব।

٥٧٥٢- عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ حَدَّثَ اَنَّ جَدَّهُ حَزْنًا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَا اسْمُكَ قَالَ اسْمِى حَزْنٌ قَالَ بَلْ اَنْتَ سَهْلٌ قَالَ مَا اَنَا بِمُغَيِّرٍ اسْمًا سَمَّانِيهِ اَبِى قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ فَمَا زَالَتْ فِينَا الْحُزُوْنَةُ بَعْدُ.

৫৭৫২. সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়াব (র) বর্ণনা করেন, তাঁর দাদা হাযন (রা) নবী (স)-এর খেদমতে হাজির হলে নবী (স) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার নাম কি ? তিনি বললেন, আমার নাম হাযন। নবী (স) বললেন ঃ বরং তোমার নাম সাহল। হাযন (রা) বললেন, আমার আব্বা আমার যে নাম রেখেছেন আমি তা বদলাতে চাই না। ইবনে মুসাইয়াব (র) বলেন, তখন থেকে আমাদের বংশে সর্বদা কঠোরতা বিদ্যমান রয়েছে।[৪০]

১০৯-অনুচ্ছেদ ঃ নবীদের নামে নাম রাখা। আনাস (রা) বলেন, নবী (স) তাঁর পুত্র ইবরাহীমকে চুমু দিয়েছেন।

٥٧٥٣- عَنْ اِسْمَاعِيلَ قُلْتُ لاِبْنِ اَبِى اَوْفَى رَاَيْتَ اِبْرَاهِيمَ بْنَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَاتَ صَغِيرًا وَلَوْ قُضِىَ اَنْ يَكُوْنَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ ﷺ نَبِىٌّ عَاشَ ابْنُهُ وَلٰكِنْ لاَنَبِىَّ بَعْدَهُ .

৫৭৫৩. ইসমাঈল (র) বর্ণনা করেন, আমি ইবনে আবী আওফা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি নবী (স)-এর পুত্র ইবরাহীমকে দেখেছেন ? তিনি বলেন, তিনি তো ছোটকালেই মৃত্যুবরণ করেছেন। যদি আল্লাহর মর্জি হতো যে, মুহাম্মাদ (স)-এর পরেও কেউ নবী হবেন, তবে নবী (স)-এর পুত্র ইবরাহীম বেঁচে থাকতেন। কিন্তু (এটা চূড়ান্ত যে) তাঁর পরে আর কোন নবী নেই।

---

৪০. এখানে নবী করীম (স)-এর নাম পরিবর্তনের কথাটি কোন নির্দেশ ছিল না, ছিল প্রস্তাব। যদি নির্দেশ হতো, একজন সাহাবী হয়ে হযরত হাযন (রা)-এর পক্ষে তা অমান্য করা অসম্ভব ছিল।

٥٧٥٤- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ لَمَّا مَاتَ اِبْرَاهِيمُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ .

৫৭৫৪. বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স)-এর পুত্র ইবরাহীম মারা গেলে তিনি বলেন ঃ বেহেশতে তার জন্য একজন ধাত্রী থাকবে।

٥٧٥٥- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الاَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ سَمُّوا بِاِسْمِي وَلاَ تَكْتَنُوْا بِكُنْيَتِي فَاِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ اَقْسِمُ بَيْنَكُمْ .

৫৭৫৫. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তোমরা আমার নামে নাম রাখো কিন্তু আমার ডাকনামে নাম রেখো না। কেননা, আমি কাসেম (বন্টনকারী)। আমিই তোমাদের মাঝে (আল্লাহ্র দেয়া নিয়ামত) বন্টন করে থাকি।

٥٧٥٦- عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَمُّوا بِاِسْمِي وَلاَ تَكْتَنُوْا بِكُنْيَتِي وَمَنْ رَاٰنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَاٰنِي فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ صُوْرَتِي وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

৫৭৫৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, তোমরা আমার নামে নাম রাখো। কিন্তু আমার ডাকনামে নাম রেখো না। আর যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখলো, সে আমাকেই দেখলো। কেননা, শয়তান কখনো আমার রূপ ধারণ করতে পারে না। আর যে ব্যক্তি আমার প্রতি ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা আরোপ করে, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা করে নেয়।[৪১]

٥٧٥٧- عَنْ اَبِي مُوسَى قَالَ وُلِدَ لِي غُلاَمٌ فَاَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَسَمَّاهُ اِبْرَاهِيمَ فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ وَّدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ وَدَفَعَهُ اِلَيَّ وَكَانَ اَكْبَرُ وُلْدِ اَبِي مُوسَى .

৫৭৫৭. আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলে আমি তাকে নিয়ে নবী (স)-এর কাছে গেলাম। তিনি তার নাম রাখলেন ইবরাহীম। অতপর তিনি খেজুর চেয়ে নিয়ে তা চিবিয়ে তার মুখে দিলেন এবং তার জন্য কল্যাণ ও বরকতের দোয়া করলেন, অতপর তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিলেন। সে ছিল আবু মূসা (রা)-এর বড় সন্তান।

٥٧٥٨- عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ اِبْرَاهِيمُ رَوَاهُ اَبُو بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

---

৪১. অর্থাৎ শয়তান যদি আমার রূপ ধারণ করতে পারতো, তাহলে আমার রূপ ধরে স্বপ্নে মানুষকে ধোঁকা দিতে সক্ষম হতো।

৫৭৫৮. মুগীরা ইবনে শোবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেদিন [নবী (স)-এর পুত্র] ইবরাহীম ইনতিকাল করে সেদিন সূর্যগ্রহণ হয়।[৪২] আবু বাক্‌রা (রা)-ও এ হাদীস নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন।

১১০-অনুচ্ছেদ ঃ আল-ওয়ালীদ নাম রাখা।

٥٧٥٩- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا رَفَعَ النَّبِىُّ ﷺ رَاسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ اَبِى رَبِيعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَكَّةَ اَللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلٰى مُضَرَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِى يُوسُفَ.

৫৭৫৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, [একদিন নবী (স)] রুকূ থেকে যখন মাথা তুলে দোয়া করলেন ঃ "হে আল্লাহ ! ওয়ালীদ ইবনে ওয়ালীদ, সালামা ইবনে হিশাম, আইয়াশ ইবনে আবী রবীআ এবং মক্কার দুর্বল মুসলমানদের মুক্তি দাও। হে আল্লাহ ! মুদার গোত্রকে কঠোর হাতে পাকড়াও করো এবং তাদের উপর ইউসুফ (আ)-এর সময়কার চরম দুর্ভিক্ষের মতো দুর্ভিক্ষ নাযিল করো।"[৪৩]

১১১-অনুচ্ছেদ ঃ বন্ধু ও সংগী-সাথীর নাম সংক্ষেপ করে সম্বোধন করা। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, নবী (স) আমাকে 'আবু হির্‌র' বলে সম্বোধন করেছেন।

٥٧٦٠- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَاعَائِشُ هٰذَا جِبْرِيلُ يُقْرِئُكِ السَّلَامَ قُلْتُ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ قَالَتْ وَهُوَ يَرٰى مَالَانَرٰى

৫৭৬০. নবী (স)-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) আমাকে ডেকে বললেন, হে আয়েশ ! এখানে জিবরাঈল (আ) আছেন, তিনি তোমাকে সালাম বলেছেন। আমি বললাম, ওয়া আলাইহিস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহ। আয়েশা (রা) বলেন, আমরা যা দেখি না, নবী (স) তা দেখেন।

٥٧٦١- عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ فِى الثَّقَلِ وَاَنْجَشَةُ غُلَامُ النَّبِىِّ ﷺ يَسُوقُ بِهِنَّ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَا اَنْجَشَ رُوَيْدَكَ سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ .

---

৪২. ইবরাহীমের ইনতিকালের সাথে সূর্যগ্রহণের সম্পর্ক নেই।

৪৩. ওলীদ ইবনে ওলীদ (রা) ছিলেন হযরত খালিদ ইবনে ওলীদের ভাই ; সালামা ইবনে হিশাম (রা) এবং আইয়্যাশ (রা) ছিলেন আবু জাহেলের যথাক্রমে বাপের দিকের ও মায়ের দিকের ভাই। এরা তিনজনই ইসলাম কবুল করেছিলেন। এদেরকে হিজরত করতে দেয়া হয়নি। কাফেররা তাদেরকে বন্দী করে রেখেছিল। এছাড়া আরও অনেক গরীব দুর্বল মুসলমান হিজরত করতে পারছিলেন না। তারা মক্কায় নির্যাতিত হচ্ছিলেন। তাদের সবার জন্য নবী (স) মুক্তির দোয়া করলেন এবং যালিমদের চরম দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন করার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে আবেদন জানালেন। হযরত ইউসুফ (আ)-এর সময় মিসরে একনাগাড়ে সাত বছর চরম দুর্ভিক্ষ চলছিল। এটা ইতিহাসখ্যাত দুর্ভিক্ষ ছিল। অবশ্য হযরত ইউসুফ (আ)-এর বিচক্ষণতায় ও আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে লোকেরা ঐ দুর্ভিক্ষের কষ্ট পায়নি। তাই যালিম মুদার গোত্রের লোকদের অনুরূপ একটি দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন করার জন্য নবী (স) দোয়া করলেন।

৫৭৬১. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে সুলাইম (রা) সফরে সাজ-সরঞ্জাম সংরক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন। নবী (স)-এর খাদেম আনজাশা মহিলাদের সওয়ারী উটগুলো হাঁকিয়ে নিচ্ছিলেন। নবী (স) বললেন ঃ হে আনজাশা ! এ কাচগুলোকে একটু ধীরে-সুস্থে নিয়ে চল।[88]

১১২-অনুচ্ছেদ ঃ জন্মের পূর্বেই শিশুর ডাকনাম স্থির করা।

٥٧٦٢- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اَحسَنَ النَّاسِ خُلُقًا وَّكَانَ لِيَ اَخٌ يُقَالُ لَهُ اَبُو عُمَيْرٍ قَالَ اَحسِبُهُ فَطِيمٌ وَكَانَ اِذَا جَاءَ قَالَ يَا اَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيرُ نُغَرٌ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ فَرُبَّمَا حَضَرَ الصَّلٰوةُ وَهُوَ فِي بَيْتِنَا فَيَامُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِي تَحتَهُ فَيُكنَسُ وَيُنضَحُ ثُمَّ يَقُومُ وَنَقُومُ خَلْفَهُ فَيُصَلِّي بِنَا -

৫৭৬২. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়ে মানবজাতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম ছিলেন। আমার এক ভাই ছিল। তাকে আবু উমাইর নামে ডাকা হতো। রাবী বলেন, আমার ধারণা তখন সবেমাত্র তার দুধপান বন্ধ করা হয়েছিল। যখনই তিনি আসতেন তখনই তাকে নবী (স) বলতেন, হে আবু উমাইর ! তোমার নুগাইরের[88ক] কি হলো ! নুগাইর পাখিকে নিয়ে সে খেলতো। অনেক সময় তিনি আমাদের ঘরে থাকতে নামাযের সময় হয়ে গেলে যে বিছানায় তিনি বসতেন, সেটি পেতে দেয়ার নির্দেশ দিতেন। অতএব তা ঝাড়ামোছা করে পেতে দেয়া হলে তিনি নামায পড়ার জন্য দাঁড়াতেন। আমরাও তাঁর পেছনে দাঁড়াতাম এবং তিনি আমাদেরকে নিয়ে নামায পড়াতেন।

১১৩-অনুচ্ছেদ ঃ অন্য ডাকনাম থাকা সত্ত্বেও 'আবু তুরাব' ডাকনাম রাখা।

٥٧٦٣- عَنْ سَهلِ بنِ سَعدٍ قَالَ اِن كَانَتْ اَحَبُّ اَسمَاءِ عَلِيٍّ اِلَيهِ لَاَبُو تُرَابٍ وَاِن كَانَ لَيَفرَحُ اَن يُّدعى بِهَا وَمَا سَمَّاهُ اَبُو تُرَابٍ اِلاَّ النَّبِيُّ ﷺ غَاضَبَ يَومًا فَاطِمَةَ فَخَرَجَ فَاضطَجَعَ اِلَى الجِدَارِ اِلَى المَسجِدِ فَجَاءَهُ النَّبِيُّ ﷺ يَبتَغِيهِ (يَتبَعُهُ) فَقَالَ هُوَ ذَا مُضطَجِعٌ فِي الجِدَارِ فَجَاءَهُ النَّبِيُّ ﷺ وَامتَلَاَ ظَهرُهُ تُرَابًا فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَمسَحُ التُّرَابَ عَن ظَهرِهِ وَيَقُولُ اِجلِس يَا اَبَا تُرَابٍ .

৫৭৬৩. সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা)-এর নিকট তাঁর নামগুলোর মধ্যে 'আবু তুরাব' নামটি ছিল সর্বাধিক প্রিয় এবং তাকে এ নামে ডাকা হলে তিনি বিশেষ আনন্দিত হতেন। আবু তুরাব নাম তাঁকে নবী (স)-ই দিয়েছিলেন। একদিন তিনি ফাতিমা (রা)-র উপর রাগ করে বাড়ি থেকে বের হয়ে এস মসজিদে গিয়ে দেয়াল

88. কাচগুলো দ্বারা নারীদের বুঝানো হয়েছে। তাই নারীদের প্রতি লক্ষ্য রেখে উট হাঁকানোর কথা বলা হয়েছে।
88ক. নুগাইর এক প্রকার ছোট পাখী।

ঘেঁষে শুয়ে পড়েন। তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে নবী (স) সেখানে আসলে একজন বলে যে, তিনি দেয়াল ঘেঁষে শুয়ে আছেন। নবী (স) তাঁর কাছে যান। আলী (রা)-এর পিঠে ধূলাবালি লেগে ছিল। নবী (স) তাঁর পিঠের ধূলাবালি ঝাড়তে ঝাড়তে বলেন ঃ হে আবু তুরাব ! উঠে বস।

১১৪-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তাআলার নিকট সবচেয়ে অপসন্দনীয় নাম।

٥٧٦٤ـ عَنْ اَبِى هُرَيرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اَخنَى (اَخنَعُ) الاَسمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللّٰهِ رَجُلٌ تُسَمّٰى مَلِكَ الاَملاَكِ .

৫৭৬৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাআলার নিকট সেই ব্যক্তির নাম সবচেয়ে নিকৃষ্ট বলে পরিগণিত হবে যার নাম হবে মালেকাল আমলাক (রাজাধিরাজ)।

٥٧٦٥ـ عَنْ اَبِى هُرَيرَةَ رِوَايَةً قَالَ اَخنَعُ اِسمٍ عِندَ اللّٰهِ وَقَالَ سُفيَانُ غَيرَ مَرَّةٍ اَخنَعُ الاَسمَاءِ عِندَ اللّٰهِ رَجُلٌ تُسَمّٰى بِمَلِكِ الاَملاَكِ قَالَ سُفيَانُ يَقُولُ غَيرُهُ تَفسِيرُهُ شَاهَانْ شَاه .

৫৭৬৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলার কাছে সর্বাধিক নিকৃষ্ট নাম, সুফিয়ান (র) একাধিকবার বলেছেন যে, আল্লাহ্ তাআলার নিকট সর্বাধিক নিকৃষ্ট সেই ব্যক্তির নাম যে দুনিয়ায় 'রাজাধিরাজ' নাম ধারণ করে। সুফিয়ান (র) বলেন, অন্যেরা এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, এর মানে 'শাহানশাহ্'।[৪৫]

১১৫-অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিকদের ডাকনাম বা উপনাম রাখা। মিসওয়ার (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি, "তবে ইবনে আবু তালিব যদি চায়।"

٥٧٦٦ـ عَنْ اُسَامَةَ بنِ زَيدٍ اَخبَرَ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ رَكِبَ عَلٰى حِمَارٍ عَلَيهِ قَطِيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ وَاُسَامَةُ وَرَاءَهُ يَعُودُ سَعدَ بنَ عُبَادَةَ فِى بَنِى حَارِثِ بنِ الخَزرَجِ قَبلَ وَقعَةِ بَدرٍ فَسَارَا حَتّٰى مَرَّا بِمَجلِسٍ فِيهِ عَبدُ اللّٰهِ بنُ اُبَىِّ ابنِ سَلُولٍ وَذٰلِكَ قَبلَ اَن يُّسلِمَ عَبدُ اللّٰهِ بنُ اُبَىٍّ فَاِذَا فِى المَجلِسِ اَخلاَطٌ مِّنَ المُسلِمِينَ وَالمُشرِكِينَ عَبَدَةِ الاَوثَانِ وَاليَهُودِ وَفِى المُسلِمِينَ عَبدُ اللّٰهِ بنُ رَوَاحَةَ فَلَمَّا غَشِيَتِ المَجلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ خَمَّرَ ابنُ اُبَىٍّ اَنفَهُ بِرِدَائِهِ وَقَالَ لاَتُغَبِّرُوا عَلَينَا فَسَلَّمَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيهِم ثُمَّ وَقَفَ فَنَزَلَ فَدَعَاهُم اِلَى اللّٰهِ وَقَرَاَ عَلَيهِمُ القُرانَ فَقَالَ لَهُ عَبدُ اللّٰهِ

৪৫. আল্লাহ্ তাআলাই হলেন সকল বাদশার বাদশাহ্ ও রাজাধিরাজ এবং তিনিই একমাত্র এ নামের যোগ্য। কিন্তু যেসব দাম্ভিক শাসক অনুরূপ অর্থ জ্ঞাপক যে কোন নাম ধারণ করে সে নিশ্চয়ই অহংকারী, স্বৈরাচারী। আল্লাহ তাআলার কোপানলের পাত্র, তা যে কোন ভাষায় হোক না কেন।

بْنُ أُبَيِّ ابْنِ سَلُوْلٍ أَيُّهَا الْمَرْءُ لاَ اَحْسَنَ مِمَّا تَقُوْلُ اِنْ كَانَ حَقًّا فَلاَ تُؤْذِنَا بِهِ فِيْ مَجَالِسِنَا فَمَنْ جَاءَكَ فَاقْصُصْ عَلَيْهِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَوَاحَةَ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاغْشَنَا فِيْ مَجَالِسِنَا فَاِنَّا نُحِبُّ ذٰلِكَ فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُوْنَ وَالْمُشْرِكُوْنَ وَالْيَهُوْدُ حَتّٰى كَادُوْا يَتَثَاوَرُوْنَ فَلَمْ يَزَلْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُخَفِّضُهُمْ حَتّٰى سَكَتُوْا ثُمَّ رَكِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَابَّتَهُ فَسَارَ حَتّٰى دَخَلَ عَلٰى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَىْ سَعْدُ اَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ اَبُوْ حُبَابٍ يُرِيْدُ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ أُبَيِّ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَقَالَ سَعْدُ ابْنُ عُبَادَةَ اَىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ بِاَبِيْ اَنْتَ اعْفُ عَنْهُ وَاصْفَحْ فَوَالَّذِيْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَقَدْ جَاءَ اللّٰهُ بِالْحَقِّ الَّذِيْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ وَلَقَدِ اصْطَلَحَ اَهْلُ هٰذِهِ الْبَحْرَةِ عَلٰى اَنْ يُتَوِّجُوْهُ وَيُعَصِّبُوْهُ بِالْعِصَابَةِ فَلَمَّا رَدَّ اللّٰهُ ذٰلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِيْ اَعْطَاكَ شَرِقَ بِذٰلِكَ فَذٰلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَاَيْتَ فَعَفَا عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَصْحَابُهُ يَعْفُوْنَ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ وَاَهْلِ الْكِتَابِ كَمَا اَمَرَهُمُ اللّٰهُ وَيَصْبِرُوْنَ عَلَى الْاَذٰى قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ اَلْاٰيَةَ وَقَالَ وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَاَوَّلُ فِى الْعَفْوِ عَنْهُمْ مَا اَمَرَهُ اللّٰهُ بِهِ حَتّٰى اَذِنَ لَهُ فِيْهِمْ فَلَمَّا غَزَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَدْرًا فَقَتَلَ اللّٰهُ بِهَا مَنْ قَتَلَ مِنْ صَنَادِيْدِ الْكُفَّارِ وَسَادَةِ قُرَيْشٍ فَقَفَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَصْحَابُهُ مَنْصُوْرِيْنَ غَانِمِيْنَ مَعَهُمْ اُسَارٰى مِنْ صَنَادِيْدِ الْكُفَّارِ وَسَادَةِ قُرَيْشٍ قَالَ ابْنُ اُبَيِّ بْنِ سَلُوْلَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ عَبَدَةِ الْاَوْثَانِ هٰذَا اَمْرٌ قَدْ تَوَجَّهَ فَبَايِعُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْاِسْلاَمِ فَاَسْلَمُوْا.

৫৭৬৬. উসামা ইবনে যায়েদ (রা) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (স) একটি গাধার পিঠে সওয়ার হয়ে রোগশয্যায় শায়িত সাদ ইবনে উবাদাকে দেখার জন্য বনী হারেস ইবনে খাযরাজ গোত্রে যাচ্ছিলেন। গাধার পিঠে পাতা ছিল ফাদাকে তৈরী মখমলের একখানা চাদর এবং তাঁর পেছনে বসেছিল উসামা ইবনে যায়েদ। এটা বদর যুদ্ধের পূর্বের ঘটনা। পথ চলতে চলতে তিনি একটি সমাবেশস্থলে উপনীত হলেন যেখানে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল উপস্থিত ছিল। এটি ছিল আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর ইসলাম গ্রহণের আগের ঘটনা। সেটা ছিল মুসলমান, মুশরিক, ইহূদী ও মূর্তিপূজকের সম্মিলিত সমাবেশ। উপস্থিত মুসলমানদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা)-ও ছিলেন। সওয়ারী জন্তুর

(খুরের আঘাতে) উত্থিত ধূলাবালি সমাবেশের লোকদের উপর ছেয়ে গেলে ইবনে উবাই চাদর দিয়ে তার নাক ঢাকলো এবং বললো, আমাদের উপর ধূলাবালি উড়িয়ো না। রসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে সালাম দিলেন এবং সওয়ারী জানোয়ার থামিয়ে ওখানে নেমে পড়লেন, অতপর তাদেরকে আল্লাহ্র দীনের দিকে দাওয়াত দিলেন এবং কুরআন পড়ে শুনালেন। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল রসূল (স)-কে বললো, আরে মিয়া ! তুমি যা বলছো তা যদি সত্য হয়, তাহলে তার চেয়ে উত্তম আর কিছু নেই। তবে আমাদের সমাবেশে ঐ কথা শুনিয়ে আমাদেরকে কষ্ট দিও না, তোমার কাছে যে যাবে তাকে বর্ণনা করে শুনাবে। আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা) বললেন, হে আল্লাহ্র রসূল ! অবশ্যই আপনি আমাদের সমাবেশসমূহেও তা বর্ণনা করুন। আমরা তা পসন্দ করি। এতে মুসলমান, মুশরিক ও ইহূদীরা পরস্পর গালমন্দ করা শুরু করলো, এমনকি তাদের মধ্যে মারামারি লেগে যাওয়ার উপক্রম হল। রসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে থামাতে লাগলেন এবং শেষ পর্যন্ত তারা থামলো। তখন রসূলুল্লাহ (স) তার সওয়ারীর পিঠে আরোহণ করে পথ চলতে শুরু করলেন এবং সাদ ইবনে উবাদার কাছে গিয়ে পৌছলেন। রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ হে স'দ ! আবু হুবাব যা বলেছে, তুমি কি তা শোননি ? সে এসব কথা বলেছে। আবু হুবাব বলে নবী (স) আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে বুঝিয়েছেন। সাদ ইবনে উবাদা (রা) বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল ! আপনার জন্য আমার পিতা কুরবান হোক ! তাকে মাফ করে দিন। সেই সত্তার কসম, যিনি আপনার উপর কিতাব নাযিল করেছেন ! তিনি এমন এক সময় আপনাকে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন যখন এই জগতের অধিবাসীরা তাকে রাজমুকুট পরাতে এবং দেশের রাজা বানাতে প্রস্তুত। কিন্তু আল্লাহ আপনাকে যে সত্য দান করেছেন এবং তার মাধ্যমে যখন ওই সিদ্ধান্ত রদ করে দিলেন, তখন থেকেই সে ক্ষিপ্ত হয়ে আছে। সুতরাং এ কারণেই সে আপনার সাথে এরূপ আচরণ করেছে, যা আপনি দেখতে পেয়েছেন। অতপর রসূলুল্লাহ (স) তাকে মাফ করে দিলেন। বস্তুত রসূলুল্লাহ (স) ও তাঁর সাহাবাগণ মুশরিক ও আহলে কিতাবদেরকে আল্লাহ তাআলার নির্দেশ অনুযায়ী মাফ করতেন এবং নির্যাতনে ধৈর্য ধারণ করতেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ "যাদেরকে তোমাদের আগে কিতাব দেয়া হয়েছে এবং যারা শিরক করেছে, তাদের কাছ থেকে তোমাদেরকে অবশ্যই অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনতে হবে। যদি তোমরা সবর করো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, তবে নিশ্চয় এটা হবে কার্যক্ষেত্রে সংকল্পের দৃঢ়তা।"

আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেছেন ঃ "আহলে কিতাবদের মধ্যে অনেকেই এ আকাঙক্ষা পোষণ করে যে, ঈমান আনার পর যদি তোমাদেরকে তারা আবার কুফরীর দিকে ফিরিয়ে নিতে পারতো ! এ কেবল নিজেদের হিংসামূলক মনোভাবের কারণেই, যদিও আসল সত্য তাদের নিকট পরিষ্কার হয়ে গেছে। অতপর তোমরা মাফ করো এবং ক্ষমার পথ অবলম্বন করো, যে পর্যন্ত না আল্লাহ (এ ব্যাপারে) চূড়ান্ত নির্দেশ দেন।" তাই আল্লাহ তাআলার হুকুম মোতাবেক রসূলুল্লাহ (স) বরাবর তাদেরকে মাফ করতে থাকেন। অবশেষে নবী (স)-কে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার হুকুম দেয়া হলো। রসূলুল্লাহ (স) বদরের ময়দানে যুদ্ধ করলেন। আল্লাহ তাআলা এ যুদ্ধের মাধ্যমে অনেক বড় বড় কাফের এবং কুরাইশ নেতাদেরকে হত্যা করালেন। রসূলুল্লাহ (স) ও সাহাবাগণ সফলকাম হয়ে গনীমাতের বিপুল মাল-সম্ভার সহকারে ফিরে আসলেন। তাঁদের সাথে অনেক বড় বড় কাফের এবং কুরাইশ নেতাও বন্দী হয়ে আসলে ইবনে উবাই ইবনে সালূল ও তার মূর্তি পূজারী মুশরিক

সঙ্গী-সাথীরা বললো, এ ব্যাপারে ইসলাম তো বিজয়ীরূপে আত্মপ্রকাশ করলো। অতএব, রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে গিয়ে সবাই ইসলামের জন্য বাইয়াত গ্রহণ করো। অবশেষে তারা সবাই ইসলাম গ্রহণ করলো।

٥٧٦٧- عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ نَفَعْتَ اَبَا طَالِبٍ بِشَيْءٍ فَاِنَّهُ كَانَ يَحُوْطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ قَالَ نَعَمْ هُوَ فِى ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ وَلَوْ لاَ اَنَا لَكَانَ فِى الدَّرْكِ الاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ .

৫৭৬৭. আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি কি আবু তালিবের কোন উপকার করতে পেরেছেন ? তিনি আপনাকে রক্ষা করতেন এবং আপনার খাতিরে অন্যদের উপর ক্রুদ্ধ হতেন। তিনি বলেন ঃ হাঁ, তিনি জাহান্নামের উপরের অংশে আছেন। আমার জন্য না হলে তিনি জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকতেন।[৪৬]

১১৬-অনুচ্ছেদ ঃ পরোক্ষ বচন মিথ্যা এড়িয়ে চলার নিরাপদ উপায়। ইসহাক (র) বলেন, আমি আনাস (রা) থেকে শুনেছি যে, আবু তালহা (রা)-এর এক পুত্র মারা গেল, আবু তালহা (রা) (বাড়ি এসে স্ত্রীকে) জিজ্ঞেস করলেন, ছেলে কেমন আছে ! উম্মে সুলাইম (রা) জবাব দিলেন, তার প্রাণ শান্তি লাভ করেছে এবং আমি আশা করি সে আরামে আছে। আবু তালহা (রা) মনে করলেন যে, তাঁর স্ত্রী ঠিকই বলছে।

٥٧٦٨- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ فِى مَسِيرٍ لَّهُ فَحَدَا الْحَادِى فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ ارْفُقْ يَا اَنْجَشَةُ وَيْحَكَ بِالْقَوَارِيْرِ .

৫৭৬৮. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) এক সফরে ছিলেন (সাথে মহিলাও ছিল)। [রসূলু (স)-এর গোলাম] আনজাশা উট চালনার গান (হুদী) গেয়ে উট হাঁকিয়ে নিচ্ছে দেখে তিনি বলেন ঃ হে আনজাশা ! আল্লাহ তোমার প্রতি সদয় হোন ! কাচপাত্র বহনকারী বাহনগুলোকে ধীরে ধীরে পরিচালনা কর।

٥٧٦٩- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ فِى سَفَرٍ وَكَانَ لَهُ غُلاَمٌ يَحْدُو بِهِنَّ يُقَالُ لَهُ اَنْجَشَةُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ رُوَيْدَكَ يَا اَنْجَشَةُ سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيْرِ قَالَ اَبُو قِلاَبَةَ يَعْنِى النِّسَاءَ .

৫৭৬৯. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) এক সফরে ছিলেন। তাঁর একটি গোলাম ছিল। সে 'হুদী' গেয়ে উটগুলো হাঁকিয়ে নিচ্ছিল। নবী (স) তাকে বলেন ঃ হে আনজাশা !

---

৪৬. জাহান্নামে আবু তালিবের এ শাস্তি হ্রাস রসূল (স)-এর চাচা হওয়ার কারণে নয়, বরং ইসলাম ও ইসলামের নবীর সাহায্য-সহযোগিতা করার কারণে। তার মতো ইসলাম কবুল না করেও যারা ইসলামের সাহায্য-সহযোগিতা ও সৎকাজ করবে, তাদেরও পরকালে আযাব কিছুটা হ্রাস পাবে।

এই কাচপাত্রের বাহন সওয়ারীগুলোকে একটু ধীরে ধীরে হাঁকিয়ে নাও। আবু কিলাবা (র) বলেন, 'কাচ' দ্বারা নবী (স) মেয়েদেরকে বুঝিয়েছেন।

٥٧٧٠- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ حَادٍ يُقَالُ لَهُ اَنْجَشَةُ وَكَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ رُوَيْدَكَ يَا اَنْجَشَةُ لاَ تُكْسِرِ الْقَوَارِيرَ فَقَالَ قَتَادَةُ يَعْنِىْ ضَعَفَةَ النِّسَاءِ .

৫৭৭০. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনজাশা নামক নবী (স)-এর একজন 'হুদী' গায়ক ক্রীতদাস ছিল। তার কণ্ঠস্বর ছিল খুবই সুন্দর। (সে হুদী গেয়ে তার তালে তালে স্ত্রীলোকদের বহনকারী উটগুলোকে দ্রুত হাঁকিয়ে নিলে) নবী (স) তাকে বলেন ঃ ধীরে চল হে আনজাশা ! কাচগুলোকে ভেঙ্গে ফেল না। কাতাদা (র) বলেন, কাচগুলো দ্বারা নবী (স) মহিলাদেরকে বুঝিয়েছেন।

٥٧٧١- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ فَزَعٌ فَرَكِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرَسًا لِاَبِىْ طَلْحَةَ فَقَالَ مَا رَاَيْنَا مِنْ شَىْءٍ وَاِنْ وَّجَدْنَاهُ لَبَحْرًا .

৫৭৭১. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (এক রাতে একটি অজ্ঞাত শব্দের কারণে) মদীনায় ভীতি ছড়িয়ে পড়লে রসূলুল্লাহ (স) আবু তালহা (রা)-এর ঘোড়ায় আরোহণ করলেন এবং ফিরে এসে বললেন ঃ আমি কিছুই দেখতে পেলাম না, তবে ঘোড়াটিকে খুব দ্রুতগতি পেলাম।

১১৭-অনুচ্ছেদ ঃ কারো কোন কিছু সম্পর্কে বলা যে, 'ও কিছু না' এবং এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য একথা বুঝানো যে, তা অবাস্তব। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স) দু'টি কবর সম্পর্কে বলেছেন ঃ এ দু'জন কবরবাসীর শাস্তি হচ্ছে। তাদেরকে কোন বড় গোনাহের কারণে আযাব দেয়া হচ্ছে না ঠিকই, কিন্তু তা অবশ্যই বড়।

٥٧٧٢- عَنْ عَائِشَةَ سَاَلَ اُنَاسٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْكُهَّانِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسُوْا بِشَىْءٍ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاِنَّهُمْ يُحَدِّثُوْنَ اَحْيَانًا بِالشَّىْءِ يَكُوْنُ حَقًّا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْجِنِّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّىُّ فَيَقُرُّهَا فِىْ اُذُنِ وَلِيِّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ فَيَخْلِطُوْنَ فِيْهَا اَكْثَرَ مِنْ مِّائَةِ كَذْبَةٍ .

৫৭৭২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। কিছু সংখ্যক লোক রসূলুল্লাহ (স)-কে গণকদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ তারা কিছুই না। তারা বললেন, হে আল্লাহ্র রসূল ! কোন কোন সময় তারা এমন কথা বলে যা ঠিক হয়ে থাকে। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ সেটা সত্য কথা থেকে এসে থাকে। (আসমানে এ সম্পর্কে আলোচনা হতে থাকে) জিনেরা তা হঠাৎ লুফে নেয় এবং তা নিজের বন্ধুর (গণকের) কানে মুরগীর আওয়াজ করে পৌঁছিয়ে দেয়। অতপর সেই গণক তার সাথে শতটা মিথ্যা যুক্ত করে।

১১৮-অনুচ্ছেদ ঃ আসমানের দিকে চোখ তুলে দেখা। আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

اَفَلاَ يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ○ وَاِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ○ (الغشية : ١٤-١٥)

"তারা কি উটের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, কিভাবে তা সৃষ্টি করা হয়েছে ? আর আসমানের দিকে (কি চোখ তুলে তাকায় না) কিরূপে তা অতি উচ্চে স্থাপন করা হয়েছে ?" আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) আসমানের দিকে মাথা তুললেন।

٥٧٧٣- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ ثُمَّ فَتَرَ عَنِّى الْوَحْىُ فَبَيْنَا اَنَا اَمْشِى سَمِعْتُ صَوْتًا مِّنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ بَصَرِى اِلَى السَّمَاءِ فَاِذَا الْمَلَكُ الَّذِى جَاءَ نِى بِحِرَاءٍ قَاعِدٌ عَلٰى كُرْسِىٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ .

৫৭৭৩. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছেন ঃ অতপর আমার কাছে ওহী আসা বন্ধ হয়ে গেল। একদিন আমি পথ চলছিলাম, এমন সময় আসমান থেকে একটি আওয়ায শুনলাম। আমি আকাশপানে চোখ তুলে তাকালে সেই ফেরেশতাকে দেখতে পেলাম, যিনি হেরা গুহায় আমার নিকট এসেছিলেন। তিনি আসমান-যমীনের মাঝখানে একটি কুরসীতে বসাছিলেন।

٥٧٧٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ فِىْ بَيْتِ مَيْمُوْنَةَ وَالنَّبِىُّ ﷺ عِنْدَهَا فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاٰخِرُ اَوْ بَعْضُهُ قَعَدَ فَنَظَرَ اِلَى السَّمَاءِ فَقَرَأَ (اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلاَفِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيَاتٍ لِاُوْلِى الْاَلْبَابِ) .

৫৭৭৪. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মায়মূনার (রা) ঘরে রাত যাপন করি। নবী (স)-ও তখন তার কাছে ছিলেন । যখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ কিংবা তার কিছু কম-বেশী) বাকী রইল তখন নবী (স) উঠে আসমানের দিকে তাকালেন এবং এ আয়াত পড়লেন ঃ "নিশ্চয় আসমান-যমীনের সৃজনে এবং দিবা-রাত্রির আবর্তনে বুদ্ধিমানদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।"

১১৯-অনুচ্ছেদ ঃ লাঠি দ্বারা পানি ও মাটিতে আঘাত করা।

٥٧٧٥- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى اَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِى حَائِطٍ مِّنْ حِيطَانِ الْمَدِيْنَةِ وَفِىْ يَدِ النَّبِىِّ ﷺ عُوْدٌ يَضْرِبُ بِهِ بَيْنَ (فِىْ) الْمَاءِ وَالطِّيْنِ فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْتَفْتِحُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَذَهَبْتُ فَاِذَا اَبُوْ بَكْرٍ فَفَتَحْتُ لَهُ وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ اٰخَرُ فَقَالَ افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَاِذَا عُمَرُ فَفَتَحْتُ لَهُ وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ اٰخَرُ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ افْتَحْ لَهُ

وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيبُهُ أَوْ تَكُونُ فَذَهَبْتُ فَإِذَا عُثْمَانُ فَفَتَحْتُ لَهُ وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِى قَالَ قَالَ اللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ .

৫৭৭৫. আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মদীনার কোন এক বাগানে নবী (স)-এর সাথে ছিলেন। নবী (স)-এর হাতে একটি লাঠি ছিল। এটি দ্বারা তিনি পানি ও কাদায় আঘাত করছিলেন। এমন সময় একজন লোক আসলো এবং দরজা খুলতে বললে নবী (স) বলেন ঃ দরজা খুলে দাও এবং তাকে বেহেশতের সুসংবাদ দান করো। আমি এগিয়ে গিয়ে দেখলাম, আবু বাক্‌র (রা) দাঁড়িয়ে। আমি দরজা খুলে দিলাম এবং তাকে বেহেশতের সুসংবাদ দান করলাম। পুনরায় আরেক ব্যক্তি দরজা খুলতে বললে নবী (স) বললেন ঃ দরজা খুলে দাও এবং তাকে বেহেশতের সুসংবাদ দান করো। আমি দরজা খুলতে গিয়ে দেখলাম, তিনি উমার (রা)। আমি দরজা খুলে দিলাম এবং তাকে বেহেশতের সুসংবাদ দিলাম। আবার আরেক ব্যক্তি এসে দরজা খুলতে বললেন, নবী (স) হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলেন। তিনি উঠে বসলেন এবং বললেন ঃ দরজা খুলে দাও এবং তাঁকে বেহেশতের সুসংবাদ দান করো। তবে (পৃথিবীতে) কিছু বিপদাপদের সম্মুখীন তাকে হতে হবে। আমি দরজা খুলে দিতে গিয়ে দেখলাম তিনি উসমান (রা)। আমি দরজা খুলে দিলাম এবং তাঁকে বেহেশতের সুসংবাদ দান করলাম। এবং সেই মসিবতের কথাও জানিয়ে দিলাম যা নবী (স) বলেছিলেন। শুনে তিনি বললেন, (এ সংকটে) আল্লাহ্ তাআলা সাহায্যকারী।[৪৭]

১২০-অনুচ্ছেদ ঃ হাতে কিছু নিয়ে তার সাহায্যে মাটি খোঁচানো।

٥٧٧٦ـ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِى جَنَازَةٍ فَجَعَلَ يَنْكُتُ الاَرْضَ بِعُودٍ فَقَالَ لَيْسَ مِنْكُم مِن اَحَدٍ اِلاَّ وَقَد فُرِغَ مِنْ مَقْعَدِه مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَقَالُوا اَفَلاَ نَتَّكِلُ قَالَ اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ فَاَمَّا مَنْ اَعطى وَاتَّقى الاية.

৫৭৭৬. আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক জানাযায় নবী (স)-এর সাথে ছিলাম। তিনি একটি কাঠ দ্বারা মাটিতে খোঁচাতে লাগলেন, অতপর বললেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকের ঠিকানা জান্নাত ও জাহান্নাম চূড়ান্তভাবে লিখিত হয়ে গেছে। সাহাবীগণ আরজ করলেন, তবে আমরা সেই লেখার উপর কেন নির্ভর করে থাকব না ? তিনি বলেন ঃ তোমরা কাজ করে যাও। কেননা, প্রত্যেকের জন্য তার সেই কাজই সহজতর (বেহেতশী হলে নেক কাজ এবং জাহান্নামী হলে বদ্ কাজ)। তারপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন ঃ "আর যে দান করলো এবং তাকওয়া অলম্বন করলো ----------।"

১২১-অনুচ্ছেদ ঃ বিস্ময়কালে তাকবীর ও তাসবীহ্ পড়া। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে উমার (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি আপনার স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়েছেন ? তিনি বলেন ঃ না। তখন আমি বললাম, আল্লাহ্ আকবার !

৪৭. এ মহামুসিবত হলো বিদ্রোহীদের হাতে তার শাহাদাত বরণের ঘটনা।

٥٧٧٧- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَت اِستَيقَظَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ سُبحَانَ اللّهِ مَاذَا اُنزِلَ مِنَ الخَزَائِنِ وَمَاذَا اُنزِلَ مِنَ الفِتَنِ مَن يُّوقِظُ صَوَاحِبَ الحُجَرِ يُرِيدُ بِهِ اَزوَاجَهُ حَتَّى يُصَلِّينَ رُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنيَا عَارِيَةٍ فِي الاخِرَةِ .

৫৭৭৭. উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে নবী (স) ঘুম থেকে জেগে উঠে বললেন ঃ সুবহানাল্লাহ ! কত রহমতের ভাণ্ডার এবং কত যে ফিতনা নাযিল করা হয়েছে। "নামায পড়ার জন্য এসব হুজরার ঘুমন্ত মহিলাদের জাগিয়ে দিবে।" একথা দ্বারা তিনি তাঁর স্ত্রীদেরকেই বুঝিয়েছেন। দুনিয়ায় কাপড় পরিহিতা অনেক নারীই আখেরাতে হবে বিবস্ত্র।

٥٧٧٨- عَنْ صَفِيَّةَ بِنتِ حُيَيٍّ زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ اَخبَرَت اَنَّهَا جَاءَت رَسُولَ اللّهِ ﷺ تَزُورُهُ وَهُوَ مُعتَكِفٌ فِي المَسجِدِ فِي العَشرِ الغَوَابِرِ مِن رَمَضَانَ فَتَحَدَّثَت عِندَهُ سَاعَةً مِّنَ العِشَاءِ ثُمَّ قَامَت تَنقَلِبُ فَقَامَ مَعَهَا النَّبِيُّ ﷺ يَقلِبُهَا حَتَّى اِذَا بَلَغَت بَابَ المَسجِدِ الَّذِي عِندَ مَسكَنِ اُمِّ سَلَمَةَ زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ مَرَّ بِهِمَا رَجُلَانِ مِنَ الاَنصَارِ فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ ثُمَّ نَفَذَا فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ عَلَى رِسلِكُمَا اِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ بِنتُ حُيَيٍّ قَالاَ سُبحَانَ اللّهِ يَا رَسُولَ اللّهِ وَكَبُرَ عَلَيهِمَا مَا قَالَ قَالَ اِنَّ الشَّيطَانَ يَجرِي مِن ابنِ ادَمَ مَبلَغَ الدَّمِ وَاِنِّي خَشِيتُ اَن يَّقذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا.

৫৭৭৮. নবী (স)-এর স্ত্রী সাফিয়া বিনতে হুয়াই (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (স) রমযানের শেষ দশ দিনে মসজিদে ইতিকাফরত থাকাবস্থায় তিনি একদিন তাঁর সাথে দেখা করতে গেলেন। সাফিয়া (রা) নবী (স)-এর সাথে কিছু সময় কথাবার্তা বললেন এবং তারপর চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। নবী (স)-ও তাকে এগিয়ে দেয়ার জন্য উঠলেন। সাফিয়া (রা) নবী (স)-এর স্ত্রী উম্মে সালামার বাসস্থান সংলগ্ন মসজিদের দরজায় পৌঁছলে দু'জন আনসার তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। তারা দু'জনই রসূলুল্লাহ (স)-কে সালাম দিলেন এবং সামনে অগ্রসর হয়ে গেলে তখন রসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে ডেকে বললেন ঃ একটু অপেক্ষা করো। (আমার সাথের) মহিলা সাফিয়া বিনতে হুয়াই। (একথা শুনে) তাঁরা বলে উঠলো, সুবহানাল্লাহ ! হে আল্লাহ্র রসূল! তাঁর কথায় তাদের দু'জনের মনেই এটা রেখাপাত করলো। নবী (স) বলেন ঃ শয়তান বনী আদমের শিরা-উপশিরায় রক্তের মতো চলাচল করে। তাই আমি আশঙ্কা বোধ করলাম, শয়তান হয়ত তোমাদের মনে কোনরূপ সন্দেহের সৃষ্টি করতে পারে।

১২২-অনুচ্ছেদ ঃ অযথা পাথর বা ঢিল ছোঁড়া নিষেধ।

٥٧٧٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْخَذْفِ وَقَالَ اِنَّهُ لاَ يُقْتَلُ الصَّيْدَ وَلاَ يَنْكَأُ الْعَدُوَّ وَاِنَّهُ يَفْقَأُ الْعَيْنَ وَيَكْسِرُ السِّنَّ .

৫৭৭৯. আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল আল মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নবী (স) অযথা ঢিল ছুঁড়তে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন ঃ তা কোন শিকার বধ করে না, কিংবা শত্রুকেও আঘাত করে না। তবে চোখ ফুঁড়ে এবং দাঁত ভেঙ্গে দিতে পারে।

১২৩-অনুচ্ছেদ ঃ হাঁচিদাতা 'আলহামদু লিল্লাহ' বলবে।

٥٧٨٠- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ عَطَسَ رَجُلاَنِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَشَمَّتَ اَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الاٰخَرَ فَقِيْلَ لَهُ فَقَالَ هٰذَا حَمِدَ اللّٰهَ وَهٰذَا لَمْ يَحْمَدِ اللّٰهِ .

৫৭৮০. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে দুই ব্যক্তি হাঁচি [দল। তিনি তাদের একজনের হাঁচির জবাবে 'ইয়ারহামবকাল্লাহ' (আল্লাহ তোমায় রহম করুন) বললেন, কিন্তু<অপরজনের বেলায় তা বললেন না। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ এ ব্যক্তি 'আলহামদু লিল্লাহ' বলেছে, কিন্তু সে 'আলহামদু লিল্লাহ' বলেনি।

১২৪-অনুচ্ছেদ ঃ হাঁচিদাতা 'আলহামদু লিল্লাহ' বললে তার জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলা।

٥٧٨١- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ اَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ اَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ وَاِجَابَةِ الدَّاعِي وَرَدِّ السَّلاَمِ وَنَصْرِ الْمَظْلُوْمِ وَاِبْرَارِ الْمُقْسِمِ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ اَوْ قَالَ حَلْقَةِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ وَالسُّنْدُسِ وَالْمَيَاثِرِ .

৫৭৮১. বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) আমাদেরকে সাতটি কাজ করতে আদেশ দিয়েছেন এবং সাতটি কাজ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদের আদেশ দিয়েছেন ঃ রোগীকে দেখতে যেতে, জানাযায় যোগদান করতে, হাঁচি দাতার হাঁচির জবাব দিতে, দাওয়াতদাতার দাওয়াত গ্রহণ করতে, সালামের জবাব দিতে এবং মজলুমকে সাহায্য করতে। তিনি যে সাতটি কাজ করতে নিষেধ করেছেন ঃ সোনার আংটি কিংবা বলেছেন স্বর্ণের বালা বা মল পরতে, রেশমী বস্ত্র ব্যবহার করতে, 'দীবাজ' বা রেশমী কাপড় ব্যবহার করতে এবং 'সুন্দুস' বা খিযাব ও 'মাইয়াসির' ব্যবহার করতে।

১২৫-অনুচ্ছেদ ঃ হাঁচি দেয়া পসন্দনীয় এবং হাই তোলা নিন্দনীয়।

٥٧٨٢- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاوُبَ

فَاِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللّٰهِ فَحَقٌّ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ اَنْ يُّشَمِّتَهُ وَاَمَّا التَّثَاؤُبُ فَاِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَرُدَّهُ مَا سْتَطَاعَ فَاِذَا قَالَ هَا ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ .

৫৭৮২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ আল্লাহ্ হাঁচি দেয়া পসন্দ করেন এবং হাই তোলা অপসন্দ করেন। কোন ব্যক্তি হাঁচি দিয়ে 'আলহামদু লিল্লাহ্' বললে যে সকল মুসলমান তা শুনবে তাদের প্রত্যেকের কর্তব্য ইয়ারহামুকাল্লাহ বলে তার জবাব দেয়া। আর হাই তোলা শয়তানের পক্ষ থেকে। সুতরাং যথাসাধ্য তা রোধ করা উচিত। যখন কোন লোক (হাই তোলার সময় মুখ খুলে) 'হা' বলে আওয়ায করে তখন তার এ কাজে শয়তান হাসে।[৪৮]

১২৬-অনুচ্ছেদ ঃ কিভাবে হাঁচিদাতার হাঁচির জবাব দিতে হবে।

٥٧٨٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا عَطَسَ اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلْيَقُلْ لَهُ اَخُوْهُ اَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ فَاِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ فَلْيَقُلْ يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ .

৫৭৮৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ তোমাদের কেউ হাঁচি দিলে যেন 'আলহামদু লিল্লাহ' বলে। আর তার (মুসলমান) ভাই কিংবা সাথী যেন জবাবে বলে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ'—আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন। সে যখন 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলে, তখন (তার জবাবে আবার) হাঁচিদাতা বলবে ঃ ইয়াহ্দীকুমুল্লাহ ওয়া ইউসলিহু বালাকুম —আল্লাহ তোমাকে হেদায়াত দান করুন এবং তোমাদের অবস্থার উন্নতি বিধান করুন।

১২৭-অনুচ্ছেদ ঃ হাঁচিদাতা 'আলহামদু লিল্লাহ্' না বললে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলতে হবে না।

٥٧٨٤- عَنْ اَنَسٍ يَقُوْلُ عَطَسَ رَجُلاَنِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَشَمَّتَ اَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الاٰخَرَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ شَمَّتَّ هٰذَا وَلَمْ تُشَمِّتْنِىْ قَالَ اِنَّ هٰذَا حَمِدَ وَلَمْ تَحْمَدِ اللّٰهَ .

৫৭৮৪. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দু'জন লোক নবী (স)-এর সামনে হাঁচি দিলে নবী (স) তাদের একজনের হাঁচির জবাব দিলেন কিন্তু আরেকজনের হাঁচির জবাব দিলেন না। তখন সেই ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহ্র রসূল ! আপনি তার হাঁচির জবাব দিলেন অথচ আমার হাঁচির জবাব দিলেন না ? নবী (স) বলেন ঃ সে 'আলহামদু লিল্লাহ্' বলেছে কিন্তু তুমি 'আলহামদু লিল্লাহ' বলোনি।

---

৪৮. হাঁচি মানুষের মন-মস্তিষ্ক পরিষ্কার করে, জড়তা দূর করে। এটা মানুষের জন্য কল্যাণকর। তাই আল্লাহ তাআলা হাঁচি দেয়া পসন্দ করেন। পক্ষান্তরে হাই জড়তা ও অলসতার পরিচায়ক। তা মানুষের জন্য ক্ষতিকর। তাই আল্লাহ তা'আলা তা অপসন্দ করেন। আর শয়তান তাতে আনন্দবোধ করে। কারণ, বান্দার ক্ষতিতেই শয়তানের আনন্দ।

১২৮-অনুচ্ছেদ ঃ কারো হাই আসলে সে তার মুখে হাত দিবে।

٥٧٨٥ـ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاوُبَ فَاِذَا عَطَسَ اَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللّٰهَ كَانَ حَقًّا عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ اَنْ يَّقُوْلَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ وَاَمَّا التَّثَاوُبُ فَاِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاِذَا تَثَاوَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَااسْتَطَاعَ فَاِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا تَثَاءَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ .

৫৭৮৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ আল্লাহ্ হাঁচিদান পসন্দ করেন কিন্তু হাই তোলা অপসন্দ করেন। তোমাদের কেউ যখন হাঁচি দেয় এবং 'আলহামদু লিল্লাহ' বলে, তখন যত মুসলমান তা শুনবে তাদের প্রত্যেককে তার জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলতে হবে। অপরদিকে হাই তোলা শয়তানের পক্ষ থেকে। তোমাদের কারো হাই আসলে সে যেন যথাসাধ্য তা রোধ করে। কেননা তোমাদের কেউ হাই তুললে শয়তান তাতে হাসে।[৪৯]

---

৪৯. এখানে স্পষ্টত মুখে হাত দেয়ার কথা না থাকলেও অন্যান্য হাদীসে তা বলা আছে। তাছাড়া এখানে সাধারণভাবে হাই রোধ করার কথা বলা হয়েছে। হাই রোধ করতে হলে ঠোঁটে ঠোঁট চাপ দিয়ে রোধের চেষ্টার চেয়ে হাত চাপা দিয়ে রোধ করা অনেক সহজ। তাই হাই তোলার সময় মুখে হাত চাপা দেয়া কর্তব্য।

অধ্যায়-৫১

كِتَابُ الْاِسْتِئْذَانِ

প্রবেশানুমতি প্রার্থনা

১-অনুচ্ছেদ ঃ সালামের সূচনা।

٥٧٨٦- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ خَلَقَ اللّٰهُ اٰدَمَ عَلٰى صُوْرَتِهٖ طُوْلُهٗ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا فَلَمَّا خَلَقَهٗ قَالَ اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلٰى اُولٰئِكَ النَّفَرِ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ جُلُوْسٌ فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّوْنَكَ فَاِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوْا السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ فَزَادُوْهُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ فَكُلُّ مَنْ يَّدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلٰى صُوْرَةِ اٰدَمَ فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدُ حَتّٰى الْاٰنَ .

৫৭৮৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা আদম (আ)-কে তাঁর [আদম-এর] নিজের আকার-আকৃতিতেই সৃষ্টি করেছেন। তাঁর উচ্চতা ছিল ষাট হাত। আল্লাহ তাআলা তাঁকে সৃষ্টি করে বলেন, যাও উপবিষ্ট ফেরেশতাদের দলকে সালাম দাও এবং তারা তোমার সালামের জবাব কি দেয় তা মনোযোগ সহকারে শোন। এটাই হবে তোমার এবং তোমার সন্তানদের সালাম বা সম্ভাষণ বাক্য। আদম (আ) গিয়ে বলেন, আস্সালামু আলাইকুম (আপনাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক)। ফেরেশতাগণ জবাব দিলেন, আস্সালামু আলাইকা ওয়া রহমাতুল্লাহ (আপনার উপরও শান্তি ও আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হোক)। ফেরেশতাগণ ওয়া রহমাতুল্লাহি অংশ বাড়িয়ে বলেন। যারা বেহেশতে যাবে তাদের প্রত্যেকেই আদম (আ)-এর আকৃতি বিশিষ্ট হবে। তখন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মানুষের দেহাবয়ব (উচ্চতা) ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে আসছে।[১]

২-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তাআলার বাণী ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ○ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَا اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ ج وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ○ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ○

---

১. আদম (আ)-কে তাঁর নিজের আকার-আকৃতিতে সৃষ্টি করার অর্থ এর আগে আর কোন মানুষ ছিল না যে, তাদের কারো আকারে সৃষ্টি করা হবে। বরং তাঁকে সৃষ্টি করার জন্য যে নকশা বা আকৃতি-প্রকৃতি পরিকল্পনা করা হয়েছিল, সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী আল্লাহ তাঁকে সৃষ্টি করেছেন। কাজেই আকৃতি-প্রকৃতি, জ্ঞান-বুদ্ধি প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যে আদম (আ) নিজেই নিজের তুলনা।

"হে ঈমানদারগণ ! তোমরা নিজেদের বসতঘর ছাড়া অপরের বসতঘরসমূহে ঘরবাসীর অনুমতি না নিয়ে এবং তাদেরকে সালাম না দিয়ে প্রবেশ করবে না। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো। যদি তোমরা তাতে কাউকে না পাও তবে তাতে প্রবেশ করো না, যে পর্যন্ত তোমাকে অনুমতি দেয়া না হবে। আর যদি তোমাদেরকে বলা হয়, ফিরে যাও, তাহলে ফিরে যাবে। এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতম ব্যাপার। তোমরা যা করো আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সবিশেষ জ্ঞাত। যেসব ঘরে কেউ বাস করে না সেরূপ ঘরে তোমাদের জিনিস-পত্র থাকলে তাতে প্রবেশে তোমাদের কোন গোনাহ্ হবে না। আর যা তোমরা প্রকাশ কর এবং যা গোপন কর আল্লাহ্ তা সবই জানেন"–(সূরা আন-নূর ঃ ২৭-২৯)।

সায়ীদ ইবনে আবিল হাসান (র) হাসান (রা)-কে বলেন, অনারব মহিলারা নিজেদের বুক ও মাথা খোলা রাখে। তিনি বলেন, তুমি তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ط -(النور : ٣٠)

"(হে নবী)! ঈমানদারদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি আনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানসমূহ হেফাযত করে।" উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদা (র) বলেন, এই নির্দেশ সেসব ক্ষেত্রে যা তাদের জন্য হালাল নয়।

আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেছেন ঃ

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ -(النور : ٣١)

"এবং আপনি ঈমানদার নারীদেরকেও বলুন, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি আনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানসমূহের হেফাযত করে।" خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ অর্থ এমন জিনিসের দিকে দৃষ্টিপাত করা যেদিকে তাকাতে আল্লাহ্ নিষেধ করেছেন। আর ঋতুবতী হয়নি এমন নাবালিকা মেয়েদের দিকে তাকানো সম্পর্কে যুহরী (র) বলেন, অপ্রাপ্ত বয়স্কা হলেও এসব মেয়েদের এমন অঙ্গের দিকে দৃষ্টিপাত করা জায়েয নয় যা দেখলে যৌন লালসা জাগ্রত হয়। মক্কা শরীফের বাজারে (সে যুগে) যেসব দাসী বিক্রয়ের জন্য আনা হতো, আতা (র) তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করাও মাকরূহ মনে করতেন, তবে তাদেরকে খরীদ করার ইচ্ছা হলে ভিন্ন কথা।

٥٧٨٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَرْدَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ يَوْمَ النَّحْرِ خَلْفَهُ عَلٰى عَجُزِ رَاحِلَتِهٖ وَكَانَ الْفَضْلُ رَجُلاً وَّضِيْئًا فَوَقَفَ النَّبِيُّ ﷺ لِلنَّاسِ يُفْتِيْهِمْ فَاَقْبَلَتِ امْرَاَةٌ مِنْ خَثْعَمَ وَضِيْئَةٌ تَسْتَفْتِيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ اِلَيْهَا وَاَعْجَبَهُ حُسْنُهَا فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ ﷺ وَالْفَضْلُ يَنْظُرُ اِلَيْهَا فَاَخْلَفَ بِيَدِهٖ فَاَخَذَ بِذَقَنِ الْفَضْلِ فَعَدَلَ وَجْهَهُ عَنِ النَّظَرِ اِلَيْهَا فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ

اللّٰهِ اِنَّ فَرِيضَةَ اللّٰهِ فِى الْحَجِّ عَلٰى عِبَادِهٖ اَدْرَكَت اَبِى شَيْخًا كَبِيرًا لاَ يَسْتَطِيعُ اَنْ يَسْتَوِىَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِى عَنْهُ اَنْ اَحُجَّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ .

৫৭৮৭. আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) কুরবানীর দিন ফযল ইবনে আব্বাসকে নিজের পেছনে সওয়ারীর পিঠে বসালেন। ফযল (রা) ছিলেন একজন সুদর্শন পুরুষ। নবী (স) লোকদেরকে মাসআলা-মাসায়েল বলে দেয়ার জন্য থামলে খাসয়াম গোত্রের সুন্দরী এক মহিলা রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে মাসআলা জিজ্ঞেস করতে আসলো। তখন ফযল সেই মহিলার প্রতি বারবার তাকাতে থাকলো এবং তার সৌন্দর্য তাঁকে মোহিত করলো। রসূলুল্লাহ (স) ফযল (রা)-এর দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখলেন যে, সে বারবার মহিলার প্রতি দৃষ্টিপাত করছে। নবী (স) নিজের হাত পেছনের দিকে নিয়ে ফযল (রা)-এর থুতনি ধরে মহিলার দিক থেকে তাঁর মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলেন। মহিলা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্র রসূল ! আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের উপর হজ্জ ফরয করেছেন, তা আমার আব্বার উপরও ফরয। তার বার্ধক্য এসে গেছে, তিনি খুব বুড়ো হয়ে গেছেন, সওয়ারীর পিঠে সোজা হয়ে বসতেও পারেন না। আমি যদি তাঁর পক্ষ থেকে হজ্জ করি তাহলে কি তাঁর ফরয আদায় হবে ? তিনি বলেন ঃ হ্যাঁ।

٥٧٨٨- عَنْ اَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَا لَنَا مِنْ مَّجَالِسِنَا بُدٌّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا قَالَ اِذَا اَبَيْتُمْ اِلاَّ الْمَجْلِسَ فَاَعطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الاَذٰى وَرَدُّ السَّلاَمِ وَالاَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ .

৫৭৮৮. আবু সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ তোমরা যাতায়াতের রাস্তায় বসা পরিহার করো। লোকজন বললো, হে আল্লাহ্র রসূল ! আমাদের রাস্তায় বসা ছাড়া কোন উপায়ান্তর নেই। আমরা সেখানে বসেই পরস্পর কথাবার্তা বলি। তিনি বলেনঃ একান্তই যদি তোমাদেরকে রাস্তায় বসতে হয়, তবে তোমরা রাস্তার হক আদায় করবে। লোকজন বললো, হে আল্লাহ্র রসূল ! রাস্তার হক কি ? তিনি বলেন ঃ দৃষ্টি অবনত রাখা, কষ্টদায়ক কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকা, সালামের জবাব দেয়া, ন্যায়ের আদেশ করা এবং অন্যায় করতে নিষেধ করা।

৩-অনুচ্ছেদ ঃ সালাম আল্লাহ্ তাআলার একটি নাম।

وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِاَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوهَا ط -(النساء : ٨٦)

"এবং যখন তোমাদেরকে অভিবাদন করা হয় তখন তোমরা তার চেয়েও উত্তম অভিবাদনের মাধ্যমে তার জবাব দাও অথবা তার অনুরূপ জবাব দান কর।"

٥٧٨٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنَّا اِذَا صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ قُلْنَا اَلسَّلاَمُ عَلٰى

اَللّٰهِ قَبْلَ عِبَادِهِ اَلسَّلَامُ عَلٰى جِبْرِيْلَ اَلسَّلَامُ عَلٰى مِيْكَائِيْلَ اَلسَّلَامُ عَلٰى فُلَانٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّلَامُ فَاِذَا جَلَسَ اَحَدُكُمْ فِى الصَّلٰوةِ فَلْيَقُلِ التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ فَاِنَّهُ اِذَا قَالَ ذٰلِكَ اَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِى السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ بَعْدُ مِنَ الْكَلَامِ مَا شَاءَ .

৫৭৮৯. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন নবী (স)-এর সাথে নামায পড়তাম তখন বলতাম, "বান্দাদের আগে আল্লাহ্র উপর সালাম বা শান্তি বর্ষিত হোক। জিবরাঈল (আ)-এর উপর শান্তি বর্ষিত হোক, মীকাঈল (আ)-এর উপর শান্তি বর্ষিত হোক, অমুকের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।" নবী (স) নামায শেষ করে আমাদের দিকে ফিরে বলেন ঃ আল্লাহ নিজেই সালাম। যখন তোমাদের কেউ নামাযে (দ্বিতীয় বা শেষ রাকাআতে) বসবে তখন বলবে ঃ "আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহে ওয়াচ্ছালাওয়াতু ওয়াত তাইয়েবাতু আস্সালামু আলাইকা আইয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়ারাহমাতুল্লাহি অবারাকাতুহু আস্সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিচ্ছালেহীন।" সে যখন এটা বলবে তখন সাথে সাথে আসমান-যমীনে যত সালেহ ও সত্যনিষ্ঠ বান্দাহ আছে সবার নিকট সালাম পৌঁছে যাবে। অতপর আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহ (বলে) নিজ ইচ্ছা মোতাবেক দোয়া করবে।

৪-অনুচ্ছেদ ঃ কমসংখ্যক লোক বেশীসংখ্যক লোককে সালাম দিবে।

٥٧٩٠ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُسَلِّمُ الصَّغِيْرُ عَلَى الْكَبِيْرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ .

৫৭৯০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ ছোট বড়কে সালাম দিবে, পথচারী উপবিষ্ট লোককে সালাম দিবে এবং কমসংখ্যক লোক বেশীসংখ্যক লোককে সালাম দিবে।

৫-অনুচ্ছেদ ঃ আরোহী ব্যক্তি পদচারী ব্যক্তিকে সালাম দিবে।

٥٧٩١ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِىْ وَالْمَاشِىْ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ .

৫৭৯১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ যানবাহনে আরোহী ব্যক্তি পদচারী ব্যক্তিকে সালাম দিবে। পদচারী ব্যক্তি উপবিষ্টকে এবং কমসংখ্যক লোক বেশীসংখ্যক লোককে সালাম দিবে।

৬-অনুচ্ছেদ ঃ পদচারী উপবিষ্টকে সালাম দিবে।

٥٧٩٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِىْ وَالْمَاشِى عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ .

৫৭৯২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ আরোহী ব্যক্তি পদচারী ব্যক্তিকে সালাম দিবে। পদচারী উপবিষ্টকে এবং কমসংখ্যক লোক বেশীসংখ্যক লোককে সালাম দিবে।

৭-অনুচ্ছেদ ঃ ছোটরা বড়দের সালাম দিবে। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ ছোট বড়কে সালাম দিবে, পথচারী পথে উপবিষ্ট লোককে এবং কমসংখ্যক লোক বেশীসংখ্যক লোককে সালাম দিবে।

৮-অনুচ্ছেদ ঃ সালামের ব্যাপক প্রচলন করা।

٥٧٩٣- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِسَبْعٍ بِعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ وَنَصْرِ الضَّعِيْفِ وَعَوْنِ الْمَظْلُوْمِ وَاِفْشَاءِ السَّلاَمِ وَاِبْرَارِ الْمُقْسِمِ وَنَهٰى عَنِ الشُّرْبِ فِى الْفِضَّةِ وَنَهَانَا عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ وَعَنْ رُكُوْبِ الْمَيَاثِرِ وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ وَالْقَسِّىِّ وَالاِسْتَبْرَقِ .

৫৭৯৩. বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) আমাদেরকে সাতটি বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ রোগীকে দেখতে যেতে, জানাযাতে অংশগ্রহণ করতে, হাঁচিদাতার জবাব দিতে, দুর্বলের সাহায্য করতে, মযলুমের সহয়তা করতে, সালামের প্রসার ঘটাতে ও কসমকারীকে কসম থেকে মুক্ত করতে। আর তিনি নিষেধ করেছেন ঃ রৌপ্য পাত্রে পান করতে, সোনার আংটি পরতে, রেশমী কাপড়ে তৈরী গদি বা আসনে বসতে, রেশমী কাপড় কিংখাব এবং বুটিদার রেশমী কাপড়, ব্যবহার করতে।

৯-অনুচ্ছেদ ঃ পরিচিত ও অপরিচিত সকলকে সালাম দেয়া।

٥٧٩٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ النَّبِىَّ ﷺ اَىُّ الاِسْلاَمِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَاُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَعَلَى مَنْ لَّمْ تَعْرِفْ .

৫৭৯৪. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করলেন, কিরূপ ইসলাম উত্তম ? তিনি বলেন ঃ তুমি (অভুক্তকে) খানা খাওয়াবে এবং তোমার পরিচিত ও অপরিচিত সবাইকে সালাম দিবে।

٥٧٩٥- عَنْ اَبِى اَيُّوبَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلٰثٍ يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هٰذَا وَيَصُدُّ هٰذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِى يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ .

৫৭৯৫. আবু আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ কোন মুসলমানের জন্য এটা হালাল নয় যে, তার মুসলমান ভাইকে এবং একাধারে তিন দিন এমনভাবে পরিত্যাগ করবে যে, যখন তাদের দেখা হবে তখন একজন এদিকে এবং আরেকজন ওদিকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। তাদের মধ্যে যে প্রথমে সালামের সূচনা করে সে-ই উত্তম।

১০-অনুচ্ছেদ ঃ হিজাবের আয়াত।

٥٧٩٦- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ كَانَ ابْنُ عَشْرِ سِنِيْنَ مَقْدَمَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ فَخَدَمْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَشْرًا حَيَاتَهُ وَكُنْتُ اَعْلَمَ النَّاسِ بِشَانِ الْحِجَابِ حِيْنَ اُنْزِلَ وَقَدْ كَانَ اُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ يَسْئَلُنِى عَنْهُ وَكَانَ اَوَّلَ مَا نَزَلَ فِىْ مُبْتَنٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِزَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ اَصْبَحَ النَّبِىُّ ﷺ بِهَا عَرُوْسًا فَدَعَا الْقَوْمَ فَاَصَابُوْا مِنَ الطَّعَامِ ثُمَّ خَرَجُوْا وَبَقِىَ مِنْهُمْ رَهْطٌ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَطَالُوْا الْمَكْثَ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَخَرَجَ وَخَرَجْتُ مَعَهُ كَىْ يَّخْرُجُوْا فَمَشٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتّٰى جَاءَ عَتَبَةَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ ثُمَّ ظَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُمْ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ حَتّٰى دَخَلَ عَلٰى زَيْنَبَ فَاِذَا هُمْ جُلُوْسٌ لَمْ يَتَفَرَّقُوْا فَرَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَرَجَعْتُ مَعَهُ حَتّٰى بَلَغَ عَتَبَةَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَظَنَّ اَنْ قَدْ خَرَجُوْا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَاِذَا هُمْ قَدْ خَرَجُوْا فَاُنْزِلَ اٰيَةُ الْحِجَابِ فَضَرَبَ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُ سِتْرًا .

৫৭৯৬. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) হিজরত করে মদীনায় আসার সময় তার (আনাসের) বয়স ছিল দশ বছর। অতপর আমি দশ বছর ধরে রসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমত করি। পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ সম্পর্কে আমি সবার চেয়ে বেশী অবগত। উবাই ইবনে কা'ব (রা)-ও এ সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করতেন। যয়নাব বিনতে জাহশ (রা)-এর সাথে বিয়ের পর যেদিন রসূলুল্লাহ (স)-এর বাসর শয্যা হয় সেদিনই সর্বপ্রথম এ আয়াত নাযিল হয়। নবী (স) দুলহা ছিলেন। লোকদেরকে তিনি দাওয়াত দিয়েছিলেন। লোকজন খাবার খেয়ে চলে গেল। কিন্তু কয়েকজন লোক রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে থেকে গেল। তারা অনেকক্ষণ বসে রইলো। তারা যাতে চলে যায় সে উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহ (স) উঠে বাইরে গেলেন। আমিও তাঁর সাথে উঠে গেলাম। তিনি হাঁটতে লাগলেন, আমিও হাঁটতে লাগলাম এবং শেষে আয়েশা (রা)-এর কক্ষের দরজার

চৌকাঠ পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। অতপর রসূলুল্লাহ (স) মনে করলেন, এখন তারা হয়তো চলে গিয়ে থাকবে। তাই তিনি ফিরে আসলেন। আমিও তাঁর সাথে আসলাম। তিনি যয়নাব (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করে দেখলেন, তারা বসেই আছে, চলে যায়নি। রসূলুল্লাহ (স) আবার ফিরে গেলেন। আমিও তাঁর সাথে ফিরে গেলাম। তিনি আয়েশা (রা)-এর ঘরের দরজার চৌকাঠ পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। পুনরায় তিনি ভাবলেন, তারা হয়তো চলে গিয়ে থাকবে, তাই তিনি ফিরে এলেন। আমিও তাঁর সাথে আসলাম। অবশ্য তখন তারা চলে গেছে। এ সময়ই পর্দার আয়াত নাযিল হলো। তিনি আমার ও তাঁর মাঝখানে পর্দা টেনে দিলেন।

٥٧٩٧ـ عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ زَيْنَبَ دَخَلَ الْقَوْمُ فَطَعِمُوْا ثُمَّ جَلَسُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ فَاَخَذَ كَاَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُوْمُوا فَلَمَّا رَاٰى ذٰلِكَ قَامَ فَلَمَّا قَامَ قَامَ مَنْ قَامَ مِنَ الْقَوْمِ وَقَعَدَ بَقِيَّةُ الْقَوْمِ وَاَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَ لِيَدْخُلَ فَاِذَا الْقَوْمُ جُلُوْسٌ ثُمَّ اِنَّهُمْ قَامُوْا فَانْطَلَقُوْا فَاَخْبَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَجَاءَ حَتّٰى دَخَلَ فَذَهَبْتُ اَدْخُلُ فَاَلْقَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ الْاٰيَةَ .

৫৭৯৭. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) যয়নাব (রা)-কে বিয়ে করলে ওলীমার দাওয়াতে লোকজন এসে খানা খেলো। অতপর তারা বসে কথাবার্তা বলতে থাকলো। তারা যেন চলে যায় সে উদ্দেশ্যে নবী (স) এমন ভাব দেখাতে লাগলেন যেন তিনি উঠতে চাচ্ছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা উঠলো না। এ অবস্থা দেখে তিনি উঠে গেলেন। তিনি উঠে গেলে তাদের কিছু লোক চলে গেল কিন্তু অবশিষ্ট লোক বসেই রইলো। পুনরায় নবী (স) যয়নাব (রা)-এর নিকট যেতে চাইলেন। কিন্তু দেখলেন যে, লোকজন তখনো বসে আছে। তারপর তারা উঠে চলে গেলে আমি নবী (স)-কে খবর দিলাম। তিনি এসে ভেতরে প্রবেশ করলেন। আমিও ভেতরে প্রবেশ করতেই তিনি আমার ও তাঁর মাঝখানে পর্দা টেনে দিলেন। অতপর আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করলেন ঃ "হে ঈমানদারগণ ! তোমরা নবীর ঘরে প্রবেশ করো না ...."−(আয়াতের শেষ পর্যন্ত)।

٥٧٩٨ـ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اُحْجُبْ نِسَاءَكَ قَالَتْ فَلَمْ يَفْعَلْ وَكَانَ اَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ يَخْرُجْنَ لَيْلاً اِلٰى لَيْلٍ قِبَلَ الْمَنَاصِعِ فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ وَكَانَتْ اِمْرَاَةً طَوِيْلَةً فَرَاٰهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ فِي الْمَجْلِسِ فَقَالَ عَرَفْتُكِ يَا سَوْدَةُ حِرْصًا عَلٰى اَنْ يُّنْزَلَ الْحِجَابُ قَالَتْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اٰيَةَ الْحِجَابِ .

৫৭৯৮. নবী (স)-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতেন, আপনার বিবিগণকে পর্দায় রাখুন। আয়েশা (রা) বলেন, কিন্তু নবী (স) তা করেননি। নবী (স)-এর স্ত্রীগণ প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে কেবলমাত্র রাতের বেলাতেই বের হতেন। একদা সাওদা বিনতে যামআ (রা) প্রকৃতির ডাকে বাইরে গেলেন। তিনি ছিলেন দীর্ঘদেহী মহিলা। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) তখন মজলিসে বসাছিলেন। তাঁকে দেখে তিনি বলেন, হে সাওদা ! আমি আপনাকে চিনে ফেলেছি। পর্দার নির্দেশ যেন নাযিল হয় সেই প্রত্যাশাই উমার (রা) এই উক্তি করেছিলেন। আয়েশা (রা) বলেন, অতপর আল্লাহ্ তাআলা পর্দার নির্দেশ নাযিল করলেন।

১১-অনুচ্ছেদ ঃ দৃষ্টিশক্তির কারণেই তো অনুমতি নেয়ার ব্যবস্থা।

٥٧٩٩- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ اطَّلَعَ رَجُلٌ مِّنْ حُجْرٍ فِيْ حُجَرِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِدْرًى يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ فَقَالَ لَوْ اَعْلَمُ اَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهِ فِيْ عَيْنِكَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِسْتِئْذَانُ مِنْ اَجْلِ الْبَصَرِ .

৫৭৯৯. সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (স)-এর হুজরাগুলোর কোন একটিতে ছিদ্র দিয়ে উঁকি মারে। তখন নবী (স)-এর হাতে একটা চিরুনি ছিল। সেটি দিয়ে তিনি মাথা আঁচড়াচ্ছিলেন। নবী (স) বললেন ঃ যদি আমি জানতাম যে, তুমি তাকাচ্ছো, তাহলে এটি দিয়ে আমি তোমার চোখ ফুঁড়ে দিতাম। দৃষ্টিশক্তির কারণেই তো অনুমতি প্রার্থনার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

٥٨٠٠- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ مِنْ بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ اِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ بِمِشْقَصٍ اَوْ بِمَشَاقِصَ فَكَاَنِّيْ اَنْظُرُ اِلَيْهِ يَخْتِلُ الرَّجُلَ لِيَطْعَنَهُ .

৫৮০০. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (স)-এর হুজরাগুলোর কোন একটিতে উঁকি মারলো। তখন নবী (স) একটি বা কয়েকটি তীর ফলক হাতে নিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি লোকটির চোখ ফুঁড়ে দেয়ার জন্য সন্তর্পণে অগ্রসর হচ্ছেন তা যেন আমি এখনো দেখতে পাচ্ছি।

১২-অনুচ্ছেদ ঃ যৌনাঙ্গ ছাড়া অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেরও ব্যভিচার।

٥٨٠١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمْ اَرَ شَيْئًا اَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِنْ قَوْلِ اَبِيْ هُرَيْرَةَ وَقَالَ مَا رَاَيْتُ شَيْئًا اَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ اٰدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنٰى اَدْرَكَ ذٰلِكَ لاَ مَحَالَةَ فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظْرُ وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ وَالنَّفْسُ تَمَنّٰى وَتَشْتَهِيْ وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذٰلِكَ كُلَّهُ اَوْ يُكَذِّبُهُ .

৫৮০১. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরাইরা (রা)-এর কথার চেয়ে ছোট ছোট গুনাহের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ কোন কথাই আর দেখিনি। তিনি

আরো বলেন, আবু হুরাইরা (রা) নবী (স) থেকে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন ছোট ছোট গুনাহের সাথে তার চেয়ে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ আর কিছুই আমি দেখিনি। নবী (স) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা আদম সন্তানের জন্য যেনার একটি অংশ লিখে দিয়েছেন যা সে অনিবার্যরূপে করে থাকে। সুতরাং চোখের যেনা হলো দর্শন এবং মুখের যেনা হলো বাক্যালাপ। অতপর মন আকাংখা করে এবং যৌনাংগ তা সত্য বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ সালাম দেয়া ও অনুমতি প্রার্থনা তিনবার।

٥٨٠٢- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلٰثًا وَاِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ اَعَادَهَا ثَلٰثًا.

৫৮০২. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) যখন সালাম দিতেন, (উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত) তিনবার দিতেন এবং যখন কোন কথা বলতেন, তিনবার বলতেন।

٥٨٠٣- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ كُنْتُ فِىْ مَجْلِسٍ مِّنْ مَّجَالِسِ الْاَنْصَارِ اِذْ جَاءَ اَبُوْ مُوْسٰى كَاَنَّهُ مَذْعُوْرٌ فَقَالَ اِسْتَأْذَنْتُ عَلٰى عُمَرَ ثَلٰثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِىْ فَرَجَعْتُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ قُلْتُ اِسْتَاذَنْتُ ثَلٰثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِىْ فَرَجَعْتُ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اسْتَأْذَنَ اَحَدُكُمْ ثَلٰثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ فَقَالَ وَاللّٰهِ لَتُقِيْمَنَّ عَلَيْهِ بَيِّنَةً اَمِنْكُمْ اَحَدٌ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ وَاللّٰهِ لاَ يَقُوْمُ مَعَكَ اِلاَّ اَصْغَرُ الْقَوْمِ فَكُنْتُ اَصْغَرَ الْقَوْمِ فَقُمْتُ مَعَهُ فَاَخْبَرْتُ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ ذٰلِكَ وَعَنْ بُسْرٍ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدٍ بِهٰذَا.

৫৮০৩. আবু সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনসারদের এক সমাবেশে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় আবু মূসা (রা) ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় এসে উপস্থিত হলেন এবং বললেন, আমি উমার (রা)-এর কাছে যাওয়ার জন্য তিনবার অনুমতি চাইলাম। কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হয়নি। তাই আমি ফিরে আসলাম। অতপর উমার (রা) বিষয়টি জেনে জিজ্ঞেস করলেন, (ভেতরে আসতে) তোমাকে কিসে বাধা দিয়েছিল। আমি বললাম, আমি তিনবার অনুমতি চেয়েছি কিন্তু আমাকে অনমুতি দেয়া হয়নি। তাই আমি ফিরে এসেছি। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যদি তিনবার অনুমতি চাওয়ার পরও অনুমতি না পায়, তবে ফিরে আসবে (তাই আমিও ফিরে এসেছি)। উমার (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম ! এ ব্যাপারে তোমাকে অবশ্যই সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে হবে যে, তোমাদের মধ্যে কেউ একথা নবী (স)-এর কাছ থেকে শুনেছে। উবাই ইবনে কা'ব (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম ! তোমার পক্ষে (সাক্ষ্য দিতে) আমাদের মধ্যকার সর্বকনিষ্ঠ ব্যক্তিটিই উঠবে। আমিই ছিলাম সর্বকনিষ্ঠ ব্যক্তি। আমি আবু মূসা (রা)-এর সাথে গেলাম এবং উমার (রা)-কে অবহিত করলাম যে, নবী (স) একথা বলেছেন।

অপর এক সনদে বুসর (র) বর্ণনা করেন, আমি এ হাদীস আবু সায়ীদ (রা) থেকে শুনেছি।[২]

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ যাকে ডাকা হয়েছে সেও কি অনুমতি প্রার্থনা করবে ? আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ ডাকাটাই তার জন্য অনুমতি।

٥٨٠٤ـ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَوَجَدَ لَبَنًا فِىْ قَدَحٍ فَقَالَ اَبَا هِرٍّ الْحَقْ اَهْلَ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ اِلَىَّ قَالَ فَاَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَاَقْبَلُوْا فَاسْتَاْذَنُوا فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوْا .

৫৮০৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে ঘরে প্রবেশ করলাম। তিনি একটি পেয়ালায় কিছুটা দুধ দেখে বলেন ঃ হে আবু হির (আবু হুরাইরার সংক্ষেপ)! তুমি আহলি সুফ্ফার কাছে গিয়ে তাদেরকে আমার কাছে ডেকে আন। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, আমি তাদের কাছে গেলাম এবং তাদেরকে ডেকে আনলাম। তারা এসে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলে তিনি তাদের অনুমতি দেন এবং তারা ভেতরে প্রবেশ করেন।

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ শিশুদেরকে সালাম দেয়া।

٥٨٠٥ـ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ مَرَّ عَلٰى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَفْعَلُهُ .

৫৮০৫. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি শিশুদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাদেরকে সালাম দিলেন এবং বললেন, নবী (স)-ও এভাবে সালাম দিতেন।

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষদের নারীদেরকে এবং নারীদের পুরুষদেরকে সালাম দেয়া।

٥٨٠٦ـ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ قَالَ كُنَّا نَفْرَحُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قُلْتُ وَلِمَ قَالَ كَانَتْ لَنَا عَجُوْزٌ تُرْسِلُ اِلٰى بُضَاعَةَ قَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ نَخْلٍ بِالْمَدِيْنَةِ فَتَأْخُذُ مِنْ اُصُوْلِ السِّلْقِ فَتَطْرَحُهُ فِىْ قِدْرٍ وَتُكَرْكِرُ حَبَّاتٍ مِّنْ شَعِيْرٍ فَاِذَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ انْصَرَفْنَا وَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا فَتُقَدِّمُهُ اِلَيْنَا فَنَفْرَحُ مِنْ اَجْلِهِ وَمَا كُنَّا نَقِيْلُ وَلاَ نَتَغَدّٰى اِلاَّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ .

---

২. এখানে এ হাদীসটি উপেক্ষা করা হযরত উমার (রা)-এর উদ্দেশ্য ছিল না, বরং হাদীসটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

৫৮০৬. আবু হাযেম (র) থেকে সাহল [ইবনে সা'দ সায়ীদী (রা)]-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুমআর দিন আসলে আমরা খুব আনন্দিত হতাম। আবু হাযেম (র) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন ? তিনি বলেন, আমাদের পরিচিত এক বৃদ্ধা ছিলেন। সে বুদাআ নামক স্থানে কাউকে পাঠাতেন। ইবনে মাসলামা বলেন, বুদাআ মদীনার একটি খেজুর বাগান। সেই বৃদ্ধা সেখান থেকে গাজর আনিয়ে তার সাথে কিছু যবের দানা মিশিয়ে ডেকচিতে করে পাক করতেন। আমরা জুমআর নামায শেষ করে ঐ বৃদ্ধার নিকট যেতাম এবং তাকে সালাম দিতাম। তিনি আমাদের সামনে সেই খাবার পরিবেশন করতেন। এ কারণেই আমরা খুব আনন্দিত হতাম। আমরা জুমআর নামায শেষ করার আগে কখনো খাওয়া-দাওয়া বা কায়লুলা (দুপুরের আহারান্তে বিশ্রাম) করতাম না।

٥٨٠٧ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَائِشَةُ هٰذَا جِبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلاَمَ قَالَتْ قُلْتُ وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ تَرٰى مَا لاَ نَرٰى تُرِيدُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ.

৫৮০৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ হে আয়েশা ! জিবরাঈল (আ) তোমাকে সালাম জানাচ্ছেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম, ওয়া আলাইহিস্ সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আপনি যা দেখেন তা আমরা দেখতে পাই না। আয়েশা (রা) একথা রসূলুল্লাহ (স)-কে বলেছেন।

১৭-অনুচ্ছেদ ঃ কে ? এ প্রশ্নের জবাবে 'আমি' বলা।

٥٨٠٨ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ دَيْنٍ كَانَ عَلٰى اَبِيْ فَدَقَقْتُ (فَدَفَعْتُ) الْبَابَ فَقَالَ مَنْ ذَا فَقُلْتُ اَنَا فَقَالَ اَنَا اَنَا كَاَنَّهُ كَرِهَهَا.

৫৮০৮. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, আমার আব্বার কিছু ঋণের ব্যাপারে আমি নবী (স)-এর কাছে গেলাম। আমি দরজায় করাঘাত করলে নবী (স) জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'কে ?' আমি বললাম, 'আমি'। তিনি বললেন ঃ 'আমি' 'আমি'। নবী (স) যেন জবাব পসন্দ করলেন না।

১৮-অনুচ্ছেদ ঃ সালামের জবাবে 'আলাইকাস সালাম' বলা। আয়েশা (রা) ওয়া আলাইহিস্ সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু বলে জবাব দিয়েছেন। নবী (স) বলেন ঃ ফেরেশতাগণ আদম (আ)-এর সালামের জবাবে আস্সালামু আলাইকা ওয়া রহমাতুল্লাহ বলেছেন।

٥٨٠٩ـ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ فِيْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَصَلّٰى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ ارْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلّٰى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ فَقَالَ وَعَلَيْكَ

السَّلاَمُ ارْجِعْ فَصَلِّ فَانَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ فَقَالَ وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ فَارْجِعْ فَصَلِّ فَانَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَقَالَ فِيْ الثَّانِيَةِ اَوْ فِي الَّتِيْ بَعْدَهَا عَلِّمْنِيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اِذَا قُمْتَ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاَسْبِغِ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ رَكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَسْتَوِيَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ افْعَلْ ذٰلِكَ فِيْ صَلٰوتِكَ كُلِّهَا وَقَالَ اَبُوْ اُسَامَةَ فِي الْاٰخِيْرِ حَتّٰى تَسْوِيَ قَائِمًا.

৫৮০৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) মসজিদের এক কোণে উপবিষ্ট ছিলেন। এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে নামায পড়লো, অতপর কাছে এসে তাঁকে সালাম দিল। রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ ওয়া আলাইকাস সালাম। তুমি আবার গিয়ে নামায পড়ো। কারণ তুমি নামায পড়োনি। সে ফিরে গিয়ে নামায পড়লো এবং পুনরায় এসে সালাম দিল। তিনি বললেন ঃ ওয়া আলাইকাস সালাম। তুমি আবার গিয়ে নামায পড়ো। কারণ তুমি নামায পড়োনি। সে আবার গিয়ে নামায পড়লো এবং এসে সালাম দিল। তিনি বললেন ঃ ওয়াআলাইকাস সালাম, তুমি আবার গিয়ে নামায পড়ো। কারণ, তুমি নামায পড়োনি। লোকটি দ্বিতীয় বারে কিংবা তার পরেরবারে বললো, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আপনি আমাকে শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন ঃ যখন তুমি নামায পড়তে চাইবে, তখন প্রথমে ঠিকভাবে উযু করবে, তারপর কেবলামুখী হয়ে তাকবীর বলবে। এরপর কুরআনের তোমার মুখস্ত যা আছে তা থেকে পড়বে, অতপর ধীরস্থিরভাবে রুকূ করবে, তারপর রুকূ থেকে উঠবে এবং সোজা হয়ে দাঁড়াবে। তারপর প্রশান্তিসহ সিজদা করবে। তারপর সিজদা থেকে উঠবে এবং প্রশান্তিসহ বসবে। তারপর আবার সিজদা করবে। তারপর মাথা উঠাবে এবং প্রশান্তিসহ বসবে। এভাবে তোমার সব নামায আদায় করবে। আবু উসামা শেষাংশে حَتّٰى تَسْتَوِيْ قَائِمًا বাক্য উদ্ধৃত করেছেন।

٥٨١٠- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا.

৫৮১০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ পুনরায় মাথা উঠাবে এবং প্রশান্তির সাথে বসবে।

১৯-অনুচ্ছেদ ঃ যখন কেউ বলে, অমুক তোমাকে সালাম বলেছে।

٥٨١١- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا اِنَّ جِبْرِيْلَ يُقْرِئُكِ السَّلاَمَ فَقَالَتْ وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ .

৫৮১১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) আমাকে বললেন ঃ জিবরাঈল (আ) তোমাকে সালাম বলছেন। তখন আয়েশা (রা) বললেন ঃ ওয়া আলাইহিস্ সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

২০-অনুচ্ছেদ ঃ মুসলমান ও মুশরিকদের যৌথ সমাবেশে সালাম দেয়া।

৫৮১٢- عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَكِبَ حِمَارًا عَلَيْهِ اِكَافٌ تَحْتَهُ قَطِيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ وَاَرْدَفَ وَرَاءَهُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَهُوَ يَعُوْدُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ وَذٰلِكَ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ حَتّٰى مَرَّ فِي مَجْلِسٍ فِيْهِ اَخْلاَطٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ عَبَدَةِ الْاَوْثَانِ وَالْيَهُوْدِ وَفِيْهِمْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَيِّ بْنِ سَلُوْلَ وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ خَمَّرَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَيٍّ اَنْفَهُ بِرِدَائِهٖ ثُمَّ قَالَ لاَ تُغَبِّرُوْا عَلَيْنَا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ وَقَفَ فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ اِلَى اللّٰهِ وَقَرَاَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنَ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ اُبَيِّ بْنِ سَلُوْلَ اَيُّهَا الْمَرْءُ لاَ اَحْسَنَ مِنْ هٰذَا اِنْ كَانَ مَا تَقُوْلُ حَقًّا فَلاَ تُؤْذِنَا بِهٖ فِيْ مَجَالِسِنَا وَارْجِعْ اِلٰى رَحْلِكَ فَمَنْ جَاءَكَ مِنَّا فَاقْصُصْ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ رَوَاحَةَ اَغْشَنَا فِيْ مَجَالِسِنَا فَاِنَّا نُحِبُّ ذٰلِكَ فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُوْنَ وَالْمُشْرِكُوْنَ وَالْيَهُوْدُ حَتّٰى هَمُّوْا اَنْ يَّتَوَاثَبُوْا فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ ﷺ يُخَفِّضُهُمْ ثُمَّ رَكِبَ دَابَّتَهُ حَتّٰى دَخَلَ عَلٰى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ اَيْ سَعْدُ اَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ اَبُوْ حُبَابٍ يُرِيْدُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اُبَيٍّ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ اعْفُ عَنْهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاصْفَحْ فَوَاللّٰهِ لَقَدْ اَعْطَاكَ اللّٰهُ الَّذِيْ اَعْطَاكَ وَلَقَدِ اصْطَلَحَ اَهْلُ هٰذِهِ الْبَحْرَةِ عَلٰى اَنْ يُّتَوِّجُوْهُ فَيُعَصِّبُوْنَهُ بِالْعِصَابَةِ فَلَمَّا رَدَّ اللّٰهُ ذٰلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِيْ اَعْطَاكَ شَرِقَ بِذٰلِكَ فَذٰلِكَ فَعَلَ بِهٖ مَا رَاَيْتَ فَعَفَا عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ.

৫৮১২. উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) একটি গাধার পিঠে আরোহণ করলেন। গাধার পিঠে জিনের নীচে ছিল ফাদাকে তৈরী মখমল। নবী (স) তাঁর পেছনে উসামা ইবনে যায়েদ (রা)-কে বসিয়ে নিলেন। তিনি বনী হারিস ইবনুল খাজরাজ গোত্রের সাদ ইবনে উবাদা (রা)-কে দেখতে যাচ্ছিলেন। এটা ছিল বদর যুদ্ধের আগের ঘটনা। নবী (স) এক জনসমাবেশের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। সমাবেশে মুসলমান, মুশরিক মূর্তিপূজক এবং ইহূদী সম্প্রদায়ের লোক ছিল। তাছাড়া আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল এবং আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা)-ও সমাবেশে ছিলেন। সওয়ারী

পশুর পায়ের আঘাতে উত্থিত ধূলাবালি সমাবেশকে আচ্ছন্ন করলে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তার চাদর দিয়ে মুখ ঢাকলো এবং বললো, আমাদের উপর ধূলাবালি উড়িও না। নবী (স) তাদেরকে সালাম দিলেন এবং সওয়ারী থেকে নেমে তাদেরকে আল্লাহ্‌র দীনের দাওয়াত দিলেন। তিনি কুরআনের আয়াত পড়ে তাদেরকে শোনালেন। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল বলল, আরে মিয়া ! তুমি যা বলছো তা যদি সত্য হয় তাহলে তার চেয়ে উত্তম আর কিছু নেই। তবে আমাদের সমাবেশে (ঐ কথা শুনিয়ে) আমাদেরকে কষ্ট দিও না। তোমার বাহনে গিয়ে আরোহণ কর। তোমার কাছে যদি আমাদের কেউ যায়, তাকে তোমার গল্প শুনিয়ে দিও। তখন আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা) বললেন, (হে আল্লাহ্‌র রসূল!) আপনি আমাদের সমাবেশসমূহে আসবেন। কারণ আমরা ঐসব কথা পসন্দ করি। এতে মুসলমান, মুশরিক ও ইহুদীরা পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়লো এবং একে অপরকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলো। (তারা শান্ত না হওয়া পর্যন্ত) নবী (স) তাদেরকে নিবৃত করতে থাকলেন। অতপর তিনি তার সওয়ারীতে আরোহণ করে সাদ ইবনে উবাদা (রা)-এর কাছে গিয়ে পৌঁছলেন। তিনি তাকে বললেন ঃ হে সাদ ! আবু হুবাব কি বলেছে তা কি তুমি শোননি ? সে এরূপ এবং এরূপ কথা বলেছে। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের প্রতি ইংগিত করেছিলেন। সাদ ইবনে উবাদা (রা) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন এবং তার বিষয়টা উপেক্ষা করুন। আল্লাহ্‌র শপথ ! আল্লাহ আপনাকে যা দেয়ার ছিল তা দিয়েছেন। এ জনপদের লোকেরা পরামর্শের ভিত্তিতে তাকে নিজেদের নেতা ও শাসক হিসেবে রাজমুকুট পরানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আপনাকে যে ন্যায় ও সত্য দান করেছেন তার দ্বারা যখন ঐ পরিকল্পনা নস্যাত করে দিলেন তখন থেকেই সে ক্রুদ্ধ হয়ে আছে এবং যে আচরণ তাকে করতে দেখেছেন তা সে ঐ কারণেই করেছে। অতএব নবী (স) তাকে মাফ করে দিলেন।

২১-অনুচ্ছেদ ঃ গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে তওবা করার নিদর্শন স্পষ্টরূপে প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত সালাম ও সালামের জবাব না দেয়া এবং গুনাহগারের তওবা কবুলের নিদর্শন কখন প্রকাশ পায়। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, শরাব খোরকে সালাম দিবে না।

٥٨١٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حِيْنَ تَخَلَّفَ عَنْ تَبُوْكَ وَنَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ كَلَامِنَا وَاٰتِى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَاَقُوْلُ فِىْ نَفْسِىْ هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلَامِ اَمْ لَا حَتّٰى كَمُلَتْ خَمْسُوْنَ لَيْلَةً وَاٰذَنَ النَّبِىُّ ﷺ بِتَوْبَةِ اللّٰهِ عَلَيْنَا حِيْنَ صَلَّى الْفَجْرَ .

৫৮১৩. আবদুল্লাহ ইবনে কা'ব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কাব ইবনে মালেক (রা)-কে তার তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করা সম্পর্কে বলতে শুনেছি ঃ রসূলুল্লাহ (স) আমাদের সাথে কথাবার্তা বলা নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে সালাম দিতাম এবং মনে মনে বলতাম, আমার সালামের জবাব দিতে গিয়ে তিনি তাঁর ঠোঁট দু'টি নাড়েন কি না। শেষ পর্যন্ত পঞ্চাশটি রাত অতিক্রান্ত হওয়ার পর নবী

(স) ফযরের নামাযান্তে ঘোষণা করলেন যে, আল্লাহ্ তাআলা আমাদের তিনজনের তওবা কবুল করেছেন।

২২-অনুচ্ছেদ ঃ যিম্মীদের সালামের জবাব দেয়ার নিয়ম।

٥٨١٤- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَهْطٌ مِّنَ الْيَهُوْدِ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا اَلسَّامُ عَلَيْكَ فَفَهِمْتُهَا فَقُلْتُ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَهْلاً يَا عَائِشَةُ فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِى الْاَمْرِ كُلِّهِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوْا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَدْ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ .

৫৮১৪. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদল ইহূদী রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে প্রবেশ করে বললো, আস-সামু আলাইকা (তোমার মৃত্যু হোক)। আমি একথার মর্ম বুঝে ফেললাম। তাই আমি বললাম, আলাইকুমুস সাম ওয়াল লা'নাতু (তোমাদের মৃত্যু হোক এবং তোমাদের উপর অভিসম্পাত নেমে আসুক)। রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ হে আয়েশা ! থাম, আল্লাহ সব ব্যাপারেই নম্রতা পসন্দ করেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসূল ! তারা কী বলেছে আপনি কি তা শুনেননি ? রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ সেজন্য আমিও তো ওয়া আলাইকুম (তোমাদের উপরও) বলে জবাব দিয়েছি।

٥٨١٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ الْيَهُوْدُ فَاِنَّمَا يَقُوْلُ اَحَدُهُمُ السَّامُ عَلَيْكَ فَقُلْ وَعَلَيْكَ .

৫৮১৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ যখন ইহূদীরা তোমাদেরকে সালাম দেয় তখন তারা সাধারণত বলে, আসসামু আলাইকা। তখন তোমরাও বলবে, ওয়া আলাইকা।

٥٨١٦- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ اَهْلُ الْكِتَابِ فَقُوْلُوْا وَعَلَيْكُمْ .

৫৮১৬. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ আহলি কিতাবরা যখন তোমাদেরকে সালাম দেয় তখন তার উত্তরে বল ওয়া আলাইকুম।

২৩-অনুচ্ছেদ ঃ মুসলমানদের বিরুদ্ধে লেখা পত্রের বিষয়বস্তু জানার জন্যে তা পড়া।

٥٨١٧- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَاَبَا مَرْثَدٍ الْغَنَوِيَّ وَكُلُّنَا فَارِسٌ فَقَالَ انْطَلِقُوْا حَتّٰى تَاْتُوْا رَوْضَةَ خَاخٍ فَاِنَّ بِهَا امْرَاَةً مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ مَعَهَا صَحِيْفَةٌ مِّنْ حَاطِبِ بْنِ اَبِىْ بَلْتَعَةَ اِلَى الْمُشْرِكِيْنَ قَالَ فَاَدْرَكْنَاهَا تَسِيْرُ عَلٰى جَمَلٍ لَّهَا حَيْثُ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قُلْنَا اَيْنَ الْكِتَابُ الَّذِىْ

مَعَكِ قَالَتْ مَا مَعِيَ كِتَابٌ فَانَخْنَابِهَا فَابْتَغِنَا فِيْ رَحْلِهَا فَمَا وَجَدْنَا شَيْئًا قَالَ صَاحِبَايَ مَا نَرٰى كِتَابًا قَالَ قُلْتُ لَقَدْ عَلِمْتُ مَا كَذَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِيْ يُحْلَفُ بِهِ لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ اَوْ لاَجَرِّدَنَّكِ قَالَ فَلَمَّا رَأَتِ الْجِدَّ مِنِّىْ اَهْوَتْ بِيَدِهَا اِلٰى حُجْزَتِهَا وَهِىَ مُحْتَجِزَةٌ بِكِسَاءٍ فَاَخْرَجَتِ الْكِتَابَ قَالَ فَانطَلَقْنَا بِهِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ يَا حَاطِبُ عَلٰى مَا صَنَعْتَ قَالَ مَابِىْ اِلاَّ اَنْ اَكُوْنَ مُؤْمِنًا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِه وَمَا غَيَّرتُ وَلاَ بَدَّلْتُ اَرَدتُ اَن تَكُوْنَ لِى عِندَ الْقَوْمِ يَدٌ يَدْفَعُ اللّٰهُ بِهَا عَنْ اَهْلِى وَمَالِى وَلَيسَ مِن اَصْحَابِكَ هُنَاكَ اِلاَّ وَلَهُ مَنْ يَّدفَعُ اللّٰهُ بِه عَنْ اَهْلِه وَمَالِه قَالَ صَدَقَ فَلاَ تَقُوْلُوا لَهُ اِلاَّ خَيرًا قَالَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اِنَّهُ قَدْ خَانَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ فَدَعنِى فَاَضرِبَ عُنُقَهُ قَالَ فَقَالَ يَا عُمَرُ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللّٰهَ قَدْ اِطَّلَعَ عَلٰى اَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اِعْمَلُوا مَا شِئْتُم فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمُ الْجَنَّةُ قَالَ فَدَمَعَتْ عَيْنَا عُمَرَ وَقَالَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ .

৫৮১৭. আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা), আবু মারসাদ গানাবী (রা) ও আমাকে 'রাওদা খাখ'-এর উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে নির্দেশ দিলেন ঃ তোমরা রাওদা খাখে গিয়ে উপনীত হও। সেখানে এক মুশরিক নারীর সাক্ষাত পাবে। তার কাছে মুশরিকদের উদ্দেশ্যে হাতিব ইবনে আবু বালতাআর পক্ষ থেকে লেখা একটি পত্র আছে। আমরা তিনজনই ছিলাম অশ্বারোহী। আলী (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) যে স্থানের কথা বলেছিলেন আমরা তাকে সে স্থানেই পেয়ে গেলাম। সে তার উটের পিঠে আরোহণ করে পথ অতিক্রম করছিলো। আমরা তাকে বললাম, তোমার নিকট যে পত্র আছে, তা কোথায় ? সে বললো, আমার কাছে কোন পত্র নেই। আমরা তার উটটিকে বসালাম এবং জিন ইত্যাদি তল্লাশী করলাম, কিন্তু কিছুই পেলাম না। আমার সাথীদ্বয় বললো, পত্র তো দেখছি না। আমি বললাম, আমি জানি, রসূলুল্লাহ (স) মিথ্যা বলেননি। যেই সত্তার শপথ করা হয়ে থাকে, তার শপথ ! জলদি পত্র বের কর, নতুবা তোমার পোশাকাদি খুলে (উলঙ্গ করে) তালাশ করবো। সে আমার কঠোরতা দেখে তার কটিবন্ধের ভাঁজ থেকে পত্র বের করে দিল। সে কাপড় ভাঁজ করে কটিবন্ধরূপে ব্যবহার করেছিল। পত্রটি নিয়ে আমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে হাজির হলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে হাতিব ! তুমি এমন কাজ কেন করলে ? হাতিব (রা) বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল ! আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান রাখি। আমি মত পরিবর্তন করিনি কিংবা বদলেও যাইনি (মুরতাদও হইনি)। পত্র লিখে আমি তাদের প্রতি আমার সহানুভূতি প্রদর্শন করতে চেয়েছি যাতে এ উসীলায় আল্লাহ্ আমার পরিজন ও ধন-সম্পদের নিরাপত্তা বিধান

করেন। আপনার সাহাবীগণের প্রত্যেকের এমন কেউ আছে যার উসীলায় আল্লাহ্ সেখানে তার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ রক্ষা করবেন। নবী (স) বলেন ঃ হাতিব (রা) ঠিক বলেছে। সুতরাং তোমরা তাকে ভালো ছাড়া খারাপ বলো না। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বললেন ঃ সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের এবং মু'মিনদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আপনি অনুমতি দিন আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। নবী (স) বলেন, হে উমার ! তোমার কি জানা আছে, আল্লাহ্ তাআলা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি উদ্ভাসিত হয়ে তাদের সম্পর্কে ঘোষণা দিয়েছেন ঃ তোমরা যা চাও কর। তোমাদের জন্য জান্নাত অবশ্যম্ভাবী হয়ে গিয়েছে। আলী (রা) বলেন, তখন উমার (রা)-এর দুই চোখ বেয়ে অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল এবং তিনি বলেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই অধিক অবগত।

২৪-অনুচ্ছেদ ঃ আহ্লি কিতাবদের নিকট পত্র কিভাবে লিখতে হয় ?

٥٨١٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَخْبَرَ اَنَّ اَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ هِرَقْلَ اَرْسَلَ اِلَيْهِ فِىْ نَفَرٍ مِّنْ قُرَيْشٍ وَكَانُوْا تُجَّارًا بِالشَّامِ فَاَتَوْهُ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ قَالَ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُرِئَ فَاِذَا فِيْهِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ اِلٰى هِرَقْلَ عَظِيْمِ الرُّوْمِ اَلسَّلَامُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى اَمَّا بَعْدُ.

৫৮১৮. আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আবু সুফিয়ান ইবনে হার্ব তাঁকে জানিয়েছেন যে, (রোম সম্রাট) হেরাক্লিয়াস কুরাইশদের একদল লোকসহ তাঁকে ডেকে পাঠান। তারা ব্যবসায় উপলক্ষে সিরিয়ায় অবস্থান করছিল। তারা সবাই হেরাক্লিয়াসের দরবারে উপস্থিত হলো। অতপর তিনি গোটা হাদীস বর্ণনা করলেন। তারপর হেরাক্লিয়াস রসূলুল্লাহ (স)-এর পত্রটি আনালেন। সুতরাং তা পড়া হলো। তাতে লেখা ছিল ঃ

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানীর রাহীম।
আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে
রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াসের প্রতি
সৎপথের অনুসরণকারীর উপর শান্তি বর্ষিত হোক। অতপর .....

২৫-অনুচ্ছেদ ঃ পত্রে কার নাম প্রথমে লিখতে হবে অর্থাৎ প্রেরক না প্রাপকের ?

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন যে, সে একখণ্ড কাঠ নিয়ে তাতে গর্ত করলো অতপর তার ভেতর এক হাজার দীনার রেখে দিল এবং এর মালিকের নামে একখানা পত্র লিখল।

অন্য এক সনদে আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, ঐ ব্যক্তি একখণ্ড কাঠ কেটে নিয়ে তার মধ্যে অর্থ রেখে মালিকের নিকট পত্র লিখল, যার প্রারম্ভ ছিল ঃ অমুকের পক্ষ থেকে অমুকের প্রতি।

২৬-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর বাণী—তোমরা তোমাদের নেতার সম্মানে উঠে দাঁড়াও।

٥٨١٩- عَنْ اَبِىْ سَعِيدٍ اَنَّ اَهلَ قُرَيضَةَ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدٍ فَاَرْسَلَ النَّبِىُّ ﷺ اِلَيْهِ فَجَاءَ فَقَالَ قُومُوا اِلَى سَيِّدِكُمْ اَوْ قَالَ خَيرِكُمْ فَقَعَدَ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ هٰؤُلاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ فَقَالَ فَاِنِّى اَحْكُمُ اَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ وَتُسْبٰى ذَرَارِيُّهُمْ فَقَالَ لَقَدْ حَكَمْتَ بِمَا حَكَمَ بِهِ الْمَلِكُ قَالَ اَبُو عَبْدِ اللّٰهِ اَفْهَمَنِى بَعْضُ اَصْحَابِى عَنْ اَبِى الْوَلِيدِ مِنْ قَوْلِ اَبِىْ سَعِيدٍ اِلَى حُكْمِكَ .

৫৮১৯. আবু সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। বনী কুরাইযার ইহূদীরা সাদ (রা)-এর সিদ্ধান্ত মেনে নিবে বলে স্বীকৃত হলে নবী (স) তাঁর নিকট লোক পাঠালেন। তিনি আসলে নবী (স) বললেন, তোমরা তোমাদের নেতার জন্য দাঁড়াও কিংবা বললেন ঃ তোমাদের উত্তমজনের জন্য দাঁড়াও। সাদ (রা) নবী (স)-এর পাশে বসলেন। নবী (স) বললেন ঃ এরা তোমার ফায়সালা গ্রহণ করতে রাজি হয়েছে। সাদ (রা) বললেন ঃ আমার ফায়সালা হলো তাদের মধ্যে যারা যুদ্ধ করতে সক্ষম তাদেরকে হত্যা করা হোক এবং তাদের সন্তানদেরকে বন্দী করা হোক। নবী (স) বললেন ঃ তুমি এমন ফায়সালা করেছ যা প্রকৃত মালিকের (আল্লাহ্‌র) ফায়সালা। আবু আবদুল্লাহ [বুখারী (র)] বলেন, আমার কাছে আমার কোন কোন বন্ধু আবুল ওয়ালীদের সূত্রে আবু সায়ীদ (রা)-এর বর্ণনা নাযালু আলা হুকমিকা'র স্থলে নাযালু ইলা হুকমি'কা উদ্ধৃত করেছেন।

২৭-অনুচ্ছেদ ঃ মুসাফাহা করা। ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, নবী (স) আমাকে তাশাহহুদ শিখিয়েছেন, তখন আমার হাত তাঁর দুই হাতের মাঝখানে ছিল। কাব ইবনে মালেক (রা) বলেন, আমি মসজিদে প্রবেশ করেই রসূলুল্লাহ (স)-কে দেখলাম। তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রা) উঠে দ্রুত আমার দিকে এগিয়ে আসলেন এবং আমার সাথে মুসাফাহা করে মুবারকবাদ জানালেন।

٥٨٢٠- عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قُلْتُ لاَنَسٍ اَكَانَتِ الْمُصَافَحَةُ فِىْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ نَعَمْ .

৫৮২০. কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলামঃ নবী (স)-এর সাহাবাগণের মধ্যে কি মুসাফাহার প্রচলন ছিল ? তিনি বলেন, হাঁ।

٥٨٢١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ اٰخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ .

৫৮২১. আবদুল্লাহ্ ইবনে হিশাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী (স)-এর সাথে ছিলাম এবং তিনি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর হাত ধরা অবস্থায় ছিলেন।[৪]

৪. অর্থাৎ হাতে হাত দিয়ে তাঁরা দুইজনে মুসাফাহা করছিলেন।

২৮-অনুচ্ছেদ ঃ দুই হাতে (বা এক হাতে) মুসাফাহা করা। হাম্মাদ ইবনে যায়েদ (র) দুই হাতে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকের সাথে মুসাফাহা করেছেন।

٥٨٢٢ـ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ عَلَّمَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَكَفِّيْ بَيْنَ كَفَّيْهِ التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَهُوَ بَيْنَ ظَهْرَ اَنَيْنَا فَلَمَّا قُبِضَ قُلْنَا السَّلَامُ يَعْنِيْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ.

৫৮২২. ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) আমাকে তাশাহহুদ শিখিয়েছেন, যেভাবে তিনি আমাকে শিখিয়েছেন কুরআনের সূরা। আর তা শিখানোর সময় আমার হাত তাঁর দুই হাতের মাঝখানে ছিল। (তাশাহহুদের বাক্যগুলো ছিল এরূপ) ঃ "আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস সালাওয়াতু ওয়াত তায়্যিবাতু আস্সালামু আ-লাইকা আইউহান্নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, আস্সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালেহীন। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রসূলুহু"। এ সময় তিনি আমাদের মাঝে জীবিত ছিলেন। তাঁর ইনতিকাল হলে আমরা বলতে লাগলাম ঃ আস্সালামু আলান নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

২৯-অনুচ্ছেদ ঃ মুয়ানাকা বা কোলাকোলি করা এবং একজন আরেকজনকে কেমন আছেন জিজ্ঞেস করা।

٥٨٢٣ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَخْبَرَ اَنَّ عَلِيًّا يَعْنِيْ ابْنَ اَبِيْ طَالِبٍ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ وَجَعِهِ الَّذِيْ تُوُفِّيَ فِيْهِ فَقَالَ النَّاسُ يَا اَبَا الْحَسَنِ كَيْفَ اَصْبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَصْبَحَ بِحَمْدِ اللّٰهِ بَارِئًا فَاَخَذَ بِيَدِهِ الْعَبَّاسُ فَقَالَ اَلَا تَرَاهُ اَنْتَ وَاللّٰهِ بَعْدَ الثَّلٰثِ عَبْدُ الْعَصَا وَاللّٰهِ اِنِّيْ لَاُرٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَيُتَوَفّٰى فِيْ وَجْعِهِ وَاِنِّيْ لَاَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِ بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْمَوْتَ فَاذْهَبْ بِنَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَنَسْاَلُهُ فِيْمَنْ يَكُوْنُ الْاَمْرُ فَاِنْ كَانَ فِيْنَا عَلِمْنَا ذٰلِكَ وَاِنْ كَانَ فِيْ غَيْرِنَا اَمَرْنَاهُ فَاَوْصٰى بِنَا قَالَ عَلِيٌّ وَاللّٰهِ لَئِنْ سَاَلْنَاهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَيَمْنَعُنَاهَا لَا يُعْطِيْنَاهَا النَّاسُ اَبَدًا وَاِنِّيْ لَا اَسْاَلُهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَبَدًا.

৫৮২৩. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে রোগে নবী (স) ইনতিকাল করেন তাতে আক্রান্ত থাকাকালে আলী ইবনে আবু তালিব (রা) নবী (স)-এর কাছ থেকে বেরিয়ে আসলে অপেক্ষমান লোকজন তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, হে আবুল হাসান, আজ সকালে রসূলুল্লাহ (স)-এর অবস্থা কেমন ছিল ? আলী (রা) বলেন, আল্লাহ্র মেহেরবানীতে আজ সকাল থেকে তিনি ভালো আছেন। আব্বাস (রা) তাঁর হাত ধরে বলেন, তুমি কি নবী (স)-কে মরণাপন্ন দেখতে পাচ্ছ না ? আল্লাহ্র কসম ! তিন দিন পর তুমি ডান্ডার গোলাম হয়ে যাবে (অর্থাৎ অন্য কোন শাসকের শাসনাধীন হয়ে পড়বে)। আমার ধারণা, রসূলুল্লাহ (স) এ অসুখেই অচিরেই ইনতিকাল করবেন। আমি আবদুল মুত্তালিব গোত্রের লোকদের চেহারা থেকেই তাঁর ওফাতের লক্ষণ বুঝতে পেরেছি। তাই তুমি আমার সাথে রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট চলো। আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করে নেই যে, (তাঁর অবর্তমানে) খেলাফতের দায়িত্ব কার হাতে থাকবে। তা যদি আমাদের খান্দানে থাকে, তবে আমরা তা জানতে পারব। আর যদি তা অন্য কারো হাতে থাকবে বলে জানি, তবে আমরা তাঁকে আমাদের জন্য ওসিয়ত করতে অনুরোধ করবো। আলী (রা) বলেন, আল্লাহ্র কসম ! যদি আমরা এ বিষয়ে নবী (স)-এর কাছে জানতে চাই, আর তিনি আমাদের জন্য না করে দেন, তবে জনগণ কখনো আমাদেরকে তা দিবে না। আমি এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে কখনো জানতে চাইব না।

৩০-অনুচ্ছেদ ঃ কেউ ডাকলে জবাবে 'লাব্বাইকা ওয়া সাদাইকা' বলা।

٥٨٢٤- عَنْ اَنَسٍ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ اَنَا رَدِيْفُ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَا مُعَاذُ قُلْتُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ قَالَ مِثْلَهُ ثَلٰثًا هَلْ تَدْرِىْ مَا حَقُّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ (قُلْتُ لاَ قَالَ حَقُّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ) اَنْ يَّعْبُدُوْهُ وَلاَ يُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا ثُمَّ سَارَ سَاعَةً فَقَالَ يَا مُعَاذُ قُلْتُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ قَالَ هَلْ تَدْرِىْ مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ اِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ اَلاَّ يُعَذِّبَهُمْ .

৫৮২৪. আনাস (রা) মুআয (রা)-এর সূত্র থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স) -এর সওয়ারীর পিঠে তাঁর পেছনে উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি আমাকে ডাকলেন ঃ হে মুআয! আমি জবাব দিলাম, লাব্বাইকা ওয়া সা'দাইকা। তিনি এভাবে তিনবার ডাকলেন, তারপর বললেন ঃ তুমি কি জান বান্দাদের উপর আল্লাহ্র অধিকার কি ? আমি বললাম, না। তিনি বলেন ঃ বান্দাদের উপর আল্লাহ্র অধিকার হলো ঃ বান্দা আল্লাহ্র ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। পুনরায় তিনি আরও কিছুক্ষণ চললেন, তারপর ডাকলেন ঃ হে মুআয ! আমি জবাব দিলাম, লাব্বাইকা ওয়া সাদাইকা। তিনি বলেন ঃ তুমি কি জান, বান্দা যখন তা করে তখন আল্লাহ্র কাছে বান্দার অধিকার কি দাঁড়ায় ? (তখন আল্লাহর কাছে বান্দার অধিকার হলো) আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিবেন না।[৫]

৫. যাবতীয় কাজে আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ মেনে চলা বান্দার কর্তব্য, এটাই আল্লাহ্র অধিকার। এর বিনিময়ে আল্লাহ বান্দাকে জান্নাত দান করবেন।

٥٨٢٥- عَنْ اَنَسٍ عَنْ مُعَاذٍ بِهٰذَا .

৫৮২৫. অন্য একটি সনদে হযরত আনাস (রা) মুআয (রা) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٥٨٢٦- عَنْ اَبِى ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ قَالَ كُنْتُ اَمْشِى مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِى حَرَّةِ الْمَدِيْنَةِ عِشَاءً اِسْتَقْبَلَنَا اُحُدٌ فَقَالَ يَا اَبَا ذَرٍّ مَا اُحِبُّ اَنَّ اُحُدًا لِى ذَهَبًا تَأْتِى عَلَىَّ لَيْلَةٌ اَوْ ثَلٰثٌ عِنْدِى مِنْهُ دِيْنَارٌ اِلاَّ اَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ اِلاَّ اَنْ اَقُوْلَ بِهِ فِى عِبَادِ اللّٰهِ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا وَاَرَانَا بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ يَا اَبَا ذَرٍّ قُلْتُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الاَكْثَرُوْنَ هُمُ الاَقَلُّوْنَ اِلاَّ مَنْ قَالَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا ثُمَّ قَالَ لِىَ مَكَانَكَ لاَ تَبْرَحْ يَااَبَا ذَرٍّ حَتّٰى اَرْجِعَ فَانْطَلَقَ حَتّٰى غَابَ عَنِّى فَسَمِعْتُ صَوْتًا فَخَشِيْتُ (فَتَخَوَّفْتُ) اَنْ يَّكُوْنَ عُرِضَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَرَدْتُ اَنْ اَذْهَبَ ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَبْرَحْ فَمَكَثْتُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ سَمِعْتُ صَوْتًا خَشِيْتُ (حَسِبْتُ) اَنْ يَّكُوْنَ عُرِضَ لَكَ ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَكَ فَقُمْتُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ ذَاكَ جِبْرِيْلُ اَتَانِى فَاَخْبَرَنِى اَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ اُمَّتِى لاَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ قَالَ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ قُلْتُ لِزَيْدٍ اِنَّهُ بَلَغَنِى اَنَّهُ اَبُو الدَّرْدَاءِ فَقَالَ اَشْهَدُ لَحَدَّثَنِيْهِ اَبُو ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ وَعَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ نَحْوَهُ .

৫৮২৬. রাবাযা নামক স্থানে অবস্থানকালে আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদিন সন্ধ্যাকালে নবী (স)-এর সাথে মদীনার 'হাররাহ' নামক স্থান অতিক্রম করছিলাম। আমাদের সামনে ওহুদ পাহাড় দৃশ্যমান হলে নবী (স) বললেন ঃ হে আবু যার! আমার কাছে যদি উহুদ পাহাড়ের সমপরিমাণ স্বর্ণ থাকে আমি ঋণ পরিশোধের প্রয়োজন ছাড়া তা থেকে একটি দীনারও এক রাত বা তিন রাত পর্যন্ত (ব্যয় না করে) পসন্দ করি না। আমি বরং তার সবটাই আল্লাহ্র বান্দাদের জন্য এভাবে এভাবে এবং এভাবে ব্যয় করবো। একথা বলে নবী (স) হাতে ইশারা করে আমাদেরকে দেখালেন। পুনরায় তিনি আমাকে ডাকলেন ঃ হে আবু যার ! আমি জবাব দিলাম, লাব্বাইকা ওয়া সাদাইকা, ইয়া রসূলাল্লাহ। তিনি বললেন ঃ (দুনিয়ায়) যারা অধিক বিত্তশালী, (আখেরাতে) তারা হবে সর্বাধিক কম পুরস্কৃত। তবে তাদের মধ্যে যারা এভাবে এবং এভাবে ব্যয় করে (তারা এর ব্যতিক্রম)। পুনরায় তিনি আমাকে বললেন ঃ হে আবু যার ! আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি এখানেই থাক। সুতরাং তিনি রওনা হয়ে গেলেন, এমনকি আমার দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেলেন। এমন সময় আমি একটি আওয়াজ শুনলাম। আমার ভয় হলো এই ভেবে যে, রসূলুল্লাহ (স) কোন দুর্ঘটনার সম্মুখীন হলেন কি না। তাই আমি সেদিকে যেতে

চাইলাম কিন্তু তৎক্ষণাৎ রসূলুল্লাহ (স)-এর এ নির্দেশ আমার মনে পড়লো যে, তুমি এস্থানে থেকে যাবে না। সুতরাং আমি অপেক্ষা করতে থাকলাম। তিনি ফিরে আসলে আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমি একটি শব্দ শুনে এই ভেবে শঙ্কিত হলাম যে, আপনি কোন দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন কি না। কিন্তু আপনার নির্দেশের কথা স্মরণ হলে আমি অপেক্ষা করে আছি। নবী (স) বলেন ঃ জিবরাঈল (আ) আমার কাছে এসেছিলেন। তিনি আমাকে জানালেন ঃ আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে কোন শরীক করে না এবং এ অবস্থায় মারা যায়, সে জান্নাতে যাবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! যদি সে যেনা করে এবং চুরি করে তবুও ? তিনি বলেন ঃ যদিও সে যেনা এবং চুরি করে তবুও।

আ'মাশ (র) বর্ণনা করেন, আমি যায়েদকে বললাম, আমি অবগত হয়েছি যে, [বর্ণনাকারী) আবু যার (রা) নন, বরং আবুদ দারদা (রা)। যায়েদ বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমার নিকট আবু যার (রা) 'রাবাযা নামক স্থানে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। অপর এক সনদে আবুদ দারদা (রা)-ও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৩১-অনুচ্ছেদ ঃ বসার জন্য একজন আরেকজনকে উঠিয়ে দিবে না।

٥٨٢٧ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَّجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ .

৫৮২৭. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, কোন ব্যক্তি যেন অন্য ব্যক্তিকে তার বসার জায়গা থেকে উঠিয়ে দিয়ে নিজে সেখানে না বসে।

৩২-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

اِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجْلِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ۚ وَاِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا ـ(المجادلة : ١١)

"যখন তোমাদেরকে বলা হয়, মজলিসে বসার জন্য জায়গা করে দাও, তোমরা জায়গা করে দিবে। তাহলে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দিবেন। আর যখন বলা হয়, তোমরা উঠে যাও, তখন উঠে যাবে।"

٥٨٢٨ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ نَهٰى اَنْ يُّقَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَّجْلِسِهٖ وَيَجْلِسَ فِيهِ اٰخَرُ وَلٰكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ اَنْ يَّقُومَ الرَّجُلُ مِنْ مَّجْلِسِهٖ ثُمَّ يَجْلِسَ مَكَانَهُ .

৫৮২৮. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। কোন ব্যক্তিকে তার বসার জায়গা থেকে উঠিয়ে দিয়ে অপর ব্যক্তিকে সেখানে বসাতে নবী (স) নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ তোমরা নিজেরা বরং আরো ছড়িয়ে অন্যদের জায়গা করে দাও। কাউকে তার বসার জায়গা থেকে উঠিয়ে দিয়ে নিজেই সেখানে বসে পড়াকে ইবনে উমার (রা) পসন্দ করতেন না।

৩৩-অনুচ্ছেদ ঃ সবাই যেন উঠে যায় এ উদ্দেশ্যে মজলিস বা ঘর থেকে সাথীদের অনুমতি ছাড়াই কোন ব্যক্তির উঠে চলে যাওয়া অথবা উঠে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়া।

٥٨٢٩- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ دَعَا النَّاسَ طَعِمُوْا ثُمَّ جَلَسُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ قَالَ فَاَخَذَ كَاَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُوْمُوْا فَلَمَّا رَاٰى ذٰلِكَ قَامَ فَلَمَّا قَامَ قَامَ مَنْ قَامَ مَعَهُ مِنَ النَّاسِ وَبَقِيَ ثَلٰثَةٌ وَاِنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَ لِيَدْخُلَ فَاِذَا الْقَوْمُ جُلُوْسٌ ثُمَّ اِنَّهُمْ قَامُوْا فَانْطَلَقُوْا قَالَ فَجِئْتُ فَاَخْبَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ اَنَّهُمْ قَدِ انْطَلَقُوْا فَجَاءَ حَتّٰى دَخَلَ فَذَهَبْتُ اَدْخُلُ فَاَرْخَى الْحِجَابَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلاَّ اَنْ يُّؤْذَنَ .... اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا.

৫৮২৯. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) যয়নব বিনতে জাহশ (রা)-কে বিয়ে করলে লোকজনকে ওয়ালীমার ভোজে দাওয়াত দিলেন, লোকজন খাওয়া-দাওয়ার পর বসে বসে কথাবার্তা বলতে লাগলো। বর্ণনাকারী বর্ণনা করেন, নবী (স) তখন বাহ্যত উঠে পড়ার ভাব দেখালেন। কিন্তু লোকজন উঠলো না। তা দেখে তিনি উঠে দাঁড়ালে কিছু লোকও তার সাথে উঠে পড়লো কিন্তু এরপরও তিনজন লোক থেকেই গেল। নবী (স) ভেতরে প্রবেশ করার জন্য এসে তিনজন লোক বসেই আছে দেখে তিনি আবার ফিরে গেলেন। এরপর তারাও উঠে চলে গেল। আনাস (রা) বলেন, তখন আমি এসে নবী (স)-কে খবর দিলাম যে, তারা চলে গেছে। তিনি তখন আসলেন এবং ঘরে প্রবেশ করলেন। আমিও প্রবেশ করতে উদ্যত হলে তিনি আমার ও তাঁর মাঝখানে একটি পর্দা ঝুলিয়ে দিলেন। অতপর আল্লাহ্ তাআলা এ আয়াত নাযিল করলেন ঃ "হে ঈমানদারগণ ! তোমরা নবীর ঘরগুলোয় প্রবেশ করো না, তবে যদি তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া হয় .... এটা আল্লাহ্র কাছে বিরাট" বিষয় পর্যন্ত।

৩৪-অনুচ্ছেদ ঃ দুই হাঁটু খাড়া করে পাছার উপর বসা এবং দুই হাতে বেড় দিয়ে ধরে বসা।

٥٨٣٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ مُحْتَبِيًا بِيَدِهٖ هٰكَذَا.

৫৮৩০. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে কা'বার আঙিনায় তাঁর হাত দিয়ে এভাবে 'ইহতেবা' করে বসে থাকতে দেখেছি।[৬]

৩৫-অনুচ্ছেদ ঃ সাথীদের সামনে বালিশে হেলান দিয়ে বসা। খাব্বাব (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর কাছে আসলাম। তিনি চাদর দ্বারা বালিশ বানিয়ে হেলান

৬. ইহতেবা মানে দুই হাঁটু খাড়া করে নিতম্বের উপর ভর দিয়ে বসা এবং উভয় হাতে বেড় দিয়ে হাঁটু ধরে রাখা।

দিয়ে ছিলেন। আমি বললাম, আপনি কি আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করবেন না ? (এ কথা শুনে) তিনি উঠে বসলেন।[৭]

٥٨٣١- عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الاَ اُخْبِرُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَائِرِ قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ .

৫৮৩১. আবু বাক্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ (স) বলেন, আমি কি তোমাদেরকে কবীরা গুনাহগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় গুনাহ সম্পর্কে অবহিত করবো না ? লোকজন বললেন, হাঁ, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করা এবং পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়া।

٥٨٣٢- عَنْ بِشْرٍ مِثْلَهُ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ الاَ وَقَوْلُ الزُّوْرِ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتّٰى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ .

৫৮৩২. বিশর (র) অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। নবী (স) হেলান দিয়ে ছিলেন। তিনি বসলেন এবং বললেন ঃ শোন, মিথ্যা কথা থেকে বাঁচ। একথা তিনি বারবার বলতে থাকলেন। শেষে আমরা বললাম, আহ্ ! তিনি যদি থামতেন !

৩৬-অনুচ্ছেদ ঃ কোন বিশেষ প্রয়োজনে কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে দ্রুত হাঁটা।

٥٨٣٣- عَنْ عُقْبَةَ ابْنِ الْحَارِثِ حَدَّثَ قَالَ صَلَّى النَّبِىُّ ﷺ الْعَصْرَ فَاَسْرَعَ ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ .

৫৮৩৩. উকবা ইবনুল হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) আসরের নামায পড়লেন, তারপর খুব ত্রস্তপদে গৃহে প্রবেশ করলেন।

৩৭-অনুচ্ছেদ ঃ সারীর বা বিছানা।

٥٨٣٤- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ وَسْطَ السَّرِيْرِ وَاَنَا مُضْطَجِعَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ تَكُوْنُ لِىَ الْحَاجَةُ فَاَكْرَهُ اَنْ اَقُوْمَ فَاَسْتَقْبِلَهُ فَاَنْسَلُّ انْسِلاَلاً .

৫৮৩৪. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (স) বিছানার মাঝখানে দাঁড়িয়ে (রাতে) নামায পড়তেন। আমি তাঁর ও কিবলার মধ্যখানে শুয়ে থাকতাম। আমার

৭. হযরত খাব্বাব ইবনুল আরাত্তি (রা) ইসলাম গ্রহণের পর চরমভাবে নির্যাতিত হয়েছিলেন। কাফেররা জ্বলন্ত কয়লার উপর তাঁকে চিত করে শুইয়ে দিতো এবং বুকের উপর পাথর চাপা দিয়ে রাখতো। আগুনে পুড়ে রক্ত ও চর্বি বেরিয়ে আগুন নিভে গেলে তারা তাঁকে ছেড়ে দিত। পরে এক সময় তিনি নবী (স)-এর নিকট আসেন। নবী (স) তখন কা'বার ছায়ায় হেলান দিয়ে শুইয়ে ছিলেন। খাব্বাব (রা) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আপনি কি আমাদের সাহায্যের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করবেন না ? নবী (স) উঠে বসলেন এবং বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী যুগের ঈমানদারদেরকেও মাটিতে পুঁতে ফেলা হতো। তারপর লোহার চিরুনী দিয়ে তাদের গায়ের সমস্ত গোশত খসিয়ে নিত, করাত চালিয়ে দুই টকুরা করা হতো। তবুও তারা ঈমান ত্যাগ করতেন না। ঈমানের এ কঠিন পরীক্ষা সর্বযুগেই আছে। কাজেই সবর করো। বিজয় নিশ্চয়ই আসবে।

কোন প্রয়োজন দেখা দিলেও নিজ স্থান থেকে উঠে তাঁর সামনে কিবলার দিকে দাঁড়ানো ভালো মনে করতাম না। তাই আমি বিছানা থেকে খুব সন্তর্পণে পিছলিয়ে নেমে যেতাম।

৩৮-অনুচ্ছেদ ঃ কাউকে বালিশ এগিয়ে দেয়া।

٥٨٣٥ـ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ الْمَلِيْحِ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ اَبِيْكَ زَيْدٍ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍ فَحَدَّثَنَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ ذُكِرَ لَهُ صَوْمِىْ فَدَخَلَ عَلَىَّ فَاَلْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةً مِنْ اَدَمٍ حَشْوُهَا لِيْفٌ فَجَلَسَ عَلَى الْاَرْضِ وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُ فَقَالَ لِىْ اَمَا يَكْفِيْكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلٰثَةُ اَيَّامٍ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ خَمْسًا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ سَبْعًا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تِسْعًا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِحْدٰى عَشْرَةَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لاَ صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ شَطْرَ الدَّهْرِ صِيَامُ يَوْمٍ وَاِفْطَارُ يَوْمٍ .

৫৮৩৫. আবু কিলাবা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল মালীহ (র) তাকে বলেছেন, আমি তোমার পিতা যায়েদের সাথে আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-এর কাছে প্রবেশ করলাম। তিনি আমাদের নিকট বর্ণনা করলেন যে, নবী (স)-এর কাছে আমার রোযার কথা উল্লেখ করা হলে তিনি আমার নিকট তাশরীফ আনলেন। আমি তাঁর সামনে একটি চামড়ার বালিশ পেশ করলাম। তাতে খেজুর গাছের ছাল ভর্তি ছিল। তিনি মেঝেতে বসলেন। বালিশটি আমার ও তাঁর মধ্যখানে ছিল। তিনি আমাকে বলেন ঃ তোমার জন্য কি প্রতি মাসে তিনটি করে রোযা যথেষ্ট নয় ? আমি বললাম ঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল ! (আমি এর চেয়েও বেশী শক্তি রাখি)। তিনি বলেন ঃ তাহলে পাঁচটি করে রাখ। আমি বললাম ঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল ! তিনি বলেন ঃ তাহলে সাতটি। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! তিনি বললেন ঃ তবে নয়টি করে রাখ। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! তিনি বলেন ঃ তাহলে এগারটি করে রাখ। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! তিনি বলেন ঃ দাউদ (আ)-এর রোযার উপরে কোন রোযা নেই। সারা বছর একদিন রোযা রাখা এবং একদিন রোযা ভাঙ্গা।

٥٨٣٦ـ عَنْ عَلْقَمَةَ اَنَّهُ قَدِمَ الشَّامَ فَاَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ جَلِيْسًا فَقَعَدَ اِلٰى اَبِى الدَّرْدَاءِ فَقَالَ مِمَّنْ اَنْتَ فَقَالَ مِنْ اَهْلِ الْكُوْفَةِ قَالَ اَلَيْسَ فِيْكُمْ صَاحِبُ السِّرِّ الَّذِىْ كَانَ لاَ يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ يَعْنِىْ حُذَيْفَةَ اَلَيْسَ فِيْكُمْ اَوْ كَانَ فِيْكُمُ الَّذِىْ اَجَارَهُ اللّٰهُ عَلٰى لِسَانِ رَسُوْلِهِ ﷺ مِنَ الشَّيْطَانِ يَعْنِىْ عَمَّارًا اَوَلَيْسَ فِيْكُمْ صَاحِبُ السِّوَاكِ وَالْوِسَادَةِ يَعْنِىْ ابْنَ مَسْعُوْدٍ كَيْفَ كَانَ عَبْدُ

اللّٰهِ يَقْرَأُ وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى قَالَ وَالذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى فَقَالَ مَا زَالَ هٰؤُلَاءِ حَتّٰى كَادُوْا يُشَكِّكُوْنِىْ وَقَدْ سَمِعْتُهَا مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

৫৮৩৬. আলকামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি সিরিয়া আগমন করলেন এবং মসজিদে গিয়ে দুই রাকআত নামায পড়লেন, তারপর দোয়া করলেন, হে আল্লাহ ! আমাকে একজন বন্ধু দান করো। তারপর তিনি আবুদ দারদা (রা)-এর মজলিসে গিয়ে বসলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কোথাকার বাসিন্দা ? তিনি বলেন, আমি কুফার বাসিন্দা। আবুদ দারদা (রা) জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদের মাঝে কি সেই ব্যক্তি নেই, যিনি সেই গোপনীয় বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত যা তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না ? অর্থাৎ হুযাইফা (রা)। আপনাদের মধ্যে কি সেই ব্যক্তি নেই (কিংবা বলেছেন, আপনাদের মধ্যে কি সে ব্যক্তি ছিলেন না) যাকে আল্লাহ তাআলা তাঁর রসূলের জবানীতে শয়তান থেকে আশ্রয় দানের কথা জানিয়েছেন ? অর্থাৎ আম্মার (রা)। আপনাদের মধ্যে কি বালিশ ও মিসওয়াকওয়ালা অর্থাৎ ইবনে মাসউদ (রা) নেই ? আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى কিভাবে পড়তেন ? তিনি বলেন, (وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى -এর জায়গায়) কেবল وَالذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى পড়তেন। আবুদ দারদা (রা) বলেন, এসব লোক এ ব্যাপারে সবসময় আমাকে বিতর্কের মাধ্যমে সন্দেহে নিপতিত করার উপক্রম করেছে। অথচ আমি নিজে এটি রসূলুল্লাহ (স) -এর নিকট থেকে শুনেছি।

৩৯-অনুচ্ছেদ ঃ জুমুআর নামাযের পর 'কায়লূলা' (দুপুরের বিশ্রাম)।

٥٨٣٧ـ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كُنَّا نَقِيْلُ وَنَتَغَدّٰى بَعْدَ الْجُمُعَةِ .

৫৮৩৭. সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জুমুআর নামাযের পর দুপুরের খানা খেতাম এবং তারপর 'কায়লূলা' (দুপুরের বিশ্রাম) করতাম।

৪০-অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে কায়লূলা করা।

٥٨٣٨ـ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ مَا كَانَ لِعَلِيٍّ اِسْمٌ اَحَبُّ اِلَيْهِ مِنْ اَبِىْ تُرَابٍ وَاِنْ كَانَ لَيَفْرَحُ بِهِ اِذَا دُعِىَ بِهَا جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْتَ فَاطِمَةَ فَلَمْ يَجِدْ عَلِيًّا فِى الْبَيْتِ فَقَالَ اَيْنَ ابْنُ عَمِّكِ فَقَالَتْ كَانَ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُ شَىْءٌ فَغَاضَبَنِىْ فَخَرَجَ فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاِنْسَانٍ اُنْظُرْ اَيْنَ هُوَ فَجَاءَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هُوَ فِى الْمَسْجِدِ رَاقِدٌ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ قَدْ سَقَطَ رِدَاءُهُ عَنْ شِقِّهِ فَاَصَابَهُ تُرَابٌ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْسَحُهُ عَنْهُ وَهُوَ يَقُوْلُ قُمْ اَبَا تُرَابٍ قُمْ اَبَا تُرَابٍ مَرَّتَيْنِ .

৫৮৩৮. সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা)-এর নিকট 'আবু তুরাব'-এর চেয়ে অধিক প্রিয় আর কোন নাম ছিল না। এ নামে ডাকলে তিনি খুব খুশী হতেন। রসূলুল্লাহ (স) ফাতিমা (রা)-এর বাড়ীতে এসে আলী (রা)-কে না পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার চাচাতো ভাই (আলী) কোথায় ? ফাতিমা (রা) বলেন, আমার ও তাঁর মধ্যে কিছু কথা কাটাকাটি হয়েছে। তাই তিনি আমার প্রতি রাগান্বিত হয়ে বাইরে চলে গেছেন এবং আমার এখানে কায়লুলা করেননি। রসূলুল্লাহ (স) একজনকে বললেন ঃ দেখ তো সে কোথায় ? লোকটি এসে বললো, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! তিনি মসজিদে ঘুমিয়ে আছেন। রসূলুল্লাহ (স) সেখানে গেলেন। আলী (রা) কাঁত হয়ে শুয়েছিলেন এবং তাঁর শরীরের এক পাশ থেকে চাদর পড়ে গিয়ে তাঁর শরীরে মাটি লেগে গিয়েছিল। রসূলুল্লাহ (স) তাঁর শরীরের মাটি মুছতে মুছতে দুইবার বলেন, হে আবু তুরাব ! ওঠো, হে আবু তুরাব ! ওঠো।

৪১-অনুচ্ছেদ ঃ কোন কওমের সাথে দেখা করতে গিয়ে সেখানে কায়লুলা করা।

٥٨٣٩- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ اُمَّ سُلَيْمٍ كَانَتْ تَبْسُطُ لِلنَّبِيِّ ﷺ نِطَعًا فَيَقِيْلُ عِنْدَهَا عَلٰى ذٰلِكَ النِّطَعِ قَالَ فَاِذَا نَامَ النَّبِيُّ ﷺ اَخَذَتْ مِنْ عَرَقِهِ وَشَعَرِهِ فَجَمَعَتْهُ فِيْ قَارُوْرَةٍ ثُمَّ جَمَعَتْهُ فِيْ سُكٍّ قَالَ فَلَمَّا حَضَرَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الْوَفَاةُ اَوْصٰى اَنْ يُّجْعَلَ فِيْ حَنُوْطِهِ مِنْ ذٰلِكَ السُّكِّ قَالَ فَجُعِلَ فِيْ حَنُوْطِهِ .

৫৮৩৯. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। উম্মে সুলাইম (রা) নবী (স)-এর জন্য চামড়ার বিছানা পেতে দিতেন এবং তিনি তার এখানে চামড়ার বিছানাতেই কায়লুলা করতেন। নবী (স) ঘুমিয়ে পড়লে উম্মে সুলাইম (রা) তাঁর (দেহ নির্গত) ঘাম ও ঝরা চুল সংগ্রহ করে একটি শিশিতে রাখতেন, অতপর তার সাথে সুগন্ধী মিশাতেন। বর্ণনাকারী সুমামা বর্ণনা করেন, আনাস ইবনে মালেক (রা)-এর মৃত্যু ঘনিয়ে আসলে তিনি ওসীয়াত করলেন, ঐ সুগন্ধির কিছুটা যেন তার 'হানুত'-এর সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়। সুতরাং তার (ইন্তিকালের পর তার) হানুতের সাথে তা মিশিয়ে দেয়া হয়।[৮]

٥٨٤٠- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا ذَهَبَ اِلٰى قُبَاءٍ يَدْخُلُ عَلٰى اُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ وَكَانَتْ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَدَخَلَ يَوْمًا فَاَطْعَمَتْهُ فَنَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَضْحَكُ قَالَتْ فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ نَاسٌ مِّنْ اُمَّتِيْ عُرِضُوْا عَلَيَّ غُزَاةً فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

৮. 'হানুত' এমন সুগন্ধি যা কেবল মৃতের জন্যেই তৈরি করা হয়। এতে কর্পূর ইত্যাদিও থাকে। উম্মে সুলাইম (রা) হলেন আনাস (রা)-এর মা এবং রসূল (স)-এর দুধ খালা। নবী (স)-এর ঘাম ও চুল বরকতের জন্য রাখা হয়েছিল।

يَرْكَبُوْنَ ثَبَجَ هٰذَا الْبَحْرِ مُلُوْكًا عَلَى الْاَسِرَّةِ اَوْ قَالَ مِثْلَ الْمُلُوْكِ عَلَى الْاَسِرَّةِ شَكَّ اِسْحَاقُ قُلْتُ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَّجْعَلَنِىْ مِنْهُمْ فَدَعَا ثُمَّ وَضَعَ رَاْسَهُ فَنَامَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَضْحَكُ فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ نَاسٌ مِّنْ اُمَّتِىْ عُرِضُوْا عَلَىَّ غُزَاةً فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَرْكَبُوْنَ ثَبَجَ هٰذَا الْبَحْرِ مُلُوْكًا عَلَى الْاَسِرَّةِ اَوْ مِثْلَ الْمُلُوْكِ عَلَى الْاَسِرَّةِ فَقُلْتُ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَّجْعَلَنِىْ مِنْهُمْ قَالَ اَنْتِ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ زَمَانَ مُعَاوِيَةَ فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِيْنَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ

৫৮৪০. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) কুবায় গেলে উম্মে হারাম বিনতে মিলহান (রা)-এর কাছে যেতেন। উম্মে হারাম (রা) তাঁকে আপ্যায়ণ করতেন। উম্মে হারাম (রা) ছিলেন উবাদা ইবনে সামিত (রা)-এর পত্নী। একদিন রসূলুল্লাহ (স) তার বাড়ীতে গেলে তিনি তাঁকে খেতে দিলেন। অতপর রসূলুল্লাহ (স) ঘুমিয়ে পড়লেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যে হাসতে হাসতে জাগলেন। উম্মে হারাম বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আপনার হাসার কারণ কি ? তিনি বলেন ঃ স্বপ্নে আমাকে আমার উম্মতের কিছু সংখ্যক লোককে আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধরত দেখানো হলো। তারা এ সমুদ্রে জাহাজে আরোহণ করে যাত্রা করছে এবং বাদশাহদের মত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত আছে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করুন, তিনি যেন আমাকেও সেই বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করেন। নবী (স) তাঁর জন্য দোয়া করলেন এবং পুনরায় মাথা রেখে ঘুমালেন এবং হাসতে হাসতে জাগলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আপনি হাসছেন কেন ? তিনি বলেন ঃ স্বপ্নে আমাকে আমার উম্মতের একদল লোককে আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধরত দেখানো হলো। তারা সিংহাসনে অধিষ্ঠিত বাদশাহ অথবা বাদশাহদের ন্যায় জাহাজে আরোহণ করে এই সমুদ্রযাত্রা করবে। আমি বললাম, আপনি আল্লাহর নিকট দু'আ করুন, তিনি যেন আমাকেও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেন। নবী (স) বলেন ঃ তুমি সেই পর্যায়ের অগ্রবর্তী লোকদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। সুতরাং উম্মে হারাম (রা) 'মুআবিয়া (রা)-এর সময় সমুদ্র পথে রওনা হলেন এবং ফিরে এসে নিজের সওয়ারী থেকে পড়ে মৃত্যুবরণ করেন।

৪২-অনুচ্ছেদ ঃ যে কোন সুবিধাজনক পন্থায় বসা।

٥٨٤١ـ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالْاِحْتِبَاءِ فِىْ ثَوْبٍ وَّاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِ الْاِنْسَانِ مِنْهُ شَىْءٌ وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ .

৫৮৪১. আবু সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) দুই রকম পোশাক এবং দুই রকম বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন। তিনি নিষিদ্ধ করেছেন, 'ইশতিমালুস সাম্মা' এবং এক কাপড়ে এমনভাবে বসতে যাতে লজ্জাস্থানের উপর কোন আবরণ থাকে না এবং নিষেধ করেছেন দুই রকমের বিক্রয় অর্থাৎ মুলামাসা ও মুনাবাযা।

৪৩-অনুচ্ছেদ ঃ যিনি মানুষের সামনে গোপন আলাপ করেন যিনি তার সাথীর গোপনীয় কথা তার মৃত্যুর পূর্বে কারো কাছে প্রকাশ করেন না, বরং তার ইনতিকালের পর ব্যক্ত করেন।

٥٨٤٢- عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ اِنَّا كُنَّا اَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ عِنْدَهُ جَمِيْعًا لَمْ تُغَادِرْ مِنَّا وَاحِدَةٌ فَاَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِيْ لاَ وَاللّٰهِ مَا تَخْفٰى مِشْيَتُهَا مِنْ مِشْيَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا رَاٰهَا رَحَّبَ قَالَ مَرْحَبًا بِابْنَتِيْ ثُمَّ اَجْلَسَهَا عَنْ يَمِيْنِهِ اَوْ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ سَارَّهَا فَبَكَتْ بُكَاءً شَدِيْدًا فَلَمَّا رَاٰى حُزْنَهَا سَارَّهَا الثَّانِيَةَ اِذَا هِيَ تَضْحَكُ فَقُلْتُ لَهَا اَنَا مِنْ بَيْنِ نِسَائِهِ خَصَّكِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالسِّرِّ مِنْ بَيْنِنَا ثُمَّ اَنْتِ تَبْكِيْنَ فَلَمَّا قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَاَلْتُهَا عَمَّا سَارَّكِ قَالَتْ مَا كُنْتُ لاُفْشِيَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سِرَّهُ فَلَمَّا تُوُفِّيَ قُلْتُ لَهَا عَزَمْتُ عَلَيْكِ بِمَا لِيْ عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِّ لَمَّا اَخْبَرْتِنِيْ قَالَتْ اَمَّا الاٰنَ فَنَعَم فَاَخْبَرَتْنِيْ قَالَتْ اَمَّا حِيْنَ سَارَّنِيْ فِيْ الْاَمْرِ الْاَوَّلِ فَاِنَّهُ اَخْبَرَنِيْ اَنَّ جِبْرِيْلَ كَانَ يُعَارِضُهُ بِالْقُرْاٰنِ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً وَاِنَّهُ قَدْ عَارَضَنِيْ بِهِ الْعَامَ مَرَّتَيْنِ وَلاَ اَرَى الْاَجَلَ اِلاَّ قَدِ اقْتَرَبَ فَاتَّقِي اللّٰهَ وَاصْبِرِيْ فَاِنِّيْ نِعْمَ السَّلَفُ اَنَا لَكِ قَالَتْ فَبَكَيْتُ بُكَائِيَ الَّذِيْ رَاَيْتِ فَلَمَّا رَاٰى جَزَعِيْ سَارَّنِي الثَّانِيَةَ قَالَ يَا فَاطِمَةُ اَلاَ تَرْضَيْنَ اَنْ تَكُوْنِيْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هٰذِهِ الْاُمَّةِ .

৫৮৪২. উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী (স)-এর স্ত্রীগণ তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলাম। আমাদের মধ্য থেকে একজনও অনুপস্থিত ছিল না। ইতিমধ্যে ফাতিমা (রা) হাঁটতে হাঁটতে আসলেন। আল্লাহ্র শপথ ! তাঁর হাঁটার ভঙ্গী ছিল প্রায় রসূলুল্লাহ (স)-এর চলার ভঙ্গীর মত। নবী (স) তাঁকে দেখে খোশ আমদেদ জানালেন এবং বললেন ঃ আমার কন্যাকে স্বাগতম। অতপর তিনি তাকে নিজের ডান পাশে অথবা বাঁ পাশে বসালেন এবং চুপে চুপে তার সাথে আলাপ করলেন। তখন ফাতিমা (রা) কাঁদতে লাগলেন। নবী (স) তার বিষণ্নতা ও দুঃখ দেখে আরেকবার তাঁর সাথে চুপে চুপে কথা বললেন। এবার ফাতিমা (রা) হাসলেন। নবী (স)-এর স্ত্রীদের মধ্য থেকে আমি বললাম, রসূলুল্লাহ (স) গোপন কথা বলার জন্য আমাদের মধ্য থেকে আপনাকে নির্দিষ্ট করলেন। তা সত্ত্বেও আপনি কাঁদছেন ? রসূলুল্লাহ (স) উঠে চলে গেলে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, রসূলুল্লাহ (স) আপনাকে কানে কানে কি কথা বললেন ? তিনি বলেন, আমি আল্লাহর নবীর গোপন কথা প্রকাশ করতে পারি না। অতপর রসূলুল্লাহ (স) ইনতিকাল করলে আমি তাকে বললাম, আপনাকে আমি শপথ করে বলছি, আপনার উপর

আমার যে হক আছে তার বিনিময়ে সেই কথাটি বলুন। তিনি বলেন ঃ হাঁ, এখন আমি তা বলতে পারি। প্রথমবার যখন তিনি কানে কানে বললেন, তখন বলেছিলেন যে, প্রতি বছর জিবরাঈল তাঁকে একবার মাত্র কুরআন মজীদ আবৃত্তি করে শুনাতেন, কিন্তু এ বছর দুইবার আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন। তাই আমার মনে হয় আমার মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হয়েছে। তুমি আল্লাহকে ভয় কর এবং ধৈর্য ধারণ কর। কারণ,আমি তোমার জন্য অতি উত্তম অগ্রে গমনকারী। তিনি বলেন, আমাকে যে কাঁদতে দেখেছেন তা এ কারণেই। নবী (স) যখন আমার অস্থিরতা দেখলেন তখন দ্বিতীয়বার আমার কানে কানে বলেন, ফাতেমা ! তুমি কি আনন্দিত নও যে, তুমি ঈমানদারদের নারীদের নেত্রী অথবা এই উম্মতের নারীদের নেত্রী ? তখন আমি হেসেছি।

৪৪-অনুচ্ছেদ ঃ চিত হয়ে শোয়া।

٥٨٤٣- عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِى الْمَسْجِدِ مُسْتَلْقِيًا وَاضِعًا اِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْاُخْرَى .

৫৮৪৩. আব্বাদ ইবনে তামীম (র) থেকে তাঁর চাচার [আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ আনসারী (রা)] সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে তাঁর এক পা অন্য পায়ের উপর রেখে মসজিদে চিত হয়ে শুয়ে থাকতে দেখেছি।

৪৫-অনুচ্ছেদ ঃ তৃতীয় সঙ্গীকে বাদ দিয়ে দুইজনে গোপন আলাপ করবে না। আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلاَ تَتَنَاجَوْا بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ اِلٰى قَوْلِهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ○

"হে ঈমানদারগণ ! তোমরা যখন গোপন পরামর্শ কর তখন পাপ, অন্যায় ও রসূলের নাফরমানীর ব্যাপারে গোপন পরামর্শ করো না"–(সূরা আল মুযাদালা ঃ ৯)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ ...."আল্লাহর উপরই মুমিনরা তাওয়াক্কুল করবে।"–(সূরা আত-তাওবা ঃ ৫১)

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوٰكُمْ صَدَقَةً ط ...... وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ○

"হে ঈমানদারগণ ! তোমরা রসূলের সাথে গোপন আলাপ করতে চাইলে তার আগে সদাকা দিবে .... তোমরা যা করো, সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল"–(সূরা আল-মুযাদালা ঃ ১২-১৩)।

٥٨٤٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا كَانُوْا ثَلٰثَةً فَلاَ يَتَنَاجٰى اثْنَانِ دُوْنَ الثَّالِثِ .

৫৮৪৪. আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ যদি তিনজন লোক এক সাথে থাকে, তবে দু'জন যেন অপরজনকে বাদ দিয়ে গোপন আলাপ না করে।

৪৬-অনুচ্ছেদ ঃ গোপনীয়তা রক্ষা করা।

٥٨٤٥- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اَسَرَّ اِلَىَّ النَّبِىُّ ﷺ سِرًّا فَمَا اَخْبَرْتُ بِهِ اَحَدًا بَعْدَهُ وَلَقَدْ سَاَلَتْنِىْ اُمُّ سُلَيْمٍ فَمَا اَخْبَرْتُهَا بِهِ .

৫৮৪৫. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) আমার কাছে একটি গোপনীয় বিষয় বললেন। নবী (স)-এর ওফাতের পর আমি তা কারো কাছে প্রকাশ করিনি। (আমার মা) উম্মে সুলাইম আমার কাছে সেটা জানতে চেয়েছিলেন। আমি তাকেও তা জানাইনি।

৪৭-অনুচ্ছেদ ঃ তিনের অধিক সঙ্গী হলে দু'জনে গোপনে বা চুপে চুপে কথা বলায় কোন দোষ নেই।

٥٨٤٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا كُنْتُمْ ثَلٰثَةً فَلَايَتَنَاجٰى رَجُلَانِ دُوْنَ الْاٰخَرِ حَتّٰى تَخْتَلِطُوْا بِالنَّاسِ مِنْ اَجْلِ اَنْ يُّحْزِنَهُ .

৫৮৪৬. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন. যখন তোমরা কেবল তিনজন সঙ্গী হবে, তখন তাদের দুইজন অন্যজনকে বাদ দিয়ে কোন গোপন আলাপ করবে না, যতক্ষণ না তোমরা আরও লোকজনের সাথে মিলিত হও। কারণ, এটা তাকে দুর্ভাবনায় ফেলতে পারে।

٥٨٤٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَسَمَ النَّبِىُّ ﷺ يَوْمًا قِسْمَةً فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ اِنَّ هٰذِهِ لَقِسْمَةٌ مَّا اُرِيْدُ بِهَا وَجْهُ اللّٰهِ قُلْتُ اَمَا وَاللّٰهِ لَاٰتِيَنَّ النَّبِىَّ ﷺ فَاَتَيْتُهُ وَهُوَ مَلَاٍ فِىْ فَسَارَرْتُهُ فَغَضِبَ حَتّٰى اَحْمَرَّ وَجْهُهُ ثُمَّ قَالَ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلٰى مُوْسٰى اُوْذِىَ بِاَكْثَرَ مِنْ هٰذَا فَصَبَرَ .

৫৮৪৭. আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী (স) কিছু মাল বণ্টন করলেন। এক আনসারী বললো, এটা এমন বণ্টন যাতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়নি। (একথা শুনে) আমি বললাম, আল্লাহ্‌র শপথ ! আমি নবী (স)-এর কাছে যাব (এবং একথা তাকে জানাবো)। সুতরাং আমি নবী (স)-এর কাছে গেলাম। তিনি তখন একদল লোকের মাঝে ছিলেন। আমি চুপে চুপে তাঁকে বিষয়টি জানালাম। এতে তিনি রাগান্বিত হলেন, এমনকি তাঁর চেহারা লাল হয়ে গেল। তিনি বলেন ঃ মূসা (আ)-এর উপর আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হোক। তাঁকে এর চেয়েও বেশী কষ্ট দেয়া হয়েছে, কিন্তু তিনি ধৈর্যধারণ করেছেন।

৪৮-অনুচ্ছেদ ঃ দীর্ঘক্ষণ ধরে গোপন আলাপ করা।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَاِذْ هُمْ نَجْوٰى **"যখন তারা গোপনে আলাপ করে"–(সূরা বনি ইসরাঈল ঃ ৪৭)।**

٥٨٤٨۔ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ وَرَجُلٌ يُّنَاجِى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَمَا زَالَ يُنَاجِيْهِ حَتّٰى نَامَ اَصْحَابُهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى ۔

৫৮৪৮. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নামাযের ইকামত হয়ে যাওয়ার পরও এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে গোপনে আলাপ করতে থাকে এবং তা দীর্ঘক্ষণ ধরে চলতে থাকে, এমনকি সাহাবীগণ ঘুমিয়ে পড়লেন। এরপর তিনি এসে নামায পড়ালেন।

৪৯-অনুচ্ছেদ ঃ ঘুমানোর সময় ঘরে আগুন জ্বালিয়ে রাখবে না।

٥٨٤٩۔ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ تَتْرُكُوْا النَّارَ فِىْ بُيُوْتِكُمْ حِيْنَ تَنَامُوْنَ ۔

৫৮৪৯. সালেম (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ ঘুমানোর সময় তোমরা ঘরে আগুন জ্বালিয়ে রাখবে না।

٥٨٥٠۔ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِيْنَةِ عَلٰى اَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ فَحُدِّثَ بِشَانِهِمُ النَّبِىُّ ﷺ قَالَ اِنَّ هٰذِهِ النَّارَ اِنَّمَا هِىَ عَدُوٌّ لَّكُمْ فَاِذَا نِمْتُمْ فَاَطْفِئُوْهَا عَنْكُمْ ۔

৫৮৫০. আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাতের বেলা মদীনার একটি পরিবারের ঘরে আগুন লেগে তা পুড়ে গেল। তাদের এ ঘটনাটি নবী (স)-এর কাছে বর্ণনা করা হলে তিনি বলেন ঃ এ আগুন তোমাদের শত্রু। তাই যখনই তোমরা ঘুমাতে যাবে তখন তা নিভিয়ে ফেলবে।

٥٨٥١۔ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَمِّرُوا الْاٰنِيَةَ وَاَجِيْفُوْا الْاَبْوَابَ وَاَطْفِئُوا الْمَصَابِيْحَ فَاِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ رُبَّمَا جَرَّتِ الْفَتِيْلَةَ فَاَحْرَقَتْ اَهْلَ الْبَيْتِ ۔

৫৮৫১. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ (রাতে) তোমাদের পাত্রগুলো ঢেকে রাখবে, ঘরের দরজাগুলো বন্ধ করে দিবে এবং বাতিগুলো নিভিয়ে ফেলবে। কেননা দুষ্ট ইঁদুরগুলো প্রায়ই বাতিগুলো এদিক-সেদিক টেনে নিয়ে যায় এবং ঘরের লোকজনদের পুড়িয়ে মারে।

৫০-অনুচ্ছেদ ঃ রাতে ঘরের দরজা বন্ধ রাখা।

٥٨٥٢۔ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَطْفِئُوا الْمَصَابِيْحَ بِاللَّيْلِ اِذَا رَقَدْتُمْ وَغَلِّقُوا الْاَبْوَابَ وَاَوْكُوا الْاَسْقِيَةَ وَخَمِّرُوا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ قَالَ هَمَّامٌ وَاَحْسِبُهُ قَالَ وَلَوْ بِعُوْدٍ ۔

৫৮৫২. জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ রাতে তোমরা শোয়ার সময় বাতিগুলো নিভিয়ে ফেলবে, ঘরের দরজাগুলো বন্ধ করে দিবে, (পানির পাত্র) মশকের মুখ বেঁধে রাখবে এবং খাদ্য ও পানীয় ঢেকে রাখবে একটি কাঠ দিয়ে হলেও।

৫১-অনুচ্ছেদ ঃ বয়োপ্রাপ্তির পর খাতনা করা এবং বগলের পশম উপড়ে ফেলা।

٥٨٥٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْخِتَانُ وَالْاِسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الْاِبِطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيْمُ الْاَظْفَارِ .

৫৮৫৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ পাঁচটি জিনিস প্রকৃতিগত ঃ খাতনা করা, নাভীর নীচের পশম কামিয়ে ফেলা, বগলের পশম উপড়ে ফেলা, গোঁফ খাট করা এবং নখ কাটা।

٥٨٥٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اخْتَتَنَ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَ ثَمَانِيْنَ سَنَةً وَّاخْتَتَنَ بِالْقَدُوْمِ مُخَفَّفَةً .

৫৮৫৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ ইবরাহীম (আ) আশি বছর বয়সের পর 'কাদুম' নামক অস্ত্র দ্বারা নিজের খাতনা করেছিলেন।

٥٨٥٥- عَنْ اَبِى الزِّنَادِ وَقَالَ بِالْقَدُّوْمِ وَهُوَ مَوْضِعٌ مُشَدَّدٌ .

৫৮৫৫. আবুয যিনাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি بِالْقَدُّوْمِ তাশদীদসহ বর্ণনা করেছেন এবং এটি একটি জায়গার নাম।[৯]

٥٨٥٦- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِثْلُ مَنْ اَنْتَ حِيْنَ قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ اَنَا يَوْمَئِذٍ مَخْتُوْنٌ قَالَ وَكَانُوْا لَا يَخْتِنُوْنَ الرَّجُلَ حَتّٰى يُدْرِكَ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ وَاَنَا خَتِيْنٌ .

৫৮৫৬. সায়ীদ ইবনে যুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, নবী (স)-এর ওফাতকালে আপনার বয়স কত ছিল ? তিনি বলেন, সে সময় আমার খাতনা করা হয়েছিল। তিনি আরও বলেন, তখনকার সময় মানুষ সাবালক না হওয়া পর্যন্ত খাতনা করতো না।

অপর এক সনদে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী (স)-এর ওফাত হয় তখন আমার খাতনা করা হয়েছিল।

৫২-অনুচ্ছেদ ঃ যেসব খেলাধুলা মানুষকে আল্লাহ্‌র আনুগত্য থেকে বিমুখ করে তা বাতিল। যে ব্যক্তি তার সংগীকে বলে, এসো তোমার সাথে জুয়া খেলি।

---

৯. 'কাদুম' মানে কুঠার জাতীয় এক প্রকার অস্ত্র। এটা দিয়েই ইবরাহীম (আ) নিজের খাতনা করেছিলেন। কারো মতে, উচ্চারণ 'কাদুম' হলে এর অর্থ হবে কাদ্দুম নামক জায়গা।

আল্লাহ্ তাআলার বাণী ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ .

"এমন লোকও আছে, যে অজ্ঞতাবশত অসার বাক্য ক্রয় করে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য" .... (সূরা লোকমান ঃ ৬) আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

٥٨٥٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ مِنْكُم فَقَالَ فِىْ حَلِفِهِ بِاللاَّتِ وَالْعُزّٰى فَلْيَقُلْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ اُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ .

৫৮৫৭. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যদি শপথ করে এবং শপথের মধ্যে বলে যে, লাত ও উয্যার শপথ, তাহলে সে যেন বলে, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই) এবং যে লোক তার সাথীকে বললেন, এসো, তোমার সাথে জুয়া খেলি, সে যেন সদাকা করে।

৫৩-অনুচ্ছেদ ঃ ইমারত বা পাকা ভবন সম্পর্কিত বর্ণনা। আবু হুরাইরা (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, কিয়ামতের নিদর্শনসমূহের অন্যতম হলো পশুচারণকারী রাখালেরা পাকা ভবন নির্মাণে নিয়ে পরস্পর গর্ব করবে।

٥٨٥٨- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَاَيْتُنِىْ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ بَنَيْتُ بِيَدِىْ بَيْتًا يُكِنُّنِىْ مِنَ الْمَطَرِ وَيُظِلُّنِىْ مِنَ الشَّمْسِ مَا اَعَانَنِىْ عَلَيْهِ اَحَدٌ مِّنْ خَلْقِ اللّٰهِ .

৫৮৫৮. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-এর যুগে নিজ হাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করেছিলাম। যাতে তা আমাকে বৃষ্টি থেকে রক্ষা করে এবং রোদে ছায়া দিতে পারে। এ বাড়ি নির্মাণ করতে আল্লাহ্র সৃষ্টির মধ্যে কেউ আমাকে সাহায্য করেনি।

٥٨٥٩- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَاللّٰهِ مَا وَضَعْتُ لَبِنَةً عَلٰى لَبِنَةٍ وَّلاَ غَرَسْتُ نَخْلَةً مُنْذُ قُبِضَ النَّبِىُّ ﷺ قَالَ سُفْيَانُ فَذَكَرْتُهُ لِبَعْضِ اَهْلِهِ فَقَالَ وَاللّٰهِ لَقَدْ بَنٰى بَيْتًا قَالَ سُفْيَانُ قُلْتُ فَلَعَلَّهُ قَالَ قَبْلَ اَنْ يَّبْنِىَ .

৫৮৫৯. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্র কসম ! আমি নবী (স)-এর ইনতিকালের পর থেকে ইটের উপর ইট রাখিনি (কোন ভবন বানাইনি) এবং কোন খেজুরের চারাও রোপণ করিনি। সুফিয়ান (র) বলেন, আমি এ হাদীসটি তাঁর পরিবারের কোন লোকের কাছে উল্লেখ করলে তিনি বলেন, আল্লাহ্র কসম ! তিনি বাড়ি বানিয়েছেন। সুফিয়ান (র) বলেন, আমি বললাম, হয়ত তিনি বাড়ি বানানোর আগে এ উক্তি করেছেন।

অধ্যায়-৫২

كِتَابُ الدَّعْوَاتِ

(দোয়ার বর্ণনা)

১-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তাআলার বাণী ঃ

اُدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ـ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ ○

"তোমরা আমার কাছে দোয়া কর, আমি তোমাদের দোয়া কবুল করবো। যারা আমার ইবাদত থেকে দম্ভভরে মুখ ফিরায়, অচিরেই তারা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে"–(সূরা আল-মু'মিন ঃ ৬০)।

২-অনুচ্ছেদ ঃ প্রত্যেক নবীর একটি কবুলযোগ্য দোয়া আছে।

٥٨٦٠ـ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ يَّدْعُوْ بِهَا وَاُرِيْدُ اَنْ اَخْتَبِيَ دَعْوَتِيْ شَفَاعَةً لِّاُمَّتِيْ فِي الْاٰخِرَةِ وَعَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ نَبِيٍّ سَاَلَ سُؤَالاً اَوْ قَالَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ قَدْ دَعَا بِهَا وَاسْتُجِيْبَ فَجَعَلْتُ دَعْوَتِيْ شَفَاعَةً لِّاُمَّتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৫৮৬০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ প্রত্যেক নবীরই (আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য) একটি দোয়া থাকে যা তিনি করেন। আমি চাই আমার দোয়াটি আখেরাতে আমার উম্মতের শাফায়াতের জন্য সংরক্ষিত থাকুক। অন্য এক সনদে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ প্রত্যেক নবীই একটি করে বিষয় চেয়ে নিয়েছেন অথবা বলেছেন, প্রত্যেক নবীরই নিশ্চিতভাবে কবুল হওয়ার মত একটি দোয়া থাকে। তারা সে দোয়া করেছেন এবং তা কবুলও হয়েছে। কিন্তু আমি আমার দোয়াটি কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের শাফায়াতের জন্য সংরক্ষিত রেখেছি।

৩-অনুচ্ছেদ ঃ সর্বোত্তম ইসতিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা)। আল্লাহ্ তাআলার বাণী ঃ

وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ـ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا ۙ○ يُّرْسِلِ السَّمَاۤءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ۙ○ وَّيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا ۗ○

"তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাকারী। তিনি আকাশ থেকে তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, ধনে-জনে, তোমাদেরকে সমৃদ্ধ করবেন এবং বানাবেন উদ্যান ও প্রবাহিত করবেন নদী-নালা"–(সূরা নূহ ঃ ১০-১২)।

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ص الاية

"(এবং মুত্তাকী তারাই) যারা কোন অশ্লীল কাজ করলে অথবা নিজের প্রতি যুলুম করে থাকলে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩৫)।

٥٨٦١- عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَيِّدُ الْاِسْتِغْفَارِ اَنْ يَّقُوْلَ الْعَبْدُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا سْتَطَعْتُ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَاَبُوْءُ لَكَ بِذَنْبِىْ اغْفِرْلِىْ فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ قَالَ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوْقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَّوْمِهِ قَبْلَ اَنْ يُّمْسِىَ فَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوْقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ اَنْ يُّصْبِحَ فَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ .

৫৮৬১. শাদ্দাদ ইবনে আউস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ সায়্যিদুল ইসতিগফার বা সর্বোৎকৃষ্ট ক্ষমা প্রার্থনা এই যে, বান্দা বলে ঃ "আল্লাহুম্মা আনতা রব্বী লা-ইলাহা ইল্লা আনতা, খালাকতানী ওয়া আনা আবদুকা ওয়া আনা আলা আহদিকা ওয়া ওয়াদিকা মাসতাতাতু, আউযু বিকা মিন শাররি মা সানাতু আবুয়ু লাকা বিনিমাতিকা আলাইয়্যা ওয়া আবুয়ু লাকা বিযাম্বী ইগফিরলী ফাইন্নাহু লা-ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা আনতা।" "হে আল্লাহ ! তুমি আমার রব, তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমার দাস। আমি যথাসাধ্য তোমার সাথে কৃত ওয়াদা ও অঙ্গীকারের উপর অবিচল আছি। আমার কর্মের মন্দ পরিণাম থেকে আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই। তুমি আমাকে যেসব নিয়ামত দান করেছ আমি তা সবই স্বীকার করছি এবং স্বীকার করছি আমার গুনাহের কথাও। তুমি আমাকে মাফ কর। কেননা তুমি ছাড়া আর কেউ গুনাহ মাফ করতে পারে না।"

রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কথাগুলো দিনের বেলায় দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বললো এবং সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বেই মারা গেল সে জান্নাতি। আর যে ব্যক্তি তা রাত্রিবেলা আন্তরিকতার সাথে বললো এবং সকাল হওয়ার আগেই মারা গেল সে-ও জান্নাতি।

৪-অনুচ্ছেদ ঃ দিনে ও রাতে নবী (স)-এর ক্ষমা প্রার্থনা।

٥٨٦٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ فِى الْيَوْمِ اَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً .

৫৮৬২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ্‌র শপথ ! অবশ্যই আমি প্রতি দিন আল্লাহ তাআলার কাছে সত্তর বারের বেশী ক্ষমা প্রার্থনা করি ও তওবা করি।

৫-অনুচ্ছেদ ঃ তওবা করা। কাতাদা (র) تُوبُوا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এখানে تَوْبَةً نَّصُوحًا অর্থ নিষ্ঠাপূর্ণ তওবা।

٥٨٦٣ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ حَدِيْثَيْنِ اَحَدُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْاٰخَرُ عَنْ نَفْسِهِ قَالَ اِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرٰى ذُنُوْبَهُ كَاَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ اَنْ يَّقَعَ عَلَيْهِ وَاِنَّ الْفَاجِرَ يَرٰى ذُنُوْبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلٰى اَنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هٰكَذَا قَالَ اَبُوْ شِهَابٍ بِيَدِهِ فَوْقَ اَنْفِهِ ثُمَّ قَالَ اللّٰهُ اَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ نَزَلَ مَنْزِلاً وَبِهِ مَهْلَكَةٌ وَمَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَوَضَعَ رَاْسَهُ فَنَامَ نَوْمَةً فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهُ حَتّٰى اَشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ وَالْعَطَشُ اَوْ مَا شَاءَ اللّٰهُ قَالَ اَرْجِعُ اِلٰى مَكَانِىْ فَرَجَعَ فَنَامَ نَوْمَةً ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ فَاِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَهُ .

৫৮৬৩. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে দু'টি হাদীস বর্ণিত আছে। তার একটি নবী (স) থেকে, অন্যটি নিজ থেকে। (নিজ থেকে বর্ণিত হাদীসটি হলো,) তিনি বলেন, ঈমানদার নিজের গুনাহসমূহকে এমন দৃষ্টিতে দেখে যেন সে একটি পাহাড়ের নীচে বসে আছে, আর পাহাড়টি তার উপর ধ্বসে পড়ার আশংকা করছে। পাপিষ্ঠ ব্যক্তি তার গুনাহসমূহকে মক্ষিকার মত মনে করে যা তার নাকের উপর বসলো সে তা এভাবে তাড়িয়ে দিল। আবু শিহাব (র) ব্যাখ্যাস্বরূপ নিজের নাকের সামনে হাত নেড়ে বুঝিয়ে বলেন। এরপর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) রসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণিত হাদীসটির অবশিষ্ট অংশ বর্ণনা করে বলেন ঃ বান্দাহ তওবা করলে আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তির চেয়ে বেশী খুশী হন যে সফর ব্যাপদেশে প্রাণের আশংকা আছে এমন এক স্থানে গিয়ে তাঁবু ফেললো। তার সাথে তার সওয়ারী আছে এবং সওয়ারীর পিঠে তার খাবার ও পানীয় রয়েছে। সে মাটিতে মাথা রাখতেই গভীর ঘুমে পড়লো। পরক্ষণে জেগেই সে দেখলো যে, তার সওয়ারী অদৃশ্য। অবশেষে সে প্রচণ্ড গরম ও পিপাসা অথবা আল্লাহ যা চাইলেন তাতে সে কাতর হয়ে পড়লো। তখন সে নিজে নিজে বললো, আমি আমার পূর্ব স্থানে ফিরে যাই। অতপর সে সেখানে ফিরে গেল এবং আবার গভীর ঘুমে পড়লো। তারপর জেগেই সে দেখতে পেল যে, তার সওয়ারী জন্তুটি তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে।[১]

٥٨٦٤ـ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُ اَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ اَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلٰى بَعِيْرِهِ وَقَدْ اَضَلَّهُ فِىْ اَرْضٍ فَلاَةٍ .

৫৮৬৪. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাহর তওবায় সেই ব্যক্তির চেয়েও বেশী খুশী হন যে বিজন মরুভূমিতে তার উট হারিয়ে আবার তা ফিরে পেয়ে যত আনন্দিত হয়।

---

১. অর্থাৎ বর্ণিত অবস্থায় পতিত একটি লোক সর্বস্ব হারিয়ে পুনরায় তা ফিরে পেলে যত আনন্দিত হয়, আল্লাহর কোন বান্দাহ গুনাহ করে তওবা করলে আল্লাহ তাআলা তার চেয়েও বেশী আনন্দিত হন।

৬-অনুচ্ছেদ ঃ ডান কাত হয়ে শোয়া।

٥٨٦٥- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ احْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً فَاِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ حَتّٰى يَجِيْئَ الْمُؤَذِّنُ فَيُؤْذِنُهُ .

৫৮৬৫. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নবী (স) রাতে এগার রাকাআত তাহাজ্জুদ নামায পড়তেন। পরে ফযরের সময় হলে হালকাভাবে দু' রাকাআত নামায (ফযরের সুন্নাত) পড়তেন। তারপর ডান দিকে কাত হয়ে শুয়ে পড়তেন। শেষে মুয়ায্যিন এসে তাঁকে (ফযরের সময় হওয়ার) খবর দিত।

৭-অনুচ্ছেদ ঃ পবিত্রতাবস্থায় রাত্রি যাপন।

٥٨٦٦- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوْءَكَ لِلصَّلٰوةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلٰى شِقِّكَ الْاَيْمَنِ وَقُلْ اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِيْ (وَجْهِيْ) اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِيْ اِلَيْكَ وَاَلْجَأْتُ ظَهْرِيْ اِلَيْكَ رَهْبَةً وَّرَغْبَةً اِلَيْكَ لَامَلْجَأَ وَلَا مَنْجٰى مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ اَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِيْ اَرْسَلْتَ فَاِنْ مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاجْعَلْهُنَّ اٰخِرَ مَا تَقُوْلُ فَقُلْتُ اَسْتَذْكِرُهُنَّ وَبِرَسُوْلِكَ الَّذِيْ اَرْسَلْتَ قَالَ لَاوَبِنَبِيِّكَ الَّذِيْ اَرْسَلْتَ .

৫৮৬৬. বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) আমাকে বলেছেন ঃ যখন তুমি বিছানায় যাওয়ার ইচ্ছা করবে তখন নামাযের উযুর ন্যায় উযু করবে, তারপর ডান কাত হয়ে বিছানায় শুয়ে বলবে ঃ "আল্লাহুম্মা আসলামতু নাফসী (ওয়াজহী) ইলাইকা ওয়া ফাউয়াদতু আমরী ইলাইকা ওয়া আলজাতু যহরী ইলাইকা রাহবাতান ওয়া রাগবাতান ইলাইকা, লা-মালজা ওয়ালা মানজা মিনকা ইল্লা ইলাইকা আমানতু বিকিতাবিকাল্লাযী আন্‌যালতা ওয়াবিনাবিইকাল্লাযী আরসালতা।" "হে আল্লাহ ! আমি (আমার মুখমণ্ডল) তোমার কাছে সোপর্দ করলাম, আমি আমার সব বিষয় তোমার ইখতিয়ারে ছেড়ে দিলাম এবং তোমার আশ্রয় গ্রহণ করলাম। তোমার আযাবের ভয়ে এবং তোমার রহমতের আশায় তোমার থেকে পালিয়ে আশ্রয় নেয়ার এবং নাজাত পাওয়ার স্থান তোমার কাছে ছাড়া আর কোথাও নেই। তুমি যে কিতাব নাযিল করেছো আমি তার উপর ঈমান এনেছি। তুমি যে নবী পাঠিয়েছো আমি তাঁর উপর বিশ্বাসস্থাপন করেছি।"

যদি এটা পড়ে নিদ্রা যাওয়ার পর তোমার মৃত্যু হয়, তাহলে ফিতরাতের (ইসলামের) উপর মৃত্যুবরণ করলে। একথাগুলো সবশেষে পড়ো। আমি বললাম, আমি কি 'ওয়াবি রাসূলিকাল্লাযী আর সালতা' বলবো ? তিনি বলেন ঃ না, 'ওয়াবি নাবিইকাল্লাযী আরসালতা' বলবে।২

২. এর মানে এখানে "বিনাবিয়্যিকার স্থলে বিরাসূলিকা পড়বো কি না। নবী (স) বললেন ঃ না, বিনাবিয়্যিকা বলবে। বারাআ (রা) এ দোয়াটি মুখস্থ করে নবী (স)-কে শোনানোর সময় এ শব্দটি ওলট-পালট হয়ে গিয়েছিল তিনি তা ঠিক করে দেন এবং বিনাবিয়্যিকা পড়তে বলেন।

৮-অনুচ্ছেদ ঃ শোয়ার সময় কি দু'আ পড়বে ?

٥٨٦٧- عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اَوَى اِلَى فِرَاشِهِ قَالَ بِاسْمِكَ اَمُوتُ وَاَحْيَا وَاِذَا قَامَ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ .

৫৮৬৭. হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) যখন বিছানায় যেতেন তখন পড়তেন ঃ বিইসমিকা আমূতু ওয়া আহ্ইয়া (হে আল্লাহ তোমার নামেই মৃত্যুবরণ করি এবং বেঁচে থাকি অর্থাৎ ঘুমাই এবং জাগি)। তিনি ঘুম থেকে উঠে বলতেনঃ আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আহইয়ানা বাদা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন নুশূর (সব প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি মৃত্যুদানের পর আবার আমাদেরকে জীবিত করেছেন এবং তাঁর-ই কাছে ফিরে যেতে হবে)।

٥٨٦٨- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَوْصَى رَجُلاً فَقَالَ اِذَا اَرَدْتَ مَضْجَعَكَ فَقُلِ اللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِىْ اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِىْ اِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِىْ اِلَيْكَ وَاَلْجَاْتُ ظَهْرِىْ اِلَيْكَ رَغْبَةً وَّرَهْبَةً اِلَيْكَ لاَ مَلْجَاَ وَلاَ مَنْجَى مِنْكَ اِلاَّ اِلَيْكَ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ فَاِنْ مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ .

৫৮৬৮. বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) এক ব্যক্তিকে ওসিয়ত করে বলেন ঃ যখন তুমি বিছানায় যাওয়ার ইচ্ছা করবে, তখন এ দোয়া পড়বে ঃ আল্লাহুম্মা আসলামতু নাফসী ইলাইকা ওয়া ফাউয়াদতু আমরী ইলাইকা, ওয়া ওয়াযজাহতু ওয়াজহী ইলাইকা ওয়া আলজাতু যহরী ইলাইকা রাগবাতান ওয়া রাহ্বাতান ইলাইকা লা-মালজাআ ওয়ালা মানজা মিনকা ইল্লা ইলাইকা আমানতু বিকিতাবিকাল্লাযী আনযালতা ওয়াবিনাবিয়িকাল্লাযী আরসালতা। —"হে আল্লাহ্ ! আমি নিজেকে তোমার কাছে সোপর্দ করলাম। আমার সব বিষয় তোমার উপর ন্যস্ত করলাম, আমার মুখমণ্ডল তোমার দিকে ফিরিয়ে নিলাম এবং তোমার আশ্রয় গ্রহণ করলাম তোমার আযাবের ভয়ে এবং রহ্মত ও পুরস্কারের আশায়। তোমাকে বাদ দিয়ে আশ্রয় ও নাজাত লাভের আর কোন জায়গা নেই। তুমি যে কিতাব নাযিল করেছো এবং যে নবী পাঠিয়েছো আমি তার প্রতি ঈমান এনেছি।" অতপর তুমি যদি মারা যাও তবে ফিত্রাতের (ইসলামের) উপরই মরবে।

৯-অনুচ্ছেদ ঃ ডান গালের নীচে ডান হাত রেখে শোয়া।

٥٨٦٩- عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوتُ وَاَحْيَى وَاِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ .

৫৮৬৯. হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) রাতে যখন শয্যা গ্রহণ করতেন তখন ডান হাত ডান গালের নীচে রাখতেন, তারপর পড়তেন ঃ আল্লাহুম্মা

বিইসমিকা আমুতু ওয়া আহ্ইয়া—"হে আল্লাহ ! আমি তোমার নামে মৃত্যুবরণ করি এবং তোমার নামেই বেঁচে থাকি।" আর তিনি যখন ঘুম থেকে জাগতেন তখন বলতেন ঃ আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আহইয়ানা বাদা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন নুশূর। "সব প্রশংসার মালিক আল্লাহ, যিনি আমাকে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করে উঠিয়েছেন। অবশেষে তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে।"

১০-অনুচ্ছেদ ঃ ডান কাতে শোয়া।

٥٨٧٠- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَوٰى اِلٰى فِرَاشِهِ نَامَ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِى اِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِىْ اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِىْ اِلَيْكَ وَاَلْجَأْتُ ظَهْرِىْ اِلَيْكَ رَغْبَةً وَّرَهْبَةً اِلَيْكَ لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ اِلاَّ اِلَيْكَ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَهُنَّ ثُمَّ مَاتَ تَحْتَ لَيْلَتِهِ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ .

৫৮৭০. বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) যখন শয্যা গ্রহণ করতেন তখন ডান কাত হয়ে শুয়ে পড়তেন ঃ আল্লাহুম্মা আসলামতু নাফসী ইলাইকা ওয়া ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহী ইলাইকা ওয়া ফাউওয়াদতু আমরী ইলাইকা ওয়া আলজাতু যহ্‌রী ইলাইকা রাগবাতান ওয়া রাহবাতান ইলাইকা লা-মালজাআ ওয়ালা মানজাআ মিনকা ইল্লাহ ইলাইকা, আমানতু বিকিতাবিকাল্লাযী আন যালতা ওয়া বিনাবিয়্যিকাল্লাযী আরসালতা।—"হে আল্লাহ ! আমি নিজেকে তোমার কাছে সোপর্দ করলাম, আমার মুখমণ্ডল তোমার দিকে ফিরালাম, আমার সব বিষয় তোমার উপর ন্যস্ত করলাম এবং তোমার আশ্রয় গ্রহণ করলাম তোমার আযাবের ভয়ে এবং রহমত ও পুরস্কারের আশায়। তোমাকে বাদ দিয়ে আশ্রয় ও মুক্তি লাভের আর কোন জায়গা নেই। তুমি যে কিতাব নাযিল করেছো এবং যে নবী পাঠিয়েছো আমি তার প্রতি ঈমান এনেছি।" রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ যে ব্যক্তি এ দোয়া পড়লো এবং সেই রাতেই মৃত্যুবরণ করলো সে ফিতরাত অর্থাৎ ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ করলো।

১১-অনুচ্ছেদ ঃ রাতে ঘুম ভাঙ্গার পর যে দোয়া পড়বে।

٥٨٧١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ عِنْدَ مَيْمُوْنَةَ فَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ فَاَتٰى حَاجَتَهُ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ فَاَتَى الْقِرْبَةَ فَاَطْلَقَ شِنَاقَهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوْءً بَيْنَ وُضُوْأَيْنِ لَمْ يُكْثِرْ وَقَدْ اَبْلَغَ فَصَلّٰى فَقُمْتُ فَتَمَطَّيْتُ كَرَاهِيَةَ اَنْ يَّرٰى اَنِّىْ كُنْتُ اَرْقُبُهُ (اَتَّقِيهِ) فَتَوَضَّاْتُ فَقَامَ يُصَلِّىْ فَقُمْتُ عَنْ يَّسَارِهِ فَاَخَذَ بِاُذُنِىْ فَاَدَارَنِىْ عَنْ يَّمِيْنِهِ فَتَتَامَّتْ صَلٰوتُهُ ثَلٰثَ عَشَرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتّٰى نَفَخَ وَكَانَ اِذَا نَامَ

نَفَخَ فَاٰذَنَهُ بِلاَلٌ بِالصَّلٰوةِ فَصَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّاَ وَكَانَ يَقُوْلُ فِىْ دُعَائِهِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِىْ قَلْبِىْ نُوْرًا وَّفِىْ بَصَرِىْ نُوْرًا وَّفِىْ سَمْعِىْ نُوْرًا وَّعَنْ يَّمِيْنِىْ نُوْرًا وَّعَنْ يَسَارِىْ نُوْرًا وَّفَوْقِىْ نُوْرًا وَّتَحْتِىْ نُوْرًا وَّاَمَامِىْ نُوْرًا وَّخَلْفِىْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ لِّىْ نُوْرًا قَالَ كُرَيْبٌ وَسَبْعٌ فِى التَّابُوْتِ فَلَقِيْتُ رَجُلاً مِنْ وَلَدِ الْعَبَّاسِ فَحَدَّثَنِىْ بِهِنَّ فَذَكَرَ عَصَبِىْ وَلَحْمِىْ وَدَمِىْ وَشَعْرِىْ وَبَشَرِىْ وَذَكَرَ خَصْلَتَيْنِ .

৫৮৭১. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমি (আমার খালা উম্মুল মুমিনীন) মাইমুনা (রা)-এর কাছে ছিলাম। রাতে নবী (স) উঠে তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারলেন এবং হাত-মুখ ধুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন, তারপর আবার উঠলেন এবং মশকের কাছে গিয়ে এর মুখ খুললেন, অতপর যথেষ্ট পানি ব্যবহার না করেই উযূ করলেন, তথাপি সমস্ত অংশই ঠিকমত ধুলেন। অতপর তিনি নামায পড়লেন। আমিও উঠলাম, তবে একটু দেরী করে। কারণ আমি চাইনি, তিনি বুঝে ফেলুন যে, আমি তাঁকে দেখছি। আমি উঠে উযূ করলাম। অতপর তিনি নামায পড়তে দাঁড়ালে আমি গিয়ে তাঁর বাম পাশে দাঁড়ালাম। তিনি আমার কান ধরে আমাকে তাঁর ডান দিকে ঘুরিয়ে নিলেন। তিনি পুরো তের রাক্‌আত নামায পড়লেন এবং আবার ঘুমিয়ে পড়লেন, এমনকি নাক ডাকাও শুরু করলেন। তিনি ঘুমালে নাক ডাকতেন। অতপর বিলাল (রা) এসে তাঁকে ফযরের নামাযের সময় হওয়ার কথা জানালে তিনি নামায পড়লেন।কিন্তু নতুন উযূ করলেন না। তিনি তাঁর দোয়ায় বলছিলেন ঃ আল্লাহুম্মাজআল ফী কালবী নূরান ওয়া ফী বাছারী নূরান, ওয়া ফী সাময়ী নূরান ওয়া ইয়ামিনি নূরান ওয়া আন ইয়াসারি নূরান ওয়া ফাত্তকী নূরান ওয়া তাহতি নূরান ওয়া আমামি নূরান ওয়া খালফী নূরান ওয়াজআললী নূরা.... ।—"হে আল্লাহ! আমার অন্তরে নূর দাও, আমার চোখে নূর দাও, আমার কানে নূর দাও, আমার ডানে-বাঁয়ে, উপরে-নীচে এবং সামনে-পেছনেও নূর দাও। আমাকে নূর দান কর।" কুরাইব (র) বলেন, তাবূতে সাতটি নূর ছিল। আমি আব্বাস (রা)-এর সন্তানদের একজনের সাথে দেখা করলে তিনি আমার কাছে ঐগুলো বর্ণনা করেন এবং তাতে তিনি عصبى ولحمى ودمى وشعرى وبشرى সবগুলো বর্ণনা করেছেন এবং এছাড়া আরও দু'টি বিষয়ও উল্লেখ করেছেন।[৪]

٥٨٧٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَلِقَائُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ

৪. অর্থাৎ নবী (স) সাতটি জিনিসে নূর চেয়ে দোয়া করেছেন। সেগুলো হলো শিরা-উপশিরা, গোশত, রক্ত, চুল ও ত্বক। আর দু'টি বর্ণনাকারী উল্লেখ করেননি।

اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَاِلَيْكَ اَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَاِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ اَوْ لاَ اِلٰهَ غَيْرُكَ .

৫৮৭২. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) রাতে তাহাজ্জুদের নামায পড়তে উঠে দোয়া করতেন ঃ আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু আনতা নূরুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদে ওয়ামান ফীহিন্না, ওয়ালাকাল হামদু আনতা কাইয়্যুমুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদে ওয়ামান ফীহিন্না। ওয়ালাকাল হামদু আনতাল হাক্কু, ওয়া ওয়াদুকা হাক্কুন, ওয়া কাউলুকা হাক্কুন, ওয়া লিকাউকা হাক্কুন, ওয়াল জান্নাতু হাক্কুন ওয়ান নারু হাক্কুন ওয়াস সাআতু হাক্কুন, ওয়ান নাবিউনা হাককুন ওয়া মুহাম্মাদুন হাক্কুন। আল্লাহুম্মা লাকা আসলামতু, ওয়া আলাইকা তাওয়াককালতু ওয়াবিকা আমানতু ওয়া ইলাইকা আনাবতু ওয়াবিকা খাসামতু ওয়া ইলাইকা হাকামতু ফাগফির লী মাকাদ্দামতু ওয়ামা আখ্খারতু ওয়ামা আসরারতু ওয়ামা আলানতু, আনতাল মুকাদ্দিমু ওয়া আনতাল মুয়াখখিরু লাইলাহা ইল্লা আন্তা (অথবা বলতেন) লাইলাহা গাইরুকা।—"হে আল্লাহ ! সব প্রশংসা তোমার। তুমি আসমান-যমীন এবং এ দু'য়ের মধ্যকার সবকিছুর নূর। সমস্ত প্রশংসা তোমার জন্য। আসমান-যমীন এবং এ দু'য়ের মধ্যেকার সবকিছুর স্থাপক তুমি। সব প্রশংসা তোমারই প্রাপ্য। তুমিই একমাত্র সত্য, তোমার ওয়াদা সত্য, তোমার কথা সত্য, (আখেরাতে) তোমার সাক্ষাত সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, কিয়ামত সত্য, নবীগণ সত্য, মুহাম্মাদ (স) সত্য। হে আল্লাহ ! তোমার উপর সবকিছু সোপর্দ করেছি। তোমার ওপর তাওয়াক্কুল করেছি, তোমার প্রতি ঈমান এনেছি, তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করেছি। শত্রুদের বিষয় তোমার উপর ছেড়ে দিয়েছি এবং তোমাকেই বিচারক মেনেছি। অতএব, আমার আগের ও পরের এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব গুনাহ মাফ করে দাও। তুমিই আদি এবং তুমিই অন্ত। তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।"

১২-অনুচ্ছেদ ঃ শয়নকালের তাক্বীর ও তাস্বীহ।

٥٨٧٣- عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ فَاطِمَةَ شَكَتْ مَا تَلْقَى فِي يَدِهَا مِنَ الرَّحٰى فَاَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ تَسْاَلُهُ خَادِمًا فَلَمْ تَجِدْهُ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِعَائِشَةَ فَلَمَّا جَاءَ اَخْبَرَتْهُ قَالَ فَجَاءَ نَا وَقَدْ اَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا فَذَهَبْتُ اَقُوْمُ فَقَالَ مَكَانَكِ فَجَلَسَ بَيْنَنَا حَتّٰى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلٰى صَدْرِي فَقَالَ اَلاَ اَدُلُّكُمَا عَلٰى مَا هُوَ خَيْرٌ لَّكُمَا مِنْ خَادِمٍ اِذَا اَوَيْتُمَا اِلٰى فِرَاشِكُمَا اَوْ اَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَكَبِّرَا ثَلٰثًا وَّثَلٰثِيْنَ وَسَبِّحَا ثَلٰثًا وَّثَلٰثِيْنَ وَاحْمَدَا ثَلٰثًا وَّثَلٰثِيْنَ فَهٰذَا خَيْرٌ لَّكُمَا مِنْ خَادِمٍ وَعَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ اَلتَّسْبِيْحُ اَرْبَعٌ وَّثَلٰثُوْنَ .

৫৮৭৩. আলী (রা) থেকে বর্ণিত। গম পেষার যাঁতা চালানোর দরুন ফাতেমা (রা)-এর হাতে ফোস্কা পড়ে যায় তিনি নবী (স)-এর কাছে অভিযোগ করে একজন খাদেম চাইতে

আসলেন, কিন্তু নবী (স)-কে বাড়িতে পেলেন না। তাই আসার উদ্দেশ্যটা তিনি আয়েশা (রা)-এর কাছে বর্ণনা করলেন। রসূলুল্লাহ (স) বাড়ি আসলে আয়েশা (রা) তাঁকে জানালেন। আলী (রা) বলেন, এ খবর শুনে নবী (স) আমাদের বাড়িতে আসেন। তখন আমরা শুয়ে পড়েছিলাম। আমি বিছানা ছাড়তে উদ্যত হলে তিনি বলেন ঃ তোমরা নিজের অবস্থানেই থাক। তিনি আমাদের মাঝখানে বসলেন, এমনকি আমি তাঁর পদযুগলের শীতলতা আমার বক্ষে অনুভব করলাম। তিনি বলেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে এমন বিষয় জানিয়ে দিব না, যা তোমাদের জন্য খাদেমের চেয়ে উৎকৃষ্ট ? তোমরা যখন বিছানায় যাবে, তখন ৩৩বার আল্লাহু আকবার, ৩৩বার সুবহানাল্লাহ এবং ৩৩বার আলহামদু লিল্লাহ পড়বে। এটা তোমাদের জন্য চাকরের চেয়ে উত্তম। অন্য এক সনদে ইবনে সিরীন (র)-এর বর্ণনায় আছে ঃ সুবহানাল্লাহ ৩৪বার।[৫]

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ শয়নকালে আঊযু বিল্লাহ পড়া এবং কুরআন তিলাওয়াত করা।

٥٨٧٤- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اَخَذَ مَضْجَعَهُ نَفَثَ فِىْ يَدَيْهِ وَقَرَأَ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَمَسَحَ بِهِمَا جَسَدَهُ .

৫৮৭৪. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) যখন বিছানায় যেতেন, তখন নিজের দু' হাতে ফুঁ দিতেন এবং সূরা আল-ফালাক ও সূরা আন-নাস পড়ে শরীর মাস্হ করতেন।

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ (শয়নের পূর্বে বিছানা ঝাড়বে এবং দোয়া পড়বে)।

٥٨٧٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اَوٰى اَحَدُكُمْ اِلٰى فِرَاشِهٖ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ اِزَارِهٖ فَاِنَّهُ لاَ يَدْرِىْ مَاخَلَفَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ بِاسْمِكَ رَبِّىْ وَضَعْتُ جَنْبِىْ وَبِكَ اَرْفَعُهُ اِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِىْ فَارْحَمْهَا وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهٖ الصَّالِحِيْنَ .

৫৮৭৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, যখন তোমাদের কেউ বিছানায় (ঘুমাতে) যায় তখন সে যেন তার ইযারের প্রান্তভাগ দ্বারা বিছানা ঝেড়ে নেয়। কেননা সে জানে না তার অবর্তমানে সেখানে ক্ষতিকর কিছু আশ্রয় নিয়েছে কি না। অতপর এ দোয়া পড়বে ঃ বি-ইছমিকা রব্বি ওয়াদা'তু জামবি ওয়া বিকা আরফাউহু ইন আমছাকতা নাফছি ফারহামহা ওয়া ইন্ আরছালতাহা ফাহ্ফাজহা বিমা তাহফাজু বিহিছ ছালেহীন। "হে আমার রব ! তোমার নামে আমি আমার দেহ বিছানায় রাখলাম এবং তোমার নামেই আবার তা উঠাবো। যদি তুমি আমার জান কবয করে নাও তবে তার উপর রহম কর এবং যদি ফিরিয়ে দাও তবে ঠিক সেভাবে তাকে হেফাযত কর, যেভাবে তুমি নেক্কারদের হেফাযত করে থাক।"

---

৫. বিভিন্ন সূত্র অনুযায়ী সুবহানাল্লাহ ৩৪বার পড়াই সঠিক।

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ মধ্য রাতে দোয়া করা।

٥٨٧٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَتَنَزَّلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالٰى كُلَّ لَيْلَةٍ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقٰى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ يَقُوْلُ مَنْ يَّدْعُوْنِىْ فَاَسْتَجِيْبَ لَهُ مَنْ يَّسْئَلُنِىْ فَاُعْطِيَهُ وَمَنْ يَّسْتَغْفِرُنِىْ فَاَغْفِرَ لَهُ .

৫৮৭৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশ যখন বাকি থাকে তখন আমাদের মহান রব দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন এবং বলতে থাকেন ঃ এমন কেউ কি আছে যে, আমার কাছে প্রার্থনা করবে এবং আমি তার প্রার্থনা কবুল করবো। এমন কেউ কি আছে যে, আমার কাছে চাইবে এবং আমি তাকে দান করবো ? এমন কেউ কি আছে যে, আমার কাছে ক্ষমা চাইবে এবং আমি তাকে ক্ষমা করবো ?

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ পায়খানায় যাওয়ার দোয়া।

٥٨٧٧- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ .

৫৮৭৭. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) পায়খানায় প্রবেশ করে বলতেন ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল খুবুসি ওয়াল খাবাইস।—"হে আল্লাহ ! আমি 'খুবুস' ও 'খাবায়েস মন্দ জিনিস থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

১৭-অনুচ্ছেদ ঃ সকাল বেলা যে দোয়া পড়বে।

٥٨٧٨- عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ سَيِّدُ الْاِسْتِغْفَارِ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا سْتَطَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَاَبُوْءُ لَكَ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّمَا صَنَعْتُ اِذَا قَالَ حِيْنَ يُمْسِىْ فَمَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ اَوْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاِذَا قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ مِثْلَهُ .

৫৮৭৮. শাদ্দাদ ইবনে আউস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ সায়্যিদুল ইসতিগফার (সর্বত্তোম ক্ষমা প্রার্থনা) হলো ঃ আল্লাহুম্মা আনতা রব্বী লাইলাহা ইল্লা আনতা খালাকতানী ওয়া আনা আবদুকা ওয়া আনা আলা আহদিকা ওয়া ওয়াদিকা মাসতাতাতু আবুউ লাকা বিনিমাতিকা ওয়া আবু উলাকা বিযাম্বী ফাগফির লী ফাইন্নাহু লাইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা আনতা আউযু বিকা মিন শাররি মা ছানাতু।

"হে আল্লাহ ! তুমি আমার পালনকর্তা। তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো, আমি তোমারই দাস। আমি যথাসাধ্য তোমার সাথে কৃত অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির উপর কায়েম থাকব। আমি তোমার নিয়ামতসমূহ এবং আমার অপরাধসমূহ স্বীকার করছি। অতএব তুমি আমার অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দাও। কারণ তুমি ছাড়া গুনাহ মার্জনাকারী আর কেউ নেই। আমার সকল কৃতকর্মের মন্দ পরিণাম থেকে আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই।"

কেউ যদি সন্ধ্যার সময় এ দোয়া পড়ে এবং (রাতেই) মারা যায় তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে কিংবা বলেছেন, সে জান্নাতবাসী হবে। আর যদি কেউ এ দোয়া সকাল বেলা পড়ে এবং সে দিনেই মারা যায়, তবে সেও অনুরূপ জান্নাতবাসী হবে।

٥٨٧٩- عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّنَامَ قَالَ بِاسْمِكَ اَللّٰهُمَّ اَمُوْتُ وَاَحْيَا وَاِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ مَّنَامِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرِ .

৫৮৭৯. হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) যখন ঘুমাতে চাইতেন তখন এ দোয়া পড়তেন ঃ বিইসমিকা আল্লাহুম্মা আমুতু ওয়া আহ্ইয়া (হে আল্লাহ আমি তোমার নামেই মৃত্যুবরণ করি এবং তোমার নামেই বেঁচে থাকি)। আর যখন তিনি ঘুম থেকে জাগতেন তখন এ দোয়া পড়তেন ঃ আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আহইয়ানা বাদা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন নুশূর। (সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য, যিনি মৃত্যুর পর আমাকে জীবন দান করেছেন এবং তারই কাছে ফিরে যেতে হবে)।

٥٨٨٠- عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ اَللّٰهُمَّ بِسْمِكَ اَمُوْتُ اَحْيَا فَاِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرِ .

৫৮৮০. আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নবী (স) রাতে যখন বিছানায় যেতেন, তখন এ দোয়া পড়তেন ঃ হে আল্লাহ আমি তোমার নামেই মৃত্যুবরণ করি এবং তোমার নামেই বেঁচে থাকি। আর যখন তিনি ঘুম থেকে জাগতেন তখন বলতেন ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি মৃত্যুর পর আমাকে জীবন দান করলেন আর অবশেষে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।"

১৮-অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে দোয়া পড়া।

٥٨٨١- عَنْ اَبِىْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ اَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ عَلِّمْنِىْ دُعَاءً اَدْعُوْ بِهِ فِىْ صَلٰوتِىْ قَالَ قُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ فَاغْفِرْ لِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ .

৫৮৮১. আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (স)-কে বলেন, আমাকে একটি দোয়া শিখিয়ে দিন যা আমি নামাযে পড়তে পারি। নবী (স) বললেন ঃ তুমি এ দোয়া পড়বে ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী যলামতু নাফছী যুলমান কাছীরান ওয়ালা ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা আনতা ফাগফির লী মাগফিরাতাম মিন ইনদিকা ওয়ারহামনী ইন্নাকা আনতাল গাফূরুর রাহীম। "হে আল্লাহ ! আমি আমার নিজের উপর অনেক যুলুম করেছি তুমি ছাড়া গুনাহ মাফ করার কেউ নেই। অতএব তুমি তোমার পক্ষ থেকে আমাকে মাফ করে দাও এবং আমার প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ কর। নিশ্চয় তুমি ক্ষমাকারী অতি দয়ালু)।"

٥٨٨٢ـ عَنْ عَائِشَةَ وَلاَ تَجهَر بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِت بِهَا اُنزِلَتْ فِى الدُّعَاءِ .

৫৮৮২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরআনের আয়াত ঃ وَلاَ تَجهَر بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِت بِهَا (আর নিজের নামায বেশী উচ্চ কণ্ঠেও পড়বে না কিংবা বেশী নীচু কণ্ঠেও পড়বে না"–(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১১১) দোয়া সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

٥٨٨٣ـ عَنْ عَبدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا نَقُولُ فِى الصَّلٰوةِ اَلسَّلاَمُ عَلَى اللّٰهِ اَلسَّلاَمُ فُلاَنٍ فَقَالَ لَنَا النَّبِىُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّلاَمُ فَاِذَا قَعَدَ اَحَدُكُمْ فِى الصَّلٰوةِ فَلْيَقُلِ التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ .... الصَّالِحِيْنَ فَاِذَا قَالَهَا اَصَابَ كُلَّ عَبدٍ لِلّٰهِ فِى السَّمَاءِ وَالاَرْضِ صَالِحٍ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الثَّنَاءِ مَا شَاءَ .

৫৮৮৩. আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমরা নামায পড়তাম ঃ আসসালামু আলাল্লাহি, আসসালামু আলা ফুলানিন। "আল্লাহর প্রতি সালাম, অমুকের প্রতি সালাম।" একদিন নবী (স) আমাদেরকে বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা নিজেই সালাম (শান্তি) তাই তোমাদের কেউ যখন নামাযে বসবে তখন সে আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ----- সালিহীন পর্যন্ত পড়বে। যখন সে তা পড়বে, তখন আসমান-যমীনে যত নেককার বান্দাহ আছে তাদের সকলকে এ দোয়া পৌছানো হয়ে যাবে। অতপর সে বলবে ঃ আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রসূলুহু। "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (স) আল্লাহ্‌র বান্দাহ ও রসূল। এরপর সে ইচ্ছামত আল্লাহ্‌র প্রশংসামূলক দোয়া পড়বে।

১৯-অনুচ্ছেদ ঃ নামায শেষে দোয়া পড়া।

٥٨٨٤ـ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالُوا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ذَهَبَ اَهْلُ الدُّثُوْرِ بِالدَّرَجَاتِ وَالنَّعِيْمِ الْمُقِيْمِ قَالَ كَيْفَ ذَاكَ قَالُوْا صَلُّوْا كَمَا صَلَّيْنَا وَجَاهَدُوْا كَمَا جَاهَدْنَا وَاَنْفَقُوْا مِنْ فُضُوْلِ اَمْوَالِهِمْ وَلَيْسَتْ لَنَا اَموَالٌ قَالَ اَفَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِاَمْرٍ تُدْرِكُوْنَ مَنْ

كَانَ قَبْلَكُمْ وَتَسْبِقُوْنَ مَنْ جَاءَ بَعْدَكُمْ وَلاَ يَأْتِيْ اَحَدٌ بِمِثْلِ مَا جِئْتُمْ اِلاَّ مَنْ جَاءَ بِمِثْلِهِ تُسَبِّحُوْنَ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ عَشْرًا وَّتَحْمَدُوْنَ عَشْرًا وَّتُكَبِّرُوْنَ عَشْرًا .

৫৮৮৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। গরীব মুহাজিরগণ আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! বিত্তবান ও ধনবান লোকেরাইত উচ্চ মর্যাদা এবং চিরস্থায়ী নেয়ামতের দিক দিয়ে দুনিয়া ও আখিরাতে এগিয়ে গেলেন। নবী (স) জিজ্ঞেস করলেন ঃ তা কিভাবে ? তারা বলেন ঃ আমরা যেভাবে নামায পড়ি তারাও নামায পড়ে। আমরা জিহাদ করি, তাঁরাও জিহাদ করে। তাঁরা তাদের ধন-সম্পদের অতিরিক্ত অংশ আল্লাহর পথে ব্যয় করে। কিন্তু আমাদের ধন-সম্পদ নেই, তাই আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে পারি না। এভাবে তাঁরা আমাদের চেয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি জিনিস শিক্ষা দিব না যার মাধ্যমে তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীগণের সমান হতে পারবে এবং তোমাদের পরবর্তীগণের চেয়ে এগিয়ে যেতে সক্ষম হবে ? অনুরূপ আমল করা ভিন্ন কেউই তোমাদের সমকক্ষ হতে পারবে না। তাহলো, প্রত্যেক নামাযের পর তোমরা দশবার সুবহানাল্লাহ, দশবার আলহামদু লিল্লাহ এবং দশবার আল্লাহু আকবার পড়বে।

٥٨٨٥- عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيْرَةِ قَالَ كَتَبَ الْمُغِيْرَةُ اِلٰى مُعٰوِيَةَ ابْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ اِذَا سَلَّمَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ .

৫৮৮৫. ওয়াররাদ (র) থেকে বর্ণিত। মুগীরা ইবনে শোবা (রা) মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা)-এর নিকট পত্র লিখলেন যে, রসূলুল্লাহ (স) প্রতি ওয়াক্ত নামাযে সালাম ফিরানোর পর পড়তেন ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাই-ইন কাদীর। আল্লাহুম্মা লা মানিয়া লিমা আতাইতা ওয়ালা মুতিয়া লিমা মানাতা ওয়ালা ইয়ানফাউ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু। —"এক আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তাঁর কোন শরীক নেই। সার্বভৌমত্ব একমাত্র তাঁর। সমস্ত প্রশংসা কেবল তাঁরই প্রাপ্য। তিনি সবকিছুর উপর শক্তিমান। হে আল্লাহ ! তুমি যা দিতে চাও তা বাধা দিয়ে ঠেকিয়ে রাখার ক্ষমতা কারো নেই। আর তুমি বাধা দিলে দেয়ার ক্ষমতাও কারো নেই এবং কোন ভাগ্যবান তার ভাগ্যের মাধ্যমে কোন কল্যাণ লাভ করতে বা অকল্যাণ প্রতিহত করতে পারে না, তোমার ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত ছাড়া।"

২০-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ـ

"আপনি তাদের জন্য দোয়া করুন। নিশ্চয় আপনার দোয়া তাদের জন্য স্বস্তিদায়ক" -(সূরা আত-তওবা ঃ ১০৩)। নিজেকে বাদ দিয়ে (মুসলিম) ভাইয়ের জন্য দোয়া করা।

আবু মূসা (রা) বর্ণনা করেছেন। (এক দোয়ায়) নবী (স) বলেছেন ঃ হে আল্লাহ ! উবাইদ আবু আমেরকে মাফ করুন। হে আল্লাহ ! আবদুল্লাহ্ ইবনে কায়েসের গুনাহ মাফ করুন।

٥٨٨٦- عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ اِلٰى خَيْبَرَ قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ اَيَا عَامِرُ لَوْ اَسْمَعْتَنَا مِنْ هُنَيْنَهَاتِكَ فَنَزَلَ يَحْدُوْ بِهِمْ يُذَكِّرُ تَاللّٰهِ لَوْلاَ اللّٰهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَذَكَرَ شِعْرًا غَيْرَ هٰذَا وَلٰكِنِّى لَمْ اَحْفَظْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ هٰذَا السَّائِقُ قَالُوْا عَامِرُ بْنُ الْاَكْوَعِ قَالَ يَرْحَمُهُ اللّٰهُ وَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْلاَ مَتَّعْتَنَابِه فَلَمَّا صَافَ الْقَوْمُ قَاتَلُوْهُمْ فَاُصِيْبَ عَامِرٌ بِقَائِمَةِ سَيْفِ نَفْسِهِ فَمَاتَ فَلَمَّا اَمْسَوْا اَوْقَدُوْا نَارًا كَثِيْرَةً فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا هٰذِهِ النَّارُ عَلٰى اَيِّ شَيْءٍ تُوْقِدُوْنَ قَالُوْا عَلٰى حُمُرٍ اِنْسِيَّةٍ فَقَالَ اَهْرِيْقُوْا مَا فِيْهَا وَكَسِّرُوْهَا قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ نُهْرِيْقُ مَا فِيْهَا وَنَغْسِلُهَا قَالَ اَوْ ذَاكَ .

৫৮৮৬. সালামা ইবনুল আক্ওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী (স)-এর সাথে খায়বর অভিযানে বের হলাম। আমাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বললো, হে আমের! তুমি যদি তোমার কবিতা শুনাতে তাহলে ভালো হতো। তখন আমের (রা) সওয়ারী থেকে নেমে পড়লো এবং 'হুদী' গাইতে লাগলো। সে বলতে থাকলো ঃ তাল্লাহি লাওলাল্লাহু মাহ্‌তাদাইনা" (আল্লাহ্‌র শপথ ! তার দয়া না হলে আমরা হেদায়াত লাভ করতাম না। এ ছাড়াও সে আরও কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করলো যা আমি স্মরণ রাখতে পারিনি।) (তার আবৃত্তি শুনে) রসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞেস করলেন, (হুদী গেয়ে) এই উট হাঁকানেওয়ালা কে ? লোকজন বললো, আমের ইবনুল আক্ওয়া। নবী (স) বলেন ঃ আল্লাহ তার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। আমাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমাদেরকে যদি তার সাহচর্য দীর্ঘক্ষণ ভোগ করতে দিতেন তাহলে কতই না ভালো হতো। অতপর সবাই যুদ্ধের জন্য ব্যূহ রচনা করলো, যুদ্ধ শুরু হলো। আমের (রা) নিজেই নিজের তলোয়ারের আঘাতে আহত হলেন এবং মৃত্যুবরণ করলেন। সন্ধ্যা হলে সবাই ব্যাপকভাবে আগুন জ্বালালো। রসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞেস করলেন ঃ এত আগুন কিসের? কি কারণে তোমরা আগুন জ্বালিয়েছো। তারা বললো, গৃহপালিত গাধার গোশত পাকানো হচ্ছে। নবী (স) বলেন ঃ ডেকচির ভেতরে যা আছে ফেলে দাও এবং ডেকচিগুলো ভেঙ্গে ফেল। এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমরা গোশত ফেলে দিয়ে ডেকচিগুলো ধুয়ে রেখে দিতে পারি না ? তিনি বলেন ঃ তবে তাই করো।

৫৮৮৭- عَنِ ابْنِ اَبِىْ اَوْفٰى يَقُوْلُ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اَتَاهُ رَجُلٌ بِصَدَقَةٍ قَالَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اٰلِ فُلَانٍ فَاَتَاهُ اَبِىْ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اٰلِ اَبِىْ اَوْفٰى .

৫৮৮৭. আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স)-এর কাছে কেউ সদাকা (যাকাত) নিয়ে আসলে তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ ! অমুকের পরিজনের উপর রহমত বর্ষণ করুন। আমার পিতা কিছু নিয়ে তাঁর কাছে আসলে তিনি বলেন ঃ হে আল্লাহ ! আবু আওফার বংশের উপর রহমত নাযিল করুন।

৫৮৮৮- عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَا تُرِيْحُنِىْ مِنْ ذِى الْخَلَصَةِ وَهُوَ نُصُبٌ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَهُ يُسَمَّى الْكَعْبَةَ الْيَمَانِيَةَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ رَجُلٌ لَاَّ اَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَصَكَّ فِىْ صَدْرِىْ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا قَالَ فَخَرَجْتُ فِىْ خَمْسِيْنَ مِنْ اَحْمَسَ مِنْ قَوْمِىْ وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ فَانْطَلَقْتُ فِىْ عُصْبَةٍ مِّنْ قَوْمِىْ فَاَتَيْتُهَا فَاَحْرَقْتُهَا ثُمَّ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مَا اَتَيْتُكَ حَتّٰى تَرَكْتُهَا مِثْلَ الْجَمَلِ الْاَجْرَبِ فَدَعَا لِاَحْمَسَ وَخَيْلِهَا .

৫৮৮৮. জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) আমাকে বললেন ঃ তুমি কি আমাকে 'যুল-খালাসা' থেকে মুক্তি দেবে না ? সেটা ছিল একটি মূর্তি। মানুষ যার পূজা করতো। এর নাম ছিল ইয়ামানী কাবা। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসূল ! আমি ঠিকমত ঘোড়ার পিঠে বসতে পারি না। তখন নবী (স) আমার বুকে হাত দিয়ে মৃদু আঘাত করলেন এবং বললেন ঃ হে আল্লাহ ! তাকে দৃঢ় রাখ এবং তাকে হেদায়াতকারী ও হেদায়াতপ্রাপ্ত বানিয়ে দাও। জারীর (রা) বলেন, অতপর আমি আমার গোত্র আহমাসের পঞ্চাশজন লোকসহ বের হলাম। সুফিয়ান (র) কোন কোন সময় এভাবে বর্ণনা করতেন ঃ আমি নিজ গোত্রের একদল লোকসহ বের হলাম এবং সেই মূর্তির কাছে গিয়ে সেটিকে জ্বালিয়ে ফেললাম। তারপর নবী (স)-এর খেদমতে হাযির হয়ে বললাম, হে আল্লাহ্র রসূল! আল্লাহ্র কসম ! যুল-খালাসাকে চর্মরোগাক্রান্ত উটের মত করে তবেই আমি আপনার কাছে এসেছি। নবী (স) আহমাস গোত্র এবং এর ঘোড় সওয়ারদের জন্য দোয়া করলেন।

৫৮৮৯- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ لِلنَّبِىِّ ﷺ اَنَسٌ خَادِمُكَ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيْمَا اَعْطَيْتَهُ .

৫৮৮৯. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মা উম্মে সুলাইম (রা) নবী (স) -কে বললেন ঃ আনাস আপনার খাদেম। নবী (স) দোয়া করলেন ঃ হে আল্লাহ ! তার ধন-সম্পদ এবং সন্তানাদি বাড়িয়ে দাও। আর যা কিছু তুমি তাকে দাও তাতে বরকত দান কর।

৫৮৯০- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعَ النَّبِىُّ ﷺ رَجُلًا يَقْرَأُ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ رَحِمَهُ اللّٰهُ لَقَدْ اَذْكَرَنِىْ كَذَا وَكَذَا اٰيَةً اَسْقَطْتُهَا مِنْ (فِىْ) سُوْرَةِ كَذَا وَكَذَا.

৫৮৯০. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) এক ব্যক্তিকে মসজিদে কুরআন পড়তে শুনে বললেন, আল্লাহ তার উপর রহম করুন ! সে আমাকে অমুক অমুক আয়াত স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। আমি অমুক অমুক সূরা থেকে তা ভুলে গিয়েছিলাম।

٥٨٩١ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ قَسْمًا فَقَالَ رَجُلٌ اِنَّ هٰذِهِ لَقِسْمَةٌ مَّا أُرِيْدَ بِهَا وَجْهُ اللّٰهِ فَاَخْبَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَغَضِبَ حَتّٰى رَاَيْتُ الْغَضَبَ فِىْ وَجْهِهِ وَقَالَ يَرْحَمُ اللّٰهُ مُوْسٰى لَقَدْ اُوْذِىَ بِاَكْثَرَ مِنْ هٰذَا فَصَبَرَ .

৫৮৯১. আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) (গনীমাতের) মাল বণ্টন করলেন। এক ব্যক্তি বললো, এ বণ্টনে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য ছিল না। আমি একথা নবী (স)-কে জানালে তিনি রাগান্বিত হলেন, এমনকি আমি তাঁর চেহারায় রাগের লক্ষণ প্রকাশ পেতে দেখলাম। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ মূসা (আ)-এর উপর রহম করুন। তাঁকে এর চেয়েও বেশী কষ্ট দেয়া হয়েছে কিন্তু তিনি সবর করেছেন।

২১-অনুচ্ছেদ ঃ কবিতার ন্যায় ছন্দবদ্ধ ভাষায় দোয়া করা অপসন্দীয়।

٥٨٩٢ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدِّثِ النَّاسَ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَاِنْ اَبَيْتَ فَمَرَّتَيْنِ فَاِنْ اَكْثَرْتَ فَثَلٰثَ مِرَارٍ وَلاَ تُمِلَّ النَّاسَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ وَلاَ اُلْفِيَنَّكَ تَاْتِى الْقَوْمَ وَهُمْ فِىْ حَدِيْثٍ مِّنْ حَدِيْثِهِمْ فَتَقُصُّ عَلَيْهِم فَتَقْطَعُ عَلَيْهِمْ حَدِيْثَهُمْ فَتُمِلُّهُمْ وَلٰكِنْ اَنْصِتْ فَاِذَا اَمَرُوْكَ فَحَدِّثْهُمْ وَهُمْ يَشْتَهُوْنَهُ فَانْظُرِ السَّجْعَ مِنَ الدُّعَاءِ فَاجْتَنِبْهُ فَاِنِّىْ عَهِدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاَصْحَابَهُ لاَيَفْعَلُوْنَ اِلاَّ ذٰلِكَ يَعْنِىْ لاَيَفْعَلُوْنَ اِلاَّ ذٰلِكَ الْاِجْتِنَابَ

৫৮৯২. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মানুষকে সপ্তাহে প্রতি শুক্রবার দীনের কথা শুনাবে। এতে তুমি সন্তুষ্ট না হলে সপ্তাহে দুই দিন। যদি এর চেয়েও বেশী করতে চাও তবে তিনদিন। অধিক দিন কুরআনের কথা শুনাতে গিয়ে কুরআনের প্রতি মানুষকে এর প্রতি বিরক্ত করে তুলবে না। নিজেদের কথাবার্তায় ব্যস্ত এমন লোকদের কাছে পৌছেই তাদের কথাবার্তায় ছেদ টেনে তুমি দীনের কথা শুনাতে থাক এবং তাদের বিরক্তি উৎপাদন করো তা আমি চাই না, বরং তুমি নিশ্চুপ থাক। যখন তারা আগ্রহ সহকারে বলতে বলবে তখন তুমি বক্তব্য পেশ করবে, কিন্তু লক্ষ্য রেখো দোয়ার মধ্যে ছন্দবদ্ধ ভাষার ব্যবহার পরিহার করবে। কেননা আমি রসূলুল্লাহ (স) এবং তাঁর সাহাবাগণকে অনুরূপ করতে দেখেছি অর্থাৎ তারা অনুরূপ ভাষার ব্যবহার পরিহার করতেন।

২২-অনুচ্ছেদ ঃ দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে দোয়া করবে। কেননা আল্লাহ তাআলাকে বাধ্য করার কেউ নেই।

٥٨٩٣ـ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَعَا اَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمِ الْمَسْئَلَةَ وَلاَ يَقُوْلَنَّ اَللّٰهُمَّ اِنْ شِئْتَ فَاَعْطِنِىْ فَاِنَّهُ لاَ مُسْتَكْرِهَ لَهُ .

৫৮৯৩. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ দোয়া করলে দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে করবে। দোয়ায় এরূপ বলবে না যে, হে আল্লাহ ! যদি তুমি চাও তবে আমাকে দাও। কেননা আল্লাহকে বাধ্য করার কেউ নেই।

٥٨٩٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَقُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ اِنْ شِئْتَ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِىْ اِنْ شِئْتَ لِيَعْزِمِ الْمَسْئَلَةَ فَاِنَّهُ لاَ مُكْرِهَ لَهُ .

৫৮৯৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন এভাবে দোয়া না করে ঃ "হে আল্লাহ ! যদি তুমি চাও তবে আমাকে মাফ কর এবং যদি তুমি চাও আমার প্রতি রহমত বর্ষণ কর" বরং নিশ্চিত হয়ে ও মনের দৃঢ়তা নিয়ে দোয়া করবে। কেননা আল্লাহকে বাধ্য করার কেউ নেই।

২৩-অনুচ্ছেদ ঃ (ফল লাভে) তাড়াহুড়া না করলে বান্দার দোয়া কবুল হয়।

٥٨٩٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يُسْتَجَابُ لاَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ يَقُوْلُ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِىْ .

৫৮৯৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ তোমাদের যে কোন লোকের দোয়া কবুল হয়ে থাকে, যদি সে ফললাভের জন্য তাড়াহুড়া না করে এবং এমন কথা না বলে যে, আমি দোয়া করেছি কিন্তু কবুল হয়নি।

২৪-অনুচ্ছেদ ঃ হাত তুলে দোয়া করা। আবু মূসা আশআরী (রা) বলেন ঃ নবী (স) দুই হাত তুলে দোয়া করেছেন, এমনকি আমি তাঁর উভয় বগলতলের শুভ্রতা পর্যন্ত দেখতে পেয়েছি। ইবনে উমার (রা) বলেন, নবী (স) উভয় হাত তুলে দোয়া করেছেন ঃ হে আল্লাহ ! খালিদ যা করেছে ঃ তা থেকে আমি তোমার কাছে মুক্ত। অপর এক সনদে আবু আবদুল্লাহ বুখারী (র) বলেন, আনাস (রা) বর্ণনা করেছেন যে, নবী (স) দুই হাত তুলে দোয়া করেছেন, এমনকি আমি তাঁর বগলতলের শুভ্রতা দেখতে পেয়েছি।

২৫-অনুচ্ছেদ ঃ কিবলামুখী না হয়ে দোয়া করা (জায়েয)।

٥٨٩٦- عَنْ اَنَسٍ قَالَ بَيْنَا النَّبِىُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَّسْقِيَنَا فَتَغَيَّمَتِ السَّمَاءُ وَمُطِرْنَا حَتّٰى مَا كَادَ الرَّجُلُ يَصِلُ اِلٰى مَنْزِلِهِ فَلَمْ تَزَلْ تُمْطَرُ اِلَى الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ فَقَامَ ذٰلِكَ الرَّجُلُ اَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَّصْرِفَهُ عَنَّا فَقَدْ غَرِقْنَا فَقَالَ اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا فَجَعَلَ السَّحَابُ يَتَقَطَّعُ حَوْلَ الْمَدِيْنَةِ وَلاَ يُمْطِرُ اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ .

৫৮৯৬. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক জুমআর দিন নবী (স) জুমুআর খোতবা দিচ্ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল ! আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করুন যেন তিনি আমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তিনি দোয়া করলেন ঃ অতপর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হলো এবং বর্ষণ শুরু হলো, এমনকি লোকজন খুব কষ্টেই বাড়ী পৌঁছে। পরবর্তী জুমুআ পর্যন্ত বৃষ্টি অব্যাহত থাকলো। এদিনও সেই ব্যক্তি কিংবা অন্য কোন লোক দাঁড়িয়ে বললো, আল্লাহ্র কাছে দোয়া করুন, তিনি যেন বৃষ্টি বন্ধ করেন। কারণ, প্রবল বৃষ্টিতে আমরা ডুবে যাচ্ছি। তখন নবী (স) দোয়া করলেন ঃ হে আল্লাহ ! আমাদের আশপাশের জনপদে বর্ষণ কর, আমাদের উপর বর্ষণ করো না। সুতরাং আকাশের মেঘ বিক্ষিপ্ত হয়ে মদীনার আশপাশের এলাকায় ছড়িয়ে পড়লো এবং ওসব এলাকায় বৃষ্টি হতে লাগলো। কিন্তু তখন আর মদীনাবাসীর উপর বৃষ্টি হয়নি।

২৬-অনুচ্ছেদ ঃ কিবলমুখী হয়ে দোয়া করা।

٥٨٩٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ اِلٰى هٰذَا الْمُصَلّٰى يَسْتَسْقِىْ فَدَعَا فَاسْتَسْقٰى ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ .

৫৮৯৭. আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) ইস্তিসকার নামায পড়ার জন্য ঈদগাহে গেলেন। তিনি আল্লাহ্র কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করে দোয়া করলেন, অতপর ঘরে কিবলামুখী হলেন এবং চাঁদর উলটিয়ে গায়ে দিলেন।

২৭-অনুচ্ছেদ ঃ নিজের খাদেমের দীর্ঘজীবন ও তার সম্পদের প্রাচুর্য কামনা করে নবী (স)-এর দোয়া।

٥٨٩٨- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَتْ اُمِّىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ خَادِمُكَ اَنَسٌ اُدْعُ اللّٰهَ لَهُ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيْمَا اَعْطَيْتَهُ .

৫৮৯৮. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মা বললেন, হে আল্লাহ্র রসূল ! আনাস আপনার খাদেম। আপনি তার জন্য আল্লাহ্র কাছে দোয়া করুন। নবী (স) বলেন ঃ হে আল্লাহ তার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দাও।বেং যা কিছু তাকে দান করেছো তাতে বরকত দাও।

২৮-অনুচ্ছেদ ঃ চরম বিপদ ও দুর্দশার সময় দোয়া করা।

٥٨٩٩- عَنِ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَدْعُوْ عِنْدَ الْكَرْبِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ .

৫৮৯৯. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) কঠিন বিপদের সময় এ দোয়া করতেন ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল আযীমুল হালীম, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু রব্বুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদে রব্বুল আরশিল আযীম (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি অতি মহান, অতি সহনশীল। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি আসমান-যমীনের রব এবং মহান আরশের মালিক)।

٥٩٠٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ عِنْدَ الْكَرْبِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْعَلِيْمُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَرَبُّ الاَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ .

৫৯০০. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। কঠিন বিপদের সময় রসূলুল্লাহ (স) বলতেন ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল আযীমুল আলীম, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু রব্বুল আরশিল আযীম লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু রব্বুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদে ওয়া রব্বুল আরশিল কারীম।

২৯-অনুচ্ছেদ ঃ চরম দুর্দশাপূর্ণ অবস্থা থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা।

٥٩٠١- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ جُهْدِ الْبَلاَءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَسُوْءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الاَعْدَاءِ قَالَ سُفْيَانُ اَلْحَدِيْثُ ثَلٰثٌ زِدْتُ اَنَا وَاحِدَةً لاَ اَدْرِيْ اَيَّتُهُنَّ هِيَ .

৫৯০১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) কঠিন বিপদ, ধ্বংসের মুখোমুখী হওয়া, দুর্ভাগ্য এবং শত্রুর বিদ্বেষজাত আনন্দ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। সুফিয়ান (র) বলেন, হাদীসে তিনটি বিষয় উল্লেখিত ছিল। আমি একটি বৃদ্ধি করেছি। কিন্তু আমার স্মরণ নেই সেটি কোনটি।[১]

৩০-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর দোয়া হে আল্লাহ ! সুমহান বন্ধু।

٥٩٠٢- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ وَهُوَ صَحِيْحٌ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيٌّ قَطُّ حَتّٰى يَرٰى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخَيَّرُ فَلَمَّا نَزَلَ بِهٖ وَرَاْسُهُ عَلٰى فَخِذِيْ غُشِيَ عَلَيْهِ سَاعَةً ثُمَّ اَفَاقَ فَاَشْخَصَ بَصَرَهُ اِلَى السَّقْفِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ الرَّفِيْقَ الاَعْلٰى قُلْتُ اِذًا لاَ يَخْتَارُنَا وَعَلِمْتُ اَنَّهُ الْحَدِيْثُ الَّذِيْ كَانَ يُحَدِّثُنَا وَهُوَ صَحِيْحٌ قَالَتْ فَكَانَتْ تِلْكَ اٰخِرَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا اَللّٰهُمَّ الرَّفِيْقَ الاَعْلٰى .

৫৯০২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) সুস্থ অবস্থায় বলতেন, জান্নাতে নিজের জন্য নির্ধারিত জায়গা দেখানোর পূর্বে এবং তাঁকে (দুনিয়ার কিংবা আখেরাতের জীবনে যে কোন একটি) বেছে নেয়ার এখতিয়ার না দেয়া পর্যন্ত কোন নবীর ইনতিকাল হয়নি। অতপর যখন নবী (স)-এর ইনতিকালের সময় ঘনিয়ে আসে তখন

১. অন্যান্য সূত্রে বর্ণিত হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সুফিয়ান যে বিষয়টি যোগ করেছিলেন তাহলো ঃ "শত্রুর বিদ্বেষজাত আনন্দ।"

তাঁর মাথা আমার উরুর উপর ছিল। তিনি সামান্য সময়ের জন্য অচেতন হয়ে পড়লেন, পরে সংজ্ঞা ফিরে পেলে তিনি ঘরের ছাদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন এবং উচ্চারণ করলেন ঃ আল্লাহুম্মার রাফীকাল আলা। আমি ভাবলাম, এখন তিনি আর আমাদেরকে পসন্দ করবেন না। তখন আমি বুঝতে পারলাম, তিনি সুস্থাবস্থায় আমাদেরকে যা বলতেন এটা তারই বাস্তব প্রতিফলন। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, মৃত্যুর পূর্বে নবী (স)-এর মুখ থেকে সর্বশেষ যে কথাটি উচ্চারিত হয়েছিল তাহলো ঃ আল্লাহুম্মার রাফীকাল আলা।[২]

৩১-অনুচ্ছেদ ঃ হায়াত ও মৃত্যুর জন্য দোয়া করা।

٥٩٠٣- عَنْ قَيْسٍ قَالَ اَتَيْتُ خَبَّابًا وَقَدِ اكْتَوٰى سَبْعًا قَالَ لَوْ لاَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَانَا اَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ .

৫৯০৩. কায়েস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি খাব্বাব (রা)-এর কাছে আসলাম। তখন তিনি রোগ মুক্তির উদ্দেশে শরীরে সাতটি দাগ লাগাচ্ছিলেন।[৩] তিনি বললেন ঃ যদি রসূলুল্লাহ (স) আমাদেরকে মৃত্যু কামনা করতে নিষেধ না করতেন তবে আমি মৃত্যু কামনা করতাম।

٥٩٠٤- عَنْ قَيْسٍ قَالَ اَتَيْتُ خَبَّابًا وَقَدِ اكْتَوٰى سَبْعًا فِىْ بَطْنِهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ لَوْلاَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهَانَا اَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ .

৫৯০৪. কায়েস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি খাব্বাব (রা)-এর কাছে গিয়ে দেখলাম তিনি তাঁর পেটে সাতটি দাগ লাগিয়েছেন। আমি তাকে বলতে শুনেছি ঃ যদি নবী (স) আমাদেরকে মৃত্যু কামনা করতে নিষেধ না করতেন, তবে আমি মৃত্যুর জন্য দোয়া করতাম।

٥٩٠٥- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَتَمَنَّيَنَّ اَحَدٌ مِّنْكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ فَاِنْ كَانَ لاَ بُدَّ مُتَمَنِّيًا لِلْمَوْتِ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مَا كَانَتِ الْحَيٰوةُ خَيْرًا لِّىْ وَتَوَفَّنِىْ اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّىْ .

৫৯০৫. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়ে কখনো মৃত্যু কামনা না করে। যদি তাকে মৃত্যু কামনা করতেই হয় তবে যেন সে বলে ঃ আল্লাহুম্মা আহ্‌ইনী মা কানাতিল হায়াতু খাইরানলী ওয়া তাওয়াফ্‌ফানী ইযা কানাতিল ওয়াফাতু খাইরানলী। হে আল্লাহ ! যতদিন বেঁচে থাকা আমার জন্য মঙ্গলজনক ততদিন তুমি আমাকে জীবিত রাখ এবং মৃত্যু যখন আমার জন্য কল্যাণকর তখন আমাকে মৃত্যু দিও।

---

২. হে আল্লাহ ! আমার সর্বোত্তম ও মহোত্তম বন্ধু।

৩. কোন ধাতব বস্তু পুড়িয়ে শরীরে দাগানো।

৩২-অনুচ্ছেদ ঃ শিশুদের জন্য বরকতের দোয়া করা এবং তাদের মাথায় হাত বুলানো। আবু মূসা (রা) বলেন, আমার একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করলে নবী (স) তার জন্য বরকতের দোয়া করেন।

٥٩٠٦- عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ يَقُوْلُ ذَهَبَتْ بِىْ خَالَتِىْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ ابْنَ اُخْتِىْ وَجِعٌ فَمَسَحَ رَأْسِىْ وَدَعَا لِىْ بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوْئِهِ ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ اِلٰى خَاتَمِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ زِرِّ الْحَجَلَةِ .

৫৯০৬. সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খালা আমাকে সাথে নিয়ে রসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল ! আমার এ ভাগ্নে রুগ্ন। তখন নবী (স) আমার মাথায় হাত বুলালেন এবং আমার জন্য কল্যাণের দোয়া করলেন। তারপর তিনি উযু করলে আমি তাঁর উযুর বেঁচে যাওয়া পানি পান করলাম। এরপর তাঁর পেছনে দাঁড়ালাম এবং তাঁর উভয় কাঁধের মাঝামাঝি জায়গায় মোহরে নবুয়াতের দিকে তাকালাম। এটি সুসজ্জিত বাসরগৃহের পর্দার বোতাম কিংবা তাঁবুর বোতামের মত দেখাচ্ছিল।

٥٩٠٧- عَنْ اَبِىْ عَقِيْلٍ اَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ بِهِ جَدُّهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ هِشَامٍ مِّنَ السُّوْقِ اَوْ اِلَى السُّوْقِ فَيَشْتَرِى الطَّعَامَ فَيَلْقَاهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ عُمَرَ فَيَقُوْلاَنِ اَشْرِكْنَا فَاِنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَدْ دَعَا لَكَ بِالْبَرَكَةِ فَيُشْرِكُهُمْ فَرُبَّمَا اَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَمَا هِىَ فَيَبْعَثُ بِهَا اِلَى الْمَنْزِلِ .

৫৯০৭. আবু আকীল (র) থেকে বর্ণিত। তার দাদা আবদুল্লাহ ইবনে হিশাম (র) তাকে সাথে নিয়ে বাজার থেকে আসতেন কিংবা বাজারে যেতেন এবং খাদ্যশস্য খরিদ করতেন। কখনো কখনো পথে তার সাথে ইবনে যুবায়ের (রা) ও ইবনে উমার (রা)-এর সাথে দেখা হলে তাঁরা বলতেন, আমাদেরকেও আপনার সাথে অংশীদার করুন। কেননা নবী (স) আপনার জন্য বরকতের দোয়া করেছেন। তখন তিনি তাদেরকেও তার শরীকদার বানিয়ে নিতেন। অনেক সময় একটি সওয়ারীর পিঠে চাপানো শস্যের পুরোটাই মুনাফা হিসেবে তিনি লাভ করতেন এবং সবটাই বাড়ীতে পাঠিয়ে দিতেন।

٥٩٠٨- عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَحْمُوْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ وَهُوَ الَّذِىْ مَجَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ وَجْهِهِ وَهُوَ غُلاَمٌ مِّنْ بِئْرِهِمْ .

৫৯০৮. ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাহমূদ ইবনুর রাবী (রা) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। মাহমূদ এমন এক ব্যক্তি যাদের কূপের পানি মুখে নিয়ে নবী (স) কুলি করে তার মুখমণ্ডলে নিক্ষেপ করেছিলেন।

٥٩٠٩- عَنْ عَائِشَةُ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُؤْتِىَ بِالصِّبْيَانِ فَيَدْعُو لَهُمْ فَأُتِىَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ اِيَّاهُ الْمَاءَ وَلَمْ يَغْسِلْهُ .

৫৯০৯. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স)-এর কাছে শিশুদের নিয়ে আসা হলে তিনি তাদের জন্য দোয়া করতেন। একটি শিশুকে নিয়ে আসা হলে সে তাঁর কাপড়ে পেশাব করে দিল। তিনি পানি আনিয়ে পেশাবের উপর ঢেলে দিলেন, কিন্তু কাপড় ধুলেন না।

٥٩١٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ مَسَحَ عَنْهُ اَنَّهُ رَاَى سَعْدَ بْنَ اَبِىْ وَقَّاصٍ يُوْتِرُ بِرَكْعَةٍ .

৫৯১০. আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাবা ইবনে সুয়াইর (রা) থেকে বর্ণিত। তার মাথায় রসূলুল্লাহ (স) হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা)-কে বেতরের নামায এক রাক্আত পড়তে দেখেছেন।

৩৩-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর উপর দুরূদ পাঠ করা।

٥٩١١- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ لَقِيَنِىْ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ اَلاَ اُهْدِىَ لَكَ هَدِيَّةً اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّىْ عَلَيْكَ قَالَ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

৫৯১১. আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার সাথে কাব ইবনে উজরা (রা) সাক্ষাত করে বললেন, আমি কি তোমাকে একটি উপঢৌকন দিব না ? নবী (স) আমাদের কাছে বেরিয়ে আসলে আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রসূল ! আমরা কিভাবে আপনাকে সালাম জানাবো তা জেনেছি, কিন্তু কিভাবে আপনার উপর দুরূদ পাঠাবো ? তিনি বলেন ঃ তোমরা বলবে ঃ

আল্লাহুম্মা সল্লে আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন কামা সল্লাইতা আলা ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন কামা বারাক্তা আলা আলে ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। (হে আল্লাহ ! তুমি মুহাম্মাদ (স)-এর উপর এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও অনুসারীদের উপর অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষণ কর, যেমন তুমি ইবরাহীম (আ)-এর পরিবারবর্গ ও অনুসারীদের উপর রহমত ও অনুগ্রহ বর্ষণ করেছিলে। নিশ্চয়ই তুমি অতি প্রশংসিত ও মর্যাদাবান।" হে আল্লাহ ! তুমি মুহাম্মাদ (স)-এর উপর এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও অনুসারীদের উপর বরকত নাযিল কর, যেমন তুমি ইবরাহীম (আ)-এর পরিবারবর্গ ও অনুসারীদের উপর বরকত নাযিল করেছিলে। নিশ্চয়ই তুমি অতি প্রশংসিত ও মর্যাদাবান)।

٥٩١٢- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَلِمْنَا فَكَيْفَ نُصَلِّىْ عَلَيْكَ قَالَ قُوْلُوا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاٰلِ اِبْرَاهِيْمَ .

৫৯১২. আবু সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রসূল ! আমরা আপনাকে কিভাবে সালাম জানাবো তা জানি, কিন্তু আপনার উপর দুরূদ কিভাবে পড়বো তা জানি না ? তিনি বলেন ঃ তোমরা বলবে ঃ

"আল্লাহুম্মা সল্লে আলা মুহাম্মাদিন আবদিকা ওয়া রাসূলিকা কামা সল্লাইতা আলা ইবরাহীমা ওয়া বারিক আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাক্তা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলে ইবরাহীম।"

("হে আল্লাহ ! তুমি তোমার বান্দাহ ও রসূল মুহাম্মাদ (স)-এর উপর অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষণ কর, যেমন তুমি ইবরাহীম (আ)-এর উপর অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষণ করেছিলে। হে আল্লাহ ! তুমি মুহাম্মাদ (স) ও তাঁর পরিবারবর্গ ও অনুসারীদের উপর বরকত নাযিল কর, যেমন তুমি ইবরাহীম (আ) ও তাঁর পরিবারবর্গ এবং অনুসারীদের বরকত দান করেছিলে।"

৩৪-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স) ছাড়া অন্যদের উপর দুরূদ পড়া যায় কি না ? আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ - "তুমি তাদের জন্য দোয়া কর। তোমার দোয়া তাদের সান্ত্বনার কারণ হবে"–(সূরা তওবা ঃ ১০৩)।"[৪]

٥٩١٣- عَنْ اِبْنِ اَبِىْ اَوْفٰى قَالَ كَانَ اِذَا اَتٰى رَجُلٌ النَّبِىَّ ﷺ بِصَدَقَتِهِ قَالَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ فَاَتَاهُ اَبِىْ بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اٰلِ اَبِىْ اَوْفٰى .

৫৯১৩. আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন লোক নবী (স)-এর কাছে তার সদাকার মাল নিয়ে আসলে তিনি বলতেন ঃ আল্লাহুম্মা সল্লে আলাইহি (হে আল্লাহ ! তার উপর রহমত নাযিল কর)। আমার আব্বা তার সদাকার মাল নিয়ে নবী (স)-এর দরবারে হাজির হলে নবী (স) বলেন ঃ "হে আল্লাহ ! আবু আওফার বংশে রহমত নাযিল কর।"

٥٩١٤- عَنْ اَبِىْ حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ اَنَّهُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ نُصَلِّىْ عَلَيْكَ قَالَ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ .

---

৭. সাল্লো বা সাল্লা-এর মূল 'সালাত'-এর মানে দুরূদ, দোয়া, রহমত, নামায ইত্যাদি। নবীর উপর উম্মাত সালাত পড়লে তখন এর অর্থ হবে দুরূদ পড়া, নবী (স) উম্মাতের জন্য সালাত পাঠ করলে তা হবে দোয়া। আর আল্লাহ নবী (স)-এর প্রতি সালাত প্রেরণ করলে তা হবে রহমত নাযিল করা।

৫৯১৪. আবু হুমাইদ সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমরা আপনার উপর কিভাবে দুরূদ পড়বো ? তিনি বলেন ঃ তোমরা বলবে ঃ আল্লাহুম্মা সল্লে আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আজওয়াজিহি ওয়া জুররিয়াতিহি কামা সল্লাইতা আলা আলে ইবরাহীমা ওয়া বারিক আলা মুহাম্মাদিও ওয়া আজওয়াজিহি ওয়া জুররিয়াতিহি কামা বারাকতা আলা আলে ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। হে আল্লাহ ! তুমি মুহাম্মাদ (স) তাঁর স্ত্রীগণ সন্তানগণের উপর অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষণ কর, যেমন অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষণ করেছিলে ইবরাহীম (আ)-এর পরিবারবর্গের ওপর। "হে আল্লাহ ! মুহাম্মাদ (স), তাঁর স্ত্রীগণ তাঁর সন্তানগণের উপর বরকত নাযিল কর, যেমন বরকত নাযিল করেছিলে ইবরাহীম (আ)-এর পরিবারবর্গের উপর। নিশ্চয়ই তুমি অতি প্রশংসিত ও মর্যাদাবান।"

৩৫-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর উক্তি ঃ হে আল্লাহ ! যাকে আমি কষ্ট দিয়েছি সেই কষ্টকে তার জন্য পরিশুদ্ধি ও রহমত বানিয়ে দাও।

٥٩١٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ فَاَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْ ذٰلِكَ لَهُ قُرْبَةً اِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৫৯১৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (স)-কে বলতে শুনেছেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি যদি কোন ঈমানদার ব্যক্তিকে কোন সময় গালমন্দ করে থাকি, কিয়ামাতের দিন তুমি সেই গালমন্দকে তার জন্য তোমার নৈকট্য (লাভের উপায়) বানিয়ে দাও।"

৩৬-অনুচ্ছেদ ঃ ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা।

٥٩١٦- عَنْ اَنَسٍ سَاَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اَحْفَوْهُ الْمَسْئَلَةَ فَغَضِبَ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ لاَ تَسْئَلُوْنِى الْيَوْمَ عَنْ شَىْءٍ اِلاَّ بَيَّنْتُهُ لَكُمْ فَجَعَلْتُ اَنْظُرُ يَمِيْنًا وَّشِمَالاً فَاِذَا كُلُّ رَجُلٍ لاَفٌّ رَأْسَهُ فِىْ ثَوْبِهٖ يَبْكِىْ فَاِذَا رَجُلٌ كَانَ اِذَا لاَحَى الرِّجَالَ يُدْعٰى لِغَيْرِ اَبِيْهِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ اَبِىْ قَالَ حُذَافَةُ ثُمَّ اَنْشَاَ عُمَرُ فَقَالَ رَضِيْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلاَمِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلاً نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْفِتَنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا رَاَيْتُ فِى الْخَيْرِ وَالشَّرِّ كَالْيَوْمِ قَطُّ اِنَّهُ صُوِّرَتْ لِىَ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ حَتّٰى رَاَيْتُهُمَا وَرَاءَ الْحَائِطِ وَكَانَ قَتَادَةُ يَذْكُرُ عِنْدَ هٰذَا الْحَدِيْثِ هٰذِهِ الْاٰيَةَ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَسْئَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ .

৫৯১৬. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। লোকজন রসূলুল্লাহ (স)-কে নানারূপ প্রশ্ন করলো। তারা অধিক মাত্রায় প্রশ্ন করতে থাকলে তিনি বিরক্তিবোধ করলেন এবং রাগান্বিত হয়ে

মিম্বারে উঠে বলেন ঃ আজ তোমরা আমাকে যত প্রশ্ন করবে সব প্রশ্নের আমি জবাব দিব। বর্ণনাকারী বলেন, আমি ডানে ও বাঁয়ে তাকিয়ে দেখলাম সকলেই নিজ নিজ কাপড়ের আড়ালে মাথা লুকিয়ে কাঁদছে। তাদের মধ্যে এমন একজন লোকও ছিল, বিবাদের সময় লোকজন যাকে তার পিতা ছাড়া অন্যের ঔরসজাত সন্তান বলে ডাকতো। সে প্রশ্ন করলো, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমার পিতা কে ? নবী (স) বলেন ঃ হুযাফা। এমনি পরিস্থিতিতে উমার (রা) উঠে বলেন, আমরা আল্লাহ্‌কে রব, ইসলামকে দীন এবং মুহাম্মাদ (স)-কে রসূল হিসেবে গ্রহণ করে সন্তুষ্ট। আমরা ফিতনা থেকে আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় চাই। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ আমি ভালো ও মন্দ হিসেবে আজকের দিনের মত দিন আর কখনো দেখিনি। কারণ, জান্নাত ও জাহান্নামের চিত্র এমন স্পষ্টভাবে আমার সামনে পেশ করা হয়েছে যেন এই প্রাচীরের ওপাশেই আমি তা দেখলাম। কাতাদা (র) এ হাদীস বর্ণনা করার সময় এ আয়াতও তিলাওয়াত করতেন (অনুবাদ) ঃ

"হে ঈমানদারগণ ! তোমরা এমন বিষয়ে প্রশ্ন করো না যা প্রকাশ করা হলে তোমাদের কষ্ট হবে"-(সূরা আল মায়েদা ঃ ১০১)।

৩৭-অনুচ্ছেদ ঃ মানুষের আধিপত্য থেকে আশ্রয় প্রার্থনা।

٥٩١٧- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاَبِىْ طَلْحَةَ الْتَمِسْ لَنَا غُلَامًا مِّنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِىْ فَخَرَجَ بِىْ اَبُوْ طَلْحَةَ يُرْدِفُنِىْ وَرَاءَهُ فَكُنْتُ اَخْدُمُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كُلَّمَا نَزَلَ فَكُنْتُ اَسْمَعُهُ يُكْثِرُ اَنْ يَّقُوْلَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ فَلَمْ اَزَلْ اَخْدُمُهُ حَتّٰى اَقْبَلْنَا مِنْ خَيْبَرَ وَاَقْبَلَ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ قَدْحَازَهَا فَكُنْتُ اَرَاهُ يُحَوِّىْ وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ اَوْ بِكِسَاءٍ ثُمَّ يُرْدِفُهَا وَرَاءَهُ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ صَنَعَ حَيْسًا فِىْ نِطَعٍ ثُمَّ اَرْسَلَنِىْ فَدَعَوْتُ رِجَالاً فَاَكَلُوْا وَكَانَ ذٰلِكَ بِنَاءَهُ بِهَا ثُمَّ اَقْبَلَ حَتّٰى اِذَا بَدَا لَهُ اُحُدٌ قَالَ هٰذَا جُبَيْلٌ يُّحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ فَلَمَّا اَشْرَفَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُحَرِّمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ مَا حَرَّمَ بِهٖ اِبْرَاهِيْمُ مَكَّةَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِىْ مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ .

৫৯১৭. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) আবু তালহা (রা)-কে বললেন ঃ তোমাদের বালকদের মধ্য থেকে আমার সেবার জন্য একটি বালককে খুঁজে আন। আবু তালহা (রা) আমাকে সওয়ারীর পিঠে তাঁর পেছনে বসিয়ে নিয়ে গেলেন। তখন থেকে আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমত করতে লাগলাম।

যখনই তিনি কোন মনযিলে থামতেন তখন প্রায়ই আমি তাঁকে বলতে শুনতাম ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নি আঊযু বিকা মিনাল হাম্মে ওয়াল হুযনে ওয়াল আযাযে ওয়াল কাসালে ওয়াল বুখলে ওয়াল জুবনে ওয়া দালাইদ দাইনে ওয়া গালাবাতির রিজাল। (হে আল্লাহ ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুশ্চিন্তা, দুঃখ, অক্ষমতা, অলসতা, কৃপণতা, ভীরুতা, ঋণের কঠিন বোঝা এবং মানুষের আধিপত্য থেকে)। আমি নবী (স)-এর খেদমতে নিয়োজিত থাকলাম। যখন তিনি খায়বর অভিযান থেকে ফিরে আসলেন তখন সাফিয়া বিনতে হুয়াই (রা)-কে সাথে নিয়ে আসলেন। তিনি সাফিয়া (রা)-কে গনীমাত হিসেবে লাভ করেছিলেন। আমি নবী (স)-কে দেখলাম, তিনি তার চাদর কিংবা কম্বল দ্বারা পর্দা করে সওয়ারীতে নিজের পেছনে তাঁকে বসিয়ে নিয়েছিলেন। আমরা যখন সাহ্বা নামক স্থানে পৌঁছলাম, তখন তিনি হাইস নামক খাবার তৈরি করালেন এবং তা দস্তরখানে সাজিয়ে রাখালেন, তারপর (লোকজনকে) ডাকার জন্য আমাকে পাঠালেন। আমি তাদেরকে ডেকে আনলাম। তারা খাবার খেলেন। এটা ছিল তার পক্ষ থেকে ওলীমার দাওয়াত। অতপর তিনি সেখান থেকে সামনে অগ্রসর হলেন। অবশেষে উহুদ পাহাড় দৃষ্টিগোচর হলে নবী (স) বলেন ঃ এই পাহাড় আমাদের ভালোবাসে, আমরাও তাকে ভালোবাসি। তিনি মদীনার নিকটবর্তী হয়ে বলেন ঃ "হে আল্লাহ ! আমি মদীনার দুই পাহাড়ের মধ্যস্থ এলাকাকে হারাম বা পবিত্র বলে ঘোষণা করছি, যেমন ইবরাহীম (আ) মক্কাকে হারাম বা পবিত্র বলে ঘোষণা করেছিলেন। হে আল্লাহ ! মদীনাবাসীকে তাদের মাপে ও ওজনে বরকত দান করুন।"

৩৮-অনুচ্ছেদ ঃ কবর আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা।

٥٩١٨- عَنْ مُوسَى بنِ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدٍ قَالَ وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَهَا قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

৫৯১৮. মূসা ইবনে উকবা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ উম্মে খালিদ বিনতে খালিদ বলেছেন, আমি নবী (স)-কে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে শুনেছি। মূসা ইবনে উকবা বলেন, উম্মে খালিদ ছাড়া এ বিষয়ে আর কাউকে নবী (স) থেকে বর্ণনা করতে আমি শুনিনি।

٥٩١٩- عَنْ مُصْعَبٍ قَالَ كَانَ سَعْدٌ يَأْمُرُ بِخَمْسٍ وَيَذْكُرُهُنَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُنَا بِهِنَّ اَللّٰهُمَّ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوْذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا يَعْنِى فِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ .

৫৯১৯. মূসআব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাদ (রা) পাঁচটি জিনিস থেকে পানাহ চাইতে নির্দেশ দিতেন এবং তিনি নবী (স) থেকে বর্ণনা করে বলতেন যে, নবী (স) নিজে ঐ পাঁচটি জিনিস থেকে পানাহ চাইতে আমাদের আদেশ দিতেন ঃ "হে আল্লাহ ! আমি

কৃপণতা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই, আমি ভীরুতা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই, আমি আশ্রয় চাই তোমার কাছে চরম বার্ধক্যে উপনীত হওয়া থেকে এবং দুনিয়ার ফিতনা অর্থাৎ দাজ্জালের ফিতনা থেকে। আর তোমার কাছে আশ্রয় চাই কবরের আযাব থেকে।"

٥٩٢٠- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ عَلَىَّ عَجُوْزَانِ مِنْ عُجُزِ يَهُوْدِ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَتَا لِىْ اِنَّ اَهْلَ الْقُبُوْرِ يُعَذَّبُوْنَ فِىْ قُبُوْرِهِمْ فَكَذَّبْتُهُمَا وَلَمْ اُنْعِمْ اَنْ اُصَدِّقَهُمَا فَخَرَجَتَا وَدَخَلَ عَلَىَّ النَّبِىُّ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ عَجُوْزَيْنِ وَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ صَدَقَتَا اِنَّهُمْ يُعَذَّبُوْنَ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ كُلُّهَا فَمَا رَاَيْتُهُ بَعْدُ فِىْ صَلٰوةٍ اِلاَّ تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ .

৫৯২০. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনার দুই ইহুদী বৃদ্ধা আমার কাছে এসে বললো, কবরবাসীদেরকে তাদের কবরে শাস্তি দেয়া হয়। আমি তাদের কথা মিথ্যা বলে অভিহিত করলাম এবং তাদের কথা সত্য বলে মেনে নিতে পারলাম না। তারা চলে গেলে পর নবী (স) আমার কাছে আসলেন। আমি তাঁকে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! দুই বৃদ্ধা এসেছিল। অতপর আমি নবী (স)-কে পুরো ঘটনা বললাম। তিনি বলেন ঃ তারা সত্য কথাই বলেছে। কবরবাসীদের অবশ্যই তাদের কবরে শাস্তি দেয়া হয় যা সকল চতুষ্পদ জন্তুই শুনতে পায়। সুতরাং এরপর আমি নবী (স)-কে প্রত্যেক নামাযে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে দেখেছি।[৮]

৩৯-অনুচ্ছেদ ঃ জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা।

٥٩٢١- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ .

৫৯২১. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র নবী (স) বলতেন ঃ "হে আল্লাহ ! আমি তোমার কাছে অক্ষমতা, অলসতা, ভীরুতা ও চরম বার্ধক্যে উপনীত হওয়া থেকে আশ্রয় চাই। আমি তোমার কাছে আরো আশ্রয় চাই কবরের আযাব এবং জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে।"

৪০-অনুচ্ছেদ ঃ সবরকম গুনাহ এবং ঋণগ্রস্ত হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা।

٥٩٢٢- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ

৮. ইহুদীরা ধোঁকা-প্রতারণা ও মিথ্যা কথায় পাকা। এজন্য আয়েশা (রা) তাদের কথা বিশ্বাস করতে চাননি। মনে করেছেন, এটাও হয়তো তাদের কোন উদ্দেশ্যমূলক মিথ্যা কথা। সকল চতুষ্পদ জন্তুই কবর আযাবের শব্দ শোনে।

وَالْهَرَمِ وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنٰى وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ عَنِّىْ خَطَايَاىَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِىْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ .

৫৯২২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলতেন ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল কাসালে ওয়াল হারামে ওয়াল মাছামে ওয়াল মাগরামে ওয়ামিন ফিতনাতিল কাবরে ওয়া আযাবিল কাবরে ওয়ামিন ফিতনাতিন্নারে ওয়া আযাবিন্নারে ওয়ামিন শাররে ফিতনাতিল গিনা ওয়া আউযু বিকা মিন ফিতনাতিল ফাকরে ওয়া আউযু বিকা মিন ফিতনাতিল মাসীহিদ দাজ্জালে, আল্লাহুম্মাগসিল আন্নি খাতাইয়াইয়া বিমায়েছ ছালজে ওয়াল বারাদে ওয়ানাক্কি কালবি মিনাল খাতাইয়া কামা নাক্কাইতাছছাওবাল আবইয়াদা মিনাদ দানাছে ওয়াবায়েদ বাইনি ওয়া বাইনা খাতাইয়াইয়া কামা বাআদতা বাইনাল মাশরিকে ওয়াল মাগরিবে।—"হে আল্লাহ ! আমি তোমার আশ্রয় চাই অলসতা, অতি বার্ধক্য, সব প্রকারের গুনাহ, ঋণগ্রস্ততা, কবরের ফিতনা ও কবরের আযাব, জাহান্নামের সংকট ও জাহান্নামের আযাব, প্রাচুর্যের মন্দ পরিণাম থেকে। আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই দারিদ্র্যের ফিতনা থেকে, আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি মসীহ দাজ্জালের ফিতনা থেকে। হে আল্লাহ ! তুমি আমার গুনাহসমূহ তুষার ও শিলার পানি দ্বারা ধুয়ে পরিষ্কার করে দাও এবং আমার হৃদয়-মনকে এমনভাবে গোনাহ থেকে পরিষ্কার করে দাও যেমন সাদা বস্ত্রকে ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয় এবং আমার ও আমার গুনাহসমূহের মাঝে এতটা দূরত্ব সৃষ্টি করে দাও যতটা দূরত্ব সৃষ্টি করেছো পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের মাঝে।

৪১-অনুচ্ছেদ ঃ ভীরুতা ও অলসতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা।

٥٩٢٣- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ

৫৯২৩. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (স) বলতেন ঃ "হে আল্লাহ ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই দুশ্চিন্তা, দুঃখ, অক্ষমতা, অলসতা, ভীরুতা, কৃপণতা, কঠিন ঋণভার এবং মানুষের আধিপত্য থেকে।"

৪২-অনুচ্ছেদ ঃ কৃপণতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা।

٥٩٢٤- عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ اَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِهٰؤُلَاءِ الْخَمْسِ وَيُحَدِّثُ بِهِنَّ عَنِ

النَّبِيِّ ﷺ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اُرَدَّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

৫৯২৪. সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি পাঁচটি জিনিস থেকে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনার নির্দেশ দিতেন এবং এগুলো তিনি নবী (স) থেকে বর্ণনা করতেন ঃ "হে আল্লাহ ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই কৃপণতা থেকে, আশ্রয় চাই ভীরুতা থেকে, আশ্রয় চাই অতি বার্ধক্যে উপনীত হওয়া থেকে, আশ্রয় চাই দুনিয়ার ফিতনা থেকে এবং আমি তোমার কাছে আরো আশ্রয় চাই কবরের আযাব থেকে।

৪৩-অনুচ্ছেদ ঃ অতি বার্ধক্যে উপনীত হওয়া থেকে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা।

٥٩٢٥- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَرَمِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ .

৫৯২৫. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে বলতেন ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল কাসলে ওয়া আউযু বিকা মিনাল জুবুনে ওয়া আউযু বিকা মিনাল হারামে ওয়া আউযু বিকা মিনাল বুখলে। "(হে আল্লাহ ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই অলসতা থেকে, আশ্রয় চাই ভীরুতা থেকে, আশ্রয় চাই বার্ধক্যে উপনীত হওয়া থেকে এবং আশ্রয় চাই কৃপণতা থেকে)।"

৪৪-অনুচ্ছেদ ঃ মহামারি ও রোগ-ব্যধি দূরীকরণের জন্য দোয়া।

٥٩٢٦- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ كَمَا حَبَّبْتَ اِلَيْنَا مَكَّةَ اَوْ اَشَدَّ وَانْقُلْ حُمَّاهَا اِلَى الْجُحْفَةِ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ مُدِّنَا وَصَاعِنَا.

৫৯২৬. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ "হে আল্লাহ ! আমাদের অন্তরে মদীনার প্রতি এমন ভালোবাসা সৃষ্টি করে দাও যেমন ভালোবাসা দিয়েছো মক্কার প্রতি কিংবা তার চেয়েও অধিক ভালোবাসা সৃষ্টি করে দাও এবং মদীনার জ্বরকে জুহফায় স্থানান্তরিত করে দাও। হে আল্লাহ ! আমাদের মুদ্দ ও সা' অর্থাৎ মাপে ও ওযনে বরকত দান কর।"[৯]

৯. 'জুহফা' ইরাক ও সিরিয়া থেকে আগত হাজীদের মীকাত। মক্কা ছিল মুহাজিরগণের জন্মভূমি। স্বাভাবিকভাবেই জন্মভূমির প্রতি বিশেষ ভালোবাসা থাকে। নবী (স) মদীনার প্রতিও অনুরূপ বা তার অধিক ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেয়ার জন্যে দোয়া করেছেন। কারণ মদীনা তখন ইসলামী রাষ্ট্রের রাজধানী ও কেন্দ্র। এ কেন্দ্রে অবস্থান করেই ইসলামকে বিকশিত করতে হবে। তাই মদীনার আবহাওয়াকে মুহাজিরদের অনুকূল করে দেয়া এবং মদীনার প্রতি সবার মনে আন্তরিক ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেয়ার জন্য নবী (স)-এর এ দোয়া অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

٥٩٢٧- عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ عَادَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مَنْ شَكْوَى اَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بَلَغَ بِىْ مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ وَاَنَا ذُوْمَالٍ وَّلاَ يَرِثُنِىْ اِلاَّ ابْنَةٌ لِىْ وَاحِدَةٌ اَفَاَتَصَدَّقُ بِثُلُثَىْ مَالِىْ قَالَ لاَ قُلْتُ فَبِشَطْرِهِ قَالَ لاَ قَالَ الثُّلُثُ كَثِيْرٌ اِنَّكَ اَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ اَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِّنْ اَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَّتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ وَاِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِىْ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ اِلاَّ اُجِرْتَ حَتّٰى مَا تَجْعَلُ فِىْ فِىْ امْرَأَتِكَ قُلْتُ اَاُخَلَّفُ بَعْدَ اَصْحَابِىْ قَالَ اِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلاً تَبْتَغِىْ بِهِ وَجْهَ اللّٰهِ اِلاَّ ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَّرِفْعَةً وَّلَعَلَّكَ تُخَلَّفُ حَتّٰى يَنْتَفِعَ بِكَ اَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ اٰخَرُوْنَ اَللّٰهُمَّ اَمْضِ لاَصْحَابِىْ هِجْرَتَهُمْ وَلاَ تَرُدُّهُمْ عَلٰى اَعْقَابِهِمْ لٰكِنَّ الْبَائِسَ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ قَالَ سَعْدٌ رَثٰى لَهُ النَّبِىُّ ﷺ مِنْ اَنْ تُوُفِّىَ بِمَكَّةَ .

৫৯২৭. সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের সময় রসূলুল্লাহ (স) আমাকে দেখতে আসেন। আমি তখন রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছিলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমার রোগযন্ত্রণা কি পর্যায়ে পৌঁছেছে তা আপনি দেখতে পাচ্ছেন। আমি একজন বিত্তবান মানুষ। একমাত্র মেয়ে ছাড়া আমার আর কোন উত্তরাধিকারী নেই। আমি কি আমার সম্পদের তিন ভাগের দু'ভাগ দান করবো ? নবী (স) বলেন ঃ না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে অর্ধেক সম্পদ ? তিনি বলেন ঃ না, তাও না। এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ অনেক বেশী। উত্তরাধিকারীদেরকে অন্যের দ্বারে হাত পাতার মত অভাবী ও মুখাপেক্ষী রেখে যাওয়ার চেয়ে বিত্তশালী রেখে যাওয়া তোমার জন্য অধিক উত্তম। তুমি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে যা খরচ করবে আল্লাহ তার পুরস্কার তোমাকে দান করবেন। এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে খাবারের যে গ্রাসটি তুলে দাও তার বিনিময়ে পুরস্কার লাভ করবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি আমার সাথীদের পেছনে থেকে যাব ? তিনি বলেন ঃ তোমাকে রেখে যাওয়া হলে তুমি অবশ্যই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিলাভের জন্য এমন কাজ করবে যাতে তোমার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। আশা করি তুমি আরও দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকবে। এক গোষ্ঠী তোমার দ্বারা উপকৃত হবে এবং অন্যরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। হে আল্লাহ ! আমার সাহাবীগণের হিজরতকে বহাল রাখ এবং তাদেরকে পিছনে ফিরে নিয়ে যেও না। কিন্তু দুস্থ সাদ ইবনে খাওলা! রাবী বলেন, মক্কাতেই সাদ ইবনে খাওলা ইন্তেকাল করলে রসূলুল্লাহ (স) তার জন্য শোক জ্ঞাপন করেন।[১০]

১০. এখানে সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাসের রোগ মুক্তির দোয়াও নিহিত রয়েছে। কারণ মক্কায় থেকে গেলে তার হিজরত পূর্ণ হবে না। তাই দোয়া করা হয়েছে, যেন সবাই তাঁদের হিজরতের স্থান মদীনায় ফিরে যেতে পারেন।

"আমি কি আমার সাথীদের পেছনে পড়ে থাকবো?" অর্থাৎ সবাই মদীনায় চলে যাওয়ার পর রোগের কারণে মক্কায় থেকে যাব বা মক্কায়ই মৃত্যুবরণ করবো ? এখানে উল্লেখ্য যে, সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস ও সাদ ইবনে খাওলা (রা) ভিন্ন দুইজন সাহাবী।

৪৫-অনুচ্ছেদ ঃ অতি বার্ধক্য, দুনিয়ার ফিতনা এবং জাহান্নামের ফিতনা বা শাস্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা।

٥٩٢٨- عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ تَعَوَّذُوْا بِكَلِمَاتٍ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اُرَدَّ اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ .

৫৯২৮. সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) যে কথা বলে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন তোমরাও সে কথাগুলো আল্লাহ্‌র দ্বারা কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল জুবনে ওয়া আউযু বিকা মিনাল বুখলে ওয়া আউযু বিকা মিন আন উরাদ্দা আরযালিল উমুরে ওয়া আউযু বিকা মিন ফিতনাতিদ দুন্‌য়া ওয়া আযাবিল কাবরে।—"হে আল্লাহ ! আমি তোমার কাছে ভীরুতা, কৃপণতা, অতি বার্ধক্যে উপনীত হওয়া এবং দুনিয়ার ফিতনা-ফাসাদ ও কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাই।"

٥٩٢٩- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَاْثَمِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنٰى وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَاىَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِىْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ .

৫৯২৯. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলতেন ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল কাসালে ওয়াল হারামে ওয়াল মাগরামে ওয়াল মাছামে। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন আযাবিন্নারে ওয়া ফিতনাতিন্নারি ওয়া ফিতনাতিল কাবরে ওয়া আযাবিল কাবরে ওয়া শাররি ফিতনাতিল গিনা ওয়া শাররে ফিতনাতিল ফাকরে ওয়া মিন শাররে ফিতনাতিল মাসীহিদ দাজ্জাল, আল্লাহুম্মাগছিল খাতাইয়াইয়া বি-মাইস্ সালাজে ওয়াল বারদে ওয়া নাক্কে কালবে মিনাল খাতাইয়া কামা ইউনাক্কাছ ছাওবুল আব্‌ইয়াদু মিনাদ দানাসে। ওয়া বায়েদ বাইনি ওয়া বাইনা খাতাইয়াইয়া কামা বারাদতা বাইনাল মাশরিকে ওয়াল মাগরিবে। "হে আল্লাহ ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই অলসতা, অতি বার্ধক্য, ঋণের বোঝা গোনাহ থেকে। হে আল্লাহ ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই জাহান্নামের

"আশা করি তুমি আরও দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকবে।" এটা নবী (স)-এর মুজিযা বিশেষ। মূলে 'তুখাল্লাফু' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মর্মার্থ হলো দীর্ঘজীবী হবে। বাস্তবে হয়েছেও তাই। তিনি ইরাক বিজয়কাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। বিভিন্ন যুদ্ধে মুসলমানগণ তাঁর দ্বারা উপকৃত হয়েছেন এবং কাফের মুশরিকরা হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত।

হযরত সা'দ ইবনে খাওলা একজন মুহাজির ছিলেন। তিনি বদর যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। বিদায় হজ্জের সময় মক্কায় তিনি ইনতিকাল করেন। যাঁরা মক্কা থেকে হিজরত করেছিলেন, তাদের কেউ মক্কায় ইনতিকাল করুক নবী (স) তা চাননি। তাই সাদ ইবনে খাওলা (রা) মক্কায় ইনতিকাল করায় নবী (স) মনে নিদারুণ দুঃখবোধ করেন।

আযাব ও জাহান্নামের ফিতনা থেকে, কবরের আযাব ও কবরের ফিতনা থেকে, প্রাচুর্য ও দারিদ্র্যের পরীক্ষা থেকে এবং মাসীহ্ দাজ্জালের ফিতনা থেকে। হে আল্লাহ ! তুমি আমার গুনাহসমূহ বরফ ও তুষারের পানি দিয়ে ধুয়ে দাও এবং আমার হৃদয়-মনকে সব গুনাহ থেকে পরিষ্কার করে দাও, যেভাবে সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয় এবং আমার ও আমার গুনাহ্‌র মধ্যে এতটা ব্যবধান সৃষ্টি করে দাও যতটা ব্যবধান পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের মধ্যে সৃষ্টি করেছো।"

৪৬-অনুচ্ছেদ ঃ প্রাচুর্যের ক্ষতিকর দিক থেকে আশ্রয় প্রার্থনা।

٥٩٣٠- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اُعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتَنَةِ الْغِنٰى وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ .

৫৯৩০. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) এভাবে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন ফিতনাতিন্নারে ওয়া মিন আযাবিন্নারে ওয়া আউযু বিকা মিন ফিতনাতিল কাবরেওয়া আউযু বিকা মিন আযাবিল কাবরে ওয়া আউযু বিকা মিন ফিতানাতিল গিনা ওয়া আউযু বিকা মিন ফিতনাতিল ফাকরে ওয়া আউযু বিকা মিন ফিতনাতিল মাসীহিদ দাজ্জাল।—"হে আল্লাহ ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই জাহান্নামের ফিতনা ও জাহান্নামের আযাব থেকে, আশ্রয় চাই কবরের ফিতনা থেকে, আশ্রয় চাই কবরের আযাব থেকে, আশ্রয় চাই প্রাচুর্য ও অভাব-অনটনের পরীক্ষা থেকে এবং আশ্রয় চাই মাসীহ্ দাজ্জালের ফিতনা থেকে।"

৪৭-অনুচ্ছেদ ঃ দারিদ্র্যের ফেতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা।

٥٩٣١- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنٰى وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ قَلْبِىْ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِىْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ .

৫৯৩১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলতেন ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন ফিতনাতিন্নারে ওয়া আযাবিন্নারে ওয়া ফিতনাতিল কাবরে ওয়া আযাবিল কাবরে ওয়া শাররে ফিতনাতিল গিনা ওয়া শাররে ফিতনাতিল ফাকরে। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন শাররে ফিতনাতিল মাসীহিদ দাজ্জাল, আল্লাহুম্মাগসিল কালবী বিমায়ে

সালজে ওয়াল বারাদে ওয়া নাক্কি কালবী মিনাল খাতাইয়া কামা নাক্কাইতাছ ছাওবাল আবইয়াদা মিনাদ্দানাসে ওয়া বায়েদ বাইনী ওয়া বাইনা খাতাইয়াইয়া কামা বাআদতা বাইনাল মাশরিকে ওয়াল মাগরিব। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল কাসালে ওয়াল মাসা'মে ওয়াল মাগরামে।—"হে আল্লাহ ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই জাহান্নামের ফিতনা ও জাহান্নামের আযাব থেকে, কবরের ফিতনা ও কবরের আযাব থেকে, প্রাচুর্য ও দারিদ্র্যের ফিতনা থেকে। হে আল্লাহ ! আমি আশ্রয় চাই মসিহ দাজ্জালের ফেতনা থেকে। হে আল্লাহ ! আমার হৃদয়-মনকে শিলা ও বরফের পানি দিয়ে ধুয়ে দাও এবং আমার হৃদয়-মনকে গুনাহ্ থেকে পবিত্র করে দাও, যেভাবে তুমি সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করেছো। আমি এবং আমার গুনাহর মাঝে এতটা ব্যবধান সৃষ্টি করে দাও, যতটা ব্যবধান সৃষ্টি করেছো পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের মাঝে। হে আল্লাহ ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই অলসতা, গুনাহ্ ও ঋণ থেকে।"

৪৮-অনুচ্ছেদ ঃ বরকতপূর্ণ অধিক সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির জন্য প্রার্থনা।

٥٩٣٢- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اُمِّ سُلَيْمٍ اَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَسٌ خَادِمُكَ اُدْعُ اللّٰهَ لَهُ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا اَعْطَيْتَهُ .

৫৯৩২. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। উম্মে সুলাইম (রা) বললেন, হে আল্লাহ্র রসূল ! আনাস আপনার খাদেম। তার জন্য আল্লাহ্র কাছে দোয়া করুন। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ "হে আল্লাহ্ ! আনাসের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধি করে দাও এবং তাকে যা দাও, তাতে বরকত দান করো।

৪৯-অনুচ্ছেদ ঃ বরকতপূর্ণ অধিক সন্তান লাভের জন্য প্রার্থনা।

٥٩٣٣- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَسٌ خَادِمُكَ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا اَعْطَيْتَهُ .

৫৯৩৩. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁর মা উম্মে সুলাইম (রা) বললেন, হে আল্লাহ্র রসূল ! আনাস আপনার খাদেম। নবী (স) বলেন ঃ "হে আল্লাহ ! আনাসের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধি করে দাও এবং তুমি তাকে যা কিছু দাও তাতে বরকত দান করো।"

৫০-অনুচ্ছেদ ঃ ইস্তেখারা করার দোয়া।

٥٩٣٤- عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَلِّمُنَا الاِسْتِخَارَةَ فِى الْاُمُوْرِ كُلِّهَا كَالسُّوْرَةِ مِنَ الْقُرْاٰنِ اِذَا هَمَّ اَحَدُكُمْ بِالْاَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْاَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا

الْاَمْرَ خَيْرٌ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ اَوْ قَالَ فِىْ عَاجِلِ اَمْرِىْ وَاٰجِلِهٖ فَاقْدُرْهُ لِىْ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ اَوْ قَالَ فِىْ عَاجِلِ اَمْرِىْ وَاٰجِلِهٖ فَاصْرِفْهُ عَنِّىْ وَاَصْرِفْنِىْ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِىَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِىْ بِهٖ وَيُسَمِّىْ حَاجَتَهُ .

৫৯৩৪. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) আমাদেরকে যেমন কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন তেমনি সকল ব্যাপারে আমাদেরকে ইস্তেখারা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন ঃ তোমাদের কেউ যখন কোন কাজ করার ইচ্ছা করে, সে যেন তখন দুই রাক্‌আত নামায পড়ে এবং তারপর বলে ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসতাখীরুকা বিইলমিকা ওয়া অসতাকদিরুকা বিকুদরাতিকা ওয়া আসআলুকা মিন ফাদলিকাল আজীম। ফাইন্নাকা তাকদিরু ওয়ালা আকদিরু ওয়া তালামু ওয়ালা আলামু ওয়া আনতা আল্লামুল গুয়ুব। আল্লাহুম্মা ইন কুনতা তালামু আন্না হাযাল আমরা খাইরুল্লী ফি দিনী ওয়া মাআশী ওয়া আকিবাতি আমরী ফি আজিলি আমরী ওয়া আজিলিহী ফাকদুরহু লী, ওয়াইন কুনতা তালামু আন্না হাযাল আমরা শাররুল্লী ফিদীনী ওয়া মাআশী ওয়া আকিবাতে আমরী ফী আজিলি আমরী ওয়া আজিলিহী ফাছরেফহু আন্নি ওয়াসরিফনী আনহু ওয়াকদুর লিয়াল খাইরা হাইছু কানা সুম্মা রাদ্দিনী বিহী। (হে আল্লাহ ! আমি তোমার জ্ঞানের সাহায্যে তোমার কাছে কল্যাণ কামনা করছি। আমি তোমার শক্তির সাহায্য এবং তোমার মহান অনুগ্রহ কামনা করছি। কেননা তুমি ক্ষমতাবান এবং আমি অক্ষম। তুমি জ্ঞানবান, আমি জ্ঞানহীন এবং তুমি অদৃশ্য বিষয়ে সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত। হে আল্লাহ ! তোমার জ্ঞানে, আমার এ কাজ আমার দীন, জীবন ও জীবিকা, কর্মের পরিণামে ও আমার বর্তমান ও ভবিষ্যত জীবনের জন্য কল্যাণকর হলে তুমি তা আমার জন্য নির্ধারিত করে দাও। আর যদি তোমার জ্ঞানে আমার এ কাজ আমার দীন ও কর্মের পরিণামে অথবা বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য অকল্যাণকর হয় তবে তুমি তা আমার থেকে ফিরিয়ে নাও এবং আমাকেও তা থেকে ফিরিয়ে রাখ, আর আমার জন্য সর্বক্ষেত্রে কল্যাণ নির্ধারণ করো এবং আমাকে তার প্রতি সন্তুষ্ট করে দাও।" অতপর নিজের প্রয়োজন ব্যক্ত করবে।"[১১]

৫১-অনুচ্ছেদ ঃ উযুর সময়ের দোয়া।

٥٩٣٥- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ دَعَا النَّبِىُّ ﷺ بِمَاءٍ فَتَوَضَّاَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ اَبِىْ عَامِرٍ وَرَاَيْتُ بَيَاضَ اِبْطَيْهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيْرٍ مِّنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ .

৫৯৩৫. আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) পানি চেয়ে নিয়ে উযু করলেন, তারপর দুই হাত তুলে বললেন ঃ হে আল্লাহ ! উবাইদ আবু আমেরকে মাফ

---

১১. ইস্তেখারা অর্থ কোন ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার কাছে কল্যাণ কামনা করা, কাম্য বস্তুকে কল্যাণকর হওয়ার জন্য দোয়া করা। কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়ার পূর্বে উক্ত নিয়মে ইস্তেখারা করা সুন্নাত।

করে দাও।" [নবী (স) দোয়ার সময় হাত এত উঁচু করেন যে,] আমি নবী (স)-এর বগলের শুভ্রতা পর্যন্ত দেখতে পেয়েছি। অতপর তিনি বললেন ঃ "হে আল্লাহ্ ! কিয়ামাতের দিন তাকে তোমার সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে অধিকাংশ মানুষের চেয়ে উচ্চমর্যাদা দান করো।"[১২]

৫২-অনুচ্ছেদ ঃ উপত্যকায় বা উঁচু জায়গায় উঠার সময়কার দোয়া।

٥٩٣٦- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَكُنَّا اِذَا عَلَوْنَا كَبَّرْنَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَيُّهَا النَّاسُ اِرْبَعُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ فَاِنَّكُمْ لاَتَدْعُوْنَ اَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا وَلٰكِنْ تَدْعُوْنَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ثُمَّ اَتٰى عَلَىَّ وَاَنَا اَقُوْلُ فِىْ نَفْسِىْ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ قَيْسٍ قُلْ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ فَاِنَّهَا كَنْزٌ مِّنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ اَوْ قَالَ اَلاَ اَدُلُّكَ عَلٰى كَلِمَةٍ هِىَ كَنْزٌ مِّنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ .

৫৯৩৬. আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সফরে আমরা নবী (স)-এর সাথে ছিলাম। আমরা যখন উঁচুতে উঠতে থাকতাম তখন উচ্চস্বরে আল্লাহু আকবার বলতাম। নবী (স) বলেন ঃ হে জনগণ ! নিজেদের প্রতি সদয় হও। কেননা তোমরা কোন বধির ও অনুপস্থিত সত্তাকে ডাকছো না ; বরং এমন এক সত্তাকে ডাকছো যিনি সব শোনেন ও দেখেন। অতপর তিনি আমার কাছে আসলেন। তখন আমি মনে মনে "লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্" বলছিলাম। তিনি বলেন ঃ হে আবদুল্লাহ্ ইবনে কায়েস ! লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ বলো। কেননা এটা জান্নাতের ভাণ্ডারগুলোর অন্যতম কিংবা তিনি বলেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি কথা বলব, যা জান্নাতের ভাণ্ডারগুলোর অন্যতম ? সেটি হলো ঃ লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। ("আল্লাহ ছাড়া ক্ষতি রোধ করার এবং কল্যাণ হাসিলের আর কোন শক্তি নেই)।"

৫৩-অনুচ্ছেদ ঃ উপত্যকা থেকে অবতরণ করতে দোয়া করা। এ সম্পর্কে জাবের (রা)-এর একটি হাদীস আছে।[১৩]

৫৪-অনুচ্ছেদ ঃ সফরে গমন কিংবা সফর থেকে ফিরে আসাকালীন দোয়া।

---

১২. উবাইদ (রা) আবু মূসা আশআরী (রা)-এর চাচা। তাঁর ডাক নাম আবু আমের। এক লড়াইয়ে তাঁর হাঁটুতে জনৈক কাফেরের তীর বিদ্ধ হয়। এতে তিনি ইনতিকাল করেন। ইনতিকালের আগে তিনি আবু মূসা (রা)-কে বলেন, ভাতিজা ! নবী (স)-এর কাছে আমার সালাম পৌছাবে এবং তাঁকে আমার মাগফিরাতের জন্য দোয়া করতে বলবে। আবু মূসা (রা) এসে নবী (স)-এর কাছে এ খবর পৌছান। তখন তিনি উবাইদ (রা)-এর জন্য দোয়া করেন।

১৩. এ ব্যাপারে জিহাদ অধ্যায়ে "সুবহানাল্লাহ পড়া", অনুচ্ছেদে জাবের (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে ঃ যখন আমরা উপরে উঠতাম, তখন 'আল্লাহু আকবার' বলতাম। যখন নীচে অবতরণ করতাম তখন 'সুবহানাল্লাহ' পড়তাম।

٥٩٣٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ اَوْ حَجٍّ اَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلٰى كُلِّ شَرَفٍ مِّنَ الْاَرْضِ ثَلٰثَ تَكْبِيْرَاتٍ ثُمَّ يَقُوْلُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ .

৫৯৩৭. আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ (স) যখন কোন যুদ্ধাভিযান অথবা হজ্জ কিংবা উমরা থেকে ফিরতেন তখন পথে প্রতিটি উঁচু ভূমিতে আরোহণের সময় তিনবার তাকবীর বলতেন। তারপর পড়তেন ঃ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলক ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাই-ইন কাদীর। আয়েবুনা তায়েবুনা আবেদুনা লি-রব্বিনা হামেদুন।" (আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব ও সার্বভৌমত্ব তাঁরই। সমস্ত প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য। তিনি সবকিছুর উপর শক্তিমান। আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, ইবাদতকারী, আপন রবের প্রশংসাকারী। আল্লাহ্ তাঁর ওয়াদা সত্যে পরিণত করেছেন, নিজ বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং শত্রুবাহিনীসমূহকে একাই পরাজিত করেছেন)।

৫৫-অনুচ্ছেদ ঃ বর বা দুলহার জন্য দোয়া করা।

٥٩٣٨- عَنْ اَنَسٍ قَالَ رَاٰى النَّبِىُّ ﷺ عَلٰى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَهْيَمْ اَوْ مَهْ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَاَةً عَلٰى وَزْنِ نَوَاةٍ مِّنْ ذَهَبٍ فَقَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ اَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ .

৫৯৩৮. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা)-এর গায়ে হলুদ রঙের চিহ্ন দেখে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কি ব্যাপার ? আবদুর রহমান (রা) বললেন, আমি এক নাওয়াত[১৪] স্বর্ণের বিনিময়ে এক মহিলাকে বিয়ে করেছি। নবী (স) বলেন ঃ বারাকাল্লাহু লাকা (আল্লাহ্ তোমাকে বরকত ও কল্যাণ দান করুন)। একটি বকরী দিয়ে হলেও ওলীমার ব্যবস্থা করো।

٥٩٣٩- عَنْ جَابِرٍ قَالَ هَلَكَ اَبِىْ وَتَرَكَ سَبْعَ اَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ فَتَزَوَّجْتُ امْرَاَةً فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ تَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ اَبِكْرًا اَمْ ثَيِّبًا قُلْتُ ثَيِّبًا قَالَ فَهَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ اَوْ تُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ قُلْتُ هَلَكَ اَبِىْ فَتَرَكَ سَبْعَ اَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ فَكَرِهْتُ اَنْ اَجِيْئَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ فَتَزَوَّجْتُ امْرَاَةً تَقُوْمُ عَلَيْهِنَّ قَالَ فَبَارَكَ اللّٰهُ عَلَيْكَ لَمْ يَقُلِ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرٍو بَارَكَ اللّٰهُ عَلَيْكَ

১৪. 'নাওয়াত' হলো পাঁচ দিরহাম ওজন স্বর্ণের একটি পিণ্ড। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে দশ দিরহাম-এর কমে মোহরানা ধার্য জায়েয নেই।

৫৯৩৯. জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার আব্বা মারা গেলেন। তিনি রেখে গেলেন সাত অথবা নয়টি কন্যা সন্তান। আমি এক মহিলাকে বিয়ে করলাম। নবী (স) জিজ্ঞেস করলেন ঃ জাবের ! বিয়ে করেছ ? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বলেন ঃ কুমারী না বিধবা ? আমি বললাম, বিধবা। তিনি বলেন ঃ কুমারী বিয়ে করলে না কেন ? তাহলে তুমি তার সাথে হাস্য-কৌতুক করতে পারতে এবং সেও তোমার সাথে হাস্য-কৌতুক করতে পারতো। কিংবা নবী (স) বলেছেন, তুমি তার সাথে খেল-তামাশা করতে এবং সেও তোমার সাথে খেল-তামাশা করতো। আমি বললাম, আমার আব্বা মারা গেছেন এবং তিনি সাত অথবা নয়টি কন্যা সন্তান রেখে গেছেন। তাই তাদের মতই একটি কুমারী বিয়ে করে আনা আমি পসন্দ করিনি। সুতরাং আমি এমন এক মহিলাকে বিয়ে করেছি, যে তাদের দেখাশোনা ও তত্ত্বাবধান করতে পারবে। নবী (স) বলেন ঃ বারাকাল্লাহু আলাইকা (আল্লাহ তোমাকে কল্যাণ দান করুন)। ইবনে উয়াইনা ও মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম (র) আমর (র) থেকে 'বারাকাল্লাহু আলাইকা' কথাটা উদ্বৃত কারেননি।

৫৬-অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রী সহবাসের দোয়া।

٥٩٤٠ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ اَنَّ اَحَدَهُمْ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّاتِيَ اَهْلَهُ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَاِنَّهُ اِنْ يُّقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِيْ ذٰلِكَ لَمْ يَضُرُّهُ شَيْطَانٌ اَبَدًا.

৫৯৪০. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যদি স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে মনস্থ করে তাহলে বলবে ঃ আল্লাহুম্মা জান্নিবনাশ শাইতানা ওয়া জান্নিবিশ শাইতানা মা রাজাকতানা (আল্লাহর নামে শুরু করছি। হে আল্লাহ! তুমি শয়তানকে আমাদের থেকে দূরে সরিয়ে রাখ এবং আমাদেরকে যা দান করবে তার থেকেও শয়তানকে দূরে সরিয়ে রাখ)। যদি তাদের এ মিলনে কোন সন্তানের জন্ম নির্ধারিত হয়ে থাকে, তবে শয়তান কখনো তার কোন অনিষ্ট করতে পারবে না।

৫৭-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর দোয়া রব্বানা আতিনা ফিদ-দুনইয়া হাসানাতান।

٥٩٤١ـ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ .

৫৯৪১. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) অধিকাংশ সময় এ দোয়া করতেন ঃ আল্লাহুম্মা রাব্বানা আতিনা ফিদ-দুন্ইয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাও ওয়াকিনা আযাবান নার। (হে আমাদের প্রভু ! দুনিয়ায় ও আখেরাতে কল্যাণ দান কর এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করো)।

৫৮-অনুচ্ছেদ ঃ দুনিয়ার ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা।

٥٩٤٢ـ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَلِّمُنَا هٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ

كَمَا تُعَلَّمُ الْكِتَابَةُ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَاَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوذُ بِكَ مِنْ اَنْ اُرَدَّ اِلَى اَرْزَلِ الْعُمُرِ وَاَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

৫৯৪২. সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) আমাদেরকে ঠিক সেভাবেই এ দোয়াটি শিখাতেন ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল বুখলি ওয়া আউযু বিকা মিনাল জুবুনি ওয়া আউযু বিকা মিন আন উরাদ্দা ইলা আরযালিল উমুরে ওয়া আউযু বিকা মিন ফিতনাতিদ দুন্ইয়া ওয়া আযাবিল কাবরি (হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই কৃপণতা থেকে, ভীরুতা থেকে, অতি বার্ধক্যে উপনীত হওয়া থেকে এবং আশ্রয় চাই দুনিয়ার ফিতনা ও কবরের আযাব থেকে)।

৫৯-অনুচ্ছেদ ঃ বারবার দোয়া করা।

٥٩٤٣- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ طُبَّ حَتّٰى اَنَّهُ لَيُخَيَّلُ اِلَيْهِ اَنَّهُ قَدْ صَنَعَ الشَّئَ وَمَا صَنَعَهُ وَاَنَّهُ دُعَا رَبَّهُ ثُمَّ قَالَ اَشَعَرْتِ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَفْتَانِى فِى مَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَمَا ذَاكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ جَاءَنِى رَجُلَانِ فَجَلَسَ اَحَدُهُمَا عِنْدَ رَاسِى وَالْاٰخَرُ عِنْدَ رِجْلَىَّ فَقَالَ اَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ مَا وَجَعُ الرَّجُلِ قَالَ مَطْبُوْبٌ قَالَ مَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيدُ بْنُ الْاَعْصَمِ قَالَ فِيمَا ذَا قَالَ فِى مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ وَّجُفِّ طَلْعَةٍ قَالَ فَاَيْنَ هُوَ قَالَ فِىْ ذَرْوَانَ وَذَرْوَانُ بِئْرٌ فِىْ بَنِىْ زُرَيْقٍ قَالَتْ فَاَتَاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ رَجَعَ اِلَى عَائِشَةَ فَقَالَ وَاللّٰهِ لَكَاَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ وَلَكَاَنَّ نَخْلَهَا رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ قَالَتْ فَاَتَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرَهَا عَنِ الْبِئْرِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَهَلَّا اَخْرَجْتَهُ قَالَ اَمَّا اَنَا فَقَدْ شَفَانِىَ اللّٰهُ وَكَرِهْتُ اَنْ اُثِيرَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُحِرَ النَّبِىُّ ﷺ فَدَعَا وَدَعَا وَسَاقَ الْحَدِيْثَ .

৫৯৪৩. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স)-এর উপর যাদু করা হলে তাঁর মনে হতো একটি কাজ তিনি করেছেন অথচ বাস্তবে তিনি তা করেননি। সুতরাং তিনি তাঁর রবের কাছে দোয়া করলেন ঃ অতপর বলেন ঃ হে আয়েশা ! তুমি কি জান আমি যে কথাটা জানতে চেয়েছিলাম, আল্লাহ সেটা আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন ! আয়েশা (রা) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রসূল ! সে কথাটি কি ? তিনি বলেন ঃ আমার কাছে (স্বপ্নে) দু'জন লোক আসলো। তাদের একজন আমার মাথার কাছে এবং অপরজন আমার পায়ের কাছে বসলো। তাদের একজন অপরজনকে জিজ্ঞেস করলো, এ ব্যক্তির কি হয়েছে ? সে জবাব দিল, তাকে যাদু করা হয়েছে। প্রথমজন বললো, কে যাদু করেছে ? সে

বললো, লাবীদ ইবনে আসাম। প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, সে কিসের সাহায্যে যাদু করেছে ? সে জবাব দিল, চিরুনী, চিরুনীর সাথে সেঁটে থাকা চুল এবং সদ্যজাত খেজুর কাঁদির আবরণের সাহায্যে। প্রথমজন জিজ্ঞেস করলো, তা কোথায় ? দ্বিতীয়জন বললো, যুরাইক গোত্রের যারওয়ান নামক কূপের মধ্যে। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, অতপর রসূলুল্লাহ (স) সেই কূপের কাছে গেলেন এবং যাদুর উপকরণগুলো ধ্বংস করে আয়েশা (রা)-এর কাছে ফিরে এসে বলেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম ! সেই কূপের পানি মেহেদি রংয়ের ন্যায় লাল। এর খেজুর গাছগুলো যেন শয়তানের মাথা। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (স) ফিরে এসে কূপের অবস্থা বর্ণনা করলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আপনি তা বের করলেন না কেন ? তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা আমাকে নিরাময় দান করেছেন। এরূপ মন্দ কাজের দিকে মানুষের মনোযোগ আকৃষ্ট হোক তা আমি পসন্দ করি না। অপর এক সনদে আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, নবী (স)-কে যাদু করা হয়েছিল তখন তিনি বারবার দোয়া করেছেন। এরপর তিনি পুরা হাদীস বর্ণনা করেন।

৬০- অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিকদের জন্য বদদোয়া করা।

ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, নবী (স) এই বলেন ঃ হে আল্লাহ ! (কুরাইশি) মুশরিকদের উপর ইউসুফ (আ)-এর সময়ে সাত বছর ব্যাপি দুর্ভিক্ষের মত দুর্ভিক্ষ দিয়ে আমাকে সাহায্য কর। নবী (স) আরো বলেন ঃ হে আল্লাহ ! আবু জাহলকে ধ্বংস কর। ইবনে উমার (রা) বলেন, নবী (স) নামাযে দোয়া করেছেন ঃ হে আল্লাহ! অমুক ও অমুকের উপর লা'নত নাযিল করো। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করেন ঃ لَيسَ لَكَ مِنَ الاَمرِ شَيئٌ (সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা তোমার কাজ নয়)।

٥٩٤٤ـ عَنِ ابْنِ اَبِىْ اَوْفٰى قَالَ دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْاَحْزَابِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيْعَ الْحِسَابِ اَهْزِمِ الْاَحْزَابَ اَهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ .

৫৯৪৪. ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) খন্দকের যুদ্ধে আহযাবের অর্থাৎ শত্রু বাহিনীগুলোর জন্য এই বলে বদদোয়া করেন ঃ আল্লাহুম্মা মুনযিলাল কিতাবি সারিয়াল হিসাবে আহযিমিল আহযাবা আহযিমুহুম ওয়া জালজিলহুম। "হে আল্লাহ ! হে কিতাব নাযিলকারী ! ত্বরিত হিসাব গ্রহণকারী ! বাহিনীসমূহকে পরাজিত করো, তাদেরকে পরাজিত কর এবং প্রকম্পিত করো)।

٥٩٤٥ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فِى الرَّكْعَةِ الْاٰخِرَةِ مِنْ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ قَنَتَ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ اَبِىْ رَبِيْعَةَ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطْاَتَكَ عَلٰى مُضَرَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِيْنَ كَسِنِىْ يُوْسُفَ .

৫৯৪৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) এশার নামাযের শেষ রাকআতে সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলার পর দোয়া কুনূত পড়তেন ঃ আল্লাহুম্মা আনজি আইয়াশ ইবনা আবি রাবিয়াহ আল্লাহুম্মা আনজিল ওয়ালিদাবনাল ওয়ালিদ আল্লাহুম্মা আনজি সালামাতাবনা হিশাম আল্লাহুম্মা আনজিল মুসতাদআফিনা মিনাল মু'মিনীন আল্লাহুম্মাশদুদ ওয়াত্আতাকা আলা মুদার আল্লাহুম্মাজ আলহা সিনিনা কাছিনি ইউসুফ। "হে আল্লাহ ! আইয়াশ ইবনে আবু রাবীয়াকে রক্ষা কর। হে আল্লাহ ! ওয়ালীদ ইবনে ওয়ালীদকে মুক্ত করে দাও। হে আল্লাহ ! সালামা ইবনে হিশামকে রক্ষা কর। হে আল্লাহ ! দুর্বল মুসলমানদেরকে রক্ষা কর। হে আল্লাহ মুদার গোত্রকে শক্ত করে পাকড়াও করো। হে আল্লাহ এ কাফেরদেরকে ইউসুফ (আ)-এর (সময়ের) দুর্ভিক্ষের মতো দুর্ভিক্ষে নিক্ষেপ করো।"১৫

٥٩٤٦- عَنْ اَنَسٍ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ سَرِيَّةً يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ فَأُصِيبُوا فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَجَدَ عَلٰى شَيْءٍ مَا وَجَدَ عَلَيْهِمْ فَقَنَتَ شَهْرًا فِي صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَيَقُوْلُ اِنَّ عُصَيَّةَ عَصَوُا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ .

৫৯৪৬. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) একটি ক্ষুদ্র বাহিনীকে অভিযানে পাঠালেন, তাদেরকে কুররা (কুরআন বিশেষজ্ঞ) বলা হতো। তাদের সবাইকে হত্যা করা হলো। আনাস (রা) বলেন, এ কারণে নবী (স)-কে যত দুঃখ পেতে দেখেছি আর কোন কারণে ততটা দুঃখ পেতে দেখিনি। তাই তিনি এক মাস যাবত ফযরের নামাযে কুনূত পড়তে থাকেন। এই কুনূতে তিনি উসাইয়া গোত্রকে বদদোয়া করে বলতেন ঃ উসাইয়া আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানি করেছে।

٥٩٤٧- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الْيَهُوْدُ يُسَلِّمُوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَقُوْلُوْنَ اَلسَّامُ عَلَيْكَ فَفَطِنَتْ عَائِشَةُ اِلٰى قَوْلِهِمْ فَقَالَتْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَهْلاً يَا عَائِشَةُ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْاَمْرِ كُلِّهِ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ اَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا يَقُوْلُوْنَ قَالَ اَوَلَمْ تَسْمَعِي اَرُدُّ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ فَاَقُوْلُ وَعَلَيْكُمْ .

৫৯৪৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহূদীরা নবী (স)-কে সালাম দেয়ার সময় বলতো, আস্সামু আলাইকা (তোমার মৃত্যু হোক)। আয়েশা (রা) তাদের কথা বুঝে ফেললেন। তিনি বললেন, তোমাদের উপরই মৃত্যু ও লানত নেমে আসুক। নবী (স) বলেনঃ হে আয়েশা ! নম্র ও শান্ত হও। আল্লাহ্ তাআলা সব কাজেই নম্রতা পসন্দ করেন। আয়েশা (রা) বললেন, হে আল্লাহ্র নবী ! আপনি কি শোনেননি তারা কী বলেছে ? নবী (স) বলেন ঃ তুমি কি শোননি, আমি তাদেরকে একই জবাব দিয়েছি ? আমি জবাবে বলেছি ঃ ওয়া আলাইকুম (তোমাদের উপরও তাই আসুক)।

১৫. কুনূত অর্থ দোয়া। এ তিনজনসহ আরো অনেক মুসলমান তখন মক্কায় কাফেরদের হাতে বন্দী ছিলেন। তাদের উপর চরম নির্যাতন চলছিল। তাই তাদের মুক্তি এবং নির্যাতনের চরম ভূমিকা পালনকারী মুদার গোত্রের জন্য নবী (স) বদদোয়া করেন।

٥٩٤٨- عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِى طَالِبٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَقَالَ مَلاَ اللّٰهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا كَمَا شَغَلُوْنَا عَنْ صَلٰوةِ الْوُسْطٰى حَتّٰى غَابَتِ الشَّمْسُ وَهِىَ صَلٰوةُ الْعَصْرِ .

৫৯৪৮. আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা খন্দকের যুদ্ধে নবী (স)-এর সাথে ছিলাম। তিনি তখন বলেছেন ঃ আল্লাহ তাদের ঘরবাড়ী ও কবরগুলোকে আগুনে ভর্তি করে দিন। তারা আমাদেরকে (যুদ্ধে লিপ্ত করে) সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত সালাতে উস্‌তা থেকে বিরত রেখেছে। সালাতে উস্‌তা অর্থ আসরের নামায।

৬১-অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিকদের জন্য দোয়া করা।

٥٩٤٩- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَدِمَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ دَوْسًا قَدْ عَصَتْ وَاَبَتْ فَادْعُ اللّٰهَ عَلَيْهَا فَظَنَّ النَّاسُ اَنَّهُ يَدْعُوْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَأْتِ بِهِمْ .

৫৯৪৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তুফাইল ইবনে আমর আদ-দাওসী (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে হাযির হয়ে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! 'দাওস' গোত্র নাফরমান হয়েছে এবং ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। আপনি তাদের জন্য আল্লাহর কাছে বদদোয়া করুন। লোকজন মনে করলো, নবী (স) তাদেরকে বদদোয়া করবেন। কিন্তু তিনি করলেন ঃ হে আল্লাহ দাওস গোত্রকে হেদায়াত দান কর এবং তাদেরকে মুসলমানদের সাথে মিলিয়ে দাও।

৬২-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর কথা ঃ ইয়া আল্লাহ ! আমার পূর্বাপর সব গুনাহ ক্ষমা করুন।

٥٩٥٠- عَنْ اَبِى مُوسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَدْعُوْ بِهٰذَا الدُّعَاءِ رَبِّ اغْفِرْ لِى خَطِيْئَتِى وَجَهْلِى وَاِسْرَافِى فِى اَمْرِى كُلِّهِ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّى اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِى خَطَايَاىَ وَعَمْدِى وَجَهْلِى وَهَزْلِى وَكُلُّ ذٰلِكَ عِنْدِى اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِى مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ .

৫৯৫০. আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) এ দোয়াটি করতেন ঃ রব্বিগফির লি খাতিয়াতি ওয়া জাহলি ওয়া ইসরাফি ফী আমরি কুল্লিহি ওয়ামা আনতা আলামু বিহি মিন্নী। আল্লাহুম্মাগফির লি খাতাইয়াইয়া ওয়া আমদি ওয়া জাহলি ওয়া হাজলি ওয়া কুল্লু যালিকা ইন্দি। আল্লাহুম্মাগফির লি মা কাদ্দামতু ওয়ামা আখ্‌খারতু ওয়ামা আসরারতু ওয়ামা আলানতু। আনতাল মুকাদ্দিমু ওয়া আনতাল মুয়াখখিরু ওয়া আনতা আলা কুল্লি

শাই-ইন কাদীর। "(হে আল্লাহ ! মাফ করে দাও আমার সব গুনাহ, আমার অজ্ঞতা প্রসূত অপরাধ, আমার কাজের ক্ষেত্রে সীমালংঘন, আর আমার সেইসব গুনাহ যা তুমি আমার চেয়ে অধিক জান। হে আল্লাহ ! তুমি মাফ করে দাও আমার সব ইচ্ছাকৃত ও অজ্ঞতাপ্রসূত ভুল-ত্রুটি এবং হাসি-ঠাট্টাপ্রসূত গুনাহ। এর সবই আমার মধ্যে আছে। হে আল্লাহ ! মাফ করে দাও, যা আমি আগে করেছি কিংবা পরে করেছি, যা গোপন করেছি কিংবা প্রকাশ করেছি। তুমিই কোন কিছুকে অগ্রগামী ও পশ্চাদবর্তীকারী এবং তুমি সর্ব বিষয়ে শক্তিমান)।

٥٩٥١- عَنْ أَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَدْعُوْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ خَطِيْئَتِىْ وَجَهْلِىْ وَاِسْرَافِىْ فِىْ اَمْرِىْ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّىْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ هَزْلِىْ وَجِدِّىْ وَخَطَايَاىَ وَعَمْدِىْ وَكُلُّ ذٰلِكَ عِنْدِىْ .

৫৯৫১. আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) এই বলে দোয়া করতেন ঃ আল্লাহুম্মাগফির লি খাতিয়াতি ওয়া জাহলি ওয়া ইসরাফি ফী আমরি ওয়ামা আনতা আলামু বিহি মিন্নী। আল্লাহুম্মাগফির লী হাযলি ওয়া জিদ্দি ওয়া খাতাইয়াইয়া ওয়া আমদি ওয়া কুল্লু যালিকা ইন্দি। "(হে আল্লাহ ! আমার সব রকম গুনাহ, আমার অজ্ঞতা প্রসূত গুনহ আমার কাজে বাড়াবাড়ি, আর আমার সেই গুনাহ তুমি আমার চেয়ে অধিক জান ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ ! আমার হাসি-ঠাট্টাপ্রসূত গুনাহ, সংকল্পের মাধ্যমে কৃত গুনাহ, আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি, আমার ইচ্ছাকৃত গুনাহ ক্ষমা করে দাও এবং আমার সব গুনাহ মাফ করে দাও।

৬৩-অনুচ্ছেদ ঃ জুমুআর দিনে নির্দিষ্ট সময়ে (যখন দোয়া কবুল হয়) দোয়া করা।

٥٩٥٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ اَبُوْ الْقَاسِمِ ﷺ فِىْ جُمُعَةٍ سَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّىْ يَسْئَلُ اللّٰهَ خَيْرًا اِلاَّ اَعْطَاهُ وَقَالَ بِيَدِهِ قُلْنَا يُقَلِّلُهَا يُزَهِّدُهَا.

৫৯৫২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল কাসেম (স) বলেছেন ঃ জুমুআর দিন এমন একটি সময় আছে, যখন নামাযে দাঁড়িয়ে কোন মুসলমান আল্লাহ্‌র কাছে কল্যাণ প্রার্থনা করলে তিনি তাকে তা দান করেন। তিনি নিজের হাত দিয়ে ইশারা করলেন। আমাদের মতে সম্ভবত তিনি এ সময়ের সংক্ষিপ্ততার প্রতি ইঙ্গিত করেন।[১৬]

৬৪-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর উক্তি ঃ ইহুদীদের ব্যাপারে আমাদের বদদোয়া কবুল হয় কিন্তু আমাদের ব্যাপারে তাদের বদদোয়া কবুল হয় না।

---

১৬. এ সময়টি সম্পর্কে বিভিন্ন মত আছে। তবে দু'টি মত প্রধান। কারো মতে এ দোয়া কবুলের সময়টি হলো জুমুআর নামায পড়ার সময়টুকু। অন্যদের মতে এ সময়টা হলো, জুমুআর দিনের শেষাংশ যখন সূর্য অস্তগমনের নিকটবর্তী হয়।

٥٩٥٣- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ الْيَهُوْدَ اَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ قَالَ وَعَلَيْكُمْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ السَّامُ عَلَيْكُمْ وَلَعَنَكُمُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْكُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَهْلاً يَا عَائِشَةُ عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ وَاِيَّاكِ وَالْعُنْفَ اَوِ الْفُحْشَ قَالَتْ اَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوْا قَالَ اَوَلَمْ تَسْمَعِيْ مَا قُلْتُ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ فَيُسْتَجَابُ لِيْ فِيْهِمْ وَلاَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيَّ .

৫৯৫৩. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। একদল ইহুদী নবী (স)-এর দরবারে এসে বললো ঃ আসসামু আলাইকুম (তোমার মৃত্যু হোক)। জবাবে নবী (স) বলেন ঃ ওয়া আলাইকুম (তোমাদেরও)। আয়েশা (রা) বলেন,—মরণ হোক তোমাদের। আল্লাহ তোমাদের উপর লানত করুন এবং গযব নাযিল করুন। তখন রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ হে আয়েশা! বাদ দাও তো, নম্রতা অবলম্বন কর এবং কঠোরতা ও মন্দ ভাষণ পরিহার কর। আয়েশা (রা) বলেন, তারা যা বললো তাকি আপনি শোনেননি ? নবী (স) বলেন ঃ আমি কি জবাব দিলাম তা কি তুমি শোননি ? তাদের জন্য আমার দোয়া কবুল হয়। কিন্তু আমার জন্য তাদের দোয়া কবুল হয় না।

৬৫-অনুচ্ছেদ ঃ আমীন বলা।

٥٩٥٤- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا اَمَّنَ الْقَارِيُّ فَاَمِّنُوْا فَاِنَّ الْمَلٰئِكَةَ تُؤَمِّنُ فَمَنْ وَّافَقَ تَامِيْنُهُ تَامِيْنَ الْمَلٰئِكَةِ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

৫৯৫৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ কারী (ইমাম) যখন 'আমীন' বলে তখন তোমরাও আমীন বল। কেননা তখন ফেরেশতারাও আমীন বলে। তাই যে ব্যক্তির আমীন বলা ফেরেশতাদের আমীন বলার সাথে উচ্চারিত হয় তার পূর্ববর্তী সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।

৬৬-অনুচ্ছেদ ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার মর্যাদা।

٥٩٥٥- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ فِيْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَّمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِّنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذٰلِكَ حَتّٰى يُمْسِيَ وَلَمْ يَاتِ اَحَدٌ بِاَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ اِلاَّ رَجُلٌ عَمِلَ اَكْثَرَ مِنْهُ .

৫৯৫৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ যে ব্যক্তি দিনে এক শতবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারিকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাই-ইন কাদীর (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই ; তিনি এক

তাঁর কোন শরীক নেই, সার্বভৌমত্ব ও সকল প্রকার প্রশংসা একমাত্র তাঁরই, তিনি সবকিছু করতে সক্ষম), তবে সে দশজন ক্রীতদাস মুক্ত করার সমান সওয়াব পায় এক শত নেকী তার জন্য লেখা হয় এবং তার আমলনামা থেকে এক শত গুনাহ মুছে ফেলা হয়, ঐ দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তান থেকে তার রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা হয় এবং যে ব্যক্তি উক্ত বাক্য তার চেয়ে বেশী সংখ্যায় পড়ে সে ছাড়া আর কেউ তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হতে পারবে না।

٥٩٥٦- عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ مَنْ قَالَ عَشْرًا كَانَ كَمَنْ اَعْتَقَ رَقَبَةً مِنْ وَلَدِ اِسْمَاعِيْلَ وَعَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ رَبِيْعِ بْنِ خُثَيْمٍ مِّثْلَهُ فَقُلْتُ لِلرَّبِيْعِ مِمَّنْ سَمِعْتَهُ قَالَ مِنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ فَاَتَيْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُوْنٍ فَقُلْتُ مِمَّنْ سَمِعْتَهُ فَقَالَ مِنْ ابْنِ اَبِىْ لَيْلَى فَاَتَيْتُ ابْنَ اَبِىْ لَيْلَى فَقُلْتُ مِمَّنْ سَمِعْتَهُ فَقَالَ مِنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ يُحَدِّثُهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَوْلَهُ .

৫৯৫৬. আমর ইবনে মায়মূন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি (উক্ত বাক্য) দশবার পড়বে সে এমন ব্যক্তির ন্যায় গণ্য হবে যে, ইসমাঈল (আ)-এর বংশের দশজন লোককে দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করলো। শাবীও রাবী ইবনে খুসাইম থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি রাবীকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এ হাদীস কার থেকে শুনেছেন ? তিনি বলেন, আমর ইবনে মায়মূন থেকে। আমর ইবনে মায়মূনের কাছে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এ হাদীস কার থেকে শুনেছেন ? তিনি বলেন, ইবনে আবি লায়লা থেকে। আমি ইবনে আবি লায়লার কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এটি কার থেকে শুনেছেন ? তিনি বলেন, আমি এটি আবু আইউব আনসারী (রা)-কে নবী (স) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি। অপর এক সনদে হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

৬৭-অনুচ্ছেদ ঃ সুবহানাল্লাহ্ পড়ার মর্যাদা।

٥٩٥٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ فِىْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَاِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

৫৯৫৭. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ যে ব্যক্তি দিনে এক শতবার "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি" পড়ে তার গুনাহসমূহ সমুদ্রের ফেনারাশির সমান হলেও মাফ করে দেয়া হয়।

٥٩٥٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَلِمَتَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ وَثَقِيْلَتَانِ فِى الْمِيْزَانِ حَبِيْبَتَانِ اِلَى الرَّحْمٰنِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ

৫৯৫৮. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ দু'টি বাক্য এমন যা উচ্চারণে সহজ কিন্তু দাড়িপাল্লায় অনেক ভারী এবং আল্লাহর কাছে অতি প্রিয়। সুবহানাল্লাহিল

আজিম সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী (আমি মহান আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করছি, আমি প্রশংসার সাথে আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা করছি)।

৬৮-অনুচ্ছেদ ঃ মহিমান্বিত আল্লাহ্র নাম যিক্র (স্মরণ) করার মর্যাদা।

٥٩٥٩- عَنْ اَبِى مُوسى قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَثَلُ الَّذِى يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِى لاَ يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَىِّ وَالْمَيِّتِ .

৫৯৫৯. আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ যে ব্যক্তি তাঁর রবকে স্মরণ করে এবং যে তার রবকে স্মরণ করে না, তাদের দু'জনের উপমা হলো ঃ জীবিত ও মৃত মানুষ।

٥٩٦٠- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِلّٰهِ مَلٰئِكَةً يَطُوفُونَ فِى الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ اَهْلَ الذِّكْرِ فَاِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَّذْكُرُونَ اللّٰهَ تَنَادَوْا هَلُمُّوا اِلٰى حَاجَتِكُمْ قَالَ فَيَحُفُّونَهُمْ بِاَجْنِحَتِهِمْ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ فَيَسْئَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ اَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا يَقُولُ عِبَادِى قَالَ يَقُولُونَ يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ قَالَ فَيَقُولُ هَلْ رَاَوْنِى قَالَ فَيَقُولُونَ لاَ وَاللّٰهِ مَا رَاَوكَ قَالَ فَيَقُولُ وَكَيْفَ لَوْ رَاَوْنِى قَالَ يَقُولُونَ لَوْ رَاَوكَ كَانُوا اَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً وَاَشَدَّ لَكَ تَمْجِيدًا وَّتَحْمِيدًا وَّاَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحًا قَالَ يَقُولُ فَمَا يَسْئَلُونِى قَالَ يَسْئَلُونَكَ الْجَنَّةَ قَالَ يَقُولُ وَهَلْ رَاَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لاَ وَاللّٰهِ يَا رَبِّ مَا رَاَوْهَا قَالَ يَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ اَنَّهُمْ رَاَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَوْ اَنَّهُمْ رَاَوْهَا كَانُوا اَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا وَاَشَدَّ لَهَا طَلَبًا وَاَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً قَالَ فَمِمَّ يَتَعَوَّذُونَ قَالَ يَقُولُونَ مِنَ النَّارِ قَالَ يَقُولُ وَهَلْ رَاَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لاَ وَاللّٰهِ يَا رَبِّ مَا رَاَوْهَا قَالَ يَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ رَاَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَوْ رَاَوْهَا كَانُوا اَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا وَّاَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً قَالَ فَيَقُولُ فَاُشْهِدُكُمْ اَنِّى قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ قَالَ يَقُولُ مَلَكٌ مِّنَ الْمَلٰئِكَةِ فِيهِمْ فُلاَنٌ لَيْسَ مِنْهُمْ اِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ قَالَ هُمُ الْجُلَسَاءُ لاَ يَشْقٰى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ .

৫৯৬০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলার একদল ফেরেশতা আছে যারা আল্লাহ্র যিকিরে রত লোকদের তালাশে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। যখন তারা আল্লাহ্র যিকিরে মশগুল লোকদেরকে দেখতে পায় তখন তাদের একে অন্যকে ডেকে বলে, তোমাদের অভীষ্ট বস্তুর দিকে আস। নবী (স) বলেন ঃ তখন

সেই ফেরেশতারা ডানা দিয়ে ঐ লোকদেরকে পরিবেষ্টন করে এবং এভাবে (দুনিয়ার) আসমান পর্যন্ত পৌঁছে যায়। নবী (স) বলেন ঃ তখন (আল্লাহ্র যিকির শেষে মজলিস সমাপ্তির পর) ফেরেশতারা ফিরে গেলে আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, আমার বান্দাগণ কি বলছে ? যদিও তিনি তাদের চেয়ে বেশী জানেন। ফেরেশতারা জবাব দেয়, তারা আপনার পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করছে এবং প্রশংসা করছে। নবী (স) বলেন ঃ তখন আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তারা কি আমাকে দেখেছে ? তারা বলে, না, আল্লাহর কসম ! তারা আপনাকে কখনো দেখেনি। নবী (স) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞেস করেন, যদি তারা আমাকে দেখত, তাহলে কি করতো ? ফেরেশতারা বলে, যদি তারা আপনাকে দেখত তাহলে চরম মাত্রায় আপনার ইবাদত করতো, আরও অধিক মাহাত্ম ঘোষণা করতো এবং আরও অধিক আপনার পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করতো।

নবী (স) বলেন, আল্লাহ্ তাআলা আবার জিজ্ঞেস করেন, তারা আমার কাছে কি চায় ? ফেরেশতারা বলে, তারা আপনার কাছে জান্নাত প্রার্থনা করে। নবী (স) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞেস করেন, তারা কি তা দেখেছে ? ফেরেশতারা বলে, না, আল্লাহ্র কসম ! হে আমাদের রব ! তারা তা দেখেনি। আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞেস করেন, যদি তারা জান্নাত দেখতো তাহলে কি করতো ? ফেরেশতারা জবাব দেয়, যদি তারা জান্নাত দেখতো তাহলে আরও অধিক ব্যগ্রভাবে তা কামনা করতো এবং তা পেতে প্রবল আগ্রহী হতো এবং তার প্রতি অধিক মাত্রায় আকৃষ্ট হতো।

আল্লাহ্ তাআলা পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, কিসের থেকে তারা বাঁচতে চায় ? ফেরেশতারা বলে, জাহান্নাম থেকে। আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞেস করেন, তারা কি জাহান্নাম দেখেছে ? ফেরেশতারা জবাব দেয়, না, আল্লাহ্র কসম ! তারা তা দেখেনি। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, তারা তা দেখলে কি করতো ? ফেরেশতারা জবাব দেয়, তারা জাহান্নাম দেখলে তা থেকে আরও অধিক দূরে পালাতো এবং আরও অধিক ভয় করতো।

নবী (স) বলেন ঃ তখন আল্লাহ্ তাআলা ফেরেশতাদেরকে বলেন, তোমরা সাক্ষী থাক, আমি তাদের সবাইকে মাফ করে দিলাম। নবী (স) বলেন ঃ একজন ফেরেশতা বলে, এদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি আছে যে আল্লাহ্র স্মরণে রত লোকদের অন্তর্ভুক্ত নয়, অন্য কোন প্রয়োজনে এসেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, এ মজলিসের লোকগণ এত মর্যাদাবান যে, তাদের সাথে যারা বসে তারাও বঞ্চিত হয় না।[১৭]

৬৯-অনুচ্ছেদ ঃ লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ বলা।

১৭. মূল আরবী শব্দ হলো—আহ্লুয যিকর। এর বাংলা তরজমা করা হয়েছে—যারা আল্লাহ্র যিকিরে রত। আল্লাহ্র স্মরণে রত লোক বলে যাদের বুঝানো হয়েছে—তাদের রকম অনেক। যারা নামাযরত, কুরআন-হাদীস অধ্যয়নরত, ইলমে দীন ও ইসলামী জ্ঞানদান ও বিতরণে রত, যেসব জ্ঞানী ইসলামী জ্ঞান চর্চা ও আলোচনায় রত এবং অনুরূপ কাজে যারাই রত—সবাই আহ্লি যিকর-এ শামিল। যে কোন কাজ আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-বিধান অনুযায়ী করাও আল্লাহ্র যিকর। আর যত কাজ আল্লাহ্র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, তাও আল্লাহর যিকির। তাই মুখে যিকির করা, আল্লাহকে সবসময় মনে করা এবং সর্বদা আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী চলাকেও আল্লাহ্র যিকর বলে। তা ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল, মুস্তাহাব ও হারাম-হালাল যে কোন পর্যায়ের নির্দেশ হোক না কেন।

٥٩٦١- عَنْ اَبِىْ مُوسَى الاَشْعَرِىِّ قَالَ اَخَذَ النَّبِىُّ ﷺ فِى عَقَبَةٍ اَوْ قَالَ فِى ثَنِيَّةٍ قَالَ فَلَمَّا عَلاَ عَلَيْهَا رَجُلٌ نَادَى فَرَفَعَ صَوْتَهُ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ قَالَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى بَغْلَتِهِ قَالَ فَاِنَّكُمْ لاَ تَدْعُوْنَ اَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا ثُمَّ قَالَ يَا اَبَا مُوسَى اَوْ يَا عَبْدَ اللّٰهِ اَلاَ اَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِّنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلَى قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ .

৫৯৬১. আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) একটি উচ্চভূমি বা একটি টিলার ওপর উঠছিলেন। অন্য একজন লোকও সেই সময় সেখানে উঠলো এবং উচ্চৈস্বরে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহু আকবার' বললো। তখন নবী (স) তাঁর খচ্চরের পিঠে আরোহিত অবস্থায় বলেন ঃ তোমরা কোন বধির কিংবা অনুপস্থিত সত্তাকে ডাকছো না। অতপর তিনি বলেন ঃ হে আবু মূসা, অথবা বলেন ঃ হে আবদুল্লাহ ! আমি কি তোমাকে জান্নাতের ভাণ্ডার থেকে একটি কথা বলে দিব না ? আমি বললাম, হাঁ, বলে দিন। তিনি বলেন ঃ সেটি হলো—লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া আর কারো কোন শক্তি ও ক্ষমতা নেই)।

৭০-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তাআলার নিরানব্বই নাম।

٥٩٦٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رِوَايَةً قَالَ لِلّٰهِ تِسْعَةٌ وَّتِسْعُوْنَ اِسْمًا مِائَةٌ اِلاَّ وَاحِدًا لاَ يَحْفَظُهَا اَحَدٌ اِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُوَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ .

৫৯৬২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলার নিরানব্বইটি নাম আছে। যে ব্যক্তি এ নামগুলো মুখস্থ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আল্লাহ বেজোড়, তিনি বেজোড়ই পসন্দ করেন।[১৮]

৭১-অনুচ্ছেদ ঃ বিরতি দিয়ে ওয়াজ করা।

٥٩٦٣- عَنْ شَقِيْقٍ قَالَ كُنَّا نَنْتَظِرُ عَبْدَ اللّٰهِ اِذْ جَاءَ يَزِيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ فَقُلْنَا اَلاَ تَجْلِسُ قَالَ لاَ وَلَكِنَّ اَدْخُلُ فَأُخْرِجُ اِلَيْكُمْ صَاحِبَكُمْ وَاِلاَّ جِئْتُ اَنَا فَجَلَسْتُ فَخَرَجَ عَبْدُ اللّٰهِ وَهُوَ اٰخِذٌ بِيَدِهِ فَقَامَ عَلَيْنَا فَقَالَ اَمَا اِنِّى اُخْبَرُ بِمَكَانِكُمْ وَلَكِنَّهُ يَمْنَعُنِى مِنَ الْخُرُوْجِ اِلَيْكُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِى الاَيَّامِ كَرَاهِيَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا .

১৮. মূলে বলা হয়েছে 'ইয়াহ্ফাযুহা'। এর মানে হেফাযত করা। এ নামগুলো হলো আল্লাহ তাআলার গুণবাচক নাম। মুখস্থ রাখার সাথে সাথে বিশ্বাসে ও কাজে আল্লাহ তাআলার এ গুণাবলীর বাস্তবায়নও মুসলমানের ঈমানের অপরিহার্য দাবি। হাদীসের আসল মর্মও তাই। কেবল মুখস্থ রেখে বিশ্বাস ও কাজে এ গুণাবলীর বিপরীত কাজ করলে এ সুসংবাদের অধিকারী হওয়া যাবে না।

৫৯৬৩. শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবদুল্লাহ্ [ইবনে মাসউদ (রা)]-এর জন্য অপেক্ষা করছিলাম। এমন সময় ইয়াযীদ ইবনে মুআবিয়া এসে হাজির হলেন। আমরা তাকে বললাম, আপনি কি বসবেন ? তিনি বললেন, না, আমি বরং ভেতরে যাচ্ছি এবং তোমাদের কাছে তোমাদের সাথীকে নিয়ে আসছি। অন্যথায় আমি ফিরে এসে বসবো। সুতরাং আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) ইয়াযীদ ইবনে মুআবিয়ার হাত ধরে বেরিয়ে আসলেন। তিনি আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে বলেন, আমি এখানে আপনাদের সমবেত হওয়া অবহিত। কিন্তু আমাকে আপনাদের সামনে আসতে যা বাধা দিয়েছে তা এই যে, নবী (স) ওয়াজ-নসীহতের সময় এ বিষয় লক্ষ্য রাখতেন যে, তা যেন আমাদের বিরক্তি উৎপাদনের কারণ না হয়। এটা তাঁর খুবই নাপসন্দ ছিল।